অদ্বৈতাচার্য্য
বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ

মূল, অন্বয়, ভাবানুবাদ ও প্রকাশাত্ম যতি বিরচিত বিবরণব্যাখ্যা
সংক্ষেপ-শারীরকপ্রস্থান ও ভামতী-প্রস্থানের মতান্তরসমূহের
উপস্থাপন ও খণ্ডন

প্রথম খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিরচিত

বঙ্গভাষায় বিস্তৃত বিচার ঃ মাধুকরী ব্যাখ্যা এবং
মীমাংসা উপক্রমণিকা

কলিগতাব্দ ৫০৯২ খ্রীষ্টাব্দ ১৯৯২

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা

৪ঠা মাঘ, ১৩৯৮

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৯২

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীমতী সুপ্রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়,
৩/১ নীলমণি সরকার লেন,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

পরিবেশক

নবভারত পাবলিশার্স,
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

সংস্কৃত বুক ডিপো প্রাঃ লিঃ,
২৮/১, বিধান সরণী,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

শরৎ বুক হাউস,
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

ফটোটাইপসেটিং

বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার,
১০বি আশুতোষ শীল লেন,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর

শ্রী আশিস্ দাস
কে. ডি. প্রিন্টার্স সাপ্লায়ার্স,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

বাইণ্ডার্স

আনন্দ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,
৩৬, সূর্য সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

আর্টিস্ট

শ্রীমতী ভারতী চক্রবর্তী,
পূর্বাশা হাউজিং এস্টেট,
ফ্ল্যাট নং ডি - ১৯/১,
কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪



পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ

যাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের একটি অক্ষরও লিপিবদ্ধ হইত না,

যাঁহার অকুণ্ঠ ও অযাচিত আশীর্বাদ পাথেয় করিয়া দুর্গম দুস্তর শাস্ত্রপথে

বিচরণ করিতে সাহসী হইয়াছি,

আমার সেই পরমপূজ্যপাদ বিদ্যাগুরু

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মীমাংসা উপক্রমণিকা ও মাধুকরী

গভীর শ্রদ্ধাভক্তিসহ নিবেদন করিলাম।

"যদত্র সৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তদ্‌গুরোরেব মে ন হি।

যদত্রাসৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তন্মমৈব গুরোর্ন হি॥"

ভূমিকা

পরম করুণাময়ের কৃপায় অবশেষে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। আমার দুই পরম গুরু পূতচরিত্র মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় এবং সর্বশাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়কে সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। এই দুই মহামহোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ও উত্তরসাধক আমার বিদ্যাগুরু পরম পূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করিয়া এই গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছি। যিনি শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও পুত্রাধিক স্নেহে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অধিক প্রতিদিন তিন চারি ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া অতীব যত্নপূর্বক ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা এবং বিশেষতঃ অদ্বৈতবেদান্তের আকর গ্রন্থসমূহ আমার ন্যায় অনধিকারীকে পড়াইয়াছেন, তাঁহার নিকট আমি এই গ্রন্থের প্রতি অক্ষরের জন্য জন্ম-জন্মান্তর ঋণী থাকায় তাঁহাকে আমার কিছুই দিবার নাই। এইজন্য গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় এই গ্রন্থখানি পরমশ্রদ্ধাভক্তিভরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। তাঁহার আশীর্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ করা হইলেও গ্রন্থখানি তাঁহার শ্রীহস্তে অর্পণ করিতে পারিলাম না, ইহা আমার জীবনে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইয়া থাকিবে। এই গ্রন্থমধ্যে যাহা কিছু সৌষ্ঠব বিদ্যমান সে-সমস্ত তাঁহারই, আমার নহে এবং যাহা কিছু অসৌষ্ঠব বিদ্যমান তাহা আমারই, তাঁহার নহে। যাঁহারা আমার ন্যায় সুদীর্ঘকাল তাঁহার শ্রীচরণান্তেবাসী হইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেন নাই, তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই গুরুপ্রসাদলব্ধবিদ্যা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। এই গ্রন্থের দ্বারা আমার গুরুসম্প্রদায়ের গৌরব যেন বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়, শ্রীভগবানের নিকট ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ চারি খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ঐ সংস্করণে গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও রহিয়াছে। কিন্তু অনুবাদমাত্রের দ্বারা আমাদের দর্শনের অতীব সহজ সরল প্রাথমিক গ্রন্থও বুঝা যায় না। বিশেষতঃ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ প্রথম শিক্ষার্থীর গ্রন্থই নহে বলিয়া কেবল অনুবাদের দ্বারা কোন শিক্ষার্থীরই কিছুমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অদ্বৈতবেদান্তের কোন প্রাথমিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে প্রথমে প্রাচীন ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও মীমাংসাসম্প্রদায়ের অন্ততঃ একটি করিয়া প্রাথমিক গ্রন্থ অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক। সুতরাং ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে এই গ্রন্থ অধ্যয়নের পূর্বে শিক্ষার্থী দীপিকাসহ তর্কসংগ্রহ, অথবা মুক্তাবলী এবং ন্যায়ভাষ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রশস্তপাদভাষ্য, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী এবং ভোজবৃত্তি বা যোগমণিপ্রভাও অধ্যয়ন করা আবশ্যক। কিন্তু অদ্বৈতশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য বুঝিতে হইলে যে-শাস্ত্রের পরিচিতি সর্বাধিক প্রয়োজন, সেই মীমাংসাশাস্ত্রই ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে সর্বাপেক্ষা অবহেলিত। বেদহীন ক্রিয়াহীন সমাজে মীমাংসাশাস্ত্র যে অনাদৃত হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। কিন্তু ভাট্টমীমাংসার সিদ্ধান্তের সহিত পরিচয় না থাকিলে সংক্ষেপশারীরক বা ভামতী বা বিবরণ এই তিন অদ্বৈতপ্রস্থানের কোন গ্রন্থই বুঝিবার আশা নাই। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের প্রারম্ভেই বিধিবিচার রহিয়াছে এবং ভাট্টমীমাংসা অধ্যয়ন না করিলে ঐ অংশের একটি অক্ষরও বোদ্ধব্য নহে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে যে-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেই সমস্ত বিভাগেই উক্ত গ্রন্থের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠাকে পাঠ্য-বহির্ভূত করা হইয়াছে। কোন গ্রন্থের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা বর্জন অপেক্ষা হাস্যকর পরিস্থিতি আর কি হইতে পারে! পূর্বে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের স্মৃতিপাদের পঠন-পাঠন হইত; বর্তমানে মীমাংসাজ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপকের অভাবে উহারও বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। অনুরূপকারণবশতঃই ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞাত। ভামতী অবলম্বনেই হউক অথবা বিবরণ অবলম্বনেই হউক, অধ্যাসভাষ্য, জিজ্ঞাসাধিকরণভাষ্য ও সমন্বয়াধিকরণভাষ্য পঠন-পাঠনের নিমিত্ত মীমাংসাশাস্ত্রের জ্ঞান অত্যাবশ্যক; উহা ব্যতিরেকে অধ্যাপন ও অধ্যয়ন, বিশেষতঃ অধ্যাপন, নিতান্তই বিড়ম্বনমাত্র এবং শাস্ত্র-প্রহার ব্যতীত কিছুই নহে। এইরূপ নিত্য শাস্ত্রপ্রহার দর্শন অত্যন্ত অসহ্য হওয়ায় আমার অতি প্রিয় ছাত্র ও দর্শনের সুযোগ্য অধ্যাপক সর্বশাস্ত্ররসিক বর্তমানে আমার সহকর্মী বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীপ্রবালকুমার সেন আমাকে পথপ্রদর্শন করিলেন। তাঁহারই সুপরামর্শে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের ব্যাখ্যার পূর্বে ভাট্টমীমাংসার উপর "মীমাংসা উপক্রমণিকা" নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংযোজন করিয়াছি। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ অপূর্ব, বিধি, অর্থবাদ এবং স্বাধ্যায়বিধির বিচার রহিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বেদ বিষয়ে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি। যাঁহারা সদ্গুরুর নিকট মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদেরই সুবিধার্থে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উহা প্রথমেই সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং উহা পূর্বে পাঠ না করিলে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের ব্যাখ্যা বুঝিবার আশা নাই। ভবিষ্যতে মীমাংসাশাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা সংযোজিত করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে মুদ্রণের ইচ্ছা আছে।

বর্ত্তমানকালে ইহা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় যে পাশ্চাত্ত্যভাবধারায় লালিত কোন পরজীবী বুদ্ধিজীবী আমাদের দেশের কোন শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করিতে উদ্যোগী হইলে "প্রাক্ বৈদিকযুগ" হইতে আরম্ভ করিয়া থাকেন। তাহার পর তাঁহারা "ক্রমবিবর্ত্তনে"র ঘূর্ণিপাকে ভ্রমিত হইয়া "বৈদিকযুগে", "অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে", "আলোকিত নব-জাগরণের যুগে" এবং পরিশেষে বিংশ শতকে "সর্বসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানের যুগে" ভাসমান হইয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ কর্দমস্নানে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে দুস্তর মীমাংসাশাস্ত্রমহোদধিতে অবগাহন সম্ভব নহে। দুরধিগম মীমাংসাশাস্ত্রের চর্চাব্যতিরেকেই তাঁহারা কেবল সংস্কৃতভাষাজ্ঞান সম্বল করিয়া ভাষাতত্ত্বের দ্বারা অস্ত্রোপচারপূর্বক বেদের সব রহস্য অধিগত করিয়াছেন। ফলে উনবিংশ শতকে এক প্রকার চিত্র-বিচিত্র সঙ্কর প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা "ভারতবিশারদ" নামে বহু খ্যাত। যে-সমস্ত বিদেশী ভারতবর্ষকে বুঝিবার ঐরূপ প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষমার্হ ; কিন্তু নিজ শাস্ত্রসম্পদ তুচ্ছ করিয়া এতদ্দেশীয়গণের ভাবদাসত্ব অবশ্য ধিক্কারযোগ্য। অন্যান্য দেশে এই প্রকার দাস্যবৃত্তি অকল্পনীয়। শুধু তাহাই নহে, উনবিংশ শতকে শাস্ত্র ও সমাজের এইরূপ নানাবিধ "সংস্কার" হইয়াছে যে সেই ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিরুদ্ধ সংস্কারপ্রবাহে পতিত হইয়া বর্ত্তমানে, বিশেষতঃ ভারতের পূর্বাঞ্চলে, শাস্ত্রও নাই, সমাজও নাই ; কেবল "সংস্কার" পড়িয়া রহিয়াছে। এখন দেখা যায়, যে-কেহ যে-কোন স্থানে যে-কোনও সমাবেশে বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ লইয়া "বক্তৃতামালা" রচনা করিয়া স্বয়ংই তাহা স্বকণ্ঠে ধারণ করিতেছেন। অথচ পূর্বে সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতপুরাণাদির কথকতা বা ভাবভঙ্গীগীতাদির সহিত পাঠ হইত ; কারণ সর্বসাধারণের ইতিহাসপুরাণাদিতেই অধিকার রহিয়াছে, বেদ বা উপনিষদে নহে। অনধিকারীর শাস্ত্রচর্চার কুফল সম্বন্ধে আমার পরমগুরু মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন (ন্যাঃ দঃ, ৪র্থ খণ্ড ৪।১।৩১ টিপ্পনী পৃঃ ৩০৯-১০), "...বেদ লিখিয়া উহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি তখন ছিল না। বেদগ্রন্থ লিখিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে উহার প্রচার প্রাচীনকালে ঋষিগণের মতে বেদবিদ্যার রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পরন্তু উহা বেদবিদ্যার ধ্বংসের কারণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। তাই মহাভারতে বেদবিক্রেতা ও বেদলেখকগণের বিশেষ নিন্দা করা হইয়াছে [এইস্থলে পাদটীকায় মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, ২৩শ অঃ ৭২তম শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—চিত্রশালা মুদ্রণালয়, পৃঃ ৯৪]। বর্ত্তমান সময়ে লিখিত বেদগ্রন্থ ও উহার ভাষ্যাদির সাহায্যে নিজে নিজে বেদের যেরূপ চর্চা হইতেছে, ইহা প্রকৃত বেদবিদ্যালাভের উপায় নহে। ঐরূপ চর্চার দ্বারা বেদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝা যাইতে পারে না। যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলবাস ব্যতীত বেদবিদ্যালাভ হইতে পারে না। প্রাচীন ঋষিগণ ঐরূপ শাস্ত্রোক্ত উপায়েই বেদবিদ্যালাভ করিয়া পরে ঐ বেদার্থ স্মরণপূর্বক সকল মানবের মঙ্গলের জন্য স্মৃতিপুরাণাদিশাস্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন।..."

একদল বেদবিন্মন্য যেমন ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে বেদ ছিন্নভিন্ন করিতেছেন, সেইরূপ অপরদলের নিকট বেদ, বিশেষতঃ উপনিষদ্, কাব্যে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ অনধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার ছান্দোগ্য উপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন (পৃঃ ।/৹), "ইদানীন্তন স্বাধীনচেতা কোন কোন লোক সর্বংকষ বুদ্ধিবলে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ইহাকে একটি কল্পনাকুশল কবির উদ্দাম লেখনীপ্রসূত উপন্যাসরূপে পরিচিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা যে দেশের বিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা স্বাধীনতার দোহাই দিয়া আস্ফালন করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের স্বাধীনতা যে কতটুকু তাহা তাঁহারাই জানেন। আমরা দেখিতেছি, তাঁহারা কেবল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের উচ্ছিষ্টভোজী নিতান্তই পরাধীন। কোনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্রসঙ্গক্রমে যদি আমাদের শাস্ত্র ও ধর্ম সম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়া গিয়া থাকেন, উক্তপ্রকার স্বাধীনচেতা মহোদয়েরা সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া দেশে একটা নূতন ধরণের মত জাহির করিতে চেষ্টা করেন।" ইহার পর মহামহোপাধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকামজাবাল উপাখ্যান উপস্থাপন করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন (পৃঃ ।/৹ - ।৶৹), "শ্রুতির 'বহ্ব অহং চরন্তী' (ছাঃ উপঃ ৪।৪।২ পৃঃ ৪০৪) কথার 'বহু' পদটি 'চরন্তী' ক্রিয়ার বিশেষণ ; সুতরাং ইহার অর্থ হইতেছে যে, আমি প্রভূত পরিমাণে পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। অবশ্য, গৃহস্থাশ্রমস্থ ব্রাহ্মণপত্নীর পক্ষে অভ্যাগত সাধুজনের সেবা করা ধর্মসঙ্গত কার্য্যই বটে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনচেতা বিদ্বন্মন্য পণ্ডিতগণ ব্যাকরণের বেশী ধার ধারেন না ; আচার্য্যগণের কথায়ও বড় একটা কর্ণপাত করেন না ; তাই তাঁহারা একেবারে সোজাসুজিভাবে 'বহু' পদটিকে 'চরন্তী'র গায়ে মিশাইয়া সত্যনিষ্ঠা সতী জাবালাকে 'বহুচারিণী' বেশ্যারূপে পরিচিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন !!..." প্রাচীনকালে যাঁহারা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে কাব্যনাটকপ্রবন্ধাদিতে নিন্দিত ও উপহসিত হইয়া থাকেন। এক্ষণে ইহার বিপরীতই দৃষ্ট হয় যে যদি কেহ সাহিত্যাদি যে-কোনও বিষয়বিশেষে অত্যুৎকর্ষ লাভ করেন, তবে তিনি জীবদ্দশায় সমালোচিত ও অবজ্ঞাত হইলেও মৃত্যুর পর "মহাপুরুষ", "যুগপুরুষ", "মহামানব" ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন ; ফলে তাঁহাদের উপনিষদাদিবিষয়ে প্রলাপও অতীব শ্রদ্ধাভরে শিরোধার্য্য করা হইয়া থাকে। অথচ যাঁহাদের অনুকরণে নিজেদের ধন্য বলিয়া মনে করেন, সেই পাশ্চাত্ত্যদেশীরা কিন্তু তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার বা বিজ্ঞানীকে "মহাপুরুষ" ইত্যাদি বলেন না। সুতরাং আমাদের দেশে

যাঁহাদের এখনও বৈদিক সভ্যতায় আস্থা আছে, তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ যে তাঁহারা যেন বেদ-উপনিষদাদির উপর গ্রন্থাদি ও "জ্ঞানগর্ভ" বক্তৃতামালা বিষধর সর্পবৎ পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থানে ইতিহাস-পুরাণাদির পাঠ হইয়া থাকে সেই সমস্ত স্থানে যাইয়া তাহাই শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে শ্রবণ করেন। অন্য অধিকারের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির নিকট উপনিষদাদি সম্পূর্ণরূপে অবোধ্য। এই গ্রন্থে বেদের যে অতীব অল্প বিচার উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার প্রয়াস করিলে আমার কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। যাঁহারা আমাদের ইতিহাসপুরাণাদিকে অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনীর সমাহার বলিয়া মনে করেন, বহু পূর্বেই মহানৈয়ায়িক আচার্য্য উদয়ন তাঁহার আত্মতত্ত্ববিবেকে (২য় পরিঃ ৩য় প্রকরণ পৃঃ ২২০ = পৃঃ ৪৯৯) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের প্রতিও প্রযোজ্য, "সোহয়ং পবনতনয়বার্তামুপশ্রুত্য তৎস্পর্ধয়া বালবানরঃ কিয়দপি দূরমুৎপ্লুত্য মহার্ণবে পতিতঃ প্রাহ—'অপার এবায়মকূপারো, মিথ্যা রামায়ণম্' ইতি।" অর্থাৎ—পবনতনয় হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘনের কথা শুনিয়া শিশু বানর স্পর্ধাপূর্বক কিয়ৎদূর লম্ফপ্রদান করিয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া বলিয়াছিল, "এই সমুদ্র অপার, সুতরাং রামায়ণই মিথ্যা।" তাঁহাদের জন্য গ্রন্থশেষে কয়েকটি পৌরাণিক শ্লোকের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের সকল শাস্ত্রই গুরুমুখী। সুতরাং যত বড় পণ্ডিতই গ্রন্থ রচনা করুন না কেন, কেবল গ্রন্থপাঠ করিয়া কোন শাস্ত্রই অধিগত করিবার বিন্দুমাত্র আশা নাই। সুতরাং এই গ্রন্থ পাঠমাত্রদ্বারা যে কেহ মীমাংসা বা অদ্বৈতশাস্ত্র অধিগত করিতে পারিবেন, তাহা দুরাশামাত্র। শাস্ত্রে শ্রদ্ধাভক্তি উৎপন্ন করা এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। অগ্নিহীন, বেদহীন, শ্রদ্ধাহীন সূত্রমাত্রধারীর পক্ষে মীমাংসা গ্রন্থ লেখা নিতান্ত ধৃষ্টতামাত্র। কেবল পণ্ডিতমহাশয়ের অকৃপণ আশীর্বাদ পাথেয় করিয়া মীমাংসা উপক্রমণিকা লিখিতে সাহসী হইয়াছি। সহস্র-ন্যায়াত্মক "জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর" গ্রন্থ লিখিয়া মাধবাচার্য্য উহাকে "ক্রীড়াপুষ্করিণী" বলিয়াছেন। সুতরাং "মীমাংসা উপক্রমণিকা" যে মীমাংসা মহাসিন্ধুর তুলনায় একটি অতীব ক্ষুদ্র বিন্দুও নহে, তাহা মনে রাখিতে হইবে। আশা করিব, উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কাহারও চিত্তে মীমাংসাশাস্ত্রাধ্যয়নে উৎসাহ জন্মে, তবে তিনি ভারতবর্ষের অন্যস্থানে গমন করিয়া পণ্ডিতবর্গের পদতলে বসিয়া মীমাংসাশাস্ত্রপাঠে যত্ন করিবেন। মীমাংসা উপক্রমণিকা লিখিতে মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত প্রতিপাদিকা নামক অর্থসংগ্রহটীকা ও অর্থদর্শনী নামক মীমাংসা-ন্যায়প্রকাশটীকা এবং মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কররচিত মীমাংসান্যায়প্রকাশের উপর প্রভাটীকার নিকট আমি সবিশেষ ঋণী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যে-সমস্ত ছাত্রছাত্রী ১৯৬৮-৭০ সালে বেদান্তদর্শন বিশেষ বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সর্বপ্রথম বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ আলোচনাকালেই উহার ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করি। ১৯৭৪ সালের পর মেধাবী ছাত্রছাত্রীর অভাবে এই দুরূহ গ্রন্থ পড়াইবার উৎসাহ পাই না এবং অবশেষে ১৯৭৮ সালে বেদান্ত-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করি। তাহার পর ১৯৮৪ সালে এম. ফিল্ পড়াইবার সময় নব উদ্যমে উক্ত গ্রন্থ আবার আলোচনা করি এবং মুদ্রণের চিন্তাও তখনই উদিত হয়। যে-কতিপয় বৎসর এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমার এইরূপ বিশ্বাসই দৃঢ় হইয়াছে যে মূল বিবরণগ্রন্থ আলোচনা ব্যতিরেকে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না এবং ভামতীপ্রস্থানের সহিত তুলনা না করিলে বিবরণপ্রস্থানের গভীরতা, ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মতা বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না। কিন্তু এইরূপভাবে বিষয় আয়ত্ত করিতে হইলে একজন অধ্যাপককে এককালে দুই একটি ছাত্রকে একখানি গ্রন্থ অধ্যাপন করিতে হইবে। ইহাই বর্ত্তমানে বহু নিন্দিত প্রাচীন চতুষ্পাঠীপ্রথা। পঞ্চবিংশতিসংখ্যক শিক্ষকের সম্মিলিতভাবে শতাধিক ছাত্রছাত্রীর মস্তকে ত্রিংশৎসংখ্যক গ্রন্থ যুগপৎ অনুপ্রবিষ্ট করাইবার মর্মান্তিক প্রয়াসে আর যাহাই হউক, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্ভবই নহে। বিশেষতঃ মেধাবী, পরিশ্রমী এবং সংস্কৃতভাষাজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর আত্যন্তিক অভাবে আমাদের দর্শনের অবস্থা শোচনীয়। পাশ্চাত্ত্য লেখকদের সর্বাধুনিক গ্রন্থ দর্শনজ্ঞানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের যে বিপুল উৎসাহ দর্শনবিভাগসমূহের শিক্ষকগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহার সহস্রাংশ আমাদের দর্শন অধ্যয়নে নিয়োজিত হইলে আমাদের নিজস্ব সম্পদ এইভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হইত না। কোন দেশের দর্শন সেই দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ; সুতরাং একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটির গ্রহণ কখনই ফলবান হয় না। এইজন্য আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্যদর্শন প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত সেবিত হইলেও এই বিষয়ে একজন দার্শনিকও দৃষ্ট হয় না, এমন কি পাশ্চাত্ত্য দেশের অধ্যাপকদের সমতুল্যও কাহাকেও দেখি না। এইরূপ অবস্থায় শাস্ত্রীয় বিদ্যার আপৎকালে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের ব্যাখ্যাচ্ছলে অদ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রস্থানত্রয়ের আকরগ্রন্থসমূহ অবলম্বন করিয়া অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই, যদিও বিদ্যার প্রকৃষ্ট স্থান বুদ্ধিমান অধিকারীর মস্তিষ্কে, মুদ্রিত পৃষ্ঠাসমূহে নহে। এই বিষয়ে আমার পরম গুরু পূজ্যপাদ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সুবিশাল ন্যায়দর্শনই আমার আদর্শ বলিয়া তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার রচনাপদ্ধতি সর্বাংশে গ্রহণ করি নাই। তাহার কারণ এইরূপ। তর্কবাগীশ মহাশয়ের আশা ছিল যে উপযুক্ত অধ্যাপক ও ছাত্রের অভাবে প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র যাহাতে বিলুপ্ত না হয় সেইজন্য বঙ্গভাষায় একটি সুবিস্তৃত গ্রন্থ থাকিলে হয়ত প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের

পুনরুজ্জীবন হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার এইরূপ মহতী আশা ফলবতী হয় নাই। বরং তিনি যাহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না, তাহাই বর্ত্তমানে ঘটিতেছে। কেহ কেহ গুরুর নিকট মূল ন্যায়ভাষ্য অধ্যয়ন না করিয়াই কেবল "ন্যায়দর্শনে"র বাংলা ব্যাখ্যা অবলম্বনে স্বচ্ছন্দে ন্যায়-ভাষ্য "পড়াইয়া" যাইতেছেন, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের নিকট মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অস্পৃশ্যই থাকে। আবার, কেহ বা এম, ফিলের সেমিনার প্রবন্ধ ও গবেষণাপ্রবন্ধ "ন্যায়দর্শন" হইতে প্রতিলিপি করিয়া দিতেছেন। আবার অন্যে ঐ বাংলা অবলম্বনেই ছাত্রছাত্রীদের "গবেষণা" করাইতেছেন। আমার অপর পরমগুরু পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথের বাংলা গ্রন্থসমূহেরও অনুরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে। কত গভীর বেদনায় যে মহামহোপাধ্যায়ের পুত্র শীতাংশুশেখর বাগচী মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবের বহু গ্রন্থের প্রকাশন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা "প্রাচীনন্যায় ও প্রাচীনমীমাংসাদর্শনসম্মত প্রামাণ্যবাদ" গ্রন্থের ভূমিকা পড়িলে বুঝা যায়। এইজন্য আমার দুই পরমগুরুকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করি নাই।

গ্রন্থখানি বুঝিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সংস্কৃতভাষার জ্ঞান। ব্যাকরণজ্ঞানের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত "সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী" পাঠ করিলেই হইবে। যেহেতু বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ প্রথম শিক্ষার্থীর গ্রন্থ নহে, সেইহেতু এই গ্রন্থ পাঠের পূর্বে বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা ও চতুঃসূত্রী শারীরকভাষ্যের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। পূর্বে বেদান্তপরিভাষা ও শারীরকভাষ্যের কিয়দংশ অধ্যয়নের পরই ছাত্রছাত্রীগণ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ অধ্যয়ন করিতেন। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যরীতিতে উক্ত তিনখানি গ্রন্থই তাঁহাদের যুগপৎ অধ্যয়ন করিতে হয়। সুতরাং দুর্দশা শুধু শাস্ত্রেরই নহে, ছাত্রছাত্রীগণেরও বটে। যাঁহারা সুযোগ্য পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট অল্প সময় অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথবা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও অদ্বৈতবেদান্ত অধ্যয়ন করিবার সুযোগই লাভ করেন নাই, তাঁহারা যদি এই শাস্ত্রে যথার্থ শ্রদ্ধধান হইয়া অধ্যয়নে যত্ন করেন, তবে পার্শ্বে মূলসংস্কৃতগ্রন্থ রাখিয়া এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে নিজ নিজ বুদ্ধি, প্রতিভা, মেধা ও পরিশ্রম অনুসারে অদ্বৈতশাস্ত্ররহস্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন, এইরূপ আশা করিয়া এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি অল্প কয়েকজনও এইরূপভাবে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন, তবে আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইবে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এই যে এই গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সমর্থনে আকরগ্রন্থসমূহ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি রহিয়াছে। সেই সমস্ত উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ করিতে যত্ন করি নাই, কিন্তু হয় মূল লেখায় অথবা পাদটীকায় প্রায় সমস্ত উদ্ধৃতিরই অল্প-বিস্তর ব্যাখ্যা দিয়াছি। যদি কোন সুধী পাঠকের মনে হয় যে কোন উদ্ধৃতির যথাযথ ব্যাখ্যা হয় নাই, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বক্তব্য আমাকে অবশ্যই জানাইবেন। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ ব্যাখ্যা করিতে প্রায় সর্বস্থলেই শাঙ্করভাষ্য, পঞ্চপাদিকা, বিবরণ এবং উহাদের উপর মুদ্রিত প্রায় সকল টীকাই আলোচিত হইয়াছে। লঘুচন্দ্রিকাদিসহ অদ্বৈতসিদ্ধির সাহায্য ব্যতিরেকে বিবরণ-রহস্যভেদ করা অসম্ভব বলিয়া অত্যন্ত কঠিন হওয়া সত্ত্বেও ঐ সমস্ত গ্রন্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারও অল্প পরিসরে উপস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। বিবরণের অত্যুৎকর্ষ প্রদর্শনেই সর্বাধিক যত্ন করিয়াছি। অপরদিকে ভামতীপ্রস্থানের উপর মুদ্রিত প্রায় সমস্ত আকরগ্রন্থ বিচারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতদর্শনের প্রধান প্রকরণগ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য দর্শনের যে-সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাহা গ্রন্থপঞ্জীতে ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ "ব্রহ্মসিদ্ধি" হইতে আরম্ভ করিয়া আমার পণ্ডিতমহাশয়ের রচিত "পরিভাষা-সংগ্রহ" (যাহা বেদান্তপরিভাষার উপর লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা) পর্যন্ত—এই চতুর্দশ শত বৎসরের মধ্যে রচিত অদ্বৈতবেদান্তের বহু গ্রন্থেরই নামতঃ উল্লেখ করা সম্ভব নহে। আমার দুই পরম গুরু ও পণ্ডিতমহাশয়ের সমস্ত গ্রন্থের নিকট আমার ঋণ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন, কারণ এই দুই সাম্প্রদায়িক ধারার পবিত্র সঙ্গমে আমি নিত্য অভিষিক্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থের যে-স্থলে বেদান্তশাস্ত্রের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ হইয়াছে সেই স্থলে বেদান্তশাস্ত্রকে, যে-স্থলে আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্তের সহিত অন্য বেদান্তসম্প্রদায়ের বিরোধ হইয়াছে সেই স্থলে আচার্য্যসিদ্ধান্তকে, যে-স্থলে বিবরণপ্রস্থানের সহিত ভামত্যাদি প্রস্থানের বিরোধ হইয়াছে সেইস্থলে বিবরণপ্রস্থানকে এবং যে-স্থলে স্বয়ং বিবরণাচার্য্যের সহিত বিবরণসম্প্রদায়ভুক্ত অন্য আচার্য্যের বিরোধ হইয়াছে সেইস্থলে বিবরণাচার্য্যকেই সমর্থন করা হইয়াছে। বিবরণবিরোধে বহু পূর্বাচার্য্যের মত খণ্ডনের দ্বারা তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থ সভাস্থানীয় বলিয়া আমার স্বল্পবুদ্ধিতে যাহা সমুচিত মনে হইয়াছে তাহাই বলিয়াছি, কারণ তাহা না বলিলে প্রত্যবায় হইবে। ভগবান মনু বলিয়াছেন (মনুসং ৮।১৩), বরং সভায় প্রবেশ করিবে না, কিন্তু প্রবেশ করিলে যাহা যথার্থ মনে হইয়াছে, তাহাই বলিবে। মৌনাবলম্বন করিলে অথবা বিপরীত কথা বলিলে পাপভাগী হইতে হইবে। গ্রন্থমধ্যে গুরুস্থানীয় আচার্য্যগণের নাম গ্রহণ না করিয়া প্রায়শঃই তাঁহাদের গ্রন্থকাররূপে এবং প্রায় সর্বত্র ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে কেবল "আচার্য্য" বা "আচার্য্যপাদ" বা "ভগবৎপাদ" পদের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সুললিত ভাষার অধিকারী নহি। কিন্তু সত্যই যদি অধিকারী হইতাম, তাহা হইলেও ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতাম না। তাঁহার গ্রন্থের পূর্বোল্লিখিত দুর্দশাই আমাকে সংস্কৃত-পন্থী ভাষা লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছে। বর্ত্তমানে দেখি যে বঙ্গভাষায় কেহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিলে "প্রগতিবাদিগণ" বলিয়া থাকেন যে আর

কতকাল বঙ্গভাষা সংস্কৃতের দাসত্ব করিবে। তাঁহাদের মতে বিদেশী ভাষা হইতে যত অধিক পরিমাণ শব্দ গ্রহণ করা যায়, ততই ভাষার "সমৃদ্ধি" হইবে। সংস্কৃতভাষা বঙ্গভাষার মাতৃস্বরূপা। মাতার নিকট হইতে গ্রহণ করিলে দাসত্ব হইবে ; কিন্তু বিদেশীভাষা হইতে ভিক্ষা করিলে "প্রগতি" হইবে, ইহা বর্ত্তমানকালে যাঁহারা নিজেদের সঙ্করজাতিরূপে পরিচয় দিয়া গর্ব অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে সুসঙ্গতই হইয়াছে। শ্রুতিকে অনুসরণ করিয়া মহাভাষ্যকার অপশব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন (মহাভাষ্য ১।১।১ "শাস্ত্রপ্রয়োজনাধিকরণম্" পৃঃ ২১), "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ, নাপভাষিতবৈ, ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূম ইত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।" অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছন করিবেন না, অপভাষণ করিবেন না, যাহা অপশব্দ বা অশুদ্ধ শব্দ তাহাই ম্লেচ্ছ। আমরা যেন ম্লেচ্ছ না হই ; এইজন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। ভাষার শুদ্ধির জন্য মীমাংসাদর্শনে ব্যাকরণাধিকরণ (মীঃ সূঃ ১।৩।৯ম অধিঃ) রচিত হইয়াছে। এইজন্য এই গ্রন্থে বিদেশী শব্দ বর্জন করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছি। কিন্তু ইহা প্রায় অসম্ভব প্রয়াস। শুদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিবার পক্ষে বঙ্গভাষার মর্মান্তিক দীনতা প্রতিক্ষণ অনুভব করিয়াছি। নিতান্ত দুর্বোধ্য হইবার ভয়ে বাধ্য হইয়া অশুদ্ধ পদও গ্রহণ করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমানে ইংরেজী ভাষার অনুকরণে বাক্যরচনা করা হইয়া থাকে। ফলে যাঁহারা সংবাদপত্র, তথাকথিত "সাহিত্য" পত্রপত্রিকা এবং অনুরূপ প্রচার মাধ্যমে বঙ্গভাষার সহিত পরিচিত, যাঁহারা "প্রসারতা", "উৎকর্ষতা", "সোচ্চার", "বক্তব্য রাখা", "সবিস্তারে", "আশীর দশক", "পঁচিশতম", "সৌজন্যতা", "আয়ত্তাধীন", "উপরোক্ত" প্রভৃতি শব্দদূষণের দ্বারা অনুক্ষণ আক্রান্ত হইয়া শুদ্ধপদশ্রবণে বধির হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থের ভাষা কৃত্রিম ও কঠিন মনে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য একটিই—মূল সংস্কৃত গ্রন্থ আয়ত্ত করা। এইজন্য সংস্কৃতভাষার বাক্যরচনাশৈলী বহুস্থানে গৃহীত হইয়াছে। বহু সংস্কৃত শব্দ বঙ্গভাষায় অন্য অর্থে, এমন কি বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হওয়ায় বিষয়ের যথাযথ প্রকাশ দুঃসাধ্য হইয়াছে। "ঋষি", "মহর্ষি", "আচার্য্য", "পরমহংস", "পরিব্রাজক", "সন্ন্যাসী", "সংস্কার", "ধর্ম" প্রভৃতি শব্দসমূহের যে পরিমাণ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাতে উহাদের প্রকৃত অর্থে উদ্ধারের আশা সুদূর পরাহত। তৎসত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে এই সমস্ত শব্দের বিস্মৃত প্রায় অর্থের পুনরুদ্ধারে যত্ন করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমার ভাষাজ্ঞানে দুর্বলতা রহিয়াছে। সহৃদয় পাঠককে অনুরোধ যে যদি এই গ্রন্থে বিষয়গত ত্রুটির ন্যায় ভাষাগত বিচ্যুতি দৃষ্ট হয়, তবে তাহা আমাকে অবশ্যই জানাইবেন এবং বিদেশী শব্দ দেখিলে অন্ততঃ মনে মনে সেই "অনুপ্রবেশকারী"কে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার করিবেন। এই গ্রন্থের স্বল্পমাত্র ন্যূনতাও আমাকে জানাইলে আমার ভ্রমপ্রমাদাদি সংশোধন করিয়া লইব, যদিও দ্বিতীয় সংস্করণে উহার সংশোধনের আশা নাই।

বর্ত্তমানে যাঁহারা আমাদের দর্শনে পণ্ডিতরূপে দেশে বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা না বলিলে এই ভূমিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই সমস্ত খ্যাতিমান প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী মনে করেন যে তাঁহারা কোন দেশবিশেষে বা বংশবিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কোন পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন ব্যতিরেকেই সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন। এই সমস্ত সর্বজ্ঞ প্রতি বিষয়ের উপর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিয়া দেশে সমস্ত দর্শন বিভাগের স্বয়ংসিদ্ধ অভিভাবকরূপে বিরাজমান। প্রায়শঃ ইঁহাদেরই ছত্রছায়ায় লালিত দ্বিতীয় শ্রেণী মনে করেন যে তাঁহাদের পূর্বজন্মেই সমস্ত শাস্ত্র অধিগত হইয়াছে ; সুতরাং জন্মান্তরীয় সংস্কারবলেই তাঁহারা সর্বশাস্ত্রবিশারদ। ইহজন্মে অধ্যয়নের প্রয়োজন কি ? তৃতীয় শ্রেণী আমাদের দর্শনের উপর রচিত সমস্ত বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করাইতে উদ্বুদ্ধ হন। চতুর্থ শ্রেণী কোন পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট "সিদ্ধান্তলক্ষণ" মাত্র অধ্যয়ন করিয়া তদ্‌ভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতাদি দিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণী প্রায়শঃ ইংরেজী ভাষায় লিখিয়া থাকেন ; ফলে আমাদের পণ্ডিতমহাশয়গণ সে-সমস্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠে বঞ্চিত হন। কেহ কেহ পাশ্চাত্ত্য কোন বিষয়ের সহিত "তুলনামূলক সমালোচনা" করিয়া লিখিয়া থাকেন যাহা পড়িয়া উভয়দর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তি বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা "আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন" তাঁহারা গবেষণাপত্র দেখেন এবং মৌখিক পরীক্ষায় অধ্যাপকপদপ্রার্থীকে পূর্বাচার্য্যগণেরও অকল্পনীয় প্রশ্নাদি করিয়া থাকেন। এই চারি শ্রেণী এবং তাহাদের নানাবিধ সংমিশ্রণে বহু প্রকার উপশ্রেণীও বিদ্যমান যাঁহারা আমাদের দর্শনের নিত্য সপিণ্ডকরণ করিতেছেন। যাঁহাদের এই দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, শাস্ত্রাদির উপর শ্রদ্ধাভক্তি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ এইরূপ। আমাদের দেশ এখনও পণ্ডিতশূন্য হয় নাই। বঙ্গদেশেও যে কয়জন বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ পণ্ডিতমহাশয় এখনও সমর্থ আছেন, তাঁহাদের পদতলে বসিয়া শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে শাস্ত্রাধ্যয়নে ব্রতী হইবেন। আর বিলম্ব করিলে আয়ুর্বেদাদিশাস্ত্রের ন্যায় দর্শনশাস্ত্রও অচিরে বিলুপ্ত হইবে। এই শ্রেণী চতুষ্টয় ও উপশ্রেণী দেশে বা বিদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে "কাষ্ঠাসন" ও "বক্তৃতামালা" লইয়া, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহাকে উঞ্ছবৃত্তি বলিতেন, তাহাই অবলম্বন করুন ; ইঁহাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না।

যাঁহার অকুণ্ঠ ও নিরলস সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ কদাপি প্রকাশিত হইত না, যিনি শত কর্মব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও গ্রন্থের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক প্রতিলিপি করিয়া দিয়াছেন এবং

আমাকে সর্বপ্রকার সাংসারিক কর্ম হইতে দূরে রাখিয়াছেন, হিন্দুরীতি অনুসারে তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না ; তথাপি ইহার উল্লেখ না করিলে প্রত্যবায় হইবে। ভূমিকার প্রথমেই যাঁহার নাম করিয়াছি, সেই শ্রীমান প্রবাল বহুবিধ উপদেশ দিয়া এবং সর্বোপরি পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট অধীত প্রতি বিষয়ের উপর গ্রন্থরচনায় আমার চিত্তকে নিয়োজিত করিয়া আমাকে বিশেষভাবে ঋণী করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতিমান অধ্যাপক শ্রীচণ্ডীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., পি. আর. এস. গ্রন্থপ্রকাশনের আদিপর্বে অনিশ্চয়তার মধ্যে বহুবিধ সাহায্য করিয়া আমার চিত্তকে স্থিরীকৃত করিয়াছেন। আমরা কন্যাসমা দুই ছাত্রী, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাংশ প্রতিলিপি ও সর্বপ্রকার সূচীরচনা ব্যতিরেকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন এবং বিদ্যাসাগর কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী দীপান্বিতা চক্রবর্ত্তী সমগ্র স্বাধ্যায়বিধি গ্রন্থাংশ প্রতিলিপি করিয়া সাহায্য না করিলে গ্রন্থপ্রকাশনে আরও বিলম্ব হইত। আমার এই সমস্ত অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রছাত্রীর সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি এবং আশা করিব যে তাঁহারা বিদ্যাবংশ অব্যাহত রাখিবেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিকা বিদ্যোৎসাহিনী শ্রীমতী সুষমা ভাদুড়ী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধান গ্রন্থাগারিক সুহৃদ্বর শ্রীফণিভূষণ পাল ও তাঁহার সহকারী বন্ধুবর শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস আমাকে দুর্লভ গ্রন্থসমূহ দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত সংস্কৃতগ্রন্থরাজিকে উদ্ধার করিয়া শ্রীমান চিত্তরঞ্জন তালুকদার আমার অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকটই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। যাঁহারা আমাকে গ্রন্থ লিখিতে ও প্রকাশ করিতে নিরন্তর প্রেরণা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম না করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে---কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সুলেখক শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীতরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। যাদবপুর ও কলিকাতা এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সমস্ত অসাধারণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সহিত আমাদের দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছি, তাঁহারা আমাকে শাস্ত্ররহস্য বুঝিতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করায় তাঁহাদের নিকটও আমার ঋণ অকুণ্ঠচিত্ত হইয়া স্বীকার করিতেছি। মেধাবী ছাত্রছাত্রীগণই একজন সুশিক্ষককে পরিণত হইতে সহায়তা করেন, ইহা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। ব্যক্তিগত সহস্র অসুবিধাসত্ত্বেও আমার ছাত্র ও বর্ত্তমানে সহকর্মী শ্রীমান চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া না দিলে আমি গ্রন্থমুদ্রণে অগ্রসরই হইতাম না। ইচ্ছা ছিল, গ্রন্থখানি সুধী পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইলে এইরূপ রচনাশৈলী অবলম্বনে লিখিত বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের খ্যাতিবাদ পর্য্যন্ত বাংলা-ব্যাখ্যা প্রকাশ করিব যদিও উহা কত খণ্ডে সমাপ্ত হইবে, তাহা বলা দুঃসাধ্য। এতদ্ব্যতীত, বেদান্তপরিভাষা ও শারীরকভাষ্যের স্মৃতিপাদের উপর লিখিত সুবিস্তৃত বাংলা-ব্যাখ্যা বিশ বৎসর যাবৎ অপ্রকাশিত রহিয়াছে এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ও যে কত খণ্ডে সমাপ্ত হইবে, তাহাও বলা অসম্ভব। এই সমস্ত লেখা কবে এবং কত খণ্ডে প্রকাশিত হইবে অথবা আদৌ প্রকাশিত হইবে কি না, তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমি শুধু ইহাই বলিতে পারি যে গ্রন্থমুদ্রণে শারীরিক ও আর্থিক গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে সম্ভবই নহে।

যাঁহারা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাবলী লিখিয়া মনে করেন যে দর্শনে তাঁহাদের "নবতম অবদান" রহিয়াছে, আমি তাঁহাদের গোষ্ঠভুক্ত নহি। এই গ্রন্থের একটি কথাও আমার নিজস্ব নহে। ভিন্ন ভিন্ন পূর্বাচার্য্যের গ্রন্থসমূহ শ্রীগুরুর কৃপায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই অবিকল প্রকাশ করিতে যত্ন করিয়াছি। কেবল গ্রন্থমধ্যে সমস্ত ভ্রম-প্রমাদই একান্ততঃ আমার নিজস্ব। গ্রন্থখানি মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া বাংলা-ব্যাখ্যান অংশের নাম "মাধুকরী" রহিল। পরিশেষে আমার দুই পরম গুরু এবং শ্রীগুরুর শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ সভক্তি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। ইতি

বিদ্বদনুচর

শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রাতিথি,
রবিবার, ৪ঠা মাঘ, ১৩৯৮
ইং ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৯২

গ্রন্থপঞ্জী ও সঙ্কেত

[গ্রন্থের সাঙ্কেতিক নাম, গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম, ভাষ্যটীকাদি ও তাহাদের রচয়িতার নাম, সম্পাদকের নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশনের স্থান ও কাল, এই ক্রমে গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত একই গ্রন্থের একাধিক পৃষ্ঠাসংখ্যা গ্রন্থপঞ্জীর ক্রম অনুসারে বুঝিতে হইবে। যথা, গ্রন্থের পৃঃ ১২৭ পাঃ টীঃ ১৪তে উল্লিখিত "শাবরভাষ্য পৃঃ ৫৫ = পৃঃ ৩৭ = পৃঃ ১৪১" যথাক্রমে কলিকাতা, পুণা ও বারাণসী সংস্করণকে বুঝাইবে।]

অঃ দীঃ, অদ্বৈতদীপিকা, নৃসিংহাশ্রম, নারায়ণাশ্রমকৃত অদ্বৈতদীপিকাবিবরণ (অঃ দীঃ বিঃ), এস. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী (সম্পাদক), ৩ খণ্ড, সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮২-১৯৮৭

অদ্বৈতানুভূতি, শঙ্করাচার্য্য, শঃ গ্রন্থঃ ও শাঃ গ্রঃ রত্নঃ-এর অন্তর্গত

অঃ রঃ রঃ, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, মধুসূদন সরস্বতী, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯৩৭

অঃ সিঃ, অদ্বৈতসিদ্ধি, মধুসূদন সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীকৃত লঘুচন্দ্রিকা (লঘুঃ), বলভদ্রকৃত সিদ্ধিব্যাখ্যা (সিঃ ব্যাঃ), বিট্‌ঠলেশ উপাধ্যায়কৃত বিট্‌ঠলেশী (বিট্‌ঠঃ), অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯৩৭ এবং পরিমল পাবলিকেশন, দিল্লী, আহমেদাবাদ, ১৯৮২

ঐ, ঐ, ঐ, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীকৃত গুরুচন্দ্রিকা (গুরুঃ), এস. নারায়ণস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাদক), ৩ সম্পুট, প্রথম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত মুদ্রিত, ওরিয়েণ্টাল পাবলিকেশনস, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর ১৯৩৭

অঃ সিঃ সিঃ সাঃ, অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার, সদানন্দ ব্যাস, লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো, বারাণসী, ১৯০৩

অনুঃ প্রঃ, অনুভূতিপ্রকাশ, বিদ্যারণ্যস্বামী, নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯২৬

অঃ সং, অর্থসংগ্রহ, লৌগাক্ষিভাস্কর, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত প্রতিপাদিকা (প্রতিপাঃ), কলিকাতা, ১৮২১ শকাব্দ

ঐ, ঐ, ঐ, শ্রীকৃষ্ণবল্লভাচার্য্যকৃত কিরণাবলী (কিরণাঃ), চৌখম্বা ওরিয়েণ্টালিয়া, বারাণসী, ১৯৮৫

অবঃ গীঃ, অবধূতগীতা, গীঃ গ্রঃ ও গীঃ সং গ্রন্থের অন্তর্গত

আত্মানাত্মবিবেক, শঙ্করাচার্য্য, শঃ গ্রন্থঃ ও শাঃ গ্রঃ রত্নঃ-এর অন্তর্গত

আঃ তঃ বিঃ, আত্মতত্ত্ববিবেক, উদয়নাচার্য্য, নারায়ণাচার্য্য আত্রেয়কৃত নারায়ণী (নারাঃ), রঘুনাথ শিরোমণিকৃত দীধিতি, গদাধর ভট্টাচার্য্যকৃত বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি (বৌদ্ধঃ বিঃ), ঢুণ্ঢিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৪০

ঐ, ঐ, ঐ, শঙ্করমিশ্রকৃত কল্পলতা (আঃ তঃ বিঃ কল্পঃ), ভগীরথ ঠক্কুরকৃত প্রকাশিকা (আঃ তঃ বিঃ প্রকাঃ), রঘুনাথ শিরোমণিকৃত দীধিতি (আঃ তঃ বিঃ দীঃ), এবং মথুরানাথ তর্কবাগীশকৃত রহস্য, বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় (সম্পাদক), এশিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা, ১৯৮৬

আঃ কৃঃ, আহ্নিককৃত্য, শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন (সম্পাদক), কলিকাতা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

ঈশাদি উপঃ, ঈশাদ্যষ্টোত্তরশতোপনিষৎ, বাসুদেব শর্মা (সম্পাদক), নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯৩২

উপঃ সাঃ, উপদেশসাহস্রী, শঙ্করাচার্য্য, রামতীর্থ যতিকৃত পদযোজনিকা (পদঃ), অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী (সম্পাদক), অনিলচন্দ্র দত্ত (প্রকাশক), কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ

ঐ, ঐ, ঐ, আনন্দগিরিকৃত টীকা (আঃ টীঃ), প্রঃ ম্বাঃ গ্রন্থের অন্তর্গত

উপঃ, উপনিষৎ---ঈশ, কঠ, কেন, ঐতরেয় (ঐতঃ), তৈত্তিরীয় (তৈত্তিঃ), সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ভাষ্যবার্ত্তিক (তৈত্তিঃ উপঃ ভাঃ বাঃ), নৃসিংহপূর্বোত্তরতাপনীয় (নৃঃ পূঃ ও নৃঃ উঃ), প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য (মাঃ), গৌড়পাদাচার্য্যকৃত মাণ্ডুক্যকারিকা (মাঃ কাঃ), মুণ্ডক (মুঃ), শ্বেতাশ্বতর (শ্বেতঃ), শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য (শাঃ ভাঃ) ও আনন্দগিরিকৃত টীকা (আঃ টীঃ)। এতদ্ব্যতীত অনন্তাচার্য্য, আনন্দ ভট্টোপাধ্যায়, উবটার্য্য, নারায়ণ, ব্রহ্মানন্দ, রামচন্দ্র পণ্ডিত, বিজ্ঞানভগবৎ, বিদ্যারণ্য, শঙ্করানন্দ প্রভৃতি রচিত ভাষ্য-টীকাদি সম্বলিত, আনন্দাশ্রম, পুণা হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মুদ্রিত

উপঃ সং, উপনিষৎ সংগ্রহ, জগদীশ শাস্ত্রী (সম্পাদক), ২ ভাগ, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৭০

ঐতঃ আরঃ, ঐতরেয় আরণ্যক, সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য (সায়ণভাঃ), তব্ঠেকরেত্যুপাহ্বনরহর শাস্ত্রী (সম্পাদক), আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৫৯

ঐতঃ ব্রাঃ, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য (সায়ণভাঃ), কাশীনাথ শাস্ত্রী আগাশে (সম্পাদক), ২ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৩১, ১৯৭৯

কঠোপঃ, কঠোপনিষৎ, শাঙ্করভাষ্য (শাঃ ভাঃ), আনন্দগিরিকৃত টীকা (আঃ টীঃ), গোপাল যতীন্দ্রকৃত টীকা (গোঃ যঃ টীঃ), বৈজনাথ শর্মা (সম্পাদক), আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৩৫

কাঃ, ভাষাপরিচ্ছেদ (ভাঃ পঃ) কারিকাবলী, বিশ্বনাথ পঞ্চানন, তৎকৃত সিদ্ধান্তমুক্তাবলী (সিঃ মুঃ), মহাদেব ভট্ট ও দিনকর ভট্টকৃত দিনকরী (দিনঃ), রামরুদ্র ভট্টাচার্য্য ও রাজেশ্বর শাস্ত্রীকৃত রামরুদ্রী (রাঃ রুঃ), হরিরাম শুক্ল ন্যায়াচার্য্য (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৫১

কূঃ পুঃ, কূর্মপুরাণ, মহর্ষি ব্যাস, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদক), নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

কৌষীঃ উপঃ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ, শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা, মহেশ পাল (সম্পাদক), কলিকাতা ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

খণ্ডন, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, শ্রীহর্ষ, আনন্দপূর্ণমুনিকৃত খণ্ডনফক্কিকাবিভাজন (বিদ্যাসাগরী), যোগীন্দ্রানন্দ স্বামী (সম্পাদক), ষড়্দর্শন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৭৯

গীতা, শাঙ্করভাষ্য (শাঃ ভাঃ), আনন্দগিরিকৃত টীকা (আঃ টীঃ), শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী (সুবোঃ), নীলকণ্ঠকৃত চতুর্ধরী, মধুসূদন সরস্বতীকৃত গূঢ়ার্থদীপিকা (গূঃ দীঃ), ধনপতিকৃত ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা (ভাষ্যোৎকর্ষঃ), অভিনবগুপ্তাচার্য্যকৃত গীতার্থসংগ্রহ (গীঃ সং), ধর্মদত্তশর্মাকৃত গূঢ়ার্থতত্ত্বালোক (গূঃ তত্ত্বাঃ), বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯৩৬

গীঃ গ্রঃ, গীতা-গ্রন্থাবলী (পঞ্চবিংশতি গীতা-সমন্বয়), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

গীঃ সং, গীতা-সংগ্রহ (ষট্‌ত্রিংশৎ গীতাসংগ্রহ), চিত্তরঞ্জন ঘোষাল (সম্পাদক), গ্রন্থিক, কলিকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

গুরুগীতা, গীঃ সং-এর অন্তর্গত

গৌঃ ধঃ সূঃ, গৌতমধর্মসূত্র, মহর্ষি গৌতম, হরদত্তকৃত মিতাক্ষরা, উমেশচন্দ্র পাণ্ডেয় (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮৩

চিৎসুখী, তত্ত্বপ্রদীপিকা, চিৎসুখ মুনি, প্রত্যক্স্বরূপকৃত নয়নপ্রসাদিনী (নয়নঃ), স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৫৬

ছাঃ উপঃ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, শাঙ্করভাষ্য (শাঃ ভাঃ), আনন্দগিরিকৃত টীকা (আঃ টীঃ),দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার (প্রকাশক), কলিকাতা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

জাবালোপঃ জাবাল উপনিষৎ, ঈশাদ্যষ্টোত্তরশতোপনিষদের অন্তর্গত

জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ, জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর, মাধবাচার্য্য এবং অপ্পয়্যদীক্ষিতকৃত পূর্বমীমাংসাবিষয়সংগ্রহদীপিকা (পূঃ মীঃ সং দীঃ), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৮৯

ঐ, ঐ, ঐ, ৩য় অধ্যায় পর্য্যন্ত মুদ্রিত। গ্রন্থের পরিচয়লিপি ছিন্ন

টুঃ টীঃ, টুপ্‌টীকা, ভট্টকুমারিল, মীঃ সূঃ ও শাবরঃ, ৩ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা ১৯৩৩-১৯৮৪

তঃ শুঃ, তত্ত্বশুদ্ধি, আচার্য্য জ্ঞানঘন, সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী ও ই. পি. রাধাকৃষ্ণণ (সম্পাদক), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৪১

তঃ রঃ, তন্ত্ররত্ন (টুপ্‌টীকার টীকা), পার্থসারথি মিশ্র, গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতি (সম্পাদক), ৫ খণ্ড, সরস্বতী ভবন গ্রন্থমালা, বারাণসী, ১৯৩০-১৯৭৯

তন্ত্ররঃ, তন্ত্ররহস্য, রামানুজাচার্য্য, আর. শমশাস্ত্রী (সম্পাদক), সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি, বরোদা, ১৯২৩

তন্ত্রবাঃ, তন্ত্রবার্ত্তিক, ভট্টকুমারিল, মীমাংসাসূত্র (মীঃ সূঃ) ও শাবরভাষ্য (শাবরঃ), কাশীনাথ বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর প্রভৃতি (সম্পাদক), ৩ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৭০-১৯৮৪

ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ,ভট্ট সোমেশ্বরকৃত ন্যায়সুধা (ন্যাঃ সুঃ), গোবিন্দামৃতমুনিকৃত ভাষ্যবিবরণ (ভাঃ বিঃ), মহাপ্রভুলাল গোস্বামী (সম্পাদক), ৩ খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ পর্যান্ত মুদ্রিত, তারা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, বারাণসী, ১৯৮৫-১৯৮৮

তেজোবিন্দু উপঃ, তেজোবিন্দুপনিষৎ, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তর্গত

তৈত্তিঃ আরঃ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য (সায়ণভাঃ), কাশীনাথ বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর (সম্পাদক), ২ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৬৭, ১৯৬৯

তৈত্তিঃ ব্রাঃ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য (সায়ণভাঃ), নারায়ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), আনন্দাশ্রম, পুণা ১৯৩৪, ১৯৩৮

তৌঃ মঃ তিঃ, তৌতাতিতমততিলক, ভবদেব ভট্ট, এ. চিন্নস্বামী শাস্ত্রী ও পট্টাভিরাম শাস্ত্রী (সম্পাদক), ৩ খণ্ড, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৩৯-১৯৪৪

নারদ উপঃ, নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তর্গত

নিরুক্ত, মহর্ষি যাস্ক, দুর্গাচার্য্যকৃত ঋজ্বর্থ ব্যাখ্যা, মুকুন্দ শর্মাকৃত নিরুক্তবিবৃতি ও টিপ্পনী (সম্পাদক), নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯৩০

নৈঃ সিঃ, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, সুরেশ্বরাচার্য্য, জ্ঞানোত্তমকৃত চন্দ্রিকা, জি. এ. জ্যাকব (সম্পাদক), বম্বে সংস্কৃত সীরিজ, বম্বে ১৯০৬

ন্যাঃ কুঃ বা ন্যায়কুসুমাঃ, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, উদয়নাচার্য্য, বরদরাজকৃত বোধনী, বর্ধমানোপাধ্যায়কৃত প্রকাশ, মেঘঠক্কুরকৃত প্রকাশিকা, রুচিদত্তোপাধ্যায়কৃত মকরন্দ, পদ্মপ্রসাদ উপাধ্যায় ও ঢুণ্ঢিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৫৭

ন্যাঃ দঃ, ন্যায়দর্শন, মহর্ষি গৌতম, বাৎস্যায়নমুনিকৃত ন্যায়ভাষ্য, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাদক), ৫ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৪-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ। ১ম খণ্ড ২য় সং ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

ঐ, ঐ, ঐ, ন্যায়সূত্র (ন্যাঃ সূঃ), বাৎস্যায়নমুনিকৃত ন্যায়ভাষ্য (ন্যাঃ ভাঃ), উদ্দ্যোতকরকৃত ন্যায়বার্ত্তিক (ন্যাঃ বাঃ), বাচস্পতি মিশ্রকৃত তাৎপর্য্যটীকা (তাঃ টীঃ), বিশ্বনাথকৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তি (ন্যাঃ সূঃ বৃঃ), তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ ও অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ (সম্পাদক), কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা, মেট্রোপলিটান,.১৯৩৬ এবং মুন্সীরাম মনোহরলাল, দিল্লী, ১৯৮৫

ঐ, ঐ, ঐ, উদয়নাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি (তাঃ পঃ), ন্যাঃ ভাঃ, ন্যাঃ বাঃ ও তাঃ টীঃ, প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়মাত্র প্রকাশিত, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদক), মিথিলাবিদ্যাপীঠগ্রন্থমালা, ১৯৬৭

ন্যাঃ মঃ, ন্যায়মঞ্জরী, জয়ন্তভট্ট, সূর্য্যনারায়ণ শুক্লা (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ, বারাণসী, ১৯৩৬

ন্যাঃ সাঃ, ন্যায়সার, ভাসর্বজ্ঞ, তৎকৃত ন্যায়ভূষণ (ন্যাঃ ভূঃ), স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), ষড়্‌দর্শন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, বারাণসী, ১৯৬৮

ন্যাঃ সুঃ, ন্যায়সুধা (তন্ত্রবার্ত্তিকটীকা), ভট্টসোমেশ্বর, মুকুন্দ শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো, বারাণসী, ১৯০২

ন্যায়াঃ, ন্যায়ামৃত, ব্যাসতীর্থ, শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত ন্যায়ামৃতপ্রকাশ (ন্যাঃ প্রঃ), টি. আর. কৃষ্ণাচার্য্য (সম্পাদক), কুম্ভকোণ, ১৯০৭

ন্যাঃ তঃ, ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, রামাচার্য্য, টি. আর. কৃষ্ণাচার্য্য (সম্পাদক), কুম্ভকোণ, ১৯১০

ন্যাঃ-অঃ, ন্যায়ামৃত-অদ্বৈতসিদ্ধি, ব্যাসতীর্থ ও মধুসূদন সরস্বতী, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), ২ খণ্ড, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮৪, ১৯৮৬

পঞ্চতন্ত্র, বিষ্ণুশর্মা (সঙ্কলক), জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত ব্যাখ্যা (সম্পাদক), কলিকাতা, ১৯৩০

পঞ্চদশী, বিদ্যারণ্যমুনি, রামকৃষ্ণকৃত ব্যাখ্যা, নারায়ণরাম আচার্য্য (সম্পাদক), নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯৪৯

পঞ্চঃ, পঞ্চপাদিকা, পদ্মপাদাচার্য্য, আত্মস্বরূপকৃত প্রবোধপরিশোধিনী (প্রঃ পরিঃ), বিজ্ঞানাত্মকৃত তাৎপর্য্যার্থদ্যোতনী (তাঃ দ্যোঃ), এস. শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস. আর. কৃষ্ণমূর্ত্তি (সম্পাদক), ১ম খণ্ড, গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাসক্রিপ্টস লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫৮

পদ্যবাঃ, পদ্যবার্ত্তিক বা শারীরকমীমাংসাভাষ্যবার্ত্তিক, বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, তৎকৃত বিবরণ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য (সম্পাদক), প্রথম ভাগ, চতুঃসূত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪১

পরমহংসোপঃ, পরমহংসোপনিষৎ, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তর্গত

পরমঃ পরিঃ উপঃ, পরমহংসপরিব্রাজকোপনিষৎ, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তর্গত

প্রঃ বিঃ, প্রকটার্থবিবরণ, অজ্ঞাতকর্ত্তৃক, ব্রহ্মসূত্র (ব্রঃ সূঃ), শাঙ্করভাষ্য (শাঃ ভাঃ), টি. আর. চিন্তামণি (সম্পাদক), ২ খণ্ড, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৩৫, ১৯৩৯

প্রঃ দ্বাঃ, প্রকরণদ্বাদশী, শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরির টীকা (আঃ টীঃ) সহ উপদেশসাহস্রী (উপঃ সাঃ), শতশ্লোকী (শতশ্লোঃ), পঞ্চীকরণ (পঞ্চীঃ), ত্রিপুরী, আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি (আত্মজ্ঞাঃ), স্বরূপনিরূপণ (স্বরূপঃ) ও বাক্যবৃত্তি (বাঃ বৃঃ) ইত্যাদি, মহেশানন্দগিরি (সম্পাদক), মহেশ অনুসন্ধান সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮১

প্রঃ পঃ, প্রকরণপঞ্চিকা, শালিকনাথ মিশ্র, জয়পুরী নারায়ণভট্টকৃত ন্যায়সিদ্ধি (ন্যাঃ সিঃ), এ. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী (সম্পাদক), বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৬১

প্রঃ, প্রভা, বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী, মীঃ সূঃ, শাবরঃ, সুব্বাশাস্ত্রী (সম্পাদক), তর্কপাদমাত্র, আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৫৩

বৃঃ, বৃহতী, প্রভাকর মিশ্র, শালিকনাথকৃত ঋজুবিমলাপঞ্চিকা (ঋঃ বিঃ পঃ), চিন্নস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাদক), তর্কপাদমাত্র, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯২৯

ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, (ঋঃ বিঃ পঃ), এস. কে. রামনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদক), ৫ খণ্ড, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৩৪-১৯৬৭

বৃহঃ উপঃ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, শাঙ্করভাষ্য (শাঃ ভাঃ), আনন্দগিরিকৃত টীকা (আঃ টীঃ), দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার (প্রকাশক), কলিকাতা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

বৃহঃ ভাঃ বাঃ, বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক, সুরেশ্বরাচার্য্য, আনন্দগিরিকৃত শাস্ত্রপ্রকাশিকা (শাঃ প্রঃ), সম্বন্ধবার্ত্তিকসহ (সঃ বাঃ), কাশীনাথ মিশ্র (সম্পাদক), ৩ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৩৭

ঐ, ঐ, ঐ, আনন্দপূর্ণমুনিকৃত ন্যায়কল্পলতিকা (ন্যাঃ কল্পঃ), সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী (সম্পাদক), ২ খণ্ড, উপনিষৎ ক্রমে ২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত মুদ্রিত, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, তিরুপতি, ১৯৭১, ১৯৭৫

ব্রঃ বিদ্যাঃ, ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, অদ্বৈতানন্দস্বামী, ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ, এস. আর. কৃষ্ণমূর্ত্তি (সম্পাদক), ২ খণ্ড, মদ্রপুরী সংস্কৃত বিদ্যাসমিতি, মাদ্রাজ, ১৯৭৬, ১৯৭৯

ব্রঃ সিঃ, ব্রহ্মসিদ্ধি, মণ্ডনমিশ্র, শঙ্খপাণিকৃত টীকা (শঙ্খঃ), এস. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাদক), মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাসক্রিপ্টস সীরিজ, মাদ্রাজ, ১৯৩৭

ঐ, ঐ, ঐ, আনন্দপূর্ণমুনিকৃত ভাবশুদ্ধি (ভাঃ শুঃ), চিৎসুখমুনিকৃত অভিপ্রায়প্রকাশিকা (অভিঃ প্রকাঃ), অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাসক্রিপ্টস লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৬৩

ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ, ব্রহ্মসূত্র, মহর্ষি ব্যাস, শাঙ্করভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্রকৃত ভামতী, অমলানন্দকৃত কল্পতরু (কল্পঃ), অপ্পয়দীক্ষিতকৃত পরিমল (পরিঃ), মহাদেব শাস্ত্রী বাকরে (সম্পাদক), তৃতীয় সংস্করণ, নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯৩৪

ঐ, পদ্মপাদাচার্যকৃত পঞ্চপাদিকা (পঞ্চঃ), প্রকাশাত্মযতিকৃত বিবরণ (বিঃ), সর্বজ্ঞ বিষ্ণুভট্টকৃত ঋজুবিবরণ (ঋঃ বিঃ), অখণ্ডানন্দমুনিকৃত তত্ত্বদীপন (তঃ দীঃ), ভামতী, অখণ্ডানন্দকৃত ভামতীটীকা ঋজুপ্রকাশিকা (ঋঃ প্রঃ), চিৎসুখমুনিকৃত ভাষ্যব্যাখ্যা ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা (ভাঃ ভাঃ প্রঃ), নারায়ণ সরস্বতীকৃত বার্তিক (পদ্যবাঃ), অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রিকৃত প্রদীপ, (সম্পাদক), ২ খণ্ড, চতুঃসূত্রী, মেট্রোপলিটান, কলিকাতা, ১৯৩৩

ঐ, প্রকাশাত্মযতিকৃত শারীরকন্যায়সংগ্রহ (শাঃ ন্যাঃ সং), পদ্যবাঃ, ভাঃ ভাঃ প্রঃ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রিকৃত প্রদীপ ও শারীরকন্যায়সংগ্রহদীপিকা (শাঃ ন্যাঃ সং দীঃ), চিৎসুখমুনিকৃত অধিকরণমঞ্জরী (অধিঃ মঃ) ও অধিকরণসঙ্গতি (অধিঃ সং), কৃষ্ণানন্দকৃত অধিকরণানুক্রমণিকা (অধিঃ অনুঃ) এবং অজ্ঞাতকর্তৃক অধিকরণসিদ্ধান্ত (অধিঃ সিঃ), অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), ৩য় খণ্ড, ব্রঃ সূঃ ১।১।৫ হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত মুদ্রিত, মেট্রোঃ, ১৯৪১

ঐ, গোবিন্দানন্দকৃত ভাষ্যরত্নপ্রভা (ভাঃ রঃ প্রঃ), বাচস্পতি মিশ্রকৃত ভামতী, আনন্দগিরিকৃত ন্যায়নির্ণয় (ন্যাঃ নিঃ), মহাদেব শাস্ত্রী বাক্‌রে ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯৩৪

ভাঃ চিঃ, ভাট্টচিন্তামণি, গাগাভট্ট, সূর্যানারায়ণ শুক্ল (সম্পাদক), তর্কপাদমাত্র, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৩৩

ভাঃ দীঃ, ভাট্টদীপিকা, খণ্ডদেব, শম্ভু ভট্টকৃত প্রভাবলী, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), নিবীতান্ত ভাগ, নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯২২

ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, এস. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী (সম্পাদক), ৪ খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ হইতে গ্রন্থশেষ পর্যন্ত, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৫২-১৯৫৭

ভাঃ রঃ, ভাট্টরহস্য বা ভাট্টতন্ত্ররহস্য, খণ্ডদেব, এ. সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী (সম্পাদক ও প্রকাশক), বারাণসী, ১৯৭০

ভাঃ প্রঃ, খণ্ডদেবভাবপ্রকাশ, পেরি সূর্যানারায়ণশাস্ত্রী, খণ্ডদেবকৃত ভাট্টরহস্য, রাজমুন্দ্রী, ১৯৮৫

ভেঃ ধিঃ, ভেদধিক্কার, নৃসিংহাশ্রম, নারায়ণাশ্রমকৃত ভেদধিক্কারসৎক্রিয়া (ভেঃ সৎ) লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড় (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো, বারাণসী, ১৯০৪

ভেঃ রঃ, ভেদরত্ন, শঙ্করমিশ্র, সূর্যানারায়ণ শুক্ল (সম্পাদক), বিদ্যাবিলাস প্রেস, বারাণসী, ১৯৩৩

মণ্ডলঃ উপঃ, মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তর্গত

মনু বা মনুসং, মনুসংহিতা, স্বায়ম্ভুব মনু, মেধাতিথিকৃত ভাষ্য (মেধাঃ ভাঃ), কুল্লুক ভট্টাচার্যকৃত মন্বর্থমুক্তাবলী (মন্বর্থঃ), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, প্রকাশনকাল অজ্ঞাত

ঐ, ঐ, ঐ, মেধাতিথি (মেধাঃ ভাঃ), সর্বজ্ঞনারায়ণ (সর্বজ্ঞঃ) কুল্লুকভট্ট (মন্বর্থঃ), রাঘবানন্দ (রাঘবঃ), নন্দন, রামচন্দ্র, মণিরাম, গোবিন্দরাজ ও ভারুচিকৃত টীকা, জয়ন্তকৃষ্ণ হরিকৃষ্ণ দবে (সম্পাদক), ৬ খণ্ড, ভারতীয় বিদ্যা ভবন, বম্বে, ১৯৭২-১৯৮৫

মহাভাঃ, মহাভারত, মহর্ষি ব্যাস, নীলকণ্ঠকৃত ভারতভাবদীপ (ভাঃ ভাঃ দীঃ), রামচন্দ্র শাস্ত্রী কিংজবডেকর (সম্পাদক), ৬ খণ্ড, চিত্রশালা মুদ্রণালয়, পুণা, ১৯২৮-১৯৩৬

ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, এবং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত ভারতকৌমুদী (ভাঃ কৌঃ), (সম্পাদক), ৩০ খণ্ড, স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৩-১৩৯২ বঙ্গাব্দ

মহাভাষ্য, ব্যাকরণমহাভাষ্য, মহর্ষি পতঞ্জলি, কৈয়টকৃত প্রদীপ, নাগেশভট্টকৃত উদ্দ্যোত, বৈদ্যনাথকৃত ছায়া (সম্পাদক), ৩ খণ্ড, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৬৭

মঃ স্তোঃ, মহিম্নস্তোত্রম্, পুষ্পদন্ত, মধুসূদন সরস্বতীকৃত হরিহরপক্ষে ব্যাখ্যা, দীননাথ ত্রিপাঠী (সম্পাদক), তারকেশ্বর মঠ, তারকেশ্বর, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ

মাঃ ধাঃ, মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি, সায়ণাচার্য, স্বামী দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী (সম্পাদক), তারা বুক এজেন্সী, বারাণসী, ১৯৮৭

মীঃ ন্যাঃ প্রঃ, মীমাংসান্যায়প্রকাশ, আপোদেব, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত অর্থদর্শনী (অঃ দঃ), (সম্পাদক ও প্রকাশক), কলিকাতা, ১৮৪৫ শকাব্দ

ঐ, ঐ, ঐ, বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্করকৃত প্রভা, (সম্পাদক), ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পুণা, ১৯৭২

ঐ, ঐ, ঐ, চিন্নস্বামী শাস্ত্রিকৃত সারবিবেচিনী (সারবিঃ), রামনাম দীক্ষিত (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮১

মীঃ পঃ, মীমাংসাপরিভাষা, কৃষ্ণযজ্ব, নারায়ণরাম আচার্য্য (সম্পাদক), নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯৫০

মীঃ সুঃ, মীমাংসাসূত্র, মহর্ষি জৈমিনি, শবরস্বামিকৃত শাবরভাষ্য (শাবরঃ), জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পাদক), ২ খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৮৩

ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ভট্টকুমারিলকৃত তন্ত্রবার্ত্তিক (তন্ত্রবাঃ) এবং টুপ্‌টীকা (টুঃ টীঃ), ৬ খণ্ড, কাশীনাথ বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর প্রভৃতি (সম্পাদক), আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৭০-১৯৮৪

ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ভট্ট সোমেশ্বরকৃত ন্যায়সুধা (ন্যাঃ সুঃ), গোবিন্দামৃতমুনিকৃত ভাষ্যবিবরণ (ভাঃ বিঃ), মহাপ্রভুলাল গোস্বামী (সম্পাদক), ৩ খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ পর্য্যন্ত মুদ্রিত, তারা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, বারাণসী, ১৯৮৫-১৯৮৮

মুক্তিঃ উপঃ, মুক্তিকোপনিষৎ, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তর্গত

মুঃ উপঃ, মুণ্ডক উপনিষৎ, শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য (শাঃ ভাঃ), আনন্দগিরিকৃত টীকা (আঃ টীঃ), নারায়ণকৃত দীপিকা, আনন্দাশ্রম, ১৯৩৫

যাঃ স্মঃ বা যাজ্ঞঃ স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরা, নারায়ণরাম আচার্য্য (সম্পাদক), নাগ পাবলিশার্স, দিল্লী, ১৯৮৫

ঐ, ঐ, ঐ, অপরাদিত্যকৃত অপরার্ক টীকা, ২ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯০৩, ১৯০৪।

যুঃ দীঃ, যুক্তিদীপিকা (সাংখ্যকারিকার টীকা), অজ্ঞাতকর্ত্তৃক, রামচন্দ্র পাণ্ডেয় (সম্পাদক), মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৬৭

যোঃ সুঃ, যোগসূত্র বা পাতঞ্জল দর্শন, মহর্ষি পতঞ্জলি, মহর্ষি ব্যাসকৃত যোগভাষ্য (যোঃ ভাঃ), বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্ববৈশারদী (তত্ত্ববৈঃ), জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পাদক), বাচস্পত্য প্রেস, কলিকাতা, ১৯৪০

যোঃ ভাঃ বিঃ, যোগসূত্রভাষ্যবিবরণ, শঙ্করভগবৎপাদ, যোগসূত্র ও যোগভাষ্য, শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস. আর. কৃষ্ণমূর্ত্তি শাস্ত্রী (সম্পাদক), গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাসক্রিপ্টস লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫২

রামায়ণ, মহর্ষি বাল্মীকি, শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্র, কলিকাতা

বিঃ বিঃ, বিধিবিবেক, মণ্ডন মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্রকৃত ন্যায়কণিকা (ন্যাঃ কঃ), মহাপ্রভুলাল গোস্বামী (সম্পাদক), তারা পাবলিকেশনস, বারাণসী, ১৯৭৮

বিঃ, বিবরণ, প্রকাশাত্মযতি, চিৎসুখাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্যদীপিকা (তাঃ দীঃ), আচার্য্য নৃসিংহাশ্রমকৃত বিবরণভাবপ্রকাশিকা (বিঃ ভাঃ প্রঃ), এস. শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস. আর. কৃষ্ণমূর্ত্তি (সম্পাদক), ২য় খণ্ড, গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাসক্রিপ্টস লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫৮

বিঃ প্রঃ সং, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, ভারতীতীর্থ মুনি (?), সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী ও শৈলেশ্বর সেন (সম্পাদক), আন্ধ্রবিশ্বকলাপরিষদ্, ওয়াল্টেয়ার, ১৯৪১

ঐ, ঐ, ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর (?), প্রমথনাথ তর্কভূষণ (সম্পাদক ও অনুবাদক), ৪ খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৪

বিঃ উপঃ, বিবরণোপন্যাস, রামানন্দ সরস্বতী এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত বাক্যসুধা (বাঃ সুঃ) ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীকৃত ব্যাখ্যা (বাঃ সুঃ ব্যাঃ), দামোদর শাস্ত্রী সহস্রবুদ্ধে (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো, বারাণসী, ১৯০০

বিঃ পুঃ, বিষ্ণুপুরাণ, মহর্ষি ব্যাস, শ্রীধরস্বামিকৃত আত্মপ্রকাশ, কালীপদ তর্কাচার্য্যকৃত পাদটীকা (সম্পাদক), সনাতনশাস্ত্র, কলিকাতা, ১৯৬৬

বেঃ ভাঃ ভূঃ সং, বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহের অন্তর্গত, তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যভূমিকা (তৈত্তিঃ সং ভাঃ ভূঃ), ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ), সামবেদভাষ্যোপক্রমণিকা (সামঃ ভাষ্যোপঃ), কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকা (কাণ্বঃ ভাষ্যোপঃ), অথর্ববেদভাষ্যভূমিকা (অথর্বভাঃ ভূঃ), সায়ণাচার্য্য, আচার্য্য বলদেব উপাধ্যায় (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮৫

বেঃ কঃ লঃ, বেদান্তকল্পলতিকা, মধুসূদন সরস্বতী, আর. ডি. কারমারকার (সম্পাদক), ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পুণা, ১৯৬২

বেঃ পঃ, বেদান্তপরিভাষা, ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, রামকৃষ্ণাধ্বরীকৃত শিখামণি (শিখাঃ), অমরদাসকৃত মণিপ্রভা (মণিঃ), এস. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা অমরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, ১৯৮৫

বেঃ সং, বেদান্তসংজ্ঞাবলী, মঙ্গেশ রামকৃষ্ণ তেলঙ্গ (সম্পাদক), গুজরাতী নিউজ প্রিন্টিং প্রেস, বম্বে, ১৯২৬

বেঃ সাঃ, বেদান্তসার, সদানন্দ যোগীন্দ্র, আপদেবকৃত বালবোধিনী (বাঃ বোঃ), কে. সুন্দরম আইয়ার (সম্পাদক), বাণীবিলাস প্রেস, শ্রীরঙ্গম, ১৯১১

ঐ, ঐ, ঐ, নৃসিংহ সরস্বতীকৃত সুবোধিনী (সুবোঃ), রামতীর্থ যতিকৃত বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী (বিদ্বন্মঃ), কালীবর বেদান্তবাগীশ (সম্পাদক), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

বেঃ সিঃ সূঃ মঃ, বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী ও প্রকাশটীকা, গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী, নরেন্দ্রচন্দ্র বাগচী ভট্টাচার্য্য (সম্পাদক), মেট্রোপলিটান, কলিকাতা, ১৯৩৫

বৈঃ ন্যাঃ মাঃ, বৈয়াসিকন্যায়মালা, ভারতীতীর্থমুনি, শিবদত্ত (সম্পাদক), আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৬৬

শঃ গ্রন্থঃ, শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদক) ১ম ও ২য় খণ্ড, চিদ্‌ঘনানন্দপুরী (সম্পাদক) ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৪১-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

শাঃ গ্রঃ রত্নঃ, শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (সম্পাদক), ২ খণ্ড, ক্ষেত্রপাল ঘোষ (প্রকাশক), কলিকাতা, ১৩৩৪, ১৩৩৫

শাট্যাঃ উপঃ, শাট্যায়নীয়োপনিষৎ, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তর্গত

শাঃ গীঃ, শান্তিগীতা, মহর্ষি ব্যাস, গীঃ গ্রঃ ও গীঃ সং-এর অন্তর্গত

শাঃ দঃ, শাস্ত্রদর্পণ, অমলানন্দ, শ্রীবাণীবিলাস প্রেস, শ্রীরঙ্গম, ১৯১৩

শাঃ দীঃ, শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র, রামকৃষ্ণ মিশ্রকৃত যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী (যুঃ স্নেঃ প্রঃ), তর্কপাদমাত্র, লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো, বারাণসী, ১৯১৩

ঐ, ঐ, ঐ, সোমনাথকৃত ময়ূখমালিকা (মঃ মাঃ), ধর্মদত্তসূরী (সম্পাদক), নির্ণয়সাগর, বম্বে, ১৯১৫

ঐ, ঐ, ঐ, তৎসম্বাদানাথকৃত প্রভা, সি. আর. স্বামিনাথন ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী (সম্পাদক), ২ খণ্ড, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, নূতন দিল্লী, ১৯৩৮

শ্রীভাষ্য, রামানুজাচার্য্য, সুদর্শনসূরিকৃত শ্রুতপ্রকাশিকা (শ্রুঃ প্রঃ), বীররাঘবাচার্য্য (সম্পাদক), ২ খণ্ড, উভয়বেদান্তগ্রন্থমালা, মাদ্রাজ, ১৯৬৭

শ্রীমদ্ভাগঃ, শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ, মহর্ষি ব্যাস, শ্রীধর স্বামিকৃত ভাবার্থবোধিনী (ভাবার্থঃ), জগদীশলাল শাস্ত্রী (সম্পাদক), মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৮৩

শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দুর্গাসপ্তশতী, মহর্ষি বেদব্যাস, দুর্গাপ্রদীপ, গুপ্তবতী, চতুর্ধরী, শান্তনবী, নাগোজীভট্টী, জগচ্চন্দ্রচন্দ্রিকা ও দংশোদ্ধার সপ্তটীকাসহ, হরিকৃষ্ণ শর্মা (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৮৮

শ্লোঃ বাঃ, শ্লোকবার্ত্তিক, ভট্টকুমারিল, পার্থসারথি মিশ্রকৃত ন্যায়রত্নাকর (ন্যাঃ রঃ), তর্কপাদমাত্র, তৈলঙ্গরাম শাস্ত্রী (সম্পাদক), বারাণসী, ১৮৯৮

ঐ, ঐ, ঐ, সুচরিত মিশ্রকৃতকাশিকা (শ্লোঃ বাঃ কাঃ), ভি. এ. রামস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাদক), ৩ খণ্ড, সম্বন্ধাক্ষেপবাদ পর্য্যন্ত মুদ্রিত, ত্রিবান্দ্রাম, ১৯৪৩

ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, (শ্লোঃ বাঃ কাঃ), কে. সাম্বশিবশাস্ত্রী (সম্পাদক), ১ম ও ২য় সম্পুট, শূন্যবাদ পর্য্যন্ত, অনন্তশয়নসংস্কৃত গ্রন্থাবলী, ১৯২৯

ঐ, ঐ, ঐ, ভট্ট উম্বেককৃত তাৎপর্য্যটীকা (শ্লোঃ বাঃ তাঃ টীঃ), এস. কে. রামনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদক), স্ফোটবাদ পর্য্যন্ত মুদ্রিত, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১

ষড়্জ গীতা, গীঃ গ্রঃ ও গীঃ সং-এর অন্তর্গত

সং শারীঃ, সংক্ষেপশারীরক, সর্বজ্ঞমুনি, মধুসূদন সরস্বতীকৃত সারসংগ্রহ (সাঃ সং), ভাও শাস্ত্রী (সম্পাদক), ২ ভাগ, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, ১৯২৪, ১৯৮২

ঐ, ঐ, ঐ,অগ্নিচিৎপুরুষোত্তমকৃত সুবোধিনী (সুঃ টীঃ) ও রামতীর্থকৃত অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা (অঃ টীঃ), রঙ্গনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদক), ২ ভাগ, আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯১৮

সারতত্ত্বোপদেশ, শঙ্করাচার্য্য, শঃ গ্রন্থঃ ও শাঃ গ্রঃ রত্নঃ-এর অন্তর্গত

সাং চঃ, সাংখ্যচন্দ্রিকা, নারায়ণতীর্থ, পরিচয়লিপি ছিন্ন

সাঃ তঃ কৌঃ, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, বাচস্পতি মিশ্র, রমেশচন্দ্র তর্কসাংখ্যবেদান্তমীমাংসাতীর্থকৃত গুণময়ীটীকা (সম্পাদক), মেট্রোপলিটান, কলিকাতা, ১৯৩৫

সাঃ যোঃ দঃ, সাংখ্যযোগদর্শন বা যোগসূত্র (যোঃ সূঃ), মহর্ষি পতঞ্জলি, মহর্ষি ব্যাসকৃত ভাষ্য (যোঃ ভাঃ), বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্ববৈশারদী (তত্ত্ববৈঃ), রাঘবানন্দ সরস্বতীকৃত পাতঞ্জলরহস্য (পাঃ রঃ), বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত যোগবার্ত্তিক (যোঃ বাঃ), হরিহরানন্দ আরণ্যকৃত ভাস্বতী, দামোদর শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮৯

সিঃ বিঃ, সিদ্ধান্তবিন্দু, মধুসূদন সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীকৃত ন্যায়রত্নাবলী (ন্যাঃ রঃ), শাঃ গ্রঃ রত্নঃ প্রথম ভাগের অন্তর্গত

ঐ, ঐ, ঐ, নারায়ণতীর্থকৃত লঘুব্যাখ্যা (লঘুব্যাঃ), পুরুষোত্তম সরস্বতীকৃত বিন্দুসন্দীপন (বিঃ সঃ), মহাদেব গঙ্গাধর বাকরে (সম্পাদক), ভারতীয় বুক কর্পোরেশন, দিল্লী, ১৯৮৬

সিঃ লেঃ সং, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, অপ্পয় দীক্ষিত, কৃষ্ণানন্দ তীর্থকৃত কৃষ্ণালঙ্কারটীকা (কৃষ্ণঃ), ভাও শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮৯

সিদ্ধি, সিদ্ধিত্রয়, যামুনমুনি, শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী (সম্পাদক), চৌখম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা, বারাণসী, ১৯০০

সূঃ সং, সূতসংহিতা, স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত, মহর্ষি ব্যাস, মাধবাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্যদীপিকা (সূতঃ তাঃ দীঃ), বাসুদেব শাস্ত্রী (সম্পাদক), ৩ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯২৪-১৯২৫

হিতোপঃ, হিতোপদেশ, বিষ্ণুশর্ম্মা (সঙ্কলক), জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত ব্যাখ্যা (সম্পাদক), কলিকাতা, ১৯২৪

বিষয়সূচী

মীমাংসা উপক্রমণিকা

মাধুকরী সহিত বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ

"বেদে কাঞ্চনপত্তনে পরিলসদ্বেদান্তদুর্গো মহান্
মীমাংসা-পরিখা বিভাতি পরিতঃ শাব্দং লসদ্ গোপুরম্।
যোগো যামিকজাগরূকনিচয়ো সাংখ্যং চ দৌবারিকম্
সর্বে স্বার্থবশাঃ পুনন্তি বহিতো নৈয়ায়িকাঃ তার্কিকাঃ ॥"

প্রথম ভাগ

মীমাংসা উপক্রমণিকা

অপূর্ব, বিধি, অর্থবাদ ও স্বাধ্যায়বিধিবিষয়কবিচার

ভাট্ট-মীমাংসা ও অদ্বৈতশাস্ত্রাবলম্বনে

বিবরণ - প্রমেয় - সংগ্রহ

মীমাংসা উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়

ধর্মাপূর্ববিচার

মীমাংসা শাস্ত্রের পরিচয়

(১) "মীমাংসা" পদের অর্থ নিরূপণ

ন্যায়াদি সম্প্রদায় শ্রুতি-নিরপেক্ষ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ে আগ্রহী হইলেও পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত এই দুই মীমাংসা-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে শ্রুতিই তত্ত্বস্থাপনে একমাত্র প্রমাণ; অন্যান্য প্রমাণ শ্রুতির অবিরোধী হইলে শ্রুতির অর্থ নির্ণয়ে সহকারী হইতে পারে। ইহা "মীমাংসা" পদের নির্বচনের দ্বারাও বুঝা যায় (ভামতী ১।১।১ পৃঃ ৪৬), "পূজিতবিচারবচনো মীমাংসাশব্দঃ। পরমপুরুষার্থহেতুভূতসূক্ষ্মতমার্থনির্ণয়ফলতা বিচারস্য পূজিততা।"[১] বিষয়বস্তুর গহনত্বই অর্থের সূক্ষ্মতমত্ব এবং প্রত্যক্ষ প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণের অগম্যত্বই বিষয়ের গহনত্ব, যেমন ধর্ম ও ব্রহ্ম। বাচস্পতি মিশ্র মীমাংসাসূত্রভাষ্যকার আচার্য্য শবরস্বামীকে অনুসরণ করিয়াই এইরূপ কথা বলিয়াছেন (শাবরভাষ্য ১।১।২ পৃঃ ৪= পৃঃ ১৩), "চোদনা হি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়কমর্থং শক্নোতি অবগময়িতুম্, নান্যৎ কিঞ্চনেন্দ্রিয়ম্।" "চোদনা" বা "নোদনা" শব্দের অর্থ প্রবর্ত্তন বা নিবর্ত্তন বিধায়ক বেদবাক্য।[২] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যে-শাস্ত্রে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় বিহিত হইয়া কর্মাধিকারী পুরুষকে প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত করিয়া থাকে তাহাই বেদ। ইচ্ছার বিষয়ই ইষ্ট অর্থাৎ সুখ এবং "অনিষ্ট" পদের অর্থ দুঃখ। সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহারই মুখ্য পুরুষার্থ। সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারের যাহা সাধন বা হেতু, তাহা গৌণ পুরুষার্থ। বেদে সেই সাধনসমূহ বিহিত হইয়াছে। "অলৌকিক" পদের দ্বারা প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি লৌকিকপ্রমাণমাত্র ব্যাবর্ত্তিত হইয়াছে। মালা, চন্দন প্রভৃতি যে ইষ্ট-প্রাপ্তির হেতু এবং ঔষধসেবনাদি যে অনিষ্ট পরিহারের উপায়, তাহা প্রত্যক্ষতঃ জানা যায় এবং অন্য পুরুষস্থলে উহা অনুমানও করা যাইতে পারে। কিন্তু জ্যোতিষ্টোম যাগ যে ইষ্ট-প্রাপ্তির হেতু এবং কলঞ্জভক্ষণবর্জনাদি যে অনিষ্ট পরিহারের হেতু, তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি কোন লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই অবগত হওয়া যায় না। যাহা যে-প্রমাণের বিষয় নহে, তাহা সেই প্রমাণের দ্বারা যেমন স্থাপিতও হয় না, সেইরূপ খণ্ডিতও হয় না। এই জন্য সায়ণাচার্য্য তাঁহার তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যভূমিকায় (পৃঃ ২) বলিয়াছেন, "প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা ॥"

১ ভাঃ টীঃ ১।১।১ পৃঃ ৫৫ = পৃঃ ৬২ দ্রষ্টব্য।
২ চুদ সঞ্চোদনে; "সঞ্চোদন" পদের অর্থ প্রশ্ন এবং প্রেরণা। বিধায়ক ও নিবর্ত্তক বেদবাক্য পুরুষ-প্রবৃত্তির কারণ। বেদ অধিকারী পুরুষকে কর্মে, উপাসনায় ও জ্ঞানে বা জ্ঞানসাধনে প্রেরণ করেন বলিয়া বেদের অপর প্রসিদ্ধ নাম চোদনা।

বেদ ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের অলৌকিক উপায় হইলেও বেদ অধ্যয়নমাত্রের দ্বারা উহার তাৎপর্য্যার্থ সহসা অবগত হওয়া যায় না। কারণ কোন কোন বৈদিক পদ বা বাক্যের আপাতদৃষ্টিতে কোন অর্থই হয় না। আবার কোন কোন বৈদিক পদ বা বাক্যের অর্থ সন্দিগ্ধ অথবা বিরুদ্ধ। এই কারণে বেদার্থ-নিশ্চয়ের জন্য কোন বিচারশাস্ত্র আবশ্যক। মীমাংসাই সেই বৈদিকবাক্যবিচারশাস্ত্র। "মানের্জিজ্ঞাসায়াম্" এইরূপ বার্ত্তিকসূত্রের বলে মান ধাতুর জিজ্ঞাসা অর্থ হইলেও সম্প্রদায়বিদ্‌গণ লক্ষণার দ্বারা "মীমাংসা" পদের বিচার অর্থই বুঝিয়া থাকেন। তবে উহা যে কোন সাধারণ বিচার নহে, উহা পূজিত বিচার — মান পূজায়াম্। শ্রুতির মধ্যেই বহুস্থলে সেই বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান মনু বলিয়াছেন যে যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা বেদ ও বেদমূলক স্মৃতি প্রভৃতিতে উক্ত ধর্মোপদেশ বুঝিয়া থাকেন, তিনিই ধর্ম জানেন, অন্যে নহে।[৩] বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কই মীমাংসা। এইজন্যই মীমাংসাশাস্ত্র চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানের অন্যতম।[৪] এই তাৎপর্য্যেই ভট্ট কুমারিল তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে বলিয়াছেন যে মীমাংসাশাস্ত্র অজ্ঞাত বা দুর্জ্ঞাত হইলে মহান দোষ হয়,[৫] কারণ বিচারদ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণীত না হইলে অজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞানবশতঃ লোকে বৈদিক কর্মানুষ্ঠান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং বৈদিক কর্ম বা ধর্মনির্ণয়ের জন্য বেদ ও বেদাঙ্গের অতিরিক্ত মীমাংসাশাস্ত্রের অনুশীলন প্রয়োজন। পরে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হইবে।

(২) মীমাংসা-শাস্ত্রের অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

কোন শাস্ত্রের অনুবন্ধ-চতুষ্টয় না জানিলে সেই শাস্ত্রে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। পুরুষমনুবধ্নাতি স্বজ্ঞানেন প্রেরয়তি ইতি অনুবন্ধঃ। অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন, এই চারিটি পদার্থের জ্ঞানই পুরুষকে সেই শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত করায়। উপনীত ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপনয়নের পর মীমাংসাশাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারী হইয়া থাকে। "আমি এই শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারী কি না", ইহাই পুরুষের প্রথম জ্ঞাতব্য। পরে অধিকারবিধি আলোচনাকালে অতি বিস্তৃতভাবে অধিকারি-নির্ণয় হইবে। ভট্টপাদমতে ধর্ম মীমাংসা-শাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়।[৬] ফলপর্য্যবসায়ী বেদার্থবোধই

৩ মনু সং ১২।১০৫-১০৬, "প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥ আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ।" মেধাতিথিভাষ্য (পৃঃ ১০২৩-২৫ = পৃঃ ৩১৫-১৬) ও শেষোক্ত শ্লোকের উপর ভারুচিকৃতটীকা (পৃঃ ৩১৮ দ্রষ্টব্য)।

৪ যাজ্ঞ স্মৃতি, আচারাধ্যায়, উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ, শ্লোঃ ৩, "পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দ্দশঃ॥" এই শ্লোকে "স্থান" পদের অর্থ হেতু। বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরা টীকা (পৃঃ ২-৩) ও অপরাদিত্যকৃত অপরার্ক টীকা (পৃঃ ৬) দ্রষ্টব্য।

৫ শ্লোঃ বাঃ প্রতিজ্ঞাসূত্র, শ্লোঃ, ১৫ পৃঃ ৫, "মীমাংসায়াং ত্বিহাজ্ঞাতে দুর্জ্ঞাতে বাঽবিবেকতঃ। ন্যায়মার্গে মহান্ দোষ ইতি যত্নোপর্চয্যতা॥" দ্রষ্টব্য পার্থসারথি মিশ্রের ন্যায়রত্নাকর টীকা (পৃঃ ৫)। "মীমাংসা" পদে বিচার ও মীমাংসা-শাস্ত্র উভয়ই অভিহিত হইলেও মীমাংসাশাস্ত্র বা মীমাংসাদর্শন বলিলে পূর্বমীমাংসাই বুঝিতে হইবে, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত শাস্ত্রবাক্যবিচারাত্মক হইলেও উহাকে বুঝায় না। যেমন, কেবল "মালা" পদ শব্দস্বভাব অনুসারে পুষ্পমালাকেই বুঝাইয়া থাকে, রত্নমালাদিকে নহে, সেইরূপ নিরুপপদ "মীমাংসা" শব্দ শব্দমর্য্যাদানুসারে পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রকেই বুঝায়।

৬ শ্লোঃ বাঃ প্রতিজ্ঞাসূত্র, শ্লোঃ ১১ পৃঃ ৪, "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসাসূত্রমাদ্যমিদং কৃতম্। ধর্মাখ্যং বিষয়ং বক্তুং মীমাংসায়াঃ প্রয়োজনম্॥" ভট্ট উম্বেককৃত তাৎপর্য্য টীকা (পৃঃ ৩-৮) দ্রষ্টব্য। রামকৃষ্ণভট্টকৃত যুক্তিস্নেহপ্রপূরণীসহিত পার্থসারথিমিশ্ররচিত শাস্ত্রদীপিকা (জিজ্ঞাসাধিকরণ পৃঃ ৬-৯) দ্রষ্টব্য।

মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রয়োজন বা ফল। কর্মানুষ্ঠান-পর্যবসায়ী না হইলে বেদার্থ নির্ণয় অনর্থক।[৭] বিষয় ও প্রয়োজনের মধ্যে উপায়-উপেয়ভাবসম্বন্ধ, শাস্ত্র ও বিষয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবসম্বন্ধ, বিষয় ও অধিকারীর মধ্যে প্রয়োজনদ্বারা উপকার্য-উপকারকভাবসম্বন্ধ ইত্যাদি বহুবিধ সম্বন্ধ সম্ভব।[৮] অধিকার, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ জানিয়া পুরুষ ধর্মরূপ বিষয়ের নির্ণয়ের জন্য বেদবাক্য বিচার করিয়া থাকে। প্রথম মীমাংসাসূত্র আলোচনাকালে এই বিষয় আলোচিত হইবে।

বিষয় প্রভৃতি উপস্থাপনের দ্বারাই কোন শাস্ত্র সিদ্ধ হয় না, উহা কাকদন্তপরীক্ষাশাস্ত্রের ন্যায় উপেক্ষণীয় ও উপহসনীয় হইতে পারে। লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারাই বস্তুসিদ্ধি হয়—লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিঃ। যেহেতু লক্ষণের দ্বারা ইতরব্যাবৃত্তরূপে পদার্থ বুদ্ধিস্থ হইলেই তাহার পর তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ সম্ভব। বেদবাক্যবিচারই যখন মীমাংসাশাস্ত্রের একমাত্র কৃত্য, তখন লক্ষণাদির দ্বারা বেদের পরিচয় আবশ্যক।

বেদের পরিচয়

(১) বেদের লক্ষণ

"প্রত্যক্ষানুমানাগমেষু প্রমাণবিশেষেষু অন্তিমো বেদঃ", "সময়বলেন সম্যক্‌পরোক্ষানুভবসাধনং বেদঃ", "অপৌরুষেয়ত্বে সতি সম্যক্‌পরোক্ষানুভবসাধনং বেদঃ" ইত্যাদি বেদের বহুবিধ লক্ষণ উপস্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিয়া পরিশেষে মীমাংসা-সম্প্রদায় আপস্তম্বকৃত যজ্ঞপরিভাষা অনুসারে বেদের লক্ষণ দিয়াছেন (যজ্ঞপরিভাষা ১।৩৩), "মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" অর্থাৎ বেদ মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশি। ন্যায়াদি সম্প্রদায়মতে এইরূপ শব্দরাশি পৌরুষেয় হইলেও পূর্ব ও উত্তর উভয় মীমাংসাসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে বেদ অপৌরুষেয়। "পৌরুষেয়" শব্দের অর্থ পুরুষবুদ্ধিপ্রভব, অর্থাৎ পুরুষ বুদ্ধিপূর্বক যে বাক্য রচনা করেন, তাহাই পৌরুষেয় বাক্য, যেমন কালিদাসাদিরচিত বাক্যসমূহ। "বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃর্তির্বেদে" এই বৈশেষিক-সূত্রে (৬।১।১) মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর বুদ্ধিপূর্বকবেদবাক্য রচনা করিয়াছিলেন। অসর্বজ্ঞ কর্মফলভোক্তা শরীরধারী কোন জীব নহে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই বেদকর্তা। মীমাংসাসিদ্ধান্তে ঐরূপ ঈশ্বরই স্বীকৃত না হওয়ায় এবং সৃষ্টি ও প্রলয় অস্বীকৃত হওয়ায় নিত্য-নির্দোষ অলঙ্ঘনীয়ক্রমবিশিষ্টবর্ণসমূহই বেদ। অদ্বৈত সিদ্ধান্তে ঈশ্বর প্রতি সৃষ্টিতে বেদ রচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বেদ রচনায় ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য না থাকায় বেদ ঈশ্বরবুদ্ধিপূর্বক রচিত হয় নাই অর্থাৎ অপৌরুষেয়। পূর্ব পূর্ব কল্পে ঈশ্বর যেরূপ ক্রমবিশিষ্টবর্ণসমূহ রচনা করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ প্রথমসৃষ্ট জীবের বুদ্ধিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, পরবর্তী সৃষ্টিতে তাহাই করিয়া থাকেন।[৯] এইরূপ

৭ শ্লোঃ বাঃ ঐ শ্লোঃ ১২-১৪ পৃঃ ৪-৫, "সর্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্মণো বাঽপি কস্যচিৎ। যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে॥ মীমাংসাখ্যা তু বিদ্যেয়ং বহুবিদ্যান্তরাশ্রিতা। ন শুশ্রূষয়িতুং শক্যা প্রাগনুক্ত্বা প্রয়োজনম্॥ বিদ্যান্তরেষু নাপ্যেতদ্ যদ্যভীষ্টং প্রয়োজনম্॥ অনর্থপ্রাপণং তাবত্তেভ্যো নাশঙ্ক্যতে ক্বচিৎ॥" ভাবার্থ এই, শুধু শাস্ত্রসমূহস্থলেই নহে, সমস্ত কর্মস্থলেও প্রয়োজন না জানিয়া কেহ তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। যেখানে অল্পপ্রযত্নসাধ্যশাস্ত্রস্থলেই প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হয়, সেখানে অন্য ব্যাকরণাদি বহু বিদ্যানির্ভর অতীব প্রযত্নসাধ্য মীমাংসাস্থলে আর কথা কি! অল্পবিষয়ক শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রথমে না বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না; কিন্তু মহাবিষয়ক বাক্যন্যায়াত্মক মীমাংসাশাস্ত্রের প্রয়োজন প্রথমে না বলিলে মহা অনর্থ হয়। শ্লোকের "শুশ্রূষা" পদের অর্থ শ্রবণেচ্ছা।

৮ শ্লোঃ বাঃ ঐ শ্লোঃ ১৭ পৃঃ ৬, "সিদ্ধার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥" যে-শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং শাস্ত্রের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধ জ্ঞাত, সেই শাস্ত্রেই শ্রোতার প্রবৃত্তি হওয়ায় শাস্ত্রের প্রথমেই শাস্ত্রার্থ ও শাস্ত্রপ্রয়োজনের সম্বন্ধও বক্তব্য।

৯ ভামতী ১।১।৩ পৃঃ ৯৯, "যথাহুঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভ, ২।১।১ পৃঃ ৪৩৫-৩৬, "অয়মভিসন্ধিঃ—সত্যং শাস্ত্রযোনিরীশ্বরঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) ভাষ্যে প্রদত্ত পাণিনিদৃষ্টান্তের গূঢ় তাৎপর্য কল্পতরুতে (২।১।১ পৃঃ ৪৩৫-৩৬) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্বেতঃ উপঃ ৬।১৮।

তাৎপর্য্যে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন (৬ষ্ঠ বর্ণক, মেট্রো পৃঃ ৯৬৪ = মাদ্রাজ পৃঃ ৬৮৫-৮৬), "কিং চেদং পৌরুষেয়ত্বং সাধ্যতে ? যদি তাবৎ পুরুষনির্বর্ত্ত্যতামাত্রম্, সম্প্রতিপন্নমেব ; তত্তৎ ক্রমবিশিষ্টানামেব বর্ণানাং বেদশব্দাভিধেয়ত্বাৎ, ক্রমস্য তু উচ্চারণোপলব্ধ্যোরন্যতরস্য প্রতিক্ষণনির্বর্ত্ত্যতয়া তদ্বিশিষ্টবর্ণানামপি প্রত্যুচ্চারণং জন্যত্বাৎ, পূর্বপূর্বক্রমানুস্মরণেন তৎসদৃশোত্তরোত্তরক্রমনির্বর্ত্তনাৎ ক্রমসাদৃশ্য- পরম্পরাশ্চানিদংপ্রথমতয়া তদ্বিশিষ্টবর্ণনিত্যত্বাভিধানাৎ।"[১০] সুতরাং উভয় সম্প্রদায়মতেই পুরুষবুদ্ধিপ্রভব না হওয়ায় মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ অপৌরুষেয়।

(২) মন্ত্রের লক্ষণ

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, বেদ যদি মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মকই হয় তবে মন্ত্রের এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ? মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ না বুঝিলে বেদের লক্ষণও বুদ্ধিস্থ হইবে না।

মীমাংসাদর্শনের মন্ত্রলক্ষণাধিকরণে (মীঃ সূঃ ২।১।৩২, "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা") মন্ত্র-লক্ষণ বিচারিত হইয়াছে। "মন্ত্র-সংহিতায় যাহা পঠিত হয়, তাহাই মন্ত্র", "ব্রাহ্মণবিনিযোজ্যত্বই মন্ত্র-লক্ষণ", "যে-বেদবাক্যের শেষে 'অসি' বা 'ত্বা' শব্দ আছে, অথবা মধ্যে আশীঃ (প্রার্থনা প্রভৃতি) বর্ত্তমান, অথবা যে-বেদবাক্যের দ্বারা স্তুতি, সংখ্যা, প্রলাপ, পরিদেবনা (বিলাপ) বোধিত হয়, তাহাই মন্ত্র" ইত্যাদি বহু প্রকারেও মন্ত্রের অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি-রহিত লক্ষণ সম্ভব না হওয়ায় শাবর-ভাষ্যে ঐ সমস্ত লক্ষণকে প্রায়িক বলা হইয়াছে, কারণ অলক্ষ্য ব্রাহ্মণেও ঐ সমস্ত লক্ষণ গমন করে।[১১] সাধারণতঃ মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, "ক্রিয়াসমবেতদ্রব্যাদিস্মারকাঃ মন্ত্রাঃ", অর্থাৎ যাগাদি অনুষ্ঠানের জন্য যে দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়, মন্ত্র তাহাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তুতঃ এইরূপ লক্ষণও প্রায়িক অর্থাৎ বহুস্থলে গমন করে, কিন্তু সর্বস্থলে নহে। এইজন্য আচার্য্য শবরস্বামী বলিয়াছেন যে বেদসম্প্রদায়রক্ষক অভিযুক্তগণ (সম্প্রদায়বিদ্‌গণ) বেদের যে অংশকে মন্ত্র বলিয়া স্মরণ করেন, ব্যবহার করেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া থাকেন, তাহাই মন্ত্রপদবাচ্য ; কারণ শব্দের অর্থ-নিশ্চয় বৃদ্ধব্যবহার বা অভিযুক্তমূল, অন্যথা "ঘট", "পট" প্রভৃতি শব্দসমূহেরও অর্থাবধারণ সম্ভব হইবে না—(শাবরভাষ্য ২।১।৩২ পৃঃ ১৩৬ = পৃঃ ৪১৯ = পৃঃ ৪৮৫), "অভিধানস্য চোদকেষু এবং-জাতীয়কেষু অভিযুক্তা উপদিশন্তি—'মন্ত্রানধীমহে', 'মন্ত্রানধ্যাপয়ামঃ', 'মন্ত্রা বর্ত্তন্তে' ইতি।" শাবরভাষ্যানুসারে ভট্টপাদও বলিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।৩২ পৃঃ ৪১৯ = পৃঃ ৪৮৮), "অধ্যেতৃবৃদ্ধব্যবহারসিদ্ধং চেদং প্রায়িকচিহ্নযুক্তং লক্ষণং লাঘবার্থমুক্তম্।" ভট্টপাদ উহাদ্যমন্ত্রতাধিকরণেও (মীঃ সূঃ ২।১।৩৪ পৃঃ৪২৩ = পৃঃ ৪৯৭) অনুরূপ কথা বলিয়াছেন, "স্বাধ্যায়ে পঠ্যমানেষু যেষু মন্ত্রপদং স্মৃতম্। তে মন্ত্রা নাভিধানং হি মন্ত্রাণাং লক্ষণং স্থিতম্ ॥" তাৎপর্য্য এই, উহ, প্রবর ও নামধেয় বৈদিক হইলেও অনাম্নাত অর্থাৎ প্রত্যক্ষশ্রুতবেদাংশে না থাকায় মন্ত্র বলিয়া অধীত ও অধ্যাপিত হয় না। প্রত্যক্ষ শ্রুত বেদাংশকেই আম্নায় বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক বেদের মন্ত্রভাগে "মন্ত্র" শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকায় কোন্‌টি মন্ত্র তাহা বুঝা যায়।[১২]

(৩) ব্রাহ্মণের লক্ষণ

মীমাংসাদর্শনের পরবর্ত্তী অধিকরণে (মীঃ সূঃ ২।১।৩৩ "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ") ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিচারিত হইয়াছে। মন্ত্রাতিরিক্ত বেদভাগের নামই ব্রাহ্মণ। এই মীমাংসাসূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে বেদের কোন তৃতীয় ভাগ নাই, অন্যথা মন্ত্রভিন্ন পরিশিষ্টভাগকে ব্রাহ্মণ বলা যাইত না। যে-বেদভাগে হেতু, নির্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া, পুরাকল্প, ব্যবধারণকল্পনা ও উপমান—এই দশের মধ্যে যে-কোন একটির বোধকবাক্য দৃষ্ট হয়, তাহাই ব্রাহ্মণভাগ। অবশ্য ব্রাহ্মণের

১০ এই বিবরণ-সন্দর্ভের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায় না। উহা বুঝিতে হইলে দেবতাধিকরণভাষ্য (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৬-৩৩), "অস্য মহতো ভূতস্য" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদের (২।৪।১০) ভাষ্য দেখা প্রয়োজন।

১১ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ২।১।৭ম অধিঃ পৃঃ ৮৪-৫ = পৃঃ ৭৯-৮০

১২ যেমন, (ঋক্ সং ১।২।৩৪।১৩) "মন্ত্রং মনসা বনো বনোম্বিতম্", (ঋক্ সং ১।৩।২০।৫) "মন্ত্রং বদত্যুকথ্যম্" ইত্যাদি সংহিতায় এবং (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১।২।১) "অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়" ইত্যাদি ব্রাহ্মণে "মন্ত্র" শব্দ পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই লক্ষণও প্রায়িক। সুতরাং প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে কোন্ কোন্ বেদবাক্য মন্ত্র তাহা জানিলে তদ্ভিন্ন বেদবাক্যসমূহের ব্রাহ্মণত্ব নিশ্চয় হইবে।[১৩]

মীমাংসাদর্শনের মন্ত্রাবিধায়কত্বাধিকরণে (মীঃ সূঃ ২।১।৩০-৩১) মন্ত্রের প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।৩১ পৃঃ ৪১৭ = পৃঃ ৪৮১), "অনুষ্ঠানে পদার্থানামবশ্যম্ভাবিনী স্মৃতিঃ। অনন্যসাধনাঽনন্যকার্য্যৈর্মন্ত্রৈঃ প্রসাধ্যতে॥" তাৎপর্য্য এই, অনুষ্ঠেয় পদার্থসমূহের ক্রমিক স্মরণ আবশ্যক, অন্যথা অনুষ্ঠানই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।[১৪] মন্ত্রই সেই পদার্থসমূহের স্মারক। কল্পসূত্রাদিও অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মারক হইলেও উহা অপূর্বের জনক হইবে না।[১৫] বেদমন্ত্রের দ্বারা স্মরণপূর্বক কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেই তবে সেই কর্ম অপূর্বের জনক হইবে। মীমাংসা সম্প্রদায় এইস্থলে নিয়মবিধি স্বীকার করিয়া মন্ত্রদ্বারা স্মরণজন্য নিয়মাপূর্বের উৎপত্তি হয়, ইহা বলিয়া থাকেন। মন্ত্রের তাৎপর্য্য, কোন্ অনুষ্ঠানে এবং কেনই বা মন্ত্র প্রযোজ্য, মন্ত্র-প্রয়োগের ফল ইত্যাদি বিষয় ব্রাহ্মণভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৪) বেদের প্রামাণ্যনিরূপণ

প্রশ্ন হইবে, বেদের নির্দুষ্ট লক্ষণ সম্ভব হইলেও বেদের প্রামাণ্য কিরূপে নিরূপিত হইবে?

এই গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে ইহার উত্তর প্রদান সম্ভব নহে; প্রকৃত উত্তরের জন্য একটি বিশাল স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। অতীব সংক্ষেপ কথা এই।

বেদ শব্দরাশি বলিয়া তাহাতে স্বাভাবিক কোন দোষ নাই; পুরুষগত দোষই শব্দে সংক্রমিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি অপৌরুষেয় হওয়ায় উহাতে পুরুষগত দোষের আশঙ্কাই নাই। এইজন্য ভট্ট কুমারিল তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে (শব্দনিত্যতাধিকরণ শ্লোঃ ২৯০, পৃঃ ৮০২) বলিয়াছেন, "যত্নতঃ প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা।" অর্থাৎ বেদরচনায় পুরুষমাত্রের স্বতন্ত্রতা বা কর্ত্তৃত্ব যত্নপূর্বক খণ্ডিত হইবে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ঈশ্বর বেদের জনক হইলেও কর্ত্তা না হওয়ায় উহা নিরস্তসমস্তপুরুষদোষাশঙ্ক। বিশেষতঃ উভয় মীমাংসা সম্প্রদায়ই স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী এবং পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদী। সুতরাং অপ্রামাণ্যশঙ্কা খণ্ডন করিলেই অপৌরুষেয় শ্রুতি স্বতঃ প্রমাণ। এইজন্য চার্বাকাদি সম্প্রদায় যে-সমস্ত যুক্তির দ্বারা বেদে অপ্রামাণ্যের আপত্তি করিয়াছেন ভট্ট কুমারিল সে সমস্ত আপত্তির যথাযথ উত্তর দিয়াছেন। যেমন, কোন বেদবাক্য অবোধক, কোন বাক্য বা সন্দিগ্ধার্থবোধক, আবার কোনটি বিপরীতার্থবোধক, অথবা কোন শ্রুতি অধিগতার্থবোধক, কোন বেদবাক্য বা অসম্ভবার্থবোধক, কোথাও বা শ্রুতিসমূহ পরস্পরবিরুদ্ধ, ইত্যাদি। মীমাংসা সম্প্রদায় বিভিন্ন ন্যায় অবলম্বন করিয়া ঐ সমস্ত আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। ন্যায়াদিসম্প্রদায় অনুমানপ্রমাণের দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও (ন্যাঃ সূঃ ২।১।৬৮), মীমাংসাসিদ্ধান্তে বেদ যেমন অন্যবস্তু প্রতিপাদক, সেইরূপ স্বপ্রতিপাদকও বটে (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ১৫), "যথা ঘটপটাদিদ্রব্যাণাং স্বপ্রকাশকত্বাভাবেঽপি সূর্য্যচন্দ্রাদীনাং স্বপ্রকাশকত্বমবিরুদ্ধম্, তথা মনুষ্যাদীনাং স্বস্কন্ধারোহাসম্ভবেঽপি অকুণ্ঠিতশক্তের্বেদস্য ইতরবস্তুপ্রতিপাদকত্ববৎ স্বপ্রতিপাদকত্বমপ্যস্তু।" শ্রুতি যেরূপ প্রমাণ সেইরূপ শ্রুতির অনুসারী স্মৃতিসমূহ এবং শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ানুসারী লোকপ্রসিদ্ধিও প্রমাণ।

১৩ তন্ত্রবার্ত্তিক ও ন্যায়সুধা সহ শাবরভাষ্য ২।১।৩৩ পৃঃ ৪৯২-৯৫ দ্রষ্টব্য। এই স্থলে শাবরভাষ্যে "হেতুর্নির্বচনং নিন্দা" ইত্যাদি শ্লোক বর্ত্তমান। টীকা-উপটীকার মধ্যে হেতু প্রভৃতির ব্যাখ্যা আছে। পরে প্রসঙ্গক্রমে ঐ সমস্ত পদের ব্যাখ্যা করা হইবে।

১৪ তন্ত্রবার্ত্তিক ও ন্যায়সুধাসহ শাবরভাষ্য ১।২।৩৬ পৃঃ ২২২

১৫ সাধারণতঃ "কল্পসূত্র" পদে শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র, এই তিন প্রকার সূত্রকেই বুঝানো হইয়া থাকে। বেদে প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ বিধিসমূহের দ্বারা উপদিষ্ট যাগাদি ক্রিয়ার পরিপাটী অর্থাৎ প্রয়োগ-কৌশল যে-গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে শ্রৌতসূত্র বলে। বেদমন্ত্রবলে অনুমিত বিধিবোধিত সংস্কারাদি কর্মসমূহের প্রয়োগকৌশল যে-গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে গৃহ্যসূত্র বলে (টুপ্টীকা ৬।৮।২১ পৃঃ ৩৬৩) "তস্মিন্ গৃহ্যাণি গৃহ্যে হিতানীত্যার্থঃ।" দ্রষ্টব্য তন্ত্রবাঃ ১।৩।১৫ পৃঃ ৪৮৩ ও ন্যায়সুধা। এই দুই স্থল ভিন্ন ক্রিয়াবোধক শাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্র। আলোচ্যস্থলে "কল্পসূত্র" পদে শ্রৌতসূত্রই গৃহীত হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনের কল্পসূত্রাধিকরণে (মীঃ সূঃ ১।৩।১১-১৪) কল্পসূত্রের অপৌরুষেয়ত্ব খণ্ডিত হইয়া পৌরুষেয়ত্ব স্থাপিত হইলেও উহা বেদমূলক বলিয়া প্রমাণরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ নাম এবং পারিভাষিক শব্দদ্বারা যাগাদিক্রিয়ার প্রয়োগকৌশল কল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া কল্পসূত্র বলা হয়। এইজন্য ইহা বেদাঙ্গ।

বর্ত্তমানকালে কোন কোন বৈদিকম্মন্য মূলহীন সম্প্রদায় বৈদিকধর্মবিচারপ্রসঙ্গে সগর্ব উক্তি করেন যে তাঁহারা বেদভিন্ন কোন প্রমাণই, এমন কি স্মৃতি, পুরাণ বা ইতিহাসকেও প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই, "বেদার্থনির্ণয়ে বেদ ভিন্ন কোন প্রমাণই নাই," এইরূপ বাক্যও বেদমধ্যে দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ আর্য্যদৃষ্টি এই, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, এই ছয় বেদাঙ্গের ন্যায়ই পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা প্রভৃতি বিদ্যাস্থানও বেদার্থজ্ঞানের উপযোগী।[১৬]

বেদের স্বরূপ ও প্রামাণ্যবিষয়ে জানিতে আগ্রহী ব্যক্তি মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ, যাহা তর্কপাদ নামে পরিচিত, তাহার উপর উম্বেককৃত তাৎপর্য্যটীকা, সুচরিত মিশ্রের কাশিকা ও পার্থসারথি মিশ্রের রচিত ন্যায়রত্নাকর টীকাসহ শ্লোকবার্ত্তিকের চোদনাসূত্র, শব্দপরিচ্ছেদ, শব্দনিত্যতাধিকরণ, বাক্যাধিকরণ ও বেদনিত্যতাধিকরণ দেখিবেন।

(৫) বেদবিভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড

পূর্বমীমাংসাসম্প্রদায়ের মতে এইরূপ লক্ষণ ও প্রমাণসিদ্ধ সমগ্র বেদই পূর্বমীমাংসাসূত্রসমূহে বিচারিত হইয়াছে। কিরূপভাবে বিচার করিতে হইবে তাহাই মহর্ষি জৈমিনি প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া মীমাংসাসূত্রসমূহকে জৈমিনীয় ন্যায় বলা হইয়া থাকে। অবশ্য অদ্বৈতসম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে বেদের কর্মভাগই পূর্বমীমাংসাসূত্রে বিচারিত হইয়াছে ; কিন্তু জ্ঞানভাগ বিচারিত হয় নাই। বেদকে একটি বিশাল মহীরুহের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হইবে যে বেদ প্রধানতঃ দুই কাণ্ডে বিভক্ত, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপাসনা মানসক্রিয়াবিশেষ বলিয়া উহাকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করা হয় না। বস্তুতঃ মহর্ষি জৈমিনি দ্বাদশ অধ্যায়বিশিষ্ট পূর্বমীমাংসাসূত্রব্যতীত উপাসনা বিচার করিতে ষোড়শপাদবিশিষ্ট চারি অধ্যায়াত্মক সঙ্কর্ষ কাণ্ডও রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্য রামানুজাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বৃত্তিকার বোধায়নের পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন (শ্রীভাষ্য ১৷১৷১ পৃঃ ২৩), "সংহিতমেতচ্ছারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেন ইতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ।"[১৭] কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যার জন্য দ্বাদশ অধ্যায় ও উপাসনাকাণ্ড ব্যাখ্যার জন্য চারি অধ্যায়—এইরূপে জৈমিনীয় ষোড়শ অধ্যায় ও মহর্ষি ব্যাস রচিত চারি অধ্যায়, সর্বসমেত বিংশতি অধ্যায়াত্মক জৈমিনীয় ও বৈয়াসিকসূত্রসমূহেই সমগ্র বেদের বিচারকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শন যেমন প্রমাণশাস্ত্র, যোগদর্শন যেমন সাধনশাস্ত্র, ব্যাকরণ যেমন পদশাস্ত্র, সেইরূপ দুই মীমাংসাদর্শন বাক্যশাস্ত্র—প্রমাণাদির ন্যায় বেদবাক্যবিচারই দুই মীমাংসাশাস্ত্রের অসাধারণ কৃত্য। তন্মধ্যে অদ্বৈতদর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে এই দর্শনে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণশাস্ত্র, সাধনশাস্ত্র বা পদশাস্ত্র রচিত হয় নাই। এমন কি পূর্বমীমাংসায় প্রদর্শিত বাক্যবিচাররীতিও অদ্বৈতী অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিয়া স্বীয় অভিপ্রেত তত্ত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। "অসতি বাধকে ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ", ইহা অদ্বৈতীই বলিতে পারেন। এই জন্য কোন অদ্বৈত গ্রন্থে সিদ্ধান্তবিশেষ দেখিয়া পণ্ডিতগণেরও সংশয় হইয়া থাকে—ইহা কি অদ্বৈতীর স্বাভিমত সিদ্ধান্ত, অথবা অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ? যাহা হউক, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভেদে বেদ যেমন দ্বিবিধ, সেইরূপ একই বেদমহীরুহের দুইটি কাণ্ড—কর্মকাণ্ডে ধর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মই অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৬ মহাভারত ১৷১৷২৬৭ পৃঃ ২৩ = ১৷১৷২২৯ পৃঃ ৯৪ "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।" ঐ ১৷১৷৮৬ পৃঃ ১৩, "পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ।" ভাগবত ১৷৪৷২৯ পৃঃ ২২

১৭ সুদর্শনাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যের উপর শ্রুত-প্রকাশিকা টীকায় (পৃঃ ২৩-৮) এইরূপ শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধির জন্য বহু প্রয়াস করিলেও সফল হইতে পারেন নাই। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জৈমিনীয় ও বৈয়াসিক শাস্ত্রদ্বয়ের একত্ব সিদ্ধ নহে, কারণ উভয় শাস্ত্রের প্রয়োজন, অধিকারী ইত্যাদি অত্যন্ত বিরুদ্ধ। শ্রীভাষ্যে উদ্ধৃত "লক্ষণ" পদ করণব্যুৎপত্তিতে অধ্যায়কে বুঝায়—লক্ষ্যতে ব্যুৎপাদ্যতে অনেন ইতি লক্ষণম্ অধ্যায়ঃ। আচার্য্যপাদ তাঁহার শারীরকভাষ্যের প্রদানাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৩৷৩৷৪৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৩৯) "তদুক্তং সঙ্কর্ষে" বলিয়া সঙ্কর্ষকাণ্ডের সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। বিবরণের সমগ্র দ্বিতীয় বর্ণকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বৈদিক কর্মরূপ ধর্মই পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রের বিচার্য্য, সমগ্র বেদার্থ নহে। "তত্রাপি ন নিখিলবেদার্থবিচারপ্রতীতিঃ। তৎ কথম্ ? তথা সতি 'অথাতো বেদার্থজিজ্ঞাসা' ইতি স্যাৎ, যতো ন ধর্ম ইতি কৃত্বা বিচারঃ কিন্তু বেদার্থ ইতি" ইত্যাদি পঞ্চপাদিকাসন্দর্ভ (২য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫৮৩ = মাদ্রাজ পৃঃ ২১১-১২) ও তাহার উপর বিবরণাদি টীকা-উপটীকা বিশেষতঃ দ্রষ্টব্য।

সায়ণাচার্য্য তাঁহার কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে যদিও ব্রহ্মই অভ্যর্হিত (পূজিত) বলিয়া ব্রহ্মকাণ্ডই প্রথম প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তথাপি নিত্য - নৈমিত্তিককর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে পুরুষের ব্রহ্মকাণ্ডে অধিকার জন্মে না বলিয়া অধিকারহেতুকর্মপ্রতিপাদক কাণ্ডই প্রথমে সমাম্নাত।[১৮] তিনি আরও বলিয়াছেন যে যদিও বেদে উপদিষ্ট কাম্যকর্মসমূহ পরমপুরুষার্থমোক্ষের পরম্পরাসাধনও নহে, তথাপি স্বাভাবিককামগ্রস্তসংসারী পুরুষকে ফলপ্রাপ্তিদ্বারা বৈদিকমার্গে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিতেই বেদে কাম্যকর্মসমূহ বিহিত হইয়াছে। অতএব কাম্যকর্ম বেদে প্রাসঙ্গিকভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্যকর্মেই বেদের পরমতাৎপর্য্য।[১৯] আবার, কর্মকাণ্ডের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রথমে উদ্দিষ্ট হইলেও যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ বলিয়া যজুর্বেদই প্রধান। এইজন্য যজুর্বেদকে ভিত্তিস্থানীয় এবং ঋক্ ও সামবেদকে চিত্রস্থানীয় বলা হইয়া থাকে।[২০] ব্রাহ্মণাংশ মন্ত্রের ব্যাখ্যানস্বরূপ বলিয়া প্রথমে মন্ত্র বা সংহিতা ও পরে ব্রাহ্মণ আম্নাত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমে মন্ত্র-বিভাগ ও মন্ত্রসমূহের বিশেষ লক্ষণ আলোচনা করা যাইতেছে।

(৬) মন্ত্রের বিভাগ ও বিশেষ লক্ষণ

মন্ত্র ত্রিবিধ—ঋক্, সাম ও যজুঃ। তন্মধ্যে পাদবদ্ধ, ছন্দোবদ্ধ এক একটি অর্থের প্রকাশক মন্ত্রের নাম ঋক্ (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ২।১।১০ম অধিঃ পৃঃ ৮৭ = পৃঃ৮৩), "পাদেনার্থেন চোপেতা বৃত্তবদ্ধা মন্ত্রা ঋচঃ।" ন্যায়মালাকার মীমাংসাসূত্র অনুসারেই এইরূপ বলিয়াছেন (মীঃ সূঃ ২।১।৩৫), "তেষামৃগ্‌যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।" যে-মন্ত্র গেয় অর্থাৎ ষড়্‌জাদি স্বর সংযোগে গীত হয়, সেই প্রগীতমন্ত্রবাক্যই সাম (মীঃ সূঃ ২।১।৩৬), "গীতিষু সমাখ্যা।" তদনুসারে ন্যায়মালাকার বলিয়াছেন (ঐ ২।১।১১ অধিঃ পৃঃ ৮৮ = পৃঃ ৮৩), "গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি।" ঋক্ ও সাম ব্যতীত অর্থাৎ যে-মন্ত্রসমূহ পাদবদ্ধ বা গীতিযুক্ত নহে, বরং প্রশ্লিষ্টপাঠ অর্থাৎ অধ্যয়নকালে গঙ্গাস্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে পঠিত হয়, তাহাই যজুঃ (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃঐ১২শ অধিকরণ পৃঃ ৮৮ = ৮৩), "বৃত্তগীতিবর্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতা মন্ত্রা যজূংষি।" "শেষে যজুঃ শব্দঃ" এই মীমাংসাসূত্র (২।১।৩৭) অনুসারে বোঝা যায় ঋক্, সাম ও যজুঃ ভিন্ন বেদে অন্য কোন প্রকার মন্ত্র নাই। এইজন্য বেদের অপর নাম ত্রয়ী। বিদেশী "ভারতবিশারদ"গণ ও তাঁহাদের এতদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দ মনে করিয়া থাকেন যে অথর্ববেদ পরে সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা বেদে অনধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। বস্তুতঃ বেদ একটিই, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ-প্রক্রিয়া অনুসারে একই বেদকে কখন দুইভাগে, কখনও তিনভাগে, কখনও বা

১৮ কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ১১০, "তস্মিংশ্চ বেদে কর্মকাণ্ডঃ প্রথমমাম্নাতঃ। যদ্যপি ব্রহ্মণোঽভ্যর্হিতত্বাৎ ব্রহ্মকাণ্ডস্যৈব প্রাথম্যমুচিতং তথাপি কর্মভিঃ সাধ্যাং চিত্তশুদ্ধিমন্তরেণ পুরুষস্য ব্রহ্মকাণ্ডে অধিকারাভাবাৎ অধিকারহেতুকর্মপ্রতিপাদকঃ কাণ্ডঃ প্রথমং সমাম্নাতঃ।" আ সম্যক্ ম্নায়তে গুরুশিষ্যপরম্পরয়া অভ্যস্যতে, নতু কেনচিৎ ক্রিয়তে ইতি আম্নায়ঃ বেদঃ। আম্নায়মধ্যে যাহা সাক্ষাৎভাবে উপদিষ্ট, তাহা আম্নাত।

১৯ ঐ পৃঃ ১১০, "কারীর্যা বৃষ্টিকামো যজেত' (মৈত্রাঃ সং ২।৪।৮), 'চিত্রয়া (যজেত) পশুকামঃ' (তৈত্তিঃ সং ২।৩।৬) ইত্যাদীনি তু কাম্যকর্মাণি পরমপুরুষার্থসাধনাঽভাবেঽপি স্বাভাবিককামগ্রস্তানাং পুরুষাণাং বৈদিকমার্গে ফলসংবাদেন শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুমেবাম্নায়ন্তে। তস্মাৎ তানি বেদে প্রাসঙ্গিকানি। পরমতাৎপর্য্যং তু বেদস্য নিত্যকর্মস্বেব। তস্মাৎ কর্মকাণ্ডগতয়োঃ সংহিতাশতপথগ্রন্থয়োঃ প্রাধান্যেন নিত্যকর্মাণ্যাম্নাতানি।" ভাগবত ১১।৩।৪৪-৪৬ পৃঃ ৬৩২, "পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥ নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥ বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥" ঐ শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থবোধিনী টীকা, "যত্র অন্যথাস্থিতোঽর্থঃ সঙ্গোপয়িতুমন্যথা কৃত্বোচ্যতে স পরোক্ষবাদঃ।" তাৎপর্য্য এই, রোগগ্রস্ত পুত্রকে ঔষধ-সেবন করাইতে পিতা যেমন বালককে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখান, সেইরূপ শ্রুতিও আপাতমনোরম স্বর্গাদিফলের লোভ দেখাইয়া সংসাররোগগ্রস্তকে কাম্যকর্মে নিযুক্ত করেন যাহাতে পরিশেষে তাহার নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয়। "অগদ" পদের অর্থ ঔষধ। প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়া সেই উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করিতে শ্রুতি অন্য বিষয়ের উপদেশ দিয়াছেন, এইজন্য বেদকে পরোক্ষবাদ বলা হইয়াছে।

২০ কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপঃ পৃঃ ১১১। ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ১২, এবং পৃ ৪৬, "পূর্বকাণ্ডোক্তস্য ধর্মস্য জ্ঞানং পুষ্পম্, উত্তরকাণ্ডোক্তস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানং ফলম্।"

চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যেমন, কর্ম ও জ্ঞান ভেদে বেদকে দুইভাগে এবং কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানভেদে বেদকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়, সেইরূপ মন্ত্রের প্রকারভেদ অনুসারেই বেদকে ত্রয়ী বলা হয়। আবার, ঋত্বিগ্‌গণের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াভেদে ভগবান ব্যাসদেব বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়াছেন।[২১] সাধারণতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানে চারিজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়—হোতা যিনি দেবতাকে ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করেন, উদ্‌গাতা যিনি সামগান করেন, অধ্বর্য্যু যিনি আহুতি দিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মা যিনি এই তিন ঋত্বিকের কর্ম নিরীক্ষণ করেন যাহাতে কাহারও কর্মে কোন দোষ হইলে তিনি প্রতীকার করিবেন।[২২] সায়ণাচার্য্য তাঁহার অথর্ববেদভাষ্যভূমিকার (পৃঃ ১২০–২৩) প্রথমেই ঋগ্বেদাদির প্রতিপাদ্য বলিয়া পরে অথর্ববেদের ব্রহ্ম-কর্তব্যতাপ্রতিপাদন-তাৎপর্য্য সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপৌরুষেয় বেদের কোন অংশ পূর্বে রচিত, কোন অংশ বা পরে সংযোজিত, এইরূপ বলা প্রলাপমাত্র। যাহা হউক, অভ্যুদয়ফলক কর্মই বেদে বহু বিস্তৃতভাবে উপদিষ্ট হওয়ায় কর্মের স্বরূপ ও বিভাগ জানা প্রয়োজন।

কর্মের নানাবিধ বিভাগ

(১) কর্মের স্বরূপ ও চতুর্বিধ বিভাগ

বেদাদি শাস্ত্রে ক্রিয়ামাত্র অর্থে "কর্ম" শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই; উহা পারিভাষিক শব্দ। বেদ বা বেদানুসারী স্মৃতি প্রভৃতির মধ্যে যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম—বৈদিক বা স্মার্ত্ত ক্রিয়া।[২৩] কর্মের এক প্রকার বিভাগ অনুসারে কর্ম চতুর্বিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এবং প্রায়শ্চিত্তকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিলে কর্ম পঞ্চবিধ।

যে-কর্ম যে-আশ্রমীর পক্ষে নিয়ত নিমিত্ত প্রাপ্ত, তাহাই নিত্যকর্ম, যেমন দ্বিজাতির পক্ষে সন্ধ্যা-বন্দনাদি। "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এইরূপ আগমবিহিত (বারাহশ্রৌতসূত্র ১।১।১।৮৬) নিত্যাগ্নিহোত্রকর্ম ব্রাহ্মণের নিকট নিত্য কর্ম।[২৪] যে-কর্ম কোন নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করণীয়, নচেৎ নহে, এইরূপ অনিয়তনিমিত্ত কর্মকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। যেমন, পুত্রের জন্মরূপনিমিত্ত উপস্থিত হইলেই তবে বৈশ্বানরেষ্টি বা জাতেষ্টি কর্তব্য বলিয়া উহা নৈমিত্তিক কর্ম। স্বর্গ, পশু, বৃষ্টি, গ্রাম প্রভৃতি পদার্থের কামনাবশে যে-কর্মসমূহ বেদাদিশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই কাম্যকর্ম। যেমন, (তৈত্তিঃ সং ২।২।৫) "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত", (তৈত্তিঃ সং ২।৪।৬) "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ",

২১ বিঃ পুঃ ৩।৩।৪–৬ পৃঃ ২২৫, "বেদদ্রুমস্য মৈত্রেয় শাখাভেদৈঃ সহস্রশঃ। ন শক্যো বিস্তরো বক্তুং সংক্ষেপেণ শৃণুষ্ব তৎ ॥ দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে। বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ ॥ বীর্য্যং তেজো বলঞ্চাল্পং মনুষ্যাণামবেক্ষ্য বৈ। হিতায় সর্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি সঃ ॥" বিষ্ণু পুরাণে এইরূপ অষ্টাবিংশতি বেদব্যাসের নাম আছে যাঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ হইলেন পরাশরপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। যুগভেদে বীর্য্য (উৎসাহ), তেজ (প্রতিভা) ও বলের (গ্রন্থগ্রহণধারণসামর্থ্য) ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্তি হওয়ায় এক এক ঋত্বিক্ বেদের এক একটি অংশই আয়ত্ত করিতে সমর্থ। মহানৈয়ায়িক আচার্য্য উদয়নও তাঁহার কুসুমাঞ্জলিতে (২।৩ পৃঃ ২৯২) অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, "জন্মসংস্কারবিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায়কর্মণোঃ। হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাম্ ॥" পদ্যব্যাখ্যা ও বোধনী প্রভৃতি টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

২২ ঋক্ সংহিতায় (৮।২।২৪ = ১০।৭১।১১) ইহা স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে, "ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ ॥" এই ঋকের চারিটি পাদে যথাক্রমে হোতা, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্য্যুর কৃত্য বলা হইয়াছে। ব্যাখ্যার জন্য মহর্ষি যাস্ক প্রণীত নিরুক্ত এবং দুর্গাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা (১।৩।৮ পৃঃ ২৪–৭) দ্রষ্টব্য।

২৩ গীতা ৪।১৭ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১৯৯–২০০, "ন চৈতত্ত্বয়া মন্তব্যং কর্মনাম দেহাদিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধম্, অকর্ম তদক্রিয়া তূষ্ণীমাসনং, কিং তত্র বোদ্ধব্যম্ ইতি। কস্মাদুচ্যতে—কর্মণঃইতি। কর্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য হি যস্মাদপ্যস্তি বোদ্ধব্যং, বোদ্ধব্যং চাস্ত্যেব বিকর্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য তথাঽকর্মণশ্চ তূষ্ণীম্ভাবস্য বোদ্ধব্যমস্তীতি....।" পূর্বোদ্ধৃত ভাগবতশ্লোকের উপর শ্রীধরস্বামীর টীকা (পৃঃ ৬৩২) দ্রষ্টব্য।

২৪ ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বে সতি প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং নিত্যত্বম্—নিত্যের ন্যায়াদিসিদ্ধ এইরূপ লক্ষণ উৎপত্তিশীল ও ধ্বংসশীল সন্ধ্যাবন্দনাদিকর্মে প্রযোজ্য হইতে পারে না। আবার, সতত বা প্রতিদিন অর্থেও "নিত্য" পদ প্রযুক্ত হইতে পারে না। এমন বহু নিত্যকর্ম আছে যাহা কেবল ঋতুবিশেষে বা তিথিবিশেষেই কর্তব্য, প্রতিদিন নহে। সুতরাং এইস্থলে "নিত্য" পদ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(তৈত্তিঃ সং ২।৪।৬) "কারীর্যা বৃষ্টিকামো যজেত", (তৈত্তিঃ সং ২/৩/৯) "বৈশ্বদেবীং সাংগ্রহণীং নির্বপেদ্ গ্রামকামঃ" ইত্যাদি বেদ-বিহিত কর্মই কাম্য কর্ম। যাঁহার ঐরূপ ফলকামনা নাই তিনি ঐরূপ কর্ম করিবেন না। "ন সুরাং পিবেৎ" (মনু সং ১১।৯৪), "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন" (মনু সং ৪।৩৭) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিমধ্যে নিষিদ্ধ কর্মই চতুর্থ প্রকার কর্ম। নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য বলিয়া উহা নৈমিত্তিক কর্মের অন্তর্গত এবং এই কারণে উহাকে সাধারণতঃ পৃথক্‌রূপে গণনা করা হয় না।[২৫] পূর্বমীমাংসা সিদ্ধান্তে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মজন্য কোন ফল হয় না, কিন্তু উহাদের অকরণে প্রত্যবায় (পাপ) হয়। সুতরাং শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি অনিষ্ট পরিহারের জন্য অবশ্যই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম করিবেন—"নিত্য-নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া।" তন্ত্রবার্ত্তিকের টীকা ন্যায়সুধার রচয়িতা ভট্ট সোমেশ্বর ভট্টপাদের অধুনা লুপ্ত বৃহট্টীকা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন (ন্যাঃ সুঃ ১।৩।৯ম ব্যাকরণাধিকরণম্ পৃঃ ৬১৫), "নিত্য-নৈমিত্তিকৈরেব কুর্বাণো দুরিতক্ষয়ম্ ॥" ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ভট্ট কুমারিল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের পাপক্ষয়রূপ ফল স্বীকার করিতেন। কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিকজন্য স্বর্গাদিরূপ কোন ভাবকার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা স্বীকার করিতেন না। নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানে নরকপাতাদিরূপ দুঃখ উৎপন্ন হয়; সুতরাং নিষিদ্ধকর্মবর্জনদ্বারা নরকপাতাদিরূপ দুঃখের পরিহার হইয়া থাকে। দুঃখের ন্যায় সুখও জীবের বন্ধনহেতু বলিয়া মুমুক্ষুব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্মের ন্যায় কাম্য-কর্মও পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই ভাট্ট সিদ্ধান্ত (শ্লোঃ বাঃ সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারপ্রকরণ, শ্লোঃ ১১০ পৃঃ ৬৭১), "মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্য-নিষিদ্ধয়োঃ। নিত্য-নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া ॥" বস্তুতঃ ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত (যাজ্ঞঃ স্মৃতি ৩।২১৯-২২০ পৃঃ ৪০৪-৬ = পৃঃ ১০৩৭-৩৮), "বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥ তস্মাত্তেনেহ কর্ত্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।"[২৬] "বিহিত" পদের দ্বারা নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয়কর্মই সংগৃহীত হইয়াছে এবং সামান্যবাচী "নরঃ" পদের দ্বারা বুঝা যায় যে প্রতিলোমজাতীয় ব্যক্তিরও প্রায়শ্চিত্তীয় কর্মে অধিকার রহিয়াছে।

(২) নিত্য-নৈমিত্তিককর্মের ফল——অদ্বৈতসিদ্ধান্ত

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানজন্য প্রত্যবায়-পরিহারমাত্র অথবা পাপক্ষয়মাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু উহার অন্য কোনরূপ ফল নাই, ইহা অদ্বৈতশাস্ত্রে স্বীকৃত নহে। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অকরণ করণের অভাবমাত্র; সুতরাং তাহা হইতে প্রত্যবায়রূপভাবপদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু ছান্দোগ্য শ্রুতিমধ্যে (ছাঃ উপঃ ৬।২।২) অসৎ বা অভাব হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে।[২৭] ভগবদ্‌গীতাও (২।১৬) "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" শ্লোকার্দ্ধে সৎ হইতে অসৎ পদার্থের উৎপত্তির ন্যায় অসৎপদার্থ হইতে সৎ পদার্থের উৎপত্তিও নিষেধ করিতেছেন। এই তাৎপর্য্যে ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আভাষভাষ্যে (পৃঃ ১৩৭-৩৮) আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন, "ন তাবন্নিত্যানাং কর্মণামভাবাদেব ভাবরূপস্য প্রত্যবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুং শক্যা, 'কথমসতঃ সজ্জায়েত'

২৫ ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৯৫৪, "প্রায়শ্চিত্তানাং নৈমিত্তিকত্বোপপত্তেঃ গৃহদাহেষ্ট্যাদিবৎ।" সাগ্নিক দ্বিজের গৃহ দগ্ধ হইলে বুঝিতে হইবে যে গৃহস্বামীর কোনরূপ অশুভ অদৃষ্ট বা পাপ বিদ্যমান। এইরূপ পাপক্ষালনের জন্য তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।২।২।৫) গৃহদাহেষ্টি বা ক্ষামবতী যাগের উপদেশ আছে। অনিয়তনিমিত্তকর্ম বলিয়া উক্ত প্রায়শ্চিত্ত নৈমিত্তিক কর্ম।

২৬ মিতাক্ষরা ও অপরার্ক টীকা দ্রষ্টব্য। মনু সং ১১।৪৫। লোকব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় নিষ্ফল কর্মেও লোকের প্রবৃত্তি হয়, যেমন, বেদসিদ্ধ বলিয়া নিষ্ফল নিত্যকর্মে লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায়, এইরূপ মতকে প্রাভাকর মত বলিয়া মহানৈয়ায়িক আচার্য্য উদয়ন পরিহাস করিয়াছেন (কুসুমাঞ্জলি ১।৮ পৃঃ ৯৮-৯), "লোকব্যবহারসিদ্ধত্বাৎ অফলমপি ক্রিয়তে, বেদব্যবহারসিদ্ধত্বাৎ সন্ধ্যোপাসনবৎ ইতি চেৎ, গুরুমতমেতৎ, ন তু গুরোর্মতম্", অর্থাৎ নিত্যকর্ম নিষ্ফল, ইহা গুরু প্রভাকরের মত, কিন্তু আমার গুরুর মত নহে। ন্যায়মতে পাপক্ষয় নিত্যকর্মের ফল (বোধনী ঐ পৃঃ ৯৯)।

২৭ বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে (১।২।১ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৫-৬) বৌদ্ধসম্মত অসৎকারণবাদ যুক্তিতঃ খণ্ডিত হইয়াছে।

(ছাঃ উপঃ ৬।২।২) ইতি অসতঃ সজ্জন্মাসম্ভবব্রূতেঃ।" শুধু তাহাই নহে, যদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের কোন ভাবপদার্থরূপ ফলই না থাকে, তবে বেদ ঐরূপ কর্মের উপদেশ করিয়া অনর্থকরই হইবে, কারণ কর্মানুষ্ঠানমাত্র দুঃখপ্রদ বলিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠানেও দুঃখ (অনিষ্ট), আবার উহাদের অকরণেও দুঃখ (ঐ পৃঃ১৩৮), "যদি বিহিতাকরণাদসম্ভাব্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রূয়াৎ বেদস্তদা অনর্থকরো বেদঃ অপ্রমাণমিত্যুক্তং স্যাৎ, বিহিতস্য করণাকরণয়োর্দুঃখমাত্রফলত্বাৎ।" গীতামধ্যে বহুস্থলে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধককে কর্মানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহের যদি ফলই না থাকে তবে তাহাদের ফলত্যাগ বন্ধ্যার পুত্রত্যাগের ন্যায়ই অনুপপন্ন হইবে।[২৮] বস্তুতঃ গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে কর্মমাত্রের ত্রিবিধ ফলের কথা বলিয়া পরমার্থসন্ন্যাসীর ফলাভাব প্রদর্শন করিয়াছেন (শাঃ ভাঃ সহ গীতা ১৭শ অধ্যায় ও ১৮।৬ ইত্যাদি)। গীতার ১৮।৯ শ্লোকে [২৯]সাত্ত্বিক-ত্যাগ বুঝাইতে শ্রীভগবান নিত্যকর্মে আসক্তি ও ফল উভয়েরই ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। নিত্যকর্মের ফল না থাকিলে তাহার ত্যাগ কিরূপে সাত্ত্বিকত্যাগ হইবে ? এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে ভগবৎকর্মকারী সাত্ত্বিক পুরুষ যুক্ততম (গীতা ৬।৪৭ ; ১২।২) হইলেও কর্মী হওয়ায় তিনিও অজ্ঞ বা তত্ত্বজ্ঞানরহিত ; শুধু অন্যান্য অজ্ঞ হইতে তাঁহার পার্থক্য এই যে তিনি হীন ফলসমূহ ত্যাগ করিতে করিতে পরিশেষে প্রকৃত মোক্ষসাধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[৩০]

আরও কথা এই, মীমাংসা সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন যে নিষ্ফলকর্মে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া যে-সকল কর্মের ফলশ্রুতি নাই, সেই সকল কর্মের স্বর্গরূপফলই কল্পনা করিতে হইবে, যেমন "বিশ্বজিতা যজেত" এইরূপ অশ্রুতফল বিধিবাক্যস্থলে বিশ্বজিৎযাগের স্বর্গফল কল্পনা করা হইয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বজিন্ন্যায়ে(মীঃ সূঃ ৪।৩।১০-১৫ অধিকরণত্রয় সমষ্টি) নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের স্বর্গফল কল্পনা করা যাইতে পারে।[৩১] বস্তুতঃ "সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" (ছাঃ উপঃ ২।২৩।১), "কর্মণা পিতৃলোকঃ" (বৃহঃ উপঃ ১।৫।১৬) ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ নিত্যাদি কর্মের ফল কীর্তন করিতেছেন। ব্রহ্মসূত্রের কার্য্যাধিকরণের (৪।৩।৭-১৪) ভাষ্যে আচার্য্য আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (১।৭।২০।৩) উদ্ধৃত করিয়া নিত্যাদিকর্মের আনুষঙ্গিক ফল স্থাপন করিয়াছেন।[৩২]

আপত্তি হইবে, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের ফল স্বীকার করিয়াও যদি সেই ফলকামনাও পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে নিষ্ফল নিত্যাদিকর্মে পুরুষের প্রবৃত্তি হইবে না।[৩৩] বরং উক্ত কর্মে প্রবৃত্তির উপপত্তির জন্য প্রত্যবায়-পরিহারকামনা অথবা পাপক্ষয়কামনা স্বীকার করা শ্রেয়ঃ।

---

২৮ গীতা ১৮।২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৬৭৫-৭৬,"ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং কর্মণাং ফলমেব নাস্তি ইত্যাহুঃ [মীমাংসকাঃ] কথমুচ্যতে তেষাং ফলত্যাগ ইতি, যথা বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ। নৈষ দোষঃ, নিত্যানামপিকর্মণাং ভগবতা ফলবত্ত্বস্যেষ্টত্বাৎ। বক্ষ্যতি হি ভগবান্ (১৮।১২) 'অনিষ্টমিষ্টম্' ইতি;'ন তু সন্ন্যাসিনাম্' ইতি চ। সন্ন্যাসিনামেব হি কেবলং কর্মফলাসম্বন্ধং দর্শয়ন্ অসন্ন্যাসিনাং নিত্যকর্মফলপ্রাপ্তিঃ 'ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য' (১৮।১২) ইতি দর্শয়তি।"

২৯ "কার্যমিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥" "কার্য্যম্" অর্থাৎ কর্ত্তব্যম্ ; "কর্মনিয়তং" অর্থাৎ নিত্যকর্ম।

৩০ গীতা ১৮।৬৭ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৬১, "ভগবৎকর্মকারিণো যে যুক্ততমা অপি কর্মিণোঽজ্ঞাঃ তে উত্তরোত্তরহীনফলত্যাগাবসানসাধনাঃ।"

৩১ গীতা ১৮।২ শ্রীধর স্বামিকৃত সুবোধিনী পৃঃ ৬৭৫-৭৬, "যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত', 'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে, তথাপ্যপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্ বিধিঃ 'বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যাদিষু ইব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব।"

৩২ ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৪ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১০০০, "ন চ নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানাৎ প্রত্যবায়ানুৎপত্তিমাত্রং, ন পুনঃ ফলান্তরোৎপত্তিরিতি প্রমাণমস্তি, ফলান্তরস্যাপ্যনুনিষ্পাদিনঃ সম্ভবাৎ। স্মরতি হ্যাপস্তম্বঃ (ধর্মসূত্র ১০।৭।২০।৩), 'তদ্যথা আম্রে ফলার্থে নির্মিতে [রোপিতে] ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যেতে এবং ধর্মং চর্যমাণমর্থা অনূৎপদ্যন্তে' ইতি।" অর্থাৎ, যেমন আম্রবৃক্ষ ফলের জন্য রোপিত হইলেও তাহার ছায়া এবং (মুকুলের) সুগন্ধ আনুষঙ্গিকভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম আচরিত হইলে অর্থসমূহও (পুরুষার্থ) আনুষঙ্গিকভাবে (পশ্চাৎ পশ্চাৎ) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩৩ গীতা ১৮।২ সুবোধিনী পৃঃ ৬৭৬, "ননু ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্মসু অপ্রবৃত্তিরেব স্যাৎ....।"

অদ্বৈতীর উত্তর এইরূপ। ইহা সত্য যে ফলমাত্রকামনাশূন্য ব্যক্তির কর্মে প্রবৃত্তিই সম্ভব নহে—(গীতা ৫।৮) "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।"[৩৪] এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মবিদের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিই হইয়া থাকে। এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় (গীতা ২।৫৫-) শুধু কর্মফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগরূপ গৌণ-সন্ন্যাস নহে, সর্বকর্মত্যাগরূপ মুখ্য-সন্ন্যাসই হইয়া থাকে।[৩৫] কিন্তু গীতামধ্যে অজ্ঞ অর্জুনের প্রতি উপদিষ্ট নিষ্কামকর্মযোগের ঐরূপ অর্থ নহে। উহার অর্থ এই, যে-কর্মের যে-ফল শাস্ত্রমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কর্মের সেই নির্দ্দিষ্ট ফলের কামনাত্যাগই নিষ্কামকর্মযোগ বা গৌণ-সন্ন্যাস, কামনামাত্রের ত্যাগ নহে।[৩৬] নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের প্রত্যবায়-পরিহার, পাপক্ষয়, স্বর্গলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি যে-ফলই স্বীকৃত হউক না কেন, সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যদি মোক্ষকাম ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধির কামনায় অথবা বিবিদিষা (ব্রহ্মবেদনেচ্ছা বা প্রত্যক্প্রবণতা) কামনায় অথবা ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি কামনায় নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, তবে সেই সাধকের চিত্তশুদ্ধি, অথবা বিবিদিষা অথবা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়া থাকে। শুধু নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের ক্ষেত্রেই নহে, কাম্যকর্মস্থলেও অদ্বৈতীর সিদ্ধান্ত এই যে কেহ যদি স্বর্গ, পশু প্রভৃতি ফলসমূহের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কাম্য-কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি স্বর্গাদিরূপ অনিত্য-ফলের পরিবর্ত্তে অমৃতত্বফলক চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ফলসমূহ লাভ করিবেন। এইরূপ তাৎপর্যে সূতসংহিতায় বলা হইয়াছে যে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের প্রধান ফল চিত্তশুদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক ফল স্বর্গাদি; কাম্যকর্মের প্রধান ফল স্বর্গাদি এবং আনুষঙ্গিক ফল চিত্তশুদ্ধি (সূতসংহিতা, ৪র্থ যজ্ঞবৈভবখণ্ড, শ্লোঃ ২-৩, পৃঃ ৩৪৫), "একঃ কাম্যোঽপরো নিত্যস্তথা নৈমিত্তিকোঽপরঃ। প্রাধান্যেন ফলং শুদ্ধিরার্থিকী কাম্যকর্মণঃ॥ প্রাধান্যেন মনঃশুদ্ধির্নিত্যস্য ফলমার্থিকম্। কেবলং প্রত্যবায়স্য নিবৃত্তিরিতরস্য তু॥"[৩৭] ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিকরণে (৪।১।১৮) প্রতিপাদিত

৩৪ গীতা ৫।৯ শাঃ ভাঃ পৃঃ ২৫৪-৫৫, "যস্যৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্বকার্য্যকরণচেষ্টাসু কর্মসু অকর্মৈব পশ্যতঃ (৪।১৮) সম্যগ্দর্শিনস্তস্য সর্বকর্মসন্ন্যাস এবাধিকারঃ কর্মণোঽভাবদর্শনাৎ। ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে।" ঐ ৫।৮ আঃ টীঃ পৃঃ ২৫৪, "লোকদৃষ্ট্যা বিদুষোঽপিকর্মাণি সন্তীত্যাশঙ্ক্য স্বদৃষ্ট্যা তদভাবমভিপ্রেত্যাহ—নৈবেতি।"

৩৫ তত্ত্বজ্ঞানীর সর্বকর্মসন্ন্যাস স্বতঃ সিদ্ধ (কেনোপঃ আভাষভাষ্যের উপর আঃ টীঃ পৃঃ ৩), "ব্রহ্মজ্ঞানস্যানুভবাবসানতাসিদ্ধয়ে পরোক্ষনিশ্চয়পূর্বকঃ সন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। সিদ্ধে চানুভবাবসানে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে স্বভাবপ্রাপ্তঃ সন্ন্যাস ইতি দ্রষ্টব্যম্।" গীতা ১৮।৪৯ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৩২-৩৪, "যা চ কর্মজা সিদ্ধিরুক্তা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণা তস্যা ফলভূতা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণা বক্তব্যেতি শ্লোকঃ আরভ্যতে।.....য এবং-ভূতঃ আত্মজ্ঞঃ সঃ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং নির্গতানি কর্মাণি যস্মাৎ নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মসংবোধাৎ সঃ নিষ্কর্মা, তস্য ভাবো নৈষ্কর্ম্যং, নৈষ্কর্ম্যং চ তৎ সিদ্ধিশ্চ সা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ। নৈষ্কর্ম্যস্য বা সিদ্ধিঃ নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধিঃ নিষ্পত্তিঃ তাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং প্রকৃষ্টাং কর্মজসিদ্ধিবিলক্ষণাং সদ্যোমুক্ত্যবস্থানরূপাং সন্ন্যাসেন সম্যগ্দর্শনেন তৎপূর্বকেণ বা সর্বকর্মসন্ন্যাসেন অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। তথা চোক্তং [৫।১৩ ইত্যত্র] সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্নাস্তে ইতি।" গীতা ১৮।২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৬৭৫, "......যদি কাম্যকর্মপরিত্যাগঃ ফলপরিত্যাগো বার্থো বক্তব্যঃ সর্বথা পরিত্যাগমাত্রং সন্ন্যাস-ত্যাগশব্দয়োরেকোঽর্থঃ স্যাৎ, ন ঘটপটশব্দাবিব জাত্যন্তরভূতার্থৌ।" কিন্তু কাম্যকর্মপরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস এবং নিত্য-নৈমিত্তিককর্মফলাকাঙ্ক্ষাপরিত্যাগরূপ ত্যাগ উভয়ই অমুখ্যসন্ন্যাস। গীতা ১৮।১২ আঃ টীঃ পৃঃ ৬৯০, "সর্বকর্মত্যাগো নাম তদনুষ্ঠানেঽপি তৎফলাভিসন্ধিত্যাগঃ, স চ অমুখ্য-সন্ন্যাসঃ... মুখ্যে তু সন্ন্যাসে সর্বকর্মত্যাগে সম্যগ্ধীদ্বারা সর্বসংসারোচ্ছিত্তিরেব ফলম্।" ইত্যাদি। মণ্ডনমিশ্রের মতে স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক হইলেও, ভামতীকারমতে স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ—ভামতী ও কল্পতরু ৪।১।১৫ পৃঃ ৯৫১।

৩৬ গীতা ১৮।৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৬৭৮, "যথা 'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্' (১২।১২) ইতি কর্মফলত্যাগস্তুতিরেব, যথোক্তানেকপক্ষানুষ্ঠানাশক্তিমন্তমর্জুনমজ্ঞং প্রতি বিধানাৎ.....।" গীতা ৩য় অধ্যায় আভাষভাষ্য পৃঃ ১৩৪, "অর্জুনায় চ 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' (২।৪৭), 'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি' (২।৪৭) ইতি কর্মৈব কর্ত্তব্যমুক্তবান্ যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য, ন তত এব শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিমুক্তবান্।" ক্ষত্রিয় অর্জুনের সর্বকর্মসন্ন্যাসে অধিকার নাই।

৩৭ এই শ্লোকে "নিত্য" পদে নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় প্রকার কর্মই বুঝিতে হইবে এবং "নৈমিত্তিক" পদে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম বুঝিতে হইবে (ঐ, মাধবাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্যদীপিকাব্যাখ্যা পৃঃ ৩৪৫), "নৈমিত্তিকস্য প্রায়শ্চিত্তাদেরুপাত্তদুরিতক্ষয়ঃ ফলমিত্যর্থঃ।"

হইয়াছে যে উপাসনাযুক্তই হউক্ অথবা নাই হউক্, নিত্যাদিকর্ম ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক। কাম্যকর্ম স্বরূপতঃ যে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক নহে, এই বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনি ও মহর্ষি বাদরায়ণের মধ্যে ঐকমত্য বিদ্যমান।[৩৮]

প্রশ্ন হইবে, একই নিত্যাদিকর্ম কিরূপে স্বর্গাদি ও চিত্তশুদ্ধ্যাদি ফল উৎপন্ন করিবে?

অদ্বৈতীর উত্তর এই, মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ সংযোগ-পৃথক্ত্ব-ন্যায় (মীঃ সূঃ ৪।৩।৫-৭) প্রয়োগ করিয়া নিত্যাদিকর্মের উভয়ার্থতা সিদ্ধ করা যাইবে।[৩৯]

(৩) কর্মের অন্যবিধ বিভাগ—প্রকৃতিকর্ম ও বিকৃতিকর্ম

মীমাংসাসম্প্রদায়ে সমস্ত বৈদিককর্মকে অন্যপ্রকারে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—প্রকৃতি কর্ম ও বিকৃতিকর্ম। শ্রুতিমধ্যে সমস্ত অঙ্গের সহিত যে-কর্মের উপদেশ হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতি-কর্ম; সাঙ্গোপাঙ্গবিষয়ত্বই উপদেশের প্রকর্ষ।[৪০] কিন্তু যে-কর্মে সমগ্র অঙ্গের বিধান থাকে না, কয়েকটিমাত্র অঙ্গের নির্দ্দেশ থাকে, তাহাকে বিকৃতি-কর্ম বলে। এই জন্য বিকৃতি-কর্মে যে-কয়টি অঙ্গের বিধান থাকে সেই কয়টি অঙ্গ ব্যতিরেকে অন্যান্য অঙ্গ প্রকৃতি-কর্ম হইতে সংগ্রহ করিয়া কর্মানুষ্ঠান করিতে হয়, অন্যথা কর্ম-শরীর সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই কারণে বলা হইয়া থাকে প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা। অবশ্য বিকৃতি-কর্মকে প্রকৃতি-কর্মের সজাতীয় হইতে হইবে, "প্রাকৃতাৎ কর্মণো যস্মাৎ তৎসমানেষু কর্মসু। ধর্মপ্রবেশো যেন স্যাৎ সোঽতিদেশ ইতি স্মৃতঃ ॥" প্রাকৃত-কর্মের ধর্মসমূহই বৈকৃত-কর্মে গমন করে বলিয়া প্রথমে প্রাকৃতকর্ম ও পরে বৈকৃত-কর্ম বিহিত হইয়া থাকে। এইজন্য যে-বিধিতে "ইত্থং কুর্য্যাৎ" এইরূপে সাক্ষাৎভাবে ইতিকর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ থাকে তাহাকে উপদেশবিধি বলে। যে-বিধিবলে প্রাকৃতকর্মের ধর্মবিশেষ প্রাকৃত-কর্মকে পরিত্যাগ না করিয়া প্রাকৃত-কর্মকে অতিক্রম করিয়া অন্যসম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অতিদেশবিধি বলে। ফলে অতিদেশবিধিস্থলে "তদ্বৎ কুর্য্যাৎ" বলিয়া কোন কর্মের ইতিকর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ থাকে (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৭।১।১ম অধিঃ প্রস্তাবনা, পৃঃ ৪০৫), "অন্যত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়াঃ ধর্মসন্ততেঃ। অন্যত্র কার্য্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশোঽভিধীয়তে ॥" পরিসংখ্যা-বিধি আলোচনাকালে দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইবে। বলাবলবিচারে সাধারণতঃ উপদেশ অপেক্ষা অতিদেশ দুর্বল হইলেও কোন কোন স্থলে অতিদেশবিধির আনর্থক্যের ভয়ে উপদেশ অপেক্ষা অতিদেশ প্রবল হইয়া থাকে (ন্যায়সুধা ২।২।২১ পৃঃ ২০০), "'আনর্থক্য-প্রতিহতানাং বিপরীতং বলাবলম্' ইতি ন্যায়েন অনন্যগতিত্বাৎ অতিদেশোঽপি অত্র উপদেশাৎ বলীয়ান্।" উক্ত ন্যায় পরে ব্যাখ্যাত হইবে। উপদেশ ও অতিদেশ বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকে যাহার আলোচনা আকর গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য। মীমাংসাদর্শনে পূর্ব ষট্ক

৩৮ ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৭ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৯৬১, "তথাজাতীয়কস্য কাম্যস্য কর্মণঃ বিদ্যাং প্রতি অনুপকারকত্বে সম্প্রতিপত্তিঃ উভয়োরপি জৈমিনি-বাদরায়ণয়োঃ আচার্য্যয়োঃ।"

৩৯ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে যে-কর্মের যে-ফল শাস্ত্রমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই কর্মের সেই ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া বিবিদিষামাত্রকামনায় সেই কর্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে। ইহা কাম্যকর্মসম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ কেহ যদি স্বর্গফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া বিবিদিষাকামনায় দর্শপূর্ণমাস বা কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্মানুষ্ঠান করে, তবে তাহার বিবিদিষা উৎপন্ন হইবে।

আপত্তি হইবে, "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত", "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বিধি-শ্রুতি স্বর্গকাম পুরুষকেই কর্মে বিনিয়োগ করিতেছে। কিন্তু কাহারও যদি স্বর্গকামনাই না থাকে তবে তিনি ঐরূপ বিধিবশে কর্মে প্রবৃত্তই হইবেন না এবং বিবিদিষা উক্ত কর্মের ফল না হওয়ায় বিবিদিষাকামনায় উক্ত কর্ম করিলেও বিবিদিষা উৎপন্ন হইবে না, গ্রামকাম ব্যক্তি কারীরীযাগ করিলে যেমন গ্রামলাভ করেন না, সেইরূপ। শ্রুতিমধ্যে কুত্রাপি "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং বিবিদিষাকামো যজেত" অথবা "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ বিবিদিষাকামঃ" এইরূপ বিধি-শ্রুতি দৃষ্ট হয় না। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের যদি ফলও থাকে তথাপি বিবিদিষা উহার ফল, ইহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই।

উত্তরে অদ্বৈতী মীমাংসাদর্শনের সংযোগ-পৃথক্ত্ব ন্যায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। উক্ত ন্যায়ের ব্যাখ্যার জন্য অধ্যায়ান্তে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪০ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৭।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৪০৪-৫, "যত্রাপেক্ষিতস্যার্থজাতস্য প্রতিপাদকো গ্রন্থসন্দর্ভঃ পঠ্যতে, স উপদেশঃ।" কর্মে অপেক্ষিত সমগ্র পদার্থের প্রতিপাদক গ্রন্থাংশই উপদেশ। সুতরাং গ্রন্থের উপদেশ অংশে প্রকৃতি কর্মই বিহিত হইয়া থাকে।

নামে প্রসিদ্ধ প্রথম ছয় অধ্যায়ে প্রকৃতি-কর্ম তথা উপদেশ-বিধি এবং উত্তর ষট্‌ক নামে পরিচিত শেষ ছয় অধ্যায়ে বিকৃতি-কর্ম তথা অতিদেশ-বিধি বিচারিত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই (৭।১।১ শাবরভাষ্য পৃঃ ১= পৃঃ ৩৭৪) শাবরভাষ্যে অতিদেশ তথা উত্তর ষট্‌কের প্রয়োজন প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৪) প্রকৃতি-কর্ম ত্রিবিধ

সমস্ত প্রকৃতি-কর্মকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে—অগ্নিহোত্র, ইষ্টি ও সোম। অগ্নীষোমীয় পশুযজ্ঞ সমস্ত পশুযাগের প্রকৃতি। দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞ সমস্ত ইষ্টিযাগের প্রকৃতি। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ সমস্ত সোমযাগের প্রকৃতি। এই তিন প্রকৃতি-কর্ম অন্য নিরপেক্ষ সাঙ্গোপাঙ্গ উপদিষ্ট হইলেও মীমাংসা সিদ্ধান্ত এই যে ঋগ্বেদ ও সামবেদের প্রথমে দর্শপূর্ণমাসেষ্টি উপদিষ্ট না হইলেও কর্মকাণ্ডবিষয়ে যজুর্বেদের প্রাধান্য থাকায় যজুর্বেদকে অপেক্ষা করিয়াই দর্শপূর্ণমাসেষ্টি প্রথমে বক্তব্য। তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যভূমিকায় (পৃঃ৬-৭ "প্রকৃতিস্ত্রিবিধা" ইত্যাদি সন্দর্ভে) সায়ণাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে যদিও সোম ও অগ্নিহোত্র যাগদ্বয় স্বরূপতঃ অন্যনিরপেক্ষকর্ম তথাপি উভয়ই পরম্পরায় দর্শপূর্ণমাসেষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া থাকে বলিয়া দর্শপূর্ণমাসেষ্টিই প্রথম আলোচনীয়। হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার সহকারী অগ্নীৎ বা আগ্নীধ্র নামক চারিজন ঋত্বিক্‌সহ সপত্নীক যজমান যে অপ্রাণিদ্রব্যক (প্রাণী ভিন্ন দ্রব্যদ্বারা) যজ্ঞ করেন, তাহাকেই ইষ্টি বলে (শ্রৌতপদার্থনির্বচন), "শ্রুতদ্রব্যদেবতাকা অপ্রাণিদ্রব্যকা ক্রিয়া ইষ্টয়ঃ" (হরদত্তকৃত টীকা)। এই দর্শপূর্ণমাসেষ্টিকে অবলম্বন করিয়া কর্মবিষয়ে নানাবিধ মীমাংসা-সিদ্ধান্ত পরিষ্কৃত হইবে।

অপূর্ব বিচার

(১) অপূর্ব—স্বরূপ, প্রমাণ ও প্রয়োজন

দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নামই যাগ। যাগ সাধারণতঃ দক্ষিণা-দানেই সমাপ্ত হইয়া থাকে।[৪১] কিন্তু যাগ-সমাপ্তির পরক্ষণেই স্বর্গাদিরূপ যাগফল উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না, কারণ ঐরূপ ফল ইহলোকে মনুষ্য-শরীরে ভোগ্য নহে।[৪২] অথচ "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" শ্রুতি দর্শপূর্ণমাস যাগকে স্বর্গের সাধন বলিয়াছেন। অগত্যা "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং" পদে তৃতীয়া শ্রুতির দ্বারা উপস্থিত যাগের স্বর্গসাধনত্ব অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় মীমাংসা-সম্প্রদায় যাগ ও যাগফলের মধ্যে একটি অবান্তর-ব্যাপার (মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার) স্বীকার করেন, যেমন সর্বসম্প্রদায়ই অনুভবনাশের বহুকাল পর উৎপন্ন স্মরণের উপপত্তির জন্য অনুভব ও স্মরণের মধ্যে ভাবনাখ্য সংস্কাররূপ[৪৩] অবান্তর-ব্যাপার স্বীকার করিয়া থাকেন। ন্যায়াদি সম্প্রদায়মতে যেমন অনুভবনাশজন্য সংস্কার[৪৪] ভাবী স্মরণের জনক, সেইরূপ দক্ষিণান্তযাগের নাশজন্য উৎপন্ন সংস্কার ভাবী স্বর্গাদির জনক। ন্যায়াদি সিদ্ধান্তে যাগাদিজন্য উৎপন্ন সংস্কারকে আত্মনিষ্ঠ অদৃষ্ট বা ধর্ম বলা হইলেও মীমাংসাপরিভাষায় উহার নাম অপূর্ব, কারণ ভাট্টমতে বেদবিহিত কর্মই ধর্ম। ভাবনাখ্য সংস্কারের ন্যায় অপূর্ব প্রত্যক্ষ, এমন কি শ্রুতি-প্রমাণগম্যও নহে, উভয়ই

৪১ কোন কোন যাগ অদক্ষিণ। সত্রযাগমাত্র দক্ষিণাহীন। কিন্তু এইরূপ স্থলেও অন্ত্যকর্মের দ্বারাই যাগ পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

৪২ অবশ্য প্রতিবন্ধক না থাকিলে কারীরী, সাংগ্রহণী, পুত্রেষ্টি, চিত্রা প্রভৃতি যাগের বৃষ্টি, গ্রাম, পুত্র, পশু ইত্যাদি ফল ইহলোকেই প্রাপ্তব্য।

৪৩ ভাষা-পরিচ্ছেদ কাঃ ১৫৮, "সংস্কারভেদো বেগোহথ স্থিতিস্থাপকভাবনে।" অর্থাৎ, বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনাভেদে সংস্কার ত্রিবিধ। তন্মধ্যে অনুভবনাশজন্য যে সংস্কার, তাহার নাম (আখ্যা) ভাবনা।

৪৪ সাধারণতঃ অদ্বৈতাচার্য্যগণ ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের ন্যায় জ্ঞানের নাশ হইতে সংস্কারের উৎপত্তির কথা বলিয়া থাকেন, যেমন আচার্য্য মধুসূদন স্বয়ং অদ্বৈতসিদ্ধির অজ্ঞানপ্রত্যক্ষোপপত্তিপ্রকরণে (১ম পরিঃ পৃঃ ৫৫৭) বলিয়াছেন, "বিনশ্যদেব হি জ্ঞানং সংস্কারং জনয়তি।" কিন্তু সৎকার্য্যবাদী অদ্বৈতীর প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে জ্ঞানের নাশ অর্থাৎ জ্ঞানের সূক্ষ্মাবস্থাই অথবা সূক্ষ্মাবস্থ-জ্ঞানই সংস্কার, (লঘুঃ ঐ) "জ্ঞানস্য নাশে সতি তু স এব সংস্কারো লাঘবাদিতি [হেতোঃ] নেদং পরোক্তং যুক্তমিতি ধ্যেয়ম্।" এবং (ঐ ২য় পরিঃ "আত্মস্বপ্রকাশত্বোপপত্তিপ্রকরণম্" লঘুঃ পৃঃ ৭৮৩), "জ্ঞাননাশস্যৈব লাঘবেন সংস্কারত্বস্বীকারাৎ।" ন্যায়রত্নাবলী ৮।৪৮ পৃঃ ৬২৬ পং ৭৮

অর্থাপত্তিপ্রমাণমাত্রগম্য—অনুভবের স্মৃতিকারণত্ব অন্যথা অনুপপন্ন বলিয়া যেমন অনুভবনাশজন্য সংস্কার কল্পিত হয়, সেইরূপ যাগের স্বর্গসাধনত্ব অন্যথা অনুপপন্ন বলিয়া যাগনাশজন্য অথবা যাগজন্য অপূর্ব কল্পিত হইয়া থাকে। যদি অপূর্ব হইতে স্বর্গাদিফল উৎপন্ন হয়, তবে যাগের স্বর্গসাধনত্বশ্রুতি অপ্রমাণ হইয়া যাইবে, ইহা বলা যায় না ; কারণ যাহার সিদ্ধির জন্য যাহা স্বীকৃত হয়, তাহা তাহার স্বীকার নিমিত্ত অসিদ্ধ হইয়া যাইবে, ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ। যাগের স্বর্গসাধনত্ব শ্রুত, এইরূপ শ্রুত স্বর্গসাধনত্ব উপপন্ন করিবার নিমিত্তই অপূর্বকল্পিত হইয়া থাকে; সুতরাং অপূর্ব স্বীকারে যাগের স্বর্গসাধনত্বই বিলুপ্ত হইবে, ইহা ব্যাহত। বস্তুতঃ অনুভব ও যাগ উভয়ই নাশপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাদের স্মৃতিকারণত্ব ও স্বর্গসাধনত্ব সংস্কাররূপ অবান্তর ব্যাপার ব্যতিরেকে উপপন্ন করা যাইবে না। উদ্যমন-নিপাতনরূপ ব্যাপারের দ্বারা কুঠার যেমন ছেদনে অন্যথাসিদ্ধ হয় না, সেইরূপ অবান্তর-ব্যাপারের দ্বারা অনুভব ও যাগ অন্যথাসিদ্ধ নহে,—ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপারী (ব্যাপারবান্) অন্যথাসিদ্ধ হয় না। তবে উদ্যমন-নিপাতনরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, কিন্তু সংস্কারমাত্র অর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ। শুধু অনুভব ও যাগের মধ্যে পার্থক্য এই, অনুভবের স্মৃতিকারণত্ব অন্বয়-ব্যতিরেকবলে লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধ, ফলে ভাবনাখ্য সংস্কার দৃষ্টার্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ ; কিন্তু যাগের স্বর্গসাধনত্ব শ্রুতিপ্রমাণমাত্রবেদ্য, ফলে অপূর্ব শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণগম্য। উদ্যমন-নিপাতনরূপ অবান্তরব্যাপারবিশিষ্ট হওয়ায় কুঠার যেমন ছেদনের করণ, সেইরূপ ভাবনাখ্যসংস্কারবিশিষ্ট অনুভব স্মৃতির করণ এবং অপূর্ববিশিষ্ট যাগ স্বর্গের করণ হইয়া থাকে। "কুঠারেণ", "অনুভবেন" ও "যাগেন" এই তিনটি স্থলেই করণে তৃতীয়া হইয়াছে। ব্যাপারবৎকারণই করণ।

আপত্তি হইবে, উদ্যমননিপাতনরূপব্যাপারকালে কুঠার স্বরূপতঃ সৎ বলিয়া উহা ব্যাপার-বিশিষ্ট হইতে পারিলেও যাগের নাশ হওয়ায় স্বরূপতঃ অসৎ যাগ ব্যাপারবান্ হইতে পারে না, বিশেষ্যের অভাবে বিশেষণ কোথায় থাকিবে ? বিশেষতঃ, স্বর্গাদিফলের উৎপত্তির পূর্বক্ষণে যাগ না থাকায় যাগের কারণত্বই সিদ্ধ হয় না।

ব্রহ্মসূত্রের ফলাধিকরণভাষ্যে অপূর্ব বিষয়ে জৈমিনীয় সিদ্ধান্ত পূর্বপক্ষরূপে সমর্থন করিতে আচার্যপাদ উক্তরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া মীমাংসাপক্ষে দুই প্রকার উত্তর প্রদান করিতে বলিয়াছেন যে কর্মেরই পরবর্তীকালীন কোন সূক্ষ্মাবস্থার নামই অপূর্ব, অথবা ফলের কোনরূপ পূর্বাবস্থার নামই অপূর্ব।[৪৫] ভামতীকার শাবরভাষ্য অনুসরণে দুইটি দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রথম প্রকার উত্তর ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে কোন পদার্থ অসৎ হইয়াও ভাবী ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ। যেমন, দর্শপূর্ণমাসগত আগ্নেয়াদি প্রধান ছয়টি যাগ নাশপ্রাপ্ত হইলেও পরমাপূর্বের (ফলাপূর্বের) উৎপত্তিতে প্রধান যাগজন্য উৎপত্ত্যপূর্বসমূহ অবান্তর-ব্যাপার হইয়া থাকে। কিন্তু অপূর্বের ব্যাপারত্বই বিবাদস্থল বলিয়া শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিয়া ভামতীকার শাবরভাষ্যানুসারেই লৌকিক দৃষ্টান্ত উপন্যাস করিয়াছেন।[৪৬] আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আছে যে তৈলপান বা ঘৃতপান করিলে মেধা, স্মৃতি, বল, পুষ্টি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে।

৪৫ ব্রঃ সূঃ ৩।২।৪০ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৩১. "ননু অন্বক্ষবিনাশিনঃ কর্মণঃ ফলং নোপপদ্যতে ইতি [হেতোঃ] পরিত্যক্তোঽয়ং [জৈমিনি-] পক্ষঃ ; নৈষ দোষঃ , শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ। শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং যথা অয়ং কর্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে তথা কল্পয়িতব্যঃ। ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূর্বং কর্ম বিনশ্যৎ কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোতি, অতঃ কর্মণো বা সূক্ষ্মা কাচিদুত্তরাবস্থা, ফলস্য বা পূর্বাবস্থা অপূর্বং নাম অস্তি ইতি তর্ক্যতে।" ভাষ্যকার "কল্পয়িতব্যঃ" ও তর্ক্যতে" পদ দুইটির দ্বারা অপূর্বে শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণের সূচনা করিয়াছেন, কর্মের ফলজনকত্বসিদ্ধির জন্য কর্মের সূক্ষ্মাবস্থাকে অপূর্বরূপে স্বীকার করিয়া প্রথম উত্তর এবং ফলোৎপত্তির অন্যথা অনুপপত্তি ব্যাখ্যার জন্য কোন পদার্থ কল্পনীয় হওয়ায় ফলের পূর্বাবস্থারূপ অপূর্ব স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় উত্তর উপস্থাপিত হইয়াছে (ভামতী ৩।২।৪০ পৃঃ ৭৩১), "কর্মণো হি ফলং প্রতি যৎসাধনত্বং শ্রুতং তন্নির্বাহয়িতুং তস্যৈবাবান্তর ব্যাপারো ভবতি।...যদা পুনঃ ফলোপজননান্যথানুপপত্ত্যা কিঞ্চিৎ কল্প্যতে তদা ফলস্য পূর্বাবস্থা।" ফলের পূর্বাবস্থা কি, তাহা কোন টীকাকারই ব্যাখ্যা করেন নাই।

৪৬ ভামতী ৩।২।৪০ পৃঃ ৭৩১. "ন চ ব্যাপারবতি সত্যেব ব্যাপারো নাসতীতি যুক্তম্, অসৎস্বপ্যাগ্নেয়াদিষু তদুৎপত্ত্যপূর্বাণাং পরমাপূর্বে জনয়িতব্যে তদবান্তরব্যাপারত্বাৎ। অসত্যপি চ তৈলপানকর্মণি তেন পুষ্টৌ কর্তব্যায়ামন্তরা তৈলপরিণামভেদানাং তদবান্তরব্যাপারত্বাৎ। তস্মাৎ কর্মকার্যমপূর্বং কর্মণা ফলে কর্তব্যে

এক্ষণে দেখা যায় যে তৈলপানাদির পরক্ষণেই মেধাদি উৎপন্ন হয় না, কালান্তরেই হইয়া থাকে। সুতরাং তৈলপানাদি নাশপ্রাপ্ত হইলেও অসৎ তৈলপানাদি হইতে মেধাদি ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।[৪৭]

ব্যাপারবান্ যাগের নাশে ব্যাপারই অবস্থান করিতে পারে না বলিয়া যাঁহাদের উক্ত উত্তরে অরুচি বিদ্যমান তাঁহাদের মতে অনুভব যেমন স্মরণের অব্যবহিত পূর্বে স্বরূপতঃ না থাকিলেও স্বজন্যব্যাপারবত্তাসম্বন্ধে স্মরণের নিয়তপূর্ববৃত্তি, অন্যথা স্মরণই অনুপপন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ ক্ষণিক যাগ স্বর্গোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে স্বরূপতঃ অবস্থান না করিলেও স্বজন্যব্যাপারবত্তাসম্বন্ধে স্বর্গাদির নিয়তপূর্ববৃত্তি, অন্যথা শ্রুত যাগের স্বর্গসাধনত্ব অনুপপন্ন হইয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে যাগজন্য কোন শক্তিবিশেষই অপূর্ব। শক্তিব্যবধানেও যাগের স্বর্গসাধনত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, কারণ ইহা দেখা যায় যে উষ্ণতার দ্বারা ব্যবহিত হইলেও অগ্নি দাহক হইয়া থাকে। যেমন, অঙ্গারজন্য উষ্ণতা অঙ্গার শান্ত হইলেও জলে অনুবর্তিত হয়, সেইরূপ যাগ নষ্ট হইলেও যাগজন্য অপূর্ব যাগকর্তার (যজমানের) আত্মায় অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে মীমাংসা-সম্প্রদায় শরীরাদির অতিরিক্ত পূর্বাপরকালস্থায়ী নিত্য পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে যত্ন করিয়াছেন। সর্বসম্প্রদায়মতেই বিদ্যা-সংস্কারের ন্যায় কর্মসংস্কার আত্মায় বিদ্যমান হইয়া পরলোকে অনুগমন করে(বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২), "তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ।"

তদবান্তরব্যাপার ইতি যুক্তম্।" ব্যাপারবানের অভাবে ব্যাপার থাকিতে পারে না, প্রাভাকর সম্প্রদায়ের এইরূপ আপত্তির বিরুদ্ধে কল্পতরুকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাঁহাদেরকেও অসৎ ব্যাপারবৎ পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে (কল্পতরু ঐ), "যদি প্রাভাকরা ব্রুবীরন্ অসতি ব্যাপারবতি ন ব্যাপার ইতি, তান্ প্রত্যাহ [ভামতীকারঃ]—*অসৎস্বপ্যাগ্নেয়াদিষ্বিতি*। তেষামপি মতে আগ্নেয়াদিবাক্যৈর্যাগা এব বিধীয়ন্তে, নাপূর্বাণি। অধিকারবাক্যসন্নিধিসমাম্নাতানামাগ্নেয়াদিবাক্যানামধিকারাপূর্বানুবাদকত্বশঙ্কায়াং কুণ্ঠিতশক্তীনাং প্রাগিত্যেবা-পূর্বান্তরপ্রত্যয়াজনকত্বাৎ তৈশ্চপরমাপূর্বে জনয়িতব্যে অবান্তরব্যাপারা জন্যমানা অসৎস্বপি ব্যাপারবৎসু ভবন্তীত্যর্থঃ।" এইস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রাভাকরমতে অপূর্বরূপকার্য্যেই সমগ্রশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এবং অপূর্বই বিধিতত্ত্ব ও লিঙাদিপ্রত্যয়বাচ্য। এক্ষণে অপূর্ব লিঙ্‌বাচ্য হওয়ায় "স্বর্গকামঃ"রূপ অধিকারবাক্যে অপূর্ব ব্যাপাররূপে কল্পিত হইতে পারিবে না। তাহা হইলে অধিকারবাক্যসন্নিধানে পঠিত আগ্নেয়াদি ছয়টি বাক্যে লিঙ্‌বাচ্য অপূর্বসমূহে বিধি হইবে না কেন ? এই তাৎপর্য্যেই কল্পতরুকারের "যদি প্রাভাকরা" ইত্যাদি আপত্তি। বস্তুতঃ ভামতী অবলম্বনে কল্পতরুকারের এইরূপ আপত্তি প্রাভাকর সম্প্রদায়কে নিরুত্তর করিলেও মূল প্রশ্ন থাকিয়া যায়—ব্যাপারবানের অভাবে ব্যাপার কিরূপে অবস্থান করিবে ? মনে হয় এই কারণেই ভামতীমধ্যে শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তের পর লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। সুধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

৪৭ অসৎ পদার্থ ভাবী কার্য্যের জনক হইতে সমর্থ, ইহার তৈলপানাদিরূপ যে লৌকিক দৃষ্টান্ত ভামতীমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা শাবরভাষ্যে বিদ্যমান (শাবরভাষ্য ৭।১।৫ পৃঃ৭-৮ = পৃঃ ৩৮৩), "ননু যজিভঙ্গিত্বাৎ কালান্তরে ফলং দাতুমসমর্থঃ। তত্র কৃতা ধর্মা অনর্থকা এব ভবন্তীত্যুক্তম্। অত্র স্থিতস্য ন্যায়স্য আক্ষেপেণ প্রত্যবস্থানং ক্রিয়তে। তৈলপানবদেতদ্ভবিষ্যতি। যথা তৈলপানং ঘৃতপানং বা ভঙ্গিত্বেঽপি সতি কালান্তরে মেধাস্মৃতিবলপুষ্ট্যাদীনি ফলানি করোতি, এবং যজিরপি করিষ্যতি, কিং নোঽদৃষ্টাশ্রুতেনাপূর্বেণ কল্পিতেন ইতি।" কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই পূর্বপক্ষসূত্রভাষ্যে পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে বলিতেছেন যে অসৎ তৈলপান যেমন ভাবী মেধাদির জনক, সেইরূপ অসৎ যাগও ভাবী স্বর্গাদির জনক হওয়ায় মধ্যে অপূর্বকল্পনার প্রয়োজন নাই। ৭।১।৭ মীমাংসাসূত্রভাষ্যে পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তি নিরাস করিতে আচার্য্য শবরস্বামী তৈলপানদৃষ্টান্তকে বিষম দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন (শাবরভাষ্য ৭।১।৭ পৃঃ ৯ = পৃঃ ৩৮৪), "যত্তু তৈলপানবৎ যজিতঃ ফলং ভবিষ্যতি ইতি [পূর্বপক্ষিণা উক্তম্], অত্র [বয়ং তু] ব্রূমঃ। তৈলপানস্যাপিন কালান্তরে ফলং ভবতি। ধাতুসাম্যং তস্য ফলম্। তচ্চ তৎকালমেব। যচ্চ ফলং বলপুষ্ট্যাদি, তৎ সম্যগাহারপরিণামাদ্ভবতি । তস্মাদ্বিষম উপন্যাসঃ।" "ধীর্ধারণাবতী মেধা" (অমরকোষ, ধীবর্গ ২৩৩)—অনেকগ্রন্থার্থধারণাশক্তিই মেধা এবং বহুকালব্যাপী অনুভূতার্থস্মরণশক্তিই স্মৃতি (পূঃ দীঃ ১০।৩৪ পৃঃ ৪৬১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ভাষ্যে (বৃহঃ উপঃ ১৩।২৫ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১৬১) সৌস্বর্য্যকে (কণ্ঠমাধুর্য্যকে) তৈলপানাদির ফল বলা হইয়াছে। যাগের স্বর্গাদিসাধনত্বশ্রুতি- বলে যাগক্রিয়াকেই কালান্তরস্থায়ী অথবা কর্মগত শক্তিকেই ফলজনক বলিতে হইবে, এইরূপ পক্ষ তন্ত্ররহস্যে উপস্থাপিত ও খণ্ডিত হইয়াছে (তন্ত্ররহস্য, ৪র্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৬১), "ননু 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত', 'জ্যোতিষ্টোমেন যজেত' ইতি সাধনত্ব-শ্রুতিবলাৎ ক্রিয়ৈব কালান্তরস্থায়িনী স্যাৎ। যদি বা কর্মশক্তিঃ, কিমপূর্বেণ ? নৈবম্—প্রতীতসিদ্ধার্থমবিরুদ্ধং কল্পনীয়ম্। ক্রিয়াস্থায়িতা চ প্রমাণান্তরবিরুদ্ধা, শক্তিমতি কর্মণি চ নষ্টে

এইস্থলে ভাবনাখ্য সংস্কার হইতে অপূর্বের একটি মহান্ ভেদ বুঝিতে হইবে। অনুভবনাশজন্য ভাবনাখ্য সংস্কার ভবিষ্যতে একটিমাত্র স্মৃতি উৎপন্ন করে না, কিন্তু অনুভূত বিষয়ে একাধিকবার স্মরণ উৎপন্ন করিতে সমর্থ। কাল বা রোগাদির দ্বারা সংস্কারের নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সংস্কারের ঐরূপ সামর্থ্য বিদ্যমান। কিন্তু যাগবিশেষ হইতে উৎপন্ন অপূর্ববিশেষ ফলবিশেষ উৎপন্ন করিয়াই নাশপ্রাপ্ত হইবে, অন্যথা একবারমাত্র যাগানুষ্ঠান করিলে বারংবার তাহার ফল উৎপন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু কেহ একটিমাত্র কর্মের দ্বারা অনন্তফল ভোগ করিতে পারে না। ন্যায়াদিসম্প্রদায়ও স্বীকার করিয়া থাকেন যে কর্মজন্য যে ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা ফলনাশ্য এবং এই তাৎপর্য্যেই বাৎস্যায়ন মুনি তাঁহার ন্যায়ভাষ্যে ধর্মাধর্মে "কার্য্যাবসায়বিরোধ" (ন্যাঃ ভাঃ ১।১।২২ পৃঃ ২২৮) স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং অশ্বতরী শাবক প্রসব করিলে যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ অপূর্বও ফলপ্রসব করিয়া নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) কর্মই ফলদাতা—জৈমিনি সিদ্ধান্ত

ঈশ্বর-নিরপেক্ষ কর্মই অপূর্বদ্বারে ফলদাতা, এইরূপ সিদ্ধান্ত মীমাংসাসূত্রে না থাকিলেও মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ফলাধিকরণে (৩।২।৩৮-৪১) এইরূপ জৈমিনীয় মতই পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৪০), "ধর্মং জৈমিনিরত এব।" তাৎপর্য্য এই, বেদান্তসম্প্রদায় যেমন শ্রুতি ও উপপত্তির (যুক্তি বা তর্ক) দ্বারা ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকার করেন, সেইরূপ শ্রুতি ও উপপত্তির দ্বারাই (অতএব অস্মাৎ কারণাৎ এব) জৈমিনি ধর্মকে (যজ্ঞাদি কর্মকে) ফলদাতা বলিয়া মনে করেন, ঈশ্বরকে নহে। শ্রুতি এইরূপ। "স্বর্গকামো যজেত", এইরূপ বিধিশ্রুতির বিষয় থাকায় বুঝা যায় যে যাগরূপকর্মই স্বর্গের সাধন। যদি স্বর্গ যাগের ফল না হয় তবে ফলাভাববশতঃ কষ্টসাধ্য যাগে কেহই প্রবৃত্ত না হওয়ায় যাগ অননুষ্ঠাতৃক হইয়া যাইবে। ফলে এইরূপ শাস্ত্রের উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে অর্থাৎ যাগ-শ্রুতিতে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইবে। কিন্তু শাস্ত্রমাত্র নিযোজ্য-প্রয়োজনেই প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের শ্রেয়ঃ অভিধান করিয়া থাকে।[৪৮] বিশেষতঃ বেদের কর্মোপদেশ ব্যর্থ হইলে জ্ঞানোপদেশেও অপ্রামাণ্য-শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় বেদান্তীর ইষ্ট সাধন হইবে না। উপপত্তি অর্থাৎ অন্যথা অনুপপত্তিরূপ তর্ক পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আপত্তি হইবে, যদি ফলদাতৃত্ববিষয়ে ঈশ্বর ও ধর্ম উভয়পক্ষেই শ্রুতি ও উপপত্তি থাকে, তবে বিনিগমনাবিরহে কোন পক্ষই গ্রহণ করা যাইবে না।

ইহাতে কর্ম-মীমাংসকের উত্তর এই, ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব প্রমাণবিরুদ্ধ হওয়ায় পরিশেষ-ন্যায়ে ধর্মকেই ফলদাতারূপে স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরকে ফলদাতা বলেন, তাঁহাদের প্রতি প্রশ্ন এই,—ঈশ্বর কি কর্মনিরপেক্ষ হইয়া ফলদান করেন ? অথবা, জীবের কর্মসমূহকে অপেক্ষা করিয়া স্ব স্ব কর্মানুসারে প্রতি জীবকে সুখ-দুঃখরূপ ফল প্রদান করেন ?

শক্তেরবস্থানং বিরুদ্ধম্।" ন্যায়সম্প্রদায় কিরূপে কালান্তরভাবী ফলের ব্যাখ্যা করিতে অপূর্বের কারণতা সিদ্ধ করিয়াছেন তাহা কুসুমাঞ্জলির (কাঃ ১।৯) "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্মাতিশয়ং বিনা" কারিকার পদ্যব্যাখ্যায় (ঐ পৃঃ ১০২-) বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪৮ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৩১, "জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যো ধর্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে। অতএব হেতোঃ শ্রুতেরুপপত্তেশ্চ। শ্রূয়তে তাবদয়মর্থঃ, 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যেবমাদিষু বাক্যেষু। তত্র চ বিধিশ্রুতের্বিষয়ভাবোপগমাৎ যাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদক ইতি গম্যতে। অন্যথা হ্যননুষ্ঠাতৃকো যাগঃ আপদ্যেত, তত্রাস্যোপদেশবৈয়র্থ্যং স্যাৎ।" এই স্থলে "উপদেশ" পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা প্রয়োজন। উপদিশ্যতে অনেন এইরূপ করণব্যুৎপত্তিতে "উপদেশ" পদের অর্থ বাক্যজ্ঞান অথবা বাক্যার্থজ্ঞান। যদি বাক্যজ্ঞানকে শব্দ-প্রমাণ বলা হয় তবে বাক্যজ্ঞানরূপপ্রমাণ পদার্থ-স্মৃতিরূপ ব্যাপারের দ্বারা বাক্যার্থজ্ঞানরূপ প্রমিতির জনক হয়। কিন্তু যদি বাক্যার্থজ্ঞান শব্দপ্রমাণরূপে স্বীকৃত হয় তবে হানাদিবুদ্ধি প্রমা হইবে। যাহা হউক, মহর্ষি জৈমিনিমতে ধর্মজ্ঞাপক প্রমাণই উপদেশ (মীঃ সূঃ ১।১৫), "...তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ... ।" ফলে মীমাংসাসম্প্রদায়ের নিকট "উপদেশ" পদ "বিধি" ও "প্রবর্ত্তনার" সমানার্থক বা পর্য্যায়শব্দ। আজ্ঞা, প্রার্থনা ও উপদেশ শ্রোতার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির হেতু হইলেও আজ্ঞা আজ্ঞাপয়িতার ও প্রার্থনা প্রার্থয়িতার প্রয়োজন সিদ্ধ করে, কিন্তু উপদেশ নিযোজ্য-শ্রোতারই প্রয়োজন সাধন করে। অপৌরুষেয় শ্রুতির উপদেশকর্ত্তার প্রসঙ্গই নাই। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসমূহ প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক না হইলেও

প্রথম বিকল্প গ্রহণ করা যায় না, কারণ কেবল ঈশ্বর অবিচিত্র কারণ হওয়ায় তিনি বিচিত্রকার্য্যসমূহের জনক হইতে পারেন না,—কারণের বৈচিত্র্যবশতঃই কার্য্যে বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, অন্যথা কার্য্যসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ অনুপপন্ন হইয়া যাইবে। আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন যে একটি পদার্থ হইতে ক্রম ও সমজাতীয় পদার্থ হইতে বিচিত্র পদার্থ হইতে পারে না (কুসুমাঞ্জলি ১৷৭ পৃঃ ৯২), "একস্য ন ক্রমঃ কাপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্য ন।" শুধু তাহাই নহে, যদি কেবল ঈশ্বর হইতে বিচিত্রকার্য্যোৎপত্তি স্বীকৃতও হয়, তবে ঈশ্বর কাহাকে অত্যন্ত সুখী, কাহাকেও বা অত্যন্ত দুঃখী করায় ঈশ্বরে বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব দোষ ও নির্দ্দয়তাদোষের প্রসঙ্গ হইবে ; ফলে তিনি রাগদ্বেষাদি যুক্ত হইয়া যাইবেন। কিন্তু ঈশ্বরবাদী এইরূপদোষ স্বীকার করিতে পারেন না। আরও কথা এই যে ঈশ্বর যদি কর্মনিরপেক্ষেই ফলপ্রদান করেন তবে কাহারও আর শাস্ত্রীয় কর্মে প্রবৃত্তি হইবে না। সুতরাং কর্মশাস্ত্রে অননুষ্ঠাপকত্বলক্ষণ অপ্রামাণ্য-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। বলা বাহুল্য, বেদের কর্মকাণ্ড অপ্রমাণ হইলে অপ্রমাণতা-পিশাচী জ্ঞানকাণ্ডকেও গ্রাস করিবে। এই তাৎপর্য্যে পূর্বপক্ষ সমর্থনে আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩৷২৷৪০ পৃঃ ৭৩১), "অবিচিত্রস্য কারণস্য বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তেঃ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ, তদনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ।"[৪৯]

দ্বিতীয় বিকল্পও যুক্তিসহ নহে। যদি জীবের স্ব স্ব কর্মসাপেক্ষেই ঈশ্বর ফলদাতা হন, তবে ঈশ্বর ও কর্ম উভয় স্বীকার করা অপেক্ষা বরং লাঘববশতঃ কর্মসমূহই সাক্ষাৎভাবে ফলদান করুক, অন্তর্গড়ুরূপে[৫০] ঈশ্বর স্বীকারে প্রয়োজন কি ! শুধু তাহাই নহে, অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি এই যে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব ব্রহ্মের অতিরিক্ত পদার্থই নিষিদ্ধ বলিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় তাঁহার ফলদাতৃত্ব সুতরাং অসিদ্ধ। অতএব সংবেষ্টনসংস্কারমাত্রদ্বারা অচেতন কট (মাদুর) যেমন চেতনসহায়তা ব্যতিরেকেই স্বয়ং সংবেষ্টিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অচেতন কর্ম চেতনসহায়তা ব্যতিরেকেই স্বর্গাদি ফল প্রদান করিয়া থাকে।

(৩) ঈশ্বরই ফলদাতা—বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত

ব্রহ্মসূত্রের ফলাধিকরণের তিনটি সূত্রে (৩৷২৷৩৮, ৩৯ ও ৪১) এইরূপ জৈমিনিমত খণ্ডনপূর্বক ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপ বিচার এইরূপ।

মীমাংসা-সম্প্রদায়কে প্রশ্ন এই, কর্ম কি স্বনাশ হইতে স্বর্গাদিফল উৎপন্ন করে ? অথবা, স্বর্গাদিফল উৎপন্ন করিবার পর নাশপ্রাপ্ত হয় ? অথবা, কোন অবান্তর-ব্যাপার দ্বারা স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে ?

প্রথম বিকল্প গ্রহণ করা যায় না ; কারণ কর্মধ্বংস হইতে স্বর্গাদিফলের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি দৃষ্টবিরুদ্ধ কল্পনা (বৃহঃ উপঃ ১৷২৷১ আঃ টীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৫-৪৫)।

তাহা হইলে কর্ম স্বর্গাদিফল উৎপন্ন করিয়া নাশপ্রাপ্ত হউক। এই দ্বিতীয় বিকল্প দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ, কর্ম পরলোকে স্বর্গাদিফলোৎপত্তির পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া

পুরুষের শ্রেয়ঃ অভিধান করে বলিয়া উহারাও উপদেশ। সুতরাং শ্রোতার শ্রেয়ঃ অভিধায়ক বাক্য উপদেশ—ইহাই মহর্ষি গৌতম (ন্যাঃ সূঃ ১৷১৷৭) ও মহর্ষি জৈমিনির (মীঃ সূঃ ১৷১৷৫) গূঢ় তাৎপর্য্য। দ্রষ্টব্য তাৎপর্য্যটীকা ১৷১৷৭ পৃঃ ১৭৩ ; ভামতী ৩৷২৷৪০ পৃঃ ৭২০, ৭২১।

৪৯ ব্রহ্মসূত্রের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাধিকরণে (২৷১৷৩৪-৩৬) অনুরূপ একটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে ঈশ্বর জগজ্জন্মাদির হেতু হইলে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যের প্রসঙ্গ হইবে। সংস্কৃত ভাষায় "নৈর্ঘৃণ্য" শব্দের অর্থ অতিক্রূরত্ব বা নির্দ্দয়ত্ব। "ঘৃণা" শব্দের অর্থ করুণা বা দয়া (অমরকোষ, নাট্যবর্গ ৪১৩) "কারুণ্যং করুণা ঘৃণা। কৃপা দয়াঽনুকম্পা স্যাদনুক্রোশঃ" এবং (ঐ, নানার্থবর্গ ১৬০) "জুগুপ্সাকরুণে ঘৃণে।"

৫০ পুংলিঙ্গ "গড়ু" শব্দের অর্থ গলগণ্ড। পানভোজনের নিমিত্ত মুখ ও কণ্ঠেরই প্রয়োজন, কিন্তু উহাদের মধ্যবর্ত্তী গলগণ্ড নিষ্প্রয়োজন। অনুরূপভাবে অদ্বৈতসম্মত ঈশ্বরও অনাবশ্যক, কারণ ঈশ্বর ফলদাতা হইলেও তাঁহাকে ফলদানের নিমিত্ত জীবের শুভাশুভ কর্মকে অপেক্ষা করিতে হয়। সুতরাং ফল ও কর্মের অন্তঃপাতী ঈশ্বর অন্তর্গড়ুন্যায়ে নিষ্প্রয়োজন। ত্রিলিঙ্গ "গড়ুর" ও "গড়ুল" শব্দের অর্থ গলগণ্ডী অথবা কুব্জ ব্যক্তি—(অমরকোষ, মনুষ্যবর্গ ১৩৮) "কুব্জে গড়ুলঃ।" আলোচ্যস্থলে "গড়ু"শব্দের অর্থ বৃথাত্ব।

পরক্ষণেই ফলোৎপত্তি করিয়া নাশপ্রাপ্ত হউক এবং দ্বিতীয়তঃ, কর্ম নিজের উৎপত্তির অব্যবহিত উত্তরকালেই স্বর্গাদি উৎপন্ন করুক, কিন্তু জীব কালব্যবধানেই পরলোকে উক্ত স্বর্গাদি ভোগ করিবে।

প্রথম ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নহে, কারণ আশুবিনাশী কর্ম [৫১]কালান্তরভাবী স্বর্গাদিফলোৎপত্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে, ইহা দৃষ্টচর নহে। অন্যান্য ক্রিয়া আশুবিনাশী হইলেও "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই শ্রুতি-বলে যাগক্রিয়া কালান্তরস্থায়ী হউক, ইহা বলা যায় না; কারণ প্রমাণান্তরের অবিরুদ্ধরূপেই শ্রুতির অর্থ কল্পনীয় এবং ক্রিয়ার স্থায়িত্ব প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বিরুদ্ধ। এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৩।২।৩৮ পৃঃ ৭২৮) "কর্মণস্ত্বক্ষবিনাশিনঃ কালান্তরভাবী ফলং ভবতীত্যনুপপন্নম্।"[৫২]

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। কর্ম স্বর্গাদিরূপ নিজ ফল উৎপন্ন করিয়াই বিনষ্ট হয় এবং কর্মকর্ত্তা কালান্তরে সেই ফল ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ কথা সর্বথা হেয়; কারণ ভোক্তার সহিত সম্বন্ধের পূর্বে ফলের ফলত্বই সিদ্ধ হয় না। সুখ বা দুঃখের উৎপত্তিমাত্র ফল নহে এবং স্বর্গ নিজ স্বরূপলাভ করুক (অর্থাৎ উৎপন্ন হউক), এইরূপ কামনায় কেহ যাগানুষ্ঠান করে না। সুখ বা দুঃখের অনুভবই ভোগ বা ফল—সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারঃ ভোগঃ। জীবাত্মার সহিত অসম্বদ্ধ সুখ বা দুঃখের ফলত্ব লোকসিদ্ধ নহে বলিয়া জীবাত্মা যে-কালে সুখ বা দুঃখ অনুভব করে, সেইকালেই উহাদের ফল বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সুখ বা দুঃখরূপ ফল ঘটাদির ন্যায় অজ্ঞাতসৎ নহে, কিন্তু জ্ঞাতৈকসৎ। এই কারণে ইহা বলা যায় না যে ফল স্বরূপলাভ করিলেও ভোগের অযোগ্য হওয়ায় অথবা কর্মান্তর প্রতিবন্ধকতাবশতঃ ভোগ হইতেছে না। কর্মের ভোগ হইতেছে, কিন্তু বিষয়ান্তরে মন ব্যাপৃত থাকায় অনুভূত হইতেছে না, ইহাও বলা যায় না; কারণ স্বর্গরূপ তীব্রতম সুখ অথবা নরকরূপ তীব্রতম দুঃখ অবশ্যই অনুভবনীয়।[৫৩]

তাহা হইলে কর্ম অপূর্বরূপ অবান্তরব্যাপারদ্বারাই স্বর্গাদিফল উৎপন্ন করিয়া থাকে, এইরূপ তৃতীয় বিকল্পই গৃহীত হউক।

৫১ ন্যায়-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে (সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী, কাঃ ১০৫) সাধারণতঃ কর্ম পঞ্চমক্ষণেই নাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা বিভাগজ বিভাগ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে কর্ম সপ্তমক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আবার, যাঁহারা দ্রব্যনাশসাপেক্ষ বিভাগজ বিভাগ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে কর্ম অষ্টমক্ষণে বিনষ্ট হয়। অদ্বৈতীয় পক্ষে এইরূপে কর্মের পঞ্চমাদিক্ষণে বিনাশ শপথ-নির্ণয় না হইলেও কর্ম যে আশুবিনাশী সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৫২ প্রায় সমস্ত মুদ্রিত পুস্তকেই "অনুক্ষণবিনাশিনঃ" ভাষ্য-পাঠ দৃষ্ট হয়। যদিও এই পাঠও অশুদ্ধ নহে, তথাপি ভামতীমধ্যে উক্ত পদের "প্রত্যক্ষবিনাশিনঃ" (ভামতী ঐ পৃঃ ৭২৮) ব্যাখ্যা থাকায় "অক্ষক্ষবিনাশিনঃ" পাঠই সমীচীন। "অক্ষক্ষ" পদের অর্থ অক্ষিসমীপে বা সমক্ষে অর্থাৎ চক্ষুঃসমীপে। দ্রষ্টব্য তন্ত্ররহস্য ৫ম পরিঃ পৃঃ ৬১, "ননু 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত', 'জ্যোতিষ্টোমেন যজেত' ইতি সাধনত্ব-শ্রুতিবলাৎ ক্রিয়ৈব কালান্তরস্থায়িনী স্যাৎ।...মৈবম্, প্রতীতসিদ্ধ্যর্থমবিরুদ্ধং কল্পনীয়ম্। ক্রিয়াস্থায়িতা চ প্রমাণান্তরবিরুদ্ধা।"

৫৩ ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৮ শাঃ ভাঃপৃঃ ৭২৮, "স্যাদেতৎ, কর্ম বিনশ্যৎ স্বকালমেব স্বানুরূপং ফলং জনয়িত্বা বিনশ্যতি, তৎফলং কালান্তরিতং কর্ত্রা ভোক্ষ্যতে ইতি। তদপি ন পরিশুধ্যতি, প্রাগ্‌ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ ফলত্বানুপপত্তেঃ। যৎকালং হি যৎসুখং দুঃখং বা আত্মনা ভুজ্যতে তস্যৈব লোকে ফলত্বং প্রসিদ্ধম্। ন হি অসম্বদ্ধস্যাত্মনা সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং প্রতিযন্তি লৌকিকাঃ।" ভামতী ঐ, "উপাত্তমপি ফলং ভোক্তুমযোগ্যত্বাদ্বা কর্মান্তরপ্রতিবন্ধাদ্বা ন ভুজ্যতে ইত্যর্থঃ।...ন হি 'স্বর্গং আত্মানং লভতাম্' ইতি অধিকারিণঃ কাময়ন্তে, কিন্তু 'ভোগ্যঃ অস্মাকং ভবতু' ইতি। তেন যাদৃশমেভিঃ কাম্যতে তাদৃশস্য ফলত্বমিতি ভোগ্যমেব সৎ ফলমিতি। ন চ তাদৃশং কর্মানন্তরমিতি কথং ফলং সদপি স্বরূপেণ? অপি চ, স্বর্গনরকৌ তীব্রতমে সুখ-দুঃখে ইতি [হেতোঃ] তদ্বিষয়েণানুভবেন ভোগাপরনাম্নাবশ্যং ভবিতব্যম্। তস্মাদনুভবযোগ্যে অননুভূয়মানে শশশৃঙ্গবৎ ন স্ত ইতি নিশ্চীয়তে।" ভামতীর "উপাত্তমপি" ইত্যাদি বাক্য পূর্বপক্ষীর কথা। কর্ম যদি নিজের বর্তমানদশাতেই (ভাষ্যের "স্বকালমেব") নিজ ফল উৎপন্ন করে তবে সেই ফলের উপলব্ধি হউক, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরেই পূর্বপক্ষী "উপাত্তমপি" ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন। ভামতীর "কথম্" ইত্যাদি বাক্যাংশ এইরূপে যোজনীয়—"স্বরূপেণ সদপি কথং ফলম্?" কল্পতরু ঐ, "ভুজ্যমানমপি ফলং বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গাৎ ন দৃশ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তীব্রতমইতি।" তাৎপর্য্য এই, কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষে মন অত্যন্ত আসক্ত থাকিলে যেমন অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট বিষয়সমূহের অনুভব হয় না, সেইরূপ বিষয়ান্তরে মনের অত্যন্ত

ইহাতে কর্মবাদীকে প্রশ্ন এই, অপূর্ব কি স্বতন্ত্রভাবেই ফলদান করে? অথবা, চেতনে অধিষ্ঠিত হইয়াই ফলপ্রদানে সমর্থ?

প্রথম বিকল্প গ্রহণীয় নহে। জড়স্বভাব কর্ম যেমন ফলপ্রদানে অক্ষম, সেইরূপ চেতনে অনধিষ্ঠিত অপূর্বও ফলপ্রদানে অসমর্থ। দৃষ্টানুসারেই কল্পনা যুক্তিযুক্ত। ইহাই দৃষ্ট হয় যে মৃৎপিণ্ড, দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র সম্মিলিত হইয়া ঘট উৎপন্ন করিতে পারে না, সারথির দ্বারা অনধিষ্ঠিত রথে গমনক্রিয়া দেখা যায় না। বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অচেতন পদার্থের প্রবৃত্তিতে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব-নিয়ম ব্যভিচরিত, ইহা বলা যায় না; কারণ মীমাংসকের নিকট দৃষ্টান্তরূপে অভিমত বায়ু-বিদ্যুদাদির চেতনানধিষ্ঠিতত্ব-ধর্ম অদ্বৈতীর নিকট সিদ্ধ না হওয়ায় উহারা উভয়পক্ষসম্মত দৃষ্টান্ত (ন্যাঃ সূঃ ১।১।২৫) নহে, কিন্তু সাধ্যসম। সাধ্যে বা সাধ্যসমে ব্যভিচার উদ্ভাবন করা যায় না।[৫৪] সংবেষ্টনসংস্কারবিশিষ্টকটস্থলেও চেতন জীবই কৌশলে ঐরূপ স্থিতিস্থাপক সংস্কার কটে আধান করিয়া থাকে। বস্তুতঃ উভয়পক্ষসম্মত প্রবৃত্তিস্থলে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব দর্শন করিয়া ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে,—যত্র অচেতন-প্রবৃত্তিঃ তত্র চেতনাধিষ্ঠিতত্বম্। এই প্রকার ব্যাপ্তিবলে বায়ু প্রভৃতি অচেতনের প্রবৃত্তিস্থলে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব অনুমিত হইবে,—বিমতা অচেতনপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্বিকা প্রবৃত্তিত্বাৎ সারথ্যাধিষ্ঠিত-রথ-প্রবৃত্তিবৎ।[৫৫] ব্রহ্মসূত্রের "ন বিলক্ষণত্বাধিকরণের" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৪-১১) অন্তর্গত "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" সূত্রের (২।১।৫) ভাষ্যাদিতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে অচেতনের ব্যবহার বস্তুতঃ চেতনেরই ব্যবহার এবং সাংখ্যসম্মত স্বতন্ত্র অচেতন প্রকৃতিকারণতাবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে "রচনানুপপত্ত্যধিকরণের" (ব্রঃ সূঃ ২।২।১-১০) "প্রবৃত্তেশ্চ" সূত্রের (২।২।২) ভাষ্যাদিতে চেতনানধিষ্ঠিত অচেতনের প্রবৃত্তি বিস্তৃতভাবে খণ্ডিত হইয়াছে।

অগত্যা অন্তিম বিকল্পই গৃহীত হউক। অচেতন পদার্থমাত্র চেতনে অধিষ্ঠিত হইয়াই প্রবৃত্ত হয়, ইহা যখন প্রত্যক্ষ, যুক্তি ও আগমসিদ্ধ তখন চেতনে অধিষ্ঠিত হইয়াই অচেতন অপূর্ব ফলজনক হউক।[৫৬]

আপত্তি হইবে, চেতনাধিষ্ঠিত অপূর্ব স্বর্গাদি ফলের জনক, এইমাত্র স্বীকারের দ্বারা ঈশ্বর-সিদ্ধি হয়

আসক্তিবশতঃ সুখদুঃখ থাকিলেও তাহাদের অনুভব হয় না, ইহাই পূর্বপক্ষীর আশয়। যদিও আচার্য্য উদয়ন অন্যমনস্কতা অর্থে "ব্যাসঙ্গ" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন (তাঃ পঃ ১।১।১৬ পৃঃ ৪৪৩ ও কুসুমাঃ ৩।১ পৃঃ ৩২০), তথাপি ন্যায়ভাষ্যাদিতে (৩।২।৩২ পৃঃ ৮৬২) "ব্যাসঙ্গ" পদের অর্থ অত্যন্ত আসক্তি। বলা বাহুল্য, মন বিষয়ান্তরে অত্যন্ত আসক্ত (ন্যায়ভাষ্যাদিতমতে ব্যাসক্ত) হইলে অন্যান্য বিষয়ে অন্যমনস্কতা (উদয়নাচার্য্যমতে ব্যাসঙ্গ) অবশ্যম্ভাবী।

৫৪ দিনকরী, মঙ্গলবাদ পৃঃ ৬, "ব্যভিচারসন্দেহস্য গ্রাহ্যসংশয়রূপতয়া কারণতাপ্রত্যক্ষে এব প্রতিবন্ধকত্বং, ন তু অনুমিতৌ, তত্র তস্যানুকূলত্বাৎ।" "গ্রাহ্য-সন্দেহ" অর্থাৎ সাধ্যসন্দেহ।

৫৫ ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৮ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭২৮, "অথোচ্যেত মা ভূৎ কর্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ, কর্মকার্য্যাদপূর্বাৎ ফলমুৎপৎস্যতে ইতি, তদপি নোপপদ্যতে। অপূর্বস্যাচেতনস্য কাষ্ঠলোষ্টসমস্য চেতনাপ্রবর্তিতস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ।" "অচেতনস্য" হেতুগর্ভবিশেষণ, অর্থাৎ অচেতনস্বরূপহেতু "অচেতনস্য" এইরূপে বিশেষণের আকারে গর্ভিত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় রহিয়াছে, প্রকট অবস্থায় উহা হেতুরূপ—যেহেতু অপূর্ব কাষ্ঠাদির ন্যায় অচেতন, সেইহেতু ইত্যাদি। যাগাদিকর্ম হইতে অপূর্ব উৎপন্ন হয় বলিয়া অপূর্বকে কর্মকার্য্য বলা হইয়াছে। ভামতী ৩।২।৪১ পৃঃ ৭৩১-৩২, "দৃষ্টানুসারিণী হি কল্পনা যুক্তা, নান্যথা। ন হি জাতু মৃৎপিণ্ডদণ্ডাদয়ঃ কুম্ভকারাদ্যনধিষ্ঠিতাঃ কুম্ভাদ্যারম্ভায় বিভবন্তো দৃষ্টাঃ। ন চ বিদ্যুৎ-পবনাদিভিরপ্রযত্নপূর্বৈর্ব্যভিচারঃ, তেষামপি কল্পনাস্পদতয়া ব্যভিচারনিদর্শনানুপপত্তেঃ। তস্মাদচেতনং কর্ম বা অপূর্বং বা ন চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং স্বকার্য্যে প্রবর্তিতুমুৎসহতে।"

৫৬ ভামতী ৩।২।৩৮ পৃঃ ৭২৮, "যদ্ যদ্ অচেতনং তৎ সর্বং চেতনাধিষ্ঠিতং প্রবর্ত্ততে ইতি প্রত্যক্ষাগমাভ্যামবধারিতম্। তস্মাদপূর্বেণাপ্যচেতনেন চেতনাধিষ্ঠিতেনৈব প্রবর্তিতব্যং, নান্যথেত্যর্থঃ।" আগম এইরূপ—বৃহঃ উপঃ ৩।৭।১৫, "যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বানি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং য সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতম্।" ব্যাখ্যার জন্য বৃহঃ উপঃ ৩।৭।৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৫৮ দ্রষ্টব্য। এই অন্তর্যামিব্রাহ্মণে (বৃহঃ উপঃ ৩।৭ম ব্রাহ্মণ) উদ্দালক আরুণির প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য যাঁহাকে অন্তর্যামী বলিয়াছেন সুবালোপনিষদে তাঁহাকেই নারায়ণ বলা হইয়াছে (সুবালোপঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২০৮)। দ্রষ্টব্য গীতা ১৫।১২-১৫ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৬২৩-২৭।

না। কর্মাদি চেতনাধিষ্ঠিতম্ অচেতনত্বাৎ মৃদ্বৎ, এইরূপ অনুমান জীবে সিদ্ধসাধন[৫৭] হইয়া যাইবে, কারণ জীবও চেতন এবং জীবাধিষ্ঠিত অচেতন রথে প্রবৃত্তিও দৃষ্ট হয়।

উত্তরে ভামতীকার বলিয়াছেন যে ফলসিদ্ধির পূর্বক্ষণে কর্মস্বরূপাদিসাক্ষাৎকারবদধিষ্ঠাতৃত্ব (অর্থাৎ সেই চেতন পুরুষই অধিষ্ঠাতা যিনি সমস্ত প্রাণীর কর্মসমূহের স্বরূপ, ফল প্রভৃতি সাক্ষাৎ করিয়াছেন) অদ্বৈতীও স্বীকার করিয়া থাকেন বলিয়া সিদ্ধসাধনতা হয় নাই; কারণ অসর্বজ্ঞ জীব কর্মস্বরূপসামান্যবিনিয়োগাদিজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও প্রতি জীবের বিশেষ বিশেষ কর্মবিষয়কজ্ঞানহীন হওয়ায় কর্মফলদাতা হইতে পারে না। অতএব প্রাসাদাদিবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানবান শিল্পী যেমন প্রাসাদাদি নির্মাণে সমর্থ, সেইরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতাগণও স্বোচিত কর্মে সমর্থ। এই সমস্ত কথা ব্রহ্মসূত্রের দেবতাধিকরণে (১।৩।২৬-৩৩) প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে যিনি সৃষ্টি ও সংহারে সমর্থ, যিনি দেশবিশেষ ও কালবিশেষে অভিজ্ঞ, যিনি প্রাণিগণের বিচিত্র কর্মসমূহ অবগত আছেন, তিনিই জীবগণকে স্বোচিত কর্মানুসারে ফলপ্রদানে সমর্থ। বিমতং স্বর্গাদিকং বিশিষ্টদেশকালকর্মাভিজ্ঞকর্তৃকং কর্মফলত্বাৎ সেবাফলবৎ—এইরূপ যুক্তি বা উপপত্তি সূচনা করিতেই মহর্ষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৮) "ফলমতউপপত্তেঃ," অর্থাৎ ফলং কর্মজন্যস্বর্গাদিফলং অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ ঈশ্বরাৎ ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ ? উপপত্তেঃ। কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ প্রাণী কিরূপ সুখ বা দুঃখ অনুভব করিবে, এই বিষয়ে অচেতন কর্ম বা অপূর্বের অথবা অসর্বজ্ঞ জীবের জ্ঞান না থাকায় কর্ম, অপূর্ব বা জীব ফলদাতা হইতে পারে না বলিয়া স্বতন্ত্র সর্বজ্ঞ সর্বজীবনিয়ন্তা অন্তর্যামীই প্রাণিগণের কর্মানুরূপ ফলপ্রদানে সমর্থ—ইহাই উপপত্তি বা যুক্তি (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৮ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭২৮), "যদেতদিষ্টানিষ্টব্যামিশ্রলক্ষণং কর্মফলং[৫৮] সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তুনাম্, কিমেতৎ কর্মণো ভবতি, আহোস্বিৎ ঈশ্বরাৎ ইতি ভবতি বিচারণা। তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে, ফলমতঃ ঈশ্বরাৎ ভবিতুমর্হতি। কুতঃ ? উপপত্তেঃ। স হি সর্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ বিচিত্রান্ বিদধৎ দেশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্মিণাং কর্মানুরূপং ফলং সম্পাদয়তি ইতি উপপদ্যতে।" এই স্থলে সৌত্র "উপপত্তেঃ" ও ভাষ্যের "উপপদ্যতে" পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অদ্বৈতশাস্ত্রমতে ঈশ্বর বা তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ত্ব ও ফলদাতৃত্ব কোনটিই শ্রুতিনিরপেক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে। ব্রহ্মসূত্রের জন্মাদ্যধিকরণে (১।১।২) সূত্রকার যে ঈশ্বরসিদ্ধির নিমিত্ত ন্যায়াদিসম্মত অনুমান উপস্থাপন করেন নাই এবং ঈশ্বর যে শ্রুতিমাত্রবেদ্য তাহা আচার্য্যপাদ উক্ত অধিকরণের ভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ১।১।২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৮-৯) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, "এতদেবানুমানং সংসারব্যতিরিক্তেশ্বরাস্তিত্বাদিসাধনং মন্যন্তে ঈশ্বরকারণিনঃ। নন্বিহাপি তদেবোপন্যস্তং জন্মাদিসূত্রে; ন, বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ সূত্রাণাম্। বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্যন্তে।

৫৭ পূর্বপক্ষীর নিকট যাহা সিদ্ধ তাহাই যদি সিদ্ধান্তী অনুমান প্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে ঐরূপ অনুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। প্রাচীন ন্যায় ও অন্যান্য সম্প্রদায়মতে পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় সাধ্যসংশয়রূপ পক্ষতার বিঘটক হওয়ায় অনুমানের সিদ্ধসাধনতাদোষ আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত। বস্তুতঃ যে-স্থলে সিদ্ধসাধনতা, সেইস্থলে অর্থান্তরতা দোষও বিদ্যমান, কারণ ঐরূপ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্তীর অভিমত অর্থ স্থাপিত না হইয়া অনভিপ্রেত অন্য অর্থ বা অর্থান্তরই স্থাপিত হইয়া থাকে। যদি সিদ্ধান্তীর অনভিপ্রেত অর্থ পূর্বপক্ষীর অভিমত হয় তবে সিদ্ধসাধনতা, অভিমত না হইলে কেবল অর্থান্তরতা দোষ হয়। নব্যন্যায়মতে পক্ষতার "সিষাধয়িষা" ঘটিত লক্ষণ স্বীকৃত হওয়ায় সিদ্ধসাধনতা হেত্বাভাসলক্ষণস্পর্শী নহে। তর্কসংগ্রহদীপিকার অনুমান খণ্ডের সর্বশেষ পংক্তির উপর নীলকণ্ঠী ও তাহার উপর ভাস্করোদয়া (পৃঃ ১২৩) দ্রষ্টব্য।

৫৮ "ইষ্ট" পদে সুখ, "অনিষ্ট" পদে দুঃখ এবং "ব্যামিশ্র" পদে সুখ-দুঃখ মিশ্রণ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই, দেবতা অত্যন্ত সুখ, তির্য্যক্ প্রাণী অত্যন্ত দুঃখ এবং মনুষ্য সুখ-দুঃখ উভয় অনুভব করে বলিয়া জীবের কর্মফল প্রধানতঃ ত্রিবিধ। ভগবদ্গীতামধ্যেও ইষ্টানিষ্টমিশ্র কর্মফলের উল্লেখ আছে (গীতা ১৮।১২), "অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।" যোগশাস্ত্রে চতুর্বিধ কর্ম স্বীকৃত হইয়াছে—শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ ও অশুক্লাকৃষ্ণ। সাধারণ মনুষ্য প্রথম তিন প্রকার কর্ম করে, যোগিগণের কর্ম শুক্লও নহে, কৃষ্ণও নহে (যোঃ সূঃ ৪।৭), "কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্।" ব্যাখ্যার জন্য তত্ত্ববৈশারদী, পাতঞ্জলরহস্য ও যোগবার্ত্তিকসহ ব্যাসভাষ্য (পৃঃ ৩৯৯-৪০১) দ্রষ্টব্য।

বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্বৃত্তা হি ব্রহ্মাবগতিঃ, নানুমানাদিপ্রমাণান্তরনির্বৃত্তা। সৎসু তু বেদান্তবাক্যেষু জগতঃ জন্মাদিকারণবাদিষু তদর্থগ্রহণদার্ঢ্যায়ানুমানমপি বেদান্তবাক্যাবিরোধি ভবন্ন নিবার্যতে ; শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাভ্যুপেতত্বাৎ। তথাহি—'শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' (বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫) ইতি শ্রুতিঃ... ।" আচার্য্যের আশয় অনুসারে বিবরণাচার্য্য যুক্তি ও অনুমানের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে ন্যায়াদিসম্মত ঈশ্বরানুমান প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্তিমাত্র, কিন্তু অনুমানপ্রমাণ নহে। প্রমাণ বিষয়ের নিশ্চায়ক, কিন্তু যুক্তি প্রমাণবিষয়ে সম্ভাবনাবুদ্ধিমাত্র উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইজন্য কুম্ভকার প্রভৃতির দৃষ্টান্তে শ্রুতিনিরপেক্ষ অনুমানাদির দ্বারা এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্থাপন করা যাইবে না (বিবরণ ৫ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৯১৮-১৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৬৬৫), "যুক্তির্হি সম্ভাবনাবুদ্ধিমাত্রমুৎপাদয়তি, অনুমানং পুনরর্থং নিশ্চায়য়তি। ব্যাপ্ত্যনুপপত্ত্যাভাস উদাহরণমাত্রপ্রদর্শনং যুক্তিঃ, অব্যভিচারিণী ব্যাপ্তিরনুমানম্। তত্র কুলালাদিদৃষ্টান্তৈঃ ন সর্বজ্ঞেশ্বরকারণত্বং নিশ্চেতুং শক্যতে ; বিপরীতোদাহরণসম্ভবাৎ, কিন্তু প্রমাণান্তরে সতি কুলালাদিদৃষ্টান্তৈঃ সম্ভাবয়িতুং শক্যতে।" বিবরণাচার্য্য পরে বিশাল বিচার করিয়া ন্যায়বৈশেষিকাদিসম্প্রদায়ের প্রদত্ত অনুমানসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন (বিবরণ ৫ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৯১৯- = মাদ্রাজ পৃঃ ৬৬৫-)। ব্রহ্মসূত্রের পত্যধিকরণের (বা পাশুপতাধিকরণ ২।২।৩৭-৪১) ভাষ্যে আচার্য্যপাদ সেশ্বরসাংখ্য, কাণাদ ও পাশুপতাদিসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অতি বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৭ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৫৬৭-৬৮) যে কর্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রের্য্য-প্রেরকভাবসম্বন্ধ কদাপি শ্রুতি-নিরপেক্ষ প্রমাণের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে সূত্রকার "উপপত্তেঃ" পদ প্রমাণ অর্থে প্রয়োগ করেন নাই ; কিন্তু আগমদ্বারা নিশ্চিত বিষয়ে সম্ভাবনাবুদ্ধিমাত্র উৎপাদনে সমর্থ যুক্তি অর্থেই "উপপত্তি" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্যথা জন্মাদ্যধিকরণ, বিশেষতঃ পত্যধিকরণের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য (কল্পতরু ৩।২।৪১ পৃঃ ৭৩২), "আগমপ্রমিতে সম্ভাবনামাত্রাভিধানাৎ 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৭) শ্রুতিমাত্রসিদ্ধ ইত্যত্রোক্তখণ্ডনানামনবকাশঃ।" ঈশ্বরের সর্বকর্মাধ্যক্ষত্ব যে শ্রুতিমাত্রসিদ্ধ (শ্বেতঃ উপঃ ৬।১১, "...কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ...") তাহাই ভাষ্যকার আলোচ্য ভাষ্যসন্দর্ভের "সর্বাধ্যক্ষঃ" পদে ইঙ্গিত দিয়াছেন।

প্রশ্ন হইবে, যদি ঈশ্বরই ফলপ্রদান করেন, তবে কর্মের প্রয়োজন কি ?

উত্তর এই, ঈশ্বর জীবের কর্মনিরপেক্ষ ফলপ্রদান করেন না। লৌকিকভাবেও দেখা যায় যে রাজা প্রভৃতি ফলপ্রদানে সমর্থ পুরুষ সেবা, প্রণাম, স্তুতি প্রভৃতিরূপ পূজার দ্বারা প্রসন্ন হইলে সেবককে সেবাদির অনুরূপ ফল দান করিয়া থাকেন এবং রাজা প্রভৃতির বিরোধিতা করিলে তদনুরূপ অশুভ ফলও তাঁহারা প্রদান করেন। এইরূপভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। পূজা অর্থেও ভ্বাদিগণীয় যজ ধাতুর প্রয়োগ ব্যাকরণসিদ্ধ—যজ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু। সুতরাং লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিতে হইবে যে যাগাদিকর্মরূপ পূজার দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে ঈশ্বরই প্রসাদগুণযুক্ত হইয়া জীবকে কর্মোচিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্বে "কর্মাদি চেতনাধিষ্ঠিতম্" ইত্যাদি আকারে যে উপপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে সেবাদিফলরূপ দৃষ্টান্তের ইহাই তাৎপর্য্য।[৫১]

আপত্তি হইবে, ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে উপপত্তি বা সম্ভাবনাত্মকযুক্তিমাত্র বিদ্যমান, কিন্তু অপূর্ব শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং যুক্তি হইতে অর্থনিশ্চায়ক প্রমাণ প্রবল হওয়ায় অপূর্বেরই ফলদাতৃত্ব স্বীকার্য্য।

এই প্রকার আপত্তির নিবৃত্তিকল্পে মহর্ষি বাদরায়ণ পরবর্তী সূত্র রচনা করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৯), "শ্রুতত্বাচ্চ" অর্থাৎ ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে কেবল উপপত্তিই নাই, শ্রুতিও বিদ্যমান। শ্রুতি এইরূপ (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২৪), "স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ।" তাৎপর্য্য এই,

৫১ ভামতী ৩।২।৪১ পৃঃ ৭৩২, "লৌকিকশ্চেশ্বরো দানপরিচরণপ্রণামাঞ্জলিকরণস্তুতিময়ীভিরতি-শ্রদ্ধাগর্ভাভির্ভক্তিভিরারাধিতঃ প্রসন্নঃ স্বানুরূপমারাধকায় ফলং প্রযচ্ছতি, বিরোধিতশ্চাপক্রিয়া-ভির্বিরোধকায়াহিতমিত্যপি সুপ্রসিদ্ধম্।...এবমশুভেনাপি কর্মণা দেবতাবিরোধনং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। ততঃ স্থায়িনোঽনিষ্টফলপ্রসবঃ।"

জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে (বৃহঃ উপঃ ৪।৩য় ব্রাঃ জ্যোতির্ব্রাহ্মণ) যে আত্মার কথা উপস্থাপিত হইয়াছে, সেই এই আত্মা সর্বব্যাপী ("মহান্"), জন্মরহিত ("অজ") এবং প্রাণিগণকে অন্ন ও ধন ("বসু") দান করিয়া থাকেন। যদিও "অন্নমত্তি ইতি অন্নাদঃ", এইরূপে নিষ্পন্ন "অন্নাদ" পদের অন্নভক্ষণকারী অর্থই প্রসিদ্ধ, তথাপি "বসুদান" পদসমভিব্যাহারবশতঃ এই স্থলে "অন্নাদ" পদের অন্তর্গত আ অব্যয়ের অভিব্যাপ্তি অর্থই[৬০] গ্রহণ করিতে হইবে (কল্পতরু ৩।২।৩৯ পৃঃ ৭২৮), "অন্নম্ আ সমন্তাৎ দদাতি ইতি অন্নাদঃ" অর্থাৎ যিনি সমস্ত প্রাণীকে অন্নদান করেন। কিন্তু কল্পতরুকারোক্ত এই প্রকার কষ্টকল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ভাষ্যে আচার্য্যপাদ "অন্নাদ" পদের প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২৪ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১৩০৩), "...আত্মা অন্নাদঃ সর্বভূতস্থঃ সর্বান্নানাম্ অত্তা, বসুদানঃ বসু ধনং সর্বপ্রাণিকর্মফলম্, তস্য দাতা প্রাণিনাং যথাকর্ম ফলেন যোজয়িতেত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই, আত্মা সমস্ত প্রাণীতে অবস্থানপূর্বক সর্বান্ন ভোগ করিয়া থাকেন[৬১] এবং প্রাণিগণকে তাহাদের কর্মফলরূপ ধনই প্রদান করেন। জীব মরণের পর পরলোকগমনের সময় বিদ্যা, কর্ম ও জ্ঞানসংস্কার, এই তিন প্রকার পাথেয় সঙ্গে লইয়া যায় বলিয়া (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১১৯৯) কর্মফলকে বসু বা ধন (সম্পত্তি) বলা হইয়াছে। অবশ্য "বিন্দতে বসু য এবং বেদ" এইরূপ শ্রুতিশেষবলে (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২৪) বুঝা যায় যে যে-পুরুষ অজ, অন্নাদ ও বসুদাতা আত্মাকে অন্নাদ ও বসুদাতৃত্বগুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবেন, সেই উপাসক ইহলোকে অন্নভোগ ও গো-অশ্বাদি পশু লাভ করিবেন।[৬২]

কেহ বলিতে পারেন যে ঈশ্বর ও অপূর্ব উভয়ই যখন প্রমাণসিদ্ধ তখন উভয়ই ফলদাতা হউক্।

ইহাতে বক্তব্য এই যে চেতনই ফলদাতা হইতে পারে। জীব কতকাল পরে, কি পরিমাণ, কিরূপ ফল ভোগ করিবে এবং কোন কর্মের কিরূপ ফল উপভোগ্য, তাহা অচেতন অপূর্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে। "গহনা কর্মণো গতিঃ" (গীতা ৪।১৭, অর্থাৎ কর্মের তত্ত্ব বা যাথাত্ম্য অতি দুর্জ্ঞেয়) এই ন্যায়ে অচেতন বা অসর্বজ্ঞ কর্মতত্ত্বজ্ঞ নহে। এইজন্য কৌষীতকী শ্রুতি বলিতেছেন যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই ধর্ম ও অধর্মের কারয়িতা বা প্রযোজককর্তৃরূপে ফলদাতা (কৌষীঃ উপঃ ৩।৮ ?), "এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ উ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে ইতি", অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে ইহলোক হইতে উর্ধ্বলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাকে দিয়া সাধু কর্ম করাইয়া থাকেন এবং যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে দিয়া অসাধু কর্ম করাইয়া থাকেন।[৬৩] বলা বাহুল্য, ঈশ্বরের এই শুভাশুভকর্মকারয়িতৃত্বও পূর্ব পূর্ব কর্মসাপেক্ষ হওয়ায় ঈশ্বরে বৈষম্যাদিদোষপ্রসঙ্গ নাই। ঈশ্বরগীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন, যে যে ভক্ত যে যে

৬০ অমরকোষ, নানার্থবর্গ ৭৩১, "আঙীষদর্থেঽভিব্যাপ্তৌ সীমার্থে ধাতুযোগজে ॥"

৬১ গীতা ১৫।১৪, "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥" অর্থাৎ, আমি উদরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয়পূর্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়রূপ চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করি। দ্রষ্টব্য ব্রঃ সূঃ ১।২।৯-১০ "অত্রধিকরণম্" শাঃ ভাঃ পৃঃ ২৩৭-৪০ ভামত্যাদিসহ।

৬২ ইহা ভাষ্যকারের অথবাকল্পে ব্যাখ্যা— (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২৪ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১৩০৩), "অথবা, দৃষ্টফলার্থিভিরপি এবং গুণ উপাস্যঃ, তেন অন্নাদো বসোশ্চ লব্ধা দৃষ্টেনৈব ফলেন অন্নাত্তৃত্বেন গোঽশ্বাদিনা চাস্য যোগো ভবতি ইত্যর্থঃ।"

৬৩ শাঙ্করভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিপাঠই প্রদত্ত হইয়াছে এবং এইরূপ পাঠই প্রসিদ্ধ। অধুনা মুদ্রিত উপনিষদে একাধিক পাঠ দৃষ্ট হয়—কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষৎ ৩।৮ নির্ণয়ঃ পৃঃ ১৭৩, "এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো নুনুৎসত এষঃ..." ইত্যাদি। মোতীলাল সংস্করণে পাঠ শাঙ্করভাষ্যোদ্ধৃত পাঠের অনুরূপ, কেবল উভয়স্থলেই "এষ হ্যেবৈনং" পাঠ বিদ্যমান। হয় বর্ত্তমানকালীন মুদ্রণে পাঠপ্রমাদ আছে অথবা আচার্য্য কৌষীতকী শ্রুতি হইতে ভিন্ন কোন শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন। অপৌরুষেয়শ্রুতিমধ্যে পাঠান্তর বর্জিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

দেবতামূর্ত্তি শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, অন্তর্যামী ঈশ্বররূপ আমিই তাহাদের সেই সেই দেবতামূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা অচলা করিয়া দিয়া থাকি।[৬৪] আরাধিত দেবতার প্রসাদবলে ফলপ্রাপ্তি হইলে ঈশ্বরের প্রয়োজন কি ?—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন, যে-ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে-দেবতার আরাধনা করেন, তিনি সেই দেবতার নিকট হইতে ঈপ্সিত ফললাভ করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে কর্মফলবিভাগাভিজ্ঞ দেবগণের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই ফলদান করিয়া থাকেন। ঈশ্বরই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ সর্বযজ্ঞাধিষ্ঠাতৃরূপে সর্বযজ্ঞাভিমানী দেবতা ও সর্বযজ্ঞফলপ্রদায়ক। যে ভক্ত এইরূপ তত্ত্ব না জানিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বুদ্ধিতে অন্য দেবতার আরাধনা করেন, তিনি অজ্ঞানপূর্বক ঈশ্বরেরই আরাধনা করিয়া থাকেন, যেহেতু বিষ্ণুই যজ্ঞ এবং তিনিই প্রাণিগণের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকেন।[৬৫] সুতরাং ঈশ্বর সৃষ্টিতে ও ফলপ্রদানে প্রাণিকর্মসাপেক্ষ হওয়ায় পূর্বোক্ত বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তিরূপদোষাদির যেমন প্রসক্তি নাই, সেইরূপ ঈশ্বরে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যেরও প্রসঙ্গ নাই। অতএব ঈশ্বর-চৈতন্যে অনধিষ্ঠিত কেবল কর্ম বা কেবল অপূর্ব হইতে ফল প্রসূত হয়, ইহা দৃষ্টবিরুদ্ধকল্পনা (ভামতী ৩।২।৪১ পৃঃ ৭৩২), "তদিহ কেবলং কর্ম বাঽপূর্বং বা চেতনানধিষ্ঠিতমচেতনং ফলং প্রসূতে ইতি দৃষ্টবিরুদ্ধম্। যথা বিনষ্টং কর্ম ন ফলং প্রসূতে ইতি কল্প্যতে দৃষ্টবিরোধাৎ, এবমিহাপীতি।"

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা মনে হইতে পারে যে কেবল কর্ম বা কেবল অপূর্ব অথবা কেবল ঈশ্বর যখন ফলপ্রদানে অসমর্থ, তখন ঈশ্বরে অধিষ্ঠিত অপূর্বই ফলদাতা, অথবা অপূর্বদ্বারা ঈশ্বরই ফলদাতা, ইহাই ভাষ্যকারের অভিমত। কিন্তু দেখা যায় যে ভাষ্যকার কণ্ঠতঃই অপূর্বের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৮ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭২৮), "...তদস্তিত্বে চ প্রমাণাভাবাৎ। অর্থাপত্তিপ্রমাণমিতি চেৎ ; ন, ঈশ্বরসিদ্ধেরর্থাপত্তিক্ষয়াৎ।" এই ভাষ্যসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিতে টীকাকারগণের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা যায়। যেমন, ন্যায়নির্ণয়কার আনন্দগিরি অধিকরণসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন (ন্যাঃ নিঃ ৩।২।৩৮ পৃঃ ৬৬৫), "সিদ্ধান্তে স্বতন্ত্রস্য কর্মণোঽসামর্থ্যাৎ তদ্দ্বারা পরস্যৈব তদ্ভাবাৎ তস্যার্থবত্ত্বম্" অর্থাৎ, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে কর্ম স্বতন্ত্রভাবে ফলদানে অসমর্থ হওয়ায় ঈশ্বরই কর্মজন্য অপূর্বদ্বারা ফলদান করেন বলিয়া কর্মাপূর্ব সপ্রয়োজন। কিন্তু আলোচ্য সন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিতে ন্যায়নির্ণয়কার কণ্ঠতঃই চেতনাধিষ্ঠিত অপূর্বের ফলদাতৃত্বও অস্বীকার করিয়াছেন (ন্যাঃ নিঃ ঐ পৃঃ ৬৬৬), "ন দ্বিতীয়ঃ, তস্যৈবাপ্রামাণিকত্বাৎ।" ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার অদ্বৈতানন্দও প্রথমে ঈশ্বর-ব্যাপারবিষয়ীকৃত অপূর্বের ফলজনকত্ব স্বীকার করিয়াছেন (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ৩।২।৩৮ পৃঃ ৪৮০), "অতঃ অপূর্বস্যাপি ঈশ্বরব্যাপারবিষয়ীকৃতস্যৈব ফলজনকতা উপেয়া।" অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন অপূর্ব ফলপ্রদান করে ; কারণ

৬৪ গীতা ৭।২১, "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।" আঃ টীঃ সহ শাঃ ভাঃ (পৃঃ ৩৬৬-৬৭) দ্রষ্টব্য।

৬৫ গীতা ৭।২২ "স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥" ঐ ৮।৪, "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥" শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৮০-৮১, "অধিযজ্ঞঃ সর্বযজ্ঞাভিমানিনী দেবতা বিষ্ণ্বাখ্যা 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' (তৈত্তিঃ সং ১।৭।৪) ইতি শ্রুতেঃ।" ঐ ৯।২৩-২৪, "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥" শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪৩২-৩৩, "ননু অন্যা অপি দেবতাস্ত্বমেব চেৎ তদ্ভক্তাশ্চ ত্বামেব যজন্তে। সত্যমেবম্, যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা অন্যাসু দেবতাসু ভক্তা অন্যদেবতাভক্তাঃ সন্তো যজন্তে পূজয়ন্তি শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা অন্বিতা অনুগতাঃ তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ অবিধিরজ্ঞানং তৎপূর্বকম্ অজ্ঞানপূর্বকং যজন্ত ইত্যর্থঃ ॥ কস্মাৎ তে অবিধিপূর্বকং যজন্ত ইত্যুচ্যতে যস্মাদ্—অহমিতি। অহং হি সর্বযজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাং চ সর্বেষাং যজ্ঞানাং দেবতাত্বত্বেন ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। মৎস্বামিকো হি যজ্ঞোঽধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রেতি হ্যুক্তম্ [অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে]। তথা ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেন যথাবৎ। অতশ্চাবিধিপূর্বকমিষ্ট্বা যাগফলাৎ চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে তে।" আঃ টীঃ ও গূঃ দীঃ (পৃঃ ৪৩২-৩৩) দ্রষ্টব্য। ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ১১, "যদ্যপি ইন্দ্রাদয়ঃ তত্র তত্র হূয়ন্তে, তথাপি পরমেশ্বরস্যৈব ইন্দ্রাদিরূপেণাবস্থানাদবিরোধঃ।" ন্যায়রত্নাবলী ৮।৫ পৃঃ ৫৬৭-৭৯, বিশেষতঃ পৃঃ ৫৭৬।

অপূর্ব ফলজননে ঈশ্বরের ব্যাপারস্বরূপ এবং ব্যাপারীর ন্যায় ব্যাপারও ফলের জনক। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার প্রথমে এইরূপ কথা বলিলেও পরের পংক্তিতেই বলিয়াছেন যে ফলপ্রদানে ঈশ্বর যখন অবশ্য অপেক্ষিত তখন রাজাদিদৃষ্টান্তে ঈশ্বরপ্রসাদই দ্বার হওয়ায় অপূর্ব কল্পনীয় অর্থাৎ অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য নহে (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ৩।২।৩৮ পৃঃ ৪৮০), "তথা চ অবশ্যাপেক্ষিতে ঈশ্বরে রাজাদিদৃষ্টান্তেন ঈশ্বরপ্রসাদ এব দ্বারম্ [ব্যাপারঃ] ইতি [হেতোঃ] নাপূর্বং কল্পনীয়ম্।" ভাষ্যরত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দ (? রামানন্দ সরস্বতী)[৬৬] আলোচ্য ভাষ্যপংক্তি ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন (রত্নপ্রভা ৩।২।৩৮ পৃঃ ৬৬৬), "প্রৌঢ়িবাদেনাপূর্বং নাস্তীত্যাহ [ভাষ্যকারঃ]-*তদস্তিত্বে* ইতি।" টীকাকারের তাৎপর্য্য এই, ভাট্ট-মীমাংসা সম্প্রদায়ের ন্যায় অদ্বৈতসম্প্রদায়ও যাগাদিজন্য নানাবিধ অপূর্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। কেবল অদ্বৈতীর বিশেষ কথা এই, ঈশ্বরই অপূর্বানুসারে ফলদান করেন,—ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত। কিন্তু আলোচ্য ভাষ্যসন্দর্ভে ভাষ্যকার অপূর্বের অভাব অভ্যুপগম[৬৭] করিয়াই অপূর্বে প্রমাণাভাব বলিয়াছেন। ইহাই রত্নপ্রভাকারের ব্যাখ্যা।

কিন্তু রত্নপ্রভাকারের এইরূপ ভাষ্যব্যাখ্যা রুচিকর নহে। অরুচির কারণ এইরূপ।

প্রৌঢ়িবাদের দুইটি প্রয়োজন বিদ্যমান—"স্ববুদ্ধ্যুৎকর্ষখ্যাপনম্" ও "প্রতিবাদ্যুক্তিস্বীকারত্বে সতি স্বমতদোষপরিহারত্বম্।" এক্ষণে নিজ বুদ্ধির উৎকর্ষখ্যাপনের জন্য পরমত অভ্যুপগম করা বিচারকৌশল এবং পূর্বপক্ষীর অভিমত সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিয়াও যে নিজ মতে দোষ পরিহার করা সম্ভব, ইহা প্রদর্শন করাই প্রৌঢ়িবাদের প্রয়োজন। কিন্তু আলোচ্যস্থলে ইহার বিপরীতই দৃষ্ট হয়; কারণ ভাষ্যকার মীমাংসাসম্প্রদায়প্রসিদ্ধ অপূর্বে প্রমাণাভাব বলিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অভ্যুপগমই করেন নাই, বরং অপূর্বে অর্থাপত্তি-প্রমাণে অন্যথা উপপত্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকার কিরূপে প্রৌঢ়িবাদী হইবেন, তাহা বুঝা যায় না। প্রকটার্থবিবরণকার (প্রঃ বিঃ ৩।২।৩৮ পৃঃ ৮০১) "নাস্ত্যর্থাপত্তেরুদয়ঃ" বলিয়া কণ্ঠতঃই অপূর্বে অর্থাপত্তিপ্রমাণ খণ্ডন করিয়াছেন। ভামতীকারও বলিয়াছেন (ভামতী ৩।২।৩৮ পৃঃ ৭২৮), "ন চাপূর্বং প্রামাণিকমপি।" তদনুসারে কল্পতরু ও কল্পতরুর প্রাঞ্জল টীকা আভোগে[৬৮] অপূর্ব খণ্ডিতই হইয়াছে। অপূর্বের খণ্ডনপ্রকার এইরূপ।

ভাট্টমীমাংসা ও অদ্বৈত উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন যে কর্ম ক্ষণিক হওয়ায় যখন স্বর্গাদিরূপ ফলের উৎপত্তির পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে না, তখন কর্মের স্বর্গাদিসাধনত্ব অন্যথা অনুপপন্ন বলিয়া কর্ম ও ফলোৎপত্তির মধ্যে কোন ব্যাপার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভাট্টসম্প্রদায় অপূর্বকেই সেই অবান্তরব্যাপাররূপে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ঐরূপ অর্থাপত্তিই যে অপূর্বের অস্তিত্বে প্রমাণ তাহা বলিয়া থাকেন। ইহাতে অদ্বৈতীর কথা এই, কর্ম ও অপূর্ব উভয়ই জড় হওয়ায় এবং চেতনে অনধিষ্ঠিত জড়ের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না বলিয়া কর্মাপূর্বের ফলদাতৃত্ব দৃষ্টবিরুদ্ধ কল্পনা। কিন্তু রাজসেবাদির দৃষ্টান্তে উপপন্ন করা যাইতে পারে যে অবশ্যই কোন চেতনই ফলদাতা এবং অসর্বজ্ঞ জীবের ফলদাতৃত্ব

৬৬ নির্ণয়সাগর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভাষ্যরত্নপ্রভার প্রারম্ভেই মুদ্রিত হইয়াছে "ভাষ্যরত্নপ্রভাব্যাখ্যা শ্রীরামানন্দ যতি প্রণীতা।" কিন্তু প্রতি পাদের শেষে এবং গ্রন্থশেষে পুষ্পিকায় মুদ্রিত হইয়াছে "...শ্রীগোবিন্দানন্দ-ভগবৎপাদকৃতৌ...।" গ্রন্থের মঙ্গলশ্লোকে "শ্রীগোবিন্দবাণীচরণকমলগো নিরুত্তোঽহং যথালিঃ" দেখিয়া মনে হয় যে রামানন্দ গ্রন্থের রচয়িতা হইলেও তিনি তাঁহার গুরু গোবিন্দানন্দের কথাই লিপিবদ্ধ করিতেছেন। অথবা, তিনি গুরুভক্তির আতিশয্যেও ঐরূপ বলিতে পারেন। রামানন্দের অপর গ্রন্থ বিবরণোপন্যাসের মঙ্গলশ্লোকও বহুলাংশে অভিন্ন।

৬৭ ন্যাঃ ভাঃ ১।১।৩১ পৃঃ ২৬৬, "যত্র কিঞ্চিদর্থজাতমপরীক্ষিতমভ্যুপগম্যতে...সোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ স্ববুদ্ধ্যতিশয়চিখ্যাপয়িষয়া পরবুদ্ধ্যবজ্ঞানায় চ প্রবর্ত্ততে ইতি।" তাৎপর্য্য এই, যেস্থলে প্রতিবাদী নিজের অসম্মত কোন সিদ্ধান্ত স্বীকারপূর্বক কোন পদার্থের বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন, সেইস্থলে প্রতিবাদিকর্ত্তৃক আপাতস্বীকৃত বাদি-সিদ্ধান্তই প্রতিবাদীর নিকট অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত। প্রতিবাদীকে তখন প্রৌঢ়িবাদী বলে। নিজের বুদ্ধির প্রকর্ষখ্যাপন ও পরবুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনই প্রৌঢ়িবাদের উদ্দেশ্য। ইহাই ন্যায়ভাষ্যসম্মত অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। দৃষ্টান্তের জন্য ন্যায়ভাষ্য (ঐ পৃঃ ২৬৬) দ্রষ্টব্য। ন্যায়বার্ত্তিক ও তাৎপর্য্যটীকার (ঐ পৃঃ ২৬৬-৬৮) ব্যাখ্যা ভিন্ন।

৬৮ দুর্ভাগ্যবশতঃ পরাধিকরণ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩১-৩৭) ও ফলাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৮-৪১) কল্পতরুর উপর মীমাংসাবিচার-অধ্যুষিত টীকা পরিমল দৃষ্ট হয় না।

সম্ভব না হওয়ায় পরিশেষ-ন্যায়ে ঈশ্বরই ফলদাতা। সুতরাং দৃষ্টবিরোধে অপূর্বের ফলদাতৃত্ব কল্পনা অপেক্ষা দৃষ্টানুসারে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বকল্পনা অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য। এই তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৩।২।৩৮ পৃঃ ৭২৮), "ঈশ্বরসিদ্ধেরর্থাপত্তিশ্চয়াৎ।" তাৎপর্য্য এই, অপূর্বের ফলদাতৃত্বসিদ্ধিতে প্রবর্ত্তমান অর্থাপত্তিপ্রমাণ অপূর্বের সিদ্ধিতে অসমর্থ, যেহেতু ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ফলে অপূর্বসিদ্ধিতে প্রযুক্ত অর্থাপত্তি-প্রমাণ ব্যর্থই।

তাহা হইলে, ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব কি অপূর্বের ন্যায় অর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ ?

উত্তর এই, ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে "অন্নাদো বসুদানঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। কিন্তু যদি কাহারও মলিন চিত্তে উক্ত বিষয়ে প্রমাণের প্রামাণ্যে সংশয় হয়, তবে পূর্বোক্ত উপপত্তি ঐরূপ সংশয় দূরীভূত করিলে শ্রুতি-প্রমাণ স্বচ্ছন্দে নিজ বিষয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। অথবা, কেবল কর্মাপূর্বই ফলদাতা ? কিংবা ঈশ্বরই ফলদাতা ?—এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে যদি কাহারও মলিনচিত্তে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে অসম্ভাবনাবুদ্ধি প্রবল হয়, তবে পূর্বোক্ত উপপত্তি ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে অসম্ভাবনাবুদ্ধি নিরাকরণপূর্বক সম্ভাবনা-বুদ্ধি জাগ্রত করিবে। এইরূপে সংশয়ের উভয় কোটির মধ্যে শেষোক্ত কোটি বিষয়ে সম্ভাবনাবুদ্ধি প্রবল বা তীব্র (উৎকট) হইলে উৎকটৈককোটিক সম্ভাবনার উদয় হয়—যে-সম্ভাবনার মধ্যে কোন একটি কোটি উৎকট বা প্রবল, তাহাই উৎকটৈককোটিক সম্ভাবনা। লৌকিকস্থলে উৎকটৈককোটিক সম্ভাবনা প্রবৃত্তির কারণ হইতে পারে, যেমন ভাবী শস্য-প্রাপ্তিবিষয়ে উৎকটৈককোটিক সম্ভাবনা-বুদ্ধিবলেই কৃষক কর্ষণে প্রবৃত্ত হয়; অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকায় তাহার ভাবী শস্য-প্রাপ্তিবিষয়ে নিশ্চয়বুদ্ধি থাকিতে পারে না। কিন্তু অলৌকিকফলক যাগাদিবিষয়ে নিশ্চয়বুদ্ধিই প্রবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে, সম্ভাবনা-বুদ্ধি, এমন কি উৎকটৈককোটিক সম্ভাবনাবুদ্ধিও প্রবৃত্তির কারণ হয় না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পরলোকে স্বর্গফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাবুদ্ধিমাত্রদ্বারা বহুবিত্তক্লেশসাধ্য যাগাদিকর্মে প্রবৃত্ত হয় না। শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশজন্য যাগাদিকর্মের স্বর্গাদিফলকত্ববিষয়ে পরোক্ষ নিশ্চয় হইলেই লোকে শাস্ত্রীয় কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং শাস্ত্রচার্য্যের উপদেশে অশ্রদ্ধাই ঐরূপ পরোক্ষ নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক (পঞ্চদশী ৯।৩১ পৃঃ ৩১৭), "পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা প্রতিবধ্নাতি নেতরৎ।" সুতরাং ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ববিষয়ে পূর্বোক্ত সম্ভাবনামাত্রফলক উপপত্তি নহে, পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিই প্রমাণ। এইজন্য সূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ববিষয়ে প্রথমেই উপপত্তির দ্বারা উৎকটৈককোটিক সম্ভাবনাবুদ্ধি জাগ্রত করাইয়া পরবর্ত্তী সূত্রে শ্রুতিপ্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন এবং "শ্রুতত্বাচ্চ" সূত্রপদান্তর্গত "চ" কারের দ্বারা উপপত্তি ও শ্রুতিপ্রমাণ সমুচ্চিত করিয়া উভয়েরই প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাহা হইলে ঈশ্বরই অপূর্বদ্বারে ফলদাতা, ইহাই স্বীকার্য্য হউক।

কিন্তু ইহাও অদ্বৈতীর প্রকৃতসিদ্ধান্ত নহে। কারণ অপূর্ব পদার্থ অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ; কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদ দৃষ্টদ্বারে কল্পনীয়। রাজপূজাত্মক আরাধনা রাজাকে প্রসন্ন না করিয়া সফল হয় না এবং প্রসন্নতা রাজাদির মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া ক্ষণিকও নহে। তদ্দৃষ্টান্তে বলা যাইতে পারে যে দেবপূজাত্মক যাগ দেবতাকে প্রসন্ন না করিয়া নিষ্ফল। সুতরাং যাগাদিরূপ পূজারাধনাদির দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে সেই প্রসাদ গুণ ক্ষণিক না হওয়ায় তাহা কালান্তরভাবী ফলের জনক হইতে পারে। সাধুব্যক্তিদের অনুগ্রহ ও অসাধুব্যক্তিদের নিগ্রহ করিয়া রাজা যেমন পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হন না, সেইরূপ ঈশ্বরেও বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যদোষের প্রসক্তি হয় না। সুতরাং জীব যথাবিহিত যাগাদি কর্মানুষ্ঠান করিলে যে ঈশ্বর-প্রসাদ উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর সেই প্রসাদদ্বারেই ফল প্রদান করিলে অপ্রসিদ্ধ অপূর্বকে দ্বার বা অবান্তর-ব্যাপাররূপে কল্পনা ব্যর্থই।[৬৯] স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্মের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রসন্ন

৬৯ ভামতী ৩।২।৪১ পৃঃ ৭৩২, "লৌকিকশ্চেশ্বরো দানপরিচরণপ্রণামাঞ্জলিকরণস্তুতিময়ীভিরতি-শ্রদ্ধাগর্ভাভির্ভক্তিভিরারাধিতঃ প্রসন্নঃ স্বানুরূপমারাধকায় ফলং প্রযচ্ছতি, বিরোধিতশ্চাপক্রিয়া-ভির্বিরোধকায়াহিতমিত্যপি সুপ্রসিদ্ধম্। তদিহ কেবলংকর্ম বা অপূর্বং বা চেতনানধিষ্ঠিতমচেতনং ফলং প্রসূত ইতি দৃষ্টবিরুদ্ধম্। ন হি রাজপূজাত্মকমারাধনং রাজানমপ্রসাদ্য ফলায় কল্পতে [সমর্থো ভবতি]। তস্মাৎ দৃষ্টানুগুণ্যায় যাগাদিভিরপি দেবতাপ্রসত্তিরুৎপাদ্যতে। তথা চ দেবতাপ্রসাদাদেব স্বামিনঃ ফলোৎপত্তেরুপপত্তেঃ কৃতমপূর্বেণ। এবমশুভেনাপি কর্মণা দেবতাবিরোধনং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। ততঃ স্বামিনোঽনিষ্টফলপ্রসবঃ। ন চ

করিয়া যে ফললাভ হয়, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে প্রসিদ্ধ—(গীতা ১৮।৪৬), "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণাশ্রমবিহিতকর্মদ্বারা সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়া স্বকর্মনিরত মানব জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতারূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে (*ঐ* শাঃ ভাঃ ও আঃ টীঃ পৃঃ ৭২৭-২৮); (গীতা ১৮।৫৬) "মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্" অর্থাৎ যে-পুরুষ ঈশ্বরকে সর্বাত্মভাবে আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ ঈশ্বরেই সর্বপ্রকার আত্মভাব অর্পণ করিয়াছেন, সেই সাধক নিত্য অবিনাশী বৈষ্ণব পদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হন, কারণ পূর্বেই তাঁহার স্বকর্মের দ্বারা ঈশ্বরের অর্চনারূপ ভক্তিযোগের ফল জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা হইয়াছে এবং জ্ঞানই মুক্তির কারণ, কর্ম নহে (*ঐ* শাঃ ভাঃ ও আঃ টীঃ পৃঃ ৭৪৪-৪৫); (গীতা ১৮।৫৮) "মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি" অর্থাৎ (হে অর্জুন,) যদি আমাতে (ঈশ্বরে) সর্বদা চিত্ত অর্পণ কর তবে আমার প্রসাদে সমস্ত দুস্তর সংসারহেতু অতিক্রম করিবে (*ঐ* শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৪৬) ইত্যাদি।[৭০]

শুধু তাহাই নহে। দৃষ্টার্থাপত্তি যেমন প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরোধে দুর্বল বলিয়া পরিত্যাজ্য, সেইরূপ শ্রুতিপ্রমাণের বিরোধে শ্রুতার্থাপত্তিও ত্যাজ্য।[৭১] ঈশ্বর-প্রসাদনিমিত্ত ফলভোগ শ্রুত্যাদি সিদ্ধ ; সুতরাং তদ্বিরোধে অপূর্ব বিষয়ে শ্রুতার্থাপত্তি উত্থিতই হইতে পারে না।

আপত্তি হইবে, ফলপ্রদাতা ঈশ্বরের আরাধনা যখন প্রধান যাগের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তখন অঙ্গযাগসমূহ বিফল হইয়া যাইবে।

অদ্বৈতীর উত্তর এই, সমস্ত অঙ্গসহিত প্রধান কর্মদ্বারাই পরমেশ্বরের আরাধনা কর্তব্য, ইহা শাস্ত্রৈকগম্য। উপপত্তি এই, লৌকিকদৃষ্টিতে, সম্পূর্ণ ফললাভের জন্য যেমন রাজার আরাধনায় রাজার অমাত্যগণের এবং অমাত্যগণের প্রিয়জনদেরও আরাধনা প্রয়োজন, মীমাংসাদৃষ্টিতে পরমাপূর্বের উৎপত্তিতে যেমন প্রধানযাগসমূহের অনুষ্ঠানজন্য উৎপত্ত্যপূর্ব এবং অঙ্গযাগানুষ্ঠানজন্য অঙ্গাপূর্বসমূহ প্রয়োজন, সেইরূপ পরমেশ্বরের আরাধনায় অঙ্গারাধনারূপ অঙ্গযাগসমূহেরও উপযোগ বিদ্যমান। অতএব ঈশ্বরই প্রসাদদ্বারা ফলদাতা—(শাস্ত্রদর্পণ ৩।২।৮ম অধিঃ পৃঃ ২১৫), "অচেতনাৎ ফলাসূতেঃ পূজিতেশ্বরতোষতঃ। কালান্তরে ফলোৎপত্তের্নাপূর্বপরিকল্পনা ॥"

প্রশ্ন হইবে, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের বহুস্থলেই (যেমন বৃংহত্যধিকরণে ব্রঃ সূঃ ৩।১।১-৭, কৃতাত্যয়াধিকরণে ব্রঃ সূঃ ৩।১।৮-১১ ইত্যাদি), উপনিষদ্ভাষ্যসমূহে এবং গীতাভাষ্যে আচার্য্যপাদ অপূর্ব স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং *ঐ* সমস্ত ভাষ্যসন্দর্ভের কি গতি হইবে ?

উত্তর এই, আচার্য্য যে যে স্থলে প্রসঙ্গতঃ কর্মবিচার করিয়াছেন সেই সমস্ত স্থলে ভাট্টসম্প্রদায়প্রসিদ্ধ প্রক্রিয়াই অবলম্বন করিয়াছেন।[৭২] কর্মাদিরূপ অতত্ত্ববিচার করিতে প্রক্রিয়া অংশে অদ্বৈতীর

শুভাশুভকারিণাং তদনুরূপং ফলং প্রসুয়মানা দেবতা দ্বেষপক্ষপাতবতীতি যুজ্যতে। ন হি রাজা সাধুকারিণমনুগৃহ্ণন্নিগৃহ্ণন্ বা পাপকারিণং ভবতি দ্বিষ্টো রক্তো বা তদ্বদলৌকিকোঽপীশ্বরঃ।" কল্পতরু *ঐ*, "নন্বীশ্বরশ্চেৎ ফলং দদাতি, কিং কর্মভিরত আহ—*লৌকিকশ্চেশ্বর* ইতি। ঈশ্বরস্য কর্মাপেক্ষামুক্ত্বা কর্মণামীশ্বরাপেক্ষামুক্তাং স্মারয়তি—*তদিহ কেবলং কর্ম* ইতি। ন কেবলং কর্মাধিষ্ঠাতৃত্বাদীশ্বরসিদ্ধিঃ, অপিতু কর্মভিরীশ্বরপ্রসাদস্য সাধ্যত্বাচ্চ ইত্যাহ—*তথা দেবপূজাত্মক* ইতি। ন প্রসাদয়ন্ ইতি অপ্রসাদয়ন্ ইত্যর্থঃ। ন শব্দোঽয়ং প্রতিষেধবচনঃ। *বিরোধনং* দ্রোহঃ।" ভামতীর "প্রসত্তি" পদের অর্থ প্রসন্নতা এবং "কৃতম্" অব্যয়ের অর্থ বৃথা। মুদ্রিত কল্পতরুর "কর্মাধিষ্ঠানত্বাৎ" পাঠ শুদ্ধ করা হইয়াছে। সমগ্র ফলাধিকরণের উপর আভোগ পৃঃ ৬৫৪-৫৮ দ্রষ্টব্য।

৭০ দ্রষ্টব্য গীতা ২।১১ ; ৮।১৪-১৬ ; ৯।১৪, ১৫, ১৭, ২২-২৮, ৩১-৩৪ ; ১০।৮-৮১ ; ১২।৬-১১ ; ১৩।১১ ; ১৫।১৯-২০ ; ১৮/৬৬।

৭১ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে নিজ বিষয় সিদ্ধ করে ; কিন্তু দৃষ্টার্থাপত্তি অন্যথা অনুপপত্তির অনুসন্ধানের দ্বারা ব্যবহিত হইয়া নিজ বিষয় সিদ্ধ করিয়া থাকে : ফলে দৃষ্টার্থাপত্তিবিলম্বেপ্রবৃত্ত হওয়ায় তৎপূর্বেই নিজ বিষয় স্থাপন করায় প্রত্যক্ষ অনুপসঞ্জাতবিরোধী, কিন্তু দৃষ্টার্থাপত্তি উপসঞ্জাতবিরোধী বলিয়া প্রত্যক্ষবিরোধে প্রমাণাভাস। যেমন, কেহ যদি দেবদত্তকে রাত্রিকালেও ভোজন করিতে না দেখেন তবে অন্যথা অনুপপত্তিবলে দেবদত্তের রাত্রিভোজন কল্পনা করা যাইবে না। অনুরূপভাবে শীঘ্রোপস্থিতিক শ্রুতিপ্রমাণ অনুপসঞ্জাতবিরোধী হওয়ায় তদ্বিরোধে বিলম্বোপস্থিতিক শ্রুতার্থাপত্তি উপসঞ্জাতবিরোধী, ফলে প্রমাণাভাস।

৭২ ভট্ট কুমারিল আচার্য্যপাদের পূর্ববর্তী হইলেও তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থেই ভট্টপাদের উল্লেখ নাই। সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে ভট্টাচার্য্যপক্ষপ্রকরণে ভট্ট কুমারিলের দর্শন আলোচিত হইলেও *ঐ* গ্রন্থ আচার্য্যকৃত কি না, তাহা

আগ্রহ না থাকায় অদ্বৈতাচার্য্যগণ আচার্য্যপাদকে অনুসরণ করিয়া কখন মীমাংসাদৃষ্টি, কখনও সাংখ্যদৃষ্টি, কখন বা যোগদৃষ্টি অবলম্বনে স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভাট্টমীমাংসাসিদ্ধ বহু প্রকার অপূর্বের অস্তিত্ব স্বীকার অদ্বৈতীর নিকট অকিঞ্চিৎকর হইলেও "ব্যবহারে ভাট্ট-নয়ঃ" এই ন্যায় অনুসারে অদ্বৈতাচার্য্যগণ কর্মশ্রুতিবিচারকালে মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ সহস্র অধিকরণের ন্যায় অপূর্বও অভ্যুপগম করিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতদর্শনে অপূর্বের অস্বীকার নহে, অপূর্বের স্বীকারই অভ্যুপগমন্যায়ে বুঝিতে হইবে। কিন্তু আচার্য্যপাদ যে-স্থলেই ভাট্টমতসিদ্ধ অপূর্ববিষয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই স্থলেই তিনি অপূর্ব খণ্ডনই করিয়াছেন। যেমন, তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অক্ষরব্রাহ্মণে (বৃহঃ উপঃ ৩।৮ম ব্রাহ্মণ—দ্বিতীয় গার্গী-ব্রাহ্মণ) কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবেই অপূর্বের সদ্ভাবে প্রমাণানুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,—"অপূর্বমিতি চেৎ ; ন তৎসদ্ভাবে প্রমাণানুপপত্তেঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভ ও তাহার উপর আনন্দগিরির টীকা দেখিলেই আচার্য্যের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অনুধাবন করা যাইবে।[৭৩]

অথবা বলা যাইতে পারে যে আচার্য্যপাদ যেস্থলেই "অপূর্ব" পদ ব্যবহার করিয়াছেন সেই স্থলেই ঈশ্বরপ্রসাদ অর্থেই "অপূর্ব" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।[৭৪] ঈশ্বরপ্রসাদের অতিরিক্তরূপেই অপূর্ব খণ্ডনীয়।

বিবাদগ্রস্ত। বরং মীমাংসাদর্শনের ব্যাখ্যা করিতে ভট্টপাদ যে যে স্থলে শাবরভাষ্যের বিরোধিতা করিয়াছেন, সেই সমস্ত স্থলে আচার্য্যপাদ শাবরভাষ্যেরই অনুগমন করিয়াছেন, ভাট্টসিদ্ধান্তের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। তথাপি পঞ্চপাদিকা অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে শাবরভাষ্যের প্রাভাকরব্যাখ্যা অপেক্ষা ভাট্ট-ব্যাখ্যাই ব্রহ্মসূত্রাদিভাষ্যে প্রকট। ভাট্ট-সিদ্ধান্তরূপে প্রসিদ্ধ সমস্ত সিদ্ধান্তই ভট্টপাদের নিজস্ব, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। অন্যান্য আচার্য্যের ন্যায় ভট্টপাদও ভর্তৃমিত্রাদিসম্প্রদায়ক্রমে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিয়া পরে স্ববুদ্ধিপ্রতিভাদিবলে তাহাদেরই পরিপোষণ করিয়া গিয়াছেন (শ্লোঃ বাঃ গ্রন্থকারপ্রতিজ্ঞা শ্লোঃ ১০ পৃঃ ৪), "প্রায়েণৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তীকৃতা। তামাস্তিক্যপথে কর্তুময়ং যত্নঃ কৃতো ময়া॥" কাশিকা, তাৎপর্য্যটীকা (পৃঃ ৩) ও ন্যায়রত্নাকর (পৃঃ ৩-৪) দ্রষ্টব্য।

৭৩ সম্পূর্ণ সন্দর্ভ এইরূপ—বৃহঃ উপঃ ৩।৮।৯ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৮৫, ৮৮৬, "অপূর্বমিতিচেৎ ; ন, তৎসদ্ভাবে প্রমাণানুপপত্তেঃ। প্রশাস্তুরপি [সদ্ভাবে প্রমাণানুপপত্তেঃ] ইতি চেৎ ; ন, আগমতাৎপর্য্যস্য সিদ্ধত্বাৎ। অবোচাম হ্যাগমস্য বস্তুপরত্বম্। কিঞ্চান্যৎ, অপূর্বকল্পনায়াঞ্চার্থাপত্তেঃ ক্ষয়ঃ অন্যথৈবোপপত্তেঃ ; সেবাফলস্য সেব্যাৎ প্রাপ্তিদর্শনাৎ। সেবায়াশ্চ ক্রিয়াত্বাৎ তৎসামান্যাচ্চ, যাগদানহোমাদীনাং সেব্যাদীশ্বরাদেঃ ফলপ্রাপ্তিরূপপদ্যতে। দৃষ্টক্রিয়াধর্মসামর্থ্যমপরিত্যজ্যৈব ফলপ্রাপ্তিকল্পনোপপত্তৌ দৃষ্টক্রিয়াধর্মসামর্থ্যপরিত্যাগো ন ন্যাষ্যঃ। কল্পনাধিক্যাচ্চ, —ঈশ্বরঃ কল্প্যঃ অপূর্বং বা? তত্র ক্রিয়ায়াশ্চ স্বভাবঃ সেব্যাৎ ফলপ্রাপ্তিঃ দৃষ্টা, ন ত্বপূর্বাৎ। ন চাপূর্বং দৃষ্টম্, তত্রাপূর্বমদৃষ্টং কল্পয়িতব্যম্, তস্য চ ফলদাতৃত্বে সামর্থ্যম্, সামর্থ্যে চ সতি দানঞ্চাভ্যধিকমিতি। ইহ তু ঈশ্বরস্য সেব্যস্য সদ্ভাবমাত্রং কল্প্যং, ন তু ফলদানসামর্থ্যং দাতৃত্বঞ্চ সেব্যাৎ ফলপ্রাপ্তিদর্শনাৎ। অনুমানঞ্চ দর্শিতম্-'দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ' ইত্যাদি। সংক্ষেপ কথা এইরূপ। ভাষ্যের "প্রশাস্তুঃ" পদের অর্থ প্রশাসকের অর্থাৎ ঈশ্বরের। সমগ্র শ্রুতিই বস্তুপর অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপ সত্যবস্তু প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য থাকায় ঈশ্বর শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ, অপূর্ব কোন প্রমাণই সিদ্ধ নহে। অপূর্বসিদ্ধিতে প্রবৃত্ত অর্থাপত্তিপ্রমাণ অপূর্বসিদ্ধি ব্যতিরেকেও উপপন্ন করা যাইতে পারে—সেবার দ্বারা সেবাফলের প্রাপ্তি দৃষ্ট বলিয়া অন্যথা উপপত্তিই বিদ্যমান। বিশেষতঃ, সেবারূপ উপাসনা যখন ক্রিয়ামাত্র তখন বিশিষ্টক্রিয়াসাম্যবশতঃ যাগদানহোমাদিরূপ ক্রিয়ার ফলও সেব্য ঈশ্বর হইতেই লভ্য। সেবাক্রিয়ার সামর্থ্যই এই যে সেব্য হইতে ফলপ্রাপ্তি হয়। যদি সেবাক্রিয়ার এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ দৃষ্ট সামর্থ্যকে পরিত্যাগ না করিয়াই শাস্ত্রোক্ত সেবাক্রিয়ার দ্বারা ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে ঐরূপ দৃষ্ট-সামর্থ্য পরিত্যাগ করা অন্যায্য। শুধু তাহাই নহে, অপূর্ব স্বীকারপক্ষে কল্পনা গৌরব বিদ্যমান। ইহাই দৃষ্ট হয় যে উপাস্য (সেবনীয় বা সেব্য) হইতে ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহাই সেবাক্রিয়ার স্বভাব, কিন্তু অপূর্ব হইতে ফলপ্রাপ্তি দৃষ্টচর নহে। সুতরাং প্রথমে অপূর্বরূপ ধর্মীর কল্পনা, পরে অপূর্বরূপ ধর্মীর ফলপ্রদানসামর্থ্যরূপ ধর্মের কল্পনা এবং পরিশেষে দানের সমধিক উৎকর্ষ কল্পনা করিতে হইবে। অপরপক্ষে উপাস্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় কল্পনীয় নহে এবং তাঁহার ফলপ্রদানসামর্থ্য বা দানকর্তৃত্বও কল্পনীয় নহে, কারণ সেবনীয় হইতে ফললাভ প্রত্যক্ষতঃই সিদ্ধ। "দ্যাবাপৃথিব্যৌ" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যার জন্য আঃ টীঃ সহ শাঃ ভাঃ বৃহঃ উপঃ ৩।৮।৯ পৃঃ ৮৮৪ দ্রষ্টব্য। অনুমান প্রয়োগ এইরূপ—বিমতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ প্রযত্নশতবিধৃতে সাবয়বত্বেঽপ্যস্ফুটিতত্বাৎ, গুরুত্বেঽপ্যপতিতত্বাৎ, সংযুক্তত্বেঽপ্যবিযুক্তত্বাৎ, চেতনাবত্ত্বেঽপ্যস্বতন্ত্রত্বাৎ হস্তন্যস্তপাষাণাদিবৎ। বলা বাহুল্য, এই বৃহদারণ্যক ভাষ্যসন্দর্ভই ফলাধিকরণভাষ্য-ভামতীর মূল।

৭৪ ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ৩।১।১৬ পৃঃ ৩৭০, "যদ্যপি সিদ্ধান্তে ঈশ্বরপ্রসাদাদিরূপমপূর্বং, মীমাংসকাদিমতে আত্মগতোঽতিশয়বিশেষঃ...।" এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্যপাদ আহবনীয় অগ্নিতে আহুত দুগ্ধ, দধি প্রভৃতির

ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধান্তরহস্য। সম্প্রদায়বিদ্‌গণ ভাবিয়া দেখিবেন।

মীমাংসা-সূত্রের ভাবার্থাধিকরণে (মীঃ সূঃ ২।১।১-৪) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে বেদমধ্যে ভাবার্থকর্মশব্দই অপূর্বের কল্পক, যেহেতু অপূর্ব অর্থাপত্তিপ্রমাণমাত্রসিদ্ধ, শব্দগম্য নহে। অর্থাৎ যে-সমস্ত কর্মপ্রতিপাদক বৈদিক শব্দ ভাবনা বা ফলোৎপাদনা প্রতিপাদন করে, সেই শব্দসমূহই অপূর্বের কল্পক, যেমন "জুহোতি", "যজতি", দদাতি ইত্যাদি শ্রৌতপদ। পরে ভাবনা বিষয়ক আলোচনা করা হইবে।

(৪) অপূর্ব-বিভাগ

ভাট্ট মীমাংসাশাস্ত্রে সাধারণতঃ চারিপ্রকার অপূর্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে—অঙ্গাপূর্ব, উৎপত্ত্যপূর্ব, সমুদায়াপূর্ব ও পরমাপূর্ব বা ফলাপূর্ব। দর্শপূর্ণমাসযাগ অবলম্বনে ইহাদের স্বরূপ বুঝানো যাইতেছে।

"দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এইরূপ কাম্যবিধিবলে জানা যায় যে স্বর্গকাম ব্যক্তি দর্শযাগ ও পূর্ণমাস যাগ করিবেন। অমাবস্যা তিথিতে দর্শেষ্টি ও পূর্ণিমা তিথিতে পৌর্ণমাসেষ্টিযাগ করিতে হয়। বস্তুতঃ উভয়ই তিনটি করিয়া যাগের সমষ্টিমাত্র—আগ্নেয়, ঐন্দ্রদধি ও ঐন্দ্রপয়ঃ[৭৫] , এই তিন যাগসমুদায়ের নামই দর্শযাগ এবং আগ্নেয়, উপাংশু ও অগ্নীষোম [৭৬] (অগ্নি ও সোম যুগ্মদেবতা), এই তিন যাগসমষ্টির নামই পৌর্ণমাসী। এই ছয় যাগকে প্রধান যাগ বলে। এই প্রধান যাগসমূহের পূর্বে অঙ্গযাগ করিতে হয়, নচেৎ প্রধানযাগ বা অঙ্গিযাগ সম্পূর্ণ হয় না। উহারা প্রযাজ যাগ, অনূযাজ, আজ্যভাগদান, মধ্যে উপাংশু যাগ এবং সর্বশেষে স্বিষ্টকৃৎ যাগ। প্রযাজ আবার পঞ্চপ্রকার—সমিধ্, তনূনপাত, ইট্, বর্হিঃ ও স্বাহাকার। "সমিধো যজতি", "তনূনপাতং যজতি", "ইড়ো যজতি", "বর্হিঃ যজতি" ও "স্বাহাকারং যজতি" (তৈত্তিঃ সং ২।৬।১), এই পঞ্চবিধিবলে পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। এই সমস্ত যাগানুষ্ঠানেরও পূর্বে আহুতি প্রদানের নিমিত্ত পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয়। উহা সাধারণতঃ ব্রীহি বা যবের হইয়া থাকে। শরৎকালে যে-ধান্য পক্ব হয় তাহাকে ব্রীহি বলে। উদূখল-মুসলে ব্রীহিকে অবঘাত করিয়া তাহা হইতে চাউল বাহির করিয়া সেই চাউল পেষণ পূর্বক পিষ্টক বা পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অতি সংক্ষেপ বর্ণন, কারণ ইহার পূর্বে এবং পরেও আরও প্রক্রিয়া আছে যাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত হইল না। এক্ষণে "ব্রীহিন্ অবহন্তি (আপঃ শ্রৌতঃ ১।২৭।৭) এইরূপ বিধি থাকায় বুঝা যায় যে ব্রীহিধান্যের বৈতুষ্য বা তুষবিমোকের জন্য নখবিদলন (নখদ্বারা), অশ্মকুট্টন (প্রস্তরের আঘাতে) প্রভৃতি উপায় থাকিলেও উদূখল-মুসলের দ্বারাই ব্রীহির অবহনন করিতে হইবে। "অবরক্ষো দিবং সপত্নং বধ্যাসম্" এই মন্ত্রপাঠ পূর্বক যজমানপত্নী বা দাসী ব্রীহি হইতে তণ্ডুলনিষ্পত্তি করিবে ; অন্যথা উক্ত ব্রীহি হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সেই যজ্ঞ নিষ্ফল হইবে। ভাট্টসম্প্রদায় ব্রীহির অবহননজন্য ব্রীহিতে নিয়মাপূর্ব নামক একটি অপূর্বের উৎপত্তি স্বীকার করেন। উক্ত নিয়মাপূর্বরূপসংস্কার যাগের উপকারক। অনুরূপভাবে প্রযাজাদি অঙ্গযাগজন্য অঙ্গাপূর্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অঙ্গাপূর্বসমূহ প্রধানযাগের উপকারক। পৌর্ণমাসীরূপ তিনটি প্রধান যাগ করিলে তিনটি উৎপত্ত্যপূর্ব উৎপন্ন হয়। এই তিন উৎপত্ত্যপূর্ব হইতে একটি সমুদায়াপূর্ব উৎপন্ন হয়। কেহ কেহ ইহাকে ত্রিকাপূর্বও বলিয়া থাকেন। অনুরূপভাবে দর্শ নামধেয় তিনটি যাগজন্যও তিনটি উৎপত্ত্যপূর্ব উৎপন্ন হইয়া অপর একটি সমুদায়াপূর্ব (আলোচ্য দৃষ্টান্তে ত্রিকাপূর্ব) উৎপন্ন করে। এক্ষণে এই দুই সমুদায়াপূর্ব মিলিত হইয়া যজমানের আত্মায় একটি পরমাপূর্ব বা প্রধানাপূর্ব বা ফলাপূর্ব উৎপন্ন

সূক্ষ্মরূপকে ঔপচারিক প্রয়োগে "অপূর্ব" পদে ব্যক্ত করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৩।১।৬ পৃঃ ৬৬৪), "তা আহবনীয়ে হুতাঃ সূক্ষ্মা আহুত্যোঽপূর্বরূপাঃ... । ...আহুতিময্য আপোঽপূর্বরূপাঃ... ।" ব্রহ্মবিদ্যাভরণের "ঈশ্বরপ্রসাদাদি" পদের "আদি" পদে কোপ এবং "মীমাংসকাদি" পদের "আদি" পদে ন্যায়াদিসম্প্রদায় ধর্তব্য। যদিও ন্যায়াদি সম্প্রদায়মতে কর্মজন্য অপূর্ব বা অদৃষ্ট জীবাত্মমাত্রনিষ্ঠ, তথাপি ভাট্টমতে কেবল অর্থকর্মজন্য অপূর্বই জীবাত্মনিষ্ঠ, অন্যপ্রকার অপূর্ব দ্রব্যাদিনিষ্ঠ।

৭৫ আগ্নেয় পুরোডাশযাগ, ঐন্দ্র দধিযাগ ও ঐন্দ্র পয়োযাগ।

৭৬ ইহারা যথাক্রমে অগ্নিদেবতাক পুরোডাশদ্রব্যক, বিষ্ণুপ্রজাপত্যগ্নীষোমান্যতমদেবতাক উপাংশুযাজাখ্য এবং অগ্নীষোমদেবতাক পুরোডাশদ্রব্যক।

করে যাহা কালান্তরে স্বর্গাদিফলপ্রদ। এই স্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে পরমাপূর্বের উপপত্তির নিমিত্ত সমুদায়াপূর্ব, সমুদায়াপূর্বের উপপত্তির নিমিত্ত উৎপত্ত্যপূর্ব এবং উৎপত্ত্যপূর্বের উপপাদনের নিমিত্ত অঙ্গাপূর্ব কল্পিত (অর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ) হইয়া থাকে। এইরূপ বহুপ্রকার অপূর্বের কল্পনার প্রয়োজন কি? বরং কল্পনাগৌরবই বিদ্যমান। উত্তরে ভট্টপাদ বলিয়াছেন, অদৃষ্ট পদার্থ সংখ্যায় সুপ্রচুর হইলেও যদি প্রমাণসিদ্ধ হয়, তবে অবশ্য কল্পনীয়; কিন্তু যদি নিষ্প্রমাণক হয়, তবে স্বল্পতম অদৃষ্টও কল্পনীয় নহে (তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।৫ পৃঃ ৩৭১ = পৃঃ ৩৫১), "অর্থাপত্তেরিহাপূর্বং পূর্বমেকং প্রতীয়তে। ততস্তৎসিদ্ধয়ে ভূয়ঃ স্যাদপূর্বান্তরপ্রমা॥...প্রমাণবন্ত্যদৃষ্টানি কল্প্যন্তে সুবহূন্যপি। অদৃষ্টশতভাগোঽপি ন কল্প্যো হ্যপ্রমাণকঃ॥" মীমাংসাদর্শনের অপূর্বাধিকরণে (মীঃ সূঃ ২।১।৫) এবং তানি দ্বৈধাধিকরণে (মীঃ সূঃ ২।১।৬-৮) এই সমস্ত বিষয়ের বিচার আছে।[৭৭]

অঙ্গত্বনিরূপণ ও কর্মের বহুবিধ বিভাগ

(১) অঙ্গত্ব-নিরূপণ

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে প্রযাজাদি যাগসমূহ যেমন প্রধান যাগের অঙ্গ বা উপকারক, সেইরূপ ব্রীহি প্রভৃতির অবহননাদিও যাগের অঙ্গ বা উপকারক। অঙ্গত্ব, শেষত্ব, উপকারকত্ব, পারার্থ্য সমার্থক শব্দ। পরোদ্দেশেন প্রবৃত্তিকৃতিব্যাপ্যত্বং পারার্থ্যম্। এইস্থলে "ব্যাপ্যত্ব" শব্দের অর্থ বিষয়ত্ব বা সাধ্যত্ব। দর্শপূর্ণমাস যাগের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত পুরুষের কৃতিসাধ্যত্ব প্রযাজাদিতে এবং ব্রীহি প্রভৃতির অবহননাদিতে থাকায় প্রযাজাদি ও অবহননাদি আগ্নেয়াদি প্রধান যাগের অঙ্গ বা উপকারক। কিন্তু প্রযাজাদি বা অবহননাদিকে উদ্দেশ্য করিয়া পুরুষ আগ্নেয়াদি যাগে প্রবৃত্ত হয় না, কারণ শ্রুতিমধ্যে প্রযাজাদির পৃথক্ ফল বলা হয় নাই। সুতরাং নিষ্ফল প্রযাজাদিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না—(শ্লোঃ বাঃ ১।১।৫ সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার, শ্লোঃ ৫৫ পৃঃ ৬৫৩) "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।" এইজন্য মীমাংসাদর্শনের "আঘারাদীনামঙ্গতাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৪।৪।২৯-৩৮) প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে যে-কর্ম স্বর্গাদিফলসম্বন্ধযুক্ত তাহাই প্রধান কর্ম এবং ফলহীন কিন্তু প্রধানকর্মের আকাঙ্ক্ষাপূরক কর্মসমূহ প্রধানের অঙ্গ হওয়ায় প্রধানের ফলই উহাদের ফল—"ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" ইহাই মীমাংসা-ন্যায়।[৭৮] উপকারকমাত্র উপকার্য্যের নিমিত্ত গৃহীত হয় বলিয়া উহা অঙ্গ, গুণ বা অপ্রধান।

৭৭ প্রধানকম ও অঙ্গকর্মসমূহের অনুষ্ঠানের পূর্বে যজমান স্বর্গাদিরূপ ফলপ্রাপ্তির অযোগ্য থাকেন। অনুরূপভাবে অনুষ্ঠানসমূহও স্বর্গাদিফলোৎপাদনে অযোগ্য থাকে। প্রধান ও অঙ্গক্রিয়াসমূহ অনুষ্ঠিত হইলে পুরুষ ও কর্ম উভয়গত অযোগ্যতাই দূরীভূত হইয়া উভয়েই যোগ্যতা আপাদিত হয়; নচেৎ অযোগ্য পুরুষ ও অযোগ্য কর্ম উভয়ই ব্যর্থ। পুরুষ ও কর্মগত এই যোগ্যতাকেই মীমাংসাশাস্ত্রে অপূর্ব বলা হইয়া থাকে (তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।৫ পৃঃ ৩৬৪ = পৃঃ ৩৪৫), "...অত্রোচ্যতে। যদিদং স্বমতিপরিকল্পিতং বিগ্রহবদিবাপূর্বং ভবদ্ভির্নিরাক্রিয়তে, ন তেনাস্মাকং কিঞ্চিদ্বিরুধ্যতে যতো নৈতত্তাদৃশং কস্যচিদিষ্টম্। কিং তর্হি?—কর্মভ্যঃ প্রাগযোগ্যস্য কর্মণঃ পুরুষস্য বা। যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা যা পরা সাঽপূর্বমিষ্যতে॥ প্রধানকর্মণামঙ্গকর্মণাং বা প্রাক্করণাৎ স্বর্গাদিপ্রাপ্ত্যযোগ্যাঃ পুরুষাঃ, ক্রতবশ্চ স্বর্গকার্য্যাযোগ্যাঃ। তামুভয়ীমপ্যযোগ্যতাং ব্যুদস্য, প্রধানৈরঙ্গৈশ্চ যোগ্যতোপজন্যত ইত্যবশ্যং সর্বেণাভ্যুপগন্তব্যম্। অসত্যাং তস্যামকৃতসমত্বপ্রসঙ্গাৎ। সৈব চ পুরুষগতা ক্রতুগতা বা যোগ্যতা শাস্ত্রেঽস্মিন্নপূর্বমিত্যপদিশ্যতে। যত্তু প্রত্যক্ষাদিগম্যত্বমস্য নাস্তীতি, সত্যম্, শ্রুতার্থাপত্তিব্যতিরিক্তেন গম্যতে। স ত্বদোষঃ। কিং কারণম্? শ্রুতার্থাপত্তিরেবৈকা প্রমাণং তস্য বেষ্যতে। শব্দৈকদেশভাবাচ্চ স্বার্থেঽপ্যাগম এব নঃ॥" ইত্যাদি।

৭৮ পূর্বপক্ষীয় আপত্তিনিরাসাত্মক পরিপূর্ণ মীমাংসাসূত্র (৪।৪।৩৪) এইরূপ—"পৃথক্ত্বে ত্বভিধানয়োর্নিবেশঃ শ্রুতিতো ব্যপদেশাচ্চ তৎ পুনর্মুখ্যলক্ষণং যৎ ফলবত্ত্বং তৎসন্নিধাবসংযুক্তং তদঙ্গং স্যাদ্ভাগিত্বাৎ কারণস্যাশ্রুতেশ্চান্যসম্বন্ধঃ।" তাৎপর্য্য এই—শ্রুতিতঃ ব্যপদেশাচ্চ অভিধানয়োঃ পৃথক্ত্বে নিবেশঃ যৎ ফলবত্ত্বং তৎ পুনর্মুখ্যলক্ষণম্, অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসোৎপত্তিশ্রুতি এবং দ্বিবচনের ("ভ্যাম্") ব্যপদেশ (নির্দ্দেশ) অনুসারে দর্শ ও পূর্ণমাস নামদ্বয়ের পৃথক্ত্ব (ভেদ) সিদ্ধ হইলে ঐ নামদ্বয়ের সহিতই স্বর্গাদিফলের সম্বন্ধ হয়, ঐরূপ ফলবত্ত্ব বা ফলসম্বন্ধযুক্তত্বই মুখ্য বা প্রধান কর্মের লক্ষণ। তৎসন্নিধৌ অসংযুক্তং তদঙ্গং স্যাৎ কারণস্য ভাগিত্বাৎ, অন্যসম্বন্ধঃ অশ্রুতঃ চ—অর্থাৎ, প্রধানকর্মের সান্নিধ্যে (সমীপে) শ্রুত যে-কর্ম ফলসম্বন্ধযুক্ত নহে, সেই কর্ম ফলবৎ প্রধানকর্মেরই অঙ্গ হইবে, কারণ সেই নিষ্ফল প্রযাজাদি কর্মেরও ফলাকাঙ্ক্ষা (ভাগিত্ব) বর্ত্তমান এবং অন্য ফলসম্বন্ধও শ্রুত হয় নাই। সৌত্র "তু" পদ পক্ষপরিবর্ত্তনসূচক। উক্ত সূত্রের উপর শাবরভাষ্য (পৃঃ ৫৮১-৮২ = পৃঃ

(২) কর্মের নানাবিধ বিভাগ

উপরি উক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে কর্ম দ্বিবিধ—গুণকর্ম ও প্রধানকর্ম। প্রধান কর্মের অঙ্গরূপ দ্রব্য-দেবতাদির উদ্দেশ্যে বিহিতকর্মই গুণকর্ম। এই গুণকর্মসমূহকেই সন্নিপত্যোপকারক অথবা আশ্রয়িকর্ম বা সমবায়িকর্ম অথবা সামবায়িক বলে ; কারণ দ্রব্য, দেবতা, অবহননাদি যাগের সহিত সমবায় বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে। এইজন্য ব্রীহির প্রোক্ষণ, ব্রীহির অবহনন, পুরোডাশ প্রভৃতি সন্নিপত্যোপকারক। সুতরাং সন্নিপত্যোপকারককর্ম অঙ্গাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গকর্মের অঙ্গকর্ম। অতএব যে-সমস্ত অঙ্গকর্ম সাক্ষাৎভাবে অথবা পরম্পরায় অগ্নিযাগের শরীর (স্বরূপ) নিষ্পন্ন করিয়া তদ্দ্বারা তাহার উৎপত্ত্যপূর্বে উপযোগী হয়, তাহাদের সন্নিপত্যোপকারক কর্ম বলা হয়। যেমন, ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্য, সেই ব্রীহির প্রোক্ষণ অবহনন, প্রভৃতি, অগ্ন্যাদি দেবতা, দেবতাসম্বদ্ধ যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্রসমূহের অনুবচন (গুরুর নিকট পূর্বে অধীত বেদের স্বতন্ত্র উচ্চারণ) প্রভৃতি। সন্নিপত্যোপকারক অঙ্গকর্মসমূহের মধ্যে প্রোক্ষণ ব্রীহিতে অদৃষ্ট অতিশয় (সংস্কারবিশেষ) উৎপন্ন করিয়া, অবহনন তুষবিমুক্তিরূপ দৃষ্ট উপকার করিয়া, ব্রীহির পেষণদ্বারা পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া যাগের স্বরূপ ও উৎপত্ত্যপূর্বের হেতু হইয়া থাকে। আবার, যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্রসমূহদ্বারা দেবতার স্মরণ হইলে দেবতার সংস্কার হয়—দেবতার স্মরণই দেবতার সংস্কার। সুতরাং উক্ত মন্ত্রসমূহ দেবতাসংস্কারদ্বারা এবং দেবতা সাক্ষাৎ যাগশরীর নিষ্পন্ন করিয়া উৎপত্ত্যপূর্বের হেতু হইয়া থাকে।[৭৯]

সন্নিপত্যোপকারক কর্ম যেমন দ্রব্য-দেবতাদিগত অপূর্বের জনক সেইরূপ আরাদুপকারককর্মসমূহ কিন্তু দ্রব্য-দেবতাদিতে অপূর্বের জনক হয় না। আত্মসমবেত অপূর্বের জনক কর্মই আরাদুপকারককর্ম ; যেমন, প্রযাজ, আজ্যভাগ ইত্যাদি।

সন্নিপত্যোপকারক কর্ম ত্রিবিধ

সন্নিপত্যোপকারক কর্ম আবার দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ ও দৃষ্টাদৃষ্টার্থভেদে ত্রিবিধ। ব্রীহির অবহননজন্য যে তুষবিমোচন হয়, তাহা দৃষ্ট বলিয়া অবহনন দৃষ্টার্থক কর্ম। ব্রীহির প্রোক্ষণজন্য[৮০] ব্রীহিতে যে সংস্কারবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণের অগম্য বলিয়া প্রোক্ষণ অদৃষ্টার্থক কর্ম। "পুরোডাশান্ যজতি" এই বিধিবলে পুরোডাশের যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা দৃষ্টাদৃষ্টার্থক ; কারণ অধ্বর্য্যু যখন অগ্নিতে পুরোডাশ আহুতি প্রদান করেন, তখন যজমান অধ্বর্য্যুকে স্পর্শ করিয়া ত্যাগমন্ত্র বলেন "ইদং অমুকদেবায়, ন মম।" এইরূপ মন্ত্রদ্বারা দেবতার স্মরণ হয় এবং দেবতার স্মরণই দেবতার সংস্কার। স্মরণ অনুভবনীয় বলিয়া উক্ত আহুতি দৃষ্টার্থক কর্ম। আবার, উক্ত আহুতি প্রদানের ফলে যে অদৃষ্ট বা সংস্কারবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহা লৌকিকপ্রমাণগম্য নহে বলিয়া আহুতি অদৃষ্টার্থকও বটে।

১০২-৩) এবং উক্ত ১১শ অধিকরণের উপর প্রভা টীকা (পৃঃ ৪৫৬-৫৭) ও ময়ূখমালিকা টীকা (পৃঃ ৪০২-৩) সহ শাস্ত্রদীপিকা দ্রষ্টব্য। উক্ত সূত্রের ভাষ্যের উপর টুপ্‌টীকা না থাকিলেও তন্ত্ররত্নকার (তন্ত্ররত্ন পৃঃ ২২৩-২৪) অল্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৭৯ মীমাংসাপরিভাষা পৃঃ ১০-১, "যান্যঙ্গানি সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা প্রধানযাগশরীরং নিষ্পাদ্য তদ্দ্বারা তদুৎপত্ত্যপূর্বোপযোগীনি তানি সন্নিপত্যোপকারকাণি। যথা ব্রীহ্যাদি দ্রব্যাণি তৎসংযুক্তাবহননপ্রোক্ষণাদীনি, অগ্ন্যাদিদেবতাতৎসংযুক্তযাজ্যানুবাক্যানুবচনাদীনি চ। অত্র প্রোক্ষণাদের্ব্রীহিগতাতিশয়দ্বারা, অবহননাদেস্তুষবিমোকাদিরূপদৃষ্টদ্বারা, ব্রীহ্যাদীনাং পিষ্টদ্বারা পুরোডাশনিষ্পাদকত্বং, তদ্দ্বারা যাগশরীরতদুৎপত্ত্যপূর্বহেতুত্বং চ। যাজ্যানুবাক্যাদের্দেবতাসংস্কারদ্বারা দেবতায়াশ্চ সাক্ষাদ্‌যাগশরীরনির্বর্তকত্বং তদ্দ্বারা তদুৎপত্ত্যপূর্বোপযোগিত্বং চ। যাগস্য দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপত্বাৎ 'দ্রব্যদেবতে হি যাগস্বরূপম্' ইতি সিদ্ধান্তাচ্চ। এতান্যেব সামবায়িকানীত্যুচ্যন্তে।" যাজ্যা ও অনুবাক্যা বা পুরোনুবাক্যা মন্ত্রবিশেষ এবং হৌত্র কর্ম বা হোতার কৃত্য। অনুষ্ঠানের অর্থপ্রতিপাদক মন্ত্রের উচ্চারণই অনুবচন। পরে যাজ্যা ও অনুবাক্যার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। কৃষ্ণযজ্বারচিত মীমাংসা-পরিভাষা ভাট্টমতানুসারী সর্বাপেক্ষা সরল প্রকরণ গ্রন্থ।

৮০ "ব্রীহিনবহন্তি" (আপঃ শ্রৌতঃ ১।২১।৭) যেমন একটি বিধি, সেইরূপ "ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি" (শতপথ ব্রাঃ ১।৩।১।১০) অপর একটি বিধি। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিসমূহ উত্তানভাবে বা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া উহাদের দ্বারা জলসেচন করিলে উহাকে প্রোক্ষণ বা পর্য্যুক্ষণ বলে, অধোমুখ করিয়া জলসেচন করিলে উহাকে অভ্যুক্ষণ বলে।

অন্যভাবে উপস্থাপন করিলে বলিতে হইবে যে কর্মকে যদি লৌকিক ও বৈদিকভেদে সামান্যতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়, তবে বৈদিক কর্ম ক্রত্বর্থ ও পুরুষার্থভেদে দ্বিবিধ। প্রযাজাদিকর্ম ক্রতু বা যাগের স্বরূপ নিষ্পন্ন করে বলিয়া উহারা ক্রত্বর্থ। দর্শপূর্ণমাসাদি পুরুষার্থের অর্থাৎ পুরুষের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের সাধক বলিয়া উহারা পুরুষার্থ। এই ক্রত্বর্থ বা অঙ্গকর্মই সন্নিপত্যোপকারক ও আরাদুপকারকভেদে দ্বিবিধ।

অর্থকর্ম ও গুণকর্ম

বৈদিক কর্মসমূহকে অন্যভাবেও বিভক্ত করা যায়—অর্থকর্ম ও গুণকর্ম। অর্থশ্চ তৎকর্ম চ, এইরূপ কর্মধারয় সমাসে "অর্থকর্ম" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থকর্ম আত্মগত অপূর্বের জনক বলিয়া যেমন অঙ্গিকর্ম হয়, যথা দর্শ ও পূর্ণমাস যাগদ্বয়, সেইরূপ অঙ্গকর্মও হইয়া থাকে, যেমন প্রযাজাদি। উভয়ই আত্মগত অদৃষ্টের জনক। "গুণকর্ম" পদ কর্মধারয়সমাসসিদ্ধ—গুণশ্চ তৎ কর্ম চ ইতি গুণকর্ম। গুণকর্ম দ্রব্যাদিগত সংস্কারের জনক। উভয় কর্মের মধ্যে বিশেষ এইরূপ। অর্থকর্মে অর্থ অর্থাৎ ফলই প্রধান বলিয়া এইরূপ কর্ম নিষ্পন্ন করিতে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই দ্রব্য ক্রিয়াতে অপ্রধান, ক্রিয়াই প্রধান। সুতরাং অর্থকর্মে কর্মের প্রাধান্য, দ্রব্যের অপ্রাধান্য বা গুণত্ব। কিন্তু অবহননাদিরূপ গুণকর্মে অবহননাদি প্রভৃতি ক্রিয়ার জন্যই ব্রীহি প্রভৃতি আনয়ন করা হয় না, কিন্তু ব্রীহ্যাদিগত সংস্কার বা অতিশয় উৎপন্ন করিতেই অবহননাদি ক্রিয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ফলে গুণকর্মে দ্রব্য প্রধান, কর্ম অপ্রধান।

গুণকর্ম চতুর্বিধ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গুণকর্ম সংস্কারের জনক। এক্ষণে এইরূপ সংস্কার উৎপত্তি, আপ্তি (প্রাপ্তি), বিকৃতি ও সংস্কৃতিভেদে চারি প্রকার বলিয়া গুণকর্ম চতুর্বিধ। উহাদের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ।

বেদে বিধি আছে "অগ্নীনাদধীত" (জৈমিনীয় ব্রাঃ ১৷৬১)। গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর দ্বিজাতি বিবাহ করিয়া হবির্যজ্ঞ নামক শ্রৌতযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য সাধারণতঃ পূর্ণিমা বা অমাবস্যারূপ প্রশস্ত তিথিতে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও অগ্নীৎ এই চারিজন ঋত্বিকের সহায়তায় সপত্নীক আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করেন। এইরূপ অগ্নিস্থাপনকে অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয় বলে। মন্ত্রবিশেষের দ্বারা আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নিত্রয়ের উৎপত্তিরূপ আধান কর্ম উক্ত অগ্নিত্রয়ের উৎপত্তির কারণীভূতসংস্কারবিশেষের জনক বলিয়া উহা উৎপত্তিসংস্কারক কর্ম।

বেদে বিহিত হইয়াছে (তৈত্তিঃ আরঃ ২৷১৫), "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।" গুরুর মুখ হইতে বেদশ্রবণপূর্বক যে বেদ-গ্রহণরূপ অধ্যয়নকর্ম, তাহাই আপ্তিসংস্কারক কর্ম। এই অধ্যয়নবিধি পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।

"ব্রীহিনবহন্তি" (আপঃ শ্রৌতঃ ১৷২১৷৭) এইরূপ বিধিবলে ব্রীহিগতবৈতুষ্যরূপবিকৃতির জনক বলিয়া অবহননকর্ম বিকৃতিসংস্কারক কর্ম।

"ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি" (শতপথ ব্রাঃ ১৷৩৷১৷১০) এইরূপ বিধিবলে প্রোক্ষণদ্বারা ব্রীহিতে অতিশয় বা সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায় প্রোক্ষণকর্ম সংস্কৃতিকারক কর্ম। সংস্কার দ্বিবিধ—গুণাধান ও মলাপকর্ষণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যাহা কর্মজন্য হইবে তাহাকে অবশ্যই উৎপাদ্য, আপ্য (প্রাপ্য), বিকার্য্য ও সংস্কার্য্যের অন্যতম হইতে হইবে।

অর্থকর্ম ত্রিবিধ

অর্থকর্মেরও অবান্তরভেদ বিদ্যমান—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। নিষিদ্ধ কর্মের আচরণে ধর্ম বা ইষ্টপ্রাপ্তি না হওয়ায় উহাকে পরিত্যাগ করিয়াই এই স্থলে অর্থকর্মের ত্রৈবিধ্য উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হওয়ায় এক্ষণে কাম্যকর্মের অবান্তরভেদ বলা যাইতেছে।

কাম্যকর্ম ত্রিবিধ

কাম্য কর্ম ত্রিবিধ—কেবল ঐহিকফলক, কেবল আমুষ্মিকফলক এবং ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয়ফলক।

অনাবৃষ্টিজন্য শস্য শুষ্ক হইলে তাৎকালিক বৃষ্টিকামনায় কারীরী যাগের বিধান শাস্ত্রে বর্ত্তমান (মৈত্রাঃ সং ২।৪।৮), "কারীর্যা বৃষ্টিকামো যজেত।" কেহ কালান্তরভাবিবৃষ্টিকামনায় অথবা জন্মান্তরীয় বৃষ্টি কামনায়, কারীরী যাগ করে না। উহা ইহকালেই ফলপ্রদ।

দর্শপূর্ণমাসাদি কর্মজন্য স্বর্গাদিফল পরলোকমাত্রে প্রাপ্তব্য বলিয়া উহা আমুষ্মিকমাত্রফলক ; কারণ স্বর্গাদি সুখভোগের উচিত শরীরাদি ইহলোকে নাই।

ভূতিকাম বা ঐশ্বর্য্যকাম ব্যক্তি বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেতপশু বধ করিবে (তৈত্তিঃ সং ২।১।১), "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ।" এই ভূতি বা ঐশ্বর্য্য ইহলোকে প্রাপ্তব্য। যদি প্রতিবন্ধকবশতঃ ইহলোকে প্রাপ্তি না হয়, তবে উহা পরলোকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উক্ত কর্ম দৃষ্টাদৃষ্টফলক।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় ধর্মাপূর্ববিচার নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ সংযোগ-পৃথক্ত্বন্যায় এবং অদ্বৈতদর্শনে উক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ

মীমাংসাদর্শনের "দধ্যাদের্নিত্য-নৈমিত্তিকোভয়ার্থতাধিকরণে" "একস্য তূভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্" এই জৈমিনীয় সূত্রে (৪।৩।৫) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে একই পদার্থের একাধিক প্রয়োজন নিষ্পাদনে বিধিবাক্যের ভেদই কারণ। সৌত্র "একস্য" পদের অর্থ একটি পদার্থের। "উভয়ত্বে" অর্থাৎ ক্রত্বর্থ ও পুরুষার্থতায়। সংযুজ্যতে তাদর্থ্যেন বোধ্যতে অনেন, এইরূপ করণব্যুৎপত্তিতে সৌত্র "সংযোগ" পদের অর্থ বিধিবাক্য।" "পৃথক্ত্ব" অর্থাৎ ভেদ। প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত এইরূপ।

শ্রুতিমধ্যে অগ্নিহোত্রযাগপ্রকরণে দুইটি বিধিবাক্য পঠিত হইয়াছে—"দধ্না জুহোতি" (মৈত্রায়ণী সং ৪।৭।৭) অর্থাৎ দধিদ্বারা হোম করিবে এবং "দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ" (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২।১।৫।৬) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কামপুরুষ (যিনি ইন্দ্রিয়সমূহের অধিক সামর্থ্য কামনা করিবেন তিনি) দধিদ্বারা হোম করিবেন। প্রথমটি নিত্যকর্মবোধক বিধিবাক্য, দ্বিতীয়টি কাম্যকর্মবোধক বিধিবাক্য। প্রথম স্থলে দধি ক্রত্বর্থ অর্থাৎ দধিদ্বারা হোম করিলে তবে ক্রতু বা যাগ নিষ্পন্ন হইবে, নচেৎ নহে। ক্রতুর শরীর নিষ্পাদক পদার্থমাত্র ক্রত্বর্থ। কিন্তু দ্বিতীয় স্থলে দধি পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের ইন্দ্রিয়সামর্থ্যরূপ প্রয়োজনই নিষ্পন্ন করে। একই দধি-পদার্থ কিরূপে নিত্যকর্ম ও কাম্যকর্ম উভয়ই নিষ্পন্ন করিবে ? উত্তর এই, বিধিবাক্য দুইটির ভেদই একই দধির উভয় প্রয়োজন-নিষ্পত্তির হেতু। অনুরূপভাবে অগ্নীষোমীয় যাগপ্রকরণে পশুবন্ধন বিষয়ে দুইটি বিধিবাক্য শ্রুত হইয়াছে, "খাদিরে বধ্নাতি" (কাঠকসঙ্কলন ১৩৭।৯।১২) অর্থাৎ খদিরকাষ্ঠনির্মিত যূপে (পশুবন্ধনার্থ যজ্ঞস্তম্ভে) পশু বন্ধন করিবে এবং "খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্য্যাৎ" (ষড়্বিংশ ব্রাঃ ৪।৪) অর্থাৎ বীর্য্যকাম (বলকাম) পুরুষ খাদির যূপ নির্মাণ করিবেন। এই দুই প্রকার বিধিবাক্য থাকায় যূপের খাদিরত্ব (খদিরকাষ্ঠনির্মিতত্ব) নিত্য ও কাম্য উভয় কর্মেরই প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিবে। নিত্যকর্মস্থলে ক্রতুর প্রয়োজন (অর্থ) ও কাম্যকর্মস্থলে পুরুষের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে বলিয়া যূপের খাদিরত্ব দধির ন্যায়ই উভয়ার্থক—শাবরভাষ্য ৪।৩।৫ পৃঃ ৫৩৯ = পৃঃ ৬৫, "একস্য উভয়ত্বে নিত্যত্বে নৈমিত্তিকত্বে চ সংযোগ-পৃথক্ত্বং কারণং, তৎ ইহ সংযোগপৃথক্ত্বমস্তি ; একঃ সংযোগঃ 'দধ্না জুহোতি' ইতি, একঃ 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য' ইতি। তথা একঃ 'খাদিরে বধ্নাতি' ইতি, অপরঃ 'খাদিরং বীর্য্যকামস্য' ইতি। তস্মাৎ নিত্যার্থে কাম্যে চ দধি-খাদিরাদি ইতি" এবং ঐ ৪।৩।৭ পৃঃ ৫৪০ = পৃঃ ৬৬, "...তস্মাৎ যদেব নৈমিত্তিকং তদেব নিত্যার্থম্ ইতি।" এইস্থলে "নৈমিত্তিক" পদের অর্থ যে কাম্যকর্ম তাহা ভাষ্যে স্পষ্ট। মীমাংসাদর্শনের উক্ত অধিকরণকেই সংযোগপৃথক্ত্বন্যায় বলা হয় যাহা অন্যান্য সম্প্রদায় স্বীকৃত।

এইরূপ সংযোগ-পৃথক্ত্ব-ন্যায় অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত সম্প্রদায়ের কথা এই যে নিত্যাগ্নিহোত্ররূপ নিত্যকর্ম এবং দর্শপূর্ণমাসাদিরূপ কাম্যকর্ম যেমন স্ব স্ব ফলকামনায় নিযুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ ভিন্ন বিধিবাক্যবলে উক্ত নিত্য ও কাম্যকর্ম বিবিদিষা-কামনাতেও বিনিযুক্ত হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই, "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" (বারাহ শ্রৌঃ সূঃ ১।১।১।৮৬) ইহা যেমন নিত্যকর্মবোধকবিধিবাক্য, "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" (তৈত্তিঃ সং ২।২।৫) ইহা যেমন কাম্যকর্মবোধকবিধিবাক্য, সেইরূপ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন", এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৪।৪।২২) বিবিদিষাবোধকবিধিবাক্য। উক্ত শ্রুতিমধ্যে "যজ্ঞ" পদের সামান্যতঃ প্রয়োগ হওয়ায় বুঝা যায় যে কর্মমাত্রকেই বিবিদিষার উৎপত্তিতে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে। বিধিবাক্যত্রয় ভিন্ন হওয়ায় উহাদের প্রয়োজন বা ফলও ভিন্ন—যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রের ফল প্রত্যবায়-পরিহারাদি, দর্শপূর্ণমাসকাম্যকর্মের ফল স্বর্গ এবং উক্ত কর্মদ্বয়ই বিবিদিষার্থে অনুষ্ঠিত হইলে উহাদের বিবিদিষাই ফল। কর্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও বিধিবাক্যভেদে যে একই কর্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ ও ফল হইতে পারে তাহা ব্রহ্মসূত্রের আশ্রমকর্মাধিকরণের (৩।৪।৩২-৩৫) ভাষ্যে আচার্য্য মীমাংসাতন্ত্রোক্ত সংযোগপৃথক্ত্বন্যায় অবলম্বন করিয়া স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৩৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৯০৫), "...কর্মাভেদেঽপি সংযোগভেদাৎ। নিত্যো হ্যেকঃ সংযোগো যাবজ্জীবাদিবাক্যকল্পিতঃ, ন তস্য বিদ্যাফলত্বম্ ; অনিত্যস্ত্বপরঃ সংযোগঃ 'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি বাক্যকল্পিতঃ, তস্য বিদ্যাফলত্বম্। যথৈকস্যাপি খাদিরত্বস্য নিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থত্বম্, অনিত্যেন সংযোগেন পুরুষার্থত্বম্, তদ্বৎ।" ভাষ্যকার "অনিত্য" পদে কাম্যকর্মমাত্রকে বুঝিয়াছেন, কারণ সকলের যেমন স্বর্গকামনা থাকে না সেইরূপ সকলেরই ব্রহ্মানুভবের কামনা না থাকায় সকলের পক্ষে বিবিদিষার্থে কর্ম অনাবশ্যক ও অননুষ্ঠেয় বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানসাধনানুষ্ঠানবিষয়ককর্মসমূহ নিত্যকর্মের ন্যায় নিয়তপ্রাপ্ত নহে। স্বর্গাদিরূপ কামনা হইতে বিবিদিষা বা ব্রহ্মানুভবের কামনা ভিন্ন করিবার অভিপ্রায়েই অনিত্য কর্ম বলা হয়। বস্তুতঃ বিবিদিষা বা ব্রহ্মানুভবও কামনার বিষয় বা কাম্য (প্রকটার্থবিবরণ ৩।৪।৩২ পৃঃ ৯৭২), "আশ্রমকর্মতয়া নিত্যত্বং, বিদ্যাসাধনতয়া চ অনিত্যত্বমিতি কাম্যত্বম্।" এবং ঐ ৩।৪।৩৪ পৃঃ ৯৭৪-৭৫, "নিত্যান্যেব কর্মাণি মলাপকর্ষণ—গুণাধানলক্ষণসংস্কারদ্বারেণ আত্মজ্ঞানার্থানি ভবন্তি। ···নিত্যানি কর্মাণি স্বতঃ পুণ্যলোকাবাপ্তিফলান্যপি জ্ঞানকামেন অনুষ্ঠীয়মানানি জ্ঞানার্থানি ভবন্তি।"

বস্তুতঃ বৃহদারণ্যকভাষ্যে আচার্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অগ্নিহোত্র বা দর্শপূর্ণমাসাদি কর্মে স্বতঃ নিত্যত্ব বা কাম্যত্ব নাই ; কর্তৃগত স্বর্গাদিকামনাদোষেই কর্মের কামার্থতা। শাস্ত্রে বিধি আছে, এইমাত্র বুদ্ধিতে কেহ কর্মে প্রবৃত্ত হয় না—শাস্ত্র জ্ঞাপকমাত্র, কারক নহে। স্বর্গাদিকামনাদোষযুক্ত পুরুষের জন্য যেমন দর্শপূর্ণমাসাদি কাম্যকর্মসমূহ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের মূলীভূত রাগদ্বেষাদিদোষবিশিষ্ট পুরুষের জন্যই নিত্যকর্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে—(বৃহঃ উপঃ ১।৩।১ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৯), "যথা স্বর্গকামাদিদোষবতো দর্শপৌর্ণমাসাদীনি কাম্যানি কর্মাণি বিহিতানি, তথা সর্বানর্থবীজাবিদ্যাদিদোষবতঃ তজ্জনিতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহার-রাগদ্বেষাদিদোষবতশ্চ তৎ প্রেরিতাবিশেষপ্রবৃত্তেঃ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারার্থিনো নিত্যানি কর্মাণি বিধীয়ন্তে, ন কেবলং শাস্ত্রনিমিত্তান্যেব। ন চ অগ্নিহোত্র-দর্শপৌর্ণমাস-চাতুর্ম্মাস্য-পশুবন্ধ-সোমানাং কর্মণাং স্বতঃ কাম্যনিত্যত্ববিবেকোঽস্তি। কর্তৃগতেন হি স্বর্গাদিকামদোষেণ কামার্থতা, তথা অবিদ্যাদিদোষবতঃ স্বভাবপ্রাপ্তেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারার্থিণঃ তদর্থান্যেব নিত্যানি ইতি যুক্তম্, তং প্রতি বিহিতত্বাৎ।" (আনন্দগিরির টীকা পৃঃ ৯৪ দ্রষ্টব্য) সুতরাং একই যুক্তিবশতঃ বিবিদিষাকাম বা ব্রহ্মবিদ্যাকাম পুরুষের প্রতি "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" বিধি প্রযুক্ত হইবে। অতএব "বিবিদিষাকামো যজ্ঞাদীনি অনুতিষ্ঠেৎ" অথবা "ব্রহ্মানুভবকামো যজ্ঞাদীনানুতিষ্ঠেৎ" এইরূপ বিধি কল্পিত হইবে।

এইস্থলে ভামতী সম্প্রদায় ও বিবরণসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ভামতীসম্প্রদায়মতে "বিবিদিষা" পদের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা হওয়ায় এবং ইচ্ছা বিষয়সৌন্দর্য্যদর্শনলভ্য বলিয়া, বিশেষতঃ যজ্ঞের ফল হওয়ায়, বিধেয় হইতে পারে না, বিবিদিষার সাধন যজ্ঞাদিই বিধেয়, যদিও "যজ্ঞেন" পদে তৃতীয়া বিভক্তিমাত্রশ্রুত, বিধিবোধক কোন প্রত্যয় শ্রুত নহে। কিরূপে "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" এই শ্রুতিরূপ

লিঙ্গপ্রমাণ ব্যর্থ হইয়া যাইবার ভয়ে "বিবিধিষন্তি" পদে লেটলকার (বিধিবোধক পঞ্চম লকার যাহার রূপ লট্-প্রত্যয়ের ন্যায় হইয়া থাকে) বোধিতবিধিকে বিবিদিষাররূপ ফল হইতে উত্তোলন করিয়া কর্মকাণ্ডে সিদ্ধ যজ্ঞাদিতে সংক্রমণ করিতে হইবে এবং পূর্বসিদ্ধ (অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে জ্ঞাপিত) যজ্ঞাদিকেই (যাহা বিবিদিষাবাক্যে অনূদিত হইয়াছে) বিবিদিষার উৎপত্তিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে তাহার জন্য অমলানন্দের কল্পতরু (৩।৪।৮ম অধিঃ) এবং শাস্ত্রদর্পণ (৩।৪।৮ম অধিঃ বিশেষতঃ পৃঃ ৩১০) দ্রষ্টব্য। কিন্তু আচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের সর্বাপেক্ষাধিকরণভাষ্যে, বিশেষতঃ ৩।৪।২৭ সূত্রভাষ্যে (পৃঃ ৮৯৯-৯০০) "বিবিদিষন্তি" যে বিধিরূপ তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার শমদমাদিরূপ অন্তরঙ্গসাধনসমূহের ন্যায় যজ্ঞাদি প্রভৃতি সমস্ত আশ্রমকর্মরূপ বহিরঙ্গসাধন যে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতেও অপেক্ষিত তাহাও অসংখ্যস্থলে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৭ পৃঃ ৯০০, ৩।৪।৩৩-৩৪ পৃঃ ৯০৪-৬ ইত্যাদি) বলিয়াছেন। আচার্যকে অনুসরণ করিয়া বিবরণকার সংস্কার পক্ষ, বিবিদিষাপক্ষ ও বিদ্যাপক্ষের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই বিচার এইরূপ বিশাল ও গভীর (বিবরণ ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬৮২-৯২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫৩৯-৪৭) যে তাহার ব্যাখ্যার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। মীমাংসাদর্শনের "মাসাগ্নিহোত্রাদীনাং ক্রত্বন্তরতাধিকরণে" (২।৩।২৪ "প্রকরণান্তরে প্রয়োজনান্যত্বম্") প্রকরণভেদে কর্মভেদ সিদ্ধ হইলেও নিত্য ও কাম্যবিধিবাক্যে শ্রুত যজ্ঞাদি হইতে ভিন্ন কোন যজ্ঞাদি কর্ম বিবিদিষাবাক্যে কেন বিহিত নহে, তাহার জন্য পরিমল ও কল্পতরুসহ ভামতী ৩।৪।৩৪ পৃঃ ৯০৫-৬ ও শাস্ত্রদর্পণ ৩।৪।৮ম অধিঃ পৃঃ ৩১০ দ্রষ্টব্য। আরও জ্ঞাতব্য, স্বর্গকাম ব্যক্তি একবারমাত্র অগ্নিহোত্রযাগের অনুষ্ঠান করিলে যেমন কাম্য-প্রয়োগ ও নিত্য-প্রয়োগ উভয় প্রয়োগের প্রয়োজনই বিধিবলে সিদ্ধ হয়, স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য একবার অগ্নিহোত্রকর্মের অনুষ্ঠান এবং প্রত্যবায়-পরিহারাদির জন্য আর একবার অগ্নিহোত্রকর্মানুষ্ঠান করিতে হয় না, সেইরূপ একবারমাত্র অগ্নিহোত্রকর্মানুষ্ঠান করিলেই বিবিদিষাকাম পুরুষের বিবিদিষা ও প্রত্যবায়পরিহারাদি উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে, দুইবার কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। এইরূপ প্রয়োগকে তন্ত্র-প্রয়োগ বলে। যাহা একবার প্রবৃত্ত হইয়া অনেকের উপকার করে তাহাকে তন্ত্র বলে। তনু বিস্তারে এই ধাতুপাঠ অনুসারে তন্ত্রের লক্ষণ এইরূপ—"তন্ত্যতে বিস্তার্যতে বহূনামুপকারো যেন সকৃৎ প্রবর্তিতেন তদিদং তন্ত্রম্।" যেমন, ভোজনে উপবিষ্ট বহু ব্রাহ্মণের মধ্যে রক্ষিত একটি প্রদীপ সকলের উপকার করিয়া তন্ত্র। ঐরূপ প্রবৃত্তি বা উপকারিতার নাম তন্ত্রতা। যাহা আবৃত্তি বা একাধিকবার প্রয়োগ দ্বারা অনেকের উপকার করে, তাহাকে আবাপ বলে। যেমন, প্রতি ব্রাহ্মণের অনুলেপন ও ভোজন। যাহা একের উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া অন্যেরও উপকার সাধন করে, তাহাকে প্রসঙ্গ বলে। যেমন গৃহস্থের উদ্দেশে প্রজ্বলিত প্রদীপ পথ অলোকিত করিয়া পথিকেরও উপকার সাধন করিয়া থাকে। মীমাংসাদর্শনের একাদশ অধ্যায়ে তন্ত্র ও দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রসঙ্গ বিচারিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ১১।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৬৪৭ ও ১২।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৬৮৫।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় ধর্মাপূর্ববিচার নামক প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিধিবিচার

উপরি উক্ত আলোচনায় একাধিকবার "বিধি" ও "নিষেধ" শব্দ দুইটি প্রযুক্ত হইয়াছে। উহাদের স্বরূপাদি জানিতে হইলে বেদের অন্যপ্রকার বিভাগ বুঝা প্রয়োজন। সমগ্র বেদে পঞ্চপ্রকার বাক্য দৃষ্ট হয়—বিধি, নিষেধ, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়। মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে বিধি ও নিষেধ, দ্বিতীয়পাদে অর্থবাদ, তৃতীয়পাদে মন্ত্র ও চতুর্থপাদে নামধেয় বিচারিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মন্ত্র পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে বিধি ও অর্থবাদই প্রধানতঃ আলোচিত হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অপৌরুষেয় বেদ হইতে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় জানা যায়। সুতরাং প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রমিত (অজ্ঞাত) প্রয়োজনবিশিষ্ট অর্থের জ্ঞানোদ্দেশেই বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য। ফলে বেদের অন্তর্গত বিধিও সপ্রয়োজন—বিধিঃ প্রয়োজনবদর্থবিধানেনার্থবান্। স্বর্গাদিরূপ ফলই প্রয়োজন, যাগাদিই সেই প্রয়োজনবান্ এবং বিধি সেই যাগাদিবিধানের দ্বারাই অর্থবান্ বা প্রয়োজনবিশিষ্ট। বলা বাহুল্য, বিধি প্রমাণান্তরদ্বারা অপ্রাপ্ত অর্থেরই বিধান করিয়া থাকে। এক্ষণে (তাণ্ড্য ব্রাঃ ১৬।১৫।৫) "স্বর্গকামো যজেত" এইরূপ অতি প্রসিদ্ধ বৈদিকবিধিবাক্য গ্রহণ করিয়া বিধিবাক্যের বিধায়কত্বপ্রকার অর্থাৎ কি প্রকারে বিধিবাক্য বিধানের জনক হইয়া থাকে, তাহা বিচার করা যাইতেছে।

"স্বর্গকামো যজেত" (স্বর্গকামব্যক্তি যাগ করিবে), এই বাক্যে স্বর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রুতি স্বর্গকামব্যক্তির প্রতি যাগের বিধান করিতেছেন বলিয়া উহাকে বিধিবাক্য বলা হয়। বৈয়াকরণসম্প্রদায়মতে এই বাক্যের অন্তর্গত "যজেত" একটি পদ। কারণ তাঁহাদের মতে যাহা সুবন্ত বা তিঙন্ত, তাহাই পদ (পাঃ সূঃ ১।৪।১৪) "সুপ্তিঙন্তং পদম্।"[১] কিন্তু মীমাংসা সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে যাহা শক্তিবিশিষ্ট তাহাই পদ। এইজন্য "ঘটং পশ্য" এই বাক্যের অন্তর্গত "ঘটম্" একটি পদ নহে, উহা দুইটি পদের মিলিত রূপ। কারণ "ঘট" পদের ঘটত্ব অর্থে শক্তি থাকায় উহা একটি পদ এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের বোধক "অম্" বিভক্তির কর্মত্ব অর্থে শক্তি থাকায় "অম্"-ও আর একটি পদ। সুতরাং প্রকৃতি একটি পদ এবং প্রত্যয়ও একটি পদ। এই দৃষ্টিতে উপরি উক্ত বিধিবাক্যের অন্তর্গত বিধিবোধক "যজেত"[২] শব্দও দুইটি পদের সমষ্টি—যজ ধাতু ও ঈত প্রত্যয়। পাণিনীয়ব্যাকরণেলট্, লিট্, লুট্, লৃট্, লেট্, লোট্, লঙ্, লিঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ এই দশ লকারকে[৩] আখ্যাত বলে। আখ্যাতত্ব ইহাদের সামান্য ধর্ম। কিন্তু ইহাদের প্রতিটির মধ্যে একটি বিশেষ ধর্মও আছে বলিয়া লিঙে কেবল লিঙ্ত্বই থাকে, অন্য লকারের বিশেষ ধর্ম থাকে না। এই দশ লকারের মধ্যে পঞ্চম স্থানবর্ত্তী লেট্লকার কেবল

১ বৈয়াকরণসম্প্রদায় প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্যন্ত বিভক্তির নাম দিয়াছেন সুপ্, কারণ প্রথমার একবচনের "সু" ও সপ্তমীর বহুবচনের "সুপ্"-এর "প্" এই দুই বর্ণ লইয়া "সুপ্" প্রত্যাহার (ক্রমবিশিষ্ট বর্ণসমূহের সংক্ষেপোক্তি) হইয়াছে। প্রাতিপদিকের অন্তে "সুপ্" যুক্ত হইলেই তবে সাধু পদ গঠিত হয় বলিয়া ঐরূপ পদকে সুবন্ত বলে। ধাতুর উত্তর তি প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত হওয়ায় ঐরূপ পদকে তিঙন্ত বলে। ক্রিয়াবাচক প্রকৃতিকে ধাতু বলে এবং বিভক্তিসমূহকে প্রত্যয় বলা হয়। বলা বাহুল্য, প্রকৃতি দুই প্রকার—প্রাতিপদিক ও ধাতু।

২ বিধিবাক্যের অন্তর্গত পদমাত্রই বিধায়ক নহে বলিয়া স্বর্গ অথবা স্বর্গকামনা অথবা স্বর্গকামব্যক্তি কেহই বিধেয় নহে। কৃতিসাধ্য যাগই বিধেয়।

৩ প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণ "ল" হওয়ায় উহাদের লকার বলে। লট্ হইতে লৃঙ্ পর্যন্ত যে ক্রমে ইহাদের উপস্থাপন করা হইয়াছে সেই ক্রমের একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রুতিমধ্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহাকে পঞ্চম লকার বা বৈদিক লকারও বলা হয়। উহার রূপ লটের ন্যায় হইলেও সাধারণতঃ বিধি বুঝাইতেই উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে,—যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতি" (তৈত্তিঃ সংঃ ১।৫।৯।১) এই বিধিবাক্যে "জুহোতি" ও "পচতি" পদ দুইটিতে লেট্ লকার প্রযুক্ত হইয়াছে—"জুহয়াৎ" ও "পচেৎ" বলিলে যে অর্থ প্রকাশিত হয়, উহাদের অর্থ তাহাই অর্থাৎ বিধি।[8] লেট্ লকার ব্যতীতও লোট্ ও লিঙ্ প্রয়োগের দ্বারাও বিধি বুঝানো হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ প্রভৃতি কৃৎ প্রত্যয়ের (ধাতুর উত্তরই কৃৎ প্রত্যয় হয়) দ্বারাও বিধি বুঝানো হয়। প্রশ্ন, প্রার্থনা, সম্ভাবনা ইত্যাদি বুঝাইতে বিধিলিঙের প্রয়োগ হইলেও "যজেত" স্থলে বিধিই বক্তব্য। মীমাংসাশাস্ত্রে বিধি বুঝাইতে "চোদনা" ও "উপদেশ" শব্দ দুইটিও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, "চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ।" ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্যই "চোদনা" শব্দের অর্থ।[৫] এক্ষণে চোদনা বা বিধি কিরূপে পুরুষকে ক্রিয়া করিতে প্রবর্তিত করিয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

উপরি উক্ত অলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে যাগার্থক যজ্ ধাতুর উত্তর যে "ঈত" প্রত্যয় করা হইয়াছে। ঐ প্রত্যয়ে দুইটি ধর্ম আছে—দশ লকার সাধারণ আখ্যাতত্বরূপ ব্যাপক ধর্ম ও লিঙ্ত্বরূপ অসাধারণ ব্যাপ্য ধর্ম। সুতরাং লিঙ্প্রত্যয় আখ্যাতত্বধর্মাবচ্ছিন্ন এবং লিঙ্ত্বধর্মাবচ্ছিন্ন হইতে পারে। আখ্যাতত্বধর্মাবচ্ছেদে লিঙ্প্রত্যয় আর্থী ভাবনা ও লিঙ্ত্বধর্মাবচ্ছেদে লিঙ্প্রত্যয় শাব্দী ভাবনা প্রতিপাদন করে বলিয়া মীমাংসাসিদ্ধান্তে শাব্দভাবনা ও অর্থভাবনাভেদে ভাবনা দ্বিবিধ। ভূ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন "ভাবনা" পদের অর্থ উৎপাদনা। উভয় ভাবনার সামান্য লক্ষণ এইরূপ—ভবিতুর্ভবনানুকূলো ভাবয়িতুর্ব্যাপারবিশেষঃ ভাবনা। "ভবিতুঃ" অর্থাৎ উৎপদ্যমান বস্তুর, "ভবন" অর্থাৎ উৎপত্তির অনুকূল, "ভাবয়িতুঃ" অর্থাৎ ভাবক বা উৎপাদনকর্তার ব্যাপার-বিশেষই ভাবনা। এইস্থলে উৎপদ্যমান বস্তু বলিতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম ইত্যাদি বোদ্ধব্য। এক্ষণে ভাবয়িতা বা উৎপাদন-কর্ত্তৃবিষয়ে মীমাংসাসম্প্রদায়ের বিশেষ কথা জানা প্রয়োজন। লৌকিক বিধিবাক্যস্থলে প্রযোজকপুরুষই ভাবয়িতা বা ভাবক হইয়া থাকে এবং উক্ত পুরুষের ইচ্ছাই প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনা। যেমন "ঘটমানয়" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যপুরুষ মনে করে "প্রযোজক পুরুষের ইচ্ছা এই যে আমি ঘটটি লইয়া আসি।" তখন প্রযোজ্য পুরুষে ঘটানয়নের অনুকূল কৃতি বা প্রযত্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু বৈদিকবাক্যস্থলে কোন প্রবর্ত্তক পুরুষ না থাকায় মীমাংসা সিদ্ধান্তে লিঙ্ প্রভৃতির এমন শক্তি আছে যে বেদোক্ত লিঙাদি শব্দ শ্রবণ করিয়া (বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী) পুরুষের যাগাদিকর্মে মানসিক প্রবৃত্তি বা কৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে লৌকিক বিধিবাক্যস্থলে প্রযোজক পুরুষ যেমন ভাবয়িতা হয়, সেইরূপ বৈদিক বিধিবাক্যস্থলে বিধির অধীন প্রযোজ্য পুরুষ মনে করে "শ্রুতি আমাকে যাগাদি কর্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন," ফলে বৈদিক শব্দই ভাবয়িতা বা উৎপাদনকর্তা হইয়া থাকে। বৈদিকশব্দনিষ্ঠ ঐরূপ শক্তিকে শব্দগতভাবনা বা শাব্দী ভাবনা বা মুখ্যার্থবোধক অভিধা বলে। পুরুষ-প্রযত্ন উৎপন্ন করে বলিয়া উহাকে ভাবনা বলে—পুরুষপ্রবৃত্তিং ভাবয়তি উৎপাদয়তি ইতি ভাবনা এবং উহা শব্দনিষ্ঠ বলিয়া শাব্দী ভাবনা—অধিকারিপুরুষপ্রযত্নানুকূলো ভাবয়িতুর্ব্যাপারবিশেষঃ শব্দভাবনা। এই শব্দভাবনারই অপর নাম প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনা বা বিধি এবং উহাই লিঙাদি শব্দের বাচ্যার্থ। ভাবনা যে লিঙাদির বাচ্য, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? বর্ণময় পদসমূহের বাগিন্দ্রিয় নাই

৪ ছন্দসি কালানিয়মাৎ অর্থাৎ বেদে কাল নিয়ম না থাকায় শ্রুতি "জুহোতি" বা "পচতি" পদের দ্বারা বর্ত্তমান কাল বুঝাইতেছেন না। সুতরাং লট্রূপ আখ্যাতের বর্ত্তমানত্ব অর্থ বিবক্ষিত নহে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে ঐ স্থলে লেট্ লকার প্রযুক্ত হইয়াছে।

৫ শাবরভাষ্য ১।১।২ পৃঃ ৪ "চোদনা ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনমাহুঃ।" শ্লোঃ বাঃ চোদনা-সূত্র শ্লোঃ ২১০–১১, পৃঃ ১১১, "প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা যা শব্দশ্রবণেন ধীঃ॥ সা চোদনেতি সামান্যং লক্ষণং হৃদয়ে স্থিতম্।" সুতরাং ভাষ্যোক্ত প্রবর্ত্তক শব্দ নিবর্ত্তকেরও উপলক্ষক বা একই যুক্তিতে শ্লোকবার্ত্তিকের "বিধি" পদ নিষেধেরও উপলক্ষক। অদ্বৈতদৃষ্টিতে "চুদ প্রেরণে" (পঞ্চপাদিকা মেট্রোঃ পৃঃ ৫৭৪ = মাদ্রাজ পৃঃ ২০৬) এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে কর্মে, উপাসনায় ও জ্ঞানসাধনে প্রেরণ করে বলিয়া বেদের অপর নাম চোদনা।

৬ "যজেত" ক্রিয়াপদে যেমন পৌর্বাপর্য্যে অংশদ্বয় (পূর্বে প্রকৃত্যংশ ও পরে প্রত্যয়াংশ) রহিয়াছে, সেইরূপ কিন্তু প্রত্যয়ে স্বরূপতঃ অংশদ্বয় নাই, কিন্তু ধর্মতঃ অংশদ্বয় বিদ্যমান। প্রথম "অংশদ্বয়" পদের অর্থ শক্তশব্দদ্বয় এবং দ্বিতীয় "অংশদ্বয়" পদের অর্থ শক্যতাবচ্ছেদকদ্বয়।

যাহাতে তাহারা "অয়ং গৌঃ", "অয়মশ্বঃ" ইত্যাদি বলিতে পারিবে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যে-পদ শ্রবণের অনন্তর যে-অর্থ অন্যতঃ অনুপদিষ্ট হইয়াও নিয়ত বা অব্যভিচারে প্রতীত হইয়া থাকে, সেই অর্থই সেই পদের বাচ্য, ইহা বলা হইয়া থাকে। যেমন "গো" পদশ্রবণের পর গোত্ব জাতির নিয়মতঃ প্রতীতি হওয়ায় বুঝা যায় যে গোত্ব "গো" পদের বাচ্য।[7] এইরূপভাবে লিঙ্ শ্রবণে "অয়ং মাং প্রবর্ত্তয়তি, মৎপ্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারবানয়ম্" ইত্যাকার প্রতীতি নিয়মতঃ উৎপন্ন হওয়ায় এবং "সপ্তদ্বীপা চ বসুমতী" ইত্যাদি লিঙাদিবিহীনবাক্যশ্রবণে পুরুষের ঐরূপ প্রতীতি না হওয়ায় বুঝা যায় যে ভাবনাখ্য প্রবর্ত্তনা বা প্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারই লিঙাদির বাচ্য। উক্ত "অয়ং" পদে বৈদিক বাক্যস্থলে "অয়ং লিঙাদিশব্দঃ" বুঝিতে হইবে, কিন্তু লৌকিক বাক্যস্থলে উক্ত "অয়ম্" পদে "অয়ং পুরুষঃ" বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রেরণাখ্য শব্দভাবনা থাকিলে বৈদিক কর্মে পুরুষের প্রযত্ন উৎপন্ন হয়, না থাকিলে হয় না, এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেকবলে বুঝা যায় যে শব্দভাবনা পুরুষপ্রযত্নের জনক। একই "ঈত" প্রত্যয় লিঙ্ত্বাবচ্ছেদে শাব্দী ভাবনার ও আখ্যাতত্বাবচ্ছেদে আর্থী ভাবনার বাচক।[8] লৌকিকস্থলে ঘটানয়নাদিবিষয়ক প্রবৃত্তির অনুকূল প্রেরণাখ্য ব্যাপার প্রয়োক্তৃপুরুষগত অভিপ্রায়বিশেষ এবং বেদে প্রয়োক্তৃপুরুষ না থাকায় যাগাদির সম্পাদনানুকূল প্রেরণাখ্য ব্যাপার লিঙাদিশব্দনিষ্ঠ, ইহাই মীমাংসাসম্প্রদায়ের বিশেষ কথা। এইজন্য লৌকিকপ্রবর্ত্তনাবিশেষ পুরুষনিষ্ঠ বলিয়া শব্দনিষ্ঠ না হওয়ায় উহা শব্দভাবনা নহে। বস্তুতঃ, লাঘবতর্কানুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে লৌকিক ও বৈদিক উভয়স্থলেই ভাবনাখ্যব্যাপার শব্দনিষ্ঠই। লিঙাদিশব্দব্যতিরেকে পুরুষের অভিপ্রায়ও নিশ্চয় করা যায় না। বিশেষতঃ বৈদিক স্থলের ন্যায় লৌকিকস্থলেও লিঙাদির সহিত অন্বয়ব্যতিরেক বিদ্যমান, অন্যথা লৌকিক লিঙের প্রবর্ত্তকত্বই ব্যাহত হইয়া পড়িবে। অভিধাত্মিকা ভাবনা লিঙাদিশব্দনিষ্ঠই বলিয়া উহাকে শাব্দী ভাবনা বলা হয়; উহা পুরুষনিষ্ঠ হইলে "শব্দভাবনা" এইরূপ ব্যপদেশই অনুপপন্ন হইয়া যাইবে।

এক্ষণে দেখা যায় যে কৃ ধাতুর সমানার্থক ভাবনা সকর্মক বলিয়া উহার কর্মের আকাঙ্ক্ষা হয়—কিং ভাবয়েৎ? ভাবনার যাহা কর্ম তাহাকে ভাব্য বলে। তাহার পর করণের আকাঙ্ক্ষা হয়—কেন ভাবয়েৎ? ভাব্য উৎপাদ্য বস্তু বলিয়া উহার অসাধারণ সাধনের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। অতঃপর ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা হয়—কথং ভাবয়েৎ? "ইতি" পদের অর্থ প্রকর্ষ বা বিশেষ—ইতি কর্ত্তব্যং যস্যাঃ সা ইতিকর্ত্তব্যা, তস্যাঃ ভাবঃ ধর্মঃ ইতিকর্ত্তব্যতা। অতএব "ইতিকর্ত্তব্যতা" পদের অর্থ কর্ত্তব্যবিশেষ বা করণ ও কার্য্যের মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার যাহাকে অবান্তর (মধ্যবর্ত্তী) ব্যাপার বলে।[9] মীমাংসাসিদ্ধান্তে শাব্দী ভাবনার কর্ম বা ভাব্য পুরুষপ্রযত্নরূপ অর্থভাবনা, লিঙাদির জ্ঞানই করণ এবং অর্থবাদবাক্যের প্রাশস্ত্যরূপ লাক্ষণিক অর্থের জ্ঞানই ইতিকর্ত্তব্যতা।[10] সুতরাং বলা যাইতে পারে, লিঙাদিজ্ঞানকরণিকা প্রাশস্ত্যজ্ঞানেতিকর্ত্তব্যতাকা অর্থভাবনাভাব্যিকা শব্দভাবনা। এই শব্দভাবনাই লিঙ্ত্বাংশের দ্বারা[11] প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই স্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে "বিধি" পদের ইষ্টসাধনত্ব অর্থ নহে। তাহা হইলে "ইষ্টসাধন" ও "বিধি" পদ দুইটি পর্য্যায় শব্দ হইত। কিন্তু পর্য্যায়শব্দসমূহের

৭ শব্দ নিয়মতঃ সর্বপ্রথম শক্যার্থকেই বুদ্ধিতে উপস্থিত করে।

৮ তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।১ পৃঃ ৩৪৪ = পৃঃ ২৬৫-৬৬, "অভিধাভাবনামাহুরন্যামেব লিঙাদয়ঃ। অর্থাত্মভাবনা ত্বন্যা সর্বাখ্যাতেষু গম্যতে ॥...অর্থাত্মিকায়াং ভাবনায়াং লিঙাদিশব্দানাং যঃ পুরুষং প্রতি প্রয়োজকব্যাপারঃ, সা দ্বিতীয়া শব্দধর্মোঽভিধাত্মিকা ভাবনা বিধিরুচ্যতে।"

৯ শাবরভাষ্য ১।১।৩২ পৃঃ ৪২ = পৃঃ ১০৩, "...বিনিযুক্তং হি দৃশ্যতে পরস্পরেণ সম্বন্ধার্থম্। কথম্? জ্যোতিষ্টোমঃ ইত্যভিধায় কর্ত্তব্যঃ ইত্যুচ্যতে। কেন? ইত্যাকাঙ্ক্ষিতে সোমেন ইতি। কিমর্থম্? ইতি, স্বর্গায় ইতি। কথমিতি? ইত্থম্, অনয়া ইতিকর্ত্তব্যতয়া ইতি।" ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ৩৪, "...লৌকিকবিধিবাক্যবৎ ভাব্যকরণেতিকর্ত্তব্যতারূপৈঃ ত্রিভিঃ অংশৈঃ উপেতায়া ভাবনায়া অবগমাৎ। লোকে হি 'ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ' ইতি বিধৌ কিংকেন কথম্ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৃপ্তিমুদ্দিশ্য ওদনেন দ্রব্যেণ শাকসূপাদিপরিবেষণপ্রকারেণ ইতি যথা উচ্যতে, তথা জ্যোতিষ্টোমবিধৌ অপি স্বর্গমুদ্দিশ্য, সোমেন দ্রব্যেণ দীক্ষণীয়াদ্যঙ্গোপকারপ্রকারেণ ইত্যুক্তেঃ...।"

১০ অর্থবাদ আলোচনাকালে এইরূপ কথার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে।

১১ অর্থাৎ লিঙ্ত্বরূপশক্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নরূপে।

সহপ্রয়োগ হয় না অথচ উহাদের সহপ্রয়োগ সম্ভব,—"সন্ধ্যোপাসনং তে ইষ্টসাধনং, তস্মাৎ তৎ ত্বং কুরু", অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনা তোমার ইষ্টসাধন, অতএব তুমি তাহা কর"—এই বাক্যে উভয়ই বিদ্যমান। বিধি যদি ইষ্টসাধনত্বরূপই হয় তবে পূর্ববাক্যেই বিধি উক্ত হওয়ায় পরবর্তী বাক্য পুনরুক্তিই বলিতে হইবে, যেহেতু বিধি অর্থেই "কুরু" পদে লোট্ বিভক্তি হইয়াছে। নিষ্প্রয়োজন পুনঃ কথনই পুনরুক্তি এবং উহা নিষ্প্রয়োজন হওয়ায় দোষের। পুনরুক্তি আবার দ্বিবিধ—শব্দপুনরুক্তি ও অর্থপুনরুক্তি। আলোচ্যস্থলে শব্দপুনরুক্তি না হইলেও অর্থপুনরুক্তি হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সপ্রয়োজন পুনঃকথনকে অনুবাদ বলে; সপ্রয়োজন বলিয়া উহা দোষের নহে। পরে ইহা বুঝা যাইবে। যাহা হউক, "বিধি" শব্দের ইষ্টসাধনত্ব অর্থ না হইলেও বিধিবলে ইষ্টসাধনত্ব অনুমান বা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, যেহেতু প্রামাণিক পুরুষ এবং বেদ ইষ্টসাধনেই প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রমাণান্তরের দ্বারাই যদি ইষ্টসাধনত্বের জ্ঞান হয়, তবে উহা শব্দার্থ হইবে না, কারণ প্রমাণান্তরলভ্য অর্থ শব্দার্থ নহে—অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ, এইরূপ শাব্দন্যায় সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং ইষ্টসাধনত্ব শব্দার্থ নহে, উহা আর্থিকার্থ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে শাব্দী ভাবনা সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতারূপ অংশত্রয়কে অপেক্ষা করে, কারণ কেবল ভাবনার সহিত কাহারও অন্বয় না হওয়ায় উহা সাকাঙ্ক্ষ। যেমন "কুরু" ইহা শ্রবণ করিলে প্রথমে "কিং কুর্য্যাৎ?" পরে "কেন কুর্য্যাৎ?" এবং পরিশেষে "কথং কুর্য্যাৎ?" এই তিন প্রকার আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, সেইরূপ লিঙাদিশ্রবণজন্য পুরুষের চিত্তে যে শাব্দী ভাবনা উপস্থিত হয় তাহারও প্রথমে সাধ্যাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়—কিং ভাবয়েৎ? সাধ্যবিষয়ক আকাঙ্ক্ষাই প্রধান হওয়ায় সাধ্যাকাঙ্ক্ষার প্রাথম্যই স্বীকার্য্য। সাধ্যই অজ্ঞাত থাকিলে সাধনাকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না, ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধিতে আরও দূরবর্ত্তী। অতঃপর ভাবনার সাধনাকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে—কেন ভাবয়েৎ? সর্বশেষে ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, কারণ, ইতিকর্ত্তব্যতা বা অবান্তর ব্যাপার সাধনের সাধ্যোৎপত্তিতে উপকারক বলিয়া উহা নিয়মতঃ সাধন বিষয়ক—কথং ভাবয়েৎ? এইরূপে শব্দভাবনার অংশত্রয়ের পৌর্বাপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, শাব্দী ভাবনার সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা কি?

উত্তরে ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে পুরুষপ্রযত্নরূপ আর্থী ভাবনাই শাব্দী ভাবনার সাধ্য, ভাবনার কর্ম বা ভাব্য। অর্থ্যতে প্রার্থ্যতে পুরুষৈঃ ইতি অর্থঃ, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে "অর্থ" পদের অর্থ ফল; সেই ফলের প্রযোজক বলিয়া ঐরূপ ভাবনা আর্থী অর্থাৎপুরুষপ্রবৃত্তি। অথবা, অর্থ্যতে প্রার্থ্যতে ফলং যেন ইতি অর্থঃ, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে "অর্থ" শব্দের অর্থ পুরুষ; তদ্‌গত হওয়ায় উক্ত ভাবনা আর্থী। আর্থী ভাবনা যে পুরুষপ্রযত্নবিশেষ তাহা এইভাবে বুঝিতে হইবে। যাগাদি শরীরেন্দ্রিয়সাধ্য বাহ্যব্যাপারবিশেষ। মন শরীরেন্দ্রিয়াদির প্রেরক। কিন্তু নির্ব্যাপার মন প্রেরক হইতে পারে না, যেমন সুষুপ্তিকালে মন প্রেরক হয় না। সুতরাং শরীরেন্দ্রিয়সাধ্য যাগরূপবাহ্যব্যাপারের পূর্বে মনের কোনও ব্যাপারবিশেষ অবশ্যই স্বীকার্য্য। ঐরূপ ব্যাপার বিশেষই মনোনিষ্ঠ যত্ন—"যতী প্রযত্নে" এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে এই ব্যাপারবিশেষই যতধাতুর অর্থ।

প্রশ্ন হইতে পারে, "স্বর্গকামো যজেত" এই বিধিবাক্যের অন্তর্গত "স্বর্গ" পদোপস্থাপ্য সুখবিশেষও শাব্দীভাবনার সাধ্য হইতে পারে; তাহা হইলে স্বর্গরূপ সুখবিশেষকে পরিত্যাগ করিয়া আর্থী ভাবনাই বা সাধ্যরূপে শাব্দী ভাবনার সহিত অন্বিত বা সম্বদ্ধ হইবে কেন? অথবা, স্বর্গ যদি ভিন্নপদোপস্থাপ্য বলিয়া বুদ্ধিতে দূরবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে সন্নিহিত প্রকৃত্যর্থ যাগের সহিতই শাব্দী ভাবনার অন্বয় হউক্—অর্থাৎ যজ ধাতুরূপ প্রকৃতির অর্থ যে যাগ, তাহাই শাব্দী ভাবনার সাধ্য হউক্।

উত্তর এই, যজ ধাতুর উত্তর যে "ঈত" প্রত্যয় হইয়াছে সেই "ঈত" রূপ একটি পদের দ্বারাই আর্থী ভাবনাও উপস্থিত হওয়ায় প্রকৃত্যর্থ অপেক্ষা আখ্যাতলভ্য আর্থী ভাবনা সন্নিহিততর। বস্তুতঃ প্রকৃতিও আখ্যাত হইতে ভিন্ন পদ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি আখ্যাত হইতে ভিন্ন পদ বলিয়া প্রকৃত্যর্থযাগ ভিন্নপদোপস্থাপ্য হওয়ায় উহাও আখ্যাতলভ্য আর্থী ভাবনা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী। ফলে আর্থী ভাবনা ও শাব্দী ভাবনা উভয়ই প্রত্যয়রূপ একপদোপস্থাপ্য বলিয়া সন্নিধিবশতঃ আর্থী ভাবনাই শাব্দী

ভাবনার ভাব্যরূপে অন্বিত, অসন্নিহিত যাগ নহে। যেমন "পশুনা যজেত" এই বিধিবাক্যে "পশুনা" এইরূপ তৃতীয়াবিভক্তিপ্রত্যয়যুক্ত শব্দ শ্রবণ করিলে প্রত্যয়বলেই করণত্বরূপ অর্থ যেমন প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ পুংস্ত্ব ও একত্বও প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এইজন্য উক্ত তৃতীয়াবিভক্তিরূপ প্রত্যয় নিজের দুইটি প্রতিপাদ্য পুংস্ত্ব ও একত্বের সহিত নিজেরই প্রতিপাদ্যান্তর করণত্বরূপ অর্থের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকে। এই কারণেই "পশুনা যজেত" এই বিধিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে যাগীয় পশুটি পুরুষ ও এক হইবে, অন্যথা কর্মবৈগুণ্য অবশ্যম্ভাবী। অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে যজ্‌ধাতুর উত্তর যে "ঈত" প্রত্যয় করা হইয়াছে সেই "ঈত" প্রত্যয়রূপ সমানাভিধানশ্রুতি স্বপ্রতিপাদ্য শব্দভাবনাতে সাধ্যরূপে স্বপ্রতিপাদ্যান্তর অর্থভাবনার সম্বন্ধের বোধক। পুরুষপ্রযত্নরূপ অর্থভাবনা শব্দভাবনার সাধ্য হওয়ায় অর্থভাবনা ঐরূপ সম্বন্ধের যোগ্যই। স্বর্গ আর্থী ভাবনার ভাব্য, শাব্দী ভাবনার নহে, ইহা পরে বুঝা যাইবে।

আপত্তি হইবে, "ঈত" প্রত্যয়ের দ্বারা যেমন ভাবনা উপস্থিত হয়, সেইরূপ একত্বও প্রতিপাদিত হওয়ায় উহাও সমানাভিধানশ্রুতিবলে শাব্দী ভাবনার ভাব্য হউক্।

উত্তর এই, "ঈত" রূপ লিঙ্ প্রত্যয়ের দ্বারা কর্তৃগত একত্ব সংখ্যা প্রভৃতি বোধ্য হইলেও উহা শাব্দীভাবনার সাধ্যই নহে, যেহেতু লিঙ্‌নিষ্ঠ অভিধাশক্তি যাগকর্তায় একত্ব সংখ্যা উৎপন্ন করে না। সুতরাং একপদোপস্থাপ্য হইলেও অযোগ্য বলিয়া উহা লিঙাদির ভাব্য নহে। শাব্দী ভাবনা সংখ্যাদি উপস্থাপনমাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু উৎপন্ন করে না। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে "পশুনা যজেত" এইরূপ পূর্বোক্ত উদাহরণস্থলেও একই প্রত্যয়ের দ্বারা একত্ব সংখ্যা প্রতিপাদিত হইলেও অযোগ্যত্ববশতঃ একত্ব সংখ্যার সহিত প্রত্যয়প্রতিপাদ্য পুংস্ত্বের সম্বন্ধ নাই, প্রকৃতিপ্রতিপাদ্য পশুর সহিতই একত্ব ও পুংস্ত্ব উভয়েরই সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব পুরুষপ্রযত্নরূপ আর্থী ভাবনাই শাব্দী ভাবনার কর্ম বা ভাব্য। এই আর্থী ভাবনাও শাব্দী ভাবনার ন্যায় অংশত্রয়যুক্ত হওয়ায় বস্তুতঃ পক্ষে অংশত্রয়োপেত আর্থী ভাবনাই শাব্দী ভাবনার ভাব্য, কেবল আর্থী ভাবনা নহে। আর্থী ভাবনার অংশত্রয় পরে আলোচিত হইবে।

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে শাব্দী ভাবনা অর্থভাবনাকর্মিকা। ফলে শাব্দী ভাবনার সাধ্যাকাঙ্ক্ষা বা ফলাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইল। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, শাব্দী ভাবনার সাধন বা করণ কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরও পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে—লিঙাদিজ্ঞান অর্থাৎ লিঙাদিশ্রবণ হইলে পুরুষপ্রযত্ন হয়, না হইলে হয় না ; প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ সিদ্ধ এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকবলে জানা যায় যে শাব্দী ভাবনা লিঙাদিজ্ঞানকরণিকা। ব্যাপারবৎ কারণই করণ এবং কারণমাত্র কার্য্যের নিয়তপূর্ববর্ত্তী। সুতরাং লিঙাদিজ্ঞান যদি প্রবৃত্তির উৎপাদকতারূপ শব্দভাবনার কারণরূপে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে অভিধাশক্তিরূপ শব্দভাবনা কার্য্য বা অনিত্য হইয়া যাইবে। কিন্তু মীমাংসা সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ তাঁহাদের শাস্ত্রে শব্দ নিত্য বলিয়া শব্দনিষ্ঠ অভিধারূপ শব্দভাবনাও নিত্য। ফলে উহা লিঙাদিশ্রবণের পূর্বেও বিদ্যমান হওয়ায় লিঙাদিজ্ঞান উহার করণ হইতে পারে না। অতএব শাব্দী ভাবনার করণাকাঙ্ক্ষা কিরূপে নিবৃত্ত হইবে ? শাব্দী ভাবনার করণাকাঙ্ক্ষা নাই, ইহাও বলা যায় না ; কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রযোজ্যপুরুষ লিঙাদিঘটিত ("স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি) বাক্য শ্রবণ না করেন, ততক্ষণ পর্যান্ত তাঁহার প্রযোজকনিষ্ঠ প্রেরণা বা বিধির জ্ঞান হয় না, ফলে তাঁহার (যাগাদি) কর্মে প্রবৃত্তিও হয় না।

মীমাংসাসম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ।

মীমাংসাসিদ্ধান্তে নিত্য শব্দ থাকিবে, অথচ তাহার অভিধাশক্তি থাকিবে না, ইহা যখন সম্ভবই নহে, তখন নিত্য অভিধাশক্তিরূপ শব্দভাবনা উৎপাদ্য বা ভাব্য হইতে পারে না। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ যেমন রূপাদিজ্ঞানের কারণ, সেইরূপভাবে লিঙাদিশ্রবণ শব্দভাবনার কারণ নহে। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের পূর্বে রূপাদিজ্ঞান থাকে না, কিন্তু লিঙাদিশ্রবণের পূর্বেও নিত্য শব্দনিষ্ঠ শাব্দী ভাবনা বর্ত্তমান। অগত্যা এই স্থলে "করণ" পদের জ্ঞাপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং লিঙাদিশ্রবণকে

শাব্দী ভাবনার জনকরূপে নহে, কিন্তু শাব্দী ভাবনার জ্ঞাপকরূপে অর্থাৎ প্রবৃত্তিভাবকতাজ্ঞানজনকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—লিঙাদিজ্ঞানানাং শব্দভাবনাজ্ঞাপকত্বেন করণত্বং, ন তু শব্দভাবনোৎপাদকত্বেন।

আপত্তি হইবে, করণের করণত্ব কারণত্ববিশেষই, জ্ঞাপকত্ব নহে; ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে লাক্ষণিকত্বের আপত্তি হইবে। "কেন?" এই প্রকার আকাঙ্ক্ষায় মুখ্যকরণই বিষয়রূপে প্রতিভাত হওয়ায় উহাই গ্রহণীয়, লাক্ষণিক অর্থকে আকাঙ্ক্ষার বিষয়রূপে গ্রহণ করা অনুচিত।

এই প্রকার আপত্তির উত্তরে মীমাংসাসম্প্রদায় নিম্নরূপ ব্যাখ্যান্তর প্রদান করিয়া থাকেন।

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ" ইত্যাদি ঔৎপত্তিকসূত্রে (মীঃ সূঃ ১৷১৷৫ "বেদপ্রামাণ্যাধিকরণম্") মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন যে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক বা নিত্য। সুতরাং শব্দনিষ্ঠ অভিধাশক্তির কারণই না থাকায় লিঙাদিজ্ঞানকে যে উহার করণ বলা হইয়াছে, তাহার অন্যরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। পুরুষের সাধ্য যে কাষ্ঠচ্ছেদন, সেই ছেদনকে উৎপন্ন করিয়া কুঠার যেমন পুরুষের করণ হয়, কিন্তু পুরুষকে উৎপন্ন করিয়া কুঠার যেমন পুরুষের করণ হয় না, সেইরূপ শাব্দী ভাবনার ভাব্য বা উৎপাদ্য যে পুরুষপ্রযত্নরূপ আর্থী ভাবনা, সেই আর্থী ভাবনাকে উৎপন্ন করিয়াই লিঙাদিজ্ঞান শাব্দী ভাবনার করণ হয়, শাব্দী ভাবনাকে উৎপন্ন করিয়া উহা করণ নহে। সুতরাং এইস্থলে স্বোৎপাদকত্ব করণত্ব নহে, কিন্তু স্বভাব্যোৎপাদকত্বই স্বকরণত্ব। ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

"দেবদত্তস্য কাষ্ঠচ্ছেদনে পরশুঃ সাধনম্", এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে প্রশ্ন হইবে, পরশু বা কুঠারের যে সাধনত্ব উক্ত বাক্যে বলা হইয়াছে, সেই সাধনত্ব কাহার দ্বারা নিরূপিত—ছিদিক্রিয়ানিরূপিত, অথবা দেবদত্তনিরূপিত? বিনিগমনা (একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি) না থাকায় উভয় নিরূপিতই বলিতে হইবে, কারণ উভয়প্রকার ব্যপদেশই দেখা যায়—"পরশুঃ ছিদিক্রিয়ায়াং সাধনম্", "দেবদত্তস্য সাধনং পরশুঃ।" এক্ষণে দেখা যায় যে ছেদন উভয় নিরূপিত হইলেও কুঠার ছিদিক্রিয়ার উৎপাদকরূপে ছিদিক্রিয়ার সাধন, কিন্তু দেবদত্তের উৎপাদকরূপে দেবদত্তের সাধন নহে; কারণ দেবদত্তের উৎপাদনে কুঠারের ঐরূপ যোগ্যতাই নাই। অথচ কুঠার দেবদত্তের সাধনরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। অগত্যা বলিতে হইবে যে দেবদত্তের সাধ্য যে ছিদিক্রিয়া সেই ছিদিক্রিয়ার উৎপাদকরূপেই কুঠার দেবদত্তের সাধন। এইরূপভাবেই "দেবদত্তো যজ্ঞদত্তমশ্বেন গময়তি" বাক্য বুঝিতে হইবে। যজ্ঞদত্তের প্রতি দেবদত্তকর্ত্তৃক যে গমনপ্রেরণারূপক্রিয়া, অশ্ব সেই গমনপ্রেরণার করণ নহে, কারণ অশ্ব দেবদত্তনিষ্ঠ ঐরূপ প্রবর্ত্তনার কারণই হইতে পারে না। কিন্তু নিজন্তগম্‌ধাতুর অর্থ যে গমনপ্রেরণা, সেই গমনপ্রেরণার ফলরূপ যে যজ্ঞদত্তের গমনক্রিয়া, অশ্ব সেই গমনক্রিয়ার করণ। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় আলোচ্যস্থল বুঝিতে হইবে যে লিঙাদিজ্ঞানে শব্দভাবনার উৎপাদনের যোগ্যতাই না থাকায় শব্দভাবনাভাব্যরূপ অর্থভাবনার উৎপাদকরূপেই লিঙাদিজ্ঞানকে শব্দভাবনার করণ বলা হইয়া থাকে। অতএব ভবনক্রিয়াতেই লিঙাদিজ্ঞানের করণত্ব, শব্দভাবনায় নহে।

উপরে যে লিঙাদিজ্ঞানকে পুরুষপ্রবৃত্তির করণ বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত আশায় বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ লিঙাদিজ্ঞান পুরুষপ্রবৃত্তির করণ নহে। যে-ব্যক্তি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি সহস্রবার লিঙাদিশ্রবণ করিলেও তাঁহার "অয়ং শব্দঃ মাং প্রবর্ত্তয়তি" এইরূপ বোধ সম্ভব না হওয়ায় প্রবৃত্তিও হইবে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে লিঙাদিনিষ্ঠ প্রবর্ত্তনাশক্তিজ্ঞানই করণ, সম্বন্ধবোধই করণ, ইহাই বলা হইয়া থাকে। এইস্থলে চিকীর্ষাই অবান্তর ব্যাপার। সুতরাং লিঙাদি স্বার্থজ্ঞানদ্বারা পুরুষপ্রবৃত্তি উৎপন্ন করে, এইরূপ কথার অর্থ—লিঙাদির অর্থজ্ঞানকরণক চিকীর্ষাজন্য যে পুরুষপ্রযত্ন, সেই পুরুষপ্রযত্নই উৎপন্ন হয়। অতএব লিঙাদিশ্রবণের প্রবৃত্তিজনকতাক্রম এই প্রকার। প্রথমে লিঙাদিশ্রবণ, তাহার পর 'লিঙাদিপদং প্রবর্ত্তনাশক্তম্' এইরূপ জ্ঞান, তাহার পর চিকীর্ষা, তাহার পর যাগাদিবিষয়ক পুরুষপ্রযত্নাখ্য কৃতি বা প্রবৃত্তি। এইরূপ ক্রমেই লিঙাদির প্রবৃত্তিজনকতা বুঝিতে হইবে। "লিঙোঽভিধা সৈব চ শব্দভাবনা ভাব্যা চ তস্যাং পুরুষপ্রবৃত্তিঃ। সম্বন্ধবোধঃ করণং তদীয়ং প্ররোচনা চাঙ্গতয়োপযুজ্যতে॥" এই শ্লোকে "অভিধা" পদের অর্থ শক্তি, লিঙের যাহা অভিধা অর্থাৎ লিঙ্‌নিষ্ঠশক্তি তাহাই শব্দভাবনা।

তস্যাং অর্থাৎ শব্দভাবনার, ভাব্য অর্থাৎ উৎপাদ্য। শব্দভাবনার সহিত ঈত প্রত্যয়ের সম্বন্ধবোধই শব্দভাবনার উপস্থিতির করণ। "তদীয়ং" অর্থাৎ শব্দভাবনীয়ম্। প্ররোচনা বলিতে অর্থবাদবাক্যের প্রাশস্ত্যরূপ অর্থ। "অঙ্গতয়া" অর্থাৎ ব্যাপারতয়া—অবসন্ন বিধিশক্তির উত্তেজকরূপে। করণ বুদ্ধিস্থ হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা হয়—কথং ভাবয়েৎ ? যেমন সাধ্যসম্বন্ধের পরই করণাকাঙ্ক্ষার উদয় হয়,সেইরূপ।

মীমাংসাসিদ্ধান্তে শব্দভাবনার ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা হইলে প্রাশস্ত্যজ্ঞান ইতিকর্ত্তব্যতা বা ব্যাপাররূপে শব্দভাবনার সহিত সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষপ্রবৃত্তির বিষয় যে যাগাদি, সেই যাগাদির প্রশস্ততার জ্ঞানই প্রাশস্ত্যজ্ঞান।[১২] যাগবিষয়ক প্রাশস্ত্যজ্ঞানব্যতিরেকে পুরুষের বহুতর লোকবিত্তক্লেশসাধ্য বৈদিক কর্মে প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া উক্ত প্রাশস্ত্যজ্ঞান পুরুষপ্রযত্নের উপকারক। যে-বৈদিক বাক্য যাগাদিবিষয়ক প্রাশস্ত্যবোধক, তাহাকে অর্থবাদ বলে। পরে অর্থবাদের আলোচনা করা হইবে। যাহা হউক, লিঙাদির অর্থজ্ঞান অর্থবাদশ্রবণজন্য প্রাশস্ত্যজ্ঞানদ্বারা পুরুষপ্রযত্নরূপ অর্থভাবনাকে উৎপন্ন করে বলিয়াই পূর্বে বলা হইয়াছে—অর্থভাবনাভাবিক্যা লিঙাদিজ্ঞানকরণিকা প্রাশস্ত্যজ্ঞানেতিকর্ত্তব্যতাকা শব্দভাবনা। এইরূপেই শাব্দী ভাবনা অংশত্রয়বিশিষ্ট। ফলিতার্থ এই—"যে- পুরুষ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গসহ[১৩] স্বশাখীয় বেদ যথাবিধি গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন (পদ-পদার্থের শক্তিজ্ঞ) হইয়াছেন, তিনি অধ্যয়ন-বিধি গৃহীত স্বাধ্যায়গত লিঙাদির দ্বারা প্রাশস্ত্যজ্ঞানসহায়ে যাগাদি কর্মসমূহকে নিজের কর্ত্তব্যরূপে জ্ঞান করিয়া উক্ত কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবেন"—এইরূপভাবেই শব্দভাবনার জ্ঞান হইয়া থাকে। এই স্থলে 'অনুষ্ঠান" পদের অর্থ পুরুষপ্রযত্ন। সুতরাং পুরুষপ্রবৃত্তিতে শব্দভাবনার ভাব্যত্ব অক্ষতই।

অর্থভাবনাবিচার

শাব্দী ভাবনা আলোচনাকালে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে শাব্দী ভাবনার যাহা ভাব্য বা উৎপাদ্য তাহাই আর্থী ভাবনা। এক্ষণে প্রশ্ন এই, ধাত্বর্থের অতিরিক্ত আর্থী ভাবনা কি ?

কর্ত্তৃব্যাপারই আর্থী ভাবনা, ইহা বলা যায় না ; কারণ পচ্ ধাতুর অধিশ্রয়ণ (পাকের নিমিত্ত চুল্লীর উপর স্থালী ইত্যাদির স্থাপন) প্রভৃতি, যজ্‌ধাতুর ("ইদং অমুকদেবায়, ন মম" ইত্যাকার) মানসত্যাগ প্রভৃতি, গম্ ধাতুর চলন ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারই কর্ত্তৃব্যাপার এবং উহারা ধাতুর বাচ্য, প্রত্যয়বাচ্য নহে। সুতরাং ধাত্বর্থের অতিরিক্ত প্রত্যয়বাচ্য আর্থী ভাবনা বলিয়া কোন পদার্থ নাই।

চেতনপুরুষের প্রযত্নই আর্থী ভাবনা, ইহাও বলা যায় না ; কারণ "রথো গচ্ছতি" ইত্যাদি স্থলে অচেতন রথে প্রযত্ন সম্ভব নহে।

শরীরাদির ক্রিয়ারূপ স্পন্দই আর্থী ভাবনা, ইহাও বলা যায় না ; কারণ আখ্যাতমাত্র স্পন্দরূপভাবনার অভিধায়ক হইবে, এইরূপ নিয়ম ব্যভিচারগ্রস্ত।

প্রযত্ন ও স্পন্দ উভয়ে অনুগত উদাসীনত্ববিচ্ছেদসামান্যই[১৪] আর্থী ভাবনা, ইহাও মীমাংসক স্বীকার করিবেন না, কারণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তে শব্দ অচেতন ও বিভু হওয়ায় শব্দে প্রযত্ন বা স্পন্দাত্মকক্রিয়া সম্ভব নহে। ইষ্টাপত্তি বলিলে বার্তিকবিরোধ অবশ্যম্ভাবী ; কারণ তন্ত্রবার্তিককার "লিঙাদয় আহুঃ"[১৫] বলিয়া আখ্যাতের দ্বারা শব্দভাবনাভিধানের অনুকূল-ব্যাপাররূপ অর্থভাবনা লিঙাদিতেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং সিদ্ধান্তবিরোধ অপরিহার্য্য।

১২ প্রশস্তি অর্থাৎ প্রশংসা বা স্তুতির বিষয়ই প্রশস্ত। প্রশস্তের ভাব বা ধর্মই প্রাশস্ত্য। অর্থবাদ আলোচনাকালে ইহার বিস্তৃত বিচার হইবে।

১৩ ছয় বেদাঙ্গের সংক্ষেপ পরিচয়ের জন্য অধ্যায়ান্তে প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৪ "বিচ্ছেদ" শব্দের অর্থ অভাব। সুতরাং ঔদাসীন্যের অভাব বলিতে কুর্বদ্রূপত্ব অর্থাৎ সহকারিনিরপেক্ষকার্য্যজনকত্ব বুঝিতে হইবে।

১৫ তন্ত্রবার্তিক ২।১।১ পৃঃ ৩৪৪= পৃঃ ২৬৫, "অভিধাভাবনামাহুরন্যামেব লিঙাদয়ঃ। অর্থাত্মভাবনা ত্বন্যা সর্বাখ্যাতেষু গম্যতে॥"

অতএব ধাত্বর্থের অতিরিক্ত আখ্যাতবাচ্য আর্থী ভাবনারূপ কোন পদার্থ নাই, ইহাই বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের অভিমত।

শাব্দিক সম্প্রদায়ের এইরূপ আপত্তির উত্তরে ভাট্ট মীমাংসকগণ সাধারণতঃ দুই প্রকার উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। প্রথম উত্তর তন্ত্রবার্ত্তিকের ন্যায়সুধাটীকার রচয়িতা ভট্ট সোমেশ্বরের এবং দ্বিতীয় উত্তর শাস্ত্রদীপিকাকার পার্থসারথি মিশ্রের। প্রথমে সোমেশ্বর ভট্টের উত্তর আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রয়োজনেচ্ছাজনিতো ক্রিয়াবিষয়কঃ পুরুষপ্রযত্নরূপব্যাপারবিশেষঃ আর্থী ভাবনা। আর্থী ভাবনার এইরূপ লক্ষণের দ্বারা বুঝা যায় যে মানসত্যাগ অথবা সঙ্কল্পরূপ যাগ ভাবনা নহে, কারণ উহা যজ্ ধাতুর বাচ্য। কিন্তু যাগের জনক যে পুরুষনিষ্ঠ প্রযত্ন তাহাই আর্থী ভাবনা এবং উহা আখ্যাতবাচ্য, ধাত্বর্থ নহে। কারণ "যজেত" বাক্য শ্রবণে "যাগেন যতেত" এইরূপ প্রতীতিই উৎপন্ন হইয়া থাকে—যজ্ ধাতুর যাগরূপ প্রকৃত্যর্থ এবং "যতী প্রযত্নে" এই ধাতুপাঠ অনুসারে প্রযত্নই বুদ্ধিস্থ হয়। "যতেত" অর্থাৎ যত্নং কুর্বীত, যেমন "গচ্ছতি" বলিলে গমনং করোতি বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি প্রযত্নপূর্বক গমনাদি করে, সেই ব্যক্তিতে "দেবদত্তো গমনং করোতি" এই প্রকারে "করোতি" প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এইরূপভাবে "পচতি" বলিলে "পাকং করোতি" ইত্যাকার প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে-স্থলেই প্রযত্নপ্রতীতি অপেক্ষিত, সেই স্থলেই কৃঞ্ ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু যে-স্থলে প্রযত্নের অভাব বিদ্যমান সেই স্থলে কৃঞ্ ধাতুর প্রয়োগের অভাবও দৃষ্ট হয়; যেমন কোন পদার্থ বাতাদির দ্বারা স্পন্দমান হইলে কেহ "অয়ং করোতি" এইরূপ প্রয়োগ করে না, কিন্তু "বাতাদিনা অস্য স্পন্দো জায়তে" ইত্যাকার প্রয়োগই করিয়া থাকে।[১৬] সুতরাং এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকবলে বুঝা যায় যে করোতিসামানাধিকরণ্যবশতঃ প্রযত্ন সর্বদাই আখ্যাতলভ্য এবং এইরূপ প্রযত্নই আর্থী ভাবনা—(জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর ২।১।২য় বর্ণক শ্লোঃ ৫ পৃঃ ৭৩ = শ্লোঃ ৬ পৃঃ ৭০), "সর্বধাত্বর্থসম্বন্ধঃ করোত্যর্থো হি ভাবনা।" অতএব "স্বর্গকামো যজেত" এইরূপ শ্রৌতবিধিবাক্যশ্রবণের ফলে "স্বর্গরূপপ্রয়োজনেচ্ছাজনিতো যাগসাধনকঃ পুরুষপ্রযত্নঃ" এইরূপ বুদ্ধি হইলে তবেই স্বর্গকামপুরুষ স্বর্গরূপসুখবিশেষের উৎপাদনে চেষ্টিত হইবে। যাগ পুরুষপ্রযত্নের ভাব্য (উৎপাদ্য) বা কর্ম না হইয়া কেন সাধন বা করণ হইবে, ইহা পরে আলোচ্য। পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে লিঙ্‌ত্বাংশাবচ্ছেদে আখ্যাত শাব্দী ভাবনার বাচক; অগত্যা স্বীকার্য্য সমস্ত আখ্যাতের মধ্যে আখ্যাতত্বরূপ যে সামান্যধর্ম রহিয়াছে সেই আখ্যাতত্বসামান্যধর্মাবচ্ছেদে আখ্যাত পুরুষপ্রযত্নরূপ আর্থী ভাবনারই বাচক। ফলে উহা ধাতুর বাচক হইতে পারে না।

আপত্তি হইবে, আখ্যাত যদি যত্নার্থক হয়, তবে উহা চেতনমাত্রবৃত্তিস্বভাব বলিয়া অচেতন রথে প্রযত্নের অভাবে "রথো গচ্ছতি" ইত্যাদি প্রয়োগ অনুপপন্ন হইয়া যাইবে।

উত্তর এই, রথবাহক বা রথে নিযুক্ত চেতন অশ্বাদিগত প্রযত্নই অচেতন রথে আরোপ করিয়া ঐরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। যেমন, খট্বা[১৭] প্রভৃতি পদার্থে স্ত্রীত্বধর্ম না থাকিলেও টাপ্ প্রভৃতি স্ত্রী-প্রত্যয়[১৮] হয়, সেইরূপ অচেতন পদার্থে প্রযত্নাভাবেও আখ্যাত প্রয়োগ হইতে পারে।[১৯]

আপত্তি হইবে, রথে প্রযত্ন না থাকায় "রথো গচ্ছতি" স্থলে আখ্যাতের প্রয়োগ ঔপচারিক। কিন্তু মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে ঔপচারিক অর্থ অগ্রহণীয়। সুতরাং প্রযত্ন আখ্যাতার্থ নহে। কিন্তু ধাত্বর্থের উৎপাদনের অনুকূল ব্যাপার-সামান্যকে আখ্যাতার্থ (অর্থাৎ আর্থী ভাবনা) বলিলে[২০] "রথো গচ্ছতি"

১৬ এইস্থলে "বাত" পদের দুইটি অর্থ সম্ভব—বায়ু ও রোগবিশেষ। বায়ুর দ্বারা যেমন বৃক্ষপত্রাদি স্পন্দিত বা কম্পিত হয়, সেইরূপ বাতরোগের দ্বারাও শরীরের অবয়ববিশেষের স্পন্দন বা কম্পন হইয়া থাকে। উভয়স্থলেই প্রযত্নের অভাববশতঃ "করোতি" পদ প্রযুক্ত হয় না।

১৭ স্ত্রীলিঙ্গ "খট্বা" পদের অর্থ খাট।

১৮ পাঃ সূঃ ৪।১।৩ "স্ত্রিয়াম্", ৪।১।৪ "অজাদ্যতষ্টাপ্।" অর্থাৎ "অজ" প্রভৃতি শব্দের উত্তর ও অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় হয়। 'ট্' ও 'প্' ইৎ অর্থাৎ থাকে না।

১৯ ন্যায়সুধা ২।১।১ শ্লোঃ ৩ পৃঃ ৩১২, "স্ত্রীত্বাভাবেঽপি খট্বাদৌ টাবাদিপ্রত্যয়ো যথা। প্রযুজ্যতে তথাখ্যাতং যত্নাভাবেঽপ্যচেতনে॥"

২০ ইহাই পার্থসারথি মিশ্রের মত, ইহা পরে বুঝা যাইবে।

ইত্যাদি স্থলে আখ্যাতের মুখ্যার্থ-প্রয়োগ রক্ষা করা সম্ভব ; কারণ উক্ত ব্যাপার-সামান্য যেমন চেতননিষ্ঠ প্রযত্ন হইতে পারে সেইরূপ অচেতননিষ্ঠ কোন ব্যাপারও হইতে পারে।

ইহাতে ন্যায়সুধাকার উত্তর দিয়াছেন যে "রথো গচ্ছতি" স্থলে যে গম্ ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে উহার অর্থ উত্তরদেশসংযোগানুকূলগমনরূপব্যাপার। এইরূপ ব্যাপারই রথে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যাপারের (অর্থাৎ গম্ধাত্বর্থের) উৎপত্তির অনুকূল কোন ব্যাপারান্তরই রথে দেখা যায় না যাহাতে (অর্থাৎ যে ব্যাপারান্তরে) আখ্যাত প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব এই মতেও আখ্যাতের ঔপচারিক প্রয়োগ অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় উভয় মতেই "রথো গচ্ছতি" স্থলে আখ্যাতের ঔপচারিক প্রয়োগ অপরিহার্য্য। বস্তুতঃ মুখ্যার্থের অনুপপত্তিবশতঃই অগত্যাপক্ষে ঔপচারিক প্রয়োগ সর্ববাদিসম্মত—(ন্যায়সুধা ২।১।১ শ্লোঃ ৬ পৃঃ ৩১২), "বোঢ়্বশ্বাদিগতং যত্নং রথাদাবুপচর্য্য বা। উপপাদ্যঃ প্রয়োগোঽত্র মুখ্যার্থানুপপত্তিতঃ ॥"[২১]

অতএব আখ্যাতত্বসামান্যধর্মাবচ্ছেদে আখ্যাতার্থ পুরুষপ্রযত্নই আর্থী ভাবনা, যাহা শাব্দী ভাবনার ভাব্য বা উৎপাদ্য—(ন্যায়সুধা ২।১।১ শ্লোঃ ২ পৃঃ ৩১২). "প্রযত্নব্যতিরিক্তার্থভাবনা তু ন শক্যতে। বক্তুমাখ্যাতবাচ্যেহ প্রস্তুতেত্যুপরম্যতে।"[২২]

পার্থসারথি মিশ্রের সিদ্ধান্তে আর্থী ভাবনা আখ্যাতলভ্য হইলেও উহা প্রযত্নাত্মক নহে। "রথো গচ্ছতি", "দেবদত্তঃ প্রযততে" ইত্যাদি বহুবিধ স্থলে আর্থী ভাবনারূপ ব্যাপার প্রযত্ন না হওয়ায় উহা আখ্যাতার্থ হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না, ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং সর্বত্র অনুগত আখ্যাতার্থই বক্তব্য।

এই মতে ভবিতুর্ভবনানুকূলো ভাবকব্যাপারস্তাবৎ ভাবনা। ইহার অর্থ পূর্বে প্রদত্ত হওয়ায় এইস্থলে উহার পুনরুক্তি করা হইল না।[২৩] লৌকিক ও বৈদিক উভয়স্থলেই আর্থী ভাবনার এইরূপ লক্ষণ যোজনা করা যাইতেছে।

যে-ব্যাপার সম্পাদিত হইলে করণ ফলোৎপাদনে সমর্থ হয়, সেইরূপ ব্যাপারই আর্থী ভাবনা, ইহাই উপরি উক্ত লক্ষণের ফলিতার্থ। এইরূপ ভাবনাই আখ্যাতার্থ, উহা প্রযত্নমাত্র নহে। যেমন, "কুঠারেণ ছিনত্তি" এইরূপ বাক্যস্থিত আখ্যাতশ্রবণে[২৪] এই প্রকার প্রতীতি হয়—"কুঠার সেইরূপ ব্যাপারবান্ হউক্, যে-ব্যাপার সম্পাদিত হইলে কুঠারের দ্বারা ছেদন হইবে"—"কুঠারেণ তথা ব্যাপ্রিয়েত (ব্যাপারবান্ ভবেৎ) যস্মিন্ ব্যাপারে কৃতে কুঠারেণ ছেদনং ভবতি।" অনুরূপভাবে "স্বর্গকামো যজেত" বাক্য শ্রবণ করিলে এই আকারের প্রতীতি হইয়া থাকে—"যাগেন তথা ব্যাপ্রিয়েত যস্মিন্ ব্যাপারে কৃতে যাগেন স্বর্গো ভবতি।" "কুঠারেণ ছিনত্তি" এইরূপ লৌকিকস্থলে উদ্যমন-নিপাতনাদি ও "স্বর্গকামো যজেত" এইরূপ বৈদিক স্থলে অগ্ন্যাধান হইতে ব্রাহ্মণতর্পণ পর্য্যন্তই সেই ব্যাপার।[২৫] উদ্যমন-নিপাতনাদি ও অগ্ন্যাধানাদিই সেই ব্যাপার যে-ব্যাপার

২১ বহ্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে তৃন্ প্রত্যয় করিয়া "বোঢ়্" পদ নিষ্পন্ন হওয়ায় উহার অর্থ বহনকর্ত্তা অর্থাৎ অশ্বাদি।

২২ শ্লোকের অর্থ—*ইহ 'যজেত'* ইত্যাদৌ প্রস্তুতা বিচার্য্যমাণা আখ্যাতবাচ্যা আর্থভাবনা প্রযত্নব্যতিরিক্তা কাচিদ্ বক্তুং ন শক্যতে ইতি হেতোরুপরম্যতে পদার্থান্তরবাদাদিরম্যতে। পরম পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তাঁহার আপোদেবকৃত মীমাংসা-ন্যায়-প্রকাশের উপর অর্থদর্শনীটীকায় ন্যায়সুধাকার ভট্ট সোমেশ্বরের এইরূপ সিদ্ধান্তকে পার্থসারথি মিশ্রের মত বলিয়াছেন (অর্থদর্শনী পৃঃ ২৮০), " *আহরিতি*। পার্থসারথি মিশ্রাদয় ইতি শেষঃ।" কিন্তু ন্যায়প্রকাশে ন্যায়সুধার উদ্ধৃতি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহা পার্থসারথিমিশ্রের মত নহে, সোমেশ্বর ভট্টেরই মত। মনে হয়, অর্থদর্শনীতে মুদ্রণবিভ্রাট ঘটিয়াছে।

২৩ *ভবিতুঃ* ভবনকর্তুঃ উৎপত্তুঃ ওদনাদেঃ স্বর্গাদেবা *ভবনানুকূল*উৎপত্ত্যনুকূলঃ *ভাবকস্য* প্রযোজকস্য দেবদত্তাদেঃ যো *ব্যাপারঃ* ভাবনাপরপর্য্যায়ঃ স এব আখ্যাতবাচ্য ইত্যর্থঃ।

২৪ রুধাদিগণীয় ছিদ্ ধাতুর অর্থ দ্বৈধীকরণ—ছিদির্ দ্বৈধীকরণে। ছিদ্ ধাতুর উত্তর লট্তি প্রত্যয় দ্বারা "ছিনত্তি" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সর্ব আখ্যাতসাধারণ আখ্যাতত্ব লটের মধ্যেও বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত উক্ত লকার বর্ত্তমানকালাদিকেও বুঝাইয়া থাকে।

২৫ নিজ নিজ কল্পসূত্রানুসারে অরণীমন্থনদ্বারা (অগ্নিপ্রজ্বালনের নিমিত্ত দুইটি কাষ্ঠখণ্ডের ঘর্ষণদ্বারা) উদ্ভূত বহ্নিকে আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি কুণ্ডে স্থাপন করাকেই অগ্ন্যাধান বা সংক্ষেপে আধান বলে। এইরূপে

নিষ্পাদিত হইলে যথাক্রমে কুঠার দ্বৈধীভাবের ও যাগ স্বর্গের সাধন বা করণ হইতে পারে।

আপত্তি হইবে, "তি" ও "ঈত" প্রত্যয়বলে যথাক্রমে উদ্যমনাদি ও অগ্ন্যন্বাধানাদি উপস্থিত হইতে পারে না, কারণ ঐরূপ ব্যাপারসমূহ প্রমাণান্তরসিদ্ধ, প্রত্যয়লভ্য নহে। "অনন্যলভ্যো হি শব্দার্থঃ" এইরূপ শাব্দ-ন্যায় সকল সম্প্রদায়েরই স্বীকার্য্য। প্রত্যক্ষসিদ্ধ অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারাই উদ্যমনাদির ব্যাপারত্ব উপলব্ধ হয়। "অগ্নীনাদধীত" (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১।৬১) ও "ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়িত বৈ" এইরূপ বিধিবাক্যরূপ প্রমাণান্তর দ্বারাই অগ্ন্যন্বাধান ও ব্রাহ্মণতর্পণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "তি" ও "ঈত" প্রত্যয়ের দ্বারাই যদি ঐরূপ ব্যাপারসমূহ প্রতীত হইত, তবে উক্ত প্রমাণান্তরসমূহ ব্যর্থ হইয়া যাইত।

উত্তর এই, ইহা সত্য যে প্রত্যয়দ্বারা উক্ত ব্যাপারবিশেষসমূহ বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় না, কিন্তু ব্যাপার-সামান্য উপস্থিত হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই, "কুঠারেণ ছিনত্তি" বাক্য শ্রবণে ছিদ্ ধাতুর দ্বারা দ্বৈধীকরণরূপ ব্যাপার বুদ্ধিস্থ হয় এবং উহা ধাত্বর্থ। "তি" প্রত্যয়বলে বুঝা যায় যে কুঠারের দ্বারা দ্বৈধীভাবরূপফলের উৎপাদনের অনুকূল এমন কোন ব্যাপার বর্ত্তমান যাহা থাকিলে কুঠার ছেদনের করণ হইতে পারে। কি সেই ব্যাপার?—এইরূপ বিশেষের আকাঙ্ক্ষা হইলে তখন প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণান্তরদ্বারা উদ্যমন-নিপাতনাদি ব্যাপার প্রতীত হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে "যজেত" ইত্যাদি শ্রবণে যাগরূপ দেবতোদ্দেশ্যক দ্রব্যত্যাগরূপ ব্যাপারই ধাত্বর্থরূপে উপস্থিত হয়। কিন্তু ধাত্বর্থ যাগমাত্র স্বর্গোৎপত্তিতে সমর্থ নহে। সুতরাং যাগের স্বর্গোৎপত্তির অনুকূল কোন ব্যাপার অবশ্য স্বীকার্য্য। "ঈত" প্রত্যয় সেই ধাত্বর্থের অনুকূল ব্যাপারকেই সামান্যতঃ বুদ্ধিতে উপস্থিত করে, অগ্ন্যন্বাধানাদিরূপ ব্যাপারবিশেষকে উপস্থিত করে না। এইরূপভাবে সর্বত্রই বুঝিতে হইবে যে অন্যোৎপাদনের অনুকূলরূপেই আখ্যাতমাত্র সামান্যতঃ ব্যাপার উপস্থিত করিয়া থাকে। অন্য অর্থাৎ ধাত্বর্থ—ধাত্বর্থরূপকরণের স্বফলোৎপাদনে যাহা ব্যাপাররূপ সহকারী, তাহাই "অন্যোৎপাদানুকূলত্বেন" অর্থাৎ অন্যোৎপাদানুকূলত্বধর্ম পুরস্কারে সামান্যতঃ আখ্যাতলভ্য। এইরূপ ব্যাপারের দ্বারা বিশিষ্ট হইলেই কুঠারের প্রত্যক্ষসিদ্ধ করণত্ব ও যাগাদির শ্রুতিসিদ্ধ করণত্ব রক্ষিত হইবে। যাগ স্বর্গোৎপত্তির করণরূপে ব্যবস্থিত হইলেই তবে যাগ ও স্বর্গের মধ্যবর্ত্তী অবান্তর ব্যাপাররূপে অপূর্ব সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে। কিন্তু ইহা আনুষঙ্গিক হইলেও অন্য আলোচনা।[২৬] যাহা হউক, ব্যাপারসামান্যই যে আখ্যাতলভ্য অর্থ ইহা আর্থীভাবনার উপরি উল্লিখিত লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত "ভাবকব্যাপারঃ" পদের দ্বারাই বুঝা যায়—লক্ষণবাক্যে "ব্যাপারবিশেষ" না বলিয়া সামান্যবাচী "ব্যাপার" পদই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং "স্বর্গকামো যজেত" বাক্য শ্রবণে প্রথমে স্বর্গফলক যাগের অনুকূলরূপে ব্যাপারসামান্যই বুদ্ধিস্থ হয়। পরে কথম্ভাব আকাঙ্ক্ষা হইলে অন্য শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্যাপার-বিশেষ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই তাৎপর্য্যেই ভট্টকুমারিল বলিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।১ পৃঃ ৩৪৯=পৃঃ ৭০), "ধাত্বর্থব্যতিরেকেণ যদপ্যেষা ন লভ্যতে। তথাপি সর্বসামান্যরূপেণান্যাবগম্যতে॥" তন্ত্রবার্ত্তিক অনুসারেই পরবর্ত্তীকালে ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন "অন্যোৎপাদনানুকূলত্বেন ব্যাপারঃ সামান্যতস্ত্বাখ্যাতাদেব।" আখ্যাতলভ্য এইরূপ আর্থী ভাবনা সর্বত্র অনুগত।

"রথো গ্রামং গচ্ছতি" এইস্থলেও আখ্যাতের দ্বারা গ্রামপ্রাপ্তির অনুকূল ব্যাপারসামান্যেরই প্রতীতি

সংস্কৃত বহ্নিতেই সাগ্নিক গৃহস্থ নিত্যাগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি সমস্ত শ্রৌতকর্ম করিয়া থাকেন। দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞে অগ্নি-প্রণয়ন (অর্থাৎ গার্হপত্যকুণ্ড হইতে আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নিকুণ্ডে বহ্নিস্থাপন) করিবার পর যজমান অথবা অধ্বর্য্যু তিনটি করিয়া প্রাদেশপরিমিত সমিৎ (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) যথাক্রমে গার্হপত্য-অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় অগ্নিতে স্বাহাকার মন্ত্রদ্বারা স্থাপন করেন, এবং ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির উপস্থান অর্থাৎ বন্দনা বা স্তুতি করেন। এইরূপ কর্মসমুদায়কে অগ্ন্যন্বাধান বা অন্বাধান বলে। "প্রাদেশস্তু প্রদেশিন্যা", অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে প্রদেশিনী বা তর্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পরিমাণকে প্রাদেশ পরিমাণ বলে।

২৬ জৈমিনীয় সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণকে ভাবার্থাধিকরণ (মীঃ সূঃ ২।১।১-৪) বলে। এই অধিকরণ দুইটি বর্ণকের সমষ্টি। প্রথম বর্ণকে অপূর্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রথম বর্ণককে প্রতিপদাধিকরণও বলে। দ্বিতীয় বর্ণকে ধাত্বর্থের করণরূপে (করণত্বেন) অন্বয় এবং আখ্যাতার্থের ব্যাপাররূপে (ব্যাপারসামান্যত্বেন) অন্বয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

য়—"রথস্তথা গমনেন ব্যাপ্রিয়তে যস্মিন্ ব্যাপারে কৃতে গমনাৎ গ্রামপ্রাপ্তির্ভবতি।" এই স্থলে রথের হিত গ্রামের সীমাদেশের সংযোগরূপ গ্রামপ্রাপ্তিই গমনক্রিয়ার ফল। এই ফলের জনকীভূত ব্যাপারই মনাখ্য গম্ ধাতুর অর্থ। সুতরাং এইস্থলে গমনমাত্র আখ্যাতার্থ নহে, কারণ উহা ধাত্বর্থ। কিন্তু ামপ্রাপ্তির অনুকূল যে ব্যাপার, সেই ব্যাপারই সামান্যতঃ "তি" রূপ আখ্যাতের বাচ্য। কি সেই ব্যাপার শেষ যাহার সহায়তায় গ্রামপ্রাপ্তি হইবে?—এইরূপ ব্যাপারবিশেষের আকাঙ্ক্ষা হইলে তখন র্বদেশবিভাগপূর্বক উত্তরদেশসংযোগরূপ ব্যাপার-বিশেষই পরে প্রমাণান্তরের দ্বারা[২৭] প্রতীত হইয়া াকে এবং এইজন্যই "পূর্বেণ দেশেন বিভজ্য উত্তরেণ সংযুজ্য রথো গ্রামং গচ্ছতি" এইরূপ প্রয়োগ হয়, যমন "উদ্যম্য নিপাত্য কুঠারেণ ছিনত্তি" এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং "দেবদত্তঃ কুঠারেণ চনত্তি" রূপ চেতনকর্তৃকস্থলের ন্যায় "রথো গচ্ছতি" রূপ অচেতনকর্তৃকস্থলেও আখ্যাতের অর্থ একই ওয়ায় শেষোক্ত স্থলে ঔপচারিক প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না। প্রযত্ন আখ্যাতবাচ্য, এইপক্ষে থে প্রযত্ন না থাকায় অচেতনকর্তৃকস্থলে গমনমাত্র আখ্যাতার্থ, এইরূপ বলিতে হইবে। ফলে অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ" এইরূপ ন্যায়ের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু গমন ধাতুর দ্বারাই উক্ত ইয়াছে, এবং প্রযত্ন (যাহা রথে উপচরিত তাহা) শব্দার্থ হইল না।

বস্তুতঃ যত্নাখ্যাতার্থবাদীকেও অন্যোৎপাদনানুকূলরূপেই প্রযত্নের ব্যাপারত্ব স্বীকার করিতে ইবে। অন্যথা "দেবদত্তঃ প্রযততে", এইরূপ প্রয়োগে প্রযত্ন যত ধাতুর অর্থ হওয়ায় প্রযত্নবিষয়ক যত্নান্তরকেই আখ্যাতার্থরূপ আর্থী ভাবনারূপে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রযত্নবিষয়ক প্রযত্ন ম্ভব নহে। সেইরূপভাবে "দেবদত্তঃ ইচ্ছতি" স্থলে ধাত্বর্থ ইচ্ছাবিষয়ক প্রযত্ন হয় না, অথবা "দেবদত্তঃ জানাতি" স্থলে ধাত্বর্থজ্ঞানবিষয়ক প্রযত্নও হয় না। কিন্তু ব্যাপারসামান্যকে আখ্যাতার্থ বলিলে এই সমস্ত লেই স্বচ্ছন্দে ব্যাখ্যেয়—"প্রযততে" স্থলে প্রযত্নের উৎপত্তির অনুকূল ব্যাপার হইল ইচ্ছা; "ইচ্ছতি" স্থলে চ্ছোৎপত্তির অনুকূল ব্যাপার হইল ইষ্টসাধনতাজ্ঞান এবং "জানাতি" স্থলে জ্ঞানোৎপত্তির অনুকূল ব্যাপার ইল আত্মমনঃসংযোগ। এই সমস্ত ব্যাপারই সামান্যতঃ আখ্যাতলভ্য। ব্যাপার-বিশেষ অবশ্যই ধাতুতঃ অথবা প্রমাণান্তরের দ্বারা লভ্য। সুতরাং "যজেত" ইত্যাদি স্থলে আখ্যাতের দ্বারা প্রযত্ন উপস্থিত হইলেও উহা অন্যোৎপাদনানুকূলরূপেই সামন্যতঃ আখ্যাতলভ্য, প্রযত্নরূপে নহে। অতএব "দেবদত্তঃ প্রযততে" ইহার অর্থ "দেবদত্তঃ তথা ব্যাপ্রিয়তে যথা প্রযত্নো ভবতি।"[২৮] সুতরাং প্রযত্নোৎপত্তির অনুকূল ব্যাপারসামান্যই আখ্যাতার্থ, প্রযত্ন নহে, কারণ উহা ধাতুর দ্বারা উক্ত হইয়াছে। সেই ব্যাপারবিশেষ ক?—এইরূপ বিশেষাকাঙ্ক্ষা হইলে পরে প্রমাণান্তরের দ্বারা ইচ্ছাদি প্রতীত হইয়া থাকে[২৯], যেমন উদ্যমন-নিপাতন। অতএব "অন্যোৎপাদন" পদের অন্তর্গত "অন্য" পদে ধাত্বর্থ বুদ্ধিস্থ হইলেও ব্যাপারবিশেষের জ্ঞান যে ধাতু হইতেই উৎপন্ন হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। উক্ত জ্ঞান শব্দজন্যও হইতে পারে, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণজন্যও হইতে পারে। যেরূপভাবেই হউক না কেন, আখ্যাত হইতে ব্যাপার বিশেষের জ্ঞান হয় না বলিয়াই ব্যাপার-বিশেষকে প্রমাণান্তরগম্য বলা হইয়াছে—আখ্যাতরূপ শব্দ হইতে ধাতুরূপ শব্দও প্রমাণান্তর।

এইস্থলে একটি আপত্তি হইতে পারে। পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে আখ্যাতের যাহা অর্থ, কৃধাতুরও তাহাই অর্থ; এইজন্য "গচ্ছতি" পদের বিবরণ "গমনং করোতি", "যজেত" পদের বিবরণ "যাগং কুর্বীত" ইত্যাদি। কিন্তু আখ্যাতের বাপার-সামান্য অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত ব্যাপার-সামান্য যত্নার্থক কৃ ধাতুর দ্বারা বিবৃত হইতে পারে না; যেহেতু আখ্যাতের অর্থ ব্যাপার-সামান্য বলিয়া উহা সামান্যবাচক পদ, কিন্তু "করোতি" পদের অর্থ প্রযত্নরূপব্যাপারবিশেষ বলিয়া উহা বিশেষবাচক পদ—হস্তী পশু-বিশেষ

২৭ এইস্থলে গম্ ধাতুই সেই প্রমাণান্তর বলিয়া উক্ত ব্যাপারবিশেষ ধাতুতঃ প্রাপ্ত, যেহেতু পূর্বপ্রদেশবিভাজনপূর্বকোত্তরদেশসংযোজনানুকূল ব্যাপারই গম্ ধাতুর অর্থ।

২৮ "প্রযত্নো ভবতি" অর্থাৎ প্রযত্নরূপ ধাত্বর্থই এইস্থলে ভাব্য, যেমন "যজেত" স্থলে ধাত্বর্থ যাগ প্রযত্নের ভাব্য।

২৯ এই স্থলে ইচ্ছারূপব্যাপারবিশেষ ধাতুতঃ প্রাপ্ত হইবে না, কারণ যত ধাতুর অর্থ প্রযত্নমাত্র, ইচ্ছা নহে। সুতরাং উক্ত ।-বিশেষ অন্বয়-ব্যতিরেকাত্মক প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণান্তরলভ্য। এইরূপভাবে "ইচ্ছতি", "জানাতি" স্থলেও বুঝিতে ।। "জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্যা ভবেৎ চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া॥"

হইলেও "হস্তী" শব্দের দ্বারা "পশু" পদের বিবরণ সম্ভব নহে।

এই প্রকার আপত্তির বিরুদ্ধে দুইটি উত্তর সম্ভব।

যাঁহারা বলিবেন যে যে-স্থলে চেতনকর্তা বাচ্য, সেইস্থলেই "করোতি" পদের প্রয়োগ হইতে পারে; অচেতনকর্তৃস্থলে "করোতি" পদের প্রয়োগ হয় না, তাঁহাদের উত্তর এইরূপ।

"করোতি" পদেরও অন্যোৎপাদানুকূল ব্যাপারই অর্থ। সেই অন্যোৎপাদানুকূল ব্যাপার কি?—এইরূপ প্রশ্ন হইলে উত্তর এই যে প্রযত্নমাত্র সেই ব্যাপার। সুতরাং যেস্থলে আখ্যাত ব্যাপাররূপে প্রযত্নের বোধক, সেই স্থলেই "করোতি" পদের আখ্যাত-সামানাধিকরণ্য সম্ভব, সর্বত্র নহে। যেমন "দেবদত্তো গচ্ছতি" প্রয়োগস্থলে চেতনকর্তা বুদ্ধিস্থ হওয়ায় এইস্থলে অন্যোৎপাদানুকূলরূপে প্রযত্নই আখ্যাতবাচ্য। কিন্তু "রথো গচ্ছতি" প্রয়োগস্থলে রথ অচেতন হওয়ায় এইস্থলে উক্তরূপ সামানাধিকরণ্য হইবে না, কারণ "দেবদত্তো গচ্ছতি" প্রয়োগের "দেবদত্তো গমনং করোতি" এইরূপ বিবরণ সম্ভব হইলেও "রথো গচ্ছতি" প্রয়োগের "রথো গমনং করোতি" এইরূপ বিবরণ সম্ভব নহে, যেহেতু "রথো গমনং করোতি" প্রয়োগ দৃষ্টচর নহে। কিন্তু উভয়স্থলেই আখ্যাত্যের অন্যোৎপাদানুকূলব্যাপারসামান্য অর্থ হইতে পারে, এবং "করোতি" পদেরও উহাই অর্থ হওয়ায় আখ্যাত ও "করোতি" পদ অভিন্নার্থক।[৩০] সুতরাং কোনরূপ অনুপপত্তি নাই।

যাঁহারা চেতন ও অচেতন উভয়স্থলেই "করোতি" পদের প্রয়োগ স্বীকার করিবেন, তাঁহাদের উত্তর এইরূপ।

আখ্যাত ও "করোতি" উভয় পদেরই অন্যোৎপাদানুকূলব্যাপারসামান্যই অর্থ, প্রযত্নমাত্র নহে। তাৎপর্য্য এই, যে-স্থলে প্রযত্নই উক্তরূপ ব্যাপার-সামান্য, সেইস্থলেও আখ্যাতের বা "করোতি" পদের প্রযত্নরূপব্যাপার-বিশেষ অর্থ নহে, "অন্যোৎপাদানুকূলত্বেন ব্যাপারসামান্য"ই অর্থ। ফলে "দেবদত্তঃ পচতি" ইত্যাদি চেতনকর্তৃক আখ্যাতস্থলে যেমন "দেবদত্তঃ পাকং করোতি" এইরূপ বিবরণ হয়, সেইরূপ "স্থালী পচতি", "অগ্নিঃ পচতি" ইত্যাদি অচেতনকর্তৃক আখ্যাতস্থলেও "স্থালী পাকং করোতি", "অগ্নিঃ পাকং করোতি" এইরূপ বিবরণ সম্ভব, যেহেতু ঐরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। বস্তুতঃ "বিদ্যা কীর্ত্তিং করোতি" ইত্যাদি প্রয়োগে অচেতন বিদ্যাস্থলেও "করোতি" পদের প্রয়োগ প্রসিদ্ধই। সুতরাং চেতনমাত্রনিষ্ঠ প্রযত্ন আর্থী ভাবনা হওয়া উচিত নহে; চেতন-অচেতন উভয়ানুগত অন্যোৎপাদানুকূল ব্যাপার-সামান্যই আখ্যাতলভ্য আর্থী ভাবনা। ণিজন্ত[৩১] ভূ ধাতুর দ্বারা বিবৃত হইলেও উহার অন্যোৎপাদানুকূলত্ব অর্থই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং কৃ ধাতুরও যেমন প্রযত্নমাত্র অর্থ নহে, সেইরূপ ণিজন্ত ভূ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন "ভাবনা" পদেরও প্রযত্নমাত্র অর্থ নহে, অন্যোৎপাদানুকূলব্যাপারসামান্যই অর্থ। ফলে "যজেত" ইত্যাদির "যাগেন কুর্য্যাৎ" এইরূপ বিবরণেও আখ্যাত প্রযত্নার্থক নহে।

৩০ আপোদেবরচিত মীমাংসান্যায়প্রকাশের যে-সমস্ত টীকাকার "করোত্যর্থোঽপ্যন্যোৎপাদানুকূলো ব্যাপার এব প্রযত্নমাত্রম্, করোতেশ্চেতনকর্তৃকাখ্যাতসামানাধিকরণ্যাৎ" এইরূপ পাঠ দেখিয়াছেন তাঁহাদের অভিমত ব্যাখ্যাই উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। কৃ ধাতুর উত্তর লট্ তি প্রত্যয়ের দ্বারা যে "করোতি" পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে উহা ক্রিয়াপদ। এক্ষণে "করোতি" পদকে যদি "মুনি" শব্দের ন্যায় শব্দরূপে গ্রহণ করা যায় তবে উহা আর ক্রিয়াপদরূপে গৃহীত না হওয়ায় উহা ক্রিয়াকে বুঝাইবে না, ধাতুকে বুঝাইবে। সুতরাং করোতি পদের অর্থ হইবে কৃ ধাতু। ফলে "করোত্যর্থঃ" শব্দের অর্থ হইবে কৃ ধাতুর অর্থ, "করোতেঃ" শব্দের অর্থ হইবে কৃ ধাতুর, "করোতিনা" পদের অর্থ হইবে কৃ ধাতুর দ্বারা। ইক্ ধাতুকথনে তিঙ্বৎ তিঙ্ বা, ইহাই ব্যাকরণ-সূত্র। পূজ্যপাদ কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের সম্পাদিত মীমাংসান্যায়প্রকাশে উক্তরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়।

৩১ ধাতুর উত্তর ণিচ্ হইলে ঐরূপ ধাতুকে ণিজন্ত ধাতু বলে। প্রেরণ অর্থে ধাতুর উত্তর ণিচ্ হয়। কাহাকেও কোন কর্মে নিযুক্ত বা প্রবর্ত্তিত করাকেই প্রেরণ বলে (পাঃ সূঃ ৩৷১৷২৬) "হেতুমতি চ।" "ণিচ্" এর ণ্ ও চ্ ইৎ, ই মাত্র থাকে। এই সূত্রে "হেতু" শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র কর্ত্তা। ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী হইলে ণিজন্ত ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ ও পরগামী হইলে পরস্মৈপদ হয়। ফলে সাধারণতঃ ণিজন্ত ধাতু উভয়পদী হইয়া থাকে (পাঃ সূঃ ১৷৩৷৭৪), "ণিচশ্চ।" ক্রিয়াসম্পাদনকারী কর্ত্তাকে প্রযোজ্যকর্ত্তা বা হেতুকর্ত্তা বলে এবং যে ঐ কার্য্যে তাহাকে প্রবর্ত্তিত করে তাহাকে প্রযোজক কর্ত্তা বলে (পাঃ সূঃ ১৷৪৷৫৫) "তৎ-প্রযোজকো হেতুশ্চ।" ক্রিয়ার অণিজন্ত অবস্থায় যাহা কর্ত্তা হয়, ণিজন্ত অবস্থায় তাহাই প্রযোজ্য কর্ত্তা হইয়া থাকে এবং "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" (পাঃ সূঃ ২৷৩৷১৮) এই

আর্থী ভাবনার অংশত্রয়

শাব্দী ভাবনা যেমন কিং কেন কথম্ এইরূপ অংশত্রয়বিশিষ্ট, সেইরূপ আর্থী ভাবনাও অংশত্রয়বিশিষ্ট। আর্থী ভাবনার অংশত্রয় কিরূপে উপস্থিত হয় তাহা বুঝিতে হইলে কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ আলোচনার প্রয়োজন।

ব্যাকরণ-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রাতিপদিকের উত্তর সুপ্ বিভক্তি প্রয়োগ করিলেই তবে সাধু পদ হয়। এক্ষণে সাতটি বিভক্তির মধ্যে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে সপ্তমী বিভক্তি পর্য্যন্ত বিভক্তির অর্থ কারক। (প্রথমা বিভক্তি কারক না হইলেও পদের সাধুত্বের জন্য উহার প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য।)[৩২] এইজন্য কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি, করণ (বা কর্ত্তা) বুঝাইতে তৃতীয়া বিভক্তি ইত্যাদি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং "ঘটম্" পদে যে "অম্" বিভক্তি হইয়াছে উহার অর্থ কর্মকারক বা কর্মত্ব। উক্ত "অম্" বিভক্তি "ঘট" রূপ প্রাতিপদিকের উত্তর প্রযুক্ত হওয়ায় অমন্ত "ঘটম্" পদ ঘটীয় কর্মত্ব অর্থ বুঝাইবে। এইজন্য কারককে সুবন্তাভিহিত বলা হইয়া থাকে—অভিহিত অর্থাৎ অভিধা শক্তির বিষয় বা শক্য। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সুবন্তাভিহিত সমস্ত কারকেরই তিঙন্তার্থ ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইয়া থাকে। এক্ষণে মীমাংসাসিদ্ধান্তানুসারে ধাতুর উত্তর যে তিবাদি প্রত্যয় হয়, সেই প্রত্যয় আখ্যাতত্বাবচ্ছেদে আর্থী ভাবনাকে বুদ্ধিস্থ করায়। যেমন, "গচ্ছতি" পদ গম্ ধাতুর উত্তর তিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। গম্ ধাতুর অর্থ গমনক্রিয়ামাত্র এবং তিপ্ আখ্যাতের অর্থ ভাবনা বা উৎপাদনা; উভয়ের মধ্যে অনুকূলত্বসম্বন্ধ বিদ্যমান।[৩৩] সুতরাং গম্ ধাতুর অর্থ যে গমনক্রিয়া, সেই গমনক্রিয়া আখ্যাতার্থ-ভাবনাতে অন্বিত হইলে "গচ্ছতি" পদের অর্থ হয় গমনক্রিয়ানুকূলভাবনা। ন্যায়াদিমতে শাব্দবোধে বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে কর্ত্তাই মুখ্য-বিশেষ্য হইলেও মীমাংসাসিদ্ধান্তে আখ্যাতার্থ ভাবনাই মুখ্য-বিশেষ্য, কর্ত্তা আক্ষেপ বা অর্থাপত্তিপ্রমাণ লভ্য বলিয়া উহা শাব্দবোধে অপ্রধান (বস্তুতঃ "অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ" এই ন্যায়ে কর্ত্তা শব্দার্থই নহে)।[৩৪] এক্ষণে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে প্রত্যয়ার্থই প্রধান হওয়ায় গম্ ধাতুর গমনক্রিয়ারূপ অর্থও প্রকৃত্যর্থ বলিয়া অপ্রধান। ফলে "গচ্ছতি" পদের গমনভাবনারূপ অর্থে ভাবনা বিশেষ্য বলিয়া বুদ্ধিতে প্রধান হওয়ায় উহাই প্রথমে উপস্থিত হইয়া থাকে।

সূত্রানুসারে প্রযোজ্যকর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ণিচ্ করিলে অকর্মক ধাতু সকর্মক হয়। লট্, লোট্, লঙ্ ও লিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে ণিজন্ত ধাতু ভ্বাদিগণীয় ধাতুর তুল্য।

৩২ "তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদম্" এই ন্যায়সূত্রানুসারে (ন্যাঃ সূঃ ২।২।৫৮) প্রাচীন ন্যায়-সম্প্রদায় সু ঔ জস্ প্রভৃতি নামিকী এবং তি তস্ অন্তি প্রভৃতি আখ্যাতিকী বিভক্তি যাহার অন্তে থাকে তাহাকেই পদ বলিয়াছেন, প্রাতিপদিকমাত্র অথবা ধাতুমাত্র পদ নহে। উপসর্গ ও নিপাতরূপ অব্যয়ের অন্ত্যেও বিভক্তি-প্রয়োগ এবং অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ উভয়ই ব্যাকরণ-নিয়মসিদ্ধ (পাঃ সূঃ ২।৪।৮২) "অব্যয়াদাপ্সুপঃ" অর্থাৎ অব্যয়ের উত্তর আপ্ প্রত্যয় ও সুপ্ বিভক্তির লোপ হয়। বিভক্তির প্রয়োগভিন্ন পদের সাধুত্ব সিদ্ধ হয় না। এইজন্য "সু" বিভক্তিহীন (বিসর্গহীন) "ঘট"রূপ প্রাতিপদিক পদ নহে, "ঘটঃ" সাধু পদ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নব্যন্যায়মতে বিভক্তিও পদার্থকে বুঝায় বলিয়া এবং প্রকৃত্যর্থরূপ এক পদার্থের সহিত বিভক্ত্যর্থরূপ অপর পদার্থেরই অন্বয়বোধ সম্ভব হওয়ায় তাঁহাদের সিদ্ধান্তে বিভক্ত্যন্ত হইলে বাক্যই হয়, পদ নহে। ন্যায়সিদ্ধান্তে শক্তং পদম্ অর্থাৎ শক্তি বা লক্ষণাবলে যে-শব্দ কোন অর্থের উপস্থিতি করে, তাহাই পদ।

৩৩ এই অনুকূলত্বসম্বন্ধ কোন পদের দ্বারা উপস্থিত হয় নাই, কারণ উহার বাচক কোন পদ নাই। যেমন, "ঘটোঽস্তি" বলিলে ঘট ও অস্তিত্ব অসম্বদ্ধরূপে প্রতীত হয় না, সম্বদ্ধরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে—অস্তিতাবান্ ঘটঃ; কিন্তু ঘট ও অস্তিত্বের মধ্যে সংসর্গ কোন পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই। পদানুপস্থাপ্যস্য সংসর্গতয়া ভানম্—অর্থাৎ পদের দ্বারা যাহা অনুপস্থাপ্য তাহা সংসর্গরূপে প্রতীত হয়।

৩৪ "দেবদত্তঃ গচ্ছতি" এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর কি আকারের শাব্দবোধ অর্থাৎ বাক্যার্থাববোধ হইবে সেই বিষয়ে ন্যায়, বৈয়াকরণ ও মীমাংসা সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে।

ন্যায়সম্প্রদায়মতে বাধক না থাকিলে প্রথমান্ত পদ অর্থাৎ কর্ত্তাই বাক্যার্থবোধে মুখ্যবিশেষ্য হইয়া থাকে। বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তে ধাত্বর্থই শাব্দবোধে মুখ্যবিশেষ্যরূপে প্রতীত হয়। মীমাংসাসিদ্ধান্তে আখ্যাতার্থ ভাবনাই মুখ্যবিশেষ্য হয়। সুতরাং মতত্রয়ে "দেবদত্তঃ গচ্ছতি" বাক্য শ্রবণে যথাক্রমে নিম্নরূপ শাব্দবোধ হয়

আর্থী ভাবনার সাধ্যাকাঙ্ক্ষা

উপরি উক্ত আলোচনার সাহায্যে শ্রৌত "যজেত" পদ বুঝিতে হইবে। "যজেত" পদ শ্রবণ করিলে প্রথমেই আখ্যাতত্বাবচ্ছেদে "ঈত" আখ্যাতের দ্বারা আর্থী ভাবনা উপস্থিত হয় বলিয়া উক্ত আখ্যাতের অর্থ হইবে ভাবয়েৎ। পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে ভাবনা "করোতি" পদের সমানার্থক ; সুতরাং ণিজন্ত ভূ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন "ভাবয়েৎ" পদ সকর্মক হওয়ায় প্রথমে কর্মাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়—কিং ভাবয়েৎ ? এই কর্মাকাঙ্ক্ষাই সাধ্যাকাঙ্ক্ষা। এক্ষণে প্রশ্ন এই, "স্বর্গকামো যজেত" এইরূপ বিধিবাক্য শ্রবণের অনন্তর যে শাব্দবোধ হইবে তাহাতে "ঈত" প্রত্যয়লভ্য ভাবনার সহিত কাহার কর্ম বা সাধ্য অর্থাৎ ভাব্যরূপে অন্বয় হইবে ?

"স্বর্গকামঃ" পদান্তর্গত "কামঃ" শব্দের যে কামনা অর্থ, সেই কামনাই কি ভাবনার ভাব্য ? কিন্তু ইহা বলা যায় না ; কারণ কামনা স্বতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় উহার উৎপাদনে যত্ন অনাবশ্যক। বস্তুতঃ যাহার পূর্বেই কামনা বিদ্যমান সেই কামী পুরুষই পরে বিধির অধীন হইয়া থাকে, বিধির অধীন হইয়া কেহ কামনা করে না। বিষয়সৌন্দর্যদর্শনমুগ্ধ কামী পুরুষ বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছায় উপায়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। পরে আপ্তোপদেশাদি দ্বারা সেই উপায় জানিয়া সেই উপায়ের অনুষ্ঠান করে। "যজেত" এইরূপ বিধিশ্রুতি যাগরূপ উপায়েরই উপদেশ দিয়া সার্থক।

তাহা হইলে যজ ধাতুর অর্থ যে যাগ[৩৫] সেই যাগই আর্থী ভাবনার ভাব্য হউক্। বিশেষতঃ, যজ্ ধাতুরূপ প্রকৃতির অর্থ যাগ ও ঈত প্রত্যয়রূপ প্রত্যয়ের অর্থ ভাবনা—উভয়ই "যজেত"রূপ একটি পদের[৩৬] দ্বারাই গৃহীত হওয়ায় প্রকৃত্যর্থ যাগই প্রত্যয়ার্থ ভাবনার সন্নিহিততম। পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে আখ্যাতত্বাবচ্ছেদে "ঈত" প্রত্যয়ার্থরূপ আর্থী ভাবনা লিঙ্ত্বাবচ্ছেদে উক্ত প্রত্যয়ার্থরূপ শব্দভাবনার ভাব্য, যেহেতু উভয়ই একপদোপাত্ত। অনুরূপভাবে প্রকৃত্যর্থ যাগ ও প্রত্যয়ার্থ ভাবনা উভয়ই "যজেত" রূপ একটি পদের দ্বারা গৃহীত হওয়ায় সন্নিধিবশতঃ প্রকৃত্যর্থ যাগই প্রত্যয়ার্থ ভাবনার ভাব্য হউক্।

মীমাংসা সম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ। ইহা সত্য যে যাগ ও ভাবনা সমানাভিধানশ্রুতিবলে অন্বিত হইতে পারে, কিন্তু যাগ কর্মরূপে (কর্মত্বেন) ভাবনার সহিত অন্বিত হইতে পারে না। "কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম" এই পাণিনীয় সূত্রের (পাঃ সূঃ ১।৪।৪৮) দ্বারা বুঝা যায় যে কর্তা ক্রিয়ার দ্বারা যাহাকে লাভ করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ইচ্ছা করে, তাহাকেই কর্মকারক বলে। এক্ষণে যাগ লোক-বিত্ত-শ্রমসাধ্য বলিয়া কর্তার ঈপ্সিততম হইতে পারে না ; কারণ ফল সুখপ্রদ হইলেও ফলপ্রাপ্তির সাধনমাত্র দুঃখদায়ক। এইজন্য কর্তা ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা তাড়িত হইয়া সাধনবিষয়ক ইচ্ছা করিলেও সাধনেচ্ছামাত্র গৌণ ইচ্ছা, ফলেচ্ছাই মুখ্য ইচ্ছা ; যেহেতু ফলেচ্ছা ফলসাধনেচ্ছার কারণ—অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছা-বিষয়ত্বং গৌণত্বম্। সাধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত কেহ সাধনবিষয়ক ইচ্ছা করে না বলিয়া সাধনেচ্ছা ফলের ইচ্ছার অধীন ইচ্ছা, এইজন্য সাধনেচ্ছামাত্র গৌণেচ্ছা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভাবনার সহিত যাহা কর্মরূপে অন্বিত হইবে, তাহাকে সন্নিহিত বা যোগ্য হইলেই চলিবে না, তাহাকে ঈপ্সিততমও হইতে হইবে। স্বর্গই সেই ঈপ্সিততম পদার্থ, কারণ স্বর্গেচ্ছা অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছা নহে—

—"গমনানুকূল কৃতিমান দেবদত্ত", "দেবদত্তকর্তৃকবর্তমানকালীন গমন" এবং "দেবদত্তনিষ্ঠগমনানুকূলকৃতি।" বাক্যের মধ্যে যে-বিশেষ্য কাহারও বিশেষণ হয় না, বিশেষ্যমাত্র হয়, তাহাকে মুখ্য-বিশেষ্য বলে। যেমন, "ঘটবিষয়কজ্ঞানবানহম্" ইত্যাকার অনুব্যবসায়ে ঘটত্বকে অপেক্ষা করিয়া ঘট বিশেষ্য হইলেও জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া বিশেষণ এবং জ্ঞান ঘটকে অপেক্ষা করিয়া বিশেষ্য হইলেও অহম্‌কে (প্রমাতাকে) অপেক্ষা করিয়া বিশেষণ। কিন্তু অহম্ কাহারও বিশেষণ নহে, বিশেষ্যমাত্র বলিয়া উক্তরূপ অনুব্যবসায়ে অহম্ মুখ্য-বিশেষ্য।

৩৫ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগেরই নাম যাগ। স্বত্বধ্বংসপূর্বক পরস্বত্বের উৎপত্তিই অথবা উৎপত্তির অনুকূলব্যাপারই "ত্যাগ" শব্দের অর্থ। বাক্যে প্রকাশ করিলে উহা এইরূপ হইবে—"ইদম্ অমুকায়, ন মম।"

৩৬ এইস্থলে ব্যাকরণসিদ্ধান্তানুসারে তিঙন্ত "যজেত"কেই একটি পদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

অন্যেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বইস্বর্গেরমুখ্যত্ব। এই কারণে স্বর্গ ভিন্নপদোপাত্ত হইলেও যোগ্য ও ঈপ্সিততম বলিয়া কর্ম বা ভাব্যরূপে ভাবনার সহিত অন্বিত হইবে। বিশেষতঃ যাগ একপদোপাত্তও নহে, উহা প্রকৃতিরূপ ভিন্নপদোপাত্ত।[৩৭] সর্বোপরি স্বর্গরূপবিষয়ে সৌন্দর্য্যদর্শনেই লোকে স্বর্গসাধনযাগে প্রবৃত্ত হয়, কারণ আয়াসাত্মক যাগ অনিষ্ট বা অনভিপ্রেত হইলেও স্বর্গরূপ অধিকতর সুখের জনক বলিয়া লোকে বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী ইষ্টসাধনতাজ্ঞানে উহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—"ইচ্ছা তু তদুপায়ে স্যাদিষ্টোপায়ত্বধীর্যদি।"

নিরতিশয়প্রীতিস্বরূপ স্বর্গ যে অবিশেষে সকলেরই নিকট অভিলষণীয়, তাহা মীমাংসাদর্শনের বিশ্বজিদাদীনাং স্বর্গফলতাধিকরণের (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৫—১৬) "স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ" সূত্রে (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৫) ও তদ্ভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।[৩৮] সুতরাং ধাত্বর্থ যাগ নহে, স্বর্গই আর্থী ভাবনার ভাব্য হইতে পারে।[৩৯] এই স্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে স্বর্গ আর্থী ভাবনার ভাব্য হইলেও বিধেয় নহে, কারণ স্বর্গাদি ফল পুরুষের তৃপ্তির হেতু বলিয়া বিধেয় হইতে পারে না এবং উহা অর্থতঃ অর্থাৎ রাগতঃ (কামতঃ) প্রাপ্ত হওয়ায় পুরুষ স্বভাবতঃ উহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, বিধিবশতঃ নহে। সুতরাং স্বর্গরূপ ভাব্য আর্থী ভাবনার অংশ হইলেও অবিধেয়—(জৈঃ ন্যাঃ মাঃ ৪।১।১ ম অধিঃ ২য় বর্ণক পৃঃ ২৪৯), "ন ভাব্যাংশো বিধেয়ঃ স্যাদ্রাগাত্তত্র প্রবর্ত্তনাৎ।" আর্থী ভাবনার অপব অংশদ্বয় (সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা) যে বিধেয় উহা পরে বুঝা যাইবে।[৪০]

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে "স্বর্গকামো যজেত" এইরূপ বিধিবাক্য শ্রবণের অনন্তর "কিং ভাবয়েৎ" ইত্যাকার যে ভাব্যাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়, তাহার নিবৃত্তিকল্পে বলিতে হইবে "স্বর্গং ভাবয়েৎ।"

পূর্বে ভাবনার যে সামান্য-লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার শাব্দী ভাবনা ও আর্থী ভাবনা উভয়ানুগতি প্রদর্শিত হইতেছে। ভবিতুঃ অর্থাৎ শাব্দী ভাবনার স্থলে উৎপদ্যমান আর্থী ভাবনা এবং আর্থী ভাবনার স্থলে উৎপদ্যমান স্বর্গ, ইহাদের ভবন বা উৎপত্তির অনুকূল যে ব্যাপার, তাহা শাব্দী ভাবনাস্থলে শব্দনিষ্ঠ প্রেরণা হওয়ায় শব্দই ভাবক বা প্রবর্ত্তক এবং আর্থী ভাবনাস্থলে পুরুষনিষ্ঠ প্রযত্নাদিই ভাবক বা প্রবর্ত্তক। শাব্দী ভাবনার বিশেষ-লক্ষণ এইরূপ—পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুকূলো ভাবকব্যাপারঃ এবং আর্থী ভাবনার বিশেষ-লক্ষণ — প্রয়োজনেচ্ছাজনিতক্রিয়াবিষয়কব্যাপারঃ। অন্যোৎপাদনানুকূলব্যাপারত্ব উভয়ত্র সমান।

আর্থী ভাবনার সাধনাকাঙ্ক্ষা

আর্থী ভাবনার প্রথম অংশ ভাব্যবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির পর ভাবনার সাধনাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়—কেন ভাবয়েৎ ? অর্থাৎ কোন সাধন বলে ভাব্যের উৎপাদন করিতে হইবে ?

আপাতদৃষ্টিতে ইহার উত্তর সহজলভ্য। কারণ পূর্ব আলোচনার দ্বারা যখন স্বর্গ সাধ্যরূপে ভাবনার সহিত অন্বিত হইয়াছে তখন যাগই ভাবনার করণ বা সাধন। বিশেষতঃ "যজেত" রূপ একটি পদের দ্বারাই যখন যাগ ও ভাবনা উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আখ্যাতলভ্য আর্থী ভাবনায় প্রকৃত্যর্থ যাগই করণরূপে অন্বিত হইবে। বস্তুতঃ "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত", "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ" (তৈত্তিঃ সং ২।৪।৬) ইত্যাদি বিধিশ্রুতিসমূহে তৃতীয়াভিধান দ্বারা জানা যায় যে শ্রুতি দর্শপূর্ণমাসনামক

৩৭ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৬।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৩৪০, "যজেত ইত্যত্র প্রত্যয়স্য কেবলমাখ্যাতরূপত্বমেবেতি ন মন্তব্যম্, কিন্তু লিঙ্প্রত্যয়ত্বেন বিধিরূপত্বমপ্যস্তি। তত্র আখ্যাতত্বাকারেণ [অর্থ-] ভাবনামাচষ্টে, বিধিত্বাকারেণ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি। পুরুষশ্চ স্বাভিমতফলমন্তরেণ ন প্রবর্ত্ততে ইতি তদপেক্ষিতং স্বর্গমেব ভাব্যতয়া বিধিরূপাদত্তে।...তস্মাৎ সুখস্য ভাব্যত্বং বিধিশ্রুত্যা সিদ্ধম্। ধাত্বর্থস্য তু ভাব্যত্বং একেন পদেন প্রতীয়মানমপি ন প্রত্যয়েনাবগম্যতে, কিন্তু প্রকৃত্যা। তথা সতি স্বর্গভাব্যত্বং ভাবনায়াং প্রত্যাসন্নম্। একেনৈব বিধিরূপেণ আখ্যাত-প্রত্যয়েনাবগমাৎ। কর্মিযোগাদপি স্বর্গস্যৈব ভাব্যত্বম্।"

৩৮ মীমাংসাদর্শনে "স্বর্গ" পদের অর্থের জন্য অধ্যায়ান্তে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩৯ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ ৬।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৩৩৯, "বলীয়স্যা বিধিশ্রুত্যাবরুদ্ধা ভাবনাত্র চ। ভাব্যঃ স্বর্গঃ পুমর্থত্বাৎ কর্মিযোগাচ্চ সোঽস্ত্যতঃ॥"

৪০ শ্লোঃ বাঃ চোদনা সূত্র শ্লোঃ ২২২ পৃঃ ১১৪, "ফলাংশে ভাবনায়াশ্চ প্রত্যয়ো ন বিধায়কঃ।" মীমাংসাদর্শনের "ক্রত্বর্থপুরুষার্থলক্ষণাধিকরণে"র (মীঃ সূঃ ৪।১।২) দ্বিতীয় বর্ণকের শাবরভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য।

যাগ, চিত্রা নামক যাগ প্রভৃতি যাগের দ্বারা ইষ্টভাবনার উপদেশ দিতেছেন—দর্শপূর্ণমাস-নামধেয়েন যাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ, চিত্রানামধেয়েন যাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ ইত্যাদি।[৪১] সুতরাং প্রকৃত্যর্থ যাগ সাধনরূপেই আর্থী ভাবনার সহিত অন্বিত।

কিন্তু মীমাংসাদর্শনের অধিকারলক্ষণ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণেই একটি কঠিন পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত হইয়াছে যাহাতে পূর্বপক্ষী প্রতিপাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে বৈদিক কর্মমাত্র নিষ্ফল হওয়ায় অধিকারই নাই। পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য্য এইরূপ।

অধিকার কাহাকে বলে?—ফলভোক্তৃত্বসমানাধিকরণকর্তৃত্বই অধিকার। শ্রাদ্ধাদিতে ঋত্বিকের অধিকারব্যাবৃত্তিরজন্য "ভোক্তৃত্ব" পদ ও পিত্রাদির অধিকারব্যাবৃত্তির জন্য "কর্তৃত্ব" পদ উক্ত লক্ষণবাক্যে নিবেশিত হইয়াছে, কারণ শ্রাদ্ধকর্মে ঋত্বিক্ কর্তা হইলেও কর্মফলভোক্তা নহেন এবং মৃতপিত্রাদি ফলভোক্তা হইলেও কর্তা নহেন; যজমানই কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া তাহারই কর্মাধিকার। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" (মৈত্রায়ণী সং ১৮।৬) ইত্যাদি শ্রুতিতে অধিকারবিধিই[৪২] উপস্থাপিত হইয়াছে এবং মীমাংসাদর্শনের সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রৌতাদি কর্মে অধিকারী কে, তাহাই বিচারিত হওয়ায় ষষ্ঠ অধ্যায়কে অধিকার-লক্ষণ বলা হয়। বস্তুতঃ অধিকারী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বিধি সার্থক; সুতরাং অধিকারীর অভাবে বিধি ব্যর্থ হওয়ায় সমগ্র শাস্ত্রই নিষ্ফল।

কিন্তু অধিকার নাই কেন?—যেহেতু বিধিশ্রুতিতে ফল উক্ত না হওয়ায় ফলভোক্তৃত্বঘটিত অধিকারও নাই।

কিন্তু স্বর্গাদিই ফল এবং উহাই ভাবনার ভাব্য বা সাধ্য হওয়ায় ফল নাই বলা হইতেছে কেন?—যেহেতু পূর্বপক্ষিমতে স্বর্গ ফল নহে। "স্বর্গ" শব্দের লোকানুভবসিদ্ধ অর্থ, যাহা সুখ বা প্রীতির সাধন অর্থাৎ দ্রব্যাদি; "কৌশিকাণি সূক্ষ্মাণি বাসাংসি স্বর্গঃ", "চন্দনানি স্বর্গঃ" ইত্যাদি প্রয়োগবলে বুঝা যায় যে প্রীতি বা সুখ "স্বর্গ" পদের বাচ্য নহে, প্রীতিসাধনদ্রব্যই স্বর্গপদবাচ্য। এক্ষণে দ্রব্য সিদ্ধপদার্থ হওয়ায় উহা ভাবনার ভাব্য বা সাধ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যাগ ক্রিয়ামাত্র বলিয়া সিদ্ধ নহে; ফলে যাহা স্বয়ং সিদ্ধ নহে, বরং সাধ্যস্বরূপ, তাহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সাধন হইতে পারে না—বরং যাগই ক্রিয়াত্মক বলিয়া কৃতিসাধ্য এবং দ্রব্য যে ক্রিয়ার সাধন হইয়া থাকে তাহা অতীব প্রসিদ্ধ। এইজন্য সিদ্ধস্বরূপ কুঠারাদিই দ্বৈধীভাবের করণ হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, একপদোপাত্ত বলিয়া যাগই ভাবনার সন্নিহিত হওয়ায় উহাই ভাবনার সাধ্য, ইহা পদশ্রুতিবলে বুঝা যায়। ভিন্নপদোপাত্ত স্বর্গকে সাধ্য করিতে হইলে বাক্যবলে করিতে হইবে। কিন্তু শ্রুতি বাক্য অপেক্ষা যে বলবান তাহা মীমাংসাদর্শনের "শ্রুত্যাদীনাং পূর্ব পূর্ববলীয়স্ত্বাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৩।৩।১৪) প্রতিপাদিত হইয়াছে।[৪৩] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিতে ক্রিয়াত্মক যাগই সাধ্যরূপে ভাবনার সহিত অন্বিত এবং স্বর্গপদবাচ্য প্রীতিসাধন দ্রব্যই ভাবনাতে করণরূপে অন্বিত হওয়ায় উক্ত বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য, স্বর্গেণ যাগং ভাবয়েৎ। কিন্তু ফলশ্রুতি না থাকায় ফলকল্পনার অভাবে বুঝা যায় যে যাগ-কর্তার কর্তৃত্বমাত্র বর্তমান, কিন্ত ফলভোক্তৃত্ব নাই; ফলে অধিকারও নাই। নিষ্ফল কর্মে যদি কাহারও প্রবৃত্তি না হয়, তবে

৪১ দর্শপূর্ণমাস, চিত্রা প্রভৃতি যে যাগসমূহের নাম, তাহা নামধেয় আলোচনা কালে বুঝা যাইবে।

৪২ চতুর্বিধ বিধির মধ্যে অধিকার বিধি চতুর্থ স্থানাধিকারী। বিধি-বিভাগ পরে আলোচিত হইবে।

৪৩ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—এই ছয়টিকে বিনিয়োগের কারণ বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একই বিষয়ে একাধিক কারণের সমাবেশ হইলে সিদ্ধান্ত এই যে পূর্ব পূর্ব কারণই পর পর কারণ অপেক্ষা বলবান। সুতরাং শ্রুতিই সর্বাপেক্ষা বলবান এবং সমাখ্যা দুর্বলতম। ইহাদের অতীব সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও অত্যন্ত বিশাল ও সহজবোধ্য না হওয়ায় উহার আলোচনা করা হইল না। যাহা হউক, আলোচ্যস্থলে "যজেত" একটি পদ বলিয়া উহাকে পদশ্রুতি বলা হইয়াছে। পদশ্রুতিবলেই যাগ সাধ্যরূপে ভাবনার সহিত অন্বিত। কিন্তু স্বর্গকে সাধ্যরূপে ভাবনায় অন্বিত করিতে হইলে সমগ্র বাক্যটির শরণাপন্ন হইতে হইবে। পদশ্রুতি অভিধা শক্তির দ্বারা স্বীয় অর্থকে সাক্ষাৎভাবে স্থাপন করে; কিন্ত আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ইত্যাদি দ্বারা বাক্য বিলম্বে বাক্যার্থ উপস্থিত করে এবং বাক্যার্থজ্ঞান পদার্থজ্ঞান সাপেক্ষ হওয়ায় শ্রুতি ও বাক্যের বিরোধে শীঘ্রতর প্রবৃত্ত শ্রুতিই বলবান। শাস্ত্রদীপিকা (৬।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৩), "ধাত্বর্থস্যৈব ভাব্যত্বং পদশ্রুত্যা প্রতীয়তে। স্বর্গাদেঃ খলু বাক্যেন শ্রুতের্বাক্যং চ দুর্বলম্॥ ভূতং চ স্বর্গপশ্বাদি দ্রব্যং ভব্যায় কর্মণে। উপদেশ্যং ন ভূতায় ভব্যকর্মোপদেশনম্ ॥"

নাই হউক্। ইহাতে পূর্বপক্ষীর কি আসিয়া যায়! অফল কর্মের ধর্মত্বও যদি সিদ্ধ না হয় এবং তাহার ফলে "চোদনালক্ষণোঽর্থ ধর্মঃ" ইত্যাদি মহর্ষিবিরচিত সূত্রসমূহকে যদি জলাঞ্জলি দিতে হয়, তবে তাহাই হউক্, বিধিসমূহও ব্যর্থ হউক্।[৪৪]

এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর অতীব সংক্ষেপে এইরূপ।

পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে লিঙাদি বিধি ও ভাবনা উভয়ই প্রকাশ করিয়া থাকে ; সুতরাং প্রকৃত্যর্থ যাগের সহিত ভাবনার সম্বন্ধ প্রতীত হইবার পূর্বেই প্রত্যয়রূপ একটি শব্দের দ্বারাই ভাবনাতে বিধির সম্বন্ধ প্রতীত হইয়া থাকে। প্রবর্ত্তনাই বিধি এবং প্রবৃত্তির হেতুভূতব্যাপারই প্রবর্ত্তনা ; কিন্তু অপুরুষার্থ যাগের সহিত ভাবনার সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় সন্নিহিত প্রকৃত্যর্থ যাগকে পরিত্যাগ করিয়া বিধিশ্রুতিবলে দূরবর্ত্তী ভিন্ন পদের দ্বারা গৃহীত স্বর্গ পুরুষার্থ হওয়ায় ভাবনাতে স্বর্গই ভাব্যরূপে অন্বিত হইবে। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে প্রত্যয়ার্থই বিশেষ্য হওয়ায় প্রধান বা বলবান। এইজন্য পদশ্রুতি অপেক্ষা বিধিশ্রুতি বলবত্তর।

পুনরায় "স্বর্গ" পদের যে সুখসাধনদ্রব্য অর্থ গৃহীত হইয়াছে, উহা "স্বর্গ" পদের মুখ্যার্থ নহে, গৌণার্থ। অসংখ্য শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণাদিতে "স্বর্গ" পদ স্বরসতঃ দুঃখামিশ্রিতসুখভোগ-যোগ্যদেশবিশেষকে অথবা আকৃতিশক্ত্যধিকরণন্যায়ে[৪৫] তাদৃশসুখমাত্রবিশেষকে বুদ্ধিতে উপস্থিত করে এবং ফলসাধনত্বসম্বন্ধরূপ গুণযোগবশতঃ লক্ষণার দ্বারা সুখসাধনচন্দনাদিদ্রব্যকে উপস্থিত করে। শব্দের মুখ্যার্থ উপস্থিত না হইলে গৌণার্থ উপস্থিত না হওয়ায় এবং মুখ্যার্থে অনুপপত্তিও না থাকায় "স্বর্গ" পদ সুখবাচী, সুতরাং উহা বুদ্ধিতে প্রধান ; কারণ সুখ মুখ্য পুরুষার্থ, সুখসাধন গৌণ পুরুষার্থ। অতএব "স্বর্গকামো যজেত" শ্রুতিতে যাগকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বর্গের বিধান করা হয় নাই, স্বর্গরূপ মুখ্য পুরুষার্থকে উদ্দেশ্য করিয়াই যাগের বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং যাগ অপ্রধান বা গুণ হওয়ায় তাহা ভাবনার ভাব্য হইতে পারে না, স্বর্গ প্রধান বা মুখ্য হওয়ায় তাহাই কর্মরূপে ভাবনাতে অন্বিত।

আর যে বলা হইয়াছে, সাধ্যস্বরূপ যাগ সাধন হইতে পারে না, ইহাও যথার্থ নহে। "তৃপ্তিকামো ভোজনং কুর্য্যাৎ" এই বাক্যে ভোজন অনিষ্পন্ন বা সাধ্যস্বরূপ হইলেও তাহা যেমন তৃপ্তির সাধন হয়, সেইরূপ অনিষ্পন্ন বা সাধ্যস্বরূপ যাগও স্বর্গসাধন হইতে পারে। বস্তুতঃ কুঠারাদি স্বরূপতঃ সৎ হইলেও পুরুষের হস্তাদিক্রিয়ার দ্বারা উদ্যমন-নিপাতনবিশিষ্ট হইলেই তবে উহা দ্বৈধীভাবের করণ হইতে সমর্থ হওয়ায় পুরুষব্যাপারের পূর্বে করণত্ববিশিষ্টরূপে কুঠারও অসৎ ; তৎসত্ত্বেও উহা পুরুষব্যাপারের পর করণত্ববিশিষ্ট হইয়া দ্বৈধীভাবরূপফলোৎপাদনে সমর্থ হয়। অনুরূপভাবে অনিষ্পন্ন যাগও পুরুষব্যাপারদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া অপূর্বদ্বারা স্বর্গফলোৎপত্তিতে সমর্থ।

প্রকৃতপ্রস্তাবে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং", "চিত্রয়া", "উদ্ভিদা" (তাণ্ড্য ব্রাঃ ১৯।৭।৩), "শ্যেনেন" (আপস্তম্ব শ্রৌতঃ ২২।৪।১৩) ইত্যাদি তৃতীয়ান্তশ্রুতি যখন অপ্রত্যূহে যাগের করণত্ব কণ্ঠতঃ ঘোষণা করিতেছেন তখন কোন প্রমাণ-বলেই উহার করণত্ব ব্যাহত হইতে পারে না। এমন কি বিষয় আছে যাহা শ্রুতিবচন বিধান করিতে পারে না? শ্রৌতবচনের পক্ষে গুরুভার বলিয়া কিছু নাই।[৪৬] এই তাৎপর্য্যে

৪৪ মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণকে (মীঃ সূঃ ৬।১।১-৪) "স্বর্গকামাধিকরণ"ও বলে। এই অধিকরণে একাধিক পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত হইলেও তাহাদের পৃথক্‌রূপে আলোচনা করা অল্পপরিসরে নিতান্তই অসম্ভব। শেষ পূর্বপক্ষ স্থাপন করিতে শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন (শাস্ত্রদীপিকা ৬।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৩), "অথবা স্বর্গাদিকামনৈব যাগাঙ্গমিতি সর্বথা যাগ এব ভাব্যঃ, ন তেনান্যৎফলম্। অসতি চ ফলে অধিকারাভাবাদনারম্ভনীয়মধিকারলক্ষণম্। ন চৈবমফলে কর্মণি কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত। মা প্রবর্ত্তিষ্ট, কিং নঃ ছিন্নম্। নৈতাবতা শক্যং ফলমুপগন্তুম্। অফলস্য চ কর্মণঃ ধর্মত্বং ন সিধ্যতীত্যেতদপি ভবতু।...বিধিরপি পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি, ন তু ফলবত্তাং গময়তি। ন চ প্রবর্ত্তিতোঽপি কশ্চিদফলে প্রবর্ত্তত ইতি ব্যর্থ এব বিধিঃ।" বৈদ্যনাথকৃত প্রভাব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য।

৪৫ মীমাংসাদর্শনের "আকৃতিশক্ত্যধিকরণে" (মীঃ সূঃ ১।৩।৩০-৩৫) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে পদের আকৃতি বা জাতিমাত্রে শক্তি, ব্যক্তিতে নহে, জাতিবিশিষ্টব্যক্তিতেও নহে। সুতরাং "স্বর্গ" পদের স্বর্গত্ব বা সুখত্বেই শক্তি, দেশবিশেষে নহে। শেষোক্ত বিকল্পই মীমাংসার অভিমত।

৪৬ শাবরভাষ্য ২।২।২৭ পৃঃ ১৭৯=পৃঃ ২৬৪, "কিমিব হি বচনং ন কুর্য্যাৎ, নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ।"

শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন (শাস্ত্রদীপিকা ৬৷১৷১ম অধিঃ পৃঃ ৪), "পদশ্রুতেবলীয়স্যা বিধিশ্রুত্যা হি ভাবনা। অবরুদ্ধা ন যাগাদি ভাব্যমালম্বিতুং ক্ষমা॥ স্বর্গাদিঃ কামনাযোগাৎ ফলত্বেনৈব গম্যতে। স্বরসাৎ পুরুষাণাং হি কামনা ফলগোচরা॥" সুতরাং ফল থাকায় ফলভোক্তৃত্বও বিদ্যমান বলিয়া অধিকার সম্ভব এবং বিধিসমূহও সার্থক হওয়ায় শাস্ত্র নিষ্ফল নহে। অতএব সাধনাকাঙ্ক্ষার উপশম করিতে বলিতে হইবে "স্বর্গকামো যজেত" শ্রুতির তাৎপর্য্য, যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ।[৪৭]

আর্থী ভাবনার ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা

সাধনাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির পর ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়—কথং যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ? তাৎপর্য্য এই, ইতিকর্ত্তব্যতা বা ব্যাপার ব্যতিরেকে সাধনের সাধনত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় সাধনাকাঙ্ক্ষা উপশমের পর কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা অপরিহার্য্য। লৌকিকভাবেও দেখা যায় যে "ওদনকামঃ পচেৎ" এইরূপ বাক্য শ্রবণের পর প্রথমে "কিং পচেৎ?" পরে "কেন পচেৎ?" এবং পরিশেষে "কথং পচেৎ?" এইক্রমে আকাঙ্ক্ষাত্রয় উপস্থিত হইলে ওদন পাকের ভাব্যরূপে[৪৮], পাক (তেজঃস্পর্শ) ওদনের সাধনরূপে বুদ্ধিস্থ হইবার পর ওদনসাধনপাকের সহকারিরূপে তৃণফুৎকার প্রভৃতি উপস্থিত হয়। অনুরূপভাবে "কথং যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ?" ইত্যাকার ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষার উপশমকল্পে প্রযাজ প্রভৃতি অঙ্গযাগসমূহ শ্রুত্যন্তরদ্বারা বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে। ইতিকর্ত্তব্যতাবিশেষ যে প্রমাণান্তরদ্বারা প্রাপ্তব্য, তাহা পূর্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এইরূপ ইষ্টিযাগবিষয়ক শ্রৌতবিধি শ্রবণে এই আকারের বাক্যার্থাববোধ হইবে—প্রযাজাদ্যঙ্গযাগসহকৃতেন দর্শপূর্ণমাসনামধেয়েন অগ্নিযাগেন ইষ্টং স্বর্গং ভাবয়েৎ। এইভাবেই আর্থী ভাবনা অংশত্রয়বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং অংশত্রয়োপেত আর্থী ভাবনাই শাব্দী ভাবনার ভাব্য। এইস্থলে স্মর্ত্তব্য এই যে আর্থী ভাবনার ভাব্যাংশ বিধেয় না হইলেও সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিধেয়। যাহা বিধিবাক্যের প্রমেয় বা বিষয়, তাহাই বিধেয় নহে। কিন্তু যে স্থলে অপ্রবৃত্ত পুরুষ বিধিবশে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই বিধেয়, যেমন অঙ্গী ও অঙ্গযাগসমূহে পুরুষ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় না, বিধিবশেই হয় বলিয়া উহারাই বিধেয়। এই কারণেই ফল বিধেয় নহে, অবিধেয়। এইজন্যই ভট্টকুমারিল বলিয়াছেন যে শ্যেনাদিযাগে হিংসা ফলরূপে উদ্দিষ্ট হওয়ায় উহা বিধেয় নহে বলিয়া বৈদিক কর্মরূপে শ্যেনাদিযাগ অধর্ম নহে। কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা।[৪৯] যাঁহারা মহাবাক্যার্থাববোধের পূর্বে খণ্ডবাক্যসমূহের অর্থাববোধ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়াই আলোচনা করা হইল। সুতরাং প্রথমে "ভাবয়েৎ", পরে "স্বর্গং ভাবয়েৎ", অতঃপর "যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ" ইত্যাদিক্রমে সর্বশেষে মহাবাক্যার্থের বোধ হইয়া থাকে।

৪৭ স্বর্গকামাধিকরণের উপর সটীক শাস্ত্রদীপিকা ব্যতীত নব্যমীমাংসক খণ্ডদেবকৃত ভাট্টদীপিকা ও তাহার উপর শম্ভুভট্টরচিত প্রভাবলী টীকা (পৃঃ ৫৯২-৬০৪) দ্রষ্টব্য।

৪৮ উন্দ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন "ওদন" পদের অর্থ সিদ্ধান্ন—উনত্তি ক্লিদ্যতি ইতি ওদনম্। অবয়ববিশ্লেষ (শৈথিল্য-) রূপ দ্রবীভাবই ক্লিন্নতা বা বিক্লিত্তি। উক্ত দ্রবীভাব পাকের পরই সম্ভব, সুতরাং পাকের দ্বারা ওদন কিরূপে সাধ্য হইবে? উত্তর এই, কখন কখন ভাবী পদার্থ যেন নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে এইরূপ মনে করিয়াই উক্তরূপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে—কচিৎ ভাবার্থো ভূতবৎ অঙ্গীক্রিয়তে। এইজন্য "গৃহ আরম্ভ কর", "বস্ত্র প্রস্তুত কর", "ঘট উৎপন্ন কর" ইত্যাদি প্রয়োগ সার্থক—যদিও আরম্ভ, প্রস্তুতি ও উৎপত্তির পূর্বে গৃহ, বস্ত্র বা ঘট নাই। বস্তুতঃ সকর্মক ধাতুমাত্র কর্মস্থ বলিয়া বিক্লিত্তি ওদনগত হওয়ায় উহা পাকের ভাব্য হইতে পারে। "তণ্ডুলং পচতি" এইরূপ প্রয়োগ হইলেও "তণ্ডুলকামঃ পচেৎ" ইত্যাকার প্রয়োগ হয় না।

৪৯ শ্লোঃ বাঃ চোদনাসূত্র শ্লোঃ ২৬০-২৭৬ পৃঃ ১২৪—২৮ দ্রষ্টব্য। পার্থসারথিমিশ্রকৃত ন্যায়রত্নাকর টীকা শ্লোঃ ২৬৫ পৃঃ ১২৫, "ন হি যদ্বিধিপ্রমেয়ং তদ্বিধেয়মিতিবিধেয়লক্ষণম্। কিং তর্হি? যত্র অপ্রবৃত্তঃ পুরুষো বিধিবশাৎ প্রবর্ত্ততে তদ্বিধেয়ম্। ন চ ফলস্য তদস্তি, বিধিতঃ প্রাগেব তত্র রাগতঃ প্রবৃত্তেরিত্যবিধেয়ত্বম্। তথা ভাবনাবিধিরপ্যর্থাদ্বিষয়েষ্ববতরন্নন্যতঃ প্রাপ্তাৎ ফলাংশাদ্বিনিবৃত্তঃ সাধনেতিকর্ত্তব্যতাংশয়োরেব অবতরতীতি তয়োরেব বিধেয়ত্বং, ন ফলস্যেতি।" গাগাভট্ট বিরচিত ভাট্ট চিন্তামণির "ধর্মলক্ষণাধিকরণে" (ভাট্টচিন্তামণি তর্কপাদ পৃঃ ৭-৮), ভাট্টদীপিকার প্রভাবলী টীকায় (প্রভাবলী ১৷২৷১ম অধিঃ পৃঃ ৬) প্রভৃতি গ্রন্থে শ্যেনাদির ধর্মত্ব নিরূপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্যেনাদি যাগ কি অর্থে ধর্ম, কি অর্থে অধর্ম এবং কি অর্থে ধর্মও নহে, অধর্মও নহে, তাহা

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট

ছয় বেদাঙ্গের পরিচয়

ছয় বেদাঙ্গের যথাক্রম অতীব সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ।

যে-স্থলে বর্ণস্বরাদির উচ্চারণ প্রকার উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই শিক্ষা। "শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ।" (তৈত্তিঃ উপঃ শীক্ষাধ্যায়, ২য় অনুবাক্) যাহার দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয় তাহাই শিক্ষা ("শীক্ষা" বৈদিক প্রয়োগ)। অকারাদি অক্ষরই বর্ণ (পাণিনীয় শিক্ষা ৩)। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে স্বর ত্রিবিধ (পাঃ শিঃ ১১)। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতভেদে ত্রিবিধ মাত্রা (পাঃ শিঃ ১১)। স্থান ও প্রযত্নকে বল বলে। যেমন বর্ণসমূহের আটটি স্থান (পাঃ শিঃ ১৩)। শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্নই বল (পাঃ শিঃ ৩৮)। অতিদ্রুত, অতিবিলম্বিত প্রভৃতি দোষরহিত ও মাধুর্য্যাদিগুণযুক্ত উচ্চারণই সাম বা সাম্য (পাঃ শিঃ ৩২-৩৬)। সন্তান অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমে সন্নিহিত পদ বা বাক্য। ইহা ব্যাকরণে উপদিষ্ট হওয়ায় শিক্ষায় উপেক্ষিত হইয়াছে। উচ্চারণদোষে কর্ম বিপরীত ফল প্রদান করিতে পারে (পাঃ শিঃ ৫৪), "মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥" (দ্রঃ পরিমল পৃঃ ১১; নিরুক্ত ২।৫।১৬ পৃঃ ৯০-১) অতএব শিক্ষারূপ বেদাঙ্গ বেদার্থাববোধে উপকারক।

কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্র, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে "কল্প" শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় বুঝা যায় যাগানুষ্ঠানক্রমই কল্পে উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদের মন্ত্রকাণ্ড ব্রহ্মযজ্ঞাদিজপক্রমেই প্রবৃত্ত, যাগানুষ্ঠানক্রমে নহে। আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ কল্পসূত্রসমূহ রচনা করিয়াছেন।

ব্যাকরণ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি উপদেশের দ্বারা পদস্বরূপ ও পদার্থনিশ্চায়ক হওয়ায় বেদার্থাববোধে উপযোগী (তৈত্তিঃ সংঃ ৬।৪।৭।৩)। মাহেশ, ঐন্দ্রী প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাকরণ পূর্বে ছিল। বর্তমানকাল পাণিনীয় ব্যাকরণই লোকপ্রসিদ্ধ।

যে-গ্রন্থে অর্থাববোধের নিমিত্ত নিরপেক্ষরূপে অর্থাৎ অন্য কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া পদসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাকে নিরুক্ত বলে। যাস্কমুনি রচিত নিরুক্তে এক একটি পদের প্রকৃতি-প্রত্যয়রূপ অবয়বের সম্ভবপর অর্থ নিঃশেষে উপদিষ্ট হইয়াছে (নির্—বচ পরিভাষণে + ক্ত)।

ঋক্‌মন্ত্রসমূহ কোন কোন ছন্দে রচিত তাহার জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া ছন্দঃ শাস্ত্রে গায়ত্রী (২৪ অক্ষর), উষ্ণিক্ (২৮ অক্ষর), অনুষ্টুপ্ (৩২ অক্ষর), বৃহতী (৩৬ অক্ষর), পংক্তি (৪০ অক্ষর) ত্রিষ্টুপ্ (৪৪ অক্ষর) ও জগতী (৪৮ অক্ষর), এই সাতটি বৈদিক ছন্দের উপদেশ রহিয়াছে (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১।৫।১২।১)। ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ৫৬-৭ দ্রষ্টব্য। যিনি ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না জানিয়া যাজন, অধ্যয়ন বা অধ্যাপন করেন তিনি ভারবাহীমাত্র, গর্তে পতিত হন এবং অনধীতবেদ অপেক্ষা অধিকতর পাপী, এইরূপে কাত্যায়ন তাঁহার অনুক্রমণিকায় (কাঃ ১।১) নিন্দা করিয়াছেন। পিঙ্গল রচিত ছন্দঃশাস্ত্র অতি প্রসিদ্ধ।

বৈদিক ক্রিয়াকলাপের কাল ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন (বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ৬), যেহেতু বিশেষ বিশেষ কালের বিধিসমূহ বেদে শ্রুত হইয়াছে—(তৈত্তিঃ আরঃ ১।৩২।১), "সংবৎসরমেতদ্ ব্রতং চরেৎ" ইত্যাদি সংবৎসরবিধি, (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১।১।২।৬।৭) "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীত" ইত্যাদি ঋতুবিধি।

জানিতে হইলে উল্লিখিত শ্লোকবার্ত্তিকের শ্লোকসমূহ এবং তাহার উপর ভট্ট উম্বেকৃত তাৎপর্য্যটীকা (পৃঃ ১১৪-১৭) ও পার্থসারথি মিশ্রকৃত ন্যায়রত্নাকর টীকা (পৃঃ ১২৪-২৭) দ্রষ্টব্য।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকার বিধিবিচার নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

বস্তুতঃ এই ছয় বেদাঙ্গ ব্যতিরেকে বেদাধ্যয়ন অর্থহীন বলিয়া মুণ্ডকশ্রুতি ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নের কথাই বলিয়াছেন (মুঃ উপঃ ১৷১৷৪-৫), "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" এই আথর্বণ শ্রুতির অদ্বৈতব্যাখ্যানুসারে বলিতে হইবে যে শিক্ষাদি ছয় অঙ্গসহ কর্মকাণ্ডোক্ত বিদ্যাই অপরা বিদ্যা, কারণ উহা ধর্মজ্ঞানের হেতু এবং ধর্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের উপকারক ; কিন্তু উপনিষদ্‌সমূহ পরমপুরুষার্থভূতব্রহ্মজ্ঞানহেতু বলিয়া পরা বিদ্যা। শরীরের যেমন অঙ্গ থাকে শিক্ষাদিও সেইরূপ বেদশরীরের অঙ্গ বলিয়া ষড়ঙ্গ বলা হয়—(পাঃ শিঃ ৪১-৪২), "ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে। জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥ শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্। তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥" অতএব স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে সংস্কৃতভাষাজ্ঞানমাত্র সম্বল করিয়া স্বগৃহে বসিয়া মুদ্রিত বেদগ্রন্থের অনধিকারী কর্তৃক "সাহেবী-পাঠ" বেদাধ্যয়ন নহে।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় বিধিবিচার নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

মীমাংসাদর্শনে "স্বর্গ" পদের অর্থ

মীমাংসাসিদ্ধান্তে স্বর্গ কোন স্থানবিশেষ নহে ; "স্বর্গ" শব্দের অভিধেয় হইল প্রীতি। উৎকৃষ্ট সুখে উহা রূঢ়, এবং সুখসাধন চন্দনাদি দ্রব্যে উহা লাক্ষণিক। যে-সুখ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখমিশ্রিত নহে, নাশপ্রাপ্ত না হওয়ায় ভবিষ্যকালিক দুঃখমিশ্রিত নহে এবং অভিলাষমাত্র উপস্থিত হওয়ায় অতীতকালিক দুঃখমিশ্রিত নহে, তাহাই "স্বঃ" বা "স্বর্গ" পদের বাচ্য—"যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং 'স্বঃ' পদাস্পদম্॥" ভাষ্যকার শবরস্বামী "যাগাদিকর্মণাং স্বর্গাদিফলসাধনতাধিকরণে"র (মীঃ সূঃ ৬৷১৷১-৩) প্রথম সূত্রে পূর্বপক্ষস্থাপনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন (মীঃ সূঃ ৬৷১৷১ পৃঃ ৬৫৩ = পৃঃ ১৭৭), "যদ্যপি কেবলসুখশ্রবণার্থাপত্ত্যা তাদৃশো দেশঃ স্যাৎ, তথাপি অস্মৎপক্ষস্য অবিরোধঃ।" ইহার ব্যাখ্যায় ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন (টুপ্‌টীকা ৬৷১৷১ পৃঃ ১৭৭-৭৮), "যা প্রীতিঃ নিরতিশয়া অনুভবিতব্যা, সা চ উষ্ণশীতাদিদ্বন্দ্বরহিতে দেশে শক্যা অনুভবিতুম্। অস্মিংশ্চ দেশে মুহূর্তশতভাগোঽপি দ্বন্দ্বৈঃ ন মুচ্যতে। তস্মাৎ নিরতিশয়প্রীত্যনুভবায় কল্প্যঃ বিশিষ্টো দেশঃ।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী বস্তু (দ্বন্দ্ব) সমন্বিত মনুষ্যলোকের অতিরিক্ত দেবলোক অর্থাপত্তি প্রমাণবলে সিদ্ধ হইলেও স্বর্গ যে নিরতিশয়প্রীতিস্বরূপ, এই মীমাংসাসিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণই থাকে। বলা বাহুল্য, ইহা ভাষ্যকারের প্রৌঢ়িবাদমাত্র, কারণ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন (শাবরভাষ্য ৪৷৩৷১৫ পৃঃ ৫৪৬ = পৃঃ ৭২), "প্রীতির্হি স্বর্গঃ, সর্বশ্চ প্রীতিং প্রার্থয়তে।" মীমাংসা সম্প্রদায়ের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে স্থানবিশেষরূপস্বর্গ সিদ্ধ পদার্থ হওয়ায় উহা ক্রিয়াসাধ্য নহে ; অথচ সমগ্র বেদের ক্রিয়াতেই তাৎপর্য্য (মীঃ সূঃ ১৷২৷১), "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ..।" সুতরাং স্বর্গবাচক পদমাত্র স্বার্থে অপ্রমাণ বলিয়া উহা স্থানবাচী হইতে পারে না।

ব্রহ্মসূত্রের দেবতাধিকরণে এইরূপ মীমাংসাসিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে। অদ্বৈতীর মূল বক্তব্য এই যে স্বর্গ, নরক, দেবতা, সৃষ্টি, প্রলয় প্রভৃতি সিদ্ধ পদার্থবিষয়ে অসংখ্য মন্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত থাকায় উহারা বিদ্যমানই। প্রকৃত প্রস্তাবে, বেদ ক্রিয়াপর হইলেও ক্রিয়ামাত্রপর নহে। মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণের উপর সটীক শাবরভাষ্য, জৈমিনীয়ন্যায়মালা-বিস্তর, শাস্ত্রদীপিকা, ভাট্টদীপিকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মসূত্রের দেবতাধিকরণ ব্যতীতও তৃতীয় অধ্যায়ের সমগ্র প্রথম পাদের (যাহা রংহতি পাদ বা "গত্যাগতিচিন্তয়া বৈরাগ্যনিরূপণ" পাদ নামে প্রসিদ্ধ) উপর ভামতী প্রভৃতি টীকাসহ শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধের শেষভাগে অর্থবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করা হইবে।

যাহা হউক্, স্বর্গ যদি প্রীত্যাত্মক হয়, তবে উহা স্বচ্ছন্দে ভাবনার কর্ম বা ভাব্য হইতে পারে। কিন্তু স্বর্গ যদি স্থানাত্মক হয়, তবে ঐ স্থানবিশেষে শরীরবিশেষের দ্বারা উপভোগ্য সুখবিশেষ ভাবনার কর্ম বা সাধ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বের যুধিষ্ঠিরতনুত্যাগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে যুধিষ্ঠির মনুষ্যশরীর লইয়া স্বর্গ গমন করিলেও ধর্ম তাঁহাকে দেবনদী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া মনুষ্যশরীরত্যাগপূর্বক স্বর্গভোগক্ষম দিব্যতনু গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন (মহাভারত ১৮।৩।২৮-২৯ ও ৪০-৪১ পৃঃ ৫), "এষা দেবনদী পুণ্যা পার্থ ত্রৈলোক্যপাবনী। আকাশগঙ্গা রাজেন্দ্র তত্রাপ্লুত্য গমিষ্যসি ॥ অত্র স্নাতস্য ভাবস্তে মানুষো বিগমিষ্যতি...গঙ্গাং দেবনদীং পুণ্যাং পাবনীমৃষিসংস্তুতাম্। অবগাহ্য ততো রাজা তনুং তত্যাজ মানুষীম্॥ ততো দিব্যবপুর্ভূত্বা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।..." সশরীর স্বর্গগমনের অত্যাগ্রহবশতঃ ত্রিশঙ্কুর কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা রামায়ণ (আদিকাণ্ড ৫৭তম-৬০তম স্বর্গ) প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় বিধিবিচার নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

অপূর্বাদিবিধি বিভাগ

অপূর্ববিধি-বিচার

বিধিবিষয়ে অতীব সংক্ষেপ আলোচনার পর এক্ষণে বিধিবিভাগ আলোচনা করা যাইতেছে।

মীমাংসাসম্প্রদায় বিধিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন—অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি।

যে-পদার্থ যাহার উপযোগী সেই পদার্থের তদুপযোগিত্ব যদি অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত না হইয়া যে বিধিবলে প্রাপ্ত হওয়ায় যায়, তাহাকে অপূর্ববিধি বলে। যেমন, "ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি" (শতপথব্রাঃ ১৷৩৷১৷১০), "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" (তৈত্তিঃ সং ১৷৫৷৯৷১), ইত্যাদি। এইজন্য মীমাংসাশাস্ত্রে অপূর্ববিধির লক্ষণ এইরূপ—যস্য [যাগাদেঃ] যদর্থত্বং [যদুপযোগিত্বং] প্রমাণান্তরেণ [লিলক্ষয়িষিতবিধিবাক্যব্যতিরেকেণ বৈদিকবাক্যান্তরেণ, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরেণ, রাগাদিনা বা] অপ্রাপ্তং [কর্তব্যতাবুদ্ধিবিষয়রূপেণ অনুপস্থিতং] তস্য [যাগাদেঃ] তদর্থত্বেন [তদুপযোগিত্বেন] যো [অপ্রাপ্তার্থপ্রাপকো] বিধিঃ, সোঽপূর্ববিধিঃ। প্রাপক অর্থাৎ অনুষ্ঠেয়ত্বের প্রতিপাদক বা জ্ঞাপক। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ।

শরৎকালে যে-ধান্য পক্ক হয়,তাহাকে ব্রীহি বলে। দর্শপূর্ণমাস যাগে ব্রীহির উপযোগিতা আছে। এক্ষণে কেবল ব্রীহির দ্বারা যাগ করিলে উহা নিষ্ফল বলিয়া ব্রীহির সংস্কার প্রয়োজন। এইজন্য দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রকরণে এইরূপ বিধি পঠিত হইয়াছে, "ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি" অর্থাৎ ব্রীহির প্রোক্ষণ করিবে। দক্ষিণহস্তের করপল্লব (অঙ্গুলিসমূহ) উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া) জল সেচন করাকে (ছিটা দেওয়াকে) প্রোক্ষণ বলে। ঐরূপ করিলে ব্রীহিতে একটি অতিশয় (বা বিশেষ) উৎপন্ন হয়। প্রোক্ষণ দ্বারা সংস্কৃত ব্রীহিই দর্শপূর্ণমাসযাগের উপযোগী, অসংস্কৃত ব্রীহি নহে। ব্রীহির প্রোক্ষণ যে কর্তব্য তাহা "ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি" এই বিভক্তিরূপা বিনিয়োক্ত্রী শ্রুতি[১] ভিন্ন অন্য কোন বৈদিক-বাক্যের দ্বারা জানা যায় না, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে জানা সুদূর পরাহত। এইজন্য অপূর্ববিধির লক্ষণ প্রদান করিতে ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন (তন্ত্রবার্তিক ১৷২৷৩৪ পৃঃ ৬০ = পৃঃ ২১২), "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তে।"[২] তাৎপর্য্য এই, শ্রৌত বিধিমাত্র অজ্ঞাতজ্ঞাপক, কিন্তু অন্যান্য বিধি হইতে অপূর্ববিধির বিশেষ এই যে ইহা অত্যন্ত অজ্ঞাতের জ্ঞাপক বিধি। অত্যন্তমপ্রাপ্তে অর্থাৎ অত্যন্তমপ্রাপ্তে সতি। "সতি" পদ অস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হওয়ায় অস্ ধাতুর দ্বারা উপস্থাপ্য যে ভবনক্রিয়া, "অত্যন্তম্" এই ভবনক্রিয়ার বিশেষণ। অপ্রাপ্তিভবনক্রিয়াবিশেষণ ফলতঃ অপ্রাপ্তিবিশেষণই। অপ্রাপ্তির অত্যন্তসত্তা বলিতে আলোচ্য বিধিব্যতিরেকে কাদাচিৎক-প্রাপ্তিরও অসত্তা বুঝিতে হইবে। সুতরাং ব্রীহির প্রোক্ষণের অত্যন্ত অপ্রাপ্তি বা অযোগ বিদ্যমান। "ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি" এই শ্রৌতবাক্যে উপস্থাপিত ব্রীহি-প্রোক্ষণবিধি সেই অত্যন্ত অযোগের ব্যবচ্ছেদক। প্রোক্ষণরূপ ক্রিয়ার অপ্রাপ্তি বা অযোগ উক্তবিধির দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন বা মোচিত হওয়ায় অপূর্ববিধি অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদফলক বা ক্রিয়াযোগব্যবচ্ছেদফলক। সুতরাং "অপ্রাপ্তি" পদের

১ কোন কর্মের বিনিয়োগ জানিতে হইলে শ্রুতি, লিঙ্গ প্রভৃতি ছয় প্রমাণের মধ্যে কোন একটি প্রমাণের দ্বারা জানিতে হয়। ইহাদের মধ্যে "নিরপেক্ষঃ রবঃ শ্রুতিঃ" অর্থাৎ যে বৈদিক শব্দ (রব) অন্য শব্দকে আকাঙ্ক্ষা (অপেক্ষা) না করিয়াই নিজ অর্থ প্রতিপাদন করে তাহাই শ্রুতিপ্রমাণ। শ্রুতিপ্রমাণ বিধাত্রী, অভিধাত্রী ও বিনিযোক্ত্রী ভেদে তিন প্রকার। ইহাদের মধ্যে যে পদ শ্রবণমাত্র উপকার্য্য-উপকারকভাবরূপসম্বন্ধের বোধ জন্মায়, তাহাকে বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি বলে। বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি আবার তিন প্রকার—বিভক্তিরূপা, সমানাভিধানরূপা ও একপদরূপা। "ব্রীহিন্" পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় আলোচ্য শ্রুতি বিভক্তিরূপা বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি। "প্রোক্ষতি" পদে বৈদিক লকার বা লেট্‌লকার প্রযুক্ত হইয়াছে।

২ তন্ত্রবার্তিক ১৷২৷৩৪ পৃঃ ৬০ = পৃঃ ২১২, "বিধিরেব হি কেনচিদ্বিশেষেনৈবং ভিদ্যতে। তত্র যোঽত্যন্তমপ্রাপ্তোঃ, ন চ প্রাপ্স্যতি প্রাগ্বচনাদিত্যবগম্যতে, তত্র নিয়োগঃ শুদ্ধ এব বিধিঃ, যথা 'ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি' ইতি।" নিয়োগ শুদ্ধ বলিয়া কেবল "বিধি"পদের দ্বারাই উক্ত শ্লোকে অপূর্ব বিধি অভিহিত হইয়াছে।

পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হইবে—অন্যবিধির অপ্রবৃত্তিসহকৃত বক্ষ্যমাণবিধির অপ্রবৃত্তিকালে যে ক্রিয়ার অপ্রাপ্তি বা জ্ঞানাভাব থাকে, অপূর্ববিধি সেই ক্রিয়াকেই জানাইয়া দেয়। যদি প্রোক্ষণ অন্যবিধি বা অন্যপ্রমাণ বা অন্য কোনভাবে জ্ঞাত হইত, তবে উহা অত্যন্ত অপ্রাপ্ত হইত না। কিন্তু বেদমধ্যে অন্য কোন বাক্যই ব্রীহিপ্রোক্ষণ বিধান করে না। প্রোক্ষণ করিলে ব্রীহিতে অতিশয় উৎপন্ন হইয়া উহা দর্শপূর্ণমাস যাগের উপকারক হইবে[৩], ইহা দণ্ডসত্ত্বে ঘটসত্ত্ব, দণ্ডাভাবে ঘটাভাবের ন্যায় অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারাও জানা যায় না। প্রোক্ষণ ক্রিয়ামাত্ররূপে প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলেও উহার অতিশয়জনকত্ব বা যাগোপকারকত্ব "ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি" এই বিধিমাত্রবেদ্য।[৪] সুতরাং অপূর্ববিধির অপূর্বত্ব হইল প্রাক্ অননুভূতত্ব। 'প্রাক্' সাকাঙ্ক্ষ পদ হওয়ায় বলিতে হইবে এই বিধির প্রবৃত্তির পূর্বে অননুভূত বা অজ্ঞাত। "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" (বরাহ শ্রৌঃ সূঃ ১।১।১।৮৬) ইত্যাদি স্থলেও অপূর্ববিধি বুঝিতে হইবে; কারণ এইরূপ নিত্যাগ্নিহোত্র বা নৈয়মিকাগ্নিহোত্র কর্ম বেদের অন্যত্র উপদিষ্ট হয় নাই অথবা ঐরূপ নিত্যকর্ম অন্য কোন উপায়লভ্যও নহে। শ্রুতিতে কৌণ্ডপায়িনাময়ননামক কর্মবিশেষপ্রকরণে যে "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি" (তাণ্ড্যব্রাঃ ২৫।৪।১) এইরূপ বিধিবাক্য রহিয়াছে, তাহা নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে একটি পৃথক্ কর্ম (মীঃ সূঃ ২।৩।২৪ "প্রকরণান্তরাধিকরণম্"); সুতরাং তাহার ফলও পৃথক্; শুধু তাহাই নহে, নিত্যাগ্নিহোত্র একটি প্রকৃতি কর্ম এবং তাহার ধর্মসমূহই মাসাগ্নিহোত্রে অতিদিষ্ট হইয়াছে (মীঃ সূঃ ৭।৩।১-৪ "অগ্নিহোত্রাদিনাম্না ধর্মাতিদেশাধিকরণম্")।[৫] পুনরায় শ্রুতিমধ্যে কাম্যকর্মপ্রকরণে "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" (মৈত্রায়ণী সং ৬।৩৬) এইরূপ যে বিধি আছে তাহা কাম্যবিধি হওয়ায় নিত্যাগ্নিহোত্রকর্ম কাম্য-অগ্নিহোত্রকর্ম হইতে পৃথক্ কর্ম।[৬] উহাদের ফলও পৃথক্, যেহেতু নিত্যাগ্নিহোত্রকর্মের অকরণে প্রত্যবায় হয়, কিন্তু কাম্যকর্মের অকরণে প্রত্যবায় হয় না। সুতরাং প্রত্যবায়পরিহারকাম পুরুষ নিত্যকর্মে ও স্বর্গকাম পুরুষ কাম্যকর্মে অধিকারী। যদি নিত্যকর্মের চিত্তশুদ্ধিরূপ ফলও কল্পনা করা হয়, এমন কি বিশ্বজিৎ-ন্যায়ে[৭] স্বর্গফলও স্বীকৃত হয়, তথাপি উক্ত কর্ম

---

৩ মীমাংসাদর্শনের "প্রোক্ষণাদীনামপূর্বপ্রযুক্তত্বাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৯।১।১১ - ১৯) এই বিষয়ে বিশেষ বিচার আছে।

৪ শ্লোকবার্ত্তিক, চোদনাসূত্র শ্লোঃ ১৩-১৪ পৃঃ ৪৯, "দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্মত্বং স্থাপয়িষ্যতে। তেষামৈন্দ্রিয়কত্বেঽপি ন তাদ্রূপ্যেণ ধর্মতা॥ শ্রেয়ঃ সাধনতা হ্যেষাং নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে। তাদ্রূপ্যেণ চ ধর্মত্বং তস্মান্নেন্দ্রিয়গোচরঃ॥"

৫ যে-বিধিমধ্যে "ইত্থং কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ এই প্রকারে কর্ম করিবে, এইরূপভাবে প্রত্যক্ষতঃ ইতিকর্ত্তব্যতার উপদেশ (আদ্য উচ্চারণ) থাকে, সেই বিধিকে উপদেশবিধি বলে। যে-বিধিতে "তদ্বৎ কুর্য্যাৎ" — সেই প্রকারে কর্ম করিবে — এইরূপভাবে কোন কর্মবিশেষের কোন বিশেষধর্মের (অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতাবিশেষের) বিধান থাকে, তাহাকে অতিদেশবিধি বলে।

৬ বস্তুতঃ "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ও "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এই দুই বিধি-শ্রুতি দ্বারা দুইটি ভিন্ন কর্ম উপস্থাপিত হয় নাই। প্রথমটি উৎপত্তিপর বলিয়া উৎপত্তিবিধি ও দ্বিতীয়টি অধিকারপর বলিয়া অধিকারবিধি হওয়ায় উহাদের তাৎপর্য্য ভিন্ন হইলেও দুইটি অগ্নিহোত্রযাগকর্ম বেদে উপদিষ্ট হয় নাই। প্রথম বিধিবাক্য যাগস্বরূপমাত্রবোধক। দ্বিতীয় বাক্যে সেই অগ্নিহোত্রযাগই অনূদিত হওয়ায় উহা যাগস্বরূপবোধক নহে, কিন্তু অধিকারবোধক। অগ্নিহোত্রযাগের ফলবিশেষ (স্বর্গ) জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই অগ্নিহোত্রকর্মের পুনরুল্লেখ হওয়ায় উহা অনুবাদ, পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট নহে। বিধির উৎপত্তি, বিনিয়োগ ইত্যাদি অন্যপ্রকার বিভাগ আলোচনাকালে ইহা পরিষ্কৃত হইবে। মীমাংসাদর্শনের "আগ্নেয়দ্বিরুক্তেঃ স্তুত্যর্থাধিকরণম্" (মীঃ সূঃ ২।৩।২৭ - ২৯), "যাবজ্জীবিকাগ্নিহোত্রাদিকরণম্" (মীঃ সূঃ ২।৪।১-৭), "সর্বশাখাপ্রত্যয়ৈককর্মতাধিকরণম্" (মীঃ সূঃ ২।৪।৮ - ৩৩) দ্রষ্টব্য।

৭ মীমাংসাদর্শনে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, একাহকাণ্ডপঠিত বিশ্বজিৎ যাগ, পিতৃপিতৃযজ্ঞ প্রভৃতি যে সকল শ্রৌত কর্মের ফল বলা হয় নাই, সেই সমস্ত অশ্রুতফলযাগেরও ফল বর্ত্তমান (মীঃ সূঃ ৪।৩।১০-১২ "বিশ্বজিদাদীনাং সফলত্বাধিকরণম্"), অশ্রুতফলযাগের একটি করিয়াই ফল (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৩ - ১৪ "বিশ্বজিদাদীনামেকফলতাধিকরণম্") এবং স্বর্গই সেই ফল (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৫-১৬ "বিশ্বজিদাদীনাং স্বর্গফলতাধিকরণম্")। এই তিনটি অধিকরণকে একত্র বিশ্বজিন্ন্যায় বলে। সুতরাং নিত্যকর্মের যদি ফলশ্রুতি না থাকে তবে বিশ্বজিন্ন্যায়ে নিত্যকর্মেরও স্বর্গফল কল্পনা করিতে হইবে, যেহেতু নিষ্ফল কর্মে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, — ইহা অদ্বৈতীর কথা (গীতা, শ্রীধর স্বামিকৃত সুবোধিনী ১৮।২ পৃঃ ৬৭৫-৭৬), "যদ্যপি

দুইটি ভিন্ন; কারণ স্বর্গ সুখবিশেষ বলিয়া তাহাতে তারতম্য থাকায় স্বর্গও বহুবিধ। স্বর্গ স্থানবিশেষ হইলেও স্বর্গলোকাদির মধ্যে উচ্চাবচভাব থাকায় এই পক্ষেও ফল ভিন্ন। সুতরাং যে-জাতীয় ফলবিশেষ[৮] নিত্যাগ্নিহোত্রকর্মদ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য কোন কর্মের দ্বারা উৎপন্ন না হওয়ায় ফলবিশেষজনক কর্মবিশেষের (অর্থাৎ নিত্যাগ্নিহোত্রের) প্রাপ্তি বা জ্ঞান অন্যত: (অর্থাৎ অন্য বৈদিকবাক্য বা অন্য কোন উপায় দ্বারা) অপ্রাপ্য।

নিয়ম - বিধি - বিচার

অপূর্ববিধির ন্যায় নিয়মবিধিও অপ্রাপ্তের প্রাপক (অজ্ঞাতজ্ঞাপক), নচেৎ উহা বিধিপদবাচ্য হইতে পারিবে না। কিন্তু অপূর্ববিধির ন্যায় উহা অত্যন্ত অপ্রাপ্তের প্রাপক নহে, পক্ষে অপ্রাপ্তের প্রাপক। তাৎপর্য্য এই, কোন ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য পরস্পর নিরপেক্ষ অনেকসাধন যুগপৎ উপস্থিত হইলে কোন একটি সাধন যদি রাগাদিবশে গৃহ্যমাণ হয় তখন রাগাদির অভাববশত: অন্যসাধনের অপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। নিয়মবিধি সেই অপ্রাপ্তসাধনেরই বিধান করিয়া থাকে। এইজন্য মীমাংসা সম্প্রদায় নিয়মবিধির লক্ষণ প্রদান করিতে বলিয়া থাকেন, " নানাসাধনসাধ্যক্রিয়ায়াম্ অন্যত: একসাধনপ্রাপ্তৌ অপ্রাপ্তস্য অপরসাধনস্য প্রাপকো বিধি: নিয়মবিধি:।" যেমন "ব্রীহিন্ অবহন্তি" (আপঃ শ্রৌতঃ ১।২১।৭)। ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

দর্শপূর্ণমাসযাগে দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ (পিষ্টকবিশেষ) আহুতি প্রদান করিতে হয়। যে-চাউল পেষণ করিয়া পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয় তাহা ব্রীহিধান্যের তুষ-মোচনের পরই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং পুরোডাশপ্রস্তুত অন্যথা (অর্থাৎ ব্রীহি-ধান্য হইতে চাউল নিষ্কাষণ ব্যতিরেকে) অনুপপন্ন হওয়ায় ব্রীহির তুষ-বিমোক অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য, শ্রুতিপ্রমাণলভ্য নহে। এক্ষণে তুষ-বিমোচন নানা উপায়ের দ্বারা সাধ্য—অশ্মকুট্টন (প্রস্তরের আঘাত দিয়া), নখবিদলন (নখের সাহায্যে ছাড়াইয়া), অবহনন (উদূখলে মুষলের আঘাত দিয়া) ইত্যাদি। অশ্মকুট্টন, নখবিদলন, অবঘাত প্রভৃতি যে বৈতুষ্যের কারণ, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ—অশ্মকুট্টন হইলে তুষবিমুক্তি হয়, না হইলে হয় না; নখবিদলন হইলে বৈতুষ্য হয়, নচেৎ হয় না; অবহনন করিলে তুষবিমোচন হয়, না করিলে হয় না, ইত্যাদি।[১] অতএব "ব্রীহিনবহন্তি" এইরূপ বিধি অবহননের বৈতুষ্যকারণত্ব জ্ঞাপন করিতেছে না;

স্বর্গকাম: পশুকাম:, ইত্যাদিবৎ 'অহরহ সন্ধ্যামুপাসীত', 'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে, তথাপি অপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্ বিধি: 'বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যাদিষু ইব সামান্যত: কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব; ন চাতীব গুরুমত: শ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেব বিধে: প্রয়োজনমিতি মন্তব্যং, পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তে: দুষ্পরিহরত্বাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদাবপি ফলং 'সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি', 'কর্মণা পিতৃলোক:' (বৃহঃ উপঃ ১।৫।১৬), 'ধর্মেণ পাপমপনুদতি' (তৈত্তিঃ আঃ ১০।৬৩।৭) ইত্যাদিষু।" নিষ্ফল বলিয়া অধিকারী পুরুষের যদি নিত্যকর্মে প্রবৃত্তি না হয়, তবে নিত্যকর্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্যের প্রসঙ্গ হইবে।

৮ অল্পায়াসসাধ্য অনুষ্ঠানের ও বহু আয়াসসাধ্য অনুষ্ঠানের ফল এক হইতে পারে না। এই জন্য মানসিক, বাচিক ও কায়িকভেদে ব্রহ্মহত্যাও বহুবিধ হওয়ায় উহাদের ফলের তারতম্য অবশ্যই রহিয়াছে। পুনরায়, কায়িককর্মও কৃত (স্বয়ং নিষ্পন্ন করা), কারিত (অন্যের দ্বারা করানো) ও অনুমোদিত (অন্যের কৃত কর্মের অনুমোদন) ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ফলের জনক। সেইরূপ কৃত ও পুন: পুন: কৃতের মধ্যেও ফলভেদ বর্ত্তমান। অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে স্বর্গফলক যাগসমূহের মধ্যেও আয়াসাদির ভেদ থাকায় উহারা একরূপ স্বর্গের প্রাপক নহে। সায়ণাচার্য্যকৃত তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যভূমিকা পৃ: ৪, "তরণীয়ায়া ব্রহ্মহত্যায়া মানসিককায়িকত্বাদিভেদেন তারতম্যোপপত্তে:। মনসা সঙ্কল্পিতা, বাচাঽভ্যনুজ্ঞাতা বা পরহস্তেন কারিতা স্বয়ং কৃতা পুন: পুন: কৃতা চ ইত্যেবং তারতম্যেনাবস্থিতা ব্রহ্মহত্যা অনেকবিধা। অতস্তরণমপি অনেকবিধং যথা স্বর্গো বহুবিধ: তদ্বৎ। 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম:', 'দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত', 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি উচ্চাবচকর্মণামেকবিধফলাসম্ভবাৎ স্বর্গো বহুবিধ:।"

১ যখন অশ্মকুট্টনদ্বারা বৈতুষ্য হয়, তখন নখবিদলন ও অবহনন না থাকায় এবং যখন নখবিদলনের দ্বারা বৈতুষ্য হয়, তখন অপর দুইটি না থাকায়, অনুরূপভাবে যখন অবহননদ্বারা বৈতুষ্য হয়, তখন অন্য দুইটি না থাকায় উক্ত সাধনসমূহ পরস্পরব্যভিচারী বলিয়া কারণই নহে—এই প্রকার বিকল্পকারণবাদের আপত্তি হইবে না। সাধনসমূহে অনুগত কোন এক শক্তিবিশেষই বৈতুষ্যের কারণ, ইহা স্বীকার করিয়া, অথবা বৈতুষ্যরূপকার্য্যগতবৈজাত্য স্বীকার করিয়া পরস্পরব্যভিচারদোষের উদ্ধার সম্ভব।অথবা, সাধনান্তরাভাবসহকৃত অবঘাতসত্ত্বে বৈতুষ্যসত্ত্বম্,

যেহেতু উহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ হওয়ায় অন্যতঃ (প্রমাণান্তরদ্বারা) প্রাপ্ত। উক্ত বিধিবাক্যকে অন্যতঃ প্রাপ্তবস্তুর জ্ঞাপক বলিলে উহা জ্ঞাতজ্ঞাপক হইয়া যাওয়ায় উহার অনুবাদকত্বলক্ষণ অপ্রামাণ্যের আপত্তি হইবে। অনধিগতার্থের জ্ঞাপক বলিয়াই শাস্ত্রীয় বিধি প্রমাণ। সুতরাং নিয়মবিধির বিধিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে উহার অন্যরূপ তাৎপর্য্য অনুসন্ধেয়। উহা এইরূপ।

বৈতুষ্যের অনেক সাধনের মধ্যে যদি রাগাদিবশতঃ কাহারও অশ্মকুট্টন বা নখবিদলনরূপ সাধনের প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে অবহননের প্রাপ্তি না হওয়ায় উহার পাক্ষিক (কোনও পক্ষে) অপ্রাপ্তি বর্ত্তমান।[১০] কোন কার্য্যের পরস্পর নিরপেক্ষ সাধনসমূহের মধ্যে কোন একটি সাধন যখন কোন কারণবশতঃ প্রাপ্ত হয়, তখন অপর সাধনসমূহ অপ্রাপ্ত থাকায় প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি উভয়ই পাক্ষিক—অর্থাৎ কোন পক্ষে প্রাপ্তি ও কোন পক্ষে অপ্রাপ্তি। যে-বিধি অপ্রাপ্ত অংশের অর্থাৎ পক্ষতঃ অপ্রাপ্তসাধনের পূরণ করে অর্থাৎ কার্য্যের সহিত অপ্রাপ্তসাধনের অযোগের (অসম্বন্ধের) ব্যবচ্ছেদ করে, তাহাই নিয়মবিধি। আলোচ্য বিধিবাক্যে বৈতুষ্যরূপকার্য্যের সহিত অপ্রাপ্ত অবহননক্রিয়ার যে অসম্বন্ধ বা অযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এই বিধির দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হওয়ায় নিয়মবিধি অযোগব্যবচ্ছেদফলক। অর্থাৎ "অবঘাতেনৈব ব্রীহিনাং বৈতুষ্যং ভাবয়েৎ"—অবহননের দ্বারাই বৈতুষ্য করিতে হইবে—ইহাই উক্ত বিধির বিধান। অবঘাতেনৈব—অর্থাৎ অবঘাতান্বিত "এব"কার প্রযোজ্য। সুতরাং নিয়মবিধির নিয়মত্ব হইল অবশ্যকরণীয়ত্ব বা আবশ্যকত্ব।[১১] অশ্মকুট্টনাদির দ্বারা বৈতুষ্য হইলে ঐরূপ বিতুষীকৃত তণ্ডুলে অতিশয় উৎপন্ন না হওয়ায় উহার দ্বারা প্রস্তুত পুরোডাশ যাগোপযোগী নহে বলিয়া কর্মই নিষ্ফল হইবে। বিধিসম্মত অবহননদ্বারা বিতুষীকৃত তণ্ডুলে যে অতিশয় বা বিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহা নিয়মবিধি-বলে জানা যায় বলিয়া উহাকে নিয়মাদৃষ্ট বা নিয়মাপূর্ব বলে। মীমাংসাপরিভাষা অনুসারে উহা ফলপদবাচ্য না হইলেও অবহননের কার্য্য বটে। অতএব যাগোপকারক বৈতুষ্যের সাধনরূপে অবহননের অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব "ব্রীহিনবহন্তি" এইরূপ বিধির প্রবৃত্তির পূর্বে অজ্ঞাত হওয়ায় নিয়মবিধিও অজ্ঞাতজ্ঞাপক; কিন্তু বৈতুষ্য-অবহননের কার্য্যকারণভাব অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ হওয়ায় উহা অত্যন্ত অজ্ঞাতের জ্ঞাপকও নহে এবং বৈতুষ্যের নিমিত্ত অশ্মকুট্টনাদিরন্যায় অবহননেরও কদাচিৎ প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া নিয়মবিধিবিহিত অবহনন একান্ততঃ অপ্রাপ্তও নহে। অবশ্য যদি কাহারও কোন সময় রাগাদিবশে অবহননের প্রাপ্তি হয়, তখন সেই ব্যক্তির প্রতি সেই কালে উক্ত নিয়মবিধি উদাসীন হইবে। কিন্তু ইহাতে নিয়মবিধির বিধিত্বের হানি হইবে না। যেমন, ন্যায়াদিপক্ষে স্বতঃসিদ্ধবিঘ্ন-বিরহবান্ গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি গ্রন্থারম্ভে ("বিঘ্নধ্বংসকামো মঙ্গলমাচরেৎ" ইত্যাকার) মঙ্গলবিধি[১২] উদাসীন হইলেও বিঘ্নযুক্ত পুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া সার্থক, যেমন অদ্বৈতপক্ষে নিত্যাদিকর্মবিধি গৃহস্থের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও পরমহংস সন্ন্যাসীর নিকট কুণ্ঠিতশক্তি, সেইরূপ অবহননের সাহজিক প্রাপ্তিকালে অবহনন-নিয়মবিধি সেই পুরুষের প্রতি তৎকালে প্রযোজ্য না হইলেও অবহননের অপ্রাপ্তিপক্ষে উহার বিধিত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। যাহা রাগাদির দ্বারা প্রাপ্ত তাহা যে বিধেয় হইতে পারে না, ইহা সর্বদা স্মর্ত্তব্য।[১৩] এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্যেই ভট্ট কুমারিল নিয়মবিধির অতি সংক্ষেপ লক্ষণ

তাদৃশাবঘাতাভাবে বৈতুষ্যাভাবঃ, এইরূপ ভাবে অন্বয়ব্যতিরেক গ্রহণ করিলে ব্যভিচার-দোষ হইবে না। বৈতুষ্যের অনুকূল আঘাতবিশেষই অবপূর্বক্ হন্ ধাতুর অর্থ। বিকল্পকারণবাদ অর্থাৎ একই কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী হইতে উৎপত্তি পাশ্চাত্যদর্শনে স্বীকৃত হইলেও আমাদের দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই।

১০ এইস্থলে "প্রাপ্তি"র অর্থ আশ্রয়ণীয় বা গ্রহণীয়রূপে উপস্থিতি, "অপ্রাপ্তি"র অর্থ আশ্রয়ণীয় বা গ্রহণীয়রূপে অনুপস্থিতি। সুতরাং উপরি উক্ত নিয়মবিধির লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত "প্রাপক" পদের অর্থ আশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদক।

১১ নিয়মস্য স্বাযোগব্যবচ্ছেদস্য বিধিঃ নিয়মবিধিঃ।

১২ দিনকরীকার ব্যতিরেকে প্রায় সমস্ত নৈয়ায়িকই (প্রাচীন ও নব্য উভয়ই) স্বীকার করিয়াছেন যে মঙ্গল-বিধি শিষ্টাচার দ্বারা অনুমিতশ্রুতিলভ্য। নব্যমতে বিঘ্নধ্বংসই মঙ্গলের ফল বলিয়া "সমাপ্তিকামঃ" না বলিয়া "বিঘ্নধ্বংসকামঃ" বলা হইয়াছে। অসার্থকত্বই মঙ্গল-বিধির ঔদাসীন্য।

১৩ অন্য একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে। শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসযাগ বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে দেশ বা স্থানবিশেষব্যতিরেকে যাগকর্ম অসম্ভব বলিয়া কোন দেশবিশেষ অর্থতঃ প্রাপ্ত। সেই দেশবিশেষ সম (সমান

প্রদান করিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।৩৪ পৃঃ ৬০ = পৃঃ ২১২), "নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি"—অর্থাৎ পাক্ষিকে অপ্রাপ্তে সতি নিয়মঃ। মীমাংসা-পরিভাষা, অর্থসংগ্রহ ও মীমাংসান্যায়প্রকাশ এবং ইহাদের উপর টীকাসমূহ দেখিলে বুঝা যায় যে কোন কোন গ্রন্থকার বা টীকাকার "পক্ষে প্রাপ্তস্য যো বিধি সঃ নিয়মবিধিঃ" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপর গ্রন্থকারগণ "পক্ষেঽপ্রাপ্তস্য যো বিধিঃ" এইরূপ পাঠই সমীচীন মনে করিয়াছেন। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার পাঠগ্রহণপক্ষে উপরি উদ্ধৃত তন্ত্রবার্ত্তিকের পংক্তি "পাক্ষিকে প্রাপ্তে সতি নিয়মঃ" এইরূপ ভাবেও যোজনা করা যায়। ইহাতে বক্তব্য এই।

"অপ্রাপ্তি" পাঠপক্ষে "নিয়ম" পদের "এব"কার বা অবধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া উহার অযোগব্যবচ্ছেদ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে—বৈতুষ্যের জন্য অবঘাত নিয়ম অর্থাৎ অবঘাতই কর্ত্তব্য—অপ্রাপ্ত অবঘাতের অযোগের ব্যবচ্ছেদই বক্তব্য। কিন্তু রাগাদিবশতঃ প্রাপ্ত হইলেও অশ্মকুট্টন, নখবিদলন প্রভৃতির যে নিবৃত্তি হইয়াছে উহা অর্থতঃ সিদ্ধ, বিধিবাক্যের দ্বারা বোধ্য নহে ; যেহেতু অবহননরূপ সাধনবিশেষের অবধারণ দ্বারা শ্রুতি অবহননমাত্রের বোধক, অশ্মকুট্টনাদির নিবৃত্তিরও বোধক নহে। একই বাক্যের একাধিক অর্থস্থাপনে বাক্যভেদ অবশ্যম্ভাবী এবং অপৌরুষেয় শ্রুতিমধ্যে বাক্যভেদ অবশ্য দূষণীয়।[১৪]

কিন্তু "প্রাপ্তি" পাঠপক্ষে "নিয়ম" পদের নিয়মন বা দমন অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ রাগাদিবশতঃ কোন সাধনবিশেষের প্রাপ্ত হইলে নিয়মবিধি সেই প্রাপ্ত সাধনকে নিয়মন বা দমন করিতেছে। এইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে "ব্রীহিনবহন্তি" বিধি অশ্মকুট্টনাদি সাধনসমূহের দমন বা নিষেধ করিতেছে। এই প্রকার ব্যাখ্যায় উক্ত বিধিবাক্যের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া অশ্মকুট্টনাদির নিষেধে লক্ষণা করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ কষ্টকল্পিত লক্ষণার কোন প্রয়োজন নাই। পরিসংখ্যাবিধিবাক্যে লক্ষণা স্বীকার্য্য [১৫] হইলেও নিয়মবিধিবাক্যে উহা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং উক্ত বিধিবাক্যের দ্বারা অবহননিয়ম জ্ঞাত হইলেই অশ্মকুট্টনাদির নিষেধ অর্থতঃ সিদ্ধ হওয়ায় উহা বাক্যার্থ নহে, অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য। যে-স্থলে অবহনন স্বতঃ প্রাপ্ত, সেই স্থলে উক্ত বিধি সাধনান্তরের নিষেধার্থক হউক, ইহাও বলা যায় না ; কারণ পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ঐরূপস্থলে শাস্ত্রীয়বিধি কুণ্ঠিতশক্তি। সুতরাং নিয়মবিধি অপ্রাপ্তাংশের পূরণমাত্রে সমর্থ, প্রাপ্তাংশের নিষেধেও নহে। [১৬] এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা জানা প্রয়োজন। নিয়মবিধির দ্বারা সাধনান্তরের নিষেধ অর্থতঃ প্রাপ্ত হইলেও উহা নিষেধবিধি নহে। "ব্রীহিনবহন্তি" এইরূপ নিয়মবিধি অতিক্রম করিয়া কেহ যদি নখবিদলনাদিদ্বারা তণ্ডুল-নিষ্পত্তি করেন, তবে ঐরূপ তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত পুরোডাশের দ্বারা যাগ করিলে সেই যাগ নিষ্ফল হইবে ; যেহেতু উহা যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয় নাই। মীমাংসাদর্শনের "অঙ্গবৈকল্যে কাম্যস্য

ভূমি) অথবা বিষম (অসমান ভূমি) হইতে পারে। সাধারণতঃ যজমানমাত্র স্বভাবতঃ সমদেশেই যাগ করিয়া থাকেন, বিষমদেশে নহে। যখন যজমান স্বভাবতঃ সমদেশেই যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন (তৈত্তিঃ সং ৬।২।৬) "সমে দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" এইরূপ বিধিবাক্য তাঁহার প্রতি উদাসীন। কিন্তু যদি কোন সময়ে তিনি বিষমদেশে যাগ করিতে উদ্যোগী হন, তবে তখন উক্ত বিধিবাক্যবোধিত সমদেশের অগ্রহণ থাকায় সমদেশগ্রহণের বোধনের জন্যই তাঁহার প্রতি উক্ত বিধিবচন প্রবৃত্ত হইয়া সার্থক। কারণ বিষমদেশে যাগ করিলে সেই যাগের অঙ্গহানি হইবে।

১৪ বাক্যভেদবিষয়ক আলোচনার জন্য অধ্যায়ান্তে প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৫ বস্তুতঃ প্রাপ্তপরিসংখ্যাতে লক্ষণাদোষ থাকিলেও অপ্রাপ্ত পরিসংখ্যা উক্ত দোষশূন্য। ইহা পরিসংখ্যাবিধি আলোচনাকালে বুঝা যাইবে।

১৬ তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।৩৪ পৃঃ ৬০ = পৃঃ ২১২, "যত্র তু প্রাগ্‌বচনাৎ পাক্ষিকী প্রাপ্তিঃ সম্ভাব্যতে, তত্র অপ্রাপ্তিপক্ষং পূরয়ন্ যো বিধি প্রবর্ত্ততে, স নিয়ন্তৃত্বাৎ নিয়মঃ ইত্যুচ্যতে। যথা 'ব্রীহিনবহন্তি' ইতি। তণ্ডুলনিষ্পত্ত্যর্থাক্ষেপাদেব তৎসিদ্ধেঃ, ন তৎপ্রাপ্তিমাত্রং বিধেঃ ফলম্। কিং তর্হি ?—অপ্রাপ্তাংশপূরণম্। তদপ্রাপ্তিপক্ষে চ তণ্ডুলৈঃ উপায়ান্তরাণি আক্ষিপ্যেরন্। পূরণে তু সতি যা তেষাং নিবৃত্তিঃ অসৌ অর্থাৎ,ন বাক্যাৎ। ন চ তদ্বারণং নিয়মঃ। পরিসংখ্যা হি তথা স্যাৎ। প্রত্যাসন্নাং বা অবহন্তিনিয়ততামুৎসৃজ্য ন অন্যনিবৃত্তিফলকল্পনাবসরঃ। তৎপ্রসক্তিদ্বারা তু অবহন্তেঃ অনিয়তিঃ আসীদিতি, নিয়মার্ত্তপত্তৈব অর্থাৎ নিবৃত্তিঃ গম্যতে। ন চ প্রাপ্তে সতি বিধিরয়ং প্রবৃত্তঃ, যেন অস্য অন্যনিবৃত্ত্যর্থতা কল্প্যেত। প্রাগেব তু প্রবর্ত্তমানেনার্থস্য প্রাপকশক্তিনিরোধাদন্যাপ্রাপ্তিঃ কৃতা, সা চ অর্থলভ্যেতি, ন তয়ৈব ব্যপদিশ্যতে।" ন্যায়সুধা (ঐ পৃঃ ২১৪) দ্রষ্টব্য।

নিষ্ফলত্বাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৬।৩।৮-১০) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে সর্বাঙ্গোপসংহারসমর্থ ব্যক্তি কাম্যকর্মে অধিকারী, যেহেতু কাম্যকর্মে পুরুষের কামনাসংযোগই নিমিত্ত এবং কাম্যকর্মের অকরণে প্রত্যবায়শ্রুতি না থাকায় সমস্ত অঙ্গের সহিত প্রধান কর্মের অনুষ্ঠানে অক্ষম ব্যক্তি কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন। অবশ্য অঙ্গবৈকল্যে নিত্যকর্ম নিষ্ফল নহে। যেহেতু প্রত্যবায়পরিহারই নিত্যকর্মের ফল, সেই হেতু যে যে অঙ্গক্রিয়া করা সম্ভব সেই সেই অঙ্গক্রিয়া সহকারে প্রধান কর্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিলেই প্রত্যবায়পরিহাররূপ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইবে। কেহ যাবজ্জীবন সমস্ত অঙ্গসহ প্রধান কর্ম করিতে সমর্থ হইতে পারে না। সুতরাং নিত্যকর্মসমূহে প্রধানকর্মমাত্রসমর্থই অধিকারী। (অবশ্য স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গবৈগুণ্য প্রায়শ্চিত্তীয় পাতক।)[১৭] কিন্তু নিষেধ-বিধি অতিক্রম করিলে উহাতে যে কেবল ক্রিয়াই নিষ্ফল হইবে তাহা নহে, উহা পাপজনকও বটে। সুতরাং "নখবিদলনাদিনা বৈতুষ্যং ন কুর্য্যাৎ" এইরূপ নিষেধ-বিধি যদি থাকিত তবে নখবিদলনাদিদ্বারা বৈতুষ্যকরণে যে শুধু যাগই পণ্ড হইত তাহা নহে, অধিকন্তু পাতকেরও উৎপত্তি হইত।[১৮]

উপরি উক্ত আলোচনার নির্গলিতার্থ এইরূপ। অন্যতঃ প্রাপ্তির অসহকৃত বক্ষ্যমাণবিধির অপ্রবৃত্তিকালে যে ক্রিয়ার পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হয়, তাদৃশ অপ্রাপ্তাংশপূরকবিধিই নিয়মবিধি। এইস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে ব্রীহির বৈতুষ্যমাত্র যদি প্রয়োজন হইত তবে "ব্রীহিনবহন্তি" বিধিবাক্য ব্যর্থ হইত, যেহেতু নখবিদলনাদির দ্বারাও উহা সম্ভব। অতএব অবঘাতের বৈতুষ্যরূপ দৃষ্টফলসত্ত্বেও নিয়মাপূর্বরূপ অদৃষ্টফলও অবশ্য স্বীকার্য্য। এই নিয়মাপূর্ব যাগোৎপত্ত্যপূর্বদ্বারা ফলাপূর্ব বা পরমাপূর্বের উপযোগী। ব্রীহি, সোম প্রভৃতি দ্রব্যবিষয়ক নিয়মবিধিস্থলেও এইরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। সুতরাং অবঘাত দৃষ্টাদৃষ্টফলক হওয়ায় উক্ত বিষয়ে নিয়মবিধি সার্থক।

পরিসংখ্যাবিধিবিচার

অপূর্ববিধি অত্যন্ত অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিবোধক, নিয়মবিধি পাক্ষিক অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিবোধক। কিন্তু উভয় বিধি হইতে পরিসংখ্যাবিধির বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। যে-বিধিবাক্যের দ্বারা যাহা উপস্থিত হয়, সেই পদার্থ ও যাহা উপস্থিত হয় না, সেই পদার্থ—এই উভয় পদার্থেরই যদি অন্যতঃ যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং সেই বিধিবাক্যের দ্বারা যদি নিজের প্রতিপাদিত পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থের নিবৃত্তি হয়, তবে এইরূপ নিবৃত্তিফলকবিধিই পরিসংখ্যাবিধি। এইরূপ তাৎপর্য্যেই ভট্ট কুমারিল পরিসংখ্যাবিধির সামান্যতঃ পরিচয় প্রদান করিতে বলিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।৩৪ পৃঃ ৬০=২১২), "তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তে পরিসংখ্যেতি গীয়তে ॥" তন্ত্রবার্ত্তিকের এই শ্লোকার্দ্ধ অনুসারেই মীমাংসা-সম্প্রদায় পরিসংখ্যাবিধির এইরূপ লক্ষণ দিয়া থাকেন, "উভয়স্য যুগপৎ প্রাপ্তৌ ইতরব্যাবৃত্তিপরো বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ।" ইহার অতীব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত "পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ।" ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

যে-প্রাণীর প্রতি চরণে পাঁচটি করিয়া নখ আছে তাহাকে পঞ্চনখ বলা হয়, যেমন বানর, গোধা (গোসাপ) প্রভৃতি। এতদ্‌ভিন্ন প্রাণী অপঞ্চনখ।[১৯] এক্ষণে উপরি উদ্ধৃত বিধিবাক্যে বলা হইয়াছে যে পাঁচটি পঞ্চনখপ্রাণী ভক্ষণীয়। শল্যক, শ্বাবিধ, গোধা, শশক ও কূর্ম ইহারাই পঞ্চ পঞ্চনখ। মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, বসিষ্ঠ-স্মৃতি প্রভৃতি মধ্যে পশুর নাম ও সংখ্যাবিষয়ে সামান্য প্রভেদ থাকিলেও সাধারণতঃ বাল্মীকি রামায়ণে উল্লিখিত পঞ্চপ্রাণীই পঞ্চ পঞ্চনখরূপে প্রসিদ্ধ।[২০]

১৭ মীমাংসাদর্শনের "নিত্যে যথাশক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৬।৩।১-৭) উল্লিখিত যথাশক্তিন্যায় বিচারিত হইয়াছে।

১৮ এইরূপভাবে বুঝিতে হইবে, যদি "বিষমে ন যজেত" এইরূপ নিষেধ-বিধি থাকিত, তাহা হইলে উক্ত নিষেধ-বিধি লঙ্ঘন করিয়া বিষমদেশে যাগের অনুষ্ঠান করিলে পাতকের উৎপত্তি হইত।

১৯ পঞ্চনখভিন্ন এই অর্থেই এইস্থলে "অপঞ্চনখ" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যে প্রাণী নখপঞ্চকবিশিষ্ট নহে, তাহাই অপঞ্চনখ প্রাণী। পরে বুঝা যাইবে যে কি অর্থে বানর প্রভৃতি প্রাণী পঞ্চনখবিশিষ্ট হইয়াও "অপঞ্চনখ" পদের অর্থ হইতে পারে।

২০ মনুস্মৃতিতে ছয়টি পঞ্চনখ প্রাণীকে ভক্ষ্য বলা হইয়াছে (মনু ৫।১৮), "শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্মশশাংস্তথা। ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুঃ... ॥" বাসিষ্ঠ স্মৃতিতে বলা হইয়াছে যে খড়্গ অর্থাৎ গণ্ডার ভক্ষণীয়

"পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ" ইহা অপূর্ববিধির স্থল হইতে পারে না, কারণ উক্ত পঞ্চ পঞ্চনখভক্ষণ অত্যন্ত অপ্রাপ্ত নহে, বরং বিধিপ্রবৃত্তির পূর্বেই উক্ত ভক্ষণ রাগতঃ (কামতঃ) প্রাপ্ত। সুতরাং পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ করিবে, ইহা উক্ত বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতে পারে না—রাগতঃ প্রাপ্ত বিধেয় নহে।[২১] শাস্ত্র নিত্য হওয়ায় অনিত্যরাগের পূর্বেই শাস্ত্রবিধি উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত, ইহাও বলা যায় না; কারণ অপূর্ববিধির যাহা বিধেয় তাহা ঐ অপূর্ববিধিব্যতিরেকে অত্যন্ত অজ্ঞাত, কিন্তু পঞ্চপঞ্চনখভক্ষণ বিধিজ্ঞানশূন্য গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট অন্ততঃ জ্ঞাত।

ঐ বাক্য নিয়মবিধিপরও নহে, কারণ পক্ষে অপ্রাপ্তি নাই। তাৎপর্য্য এই, উক্ত বিধিবাক্যে যে পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণ শ্রুত হইয়াছে, সেই পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণ যে-কালে কামতঃ প্রাপ্ত, সেইকালেই ঐ বিধিবাক্যের বহির্ভূত অন্য পঞ্চনখ প্রাণিসমূহের ভক্ষণও রাগতঃ প্রাপ্ত। কিন্তু নিয়মবিধিস্থলে এইরূপভাবে বিধেয় ও অবিধেয় উভয়েরই যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভবই নহে। যেমন, তণ্ডুলনিষ্পত্তির জন্য যখন নখবিদলন প্রাপ্ত, তখন অবহনন অপ্রাপ্ত এবং যখন অবঘাত প্রাপ্ত, তখন নখবিদলন অপ্রাপ্ত। নখবিদলন ও অবঘাত এই উভয়ের মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা তণ্ডুলনিষ্পত্তি হইবার পর অপরটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় উহা অপ্রাপ্তই। এইরূপভাবেই যজ্ঞের নিমিত্ত সম ও বিষম উভয় দেশই যুগপৎ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

আপত্তি হইতে পারে, পুরুষরাগবৈচিত্র্যবশতঃ কদাচিৎ কোন পুরুষের বানরাদিরূপ পঞ্চনখপ্রাণীর ভক্ষণ রাগতঃ প্রাপ্ত হইলে যদি উক্ত পঞ্চ পঞ্চনখভক্ষণ অপ্রাপ্ত হয় তখন পাক্ষিক অপ্রাপ্তিবশতঃ "পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ" নিয়মবিধিপর হউক্।

ইহাতে উত্তর এইরূপ। উক্ত বিধিবাক্য নিয়মবিধিপর হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে যেমন অবহননদ্বারা বৈতুষ্য না করিলে দোষ হয় সেইরূপ শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখভক্ষণ না করিলে দোষ হইবে। শুধু তাহাই নহে, অবহননদ্বারা যেমন ব্রীহিতে নিয়মাপূর্বরূপ অতিশয় উৎপন্ন হয়, সেইরূপ উক্ত পঞ্চ পঞ্চনখভক্ষণজন্য ভক্ষণকর্ত্তায় কোন অতিশয় উৎপন্ন হইবে। কিন্তু অভক্ষণে দোষপ্রসক্তি ও ভক্ষণনিমিত্ত অতিশয়োৎপত্তির কল্পনায় নিষ্প্রামাণিক মহাগৌরব বিদ্যমান। সুতরাং পঞ্চনখ ও অপঞ্চনখভক্ষণ যুগপৎ প্রাপ্ত হওয়ায় পক্ষে অপ্রাপ্তির অভাববশতঃ উক্ত বাক্য নিয়মবিধিপর হইতে পারে না—(অর্থসংগ্রহ পৃঃ ১১১), "নাপি নিয়মপরং, পঞ্চনখাপঞ্চনখভক্ষণস্য যুগপৎ প্রাপ্তত্বাৎ পক্ষেঽপ্রাপ্ত্যভাবাৎ।"[২২] এইস্থলে "পঞ্চনখ" পদে পূর্বোক্ত পঞ্চ পঞ্চনখ ও "অপঞ্চনখ" পদে পঞ্চ

কিনা তাহা বিবাদগ্রস্ত (বসিষ্ঠ সংহিতা ১৪।২৬ পৃঃ ৩১), "খড়্গে তু বিবদন্তি।" সুতরাং খড়্গকে পরিত্যাগ করিলে পাঁচটি অবশিষ্ট থাকে (ঐ ১৪।২৪ পৃঃ ৩১)। (অবশ্য শ্রাদ্ধে খড়্গমাংস প্রদান অতি প্রশস্ত, "খড়্গমাংসৈর্ত্তবেদ্দত্তমক্ষয্যং পিতৃকর্মণি।") যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে খড়্গ ব্যতিরেকে উক্ত পঞ্চপ্রাণীকেই পঞ্চ পঞ্চনখরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে (যাজ্ঞঃ স্মৃঃ ১।১৭৭ "ভক্ষ্যাভক্ষ্যপ্রকরণ" পৃঃ ২৫০ = পৃঃ ৫৯), "ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশল্লকাঃ। শশশ্চ... ॥" সেধা ও শ্বাবিধ একই প্রাণী, উহা শ্বভক্ষক ব্যাঘ্রবিশেষ (অপরার্ক টীকা)। "শল্যক" পদের অর্থ শজারু, গোধা অর্থাৎ গোসাপ, কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপ এবং শশ বা শশক। গৌতম সংহিতা মধ্যে (১৭শ অধ্যায় পৃঃ ২৯) মনূক্ত ছয়টি পঞ্চনখই গৃহীত হইয়াছে। শ্ব (কুকুর), মার্জার (বিড়াল), বানর প্রভৃতি পঞ্চনখ প্রাণী হইলেও উঁহারা যে ভক্ষণীয় নহে, তাহাই এই স্মৃতিবচনসমূহের তাৎপর্য্য। এইজন্য শ্রীরামচন্দ্রদ্বারা শরাহত বালী শ্রীরামচন্দ্রকে শাস্ত্র স্মরণ করাইয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন (বাল্মীকি রামায়ণ, কিষ্কিন্ধা কাণ্ড ১৭।৩৮-৪০ পৃঃ ৮৮৩ আর্য্যশাস্ত্র), "অধার্য্যং চর্ম মে সদ্ভিঃ রোমাণ্যস্থি চ বর্জিতম্। অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি ত্বদ্বিধৈর্ধর্মচারিভিঃ ॥ পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব। শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্মশ্চ পঞ্চমঃ ॥ চর্ম চাস্থি চ মে রাম ন স্পৃশন্তি মনীষিণঃ। অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি সোঽহং পঞ্চনখো হতঃ ॥" ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই এই বিধিনিষেধ, বৈশ্যের পক্ষে বিধিনিষেধ অনেকাংশে শিথীল, শূদ্রের পক্ষে আরও শিথীল, ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন।

২১ অর্থসংগ্রহ পৃঃ ১১০-১১, "ইদং হি বাক্যং ন পঞ্চনখভক্ষণপরম্, তস্য রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ [ন অপূর্ববিধিপরম্]।" "পঞ্চনখভক্ষণপরম্" অর্থাৎ শশকাদি পঞ্চনখপঞ্চকভক্ষণবিধায়কম্। "রাগতঃ" ইত্যাদির অর্থ—"রাগপ্রাপ্তস্য অপ্রাপ্তত্বাভাবেন বিধানাসম্ভবাৎ।"

২২ "নিয়মপরম্" অর্থাৎ পঞ্চপঞ্চনখভক্ষণস্য অবশ্যম্ভাববিধায়কম্।" "পক্ষে" অর্থাৎ পাক্ষিক। মীমাংসান্যায়প্রকাশের "পক্ষে প্রাপ্ত্যভাবাৎ" পাঠও ভুল নহে। পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হইলে পাক্ষিক প্রাপ্তি হইবেই। তবে

পঞ্চনখব্যতিরিক্ত বানরাদি পঞ্চনখ গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা "অপঞ্চনখ" পদে পঞ্চনখভিন্ন যাবতীয় পদার্থের গ্রহণে অন্নাদিভক্ষণেও প্রত্যবায় আসিয়া পড়িবে। এইজন্য মনুসংহিতার "ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুঃ" বাক্যে "পঞ্চনখেষু" পদে নির্দ্ধারণে সপ্তমী হইয়াছে। জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সংজ্ঞার (নাম) দ্বারা সমুদায় হইতে একদেশের পৃথক্‌করণকে নির্দ্ধারণ বলে।[২৩] সুতরাং "অপঞ্চনখ" পদে পঞ্চপঞ্চনখ হইতে ভিন্ন কিন্তু পঞ্চনখজাতীয় বানরাদিই গ্রহণীয়, অন্যথা যথাশ্রুতার্থ অঙ্গীকারে উক্ত বিধিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্যকেই যে জলাঞ্জলি দিতে হইবে তাহা নহে, "পঞ্চ" পদের প্রয়োগও ব্যর্থ হইবে এবং বানরাদি পঞ্চনখভক্ষণে দোষপ্রসক্তিবশতঃ তদ্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তবিধানেরও অনুপপত্তি হইয়া যাইবে। এই তাৎপর্য্যেই তন্ত্রবার্ত্তিকে "তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তে" এবং পরিসংখ্যাবিধিলক্ষণবাক্যে "উভয়স্য যুগপৎ প্রাপ্তৌ" বলা হইয়াছে। "উভয়" পদের অর্থ আলোচ্য বিধিবাক্যপ্রতিপন্ন ও তদ্‌ভিন্ন। "যুগপৎ প্রাপ্তি" বলিলে বুঝিতে হইবে যুগপৎ উপস্থিতির যোগ্য। বস্তুতঃ পরিসংখ্যাবিধিস্থলে উভয়েরই যে সর্বদা যুগপৎ প্রাপ্তি অপেক্ষিত, ইহা বক্তব্য নহে। একের প্রাপ্তি বা উপস্থিতি হইলে অন্যটির অবাধিতত্বই উপস্থিতির বা প্রাপ্তির যোগ্যত্ব। নিয়মবিধিস্থলে একটির (নখবিদলন অথবা অবহননের) প্রাপ্তি হইলে অপরটির (অবহনন অথবা নখবিদলনের) প্রয়োজনাভাববশতঃ বাধ হওয়ায় উভয়ের (নখবিদলন ও অবহননের) যুগপৎ প্রাপ্তি অসম্ভব বলিয়া উভয়ের যুগপৎ উপস্থিতির যোগ্যত্বই নাই।[২৪] পরিসংখ্যাবিধিস্থলে উভয়ের সর্বদা যুগপৎ প্রাপ্তি না হইলেও উহাদের যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভব। এইজন্য স্বরচিত শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে ভট্টপাদ বলিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।৩৪ পৃঃ ৬০ = পৃঃ ২১২), "যৎ পুনঃ প্রাঙ্‌নিয়োগাৎ তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্নুয়াদিতি সম্ভাব্যতে...।" শ্লোকান্তর্গত দুইটি অব্যয় ("তত্র" ও "অন্যত্র") ও দুইটি "চ" কারের তাৎপর্য্য পরিসংখ্যাবিধিবিভাগ আলোচনা কালে উদ্‌ঘাটিত হইবে। উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে নিয়মবিধিস্থলীয় বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ উভয় সাধনের যুগপৎ অপ্রাপ্তি)[২৫] আলোচ্য বিধিবাক্যে না থাকায় উহা নিয়মবিধিপর নহে। পরিসংখ্যাবিধিস্থলে বিধিবাক্যশ্রুত পঞ্চপঞ্চনখভক্ষণের রাগতঃ প্রাপ্তি সত্ত্বেও তদ্ভিন্ন অন্য পঞ্চনখভক্ষণ বিজাতীয়তৃপ্ত্যন্তরের জনক বলিয়া একই কালে তৎতৃপ্তিকাম পুরুষের তদ্রূপপ্রয়োজন সম্ভব হওয়ায় উহা অবাধিত, ফলে উভয় ভক্ষণেরই যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু পঞ্চপঞ্চনখভক্ষণ এবং তদ্ভিন্ন পঞ্চনখভক্ষণ উভয়ই কামতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় কেহই উক্ত বিধির বিধেয় হইতে পারে না। অগত্যাস্বীকার্য্য,পঞ্চপঞ্চনখভিন্ন অন্য পঞ্চনখভক্ষণনিষেধই আলোচ্য বিধির বিধেয়। এই তাৎপর্য্যেই বলা হয় যে "পঞ্চপঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ" অপঞ্চনখভক্ষণনিবৃত্তিপর,[২৬] অর্থাৎ উপদিষ্টজাতীয় কিন্তু উপদিষ্ট হইতে ভিন্নের সহিত ভক্ষণের ব্যবচ্ছেদ

অপ্রাপ্তাংশ বুঝাইবার জন্য "অপ্রাপ্তি" পাঠই সমীচীন। প্রভাবলী ১।২।৪র্থ অধিঃ পৃঃ ৩৩, "অত্র চ ন ভক্ষণং বিধেয়ম্, রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। নাপি রাগপ্রাপ্তেঃ পূর্বপ্রবৃত্ত্যা বিধেয়ত্বম্, ফলকল্পনাপত্তেরভক্ষ্যপ্রক্রমবিরোধাপত্তেশ্চ। নাপি পঞ্চপঞ্চনখভক্ষণস্য সমুচ্চয়েন প্রাপ্তেঃ পাক্ষিকত্বাভাবাৎ। কদাচিৎ পাক্ষিকপ্রাপ্তৌ অপি অভক্ষ্যপ্রক্রমবিরোধাপত্তেশ্চ। অতঃ পরিসংখ্যৈবেয়ম্।"

২৩ পাঃ সূঃ ২।৩।৪১ "যতশ্চ নির্ধারণম্।" যাহা হইতে নির্ধারণ করা হয় তাহার উত্তর ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। নির্দ্ধারণ সমজাতীয়ের মধ্যেই হইয়া থাকে।

২৪ অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে সম ও বিষম উভয় দেশেই যুগপৎ একই যাগ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব বলিয়া উভয় দেশের যুগপৎ প্রাপ্তি অসম্ভব।

২৫ নখবিদলনোত্তরকালেও যদি ব্রীহিতে অবঘাত করা হয়, তবে সেই অবঘাত বিতুষীকরণের জন্য নহে বলিয়া "ব্রীহিনবহন্তি" বিধিই ব্যর্থ হইয়া যায়। একত্র এককার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত নানা সাধনের যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভব না হওয়ায় "ব্রীহিনবহন্তি" পরিসংখ্যাবিধিস্থল নহে।

২৬ এইস্থলে "অপঞ্চনখ" পদের যথাশ্রুতার্থ গ্রহণীয় নহে, কারণ তাহা হইলে পঞ্চনখ প্রাণিভিন্ন অন্যপ্রাণির ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইলেও পঞ্চনখমাত্রের ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইবে না। ফলে বানরাদি পঞ্চনখের ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইল না। তাহা হইলে বালীও পঞ্চনখ বলিয়া তাহার ভক্ষণে দোষপ্রাপ্তি না হওয়ায় তাহার ভক্ষণ-নিমিত্ত তাহাকে বধ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা বালীবচন বিরুদ্ধ, কারণ বালী নিজের অভক্ষণীয়ত্বকথনের দ্বারা নিজের অহন্তব্যত্ববোধক বাক্যই বলিয়াছিলেন, "সোঽহং পঞ্চনখো হতঃ।" সুতরাং পূর্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে যে "অপঞ্চনখ" পদ পঞ্চ পঞ্চনখভিন্ন অন্য পঞ্চনখপ্রাণিসমূহকে বুঝাইতেছে, যেমন এইস্থলে অবিশেষিত "পঞ্চনখ" পদ পঞ্চপঞ্চনখকেই বুঝাইয়া থাকে।

করিতেই উক্ত বিধি উচ্চরিত হইয়াছে। ইহাকেই ইতরনিবৃত্তি বা ইতরব্যাবৃত্তি বলে। পরিসংখ্যাবিধি উপদিষ্টেতরব্যাবর্ত্তক বলিয়া অন্যযোগব্যবচ্ছেদফলক।

প্রশ্ন হইবে, পরিসংখ্যাবিধি যদি ইতরনিবৃত্তিফলক হয়, তবে উহার বিধিত্ব কিরূপে উপপন্ন হইবে?

উত্তর এই, এই বিধির প্রবৃত্তির পূর্বে উপদিষ্টেতরনিবৃত্তি অপ্রাপ্ত হওয়ায় ইহা অপ্রাপ্তপ্রাপক বা অজ্ঞাতজ্ঞাপক। সুতরাং অপ্রাপ্তপ্রাপকত্বরূপ সামান্যধর্ম থাকায় উহার বিধিত্ব অক্ষুণ্ণই। ফলিতার্থ এই, তন্মাত্রবিধির অপ্রবৃত্তিকালে অর্থাৎ বিধ্যন্তরের অপ্রবৃত্তিসহকৃত আলোচ্য বিধির অপ্রবৃত্তিকালে যে উভয়ের সমুচ্চিত বা সম্মিলিতরূপে প্রাপ্তি, সেই উভয়ের মধ্যে একটির ব্যাবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক যে বিধি, তাহাই পরিসংখ্যাবিধি; "পরিসংখ্যা" শব্দের অর্থ বর্জনবুদ্ধি বা নির্দিষ্টেতরনিবৃত্তি, তজ্জনকবিধিই পরিসংখ্যাবিধি।[২৭]

নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির মধ্যে প্রভেদ অতীব স্পষ্ট। নিয়মবিধিস্থলে অপ্রাপ্তাংশপূরণরূপ নিয়ম বিধেয়গত বলিয়া সন্নিহিত, অতএব উহাই নিয়মবিধিবাক্যের অর্থ অথবা ফল। কিন্তু বিধেয়ভিন্নের নিবৃত্তি বাক্যার্থও নহে, ফলও নহে। উক্ত নিবৃত্তি অবিধেয়গত হওয়ায় বিপ্রকৃষ্ট, ফলে সর্বশেষে প্রমাণান্তরদ্বারা উপস্থিত হয় বলিয়া শব্দার্থ নহে। কিন্তু পরিসংখ্যাবিধিস্থলে উভয়ই নিত্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ যুগপৎ প্রাপ্ত হওয়ায় অপূর্ববিধির ন্যায় স্বরূপপ্রাপ্তি অথবা নিয়মবিধির ন্যায় নিয়মরূপ ফল না থাকায় ইতরনিবৃত্তিমাত্র বাক্যার্থ অথবা ফল। সুতরাং ইহা উভয়ভিন্ন তৃতীয় প্রকার বিধি।

এই বিধিত্রয়ের মধ্যে নিয়মবিধি সর্বাপেক্ষা লঘু, তদপেক্ষা অপূর্ববিধি গুরু। পরিসংখ্যাবিধি গুরুতম। কারণ সর্বথা অত্যন্ত অপ্রাপ্তের প্রাপক অপূর্ববিধি অপেক্ষা কিঞ্চিদংশে অপ্রাপ্তপ্রাপক নিয়মবিধি অবশ্যই লঘু। কেন এবং কোন জাতীয় পরিসংখ্যাবিধি কল্পনাগৌরবগ্রস্ত তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

অন্যদৃষ্টিতে বিধেয়পদার্থের স্বরূপপ্রাপ্তিই অপূববিধির ফল হওয়ায় উহা বুদ্ধিতে সন্নিকৃষ্ট; কিন্তু নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির যথাক্রমে নিয়ম ও ঔদাসীন্যনিবৃত্তিরূপ ফল বিপ্রকৃষ্ট।[২৮]

পরিসংখ্যাবিধিবিভাগ—শেষিপরিসংখ্যা ও শেষপরিসংখ্যা

শেষিপরিসংখ্যা ও শেষপরিসংখ্যাভেদে পরিসংখ্যাবিধি দ্বিবিধ, ইহা তন্ত্রবার্ত্তিকের "তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তে" এই বাক্যাংশের গূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে। "তত্র অন্যত্র" এই অব্যয়দ্বয়ের সহিত "প্রাপ্তে" এই পদের বৈয়ধিকরণ্যের ন্যায় সামানাধিকরণ্যেও অন্বয় সম্ভব। বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় এই প্রকার। "তত্র" অর্থাৎ বিধিবোধিত অঙ্গী বা প্রধান কর্মে, "অন্যত্র" অর্থাৎ বিধিবহির্ভূত অন্য এক অঙ্গী বা প্রধান কর্মে; "প্রাপ্তে" অর্থাৎ যদি একটি মাত্র অঙ্গকর্ম উভয় অঙ্গিকর্মেই নিত্যপ্রাপ্ত (যুগপৎ প্রাপ্ত) হয়, তবে যে-বিধিবাক্যের দ্বারা একটি অঙ্গ কর্ম হইতে দুইটি প্রধান কর্মের মধ্যে একটি প্রধানকর্ম পরিসংখ্যাত (নিষিদ্ধ) হয়, তাহাই শেষিপরিসংখ্যাবিধি। শেষিকর্ম বা প্রধান কর্ম অঙ্গকর্মের অধিকরণ বলিয়া দুইটি অধিকরণের যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে একটি অধিকরণ নিষিদ্ধ হওয়ায় ইহা বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয়স্থল বলিয়া উহাকে শেষিপরিসংখ্যা বলে। যেমন, অগ্নিচয়নপ্রকরণে যে "ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্যেত্যশ্বাভিধানীমাদত্তে" (তৈত্তিঃ সং ৫।১।২) বিধি শ্রুত হইয়াছে, তাহা শেষিপরিসংখ্যাবিধি। ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

আহবনীয় অগ্নির আধাররূপ যে স্থণ্ডিল বিশেষ,[২৯] তাহাকে চয়ন বলে। উহা ইষ্টকের উপর ইষ্টক

২৭ তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।৩১ পৃঃ ৫২ = পৃঃ ১৮৯, "পরিসংখ্যেতি পরেবর্জনার্থত্বাৎ তদ্বিষয়া বুদ্ধিরভিধীয়তে।" ন্যায়সুধা ১।২।৩৪ পৃঃ ২১৪, "পরিসংখ্যা বর্জনবুদ্ধিঃ।" "উভয়োস্তু নিত্যপ্রাপ্তৌ পুনর্বচনস্য স্বরূপপ্রাপ্তি-নিয়মফলত্বাযোগেন অন্যনিবৃত্তিফলত্বাৎ পরিসংখ্যাব্যপদেশত্বম্।"

২৮ ন্যায়সুধা ১।২।৩৪ পৃঃ ২১৪, "বিধেয়স্বরূপপ্রাপ্তেরেবাত্র ফলত্বসম্ভবাৎ ন তত্র নিয়মৌদাসীন্যনিবৃত্ত্যোর্বিপ্র-কৃষ্টয়োঃ ফলত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ।" অপূর্ববিধির ইহাই বিশেষ।

২৯ সমচতুষ্কোণবিশিষ্ট, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কমপক্ষে অষ্টাদশ অঙ্গুলি (স্থলবিশেষে তাহার অধিক) পরিমিত, চারি অঙ্গুলি উচ্চ এবং মধ্যদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত স্থানবিশেষকেই স্থণ্ডিল বলে।

সাজাইয়া নির্মাণ করিতে হয়।[৩০] সোম যাগের উত্তরবেদীকে বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ আকারাদিবিশিষ্ট ইষ্টক দ্বারা উহা নির্মাণ করিতে হইলে ইষ্টক নির্মাণের জন্য মৃত্তিকার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ মৃত্তিকা অশ্ব ও গর্দ্দভ উভয়েরই দ্বারা আনয়ন করিতে হয়। মৃত্তিকা আনয়নকালে অধ্বর্য্যুকে অশ্বের একটি রশনা (বন্ধন-রজ্জু) ও গর্দ্দভের একটি রশনা গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং অশ্বরশনাগ্রহণ ও গর্দ্দভরশনাগ্রহণ, এই দুইটি অঙ্গী বা প্রধান কর্ম চয়নপ্রকরণে বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রুতি "ইমামগৃভ্ণন্‌রশনামৃতস্য" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া অশ্বরশনাগ্রহণমাত্র বিধান করিতেছেন—"অশ্বাভিধানীমাদত্তে।"[৩১] এইরূপ বিধি অপূর্ববিধি হইতে পারে না, কারণ এই শ্রুতির প্রবৃত্তির পূর্বেই উক্ত রশনাদ্বয়গ্রহণ অন্যতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত গ্রহণ অত্যন্ত অপ্রাপ্ত নহে। আবার, ইহা নিয়মবিধির স্থলও নহে, কারণ উভয় রশনাগ্রহণই নিত্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ যুগপৎ প্রাপ্ত হওয়ায় অপ্রাপ্তাংশ না থাকায় অপ্রাপ্তাংশপূরণফলক নিয়মবিধির প্রসঙ্গই নাই। অগত্যা ইহা পরিসংখ্যাবিধির স্থল। এইস্থলে লক্ষণীয়, "ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য", এই অংশ মন্ত্র এবং "ইত্যশ্বাভিধানীমাদত্তে", ইহা ব্রাহ্মণ বা বিধায়কবাক্য। কিন্তু উক্ত বিধায়ক বাক্যের "অশ্বরশনা গ্রহণ করিবে" এইরূপ যথাশ্রুতার্থ গ্রহণীয় নহে, কারণ উহা পূর্বপ্রাপ্ত। এক্ষণে সামান্যবাচক "রশনা" পদ শ্রুত বলিয়া উভয়রশনাগ্রহণেরই যুগপৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকায় গর্দ্দভরশনাগ্রহণরূপ অঙ্গী কর্মের সহিত "ইমাম্" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠরূপ অঙ্গকর্মের সম্বন্ধ প্রকরণপ্রাপ্ত। আলোচ্য বিধির দ্বারা ঐরূপ সম্বন্ধ পরিসংখ্যাত বা ব্যাবৃত্ত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই, "ইমাম্" ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠরূপ অঙ্গকর্ম অশ্বরশনাগ্রহণরূপ অঙ্গিকর্মের সহিতই অন্বিত হইবে, গর্দভরশনাগ্রহণরূপ অঙ্গিকর্মের সহিত নহে। অর্থাৎ "ইমাম্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক অশ্বরশনারই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু উক্ত মন্ত্র পাঠ না করিয়াই তূষ্ণীম্ভাবে (কথা না বলিয়া) গর্দভরশনা গ্রহণ করিতে হইবে। গর্দভরশনাগ্রহণ পূর্বপ্রাপ্ত হইলেও ঐ গ্রহণ যে অমন্ত্রক, তাহা এই বিধি প্রবৃত্তির পূর্বে অজ্ঞাত বলিয়া উক্ত বিধি অজ্ঞাতজ্ঞাপক ; সুতরাং উহাতে বিধিত্বসামান্যধর্ম অক্ষুণ্ণই। এইস্থলে একটি অঙ্গকর্মে দুইটি প্রধানকর্মের সম্বন্ধ নিত্যপ্রাপ্ত এবং দুইটির মধ্যে একটি প্রধানকর্মের সহিত উক্ত সম্বন্ধ ব্যবচ্ছিন্ন হওয়ায় এই বিধি শেষ্যন্তরনিবৃত্তিফলক বলিয়া শেষিপরিসংখ্যাবিধি। এইস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই, পূর্বপক্ষিমতে "ইমাম্" ইত্যাদি শ্রুতিকে প্রাপ্তপরিসংখ্যাবিধিরূপে গ্রহণ করিলে উহা শ্রুতহানি ইত্যাদি ত্রিদোষ সমন্বিত হইলেও[৩২] ভাট্টসিদ্ধান্তে ইহা অপ্রাপ্ত পরিসংখ্যাবিধি হওয়ায় উক্ত পরিসংখ্যাবিধি ত্রিদোষশূন্য। ইহা পরে আলোচিত হইবে।

৩০ তৈত্তিঃ সং ৫।৬।৯. "ইষ্টকাভিঃ অগ্নিং চিনোতি।" চয়নের অপর নাম অগ্নি ও চিতি।

৩১ এই মন্ত্রে সত্যবাচী "ঋত" শব্দের দ্বারা অবশ্যম্ভাবী কর্মফলকে বুঝাইতেছে—কর্মফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তাহাতে সত্যত্বের উপচার হইয়াছে। সুতরাং উক্ত মন্ত্রের অর্থ হইবে—কর্মফলভূত অশ্বের এই বন্ধনরজ্জু (অতীতকালে অধ্বর্য্যু) গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রহধাতুর উত্তর লঙ্ প্রত্যয় করা হইয়াছে এবং "হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি" (পাঃ সূঃ ৮।২।৩২ বার্ত্তিক) এই সূত্রানুসারে গ্রহধাতুর হকার স্থলে ভকার হওয়ায় অগৃভ্ণন্ বৈদিক প্রয়োগ। "ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য" এই অংশ মন্ত্র। এই মন্ত্রই "ইতি" পদের দ্বারা পরামৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ "ইমাম্" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া অশ্ববন্ধনরজ্জু গ্রহণ করিবে। সুতরাং "ইতি অশ্বাভিধানীমাদত্তে" এই অংশ ব্রাহ্মণ বা বিধায়ক বাক্য। কেবল মন্ত্রোচারণ অথবা কেবল অশ্বরশনাগ্রহণ যাগের উপকারক নহে, কিন্তু অশ্বরশনাগ্রহণ মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত হইলেই অপূর্বোৎপত্তির দ্বারা যাগের উপকারক, ইহাই বিনিয়োগবিধায়ক ব্রাহ্মণবাক্যবলে জানা যায়। বিনিয়োগবিধি অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধক এবং এই স্থলে দুইটি অঙ্গত্ববোধক শ্রুতি বিদ্যমান—"অভিধানীম্" এই দ্বিতীয়া বিভক্তিরূপ বিনিয়োগবিধিশ্রুতি অশ্বাভিধানীর অঙ্গরূপে আদান বা গ্রহণের উপদেশ করিতেছে এবং ঐ দ্বিতীয়াবিভক্তিশ্রুতিই বাক্যপ্রমাণের সাহায্যে স্বসম্বদ্ধ মন্ত্রকে আদান বা গ্রহণের অঙ্গরূপে উপদেশ করিতেছে। সুতরাং গ্রহণ অশ্বাভিধানীর অঙ্গ এবং মন্ত্র গ্রহণের অঙ্গ। এই বিষয়ে বহু বিকল্প ও বহুমতভেদ জানিতে হইলে অপ্পয়দীক্ষিতের বিধিরসায়ন, খণ্ডদেবকৃত ভাট্টদীপিকা ও তাহার উপর শম্ভুভট্টকৃত প্রভাবলী টীকা দ্রষ্টব্য। পশুর গলায় ফাঁস (সংস্কৃত ভাষায় পাশ) দিয়া তাহাকে সংযত করিতে যে বন্ধনরজ্জু গ্রহণ করা হয় সেই বন্ধনরজ্জুবিশেষকেই অথর্ববেদে শতপথব্রাহ্মণে ও ঐতরেয় আরণ্যকে "অভিধানী" পদে বলা হইয়াছে।

৩২ পূর্বপক্ষিমতে (মীঃ সূঃ ১।২।৩১) "ইমাম্" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণমাত্রদ্বারা অদৃষ্ট উৎপন্ন করে, উহার অন্যকোন প্রয়োজন না থাকায় উহা অপ্রমাণ। ভাট্টসিদ্ধান্তে (মীঃ সূঃ ১।২।৩৪) উহা অপ্রাপ্ত পরিসংখ্যাবিধি এবং বিধিমাত্র অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়া প্রমাণ। পূর্বপক্ষিমতে মন্ত্র সর্বত্র অদৃষ্টফলক। ভাট্টমতে মন্ত্র দৃষ্টফলক এবং অদৃষ্টফলকও।

তন্ত্রবার্ত্তিকের "তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তে" সন্দর্ভের "তত্র" ও "অন্যত্র" এই পদদ্বয়ের সহিত "প্রাপ্তে" এই পদের বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় হইলে তত্র চান্যত্র চ যৎ প্রাপ্নুয়াৎ এইরূপ অর্থ হইবে। কিন্তু উক্ত বাক্যের যথাশ্রুতার্থে সামানাধিকরণ্যে অন্বয় সম্ভব নহে ; কারণ "তত্র" ও "অন্যত্র" এই দুইটি অব্যয়ের দ্বারা দুইটি অধিকরণ বা অঙ্গিকর্ম ও একটি প্রথমান্ত "যৎ" পদের দ্বারা একটি অঙ্গকর্ম উপস্থিত হয় বলিয়া একটি অঙ্গিকর্ম পরিসংখ্যাত বা ব্যাবৃত্ত হওয়ায় শেষিপরিসংখ্যাই বুদ্ধিস্থ হইবে। এইজন্য বলিতে হইবে যে উক্ত বাক্যের দ্বারা তচ্চান্যচ্চ যত্র এইরূপ অর্থও উপলক্ষিত। ফলে দুইটি প্রথমান্ত "তৎ" ও "অন্যৎ" পদ দুইটি অঙ্গকর্মকে এবং "যত্র" পদ একটি অধিকরণ বা অঙ্গিকর্মকে উপস্থিত করে বলিয়া ঐ অঙ্গিকর্মে একটি অঙ্গকর্ম পরিসংখ্যাত বা নিবৃত্ত হওয়ায় উহা সামানাধিকরণ্যে অন্বয়স্থল। সুতরাং উহা শেষ-পরিসংখ্যাস্থল । দুইটি ভিন্ন অধিকরণে একটি অঙ্গকর্মের অন্বয় বলিয়া উহাকে বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় এবং একটি অধিকরণে দুইটি অঙ্গকর্মের অন্বয় হইলে উহাকে সামানাধিকরণ্যে অন্বয় বলে। দুইটি ভিন্ন অধিকরণের ধর্মই বৈয়ধিকরণ্য এবং একই অধিকরণের ধর্মই সামানাধিকরণ্য। প্রথম স্থলে একটি অঙ্গকর্মের সহিত দুইটি অঙ্গিকর্মের অন্বয় হইলে অন্যতর অঙ্গী বা শেষীর পরিসংখ্যাই (নিবৃত্তি) শেষি-পরিসংখ্যা। দ্বিতীয়স্থলে একটি অঙ্গিকর্মের সহিত দুইটি অঙ্গকর্মের অন্বয় হইলে অন্যতর অঙ্গকর্ম বা শেষের পরিসংখ্যাই শেষপরিসংখ্যা। প্রধান কর্মকেই অঙ্গিকর্ম বা অধিকরণ এবং অপ্রধান কর্মকেই অঙ্গকর্ম বলা হয়। কর্মসমূহের মধ্যে কে অঙ্গী অথবা কে অঙ্গ অর্থাৎ উহাদের অঙ্গাঙ্গিভাববোধক শ্রুতিকে বিনিয়োগবিধি বলে। সুতরাং তন্ত্রবার্ত্তিকের উক্ত সন্দর্ভের ফলিতার্থ এই—একটিমাত্র অঙ্গকর্মে প্রধানকর্মদ্বয়ের সম্বন্ধ নিত্যপ্রাপ্ত বা যুগপৎ প্রাপ্ত হইলে, অথবা একটিমাত্র প্রধানকর্মে অঙ্গকর্মদ্বয়সম্বন্ধ নিয়তপ্রাপ্ত হইলে, অন্যতর অঙ্গী অথবা অন্যতর অঙ্গের নিবৃত্তিফলকবিধিই পরিসংখ্যাবিধি।[৩৩] শেষিপরিসংখ্যা পূর্বেই সদৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণতঃ (তৈত্তিঃ সং ২৷৬৷২) "আজ্যভাগৌ যজতি" এই বিধিবাক্যকে শেষ-পরিসংখ্যার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে বলিয়া এই বিধিবাক্যের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রকরণে দর্শপূর্ণমাস যাগের অঙ্গযাগরূপে প্রযাজ, আজ্যভাগ, অনুযাজ প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চ প্রযাজ যাগের পর অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে একবার ও সোমদেবতার উদ্দেশ্যে একবার সর্বসমেত দুইটি আজ্য বা ঘৃতের আহুতি বিহিত হইয়াছে—(তৈত্তিঃ সং ২৷৬৷২) "আজ্যভাগৌ যজতি।" এই আজ্যভাগ যাগের ফলশ্রুতি না থাকায় এবং ফলবৎ-দর্শপূর্ণমাসযাগ-প্রকরণে উক্ত বিধিবাক্য পঠিত হওয়ায় "ফলবৎ সন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" এই ন্যায় অনুসারে (মীঃ সূঃ ৪৷৪৷২৯-৩৮ "আঘারাদীনামঙ্গতাধিকরণম্") প্রকরণবলে[৩৪] আজ্যভাগযাগ দর্শপূর্ণমাসযাগের অঙ্গযাগরূপে বুঝা যায়।

কোনস্থলে বা অদৃষ্টমাত্রফলক, যেমন হুং, ফট্ ইত্যাদি মন্ত্র। প্রভাবলী টীকাসহ ভাট্টদীপিকা ১৷২৷৪র্থ অধিঃ পৃঃ ৩১-২ দ্রষ্টব্য।

৩৩ সিঃ লেঃ সং ১৷১৷১ পৃঃ ৬, "দ্বয়োঃ শেষিণোঃ একস্য শেষস্য বা, একস্মিন্ শেষিণি দ্বয়োঃ শেষয়োঃ বা, নিত্যপ্রাপ্তৌ শেষ্যন্তরস্য, শেষান্তরস্য বা, নিবৃত্তিফলকো বিধিস্তৃতীয়ঃ।" যোজনা এইরূপ—দ্বয়োঃ শেষিণোঃ একস্য শেষস্য নিত্যপ্রাপ্তৌ শেষ্যন্তরস্য নিবৃত্তিফলকঃ, একস্মিন্ শেষিণি দ্বয়োঃ শেষয়োঃ নিত্যপ্রাপ্তৌ শেষান্তরস্য নিবৃত্তিফলকঃ বা বিধিঃ তৃতীয়ঃ। বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহকার অপ্পয় দীক্ষিত তন্ত্রবার্ত্তিক ও তাহার উপর ন্যায়সুধা টীকা অনুসারেই এইরূপ বলিয়াছেন। তন্ত্রবাঃ ১৷২৷৩৪ পৃঃ ৬০ = পৃঃ ২১২, "যঃ [যৎ] পুনঃ প্রাঙ্নিয়োগাৎ তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্নুয়াৎ ইতি সম্ভাব্যতে, যত্র বা যচ্চান্যচ্চ, সা পরিসংখ্যা।" "যঃ" ["যৎ"] পদে একটি অঙ্গকর্ম, "তত্র" ও "অন্যত্র" পদদ্বয়ে দুইটি অঙ্গিকর্মরূপ দুইটি অধিকরণ, "যত্র" পদে একটি অঙ্গিরূপ একটি অধিকরণ এবং "যৎ" ও "অন্যৎ" পদদ্বয়ে দুইটি অঙ্গকর্ম বুঝিতে হইবে। "প্রাপ্নুয়াৎ ইতি সম্ভাব্যতে" অর্থাৎ যে-স্থলে উভয় ধর্মীর বা উভয় ধর্মের নিত্যপ্রাপ্তি বা যুগপৎপ্রাপ্তি সম্ভব বা অবাধিত। সেইস্থলে পরিসংখ্যাবিধি একটি ধর্মীর বা একটি ধর্মের নিবৃত্তিফলক। ন্যায়সুধা পৃঃ ১১৪ দ্রষ্টব্য। প্রভাবলী ১৷২৷৪র্থ অধিঃ পৃঃ ৩৪।

৩৪পরস্পরাকাঙ্ক্ষাইপ্রকরণ। আগ্নেয় প্রভৃতি ছয়টি প্রধান যাগ দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রকরণে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু আগ্নেয়াদি ছয় প্রধান যাগের ইতিকর্তব্যতাকাঙ্ক্ষা বা কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় নাই, যেহেতু আগ্নেয়াদিযাগ কিরূপে অনুষ্ঠেয় তাহা উপদিষ্ট হয় নাই। আবার, ঐ প্রকরণেই প্রযাজ, আজ্যভাগ, অনুযাজ প্রভৃতি ফলশ্রুতিহীন যাগসমূহ উপদিষ্ট হওয়ায় উহাদের প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা বা ফলাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় নাই। এক্ষণে উভয়াকাঙ্ক্ষাপূরণ সম্ভব, যদি

পুনরায়, চাতুর্মাস্য-প্রকরণে সাকমেধ নামক তৃতীয় পর্বে[৩৫] গৃহমেধীয় নামক ইষ্টিযাগ বিহিত হইয়াছে (তৈত্তিঃ সং ১।৮।৪) "মরুদ্ভ্যো গৃহমেধিভ্যঃ সর্বাসাং দুগ্ধে সায়মোদনং নির্বপেৎ।" এই গৃহমেধীয়েষ্টির অঙ্গযাগরূপেই আজ্যভাগবিহিত হইয়াছে "আজ্যভাগৌ যজতি।"[৩৬]

এক্ষণে এক পূর্বপক্ষীর মতে দর্শপূর্ণমাসযাগ যখন কেবলপ্রকৃতিকর্ম এবং গৃহমেধীয়েষ্টি যখন কেবল বিকৃতি কর্ম[৩৭], তখন "প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা" এই ন্যায় অনুসারে বুঝিতে হইবে যে দর্শপূর্ণমাসযাগে যে আজ্যভাগরূপ অঙ্গকর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই অঙ্গকর্মই দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রকৃতিক গৃহমেধীয়েষ্টিরূপ বিকৃতিযাগে অতিদিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, গৃহমেধীয়েষ্টি যাগ-প্রকরণে শ্রুত "আজ্যভাগৌ যজতি" বাক্যে কিরূপ বিধি স্বীকার্য্য?

এইস্থলে অপূর্ববিধি হইতে পারে না; কারণ এই বিধিবাক্য প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দর্শপূর্ণমাসযাগস্থলে আজ্যভাগ বিহিত হওয়ায় উহা আলোচ্যস্থলে অত্যন্ত অপ্রাপ্ত নহে, বরং অন্যতঃ প্রাপ্ত। ইহা নিয়মবিধির স্থলও হইতে পারে না, কারণ আজ্যভাগরূপ অঙ্গযাগ যেমন প্রাপ্ত, সেইরূপ দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রযাজাদিরূপ অন্যান্য অঙ্গযাগেরও যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভব হওয়ায় অপ্রাপ্তাংশপূরণের প্রসঙ্গ নাই। অগত্যা ইহা পরিসংখ্যাবিধিস্থল। এই বিধির দ্বারা গৃহমেধীয়েষ্টিযাগে আজ্যভাগরূপ অঙ্গযাগ বিহিত হয় নাই, কারণ উহা প্রকৃতিকর্মে শ্রুত "আজ্যভাগৌ যজতি" বিধিবাক্যের দ্বারা পূর্বপ্রাপ্তই। সুতরাং ইষ্টিযাগীয় আজ্যভাগদ্বয়ই যখন আলোচ্যবিধিতে প্রত্যভিজ্ঞাত, তখন ইহাকে নূতন অঙ্গান্তরের বিধান বলা যায় না। ফলে অজ্যভাগদ্বয়ের পুনঃশ্রবণ অনর্থক, কারণ প্রকৃতিগত অঙ্গযাগসমূহ বিকৃতি যাগে স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়ায় আজ্যভাগদ্বয়ের দ্বিরুক্তির আপত্তি হয়। সুতরাং

প্রযাজাদিকে আগ্নেয়াদি যাগের অঙ্গযাগরূপে গ্রহণ করা হয়। ইহাতে আগ্নেয়াদিপ্রধানযাগের ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষার পূরণও হইবে, আবার প্রযাজাদি যাগের ফলাকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত হইবে। প্রধানযাগের ফলই অঙ্গযাগের ফল, অঙ্গযাগের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই। ফলযুক্ত যাগের সন্নিধিতে পঠিত ফলশ্রুতিহীন যাগ ফলযুক্তযাগের অঙ্গ, ইহাই মীমাংসা-ন্যায়।

৩৫ চাতুর্মাস্য-প্রকরণে যে চাতুর্মাস্য-যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে, তাহার চারিটি পর্ব বা ভাগ আছে। প্রথম পর্ব বৈশ্বদেব যাগ, দ্বিতীয় পর্ব বরুণপ্রঘাস, তৃতীয় পর্ব সাকমেধ এবং চতুর্থ পর্ব শুনাসীরীয়। এই চারিটি পর্বের প্রতিটি পর্বে অঙ্গযাগ রহিয়াছে।

৩৬ চাতুর্মাস্যযাগের তৃতীয় পর্ব সাকমেধনামক যাগ। এই সাকমেধ যাগ দুই দিন ধরিয়া অনুষ্ঠেয়। প্রথমদিনের অনুষ্ঠেয়রূপে শ্রুতি গৃহমেধীয় নামক ইষ্টিযাগের বিধান করিয়া বলিতেছেন (তৈত্তিঃ সং ১।৮।৪), "আজ্যভাগৌ যজতি যজ্ঞতায়ৈ।" এই বাক্যই মীমাংসাদর্শনে দশম অধ্যায়ের সপ্তম পাদের নবম অধিকরণে (মীঃ সূঃ ১০।৭।২৪-৩৩ "আজ্যভাগৌ যজতি ইত্যনেন অপূর্বগৃহমেধীয়বিধানাধিকরণম্") বিচারিত হইয়াছে। সেইস্থলে যে অষ্টপ্রকার বিকল্প উত্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথম সাতটি পূর্বপক্ষ, অষ্টমপক্ষ সিদ্ধান্ত। "আজ্যভাগৌযজতি" বাক্যে পরিসংখ্যাই বিহিত হইয়াছে, ইহা পঞ্চম পূর্বপক্ষ (মীঃ সূঃ ১০।৭।২৮), সিদ্ধান্ত নহে। মীমাংসাদর্শনে ঐ পাদের একাদশ অধিকরণে (মীঃ সূঃ ১০।৭।৩৫-৩৭ "গৃহমেধীয়ে প্রাশিত্রাদিভক্ষণাভাবাধিকরণম্") শাবর-ভাষ্যাদিতে কৃত্বা চিন্তান্যায়ে উক্ত পঞ্চম পূর্বপক্ষই গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই মীমাংসাসম্প্রদায় সাধারণতঃ "আজ্যভাগৌ যজতি" বিধিবাক্যকে শেষ-পরিসংখ্যাবিধিবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। কিন্তু মীমাংসাসিদ্ধান্তে উহা পরিসংখ্যাবিধিস্থল নহে। যে-পদার্থ যাহা নহে, তাহাকে তদ্রূপে আপততঃ অভ্যুপগম করিয়া সাধারণতঃ শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যের জন্য যে চিন্তা করা হয়, তাহাকে কৃত্বাচিন্তা বলে। এই একাদশ অধিকরণে পরিসংখ্যাপক্ষরূপ পঞ্চম পক্ষ অভ্যুপগম করিয়া কৃত্বাচিন্তারূপে একটি নূতন বিচার উত্থাপিত হইয়াছে।

৩৭ মীমাংসাশাস্ত্রে কর্ম চতুর্বিধ—কেবলপ্রকৃতিরূপ, কেবলবিকৃতিরূপ, উভয়রূপ ও অনুভয়রূপ। যে-কর্মে সমস্ত অঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে এবং সেই অঙ্গসমূহের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি অঙ্গ অন্য কর্মে অতিদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অন্য কোন কর্মের কোন অঙ্গই সেই কর্মে অতিদিষ্ট হয় নাই, তাহাকে কেবলপ্রকৃতি কর্ম বলে। যেমন, দর্শপূর্ণমাসরূপ ইষ্টিযাগ। এই যাগপ্রকরণে সমস্ত অঙ্গেরই উপদেশ আছে এবং ইহার কোন কোন অঙ্গ সৌর্য্যযাগাদিতে অনুষ্ঠেয় বলিয়া ঐ অঙ্গসমূহ সৌর্য্যযাগাদিতে অতিদিষ্ট। কিন্তু অন্য কোন কর্মের কোন অঙ্গই দর্শপূর্ণমাসযাগে করণীয় না হওয়ায় ঐ যাগে অন্য কোন অঙ্গকর্মেরই অতিদেশ হয় নাই। কোন এক স্থলে বিহিত কোন কর্মের অন্যত্র প্রাপ্তিই অতিদেশ। এইজন্য অতিদেশ উপদেশপূর্বক। দর্শপূর্ণমাসযাগ সমস্ত ইষ্টিযাগের প্রকৃতি কর্ম।

যে-কর্মে অন্যকর্মের অঙ্গসমূহ অতিদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই কর্মের কোন অঙ্গই অন্য কোন কর্মেই অতিদিষ্ট হয় নাই, তাহা কেবলবিকৃতি কর্ম। যেমন, বিশ্বসৃজাময়ন প্রভৃতি যাগ।

বলিতে হইবে "পঞ্চপঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ" স্থলে যেমন পঞ্চ পঞ্চনখভক্ষণ অন্যতঃ প্রাপ্ত বলিয়া উহা অপূর্ববিধিস্থল নহে, অপঞ্চনখভক্ষণও যুগপৎ প্রাপ্ত বলিয়া যেমন উহা নিয়মবিধি নহে, কিন্তু অপঞ্চনখভক্ষণনিষেধেই উক্ত বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য ; সেইরূপ আজ্যভাগদ্বয় প্রকৃতিযাগে প্রাপ্ত বলিয়া গৃহমেধীয়েষ্টি প্রকরণে শ্রুত "আজ্যভাগৌ যজতি" অপূর্ববিধিস্থল নহে, প্রকৃতিযাগে বিহিত অনাজ্যভাগ প্রযাজাদি অঙ্গযাগও যুগপৎ বিকৃতিযাগে প্রাপ্ত হওয়ায় উহা নিয়মবিধিস্থলও নহে, কিন্তু আজ্যভাগদ্বয়ব্যতিরিক্ত দর্শপূর্ণমাসীয় প্রযাজাদিরূপ অন্যান্য অঙ্গ-যাগের নিবৃত্তিবোধক বলিয়া উহা প্রাপ্ত-পরিসংখ্যাবিধিস্থল। প্রাপ্ত-পরিসংখ্যা অর্থাৎ প্রকৃতিযাগগত প্রযাজাদি যাগসমূহ বিকৃতিযাগে প্রাপ্ত হওয়ায় উহা প্রাপ্তের পরিসংখ্যা বা নিষেধ।[৩৮]

পরিসংখ্যাবিধির অন্যরূপ বিভাগ—শ্রৌতী ও আর্থী এবং প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত

পরিসংখ্যাবিধির অন্যরূপ বিভাগও প্রসিদ্ধ। পরিসংখ্যা দ্বিবিধ—শাব্দী বা শ্রৌতী এবং আর্থী। আর্থী পরিসংখ্যা আবার দ্বিবিধ—প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত। ইহাদের অতীব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

যে-স্থলে বাচক শব্দ দ্বারাই শ্রুতি ইতর-ব্যাবৃত্তি করিতেছেন, তাহাকে শাব্দী বা শ্রৌতী পরিসংখ্যা বলে। সাধারণতঃ "নঞ্" অথবা "এব" কারের দ্বারাই ইতরব্যাবৃত্তি বুঝানো হইয়া থাকে। যেমন (তৈত্তিঃ সং ২।২।৫) "নানৃতং বদেৎ", "অত্র হোবাবপন্তি।"

দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রকরণে মিথ্যাভাষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে "নানৃতং বদেৎ।" এক্ষণে মীমাংসাদর্শনে কর্ত্রধিকরণের (মীঃ সূঃ ৩।৪।১২-১৩ "অনৃতবদননিষেধস্য ক্রতুধর্মতাধিকরণম্") সিদ্ধান্ত এই যে ক্রতুমধ্যে (অর্থাৎ শ্রৌত যাগাদিক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে) যদি যজমান মিথ্যা কথা বলেন, তাহা হইলে উহাতে যাগের অঙ্গহানি হইবে। সুতরাং উক্ত যাগপ্রকরণে অনৃতভাষণনিষেধ যাগের (ক্রতুর) ধর্ম। কিন্তু স্মৃতিমধ্যে যে অনৃতভাষণনিষেধ, উহা পুরুষের ধর্ম। উপনয়নের পর আমৃত্যু মিথ্যাভাষণ স্মৃতিমধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; সুতরাং যাগের অনুষ্ঠানকালেই হউক, অথবা অননুষ্ঠানকালেই হউক, মিথ্যাভাষণে পুরুষের প্রত্যবায় হইবে এবং উহার প্রায়শ্চিত্ত স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু দর্শপূর্ণমাসযাগকালে যে অনৃতভাষণের নিষেধ, তাহা শ্রৌত নিষেধ। ঐ নিষেধ লংঘন করিলে ক্রতুর অঙ্গহানি হওয়ায় যাগকালে অনৃতভাষণনিষেধ ক্রতুর অঙ্গ বা ক্রত্বর্থ, পুরুষধর্ম বা পুরুষার্থ নহে। উক্ত নিষেধ লংঘনে যাজুর্বেদিক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে (শাবরভাষ্য ৩।৪।১৩ পৃঃ ৩৫৩ = পৃঃ ৩৭৮)। "নানৃতং বদেৎ" এই বিধিবাক্যে শ্রুতি শব্দতঃই (কণ্ঠতঃই) অর্থাৎ নঞ্ শব্দের দ্বারাই পরিসংখ্যা বা ইতরব্যাবৃত্তিও বুঝাইতেছেন। এই স্থলে পর্য্যুদাসবশতঃ "অনৃত বলিবে" ইহাই তাৎপর্য্যার্থ হওয়ায় অনৃতবদন বর্জনের দ্বারা দর্শপূর্ণমাসযাগের উপকারই হইয়া থাকে। এই প্রকার শ্রৌতী পরিসংখ্যাস্থলে লক্ষণা নিষ্প্রয়োজন।[৩৯]

যে-কর্মের কোন কোন অঙ্গ অন্যকর্মে অতিদিষ্ট হইয়াছে এবং সেই কর্মে যদি অন্য কোন কর্মের কোন কোন অঙ্গ অতিদিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা উভয়রূপ কর্ম। যেমন অগ্নীষোমীয়পশ্বাদি কর্ম। এই কর্মের কোন কোন অঙ্গ সবনীয় পশ্বাদিকর্মে অতিদিষ্ট হইয়াছে এবং দর্শপূর্ণমাসযাগের কোন কোন অঙ্গ অগ্নীষোমীয় কর্মে অতিদিষ্ট হইয়াছে।

যে-কর্মের কোন অঙ্গই কুত্রাপি অতিদিষ্ট হয় নাই এবং যে-কর্মে অন্য কর্মের অঙ্গও অতিদিষ্ট হয় নাই, তাহা অনুভয়রূপ কর্ম। সিদ্ধান্তিমতে গৃহমেধীয়েষ্টি এইরূপ একটি অনুভয়রূপ অপূর্ব কর্ম। পূর্বপক্ষিমতে ইহা কেবল বিকৃতি কর্ম।

৩৮ শাবরভাষ্য ১০।৭।২৮ পৃঃ ৬৩০ = পৃঃ ২০৩৭, "যথা পঞ্চপঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ ইতি শশাদীনাং পঞ্চানাং কীর্ত্তনাদন্যেষাং [বানরাদীনাং পঞ্চনখাদীনাং] ভক্ষণং প্রতিষিধ্যতে, ইত্যয়মর্থো বাক্যেন গম্যতে ইতি। এবমিহাপি অন্যেষামঙ্গানাং [প্রযাজাদীনাং] প্রতিষেধো ভবিষ্যতি।"—ইতি পঞ্চমঃ পূর্বপক্ষঃ।

টুপ্‌টীকা ঐ, পৃঃ ২০৩৭, "আজ্যভাগবিধানং তাবদেতৎ ন ভবতি। চোদকেন [অতিদেশবাক্যেন] প্রাপ্তত্বাৎ তয়োঃ। কিং তর্হি ? এতস্মাৎ বাক্যাৎ অন্যনিবৃত্তিঃ অবগম্যতে। সা চ [নিবৃত্তিঃ] অপ্রাপ্তা, সৈব বিধীয়তে। যথা 'দেবদত্তযজ্ঞদত্তবিষ্ণুমিত্রা ভোজ্যন্তাম্' ইত্যুক্তে পুনঃ শ্রূয়তে 'পঞ্চম্যাং [তিথৌ] বিষ্ণুমিত্রঃ ভোজয়িতব্যঃ' ইতি। তত্র ন ভোজনং বিধীয়তে, প্রাপ্তত্বাৎ ; অন্যেষাং চ নিবৃত্তিঃ বিধীয়তে, এবমত্রাপি।"

৩৯ "অত্র হোবাবপন্তি" শ্রুতিতে "এব" কারের দ্বারাই শ্রুতি ইতরনিবৃত্তি করিতেছেন। এই দৃষ্টান্ত অতীব কঠিন বলিয়া

কিন্তু আর্থী পরিসংখ্যাস্থলে লক্ষণা করিতেই হইবে; এইজন্য ইহার অপর নাম লাক্ষণিকী পরিসংখ্যা। "পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ" ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। লক্ষণা করিলে যে দোষত্রয় হইবে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে "পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ" এই বিধিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ পঞ্চনখভিন্না অভক্ষ্যাঃ। সুতরাং শ্রুতির "পঞ্চনখ" পদের পঞ্চনখভিন্ন অর্থে এবং "ভক্ষ্যাঃ" পদের অভক্ষ্যা অর্থে লক্ষণা করিতে হইবে। ফলে উভয়পদের স্বার্থহানি হওয়ায় শ্রুতহানিরূপ প্রথম দোষ বিদ্যমান। যে-পদ যে-অর্থে শক্ত, অর্থাৎ যে-পদ শক্তির দ্বারা যে-অর্থ স্থাপন করে, তাহাই সেই পদের স্বার্থ। শ্রুত অর্থাৎ শক্তির দ্বারা শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থের হানি বা পরিত্যাগই শ্রুতহানি। শুধু তাহাই নহে, অপঞ্চনখের অভক্ষ্যত্ব শব্দদ্বারা প্রতিপাদ্য না হওয়ায় উহা অন্যার্থ। এই অন্যার্থপরিকল্পনরূপ অশ্রুতকল্পনাই লক্ষণার দ্বিতীয় দোষ। অশ্রুত অর্থাৎ শব্দের দ্বারা অপ্রতিপাদ্য অর্থের আগমনই অশ্রুতকল্পনা। লক্ষণিকী পরিসংখ্যার তৃতীয় দোষ প্রাপ্তবাধ। প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রমাণান্তরদ্বারাই হউক্ অথবা রাগবশতঃই হউক্, যাহা প্রাপ্ত বা কর্ত্তব্যরূপে প্রতীত, তাহার বাধ অর্থাৎ ব্যবহারব্যাবর্ত্তন হইয়া থাকে। আলোচ্যস্থলে রাগতঃ প্রাপ্ত অপঞ্চনখভক্ষণ এই পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা বাধিত হইয়াছে। অতএব শ্রুতির "পঞ্চনখ" পদ শশকাদি পঞ্চপঞ্চনখ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শশকাদিপঞ্চকেতর পঞ্চনখে লাক্ষণিক এবং "ভক্ষ" ধাতু ভক্ষণ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষণাভাবে লাক্ষণিক, কারণ তদ্বাচক পদের অভাবেও তদর্থের প্রতীতি অবশ্যই লক্ষণাধীন। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" স্থলে তীরবাচক পদের অভাবেও "গঙ্গা" পদের দ্বারা গঙ্গাতীর অর্থের প্রতীতি অবশ্যই "গঙ্গা" পদে লক্ষণাধীন। যদি "পঞ্চনখ" ও "ভক্ষ্য" পদদ্বয়ে লক্ষণা স্বীকার করা হয়, তবে প্রতিপদে প্রথম দুইটি দোষ বিদ্যমান। কিন্তু যদি বাক্যে লক্ষণা স্বীকৃত হয়, তবে ঐ বাক্যে দোষদ্বয় বিদ্যমান।[৪০] বলা বাহুল্য, এই দোষ দুইটি শব্দগত।

আপত্তি হইতে পারে, ইহারা দুইটি স্বতন্ত্র দোষ নহে, একটিই দোষ; কারণ শ্রুতার্থহানিব্যতিরেকে অশ্রুতার্থকল্পনা, অথবা অশ্রুতার্থকল্পনাব্যতিরেকে শ্রুতহানি সম্ভব না হওয়ায় উহারা পরস্পরব্যাপ্য। যেমন, "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" স্থলে "গঙ্গা" পদের স্বার্থহানি ও অশ্রুতার্থগ্রহণ উভয়ই স্বীকার্য্য।

উত্তর এই, এই দোষদ্বয় পরস্পরব্যাপ্য নহে। অজহৎস্বার্থলক্ষণাস্থলে[৪১] শ্রুতহানিব্যতিরেকেও

ইহার সংক্ষেপ আলোচনা সম্ভব না হওয়ায় আলোচিত হইল না। অনুসন্ধিৎসু মীমাংসাদর্শনের ১০।৫।১৫-২৫ "বিরদ্ধস্তোমকে অপ্রাকৃতানাং সাম্নামাগমাধিকরণম্", ১০।৪।২০ "বিরদ্ধাবিরদ্ধস্তোমকক্রতুষু যথাক্রমং প্রাকৃতসামবাধাধিকরণম্", ১০।৪।২১-২২ "পবমানে এব বিরদ্ধাবিরদ্ধস্তোমকক্রতুনাং সামাবাপোদ্বাপাধিকরণম্", ১০।৫।২৬ "বহিষ্পবমানে ঋগাগমাধিকরণম্" ও ১০।৫।২৭-৩৩ "সামিধেনীষ্ববশিষ্টানামাগমেন সংখ্যাপূরণাধিকরণম্"—এই কয়টি অধিকরণ এই ক্রমে দেখিবেন। প্রভাবলী ১।২।৪র্থ অধিঃ পৃঃ ৩৩-৪।

৪০ ন্যায়াদিসম্প্রদায় পদেই লক্ষণা স্বীকার করেন, বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করেন না। কিন্তু দুই মীমাংসাসম্প্রদায়ই পদে ও বাক্যে উভয়েই লক্ষণা স্বীকার করিয়া থাকেন।

৪১ লক্ষণার একপ্রকার বিভাগ অনুসারে উহা ত্রিবিধ—জহৎ-লক্ষণা, অজহৎ-লক্ষণা ও জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা। যে-স্থলে পদ অথবা বাক্য স্ববোধ্য অর্থকে উপস্থাপন না করিয়া অর্থান্তর উপস্থাপন করে, তাহা জহল্লক্ষণা-স্থল। প্রবন্ধের শেষভাগে এইপ্রকার লক্ষণা সদৃষ্টান্ত আলোচিত হইবে। যে-স্থলে পদ অথবা বাক্য স্ববোধ্য অর্থকে উপস্থাপন করিয়াই অর্থান্তর উপস্থাপন করে তাহা অজহল্লক্ষণাস্থল, যেমন "শুক্লো ঘটঃ।" এই বাক্যের অন্তর্গত "শুক্ল" পদের অর্থ শুক্ল গুণ। শুক্লের গুণ শুক্লত্ব, যেহেতু ভাট্ট-সম্প্রদায় এবং অদ্বৈত সম্প্রদায়ও জাতিশক্তিবাদী—মীমাংসাদর্শনে "আকৃতিশক্ত্যধিকরণে" (মীঃ সূঃ ১।৩।৩০-৩৫) ব্যক্তিশক্তিবাদ ও (জাতি-) বিশিষ্ট (ব্যক্তি-) শক্তিবাদ খণ্ডনপূর্বক জাতিশক্তিবাদ স্থাপিত হইয়াছে। অথবা, যাঁহারা গুণে জাতি স্বীকার না করিয়া "আকাশ" প্রভৃতি পদের ন্যায় ব্যক্তিরই শক্যার্থত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা শুক্ল গুণ বলিতে শুক্ল গুণ ব্যক্তি বুঝিবেন। কিন্তু "শুক্ল" পদে শুক্লত্বজাতি অথবা শুক্লগুণব্যক্তি বুঝিলে উপরি উদ্ধৃত বাক্যে "শুক্ল" ও "পট" এই দুই পদে যে সমানবিভক্তিকতানিবন্ধন শব্দ-সামানাধিকরণ্য শ্রুত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা যাইবে না; কারণ শুক্লত্বজাতি বা শুক্লগুণরূপব্যক্তির সহিত পটরূপ দ্রব্যের অভেদে অন্বয় সম্ভব নহে;—শুক্লত্বাভিন্ন পট অথবা শুক্লগুণাভিন্ন পট—এইরূপ বলিলে জাতি, গুণ ও দ্রব্যের মধ্যে ভেদ অস্বীকার করিতে হয়। অগত্যা "শুক্ল" পদে শুক্লত্ববিশিষ্ট শুক্লগুণবৎ দ্রব্যে অথবা মতান্তরে শুক্লগুণবৎ দ্রব্যে লক্ষণা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু এইস্থলে "শুক্ল" পদ স্বশক্যার্থ শুক্লত্বজাতিকে অথবা মতান্তরে স্বশক্য শুক্লগুণকে পরিত্যাগ না করিয়াই অর্থাৎ স্বশক্যকে বুদ্ধিতে উপস্থিত করিয়াই দ্রব্যরূপ অর্থান্তর উপস্থিত করিয়াছে—অজহৎ অর্থাৎ স্বার্থকে পরিত্যাগ না করিয়া লক্ষণাই অজহল্লক্ষণা।

অশ্রুতার্থকল্পনা এবং অনুবাদস্থলে[42] অশ্রুতার্থকল্পনাব্যতিরেকেও শ্রুতার্থহানি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং আলোচ্যস্থলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনারূপ শব্দগত দোষদ্বয়ই বিদ্যমান। কিন্তু প্রাপ্তবাধ অর্থগত দোষ। "শ্রুতার্থস্যাপরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্যাকল্পনাৎ। প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদূষণা॥"[43] লাক্ষণিকী পরিসংখ্যা ত্রিদোষসমন্বিত বলিলে বুঝা যায় যে শ্রৌতী পরিসংখ্যা দোষত্রয় হইতে মুক্ত।

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যদি "পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ" এইরূপ বিধিবাক্যের পরিবর্তে শ্রুতিমধ্যে "পঞ্চ পঞ্চনখা এব ভক্ষ্যাঃ" অথবা "পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ নেতরে" ইত্যাকার বিধিবাক্য থাকিতে, তবে উহা শ্রৌতী পরিসংখ্যা হইত। কারণ এই স্থলে শ্রুতি স্বয়ং কন্ঠতঃই "এব" অথবা "নঞ্" পদের দ্বারাই ইতরব্যাবৃত্তিরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিতেছেন। সুতরাং পঞ্চ পঞ্চনখেতরভক্ষণব্যাবৃত্তিরূপ তাৎপর্য্যার্থ শব্দতঃই উপপন্ন হওয়ায় লক্ষণা আশ্রয়ণীয় নহে।

আপত্তি হইতে পারে, লক্ষণাই যদি স্বীকৃত না হয় তবে উক্ত বাক্যের যথাশ্রুতার্থ রাগতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় "পঞ্চ পঞ্চনখাঃ এব ভক্ষ্যাঃ" এই বাক্যের বৈয়র্থ্যদোষ তদবস্থই, কারণ রাগতঃ প্রাপ্ত বিধেয় হইতে পারে না।

উত্তর এই, ইতরব্যাবৃত্তিরূপ "এব" শব্দার্থে ইতরত্বের অবধিবোধনের জন্য এবং ব্যাবৃত্তির বিষয়প্রদর্শনের জন্যই উক্ত বিধিবাক্য সার্থক। ফলে শ্রুতহানি বা অশ্রুতকল্পনারূপ প্রথম দুইটি শব্দদোষ নাই। অবশ্য পঞ্চ পঞ্চনখেতরের ভক্ষ্যত্ব রাগতঃ প্রাপ্ত বলিয়া উহা বিধেয় না হওয়ায় প্রাপ্তবাধরূপ তৃতীয় অর্থগত দোষ বিদ্যমান। একটি দোষ থাকিলেও অন্য দুইটি দোষ না থাকায় তিনটি দোষ নাই—এই অর্থে ত্রৈদোষ্যাভাব বলা অসঙ্গত নহে।[44]

বস্তুতঃ এইস্থলে প্রাপ্তবাধ দোষপদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ শব্দশক্তিমহিমাবলেই প্রাপ্তবাধ উৎপন্ন হওয়ায় উহা দোষ নহে। অন্যথা "নীলং ঘটমানয়" ইত্যাদিস্থলে "নীল" পদের দ্বারা ঘটান্তরের (নীলঘটভিন্ন অন্যঘটের) ব্যাবৃত্তি হওয়ায় সেই স্থলেও ঘটান্তরের আনয়নবাধের দোষত্বাপত্তি অপরিহার্য্য।

আমাদের আলোচ্যস্থলে উপরি উক্ত আলোচনার প্রয়োগ এইরূপ। জহল্লক্ষণাস্থলে স্বার্থের অর্থাৎ শ্রুতার্থের হানি হইয়া থাকে এবং তদুপরি অশ্রুতার্থকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু অজহল্লক্ষণাস্থলে অশ্রুতার্থের (যথা দ্রব্যের) কল্পনা থাকিলেও শ্রুতার্থের (অর্থাৎ জাতি বা গুণব্যক্তিরূপ স্বার্থের) হানি বা পরিত্যাগ হয় নাই। সুতরাং শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা পরস্পরব্যাপ্য নহে, কারণ যেখানে অশ্রুতকল্পনা সেখানে শ্রুতহানি, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি অজহল্লক্ষণাস্থলে ব্যভিচরিত।

৪২ প্রবন্ধের শেষভাগে অনুবাদ লইয়া বিচার আছে। এইস্থলে অতীব সংক্ষেপ কথা এই যে সপ্রয়োজন পুনঃ কথনকেই অনুবাদ বলে। নিষ্প্রয়োজন পুনঃ কথনকে পুনরুক্তি বলে এবং উহা দোষযুক্ত। ভাট্ট ও অদ্বৈতসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে অনুপলব্ধ অর্থের স্থাপনেই প্রমাণের প্রামাণ্য, সুতরাং উপলব্ধ বিষয়ক বুদ্ধি প্রমা না হওয়ায় উহার করণ প্রমাণ নহে—ঐরূপ প্রমাণে অনুবাদকত্বলক্ষণ অপ্রামাণ্য বিদ্যমান। যদিও "অনুপলব্ধ" বা "অনধিগত" পদের তাৎপর্য্যে ভাট্ট ও অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান, তথাপি অদ্বৈতমতেও প্রমাণান্তর দ্বারা অধিগতবিষয়ক জ্ঞান বিশেষতঃ আগমতঃ শাব্দবোধ, প্রমা নহে এবং ঐরূপ পূর্বজ্ঞাতবিষয়কজ্ঞানের করণে প্রামাণ্য নাই, যদিও তাহা নিরর্থক নহে, (ভামতী ৩।৩।১৪ পৃঃ ৭৬৮), "অনধিগতপ্রতিপাদনস্বভাবত্বাৎ প্রমাণানাং, বিশেষতশ্চাগমস্য।" তবে শ্রুতি প্রমাণান্তরসিদ্ধপদার্থের অনুবাদমুখে অনধিগতার্থ স্বচ্ছন্দে উপপাদন করিয়া থাকেন (ভামতী ৩।৪।৮ পৃঃ ৮৭৩), "অনধিগতার্থবোধন-স্বরসতা হি শব্দস্য প্রমাণান্তরসিদ্ধানুবাদেন।" অতএব যে-স্থলেই দেখা যাইবে যে শ্রুতি প্রমাণান্তরসিদ্ধপদার্থ উপস্থাপন করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে যে কোন প্রয়োজনবশতঃই শ্রুতি সেই স্থলে অনুবাদক (ভামতী ৪।৪।১ পৃঃ ১০০৫), "অনধিগতাববোধনং হি প্রমাণং শব্দমগত্যা কথঞ্চিদনুবাদতয়া বর্ণ্যতে।" আমাদের আলোচ্যস্থলে উপরি উক্ত আলোচনার প্রয়োগ এইরূপ। যে-শ্রুতি অনুবাদক সেই শ্রুতি কোন অর্থান্তর স্থাপন না করায় ঐরূপস্থলে অশ্রুতার্থের কল্পনার প্রসঙ্গই নাই। অথচ সেই অনুবাদক শ্রুতি যথাশ্রুতার্থে প্রমাণ না হওয়ায় শ্রুতার্থহানি বিদ্যমান। সুতরাং যে-স্থলে শ্রুতহানি, সেই স্থলে অশ্রুতকল্পনা—এই প্রকার ব্যাপ্তি অনুবাদিশ্রুতিতে ব্যভিচরিত হওয়ায় উহাদের পারস্পরিক ব্যাপ্তি নাই।

৪৩ প্রভাবলী ১২।৪র্থ অধিঃ পৃঃ ৩৩, "তথাচ পঞ্চনখাতিরিক্তপঞ্চনখভক্ষণনিবৃত্তিরেব লক্ষণয়া বিধানমিতি স্বার্থহান্যাদিদোষত্রয়মিত্যর্থঃ। অত্র দোষদ্বয়ং শব্দনিষ্ঠম্, অন্তিমস্ত্বর্থনিষ্ঠ ইতি বিবেকঃ।"

৪৪ প্রভাবলী ১২।৪র্থ অধিঃ পৃঃ ৩৩, "তত্র নঞৈব নিবৃত্তিবোধনস্য শক্ত্যৈব সম্ভবাৎ স্বার্থহানিপরার্থকল্পনয়োরভাবাৎ ন দোষদ্বয়ম্, প্রাপ্তবাধস্তং তু অস্ত্যেব। একসত্ত্বেঽপি দ্বয়োরভাবেন ত্রৈদোষ্যাভাবোপপত্তেঃ।"

পূর্বে যে "ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্যেত্যশ্বাভিধানীমাদত্তে" শ্রুতিকে শেষিপরিসংখ্যারূপে আলোচনা করা হইয়াছে, উহাই মীমাংসাসিদ্ধান্তে অপ্রাপ্ত আর্থ পরিসংখ্যার দৃষ্টান্ত। ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

পূর্বপক্ষিমতে [৪৫] "ইতি অশ্বাভিধানীমাদত্তে" এই ব্রাহ্মণ বাক্যের " 'ইমাম্' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্বক গর্দভরশনা গ্রহণ করিবে না", এইরূপ তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে পরিসংখ্যা বা অন্যনিবৃত্তিস্বীকারজন্য শ্রুতহানি প্রভৃতি দোষত্রয়ের আগম হয়। কারণ উক্ত বাক্যের "ইমাম্ ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অশ্বরশনা গ্রহণ করিবে" এইরূপ যথাশ্রুতার্থের পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া শ্রুতহানি অবশ্যম্ভাবী। আবার, ঐ বাক্যের "ইমাম্ ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গর্দভরশনা গ্রহণ করিবে না", এইরূপ অশ্রুত অর্থের কল্পনা করিতে হইবে। পরিশেষে প্রাপ্তবাধও স্বীকার করিতে হয়; কারণ "ইমাম্" ইত্যাদি মন্ত্রাত্মক লিঙ্গদ্বারা অথবা প্রকরণদ্বারা[৪৬] রশনামাত্র গ্রহণ প্রাপ্ত বলিয়া অশ্বরশনার ন্যায় গর্দভরশনাগ্রহণেরও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা গর্দভরশনাগ্রহণে প্রাপ্ত "ইমাম্" মন্ত্রের সম্বন্ধের বাধ হইয়া থাকে। সুতরাং ত্রিদোষবশতঃ এইস্থলে পরিসংখ্যাবিধি স্বীকার্য্য নহে। অতএব মন্ত্র স্বার্থপ্রকাশনপর না হওয়ায় প্রমাণ নহে, অর্থবাদবাক্যের ন্যায়ই অপ্রমাণ বলিয়া মন্ত্র উচ্চারণমাত্রদ্বারা উপকার করিয়া থাকে—ইহাই পূর্বপক্ষীর আশয়।[৪৭]

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে আচার্য্য শবর স্বামী বলিয়াছেন যে এই স্থলে যদি প্রাপ্তবিষয়ে বাধ হইত তাহা হইলে উক্ত ত্রিদোষের প্রসঙ্গ হইত। কিন্তু গর্দভরশনাগ্রহণ প্রাপ্তই নহে। কারণ প্রকরণবশেই হউক্ অথবা মন্ত্রলিঙ্গবলেই হউক্ গর্দভরশনাপ্রাপ্তির পূর্বেই "অশ্বাভিধানীমাদত্তে" এই প্রত্যক্ষ-শ্রুতির দ্বারা মন্ত্রবিশিষ্টগ্রহণ অশ্বরশনার অঙ্গরূপে বিহিত হওয়ায় মন্ত্রবিশিষ্ট-গর্দভরশনাগ্রহণ-নিবৃত্তিরূপশেষিপরিসংখ্যাই ফলতঃ প্রাপ্ত। তাৎপর্য্য এই, কেবল অশ্বরশনাগ্রহণ কেবলগর্দভরশনা-গ্রহণের ন্যায়ই মৃত্তিকা আনয়নের জন্য অর্থতঃ প্রাপ্ত বলিয়া উহারা কেহই বিধেয় নহে। কিন্তু অশ্বরশনাগ্রহণ যে "ইমাম্" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তাহা "অশ্বাভিধানীমাদত্তে" এই শ্রুতিভিন্ন জ্ঞাত নহে বলিয়া উহাই বিধেয়। সুতরাং উক্ত বাক্যের অশ্বাভিধানীসম্বন্ধরূপস্বার্থ পরিত্যক্ত না হওয়ায় স্বার্থহানি বা শ্রুতহানি হয় নাই। আবার, প্রত্যক্ষশ্রুতি মন্ত্রাত্মক লিঙ্গ অপেক্ষা বলবান বলিয়া সমন্ত্রক গর্দভরশনাগ্রহণের প্রাপক লিঙ্গপ্রমাণ অপ্রবৃত্ত হওয়ায় প্রাপ্তবাধই নাই, কারণ সমন্ত্রক গর্দভরশনাগ্রহণ প্রাপ্তই নহে; ফলে অপ্রাপ্তের বাধ না হওয়ায় বাধই নাই। পুনরায় অন্যনিবৃত্তি অর্থাৎ সমন্ত্রক গর্দভরশনাগ্রহণের নিবৃত্তি উক্ত বিধিবাক্যের লাক্ষণিক অর্থও না হওয়ায় অশ্রুতকল্পনাও নাই। অন্যনিবৃত্তি না বুঝাইলে উক্ত বিধি কিরূপে পরিসংখ্যাবিধি হইবে, এইরূপ আপত্তিও হইবে না; কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যে-শাস্ত্র শব্দতঃ অথবা

৪৫ ১।২।৩১ মীমাংসাসূত্রের "তদর্থশাস্ত্রাৎ" এই সূত্রাংশের উপর শাবরভাষ্যে (পৃঃ ৬০-১ = ৪৯-৫২ = পৃঃ ১৭৯-৮০) এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। এই সূত্রে পূর্বপক্ষী মন্ত্রের আনর্থক্য প্রদর্শন করিতে নয়টি হেতু উপস্থাপন করিয়া সর্বশেষে সাধ্য বলিয়াছেন "...মন্ত্রানর্থক্যম্।" "তদর্থশাস্ত্রাৎ" প্রথম হেতু। এই হেতু ব্যাখ্যা করিতে শাবরভাষ্যে "ইমাম্" ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্বপক্ষিমতে মন্ত্রের অর্থ-প্রকাশন-সামর্থ্য নাই, মন্ত্র উচ্চারণমাত্রই সার্থক; অতএব অদৃষ্টফলকমাত্র। সিদ্ধান্তে মন্ত্র দৃষ্টাদৃষ্টফলক।

৪৬ পূর্বে যে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বলাবলবিচারে লিঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। এইস্থলে রূঢ্যর্থপ্রকাশনরূপসামর্থ্যই "লিঙ্গ" শব্দের অর্থ। আলোচ্য মন্ত্রে "রশনা" পদ সামান্যতঃ রশনামাত্রকে উপস্থিত করিয়াছে, কারণ উহাই "রশনা" পদের রূঢ্যর্থ; কিন্তু রশনাবিশেষকে অর্থাৎ অশ্বসম্বন্ধী রশনা বা গর্দভসম্বন্ধী রশনাবিশেষকে উপস্থিত করে নাই। প্রকরণরূপ প্রমাণ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

৪৭ শাবরভাষ্য ১।২।৩১ পৃঃ ৬১ = পৃঃ ৫২ = পৃঃ ১৮০, "ননু গর্দভরশনাং পরিসংখ্যাস্যতি। ন শক্নোতি পরিসংখ্যাতুম্। পরিসঙ্খ্যানো হি স্বার্থং চ জহ্যাৎ, পরার্থঞ্চ কল্পেত, প্রাপ্তং চ বাধেত। তস্মাৎ ন বিবক্ষিতবচনা মন্ত্রাঃ।" তন্ত্রবার্ত্তিক (ঐ পৃঃ ৫২ = পৃঃ ১৮৯), "উভয়োরপি তাবৎ রশনয়োরশ্বগর্দভবন্ধনার্থমাদানমর্থপ্রাপ্তত্বাৎ ন বিধীয়তে। যদি মন্ত্রোঽপি রূপাৎ প্রাপ্তঃ, অনর্থকং বচনম্। পরিসংখ্যেতি পরেবর্জনার্থত্বাৎ তদ্বিষয়া বুদ্ধিরভিধীয়তে। সাঽপি গর্দভরশনায়াঃ আদানে বা স্যাৎ, মন্ত্রে বা। উভয়থা চ ত্রিদোষী। বিধিপরঃ সন্ন গৃহ্যতে ইতি স্বার্থং জহ্যাৎ। পরস্য চ বাক্যস্য গর্দভরশনাং ন ইত্যস্যার্থে কল্পেত। প্রাপ্তং চ রূপাৎ অর্থাৎ বা মন্ত্রম্ আদানং বা বাধেত। ...তস্মান্ন পরিসংখ্যা।" ভাষ্যবিবরণ ঐ পৃঃ ৮৩-৪, ন্যায়সুধা ঐ পৃঃ ১৯৫-৯৬ দ্রষ্টব্য।

ফলতঃ অন্যনিবৃত্তিকে বিষয় করিবে, তাহাই পরিসংখ্যাবিধি। "নানৃতং বদেৎ" স্থলে শব্দতঃ এবং আলোচ্য স্থলে ফলতঃ অন্যনিবৃত্তিই বিষয়। আলোচ্য বিধিবাক্য সমন্ত্রক অশ্বরশনাগ্রহণ বুঝাইলে সমন্ত্রক গর্দভরশনাগ্রহণনিবৃত্তি অর্থতঃ সিদ্ধ হওয়ায় শব্দতঃ না হইলেও ফলতঃ অন্যনিবৃত্তি বর্ত্তমান। "পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ" স্থলে পঞ্চেতরপঞ্চনখভক্ষণ রাগতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ স্থলে প্রাপ্তবাধ হইয়া থাকে এবং এই স্থলে প্রাপ্তবাধ হওয়ায় শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনাও আসিয়া পড়ে। এই তাৎপর্য্যেই "তত্র চানাত্র চ প্রাপ্তৌ" তন্ত্রবার্ত্তিক-পংক্তি বুঝিতে হইবে। অন্যত্র প্রাপ্ত প্রায়শঃ ঔৎসর্গিক বা স্বাভাবিক, কিন্তু উহা পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ-ঘটক নহে। অন্যথা "নানৃতং বদেৎ" পরিসংখ্যাবিধিবাক্য হইবে না, কারণ একই অনুষ্ঠানে সত্যভাষণ ও অনৃতভাষণের যুগপৎ প্রাপ্তি অসম্ভব হওয়ায় উহাদের পাক্ষিক প্রাপ্তিই হইয়া থাকে। সুতরাং নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির ভেদ এইভাবে বুঝিতে হইবে। যে-শাস্ত্র শব্দতঃ অথবা ফলতঃ অন্যনিবৃত্তিকে বিষয় করিবে, তাহাই পরিসংখ্যাবিধিবাক্য। যে-শাস্ত্র শব্দতঃ বা ফলতঃ পাক্ষিকাযোগব্যাবৃত্তিরূপনিয়মকে বিষয় করিবে, তাহাই নিয়মবিধি। পরিসংখ্যাবিধি অন্যযোগব্যবচ্ছেদফলক, নিয়মবিধি অযোগব্যবচ্ছেদফলক। ইহাদের যথাক্রম দৃষ্টান্ত—"নানৃতং বদেৎ" ও "ইমাম্" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "সত্যমেব বদেৎ"[৪৮] ও "ব্রীহিনবহন্তি।" "পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ" স্থলে যে ত্রিদোষ স্বীকার করিয়াও পরিসংখ্যাবিধি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা অগত্যাপক্ষে বুঝিতে হইবে। বিকল্পস্বীকারে অষ্টপ্রকার দোষ[৪৯] থাকিলেও "ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্বা" শ্রুতিতে যেমন অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্রীহি ও যবের বৈকল্পিক গ্রহণ স্বীকার্য্য, সেইরূপত্রিদোষসত্ত্বেওপ্রাপ্ত পরিসংখ্যাবিধি স্বীকরণীয়।[৫০]

৪৮ "এব" কার ঘটিতস্থলে কোথায় পরিসংখ্যাবিধি হইবে এবং কোথায় হইবে না, তাহার বিচারের জন্য প্রভাবলী ১।২।৪র্থ অধিঃ পৃঃ ৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য।

৪৯ বিকল্পস্বীকারে অষ্ট প্রকার দোষের আলোচনার জন্য অধ্যায়ান্তে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৫০ ভাট্টদীপিকা ১।২।৪র্থ অধিঃ পৃঃ ৩৩-৪, ৩৭, "তথা লিঙ্গাদেবাগ্নিচয়নাঙ্গভূতাশ্বরশনাদানে প্রাপ্স্যমানস্য মন্ত্রস্য ততঃ পূর্বপ্রবৃত্তেন 'ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্যেত্যশ্বাভিধানীমাদত্তে' ইত্যনেন বচনেন মন্ত্রবিনিযোগে অশ্বরশনাঙ্গত্বেন বিহিতে পূর্ববৎ ফলজিজ্ঞাসায়াং গর্দভরশনানিবৃত্তিরূপশেষিপরিসংখ্যা ফলম্। ন চ ফলতঃ পরিসংখ্যায়াং স্বার্থহানিঃ, পরার্থকল্পনা প্রাপ্তবাধ ইতি ত্রৈদোষ্যম্। অশ্বাভিধানীসম্বন্ধরূপস্বার্থস্যৈব বিধেয়ত্বাৎ [ন শ্রুতহানিঃ], অন্যনিবৃত্তিরূপপরার্থস্যার্থসিদ্ধত্বেনাকল্পনীয়ত্বাৎ [ন অশ্রুতার্থকল্পনা], প্রাপক[-লিঙ্গ-]প্রমাণস্য [বলবত্তর প্রত্যক্ষশ্রুত্যা বাধ্যত্বেন] অপ্রবৃত্ততয়া [সমন্ত্রকগর্দভরশনাগ্রহণস্য প্রাপ্ত্যভাবেন] প্রাপ্তবাধাভাবাচ্চ। অতএব যত্র প্রাপক-প্রমাণপ্রবৃত্ত্যুত্তরমেব পরিসংখ্যাশাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিঃ, যথা 'পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ' ইত্যাদৌ রাগপ্রাপ্ত- পঞ্চনখভক্ষণে পঞ্চাতিরিক্ত পরিসংখ্যাকরণে, তত্রৈব তৎ। যত্রাপি চ শ্রৌতী পরিসংখ্যা, যথা 'নানৃতং বদেৎ' ইত্যাদৌ, তত্রাপি ন তৎ। অতএব শব্দতঃ ফলতঃ বা যস্য শাস্ত্রস্য অন্যনিবৃত্তিবিষয়ঃ, স পরিসংখ্যাবিধিঃ। অত্র চ এতদ্বিধ্যভাবে প্রায়শঃ ঔৎসর্গিকী 'তত্র চানাত্র চ প্রাপ্তিঃ' ন তু সাঽপি লক্ষণঘটিকা ইতি ধ্যেয়ম্। অতএব একস্মিন্ কার্য্যে অনৃতস্য সত্যেন সহ পাক্ষিকপ্রাপ্তৌ অপি 'নানৃতং বদেৎ' ইতি পরিসংখ্যৈবেয়ম্, ন তু নিয়মবিধিঃ। অতএব যস্য শব্দতঃ ফলতো বা পাক্ষিকাযোগব্যাবৃত্তিরূপো নিয়মঃ শাস্ত্রস্য বিষয়ঃ, স নিয়মবিধিঃ। যথা 'সত্যমেব বদেৎ', 'ব্রীহিনবহন্তি' ইত্যাদৌ; অত্র নিয়মস্যৈবাযোগব্যাবৃত্ত্যর্থকেন 'এব' কারেণ বিধেয়ত্বাৎ, আক্ষেপতঃ পূর্বপ্রবৃত্তস্যাবঘাতবিধের্নিয়মফলকত্বাচ্চ।"

প্রভাবলী ঐ, "তথাপ্যেতন্ন লক্ষণঘটকত্বেন বিবক্ষিতম্, 'নানৃতং বদেৎ' ইতি শ্রৌতপরিসংখ্যায়ামব্যাপ্তেঃ; কিন্তু ঔৎসর্গিকত্বেন স্বরূপকথনমাত্রার্থত্বমিত্যাহ—*অত্র ইতি*। *প্রাপ্তাবপি ইতি*। অপিনা কদাচিদত্র সমুচ্চয়েন প্রাপ্তৌ সত্যাং পরিসংখ্যাত্বোপপত্তাবপি পাক্ষিকপ্রাপ্তাবপি অত্র নিষেধপ্রবৃত্তেঃ পরিসংখ্যাবিধিত্বমন্যথা ন সিধ্যতি। অনেনৈব ন্যায়েন 'পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ' ইত্যত্র কদাচিৎ পাক্ষিকপ্রাপ্তাবপি পরিসংখ্যাবিধিত্বং নির্দুষ্টং ভবতীতি চ সূচিতম্।"

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অপূর্বাদিবিধিবিভাগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট

বেদে বাক্যভেদ ও তাহার দূষকতাবীজ

'বেদে বাক্যভেদ একটি দোষ ; উহার দূষকতা বীজ এইরূপ।

বাক্যের ভেদই বাক্যভেদ, "ভেদ" পদের অর্থ নানাত্ব। এই ভেদ দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথমতঃ, বাক্যে যতগুলি পদ বিদ্যমান তাহাদের মধ্যে কয়েকটি পদ মিলিত হইয়া একটি বাক্যার্থের বোধ এবং অন্যান্য পদ মিলিত হইয়া পৃথক্‌ভাবে অপর একটি বাক্যার্থের বোধ উৎপন্ন হইলে তাহাকে খণ্ডলক্ষণবাক্যভেদ বলে। এই প্রথম প্রকার বাক্যভেদস্থলে কোন পদের আবৃত্তি (পুনরুচ্চারণ) হইতে পারে, অথবা নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, একটি বাক্যে যতগুলি পদ আছে, সেই সমস্ত পদ মিলিত হইয়া একটি বাক্যার্থের প্রতীতি উৎপন্ন করিয়া পুনরায় সেই সমস্ত পদ অথবা পদসমুদায়ের মধ্যে কোন কোন পদ আবৃত্তি দ্বারা অপর একটি বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করিলে তাহাকে গৌরব-লক্ষণ বাক্যভেদ বলে। পদসমূহকে আবৃত্তিদ্বারা পুনরনুসন্ধানপূর্বক পদসমূহের অর্থান্তর স্বীকার করিয়া অথবা পদসমূহের পূর্বযোজনা পরিত্যাগ করিয়া যোজনান্তর দ্বারা বাক্যার্থকরণে গৌরব-দোষ অতীব স্পষ্ট। এক্ষণে শব্দমর্য্যাদা এই যে পদই হউক্ অথবা বাক্যই হউক্, তাহা একবার উচ্চরিত হইলে একটি মাত্র অর্থই (পদার্থ বা বাক্যার্থ) উপস্থিত করে—"সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি।" দ্বিতীয়বার অর্থলাভ অথবা অর্থান্তরলাভ করিতে হইলে সেই পদের বা বাক্যের দ্বিতীয়বার উচ্চারণ আবশ্যক ; কারণ ক্রিয়া, শব্দ ও বুদ্ধি একবার বিরতব্যাপার হইলে পুনরায় প্রযত্নান্তর ব্যতিরেকে ব্যাপারবান্ হইতে সমর্থ নহে—"শব্দবুদ্ধি-কর্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাবাৎ।" শ্লেষাদিস্থলে পদে বা বাক্যেরএকাধিকবারআবৃত্তি করিয়া একাধিক অর্থই বোদ্ধা শ্রোতা বুঝিয়া থাকেন। যেমন, বুদ্ধিমান শ্রোতা "কা কালী ?" ("কে কৃষ্ণবর্ণা ?"), "কা শীতলবাহিনী গঙ্গা ?" ("কোন্ গঙ্গা শীতলসলিলা ?") ইত্যাদি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বুঝিয়া থাকেন যে প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত আছে—"কাকালী" (অর্থাৎ কাকের শ্রেণীই কৃষ্ণবর্ণা), "কাশীতলবাহিনী গঙ্গা" (অর্থাৎ কাশীর প্রান্তবাহিনী গঙ্গাই শীতলসলিলা)। কিন্তু এইরূপ উত্তর বুঝিতে হইলে শ্রোতাকে উক্ত বাক্যের মানস-আবৃত্তি করিতে হইবে ; কারণ পদ বা বাক্য একটিবার উচ্চরিত হইয়া একটি অর্থ প্রকাশ করিবার পর পুনরায় কোন অর্থই প্রকাশে সমর্থ নহে। নানা অর্থের প্রতিপাদক বলিয়া শ্লেষ কাব্যের একটি অলঙ্কার বিশেষ। দার্শনিক সূত্রগ্রন্থস্থলেও আবৃত্তিদ্বারা একাধিক অর্থ সংস্থাপিত হইয়া থাকে। যেমন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই তৃতীয় ব্রহ্মসূত্রের দুইটি বর্ণকে "শাস্ত্রযোনি" পদে দুই প্রকার সমাস স্বীকার করিয়া আচার্য্যপাদ সূত্রের দুই প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—"শাস্ত্রস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম" এবং "শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণঃ।" এইজন্য সূত্র-লক্ষণবাক্যে সূত্রকে বিশ্বতোমুখ বলা হইয়াছে। বহ্বর্থসূচনা সূত্রের অলঙ্কার।

কিন্তু কাব্যাদিই হউক্ অথবা সূত্রগ্রন্থাদিই হউক্, উভয়ই পৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ বুদ্ধিপূর্বক রচনা করিয়াছেন। সুতরাং বক্তার অভিপ্রায় বুঝিয়া পদাবৃত্তি বা বাক্যাবৃত্তি গ্রন্থের ভূষণ। কিন্তু অপৌরুষেয় শ্রুতিমধ্যে আবৃত্তি দূষণই ; কারণ যে-পদ বা যে-বাক্য শ্রোতা আবৃত্তি বা পুনরুচ্চারণ করিলেন, তাহা বেদে নাই। বেদে একটিবারই পদ বা বাক্য শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং সেই পদ বা বাক্যই অপৌরুষেয়। কিন্তু শ্রোতা যে-পদ বা যে-বাক্য দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিলেন, সেই পদ বা বাক্য বেদে অশ্রুত। ফলে অপৌরুষেয় বেদবাক্যসমূহের মধ্যে পৌরুষেয় বাক্যের অনুপ্রবেশ স্বীকার্য্য। যে-স্থলে শ্রুতিমধ্যে পদ বা বাক্যের আবৃত্তি (দ্বিরুক্তি) বিদ্যমান, সেই স্থলে উভয় পদই (অথবা বাক্যই) অবশ্য অপৌরুষেয়—যেমন "যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্ ভেষজম্" (তৈত্তিঃ সং ২।২।১০।২) ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে "ভেষজম্" পদের দুইবার প্রয়োগ অপৌরুষেয় এবং উপনিষদসমূহের সমাপ্তিস্থলে একই বাক্যের দুইবার প্রয়োগ অপৌরুষেয়ই, "ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (ছাঃ উপঃ ৮।১৫)। কিন্তু যে-পদ বা যে-বাক্য বেদমধ্যে একবারমাত্র আম্নাত হইয়াছে, সেই স্থলে একই আকারের পদ বা একই আকারের বাক্য হইলেও তাহা পুরুষবুদ্ধিপ্রভব হওয়ায় পৌরুষেয়। "আবৃত্তিং চ পৌরুষেয়ীং বেদো নানুমন্যেত" (কল্পতরু ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩)। সাধারণতঃ মহাবাক্যস্থলে তিন প্রকারে বাক্যভেদ

হয়—দুইটি উদ্দেশ্য ও দুইটি বিধেয় হইলে, অথবা একটি উদ্দেশ্য দুইটি বিধেয় হইলে, অথবা দুইটি উদ্দেশ্য একটি বিধেয় হইলে বাক্যের ভেদ অবশ্যম্ভাবী। আলোচ্যস্থলে দুইটি বাক্যার্থ লাভ করিতে হইলে শ্রুতিবাক্যকে দুইবার পাঠ করিতে হইবে—"ব্রীহিনবহন্তি", "ব্রীহিনবহন্তি"। প্রথম বাক্যের অর্থ হইবে, "অবহননরূপ সাধনবিশেষের দ্বারা ব্রীহির বৈতুষ্য কর্ত্তব্য" এবং দ্বিতীয়বার উচ্চরিত বাক্যের অর্থ হইবে, "অশ্মকুট্টনাদির দ্বারা ব্রীহির বিতুষীকরণ কর্ত্তব্য নহে।" কিন্তু দ্বিতীয় "ব্রীহিনবহন্তি" বাক্য বেদমধ্যে শ্রুত হয় নাই ; ফলে উহা পৌরুষেয়। অবশ্য যে-স্থলে বাক্যভেদ স্বীকার না করিলে বেদের প্রামাণ্যকেই জলাঞ্জলি দিতে হইবে, সেই স্থলে অনন্যগতি হইয়া শ্রুতিমধ্যে বাক্যভেদও মীমাংসা-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহা পরে বুঝা যাইবে। যাহা হউক, শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্বহানিই বাক্যভেদের দূষকতাবীজ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যে-ক্রমে উপনিষদে বর্ণ ও পদসমূহ শ্রুত হইয়াছে, সেই শ্রৌতক্রম লঙ্ঘন করিয়া আচার্য্যপাদ তাঁহার উপনিষদ্‌ভাষ্যসমূহে ব্যাখ্যা করেন নাই। এই জন্য তাঁহার ভাষ্যে অন্বয় নাই, যেহেতু শ্রৌতক্রম পরিত্যাগ না করিয়া অন্বয় করা সম্ভব নহে এবং শ্রৌতক্রম পরিত্যাগে উপনিষদের অপৌরুষেয়ত্বহানি অনিবার্য্য। সমস্ত উপনিষদের সারভূত শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাও উপনিষদের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হওয়ায় (গীতার ধ্যান শ্লোঃ ৪) গীতাভাষ্যেও শ্লোকান্তর্গত পদসমূহের পাঠক্রম কদাপি লঙ্ঘিত হয় নাই।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অপূর্বাদি বিধিবিভাগনামক তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

বিকল্পব্যবস্থা ও তাহার অষ্টপ্রকার দোষ

শ্রুতিমধ্যে আম্নাত হইয়াছে (আপঃ শ্রৌঃ ৬।৩১।১৩), "ব্রীহিভির্যজেত, যবৈর্বা", অর্থাৎ "ব্রীহির দ্বারা অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে।" এক্ষণে প্রশ্ন এই, শ্রুতি যখন "বা" কারের দ্বারা ব্রীহি ও যবের মিশ্রণদ্বারা যাগানুষ্ঠান অর্থতঃ নিষেধ করিতেছেন, তখন বিনিগমনাবিরহে কি পরস্পর বিরোধবশতঃ উভয়েরই অপ্রামাণ্য-প্রসক্তি হইবে ? অথবা, শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে অতুল্যবলবিরোধের ন্যায় কোন একটি পক্ষেরই গ্রহণ কর্ত্তব্য ? অথবা, তুল্যবলবিরোধে বিকল্প পক্ষই আশ্রয়ণীয় ? প্রথম পক্ষ গ্রহণে শ্রুতিই উৎসন্ন হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় পক্ষও গ্রহণ করা যায় না ; কারণ শ্রুতি কণ্ঠতঃই ব্রীহি ও যব উভয়কেই তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা (অর্থাৎ বিভক্তিরূপা বিনিয়োক্ত্রী শ্রুতির দ্বারা) যাগের অঙ্গরূপে ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং কোন একটি পক্ষের অপ্রামাণ্যের প্রসঙ্গই নাই। অগত্যা তুল্যবলবিরোধে বিকল্পপক্ষই গ্রহণীয়, অর্থাৎ কেহ ইচ্ছা করিলে ব্রীহির দ্বারা অথবা যবের দ্বারা যাগ করিতে পারেন ; ইহাকে ইচ্ছা-বিকল্প বলে। দুর্ভিক্ষাদিকালে অথবা দেশবিশেষে ব্রীহি ও যবের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। তবে বৈকল্পিক ব্যবস্থা বেদবিহিত না হইলে স্বকপোলকল্পনাবলে কর্মানুষ্ঠান করা যাইবে না এবং করিলে তাহা নিষ্ফলই হইবে। একাধিক সমবল প্রমাণবলে একই সাধ্য ক্রিয়ায় পরস্পর নিরপেক্ষ সাধনসমূহের প্রাপ্তিই বিকল্প—একস্মিন্ সাধ্যে তুল্যপ্রাপকানাং নিরপেক্ষ- সাধনানাং সন্নিপাতঃ বিকল্পঃ। বলা বাহুল্য, কৃতিসাধ্য পদার্থেই বিকল্প সম্ভব বলিয়া এবং যাগানুষ্ঠান কৃতিসাধ্য হওয়ায় এইরূপ বিকল্পব্যবস্থা সম্ভব। সিদ্ধ পদার্থ কৃতিসাধ্য না হওয়ায় সিদ্ধপদার্থবিষয়কবিরোধ বিকল্পব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নিষ্পন্ন করা যাইবে না। উল্লেখ্য, ব্রীহি বা যব কেহ কাহারও প্রতিনিধি নহে। অধিকারবিধি আলোচনাকালে প্রতিনিধি বিচার করা হইবে।

এক্ষণে দেখা যায় যে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে অষ্টপ্রকার দোষ আসিয়া পড়ে। যদি কেহ প্রথমে ব্রীহির দ্বারা যাগানুষ্ঠান করেন, তবে (১) যবশাস্ত্রে প্রতীত (প্রাপ্ত) প্রামাণ্যের পরিত্যাগ ও (২) যবশাস্ত্রে অপ্রতীত (অপ্রাপ্ত) অপ্রামাণ্যের পরিকল্পন (গ্রহণ) রূপ দোষদ্বয় উপস্থিত হয়। পুনরায়, যবানুষ্ঠানকালে (৩) সেই যবশাস্ত্রেই পূর্ব পরিত্যক্ত প্রামাণ্যের পুনরুজ্জীবন (পুনর্বার স্বীকার) এবং (৪) যবশাস্ত্রেই পূর্বস্বীকৃত অপ্রামাণ্যের পরিত্যাগরূপ দোষদ্বয় আসিয়া পড়ে। ফলে প্রথমে ব্রীহির দ্বারা

যাগানুষ্ঠানে যবশাস্ত্রে চারিটি দোষ উপস্থিত হয়। অনুরূপভাবে প্রথমে যবের দ্বারা যজ্ঞ করিলে ব্রীহি-শাস্ত্রে আরও চারিটি দোষ হইবে—(৫) ব্রীহি-শাস্ত্রে প্রাপ্ত প্রামাণ্য পরিত্যাগ, (৬) ব্রীহি-শাস্ত্রে অপ্রতীত অপ্রামাণ্য গ্রহণ, এবং পরে ব্রীহির অনুষ্ঠানে (৭) ব্রীহি-শাস্ত্রেই পূর্বপরিত্যক্ত প্রামাণ্য স্বীকার ও (৮) ব্রীহি-শাস্ত্রেই পূর্ব স্বীকৃত অপ্রামাণ্য পরিত্যাগ। সংগ্রহ-শ্লোক এইরূপ—"প্রমাণত্বা-প্রমাণত্বপরিত্যাগপ্রকল্পনে। প্রত্যুজ্জীবনহানিভ্যামষ্টৌ দোষাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥" প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বয়োঃ পরিত্যাগপ্রকল্পনে, এইস্থলে দ্বন্দ্বদ্বয়গর্ভিত ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বুঝিতে হইবে। ইহাদের যথাসংখ্য অন্বয় করিতে হইবে—প্রমাণত্বস্য পরিত্যাগঃ, অপ্রমাণত্বস্য প্রকল্পনম্, এই দুইটি দোষ ; আবার পরিত্যক্তস্য প্রমাণত্বস্য প্রত্যুজ্জীবনম্, প্রকল্পিতস্য অপ্রমাণত্বস্য হানিঃ, ইহারা অপর দোষদ্বয়। ইহারা মিলিত হইয়া চারিটি দোষ হইবে। বিকল্পঘটক বাক্যদ্বয়ে—"ব্রীহিভির্যজেত" একটি বাক্য, "যবৈর্যজেত" অপর একটি বাক্য—প্রত্যেকের সঙ্কলনের ফলে সর্বসমেত অষ্টপ্রকার দোষ ইচ্ছা বা অব্যবস্থিত বিকল্পে বর্ত্তমান। ব্রীহি-শ্রুতি ও যবশ্রুতির পাক্ষিক প্রামাণ্য তথা পাক্ষিক অপ্রামাণ্য অর্থাৎ কখনও প্রামাণ্য স্বীকার, আবার কখনও অপ্রামাণ্য স্বীকারই বিকল্প-ব্যবস্থা-গ্রহণের দূষকতাবীজ। এই অষ্টপ্রকার দোষ সত্ত্বেও শ্রুতির প্রামাণ্য-রক্ষার্থ তুল্যবলবিকল্প অগতিকগতিন্যায়ে কোন কোন স্থলে অবশ্য আশ্রয়ণীয়। কিন্তু গত্যন্তর থাকিলে অষ্টদোষযুক্ত বিকল্পব্যবস্থা গ্রহণীয় নহে। যে-স্থলে শ্রুতিপ্রামাণ্যের নাশ হইতে চলিয়াছে, সেই স্থলে (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৩।৩ শ্লোঃ ১০৭ পৃঃ ৯০ = পৃঃ ২৮৮) "সর্বনাশে সমুৎপন্নে হ্যর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই ন্যায়ে সদোষ বিকল্পই স্বীকার্য্য। সুতরাং আমাদের প্রকৃতস্থলে ত্রিদোষ সত্ত্বেও পরিসংখ্যাবিধি স্বীকরণীয়। ভট্টপাদ প্রদর্শন করিয়োছেন যে অতুল্যবলের বিকল্প স্বীকার অন্যায্য। তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৩।৩ শ্লোঃ ৮৮-১১৪ পৃঃ ৮৯-৯১ = পৃঃ ২৮৭-৮৮ ও ন্যাঃ সুঃ ঐ পৃঃ ৩০২-৪। এইস্থলে তন্ত্রবার্ত্তিকের প্রতিটি শ্লোক অপূর্বসুন্দর এবং প্রতিটিই উদ্ধার্য্য।

এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্য এই যে "ব্রীহি" পদে করণে তৃতীয়া শ্রুত হইলেও উক্তপদের শক্যার্থ যাগের করণ হইতে পারে না ; কারণ আকৃতিশক্তিবাদী মীমাংসা-সম্প্রদায়ের মতে "ব্রীহি" পদের শক্যার্থ ব্রীহিত্ব জাতি এবং জাতি যাগের করণ হইতে সমর্থ নহে। "ব্রীহি" পদে লক্ষণাবলে অবশ্য ব্রীহি দ্রব্যরূপ ব্যক্তি লাভ হইতে পারে এবং দ্রব্যের করণত্ব সম্ভব। কিন্তু যেহেতু ব্রীহি-দ্রব্য সাক্ষাৎভাবে যজ্ঞাগ্নিতে আহুত হয় না, সেইহেতু ব্রীহি দ্রব্যও যাগের করণ নহে। ব্রীহিকে যথাবিধি উলূখলমুসলের দ্বারা অবহনন করিয়া তাহা হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া তাহাকেও যথাবিধি পেষণ করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। ব্রীহি চূর্ণ হইলে আর ব্রীহি থাকে না, ব্রীহির অবয়ব থাকে। সুতরাং ব্রীহিত্ব জাত্যুপলক্ষিত ব্রীহিরূপ অবয়বিদ্রব্যও যাগের করণ নহে। কিন্তু ঐ চূর্ণ হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পুরোডাশ করিতে হয়। যাগ ব্রীহিজাততণ্ডুলনিষ্পন্ন চূর্ণকৃত পুরোডাশসাধ্য, ব্রীহিসাধ্য নহে। অগত্যা শ্রৌত "ব্রীহি" পদে লক্ষণা করিয়া ব্রীহি-চূর্ণ অর্থাৎ ব্রীহির অবয়বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ব্রীহিত্বজাত্যুপলক্ষিতব্রীহিব্যক্তিনিষ্ঠ অবয়বসমূহই পুরোডাশদ্বারা যাগের করণ হইয়া থাকে। সংক্ষেপে "ব্রীহি" পদের লাক্ষণিক অর্থ ব্রীহ্যবয়ব এবং উহাই যাগকরণ, ব্রীহি নহে। মীঃ সূঃ ৬।৩।২৭ "শ্রুতদ্রব্যাপবাদে তৎসদৃশস্যৈব প্রতিনিধিত্বাধিকরণম্", টুপ্‌টীকাসহ শাবরভাষ্য পৃঃ ২৬১-৬২ ও তন্ত্ররত্ন পৃঃ ৫৩২-৩৩ দ্রষ্টব্য।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অপূর্বাদিবিধিবিভাগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপত্তি-বিধি-বিচার

মীমাংসাসম্প্রদায় অন্যপ্রকারেও বিধির চতুর্ধা বিভাগ স্বীকার করিয়া থাকেন—উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগ-বিধি, প্রয়োগ-বিধি ও অধিকারবিধি। প্রয়োজনবদর্থপ্রতিপাদকত্ব বা অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বরূপবিধিত্বরূপসামান্যধর্ম এই চতুর্বিধ বিধির মধ্যে অনুস্যূত হইলেও বিভাজক উপাধির ভেদবশতঃ উহারা পরস্পর ভিন্ন। এক্ষণে উহাদের অতীব সংক্ষেপে যথাক্রম আলোচনা করা যাইতেছে। এই ক্রমের তাৎপর্য্য কি তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

ভাট্টসম্প্রদায় উৎপত্তিবিধির এইরূপ লক্ষণ দিয়া থাকেন—"অজ্ঞাতকর্মবিশেষস্বরূপমাত্রজ্ঞাপকো বিধিঃ উৎপত্তিবিধিঃ।" অর্থাৎ, অন্যতঃ অজ্ঞাত কোন কর্মবিশেষের যাহা স্বরূপ, সেই স্বরূপমাত্রের বোধক বা জ্ঞাপক যে বিধি, তাহাই উৎপত্তিবিধি। দ্রব্য ও দেবতাই কর্মের স্বরূপ। কারণ দ্রব্য, মন্ত্রাত্মক দেবতা ও ত্যাগাত্মক কর্ম এই তিনটি সম্মিলিতভাবে "যজ্" ধাতুর বাচ্যার্থ হওয়ায় দেবতার উদ্দেশ্যে কর্মকালে যজমান "ইদম্ অমুকদেবায়, ন মম" এইরূপ বচনসহকারে বিধিপূর্বক যে দ্রব্যত্যাগ করেন, তাহাই যাগ।[১] দুইটি কর্মের দ্রব্য ও দেবতা এক হইলে কর্মদ্বয়ও অভিন্ন হইবে। দ্রব্য বা দেবতা কোন একটির ভেদে সাধারণতঃ[২] কর্মভেদ হইয়া থাকে (মীঃ সূঃ ২।৩।১২-১৫ "দ্রব্যদেবতাযুক্তানাং যাগান্তরতাধিকরণম্")। দ্রব্য ও দেবতা উভয়ের ভেদে সুতরাং কর্মভেদ স্বীকার্য্য।[৩] অতএব যে-বিধিবাক্যে কর্মের এই রূপদ্বয় নিশ্চিতরূপে উপদিষ্ট হইবে তাহা উৎপত্তিবিধিবাক্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। যেমন, (তৈত্তিঃ সং ২।১।১), "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ" উৎপত্তিবিধিস্থল। ইহার অর্থ—ভূতি বা ঐশ্বর্য্যকামপুরুষ বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেত অর্থাৎ ছাগপশু (মীঃসূঃ ১০।২।৬৯, " 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত' ইত্যনেন অজস্যৈবালম্ভনাধিকরণম্") বধ করিবেন। এই বাক্যে ছাগপশুরূপদ্রব্য ও বায়ুদেবতা উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি কোন বিধিবাক্যে দ্রব্য বা দেবতা উভয়ের যে কোন একটির উপদেশ থাকে তাহা হইলে উহা কি উৎপত্তিবিধিস্থল হইবে? যদি যে-কোন একটি রূপের উপদেশ থাকিলেই বিধি উৎপত্তিবিধি হয়, তবে "দধ্না জুহোতি" (মৈত্রায়ণী সং ৪।৭।৭) বিধিবাক্যে দধিদ্রব্যের বিধান থাকায় উহা উৎপত্তিবিধিপর হউক। কিন্তু মীমাংসাসিদ্ধান্তে উক্ত বাক্য গুণবিধিপর, উৎপত্তিবিধিপর নহে; কারণ ঐ বাক্যে হোমে দধিরূপগুণের বিধান করা হইয়াছে এবং পূর্বে হোমরূপ যাগবিশেষের বিধান না থাকিলে হোমস্বরূপই অজ্ঞাত থাকায় অপ্রতিষ্ঠস্বরূপহোমে দধিগুণের বিধান হইতে পারে না। সুতরাং "দধ্না" বিধি অবশ্যই হোমস্বরূপজ্ঞাপক কোন উৎপত্তিবিধিকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। মীমাংসাসিদ্ধান্তে অন্যতঃ অজ্ঞাত সেই হোমকর্মবিশেষের স্বরূপমাত্রজ্ঞাপক "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" বাক্যই উৎপত্তিবিধিপর;

---

১ যজ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু। মীমাংসাদর্শনের "যাগস্বরূপনিরূপণাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৪।২।২৭) ও "হোমস্বরূপনিরূপণাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৪।২।২৮) যাগ (যজতি), দান (দদাতি) ও হোম (জুহোতি) এই তিনের লক্ষণ ও ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। ইহাদের সকলের মধ্যে ত্যাগত্বরূপসামান্যধর্ম থাকিলেও প্রতিটির মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও বিদ্যমান। স্বস্বত্বনাশপূর্বক পরস্বত্বের উৎপত্তিই ত্যাগ। অর্থাৎ, যে-পদার্থের সহিত যে-পুরুষের স্বত্ব-স্বামিত্বরূপ সম্বন্ধ বর্তমান, সেই সম্বন্ধের নাশ করিয়া অন্যের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধের উৎপত্তির অনুকূল ক্রিয়ার নাম দান। দেবতার উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত দ্রব্যের অগ্নিতে যথাবিধি প্রক্ষেপই হোম। সুতরাং হোম যাগ অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াযুক্তব্যাপার। দ্রব্যভিন্ন যজ্ঞশরীর নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া গীতামধ্যে বেদোক্ত কর্মকে দ্রব্যযজ্ঞ (গীতা ৪।২৮) ও দ্রব্যময় যজ্ঞ (গীতা ৪।৩৩) বলা হইয়াছে। "যজ্ঞ" পদের ইহাই মুখ্যার্থ। ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদি যে বহুবিধ যজ্ঞের কথা গীতায় (৪।২৪-৩৩) বলা হইয়াছে, তাহা "যজ্ঞ" পদের লাক্ষণিক অর্থে বুঝিতে হইবে।

২ কচিৎ দ্রব্য ভেদসত্ত্বেও কর্মভেদ হয় না—দ্রষ্টব্য মীঃ সূঃ ৬।৩।১১-১২ "দ্রব্যভেদেঽপি কর্মাভেদাধিকরণম্।"

৩ মীঃ সূঃ ২।২।২৩ "দেবতাভেদকৃতকর্মভেদাধিকরণম্"; মীঃ সূঃ ২।২।২৪ "গুণকৃতকর্মভেদাধিকরণম্।" মীঃ সূঃ ২।২।২৫-২৬ দ্রষ্টব্য। কোন্ কোন্ কারণবশতঃ কর্মভেদ হয় তাহা মীমাংসাদর্শনের ভেদলক্ষণে (২য় অধ্যায়), বিশেষতঃ দ্বিতীয় পাদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

হোমরূপ প্রধান কর্মই এই বাক্যে বিহিত হইয়াছে। অপরপক্ষে, "দধ্না জুহোতি" বাক্যে "জুহোতি" পদের দ্বারা হোমের বিধান করা হয় নাই; বরং "অগ্নিহোত্র" বাক্যে যে-হোমের বিধান করা হইয়াছে, সেই হোমই "দধ্না জুহোতি" বাক্যে "জুহোতি" পদের দ্বারা অনুবাদ[৪] করিয়া সেই অনূদিত হোমেই দধিরূপবিশেষগুণের অর্থাৎ অঙ্গের বিধান হওয়ায় উহা অঙ্গকর্ম—অর্থাৎ তৃতীয়ান্ত "দধ্না" পদের দ্বারা ঐ প্রধানকর্ম হোম যে দধিকরণক তাহাই বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে। পূর্বপ্রাপ্ত বিধির দ্বারা বিহিত কর্মকে অধিকার বা উদ্দেশ্য করিয়া যে দ্রব্য-দেবতাদি উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কর্মে অঙ্গ বা অপ্রধান হওয়ায় "গুণ" পদবাচ্য। উহার প্রকাশকবিধিই গুণবিধি, উহা প্রধানকর্মস্বরূপপ্রকাশক উৎপত্তিবিধি নহে। "উৎপত্তি" পদের অর্থ কর্তব্যরূপে উপদিষ্ট পদার্থের প্রাথমিক প্রতীতি অর্থাৎ প্রবৃত্তিবিষয়তাপ্রয়োজক প্রাথমিক-প্রতীতি। অতএব "দধ্না" বাক্য হোমস্বরূপবোধক "অগ্নিহোত্র"-রূপ বাক্যান্তরকে অপেক্ষা করে বলিয়া "অগ্নিহোত্র" বাক্যে হোমস্বরূপের প্রাথমিক প্রতীতি হইয়াছে।[৫] "অগ্নিহোত্র" বাক্যের "জুহোতি" পদে লেট্‌লকার প্রযুক্ত হওয়ায় উহার অর্থ জুহুয়াৎ। পরস্মৈপদী জুহোত্যাদিগণীয় হু দানে[৬] ধাতুর উত্তর বিধিলিঙে য়াৎ প্রত্যয় করিয়া যে অর্থ লাভ হইবে, তাহাই "জুহোতি" পদের অর্থ। মীমাংসা-ন্যায় অনুসারে "য়াৎ" আখ্যাত ও "হু" ধাতু সমানপদোপাত্ত হওয়ায় হোমকরণক কর্মই বিধেয়। সুতরাং "অগ্নিহোত্র" বাক্যের অর্থ হইবে—অগ্নিহোত্রহোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ। যদিও এই বাক্যে ইষ্ট-বিশেষের উল্লেখ নাই, তথাপি নিষ্ফলকর্মে পুরুষের প্রবৃত্তি না হওয়ায় অগ্নিহোত্রহোমকর্মের ফলবিশেষ অর্থতঃ সিদ্ধ এবং যে-কর্মের ফলবিশেষের উল্লেখ নাই তাহা নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম হইলে প্রত্যবায়পরিহাররূপফল এবং কাম্যকর্ম হইলে বিশ্বজিন্ন্যায়ে (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৫-১৬) স্বর্গরূপফল মীমাংসাদর্শনে সিদ্ধ হইয়াছে; অন্যথা উক্ত বাক্য অনর্থক হইয়া সমগ্র বেদকেই অপ্রমাণ করিয়া দিবে।[৭] অধিকারবিধি আলোচনাকালে ইহা পরিষ্কৃত হইবে।

বস্তুতঃ পূর্বপ্রদত্ত উৎপত্তিবিধিলক্ষণবাক্যে যে "মাত্র" পদ আছে উহার দ্বারা কর্মস্বরূপভিন্ন অন্য পদার্থ, যেমন ফল প্রভৃতির সম্বন্ধ ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে। উৎপত্তিবিধিবাক্য ফলসম্বন্ধবোধক নহে,

---

৪ অগ্নিহোত্র হোম "অগ্নিহোত্র" বাক্যে বিহিত হইবার পর আকাঙ্ক্ষা হয়—উক্ত বিধিপ্রাপ্ত হোম কিসের দ্বারা সম্পন্ন হইবে? এই প্রকার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিকল্পেই শ্রুতি "দধ্না জুহোতি", (তৈত্তিঃ সং ৫।৪।৯) "পয়সা জুহোতি" ইত্যাদি বাক্যসমূহে দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি গুণ বা অঙ্গের বিধান করিতেছেন, অন্যথা হবনীয় দ্রব্যের অভাবে হোমশরীরই নিষ্পন্ন হইবে না। উক্ত বাক্যসমূহের দ্বারা হোমের করণরূপে দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য বিহিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল "দধ্না" বা কেবল "পয়সা" এইরূপ বলা যায় না, কারণ উদ্দেশ্যকে উপস্থাপিত না করিয়া বিধেয় বলা সম্ভব নহে—বিধেয়ের আশ্রয় বা স্থান ব্যতীত নিরালম্ব বিধেয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই তাৎপর্যেই ন্যায়-ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে পূর্বে বিহিতের অনুবাদ অর্থানুবাদ—"জুহোতি" পদের দ্বারা "অগ্নিহোত্র" বাক্যে প্রাপ্ত হোমের সপ্রয়োজন অনুবচন বা পুনর্বচন হইয়াছে (ন্যাঃ সূঃ ২।১।৬৫) "বিধিবিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ।" সপ্রয়োজন পুনঃকথন বা পশ্চাৎ কথনই অনুবাদ, নিষ্প্রয়োজন পুনর্বচন পুনরুক্তি—উহা পদদোষ অথবা বাক্যদোষ। ন্যাঃ ভাঃ ঐ পৃঃ ৫৬০, "বিধ্যনুবচনঞ্চানুবাদো বিহিতানুবচনঞ্চ। পূর্বঃ শব্দানুবাদঃ, অপরঃ অর্থানুবাদঃ। যথা পুনরুক্তং দ্বিবিধম্, এবমনুবাদোঽপি।" কোন্ কোন্ প্রয়োজনবশতঃ অনুবাদ হয় তাহা ন্যায়ভাষ্যে সংক্ষেপে ও তাৎপর্য্য টীকায় (ঐ পৃঃ ৫৬১-৬২) সদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্তী ন্যায়-সূত্রে (২।১।৬৬) পুনরুক্তি ও অনুবাদের প্রভেদ নাই, এইরূপ পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে এবং তৎপরবর্তী ন্যায়-সূত্রে (২।১।৬৭) উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন রহিয়াছে। এইস্থলে মীমাংসা-সম্প্রদায়ের বিশেষ কথা এই যে নিত্য অপৌরুষেয় শ্রুতিমধ্যে পূর্বাপরীভাব না থাকায় শ্রুতির একস্থলে উপদিষ্ট বিষয় কোন প্রয়োজনবশতঃ অন্যত্র উল্লিখিত হইলে উহাকে নিত্যানুবাদ বা অনাদি অনুবাদ বলা হইয়া থাকে।

৫ "অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ। ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥"

৬ মাধবীয় ধাতুবৃত্তি জুহোত্যাদিগণঃ ১, পৃঃ ৩৮৪, "হু দানাদনয়োঃ। দানাদানয়োরিত্যন্যে। আত্রেয়স্তু 'হু দানে' ইতি পঠিত্বা 'আদানেঽপ্যেকে' ইতি।"

৭ মীমাংসাশাস্ত্রে চারি প্রকার অপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে—অনুৎপত্তিলক্ষণ অপ্রামাণ্য (ভামতী, অধ্যাসভাষ্য পৃঃ ৯), অধিগতত্বরূপ অপ্রামাণ্য, বাধিতত্বরূপ অপ্রামাণ্য ও অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য। নিষ্ফল কর্মের অনুষ্ঠানে কাহারও আগ্রহ না থাকায় শ্রুতি ব্যর্থ উপদেশ দিয়াছেন, ইহা কোন একটি স্থলে স্বীকৃত হইলে অপ্রমাণতাপিশাচী সমগ্র শ্রুতিকেই গ্রাস করিবে (তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৩ শ্লোঃ ৪৩ পৃঃ ৮৫ = পৃঃ ২৮৪), "প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ ক্বচন মর্কটাঃ। নাভিদ্রবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগোচরে॥"

স্বরূপমাত্র-বোধক। অধিকারবিধিই ফলসম্বন্ধবোধক। এইজন্য ভাট্টসম্প্রদায় "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" (আপঃ শ্রৌতঃ ১০।২।১) বিধিবাক্যকে অধিকারবিধিপররূপেই স্বীকার করিয়া থাকেন। "জ্যোতিষ্টোম" বাক্যে দ্রব্য ও দেবতা উভয়েরই উল্লেখ না থাকায় উহা কর্মবিশেষস্বরূপজ্ঞাপক না হওয়ায় উৎপত্তিবিধিবাক্য হইতেই পারে না। "যজেত" পদের অন্তর্গত কেবল আখ্যাতপ্রত্যয়বলে উহার উৎপত্তিবিধিত্ব স্বীকার করা যাইবে না, স্বীকার করিলে অতি ক্লেশকর কল্পনা-গৌরব হইবে।[৮] সুতরাং স্বীকার্য্য যে "জ্যোতিষ্টোম" পদ যাগবিশেষের নামধেয় মাত্র—"জ্যোতিরাখ্যাঃ ত্রিবৃদাদিস্তোমাঃ যস্মিন্ যাগে" অর্থাৎ "জ্যোতি" নামক ত্রিবৃৎস্তোম যে যাগে বিদ্যমান তাহাই জ্যোতিষ্টোম যাগ।[৯] ইহার দ্বারা যাগবিশেষের স্বরূপ জানা যায় না। যজ্ ধাতুও যাগবিশেষস্বরূপপরিচায়ক নহে, উহা যাগসামান্যার্থক। সুতরাং "জ্যোতিষ্টোম" বাক্যের তাৎপর্য্য—জ্যোতিষ্টোমনামধেয়েন যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ। কিন্তু সামান্যরূপে কোন অর্থই বিধানের যোগ্য নহে, যেহেতু বিশেষকে না জানিয়া কেবল সামান্যকে জানিয়া কেহ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।[১০] অতএব "জ্যোতিষ্টোম"-বাক্য অধিকারমাত্রবোধক।

আপত্তি হইবে, দ্রব্য ও দেবতার অনুল্লেখবশতঃ যদি "জ্যোতিষ্টোম"-শ্রুতি উৎপত্তিবিধিপর না হয়, তবে ঐ কারণবশতঃই "অগ্নিহোত্র"-বাক্যও উৎপত্তিবিধিপর না হউক্। তাৎপর্য্য এই, "অগ্নিহোত্র" বাক্যান্তর্গত "জুহোতি" রূপ একই পদে য়াৎ প্রত্যয় ও হু ধাতু গৃহীত হওয়ায় য়াৎ প্রত্যয়লভ্য বিধিশক্তির সহিত শীঘ্রোপস্থিত ধাত্বর্থ হোমের অন্বয় সম্ভব হইলেও "অগ্নিহোত্র"-বাক্য হইতে দ্রব্যদেবতাত্মক যাগবিশেষস্বরূপ প্রাপ্ত না হওয়ায় উক্ত বাক্য পর্য্যবসিতার্থক হইল না। সুতরাং "অগ্নিহোত্র" বাক্যকে উৎপত্তিবিধিপররূপে গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং মত্বর্থলক্ষণার দ্বারা "দধ্না" বাক্যকে উৎপত্তিবিধিপররূপে ব্যাখ্যা করা শ্রেয়ঃ। পূর্বপক্ষীর গূঢ় অভিসন্ধি এই, সিদ্ধান্তী যেমন অগত্যাপক্ষে "সোমেন যজেত" (তৈত্তিঃ সং ৩।২।২) বাক্যের "সোম" পদে মত্বর্থলক্ষণা স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ "দধ্না" পদেও মত্বর্থলক্ষণা স্বীকৃত হইবে। কোন পদের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করিলে উহা বিশিষ্ট অর্থের বোধক হয়, যেমন "গো" পদে মতুপ্ প্রত্যয় করিলে যে "গোমান্" পদ লাভ হইবে উহার অর্থ গো-বিশিষ্টপুরুষ।[১১] এক্ষণে মতুপ্ প্রত্যয় করিলে যে বিশিষ্টার্থ লাভ হইবে, কোন শুদ্ধ পদে যদি লক্ষণার দ্বারা ঐরূপ বিশিষ্টার্থের লাভ হয়, তবে ঐরূপ লক্ষণাকে মত্বর্থলক্ষণা বলে। পদে লক্ষণামাত্রই পদদোষ ; কারণ শক্যার্থগ্রহণ সম্ভব

৮ কল্পনাপ্রকার এইরূপ। অন্যতঃ অজ্ঞাত সেই যাগবিশেষস্বরূপ কীদৃশ যাহা "জ্যোতিষ্টোমেন"-রূপ উৎপত্তিবিধিবাক্যবলে জানা যায় ?—এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে জ্যোতিষ্টোম-প্রকরণে শ্রুত অর্থবাদাদি বাক্যান্তরসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া "যাগবিশেষস্বরূপ এইরূপই" এইভাবে যথাকথঞ্চিৎ উপায়ে উহার কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু উক্তস্বরূপ "জ্যোতিষ্টোম" বাক্য হইতে লাভ করা যাইবে না। অপরদিকে, "বায়ব্যং" শ্রুতি হইতেই যাগস্বরূপের লাভ হইয়া থাকে। কোন কোন পূর্বপক্ষী "জ্যোতিষ্টোম" শ্রুতিতে অধিকারবিধি ও উৎপত্তিবিধি উভয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন।

৯ যদিও লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে "ত্রিবৃৎ" পদ অবয়বশক্তিদ্বারা ত্রৈগুণ্যের বাচক, তথাপি বেদমধ্যে বৈদিকপ্রসিদ্ধি প্রবলতর হওয়ায় শ্রুতিমধ্যে "ত্রিবৃৎ" শব্দ স্তোম অর্থেই রূঢ় (মীঃ সূঃ ১০।৬।২২-২৩ "ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমঃ ইত্যত্র স্তোমগতসংখ্যাবিকারাধিকরণম্")। এইরূপ বহুবিধ স্তোমের মধ্যে কোন স্তোমের নাম জ্যোতিঃ। সামাংশবিশেষকে স্তোম বলে।

১০ জ্ঞান ও কর্মের ইহাই প্রভেদ যে বিষয়ের সামান্য ও বিশেষ উভয়ই জ্ঞাত হইলেই তবে পুরুষ ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে ; সামান্যমাত্রের জ্ঞান পুরুষপ্রবৃত্তিকে অবরুদ্ধই করিয়া থাকে, কারণ সামান্য অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। কিন্তু কোন বিষয় সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ উভয়রূপেই পূর্বজ্ঞাত হইলে ঐ বিষয়ে কেহ জ্ঞানার্জনেযত্ন করে না ; সামান্যতঃ জ্ঞাত ও বিশেষতঃ অজ্ঞাতবিষয়েই পুরুষ বিচারপূর্বক বিশেষের নিশ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (শাবরভাষ্য ১।১।১ পৃঃ৩-৪ = পৃঃ ১০-১ এবং ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ৭৯-৮১)।

১১ নিম্নলিখিত অর্থে মতুপ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া থাকে—"ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে। সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ॥" ইহাদের যথাক্রম উদাহরণ—গোমান্ (প্রচুর গোবিশিষ্ট ব্যক্তি), হনুমান্ (নিন্দিতা হনুর্যস্য সঃ), রূপবান্, ক্ষীরীবৃক্ষ (যে-বৃক্ষ হইতে সর্বদাই ক্ষীর বা নির্যাস নির্গত হয়), উদরিণী কন্যা, দণ্ডী ও অস্তিমান্। পুংলিঙ্গ ভূমন্ শব্দের অর্থ বহুত্ব এবং ক্লীবলিঙ্গ "অতিশায়ন" পদের অর্থ আধিক্য। "বহুব্রীহিসমাসোঽয়ং মতুবর্থে বিধীয়তে। সোঽস্যাস্তীতি চ সম্বন্ধে মত্বর্থীয়ঃ প্রবর্ত্ততে॥..." ইত্যাদি তন্ত্রবার্ত্তিকে (মীঃ সূঃ ৩।১।১২ "আরুণ্যাদিগুণানামসঙ্কীর্ণতাধিকরণম্" পৃঃ ৩৩ = পৃঃ ৫৬৩) এই বিষয়ে বিশাল বিচার আছে।

হইলে লক্ষ্যার্থ কল্পনা গৌরবগ্রস্ত, যেহেতু বুদ্ধিতে প্রথমে শক্যার্থ উপস্থিত হইলে যদি তাহাতে তাৎপর্যের অনুপপত্তির অনুসন্ধান হয়, তবেই লক্ষ্যার্থ গ্রহণীয়।[১২] কিন্তু শ্রুতির আনর্থক্যের ভয়ে যেমন শ্রুত "সোম" পদে সোমদ্রব্যবিশিষ্ট অর্থে মত্বর্থলক্ষণা ভাট্টসম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন[১৩], সেইরূপ "দধি" পদেও দধিদ্রব্যবিশিষ্ট অর্থে মত্বর্থলক্ষণা স্বীকৃত হউক্। বরং "দধ্না"-বাক্যে দেবতাস্বরূপ না থাকিলেও অন্ততঃ দ্রব্যস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু "অগ্নিহোত্র" বাক্যে যাগের কোন রূপই শ্রুত হয় নাই।

এইরূপ আপত্তির বিরুদ্ধে কোন পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে "অগ্নিহোত্র"-বাক্যে উভয়রূপই শ্রুত হইয়াছে। "অগ্নয়ে হোত্রং হোমং যস্মিন্ যাগে" এইরূপ সম্প্রদানবিহিত চতুর্থী সমাসে নিষ্পন্ন "অগ্নিহোত্র" পদে অগ্নিরূপ দেবতা ও "হূয়তে ইতি হোত্রং হবিঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে হবিঃ বা ঘৃতরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাং "দধ্না জুহোতি" বাক্যে মত্বর্থলক্ষণালভ্য বিশিষ্টবিধি স্বীকারপূর্বক ঐ বাক্যের দ্বারা প্রাপ্ত হোম "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" বাক্যের "জুহোতি" পদের দ্বারা অনূদিত হইয়া সেই অনূদিত হোমে অগ্নিরূপ দেবতা ও হবিঃ রূপ দ্রব্যাত্মক গুণদ্বয়ের বিধান করা হইয়াছে ; ফলে "দধ্না" উৎপত্তিবিধিবাক্য ও "অগ্নিহোত্র" গুণবিধিবাক্য।

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে হয়, "অগ্নিহোত্র"-বাক্যে দ্রব্যদেবতাস্বরূপ অভিহিত না হওয়ায় উহা উৎপত্তিবিধিবাক্য নহে ; অথবা, উক্ত বাক্যে দ্রব্য ও দেবতারূপ গুণদ্বয়ের বিধান হওয়ায় উহা গুণবিধিস্থল। সিদ্ধান্তীর পক্ষে ইহাই উভয়তঃ পাশা রজ্জুঃ।

এইরূপ একটি পূর্বপক্ষ মীমাংসাদর্শনের তৎ-প্রখ্যাধিকরণে[১৪] উপস্থাপনপূর্বক খণ্ডিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে "অগ্নিহোত্র"-বাক্যে অগ্নিদেবতারূপগুণের বিধান হইতে পারে না, কারণ উহা অন্যশাস্ত্র অর্থাৎ বচনান্তরপ্রাপ্ত হওয়ায় অপ্রাপ্ত বা অজ্ঞাত নহে। "যদগ্নয়ে চ প্রজাপতয়ে চ সায়ং জুহোতি" প্রভৃতি বাক্যে অগ্নিসমুচ্চিত প্রজাপতিদেবতারূপ গুণের বিধান হওয়ায় "অগ্নিহোত্র"-বাক্যে অগ্নিদেবতার পুনর্বিধান হইতে পারে না। সুতরাং তৎপ্রখ্য অর্থাৎ বিধিৎসিতগুণের প্রখ্যাপক বা জ্ঞাপক অন্যশাস্ত্র বা বচনান্তর থাকায় "অগ্নিহোত্র" গুণবিধিস্থল নহে, কর্মনামধেয়মাত্র।[১৫] "অগ্নিহোত্র" পদের পূর্বপক্ষোক্ত যৌগিক ব্যুৎপত্তি সিদ্ধান্তীরও স্বীকৃত ; কিন্তু উহা কর্মের নামমাত্র ব্যুৎপাদক। হোম দধিদুগ্ধাদির দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া সামান্যবাচী হু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হবিঃ পদে দ্রব্য বিশেষেরও লাভ হইতে পারে না। বস্তুতঃ "অগ্নিহোত্র" পদ কেবল রূঢ় নহে, কিন্তু যোগরূঢ়। অগ্নিদেবতাপ্রাপক "যদগ্নয়ে" ইত্যাদি শাস্ত্রান্তরে প্রাপ্ত অগ্নিসম্বন্ধকে নিমিত্ত করিয়া "অগ্নয়ে হোত্রং হবনং যস্মিন্" এইরূপ যোগার্থ পুরস্কারে "অগ্নিহোত্র" পদ কর্মবিশেষের নামধেয়মাত্র। সুতরাং "অগ্নিহোত্র" বাক্যে দেবতা বা দ্রব্যের নির্দেশ না থাকায় আখ্যাতলভ্যবিধিশক্তির সহিত উহাদের অন্বয় অসম্ভব। অতএব এইরূপভাবে "অগ্নিহোত্র"

১২ শাবরভাষ্য ৩।২।১ পৃঃ ২৬৭ = পৃঃ ১২৩, "কঃ পুনর্মুখ্যঃ কো বা গৌণ ইতি। উচ্যতে, যঃ শব্দাদেবাগম্যতে, সঃ প্রথমোঽর্থো মুখ্যঃ, মুখমিব ভবতীতি মুখ্য ইত্যুচ্যতে। যত্তু খলু প্রতীতাদর্থাৎ কেনচিৎ সম্বন্ধেন গম্যতে, স পশ্চাৎ ভাবাৎ জঘনমিব ভবতি ইতি জঘন্যঃ, গুণসম্বন্ধাচ্চ গৌণ ইতি।" ইহার পর ভাষ্যকার মুখ্য-গৌণভেদ বিষয়ে বহু মত মতান্তর উপস্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন (ঐ পৃঃ ২৭০ = পৃঃ ১২৮), "ন হি অনভিধায় মুখ্যং গৌণমভিবদতি শব্দঃ।...(পৃঃ ২৭১ = পৃঃ ১২৯) মুখ্যপ্রত্যায়নেনৈব নির্বৃত্তং প্রয়োজনমিতি নতরাং গৌণে বিনিযুজ্যেত। তস্মাৎ মুখ্য-গৌণয়োর্মুখ্যে কার্য্যসম্প্রত্যয় ইতি সিদ্ধম্।" বাধজ্ঞান ও সাদৃশ্যজ্ঞানাদির অপেক্ষা করে না বলিয়া শব্দ হইতে মুখ্যার্থ প্রতীতি শীঘ্র হইয়া থাকে ; গৌণার্থ বাধজ্ঞান ও গুণগতসাদৃশ্যাদিজ্ঞানের দ্বারা বিপ্রকৃষ্ট। সন্নিকৃষ্ট-বিপ্রকৃষ্টের বিরোধে সন্নিকৃষ্টই বলবান। "গৌণে যদপি সামর্থ্যং ন প্রমাণান্তরাদ্ বিনা। আবির্ভবতি মুখ্যে তু শব্দাদেবাবিরস্তি তৎ॥" তথাপি যে-স্থলে মুখ্যার্থে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি বিদ্যমান সেই স্থলে অগত্যা গৌণার্থই আশ্রয়ণীয়। অর্থবাদ আলোচনাকালে এই বিষয়ে বিশেষ কথা বলা হইবে।

১৩ মীমাংসাশাস্ত্রে "সোমেন যজেত" বাক্যের বিশাল ও অতি গহন বিচার বিদ্যমান। উহার অতি সংক্ষেপ আলোচনাও সম্ভব নহে।

১৪ মীঃ সূঃ ১।৪।৪ "তৎপ্রখ্যং চান্যশাস্ত্রম্।" তৎপ্রখ্য অর্থাৎ যে গুণের বিধান করিবার ইচ্ছা হইবে (অর্থাৎ বিধিৎসিত গুণ) সেই গুণের প্রখ্য অর্থাৎ প্রখ্যাপক বা জ্ঞাপক যদি অন্য বচন ("অন্যশাস্ত্রম্") থাকে, তবে ঐ গুণবাচক পদও নামধেয় হইবে। ইহাই তৎপ্রখ্যন্যায়। তন্ত্রবার্তিক ১।৪।৪ পৃঃ ২৮৬ = পৃঃ ৭১, "বিধিৎসিতগুণপ্রাপি শাস্ত্রমন্যদ্ যতস্ত্বিহ। তস্মাৎ তৎ প্রাপণং ব্যর্থমিতি নামত্বমিষ্যতে॥"

১৫ "নাম" শব্দের উত্তর স্বার্থে ধেয় প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন "নামধেয়" পদ "নাম" পদের সমার্থক।

বাক্যের বিধিপ্রতিপাদকত্ব রক্ষিত হইবে না।

সিদ্ধান্তীর সমাধান এইরূপ। বিধিবাক্যে দ্রব্য ও দেবতার উপলব্ধি উৎপত্তিবিধির নির্ণায়ক নহে। দ্রব্য ও দেবতা যজ্ঞস্বরূপ হইলেও উৎপত্তিবিধিবাক্যের দ্বারাই যে উভয়েরই প্রাপ্তি হইতে হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। এইজন্য "সোমেন" বাক্যে দেবতা উল্লিখিত না হইলেও এবং "অগ্নিহোত্র"-বাক্যে উভয়েরই অনুল্লেখ থাকিলেও উহারা উৎপত্তিবিধিপর। যে বাক্যে যাগ বিহিত হইলেও দেবতার উল্লেখ হয় নাই, সেই যাগকে অব্যক্ত বলে—"অব্যক্তত্বং চ স্বার্থচোদিতদেবতারাহিত্যম্, ন তু দেবতারাহিত্যমাত্রম্।" সোমযাগে দেবতা থাকিলেও উহা শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত। সেইরূপ অগ্নিহোত্রযাগে দ্রব্য ও দেবতা উভয় থাকিলেও উহারা বচনান্তরপ্রাপ্ত।[১৬] উপরি উক্ত যুক্তিবলে (অর্থাৎ তৎপ্রখ্যন্যায়ে) "অগ্নিহোত্র"-বাক্য গুণবিধিপর নহে; এক্ষণে উহা যদি উৎপত্তিবিধিবাক্যও না হয় তবে উহা অনর্থকই হইবে। এইজন্যই দ্রব্য ও দেবতার নির্দেশ না থাকিলেও গত্যন্তর না থাকায় "আনর্থক্য-প্রতিহতানাং বিপরীতং বলাবলম্"এই ন্যায়ে[১৭] ভাট্টমীমাংসকগণ শবরস্বামীকে অনুসরণ করিয়া "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" বাক্যে উৎপত্তিবিধি স্বীকার করিয়া থাকেন এবং গত্যন্তর থাকায় "দধ্না" ও "পয়সা" ইত্যাদি

১৬ মীঃ সূঃ ২।২।১৩-১৬ "আঘারাদ্যপূর্বতাধিকরণম্"। এই অধিকরণের ভাষ্যে (শাবরভাষ্য ২।২।১৬ পৃঃ১৬১-৬২ = পৃঃ ৫৯, ৬৪ = পৃঃ ১২১) আচার্য্য শবরস্বামী বলিয়াছেন যে দেবতা ও দ্রব্য মান্ত্রবর্ণিকী অর্থাৎ সন্নিহিত মন্ত্রবর্ণ হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় যাগ অরূপ নহে। ভট্টপাদ "চিত্রাদিশব্দানাং নামধেয়তাধিকরণে" (তন্ত্রবাঃ ১।৪।৩ পৃঃ ২৭৯ = পৃঃ ৪৫) বলিয়াছেন, "সর্বত্রাখ্যাতসম্বন্ধে শ্রূয়মাণে পদান্তরে। বিধিশক্ত্যুপসংক্রান্তে স্যাদ্ধাতোর নুবাদতা॥" অর্থাৎ—আখ্যাতবিশিষ্ট প্রধানবিধি প্রতিপাদিত যাগাদিবাচক পদ ব্যতিরেকে তৎসদৃশ পদান্তর যদি শ্রুত হয়, তবে সেই পদের ধাতুরূপ প্রকৃত্যংশ অনুবাদমাত্র, বিধেয় নহে এবং সেই পদান্তরগত বিধেয়শক্তি বা বিধায়কতা গুণে সংক্রমিত হইয়া থাকে অর্থাৎ গুণই বিধান করিয়া থাকে।

১৭ এইস্থলে "আনর্থক্যপ্রতিহতানাং বিপরীতং বলাবলম্" এইরূপ ন্যায় কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে প্রযুক্ত হইলেও উহার গূঢ় তাৎপর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সাধারণতঃ দেখা যায় যে সবলের দ্বারাই দুর্বল বাধিত হয়, দুর্বল সবলকে বাধ করিতে পারে না। কিন্তু ভট্টপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন যে বিরোধ হইলেই তবে বাধের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়; বিরোধ না হইলে দুর্বলও স্ববিষয়ে প্রসর। শুধু তাহাই নহে, দুর্বল বাধিত হইলে যদি কোন অনর্থ হয় অর্থাৎ কোন পদার্থ নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়, তাহা হইলে দুর্বলও সবলকে বাধ করিতে পারে। বিশেষতঃ দুর্বল যদি কোন অত্যন্ত বলবানের আশ্রিত হয়, তবে তৎসহায়ে নিজ অপেক্ষা সবলকে বাধিত করে। যেমন লৌকিকভাবেও দৃষ্ট হয় যে পুরবাসী ও জনপদবাসী পুরুষ অত্যন্ত বলবান হইলেও রাজার আশ্রিত দুর্বল ব্যক্তির দ্বারাও নিগৃহীত হইয়া থাকে (তন্ত্রবার্তিক ৩।৩।১৪ "শ্রুত্যাদীনাং পূর্ব-পূর্ব-বলীয়স্ত্বাধিকরণম্" পৃঃ ২৪৪, ২৪৫), "দুর্বলস্য প্রমাণস্য বলবানাশ্রয়ো যদা। তথাপি বিপরীতত্বং শিষ্টাকোপে যথোদিতম্॥...অত্যন্তবলবন্তোঽপি পৌরজানপদা জনাঃ। দুর্বলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈঃ পার্থিবাশ্রিতৈঃ॥"

আলোচ্য স্থলে উক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ এইরূপ। আপাতদৃষ্টিতে দধিরূপ দ্রব্যের উল্লেখ থাকায় "দধ্না"-বাক্য উৎপত্তিবিধিপররূপে ব্যাখ্যা করিতে আগ্রহ হইতে পারে; বিশেষতঃ "অগ্নিহোত্র"-বাক্যে দ্রব্য বা দেবতা কোনটিরই উল্লেখ না থাকায় উহা উৎপত্তিবিধিপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে "অগ্নিহোত্র" বাক্যে উৎপত্তিবিধি স্বীকার না করিলে উহার আনর্থক্য-প্রসঙ্গ হয় এবং "অগ্নিহোত্র" শ্রুতি নিষ্প্রয়োজন হইলে "প্রসরং ন লভন্তে হি" এই ন্যায়ে "দধ্না" শ্রুতিরও প্রামাণ্য রক্ষা করা যাইবে না। এইজন্য "অগ্নিহোত্র" বাক্যে উৎপত্তিবিধির অস্বীকার আনর্থক্য-প্রতিহত। সুতরাং উহার সার্থক্য রক্ষার জন্য উৎপত্তিবিধি অবশ্য স্বীকার্য্য। আনর্থক্যপ্রতিহতি থাকায় আপাতদুর্বল "অগ্নিহোত্র"-বাক্য প্রবলতর বলিয়া উৎপত্তিবিধিপর এবং আনর্থক্য-প্রতিহতি না থাকায় আপাতপ্রবল "দধ্না"-বাক্য দুর্বল বলিয়া গুণবিধিপর। আপাতদৃষ্টিতে উক্ত বাক্য উৎপত্তিবিধিপররূপে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাসিত হইলেও এবং "দধ্না"-বাক্য উৎপত্তিবিধিপররূপে গ্রহণের যোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও এইস্থলে বলাবল বিপরীতই হইবে,—অর্থাৎ শ্রুতির আনর্থক্যের ভয়ে আপাতদুর্বল সবল হইবে এবং আপাতসবল দুর্বল হইবে (তন্ত্রবার্তিক ৩।৩।১৪ পৃঃ ২৪৪), "সর্বত্র দুর্বলস্যাপি প্রমাণস্য বাধে যদি কিঞ্চিদনর্থকী ভবতি, ততো বিপরীতো বাধো যোজয়িতব্যঃ॥" ভট্টপাদের এইরূপ যুক্তিই "আনর্থক্যপ্রতিহতানাম্"- বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য। উপরি উদ্ধৃত শ্লোকস্থ "শিষ্টাকোপে যথোদিতম্" বাক্যাংশের তাৎপর্য্য এই যে কখন কখন দুর্বল স্মৃতির দ্বারাও শ্রুতির প্রামাণ্য বাধিত হয়—ইহা "শিষ্টাকোপাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ১।৩।৫-৭ "পদার্থপ্রাবল্যাধিকরণম্") বিচারিত হইয়াছে। প্রয়োগবিধি আলোচনাকালে স্মৃতির দ্বারা শ্রুতিবাধের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে।

বাক্যে গুণবিধি স্বীকার করেন।[১৮] এইস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে দধি ও পয়োদ্রব্যরূপ গুণ দুইটিই উৎপন্নশিষ্ট হওয়ায় সমবল বলিয়া হোমে দধি ও পয়োদ্রব্যের ব্রীহি-যবের ন্যায় বিকল্প স্বীকৃত হইয়া থাকে।[১৯]

১৮ মন্ত্রার্থলক্ষণার দ্বারা বিশিষ্টবিধি স্বীকার করিয়া যদি "দধ্না"-বাক্যে উৎপত্তিবিধি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ উৎপত্তিবিধিপ্রাপ্ত হোমসাধন দধি অবশ্যই সাধনান্তর পয়ঃ দ্রব্যকে অবরুদ্ধ করিবে ; কারণ দধিরূপ সাধনের দ্বারাই হোমের সাধনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু পয়ঃও দধির ন্যায় হোমসাধন হওয়ায় "দধ্না"-বাক্যে বিহিত হোমে পয়োদ্রব্যের সাধনরূপে অন্বয় করিতে হইবে। কিন্তু "দধ্না" বাক্যবিহিত হোম সাধনাংশে নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় পুনরায় ঐ হোমে পয়োদ্রব্য সাধন হইতে না পারায় তুল্যযুক্তিতে "পয়সা জুহোতি" বাক্যেও উৎপত্তিবিধি স্বীকার্য্য। যদি "দধ্না" ও "পয়সা" বাক্যে দুইটি ভিন্ন উৎপত্তিবিধি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে "দধিমতা হোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ" ও "পয়স্বতা হোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ" এইরূপ বাক্যার্থ স্বীকারে স্থলদ্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্ট কল্পনীয় হওয়ায় কল্পনাগৌরব অনিবার্য্য। তদপেক্ষা বরং "অগ্নিহোত্র"-বাক্যে উৎপত্তিবিধি স্বীকার করিলে সাধনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হওয়ায় প্রশ্ন হইবে—"কেন হোমং জুহোতি ?" ইহারই উত্তরস্বরূপ "দধ্না জুহোতি", "পয়সা জুহোতি" ইত্যাদি। ফলে একই অগ্নিহোত্রনামকহোমে উক্ত সাধনসমূহ খলে কপোতন্যায়ে যুগপৎ অন্বিত হইবে। ইহাতে অনেক অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হইবে না ; অগ্নিহোত্ররূপ প্রধান কর্মজন্য একটি পরমাপূর্ব স্বীকার করিলেই হইবে। খলে কপোতন্যায় এইরূপ—"বৃদ্ধা যুবানঃ শিশবঃ কপোতাঃ খলে যথামী যুগপৎ পতন্তি। তথৈব সর্বে যুগপৎ পদার্থাঃ পরস্পরেণান্বয়িনো ভবন্তি ॥" যে-স্থানে মর্দনের দ্বারা ধান্যনিষ্পত্তি হয় সেই স্থানকে খল বলে। সেই ধান্য ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত থাকায় কপোতসমূহ যেমন ভিন্ন ভিন্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও যুগপৎ সেই একই খলে পতিত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাধনসমূহও একই অগ্নিহোত্রনামকহোমে যুগপৎ অন্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং গুণবিধি স্বীকার করিয়াও "দধ্না" ও "পয়সা" বাক্যের ব্যাখ্যা সম্ভব হওয়ায় উহাদের উৎপত্তিবিধিত্ব অস্বীকার আনর্থক্যপ্রতিহত নহে। কিন্তু "অগ্নিহোত্র" বাক্যে উৎপত্তিবিধিত্ব অস্বীকারে উহার আনর্থক্য অনিবার্য্য। শুধু তাহাই নহে, "দধ্না" ও "পয়সা" বাক্যদ্বয় গুণবিধিরূপে সার্থক হওয়ায় "দধি" ও "পয়ঃ" পদে মন্ত্রার্থলক্ষণা স্বীকার অন্যায্য। "সোমেন"-বাক্যস্থলে গত্যন্তর না থাকায় "সোম" পদে মন্ত্রার্থলক্ষণা অগত্যা স্বীকার্য্য। শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষা সর্বপ্রথম চিন্তনীয়, কল্পনালাঘব-গৌরব-চিন্তা পরবর্তী স্থানীয়।

১৯ যে দ্রব্যাদিরূপগুণ প্রকৃত কর্মে উৎপত্তিবাক্যে শিষ্ট অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে উৎপত্তিশিষ্টগুণ বলে। কিন্তু যে বাক্যে দ্রব্যাদিরূপ গুণমাত্রের বিধান করা হইয়াছে, সেই গুণকে উৎপন্নশিষ্ট বলে। উৎপত্তিশিষ্টগুণ উৎপন্নশিষ্টগুণ অপেক্ষা প্রবল হওয়ায় উহারা সমবল নহে বলিয়া উহাদের বিকল্প (অথবা সমুচ্চয়) হয় না, "তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ" (গৌতম ধর্মসূত্র ১।১।৫ পৃঃ ২)। যেমন, বেদমধ্যে চাতুর্মাস্য-প্রকরণে চাতুর্মাস্য যাগের বৈশ্বদেব নামক প্রথম পর্বে উভয়েরই দৃষ্টান্ত আছে, (বৌধায়ন শ্রৌতঃ ৫।১), "তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি। সা বৈশ্বদেবী আমিক্ষা। বাজিভ্যো বাজিনম্।" অর্থাৎ তপ্ত দুগ্ধে দধি মিশ্রিত করিবে। তাহার ফলে যে আমিক্ষা বা ছানা হইবে তাহা বৈশ্বদেবী অর্থাৎ বৈশ্বদেব নামক দেবতার প্রাপ্য। বাজিন বা ছানার জল বাজি দেবতার প্রাপ্য। এক্ষণে পূর্বপক্ষিমতে এই স্থলে আমিক্ষাগুণবিশিষ্ট কর্মে বাজিনগুণের বিধান হওয়ায় "বাজিভ্যো বাজিনম্" গুণবিধিস্থল, যেহেতু বিশ্বদেব ও বাজিনামক দেবতা একই, ভিন্ন নহে। ফলে প্রকৃত কর্মে বাজিন গুণ আমিক্ষাদ্রব্যের সহিত বিকল্পিতভাবে অথবা সমুচ্চিতভাবে প্রবেশলাভ করিবে।

উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে "বাজিভ্যো বাজিনম্"-বাক্যে বাজিনগুণবিশিষ্ট একটি অপূর্ব কর্ম বিহিত হইয়াছে, কারণ "ইন্দ্র" ও "মহেন্দ্র" এই শব্দ দুইটির মধ্যে অত্যল্প পার্থক্য সত্ত্বেও যখন উহারা ভিন্ন দেবতার বাচক (মীঃ সূঃ ২।১।১৩-২৯ "স্তোত্রাদিপ্রাধান্যাধিকরণম্"), তখন অত্যন্তভিন্নপদোপাত্ত বিশ্বদেব ও বাজিদেবতাভেদে উক্ত কর্ম দুইটি ভিন্নই। আমিক্ষা উৎপত্তিশিষ্ট ও বাজিন উৎপন্নশিষ্টগুণ হওয়ায় উহাদের বিকল্প (বা সমুচ্চয়) সম্ভব নহে। কিন্তু "দধ্না জুহোতি" ও "পয়সা জুহোতি" এই দুই বাক্যে দুইটি স্বতন্ত্র কর্মের বিধান করা হয় নাই ; কারণ "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই উৎপত্তিবাক্যে বিহিত নির্গুণ প্রধান কর্মে "দধ্না" শ্রুতির দ্বারা দধিমাত্রের এবং "পয়সা" শ্রুতির দ্বারা দুগ্ধমাত্রের গুণবিধান থাকায় দধি ও দুগ্ধ উভয়ই উৎপন্নশিষ্টগুণ। ফলে সমবল হওয়ায় উহাদের বিকল্পই হইবে ; কিন্তু দধি বা দুগ্ধ যে-কোনও একটি গুণের দ্বারাই যজ্ঞশরীর নিষ্পন্ন হওয়ায় গুণাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় বলিয়া উহাদের সমুচ্চয় হইবে না। সুতরাং "আমিক্ষা" ও "বাজিন" শ্রুতিদ্বয়ে দুইটি স্বতন্ত্র কর্ম উপদিষ্ট হইলেও "দধ্না" ও "পয়সা" বাক্যদ্বয়ে কর্মভেদ উপদিষ্ট হয় নাই। মীমাংসাদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ২৩শ ও ২৪শ সূত্রের শাবরভাষ্যাদিতে ইহার বিচার আছে। এই দুইটি সূত্র লইয়া গুণকৃতকর্মভেদাধিকরণ। অথবা, ভাষ্যোক্ত রীতিতে মীমাংসাদর্শনের ২।২।২৪শ সূত্রে অধিকরণান্তর গ্রহণ করিলে গুণপ্রত্যুদাহরণাধিকরণে আচার্য্য শবরস্বামী "অথবা অধিকরণান্তরম্" ইত্যাদিভাষ্যে (শাবরভাষ্য ২।২।২৪ পৃঃ ১৭১ = পৃঃ ১০২ = পৃঃ ২৩২) এইরূপ সিদ্ধান্ত স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনের "অগ্নিষোমীয়পশৌ পাশৈকত্বপাশবহুত্বাভিধায়িমন্ত্রয়োর্বিকল্পাধিকরণম্" (মীঃ সূঃ ৯।৩।১৫-১৯), বিশেষতঃ "বিপ্রতিপত্তৌ বিকল্পঃ স্যাৎ সমত্বাৎ..." (মীঃ সূঃ ৯।৩।১৫) সূত্রাংশ দ্রষ্টব্য।

এই স্থলে আরও বিশেষ জ্ঞাতব্য এই, দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পঠিত (তৈত্তিঃ সং ২।৬।৩), "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাঞ্চাচ্যুতো ভবতি"-বাক্যে যে আগ্নেয়াদি প্রধান ছয়টি যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই আগ্নেয়যাগের অগ্নিদেবতা বচনান্তর প্রাপ্ত না হওয়ায় "আগ্নেয়" পদ "অগ্নিহোত্র" পদের ন্যায় কর্মনামধেয় নহে। শ্রুত্যন্তরদ্বারা দেবতাপ্রাপ্তি না হওয়ায় "অগ্নিঃ দেবতা অস্য" এইরূপ অর্থে "অগ্নি" পদের উত্তর তদ্ধিত ঢক্ প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন "আগ্নেয়" পদে (বিধীয়মান কর্মে) অগ্নিদেবতারও বিধান করা হইয়াছে। তদ্রূপ অষ্টসু কপালেষু সংস্কৃতঃ এইরূপ অর্থে "অষ্টাকপাল"[২০] পদে তাদৃশসংস্কৃত ব্রীহিময় অথবা যবময় পুরোডাশাদি দ্রব্যেরও বিধান হইয়াছে। সুতরাং এইস্থলে বচনান্তর দ্বারা অপ্রাপ্ত অগ্নিদেবতা ও অষ্টাকপাল পুরোডাশাদিদ্রব্য—এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট একটি কর্মই "আগ্নেয়" বাক্যে বিহিত হওয়ায় বাক্যভেদপ্রসঙ্গ নাই। বচনান্তরের দ্বারা অবিহিত কর্মে একাধিক গুণের বিধান দোষযুক্ত নহে। কিন্তু বচনান্তর দ্বারা বিহিত কর্মে একাধিক গুণের বিধান করিলে বাক্যভেদদোষ অপরিহার্য্য, কারণ প্রতিটি গুণের বিধানের জন্য বচনান্তরের আবৃত্তি আবশ্যক। এইজন্য বলা হইয়া থাকে যে প্রাপ্ত কর্মে বিশিষ্ট বিধি হয় না। কিন্তু বচনান্তর দ্বারা অবিহিত কর্মে বিশেষণসমূহ অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য হওয়ায় বাক্যের আবৃত্তি অনাবশ্যক বলিয়া বাক্যভেদপ্রসঙ্গই নাই। এই তাৎপর্য্যে মীমাংসাসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ২।২।৬ পৃঃ ৩২ = পৃঃ ৭৩), "প্রাপ্তে কর্মণি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ। অপ্রাপ্তে তু বিধীয়ন্তে বহবোঽপ্যেকযত্নতঃ॥"[২১]

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে যে-বিধিবাক্যে দ্রব্য ও দেবতা শ্রুত হইয়া আখ্যাতার্থ বিধিশক্তির সহিত অন্বিত হইতে সমর্থ, তাহা অবশ্যই উৎপত্তিবিধিবাক্য। কিন্তু যে-বিধিবাক্যে উভয়ই অশ্রুত এবং উক্ত বিধিবাক্য অন্যপররূপে ব্যাখ্যেয়, তাহা কোন মতেই উৎপত্তিবিধিবাক্য নহে। এইজন্য "বায়ব্যম্"-বাক্য উৎপত্তিবিধিপর, কিন্তু "দধ্না" বা "জ্যোতিষ্টোমেন" বাক্য উৎপত্তিবিধিপর নহে। শেষোক্ত বাক্য যাগস্বরূপের অতিরিক্ত স্বর্গরূপফলসম্বন্ধের বোধক হওয়ায় অধিকারবিধিপর।

আপত্তি হইবে, "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ" (তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ১৯।৭।৩) এইরূপ বাক্য পশুফলের সহিত যাগের সম্বন্ধবোধক হওয়ায় উৎপত্তিবিধিপর নহে, অথচ মীমাংসাদর্শনের উদ্ভিদধিকরণে (মীঃ

---

২০ "কপাল" শব্দের অর্থ মৃৎ শরাব। অগ্নির উপর পর পর অষ্টসংখ্যক কপাল স্থাপন করিয়া সর্বোপরি স্থিত কপালে যদি পুরোডাশ প্রস্তুত করা হয়, তবে সেই পুরোডাশ অষ্টকপালসংস্কৃত হইবে। এইরূপভাবে একাদশকপাল, দ্বাদশকপাল ইত্যাদি বিহিত হইয়াছে।

২১ ভট্টপাদ তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে বলিয়াছেন যে সর্বত্র ভাবনাই প্রধানভূত বলিয়া ভাবনাতেই সমস্ত কারকের অন্বয় হইয়া থাকে (শ্লোঃ বাঃ ১।১।৭ম অধিঃ "বাক্যাধিকরণম্", শ্লোঃ ৩৩০-৩৩১ পৃঃ ৯৩৯), "ভাবনৈব চ বাক্যার্থঃ সর্বত্রাখ্যাতবত্তয়া॥ অনেকগুণজাত্যাদিকারকার্থাঽনুরঞ্জিতা।" এক্ষণে যে-বাক্যে কর্ম এবং তাহার অঙ্গরূপ অনেক গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেইস্থলে উক্ত কর্ম যদি বচনান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই কর্মের অপ্রাপ্তি না থাকায় সেই বাক্যে কর্ম বিহিত হইতে পারিবে না, কিন্তু সেই বাক্যে বচনান্তরবিহিতকর্মের অনুবাদই হইবে। সুতরাং সেই বাক্যে শ্রুত অনেক গুণের বিধান করিতে হইলে বচনান্তরপ্রাপ্ত কর্মকে অনুবাদই করিতে হইবে। ফলে একাধিক গুণের বিধানের জন্য একাধিকবার বচনান্তরবিহিতকর্মের অনুবাদ করিয়া একাধিক উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব সম্বন্ধ করিতে হইবে। ইহাতে বাক্যভেদ দোষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি কর্ম বচনান্তরবিহিত না হয়, তাহা হইলে সেই বাক্যে নির্দ্দিষ্ট অঙ্গভূত অনেক গুণের দ্বারা বিশিষ্ট কর্মের বিধান হইতে পারিবে, কারণ একাধিক উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব লাভের জন্য একাধিক বাক্য কল্পনা করিতে হইবে না। যদিও এইরূপস্থলে অনেক গুণ-বিশিষ্টকর্মের বিধানে বিধেয় গুরুভূত, তথাপি উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবরূপ প্রযত্ন একটিই হওয়ায় বাক্যভেদদোষ নাই। উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে "কর্ম" ও "গুণ" পদ দ্রব্যাদির উপলক্ষণ। সুতরাং ফলিতার্থ এই, দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম বচনান্তর প্রাপ্ত হইলে তাহাদের অনুবাদপূর্বক সজাতীয় অথবা বিজাতীয় অনেক দ্রব্য, গুণ বা কর্মের বিধান বাক্যভেদদোষপ্রসঙ্গবশতঃ অনুচিত। এই স্থলে শ্লোকে কেবল "কর্ম" পদ থাকিলেও দ্রব্য ও গুণে উপলক্ষণ স্বীকারে তাৎপর্য্য এই যে প্রাপ্তকর্ম অনুবাদ করিয়া অনেক গুণের বিধান করিলে যেমন বাক্যভেদদোষ হইবে, সেইরূপ অন্য কোনও পদার্থ অনুবাদ করিয়া অনেকের বিধান করিলে উক্তদোষই হইবে। সুতরাং শ্লোকের "কর্ম" পদ প্রাপ্তমাত্রের এবং "গুণ" পদ বিধেয়মাত্রের উপলক্ষক। যে স্থলেই একাধিক উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব লাভের জন্য যাহারই অনুবাদ হইবে, সেইস্থলে অবশ্যই বাক্যভেদদোষও হইবে, ইহাই ভট্টপাদের গূঢ় তাৎপর্য্য। দ্রষ্টব্য ন্যায়সুধাসহ তন্ত্রবার্ত্তিক ২।২।৬ পৃঃ ৭৩-৮১ ও ঐ ১।৪।৯, "অশ্লেষাধিকরণম্" পৃঃ ১১০-২০।

সূঃ ১।৪।১-২) ইহা উৎপত্তিবিধিপররূপেই স্বীকৃত হইয়াছে।

ইহাতে ভাট্টসম্প্রদায়ের উত্তর এই, এইস্থলে বাক্যভেদ স্বীকার করিয়াই "উদ্ভিদা"-বাক্যকে অধিকারবিধিপর এবং উৎপত্তিবিধিপররূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই, "উদ্ভিদা" বাক্যকে দুইবার উচ্চারণ করিয়া যে দুইটি বাক্য লাভ হইবে তাহাদের মধ্যে একটি বাক্যে উৎপত্তিবিধি ও অপরবাক্যে অধিকারবিধি স্বীকার্য্য। ইহাদের মধ্যে উৎপত্তিবিধায়ক বাক্যার্থে "পশুকামের" সহিত সম্বন্ধ নাই, উহা কর্মস্বরূপমাত্রবোধক ; এবং অধিকার বিধায়ক বাক্যার্থে যাগস্বরূপের সম্বন্ধ নাই, উহা পশুকামমাত্রবোধক। এইস্থলে বুঝিতে হইবে যে যদি উদ্ভিদ্‌যাগস্বরূপবিধায়ক কোন বাক্যান্তর থাকিত তবে "উদ্ভিদা" বাক্যকে উভয়বিধিপররূপে ব্যাখ্যা করা যাইত না, কেবল অধিকার-বিধিপররূপেই উহা ব্যাখ্যেয় হইত।[২২]

আপত্তি হইবে, "সোমেন যজেত"-বাক্যে কেবল সোমদ্রব্যবিশিষ্টযাগের বিধান হয় নাই, সোম ও যাগের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গিভাব রহিয়াছে সেই অঙ্গাঙ্গিভাবেরও বিধান হওয়ায় "সোমেন"-বাক্যে কেবল মত্বর্থলক্ষণাদোষ নাই, বাক্যভেদদোষও বর্ত্তমান।

ইহাতে ভাট্টসম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ। "সোমেন" বাক্যের দ্বারা কেবল ঐরূপ বিশিষ্টযাগের বিধানই প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু সোম ও যাগের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহা বাক্যপ্রমাণবলে শ্রুতিকল্পনার দ্বারা প্রাপ্য ; সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্য না হওয়ায় উক্ত অঙ্গাঙ্গিভাববোধক বিধি শাব্দ নহে। সুতরাং বাক্যের আবৃত্তি না থাকায় বাক্যভেদদোষ নাই। কিন্তু "উদ্ভিদা"-বাক্য আবৃত্তি করিয়াই উভয়বিধি প্রাপ্ত হওয়ায় অধিকারবিধিত্ব ও উৎপত্তিবিধিত্ব উভয়ই শাব্দ।[২৩]

শ্রুতিবিচার প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে-কর্মবিষয়ে যে-বাক্য বেদে উপলভ্যমান সেই বাক্য একটি, দুইটি, তিনটি বা ততোধিক যাহাই হউক না কেন, সেই সমস্ত বাক্যের তত্তৎ প্রতিপাদ্য অর্থানুসারেই সার্থক্য উপপাদন করিতে হইবে। এইজন্য কোন বাক্যে কর্মস্বরূপমাত্রবোধকবিধি স্বীকার করিয়া (যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি"), কোন বাক্যে অধিকারমাত্রবোধকবিধি স্বীকার করিয়া

২২ যেমন "দর্শপূর্ণমাস"-বাক্যে কেবল অধিকার-বিধিই স্বীকৃত হয়, কিন্তু উৎপত্তিবিধিও স্বীকৃত হয় না ; কারণ আগ্নেয়াদি প্রধানযাগবিধায়ক শ্রুত্যন্তর বিদ্যমান। যদি "দর্শপূর্ণমাস"-বাক্যে উভয়বিধিই স্বীকৃত হয়, তবে "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ" ইত্যাদি আগ্নেয়াদিযাগস্বরূপবিধায়ক বাক্যসমূহ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে দর্শপূর্ণমাস আগ্নেয়াদি ছয়টি যাগের সমষ্টিমাত্র। উহা কোন অতিরিক্ত যাগ নহে বলিয়া আগ্নেয়, অগ্নীষোম ও উপাংশু এই তিনটি যাগসমুদায়ের নাম "পৌর্ণমাসী" এবং আগ্নেয়, ঐন্দ্রদধি ও ঐন্দ্রপয়ঃ এই তিনটি যাগসমষ্টির নাম "অমাবস্যা"—ইহা মীমাংসাদর্শনের "আঘারাদ্যাগ্নেয়াদীনামঙ্গাঙ্গিভাবাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ২।২।৩-৮) উপপাদিত হইয়াছে। এইরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে সোমযাগস্বরূপবিধায়ক বচনান্তর থাকায় "জ্যোতিষ্টোমেন"-বাক্যেও কেবল অধিকারবিধি স্বীকৃত হইয়া থাকে। "সোমেন যজেত" এই সোমযাগস্বরূপবিধায়কবাক্যে যে-যাগ বিহিত হইয়াছে তাহাকেই অনুবাদ করিয়া "জ্যোতিষ্টোমেন" বাক্য সোমযাগের অধিকারী নির্দ্দেশ করিতেছে। সুতরাং "সোমেন"-বাক্যে অধিকারিনির্দ্দেশ হয় নাই এবং "জ্যোতিষ্টোমেন"-বাক্যে যাগস্বরূপবিহিত হয় নাই। এই স্থলে শ্রুতি কণ্ঠতঃই দুইটি বাক্য প্রদান করায় বাক্যভেদদোষপ্রসক্তিও নাই।

২৩ তন্ত্রবার্ত্তিক ২।২।৬ পৃঃ ৩৩ = পৃঃ ৭৩, "শ্রৌতব্যাপারনানাত্বে শব্দানামতিগৌরবম্। একোক্ত্যবসিতানাং তু নার্থাক্ষেপো বিরুধ্যতে ॥" বাক্যঘটক পদসমূহ শ্রুত হইয়া শ্রোতার মনে স্ব স্ব অর্থ উপস্থাপন করিয়া তত্তৎ অন্বয় অনুসন্ধানপূর্বক উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবরূপ বাক্যার্থের বোধ জন্মায়। ইহাই শব্দের শ্রৌতব্যাপার। বাক্যভেদস্থলে একাধিক উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব লাভের জন্য একাধিক শ্রৌতব্যাপার স্বীকারে গৌরব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে-স্থলে একটি শ্রৌতব্যাপারের দ্বারা একটি উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব বোধ করাইয়া শব্দসমূহ বিরত-ব্যাপার হইয়াছে, সেইস্থলে যদি সেই শব্দপ্রতিপাদিত অর্থ অর্থান্তর আক্ষেপ করে (অর্থাপত্তিপ্রমাণদ্বারা অন্য অর্থ স্থাপন করে), তবে শব্দের অভ্যাস নিষ্প্রয়োজন ; কারণ অর্থাপত্তিপ্রমাণ কর্ত্তৃতন্ত্র, শব্দতন্ত্র নহে। "সোমেন যজেত" বাক্য ইষ্টফলকে উদ্দেশ্য করিয়া সোমবিশিষ্টযাগবিধানপূর্বক বিরতব্যাপার হয়। পরে অর্থাপত্তিপ্রমাণ প্রযুক্ত হয়—যাগের বিশেষণীভূত সোমদ্রব্য অন্যথা অনুপপন্ন বলিয়া যাগরূপ অঙ্গীর অঙ্গরূপে সোমদ্রব্যের অঙ্গত্ব কল্পনীয়। এইজন্য বিশিষ্টযাগপ্রতীতি শাব্দ, সোমদ্রব্য ও যাগের অঙ্গাঙ্গিভাববোধ আর্থিক। "উদ্ভিদা" বাক্যের এই প্রকার গতি না থাকায় অগত্যাপক্ষে বাক্যভেদ স্বীকার্য্য। "উদ্ভিদা" পদে মত্বর্থলক্ষণার ভয়েই উহাকে নামধেয়রূপে স্বীকার করা হয়। বিশেষতঃ, "সোম" পদ লতাবিশেষে রূঢ়, কিন্তু "উদ্ভিদ্" পদে অবয়বার্থ-স্বীকার প্রয়োজন। সর্বত্রই বিশিষ্টবিধিস্থলে বিশেষণবিধি আর্থিক।

(যেমন "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত"), কোন বাক্যে বা গুণমাত্রবোধক বিধি স্বীকার করিয়া (যেমন "দধ্না জুহোতি") শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যদি এইরূপে কোন বাক্যের ব্যাখ্যা সম্ভব না হয় তখন অগত্যা মত্বর্থলক্ষণা স্বীকার করিয়া গুণবিশিষ্টকর্মবিধি স্বীকার করিতে হইবে (যেমন "সোমেন যজেত")। যদি লক্ষণা স্বীকার করিয়াও কোন বাক্য ব্যাখ্যেয় না হয়, তবে অগত্যা বাক্যভেদ স্বীকার করিয়াই উহা ব্যাখ্যেয় (যেমন "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ")। যদি গতি থাকে তবে কোন দোষই স্বীকার্য্য নহে। আবার লক্ষণা হইতে বাক্যভেদ নিকৃষ্ট দোষ, কারণ লক্ষণা পদদোষ, কিন্তু বাক্যভেদ বাক্যদোষ। পদসমূহের দ্বারাই বাক্য রচিত হওয়ায় পদ বাক্যের অঙ্গ বলিয়া গুণ বা অপ্রধান এবং বাক্য অঙ্গী হওয়ায় মুখ্য বা প্রধান। যদি দোষ স্বীকার করিতেই হয় তবে অপ্রধান বা গুণীভূত পদই দোষযুক্ত হউক্ অর্থাৎ পদে লক্ষণা দোষ স্বীকার করিয়াই শ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যেয়, মুখ্য বা প্রধানীভূত বাক্যে দোষ স্বীকার উচিত নহে। এই তাৎপর্য্যেই মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন (মীঃ সূঃ ৯।৩।১৫), "...গুণে ত্বন্যায্যকল্পনা একদেশত্বাৎ।"[২৪] যাহা গুণীভূত বা অপ্রধান তাহাতেই অন্যায্য অর্থাৎ লক্ষণার কল্পনা, কিন্তু যাহা মুখ্য বা প্রধান তাহাতে নহে। কিন্তু যদি লক্ষণা স্বীকার করিয়াও বাক্য ব্যাখ্যেয় না হয় তবে অগতিপক্ষে বাক্যভেদরূপ গুরুতর দোষই স্বীকার্য্য। অন্যথা শ্রুতিই অপ্রমাণ হইয়া যাইবে।

উৎপত্তিবিধিস্থলে লিঙাদিবাচ্য ভাবনাতে ধাত্বর্থ কর্ম সর্বদাই করণরূপে অন্বিত হইবে, সাধ্যরূপে নহে। সুতরাং "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে—অগ্নিহোত্র-নামধেয়েন হোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ; কিন্তু হোমং কুর্য্যাৎ, এইরূপ নহে। উৎপত্তিবিধিবাক্যে ইষ্টবাচক পদ না থাকিলেও বিধিশ্রুতিই ইষ্টবোধক হওয়ায় অন্বয়ের অনুপপত্তি নাই। বিধিশ্রুতিই পুরুষার্থে পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করিয়া কর্মের ফলসম্বন্ধমাত্র প্রতীত করাইয়া থাকে,—যেহেতু বিধিশ্রুতিমাত্র ইষ্টবোধক। সামান্যরূপে প্রতীত ইষ্ট সমানাভিধানশ্রুতিবলে প্রত্যয়বাচ্য ভাবনাতে সাধ্যরূপে অন্বিত হয়—ইষ্টং ভাবয়েৎ। কিন্তু বিশেষের জ্ঞানব্যতিরেকে সামান্যের পর্য্যবসান না হওয়ায় "বিধিপ্রত্যয়বোধিত এই ইষ্ট কিরূপ ?" এইভাবে বিশেষস্বরূপাকাঙ্ক্ষা হইলে অধিকারবাক্যদ্বারা অবগত অধিকারীর বিশেষণরূপে উপস্থিত স্বর্গাদিরূপ বিশেষফলের সহিত ইষ্টসামান্যের অভেদে সম্বন্ধ হইয়া থাকে—স্বর্গাদিরূপ ইষ্ট। এই সম্বন্ধ শাব্দ নহে, কিন্তু আর্থিক। যদিও এইরূপ ইষ্টবিশেষ ও ইষ্টসামান্যের সম্বন্ধ আর্থিক, তথাপি তাদৃশ ইষ্টের সাধ্যত্ব ও হোমের সাধনত্ব শব্দতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে।

দেখা যাইতেছে যে উৎপত্তিবিধি বিশ্লেষণ করিলে চারিটি অংশ লাভ করা যায়—ইষ্টরূপ প্রথম অংশ, সাধনরূপ দ্বিতীয় অংশ, যাগরূপ তৃতীয় অংশ ও প্রেরণারূপ চতুর্থ অংশ। ইহাদের মধ্যে ইষ্টরূপ প্রথম ও প্রেরণারূপ চতুর্থ এই দুই অংশ লিঙাদিপ্রত্যয়বাচ্য; যাগরূপ তৃতীয় অংশ যজ্ ধাতুবাচ্য। কিন্তু সাধনরূপ দ্বিতীয় অংশ প্রকৃতিবাচ্যও নহে, প্রত্যয় বাচ্যও নহে, কিন্তু ভাবনাতে সাধ্যরূপে ইষ্টের ও সাধনরূপে যাগের অন্বয় হইলে সংসর্গবিধয়া উক্ত সম্বন্ধের প্রতীতি হইয়া থাকে।

ন্যায়সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে "ইষ্টসাধন" এইরূপ সমুদিত একটি অংশ প্রত্যয়বাচ্য। ফলে তাঁহাদের মতে ধাত্বর্থযাগে ইষ্টসাধনের অভেদে সম্বন্ধ হইয়া থাকে এবং বাচ্যৈকদেশ বলিয়া সাধনাংশের সংসর্গবিধয়া ভান হইবে না। ভাবনাতে ধাত্বর্থযাগের সাধনরূপে অন্বয় হইবে না, কিন্তু সাধ্যরূপে হইবে। ইহাতে "অগ্নিহোত্রম্" পদে দ্বিতীয়ার উপপত্তিও সুকর হইবে, কারণ ধাত্বর্থে কর্মনামধেয়সমূহের অভেদসম্বন্ধেই অন্বয় স্বীকৃত হইয়া থাকে—অগ্নিহোত্রনামধেয়হোমং ভাবয়েৎ। মীমাংসা সিদ্ধান্তানুসারে যাগ সাধন হওয়ায় উহাতে করণে তৃতীয়া হইলে দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্ত "অগ্নিহোত্রম্" পদের

২৪ গৌতমধর্মসূত্র ২।১।১৮ হরদত্তকৃত মিতাক্ষরা টীকা পৃঃ ৯৫, "ন্যায়দনপেতো ন্যায্যঃ।" ন্যায় হইতে যাহা অপেত অর্থাৎ অপগত হয় নাই তাহাই ন্যায়যুক্ত বা ন্যায্য। "ধর্মপথ্যর্থন্যায়াদনপেতে" এই পাণিনিসূত্রবলে (পাঃ সূঃ ৪।৪।৯২) ন্যায়শব্দাদনপেতম্ এই অর্থে যৎ প্রত্যয় হইয়াছে। যে-শব্দ শক্যার্থপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্যার্থ-পথে ধাবমান তাহা যেন ন্যায়পথ হইতে ভ্রষ্টই হইয়াছে। এইজন্য লক্ষণাবৃত্তিকে জঘন্যবৃত্তি বলে। "জঘন্য" শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট। আলোচ্য জৈমিনি সূত্রে প্রত্যয়ার্থকে গুণ বা অপ্রধান এবং প্রকৃত্যর্থকে মুখ্য বা প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া বিচার করা হইয়াছে। শব্দমর্য্যাদা অনুসারে প্রকৃত্যর্থ বিশেষণ হওয়ায় অপ্রধান ও প্রত্যয়ার্থ বিশেষ্য হওয়ায় প্রধান হইলেও অর্থ অনুসারে প্রকৃত্যর্থই প্রধান, প্রত্যয়ার্থ অপ্রধান; কারণ প্রকৃতি প্রত্যয়বোধ্য কর্মত্ব প্রভৃতির আশ্রয় বলিয়া ধর্মী, কর্মত্বাদি ধর্ম।

সহিত তৃতীয়ান্ত "যাগেন" পদের অভেদান্বয় অসম্ভব।

ইহাতে মীমাংসাসম্প্রদায়ের উত্তর এই যে যাগ সাধ্যরূপে ভাবনাতে অন্বিত হইলে "উদ্ভিদা যজেত" এইস্থলে কর্মনামধেয়ভূত "উদ্ভিদ্" শব্দে তৃতীয়া বিভক্তির অনুপপত্তি হইবে।

প্রশ্ন হইবে, "অগ্নিহোত্রং জুহোতি"-বাক্যের ন্যায় "আঘারমাঘারয়তি" (তৈত্তিঃ সং ২।৫।১১), "সমিধো যজতি" (তৈত্তিঃ সং ২।৬।১), "আজ্যভাগৌ যজতি" (তৈত্তিঃ সং ২।৬।২) ইত্যাদি যে-সমস্ত বাক্যে দ্বিতীয়ান্ত কর্মনামধেয় শ্রুত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থলে মীমাংসাসম্প্রদায়ই বা কিরূপে অভেদান্বয় করিবেন? তাৎপর্য্য এই, ভাবনাতে ধাত্বর্থ হোমসামান্য সাধনরূপে অন্বিত হইলে অগ্নিহোত্ররূপহোমবিশেষের সাধ্যরূপে অন্বয় অসম্ভব, যেহেতু সামান্য ও বিশেষের মধ্যে সমানবিভক্তিকতারূপ সামানাধিকরণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং ভাবনার সাধনীভূত ধাত্বর্থে দ্বিতীয়ান্ত "অগ্নিহোত্রম্" পদ হইতে সাধ্যরূপে উপস্থিত অর্থের অভেদান্বয় অসম্ভব।

মীমাংসাসম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ। "অগ্নিহোত্র"-বাক্যের "অগ্নিহোত্রহোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ" এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে প্রথমে অগ্নিহোত্রযাগকে সিদ্ধবৎ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং "অগ্নিহোত্র"-বাক্যে সিদ্ধ সেই অগ্নিহোত্রযাগের দ্বারা ইষ্টের সাধ্যত্ব শ্রুত হইয়াছে। কিন্তু কোনও বাক্যান্তরে অগ্নিহোত্রযাগ সাধিত না হওয়ায় উহাকে "অগ্নিহোত্র" বাক্যে সিদ্ধবৎ গ্রহণ করা যাইবে না। অগত্যা "অগ্নিহোত্র" বাক্যের অনুপপত্তির ভয়ে এই স্থলে প্রথমে আর্থিক বিধি কল্পনা করিতে হইবে—অগ্নিহোত্রং ভাবয়েৎ। এইরূপ আর্থিক বিধির কল্পনা করিয়া অগ্নিহোত্রযাগ সাধিত হইলে তাহার পর অগ্নিহোত্রহোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ, এইরূপ শাব্দবিধি উপপন্ন হইবে। যেমন, "বিশ্বেশ্বরদর্শনেন আত্মানং কৃতার্থং কুর্বি" এইরূপ বাক্য কেহ প্রয়োগ করিলে প্রথমেই আর্থিক বিধিই কল্পনা করিতে হইবে—"বিশ্বেশ্বরং পশ্যেৎ।" এইরূপ আর্থিক বিধির দ্বারা প্রথমে বিশ্বেশ্বরদর্শন প্রসাধিত করিয়া তাহার পর সেই সিদ্ধদর্শনের দ্বারা কৃতার্থীকরণরূপ শাব্দবিধি উপপন্ন হইবে। অতএব প্রথমে "অগ্নিহোত্রং ভাবয়েৎ" এইরূপ আর্থিকবিধি কল্পনীয়। সেই আর্থিক বিধিতে অগ্নিহোত্রের যে-সাধ্যত্ব প্রসাধিত হইয়াছে সেই সাধ্যত্বই "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" বাক্যে "অগ্নিহোত্রম্" পদের দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু শাব্দবিধিতেই "অগ্নিহোত্র" শ্রুতির মুখ্য তাৎপর্য্য। সুতরাং উক্ত শ্রুতিতে অগ্নিহোত্রের সাধ্যরূপে অন্বয় উপপন্ন হয় না বলিয়া এই প্রকার অনুপপত্তিমূলিকা লক্ষণার দ্বারা এইস্থলে দ্বিতীয়া প্রত্যয়ের করণরূপ অর্থ গৃহীত হইবে, ফলে শাব্দান্বয়ও উপপন্ন হইবে। অবশ্য সর্বস্থলে আর্থিক বিধির সূচনার অপেক্ষা নাই, যেমন "উদ্ভিদা যজেত"।[২৫] অতএব উৎপত্তি বিধিতে কর্ম ভাবনাতে করণ বা সাধনরূপেই অন্বিত হইবে।

২৫ পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, "উদ্ভিদা" পদে শ্রুত তৃতীয়াবিভক্তিই লক্ষণার দ্বারা কর্মত্ব বা সাধ্যত্বরূপ অর্থ উপস্থাপন করিলে "উদ্ভিদা যজেত" বাক্য শ্রবণে ভাবনাতে যাগকর্ম সাধ্যরূপেই অন্বিত হইতে পারিবে। অথবা, কেহ বলিতে পারেন যে যে-বাক্যে কর্মনামধেয় হইতে দ্বিতীয়া শ্রুত হইবে, সেই বাক্যে কর্ম সাধ্যরূপে এবং যে-বাক্যে তৃতীয়া শ্রুত হইবে সেই বাক্যে কর্ম সাধনরূপে ভাবনাতে অন্বিত হউক্—ইহাতে কোনস্থলেই লক্ষণার অবকাশ নাই। অত্যধিক বাহুল্য ভয়ে এই সমস্ত আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় উৎপত্তি-বিধিবিচার নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

বিনিয়োগ-বিধি-বিচার

উৎপত্তিবিধি আলোচনার পর ক্রমপ্রাপ্ত বিনিয়োগবিধি অতীব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। বিনিয়োগবিধির লক্ষণ এইরূপ—অঙ্গ-প্রধানসম্বন্ধবোধকো বিধিঃ বিনিয়োগবিধিঃ। এইস্থলে "বিনিয়োগ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রধান কর্মে অঙ্গের সম্বন্ধ। যে বিধি প্রধান ও অঙ্গের মধ্যে উপকার্য্য-উপকারকভাবরূপ সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে, তাহাই বিনিয়োগবিধি। যাগে দ্রব্য ও দেবতা গুণীভূত হওয়ায় উহারা অঙ্গ বা অপ্রধান, যাগই প্রধান বা অঙ্গী। তাৎপর্য্য এই, বাক্যান্তরে বিহিত প্রধান যাগ বা হোমের সহিত দ্রব্য বা দেবতা অথবা উভয়েরই সম্বন্ধ যে-বাক্য প্রকাশ করে, তাহাই দ্বিতীয় প্রকার বিধিবাক্য। বলা বাহুল্য, অঙ্গ প্রধানের শরীর নিষ্পন্ন করে বলিয়া অঙ্গমাত্র উপকারক এবং প্রধান বা অঙ্গী উপকার্য্য। বিনিয়োগবিধির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত "দধ্না জুহোতি", "পয়সা জুহোতি" ইত্যাদি। "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এইরূপ বাক্যান্তরে বিহিত হোমই প্রধান বা মুখ্য কর্ম ; দধিদ্রব্য ঐ হোমের নিষ্পত্তির জন্য অঙ্গবিশেষ বলিয়া দধি হোমশরীরের উপকারক, হোম দধির উপকার্য্য। উভয়ের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ বা উপকার্য্যোপকারকভাবসম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহাই "দধ্না জুহোতি" বাক্য প্রকাশ করায় উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য "দধ্না হোমং ভাবয়েৎ।" অর্থাৎ দধিদ্রব্যের দ্বারা হোমের শরীর উৎপাদন বা নিষ্পন্ন করিবে—সংক্ষেপে, দধির দ্বারা হোম করিবে। দধিকরণক হোমই এই বিধির বিধেয়, কেবল হোম বিধেয় নহে। "দধ্না" পদে তৃতীয়া বিভক্তি হোম ও দধির মধ্যে উপকার্য্যোপকারকভাবসম্বন্ধ বা অঙ্গপ্রধানভাবসম্বন্ধের বোধক হওয়ায় উহা বিনিয়োগবিধি। তাৎপর্য্য এই, তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন (জ্ঞাত) যে করণতা, সেই করণতাপ্রতীতিবলে অবগত যে অঙ্গত্ব বা উপকারকত্ব, সেই উপকারকত্ব ধর্ম যে পদার্থের অর্থাৎ দধির, সেই দধিদ্রব্যের যে হোমসম্বন্ধ বা হোমোপকারকত্বসম্বন্ধ, সেই অন্যতঃ অপ্রাপ্ত সম্বন্ধই "দধ্না জুহোতি"-বাক্য জ্ঞাপন করিতেছে। বস্তুতঃ দধি ও দধির দ্বারা হোম অন্যতঃ প্রাপ্ত হইলেও দধিসাধ্যহোম যে অগ্নিহোত্ররূপ মুখ্যকর্মের অঙ্গ, তাহা এই বাক্যভিন্ন অন্যতঃ প্রাপ্ত না হওয়ায় প্রয়োজনবদর্থবিধায়কত্বরূপ বিধিত্ব-সামান্যলক্ষণ উক্তবাক্যে বিদ্যমান। "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এইরূপ উৎপত্তিবিধিস্থলে অপ্রাপ্ত প্রয়োজনবৎ হোমের বিধান হইয়াছে, "দধ্না জুহোতি" স্থলে বাক্যান্তরপ্রাপ্ত হোমকে উদ্দেশ্য করিয়া দধিগুণমাত্রের বিধান করা হইয়াছে। এইজন্য এই বাক্যকে গুণবিধিও বলা হইয়া থাকে। তৃতীয়া বিভক্তি উক্ত সম্বন্ধের জ্ঞাপকমাত্র, কিন্তু বিধায়ক নহে। আখ্যাতভিন্ন কেহই বিধায়ক হইতে পারে না। তৃতীয়া বিভক্তির সেই বোধন-প্রকার এইরূপ—দধ্না হোমং ভাবয়েৎ। তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা জ্ঞাপ্য সেই অঙ্গত্ব কোন অঙ্গীর দ্বারা অবশ্যই নিরূপিত হইলেও "এই স্থলে অঙ্গিবিশেষ এইরূপই" ইহা তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা নির্ণীত হয় না ; ঐরূপ নির্ণয় বিধিপ্রত্যয়ের অধীন।

আপত্তি হইবে, সিদ্ধান্তিমতে যখন আখ্যাতার্থভাবনাতে ধাত্বর্থ করণরূপেই অন্বিত হইয়া থাকে[১], তখন "দধ্না" বাক্যে ধাত্বর্থ ভাবনাতে সাধ্যরূপে অন্বিত হইতে পারে না!

ভাট্টসম্প্রদায়ের উত্তর এই, উৎপত্তি ও অধিকারবিধি বাক্যে ভাবনাতে ধাত্বর্থের করণরূপে অন্বয় হইলেও বিনিয়োগবিধিতে ধাত্বর্থ ভাবনাতে সাধ্যরূপেই অন্বিত হইয়া থাকে। উৎপত্তিবিধিতে যে-হোম ইষ্টের করণরূপে সিদ্ধ—হোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ, বিনিয়োগবিধিতে সেই হোম দধির সাধ্য বা ভাব্যরূপে সিদ্ধ— দধ্না হোমং ভাবয়েৎ। ইহার কারণ এইরূপ।

বিধিপ্রত্যয়ের দ্বারা ইষ্টই ভাব্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এক্ষণে উৎপত্তিবিধির প্রতীতির পূর্বে কর্ম সাধনস্বরূপ হওয়ায় ধাত্বর্থ যাগাদি দ্বিষ্ট, ইষ্ট নহে ; ফলে তাহার ভাব্যত্ব সম্ভব নহে। এইজন্য উৎপত্তিবিধিতে ও অধিকারবিধিতে ভাবনাতে ধাত্বর্থের করণরূপেই অন্বয় স্বীকৃত হইয়া থাকে। কেহই লোকবিত্তশ্রমাদিসাধ্য যাগাদিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ, উৎপত্তিবিধিতে করণবিশেষও অজ্ঞাত

১ "ভাবনৈব হি ভাব্যেন ফলেনান্বেতুমর্হতি। ধাত্বর্থঃ করণং তত্র লাঘবাৎ সন্নিকর্ষতঃ॥"

থাকে,—অগ্নিহোত্রনামক হোম, উদ্ভিদ্ নামক যাগ ইত্যাদিরূপে হোমসামান্য ও যাগসামান্যই শ্রুত। উৎপত্তিবিধির দ্বারা ধাত্বর্থ-যাগাদির ইষ্টসাধনতা প্রতিপাদিত হওয়ায় অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছার বিষয়রূপে উক্ত প্রকৃত্যর্থ যাগাদি ঈপ্সিততম এবং প্রত্যয়বাচ্যভাবনার সন্নিধানবশতঃ ভাবনাতে ধাত্বর্থের সাধ্যরূপেই অন্বয় যুক্তিযুক্ত। বিশেষতঃ, "দধ্না" বিধির ফলান্তর অশ্রুত হওয়ায় বুঝা যায় যে দধিদ্রব্যের হোমস্বরূপনিষ্পত্তিব্যতিরেকে অন্য কোন প্রয়োজন বা ফল নাই ; সুতরাং উহা অন্য কোন ইষ্টেরই করণ হইতে পারে না, উহা হোমরূপ প্রধান কর্মেরই করণ। কিন্তু দধির করণত্বমাত্রসিদ্ধির দ্বারা দধির বিধেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব বিধিপ্রত্যয়রূপ আখ্যাতের অপেক্ষা রহিয়াছে। আবার, কেবল বিধিশক্তিও বিনিয়োগবোধক শব্দের অভাবে কিছুই বিধান করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা। যাহা হউক, বিনিয়োগবিধিতে ধাত্বর্থ যে করণরূপে অন্বিত হইতে পারে না তাহার আরও কারণ এই যে করণতাবোধক তৃতীয়ান্ত "দধ্না" পদের দ্বারাই করণাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হওয়ায় ধাত্বর্থের করণরূপে অন্বয় সম্ভব নহে। অন্যথা বিনিয়োগবিধিতে ধাত্বর্থের করণতা রক্ষায় অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া "দধিমতা যাগেন ইষ্টং ভাবয়েৎ" এইরূপ অন্বয় অঙ্গীকার করিলে "দধি" পদে মত্বর্থলক্ষণাপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য ; ফলে "অগ্নিহোত্র"-বাক্যের আনর্থক্যও অবধারিত—ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তৃতীয়াশ্রুতিবোধিত দধির করণতা এবং ইষ্টরূপে উপস্থিত ধাত্বর্থের ভাব্যতাকে উপেক্ষা করিয়া যদি ধাত্বর্থের করণত্ব কল্পিত হয়, তবে ঐরূপ কল্পনা ও ইষ্টান্তরের ভাব্যত্বকল্পনা[2] উপস্থিত হওয়ায় মহাগৌরবদোষ অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন হইবে, যে-গুণবিধিবাক্যে ইষ্টবিশেষ শ্রুত হইয়াছে সেই স্থলে সেই ইষ্টবিশেষই ভাব্যরূপে ভাবনাতে অন্বিত হওয়ায় ধাত্বর্থ কিরূপে ভাব্যরূপে ঐ ভাবনাতেই অন্বিত হইবে ? যেমন, (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২।১।৫।৬) "দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ"-বাক্যে ইন্দ্রিয়সামর্থ্যরূপ ফলের উদ্দেশ্যে দধিরূপ গুণ বিহিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যই ভাব্য বা সাধ্যরূপে ভাবনাতে অন্বিত হইয়াছে ; সুতরাং ঐ ভাবনাতেই হোমের পুনর্বার ভাব্যরূপে অন্বয় স্বীকার করিলে বাক্যভেদদোষ হইবে। আবার, "দধ্নেন্দ্রিয়"-বাক্যে অপূর্ব কর্মের বিধি অর্থাৎ উৎপত্তিবিধি স্বীকার করিলে "দধি" পদে মত্বর্থলক্ষণা করিতে হইবে—দধিমতা হোমেন ইন্দ্রিয়ং ভাবয়েৎ। এই স্থলে "ইন্দ্রিয়কাম" পদে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বক্তব্য নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব স্ব কার্য্যকরণে ক্ষমতার অত্যুৎকর্ষই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পুরুষের কামনার বিষয়, ইহাই বক্তব্য।

মীমাংসাদর্শনের "ইন্দ্রিয়কামাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ২।২।২৫-৬) "দধ্নেন্দ্রিয়" বাক্যের বিচার করা হইয়াছে। উক্ত অধিকরণের সিদ্ধান্ত এইরূপ। অগ্নিহোত্র-প্রকরণে "দধ্না জুহোতি"-বাক্য যেমন শ্রুত হইয়াছে, সেইরূপ "দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ"-বাক্যও শ্রুত হইয়াছে। শেষোক্ত বাক্যের অর্থ—ইন্দ্রিয়কামপুরুষ দধির দ্বারা হোম করিবে। এক্ষণে এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে "দধ্নেন্দ্রিয়"-বাক্যে কোন অপূর্বকর্ম বিহিত না হওয়ায় উহা উৎপত্তিবিধি নহে, কারণ হোমরূপ অপূর্বকর্ম "অগ্নিহোত্র"-বাক্যেই বিহিত হওয়ায় "দধ্নেন্দ্রিয়"-বাক্যে উহার পুনর্বিধান হইতে পারে না। সুতরাং "জুহুয়াৎ" পদে পূর্বপ্রাপ্ত হোমই অনূদিত হইয়াছে। অতএব এই বাক্যে দধিরূপগুণের বিধানই স্বীকার্য্য। কিন্তু গুণ ক্রিয়া না হওয়ায় অভীষ্ট ইন্দ্রিয়রূপফল উৎপন্ন করিতে পারে না, ক্রিয়াই ফলের উৎপাদক হইয়া থাকে। এইজন্য আচার্য্য শবরস্বামী বৃত্তিকার মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে হোমরূপক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া দধিরূপগুণ যে ইন্দ্রিয়রূপফল উৎপন্ন করে, তাহাই এই বিধিবাক্যে সাধিত হইয়াছে (মীঃ সূঃ ২।২।২৬ শাবরভাষ্য, পৃঃ ১৭৫ = পৃঃ ১১৪-১৫ = পৃঃ ২৪৯), "অত এব চ বৃত্তিকারেণোক্তম্ 'হোমমাশ্রিতো গুণঃ ফলং সাধয়িষ্যতি। যথা রাজপুরুষো রাজানমাশ্রিতো রাজকর্ম করোতি' ইতি। তস্মাৎ দধ্নঃ ফলং—য ইন্দ্রিয়কামঃ স দধ্না কুর্য্যাদিন্দ্রিয়মিতি।" অতএব

২ "দধ্না"-বাক্যে হোমকে করণরূপে গ্রহণ করিলে হোমের ভাব্যরূপে কোন ইষ্টান্তর অবশ্যই কল্পনীয়। কিন্তু "দধ্না"-বাক্যে হোমই ইষ্টরূপে ভাবনাতে অন্বিত হওয়ায় উক্ত ইষ্টান্তরকল্পনা অধিক কল্পনা।

"দধ্নেন্দ্রিয়"-বাক্যে ইন্দ্রিয়রূপ ফলের উদ্দেশ্যে হোমাশ্রিত অর্থাৎ হোমকরণীভূতদধিগুণের বিধান করা হইয়াছে বলিয়া এই বাক্যকে ফলবাক্য অথবা গুণবাক্য না বলিয়া ফলায়গুণবাক্য বলা হইয়া থাকে।[৩] উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ—হোমাশ্রিতেন দধ্না ইন্দ্রিয়রূপং ফলং ভাবয়েৎ। এইরূপ আলোচনার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যে-গুণবিধিবাক্যে[৪] ইষ্টবিশেষ শ্রুত, সেই বাক্যে ধাত্বর্থ ভাব্য নহে, কিন্তু ধাত্বর্থ ভাব্য না হইতে পারিলেও ভাবনাতে ধাত্বর্থের করণরূপে কখনই অন্বয় হয় না; যেহেতু উক্ত বাক্যে করণান্তর ("দধ্না"পদে) শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং ধাত্বর্থ বিধেয়-গুণের আশ্রয়রূপেই অন্বিত হইয়া থাকে; যেহেতু "দধ্নেন্দ্রিয়" বাক্যের "দধিকরণত্বেন ইন্দ্রিয়ং ভাবয়েৎ" এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণে দধির আশ্রয়রূপে কোন পদার্থের আকাঙ্ক্ষা হইলে সন্নিধিপ্রাপ্ত হোমই আশ্রয়রূপে অন্বিত হইতে সমর্থ।[৫]

মীমাংসাসম্প্রদায় বিনিয়োগবিধির বিনিয়োগে অর্থাৎ বিনিয়োগবিধির সহকারিকারণরূপে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, এই ছয় প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। বিনিয়োগবিধিকৃতবিনিয়োগাঙ্গত্বে অববোধকত্বই বিনিয়োগবিধিসহকারিত্ব। ফলে এই ছয় প্রমাণের যে কোন একটির সহায়তায় বিনিয়োগবিধি অঙ্গ-প্রধানভাব সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। অর্থাৎ অঙ্গ-প্রধানভাবরূপ সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতে বিনিয়োগবিধি উপরি উক্ত ছয়টি প্রমাণের একটি প্রমাণকে অপেক্ষা করিয়া থাকে।

প্রশ্ন হইবে, অঙ্গ কাহাকে বলে?

উপকারকত্ব অঙ্গত্ব হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে গোদোহনপাত্র অপ্‌প্রণয়নের উপকারক হওয়ায় উহা অপ্-প্রণয়নের অঙ্গ অর্থাৎ ক্রত্বর্থ হইয়া যাইবে; কিন্তু মীমাংসাদর্শনে উহাকে ক্রতুর অঙ্গরূপ স্বীকার করা হয় নাই, পুরুষার্থরূপেই স্বীকার করা হইয়াছে।[৬]

৩ পূর্বপ্রাপ্ত কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা হইলে ফলসম্বন্ধবোধকবিধিকে ফলবিধি বলা হয়; যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ।" যে-পুরুষ স্বর্গ কামনা করিবে সেই পুরুষ স্বর্গের সাধনরূপে অগ্নিহোত্রনামক হোম করিবে—এইরূপ বাক্যে "অগ্নিহোত্রং জুহোতি"-বাক্যে উৎপন্ন (প্রাপ্ত) কর্মের ফলসম্বন্ধমাত্র কথিত হওয়ায় উহাকে ফলবাক্য বলা হয়—উক্ত ফলসম্বন্ধবোধকবিধিই ফলবিধি বা অধিকারবিধি। ঐরূপ "অগ্নিহোত্র" উৎপত্তিবাক্যে বিহিত হোমের উদ্দেশ্যে দধ্যাদিগুণের বিধান হওয়ায় "দধ্না জুহোতি" বাক্যকে গুণবাক্য বলে, এই বাক্যে গুণবিধি প্রকাশিত হইয়াছে। "দধ্নেন্দ্রিয়" বাক্যে ফলায় গুণবিধি স্বীকৃত হয়; কারণ "অগ্নিহোত্র" বাক্যে শ্রুত হোমকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ ফলের নিমিত্ত দধিরূপগুণের বিধান করা হইয়াছে। এই গুণফলবিধিকে গুণকামবিধিও বলা হইয়া থাকে।

৪ অর্থাৎ যে-বাক্যে দধ্যাদিগুণকরণত্বের ফলভাবনাতে করণরূপে বিধান শ্রুত, সেই বাক্যে,—"দধ্না জুহোতি" বাক্যের ন্যায় কেবল গুণবিধিবাক্যে নহে। শেষোক্ত বাক্যে দধিগুণকরণত্বের হোমভাবনাতে করণরূপে বিধান শ্রুত হইয়াছে, ফলভাবনাতে নহে। এইজন্য "দধ্না" বাক্যে গুণবিধি স্বীকৃত হওয়ায় উহাকে গুণবাক্য এবং "দধ্নেন্দ্রিয়" বাক্যে ফলায় গুণবিধি স্বীকৃত বলিয়া উহাকে ফলায়গুণবাক্য বলা হয়। পূর্ব পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫ বস্তুতঃ আচার্য্য শবর স্বামী ইন্দ্রিয়কামাধিকরণভাষ্যের সর্বশেষে অথবা কল্পে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন (মীঃ সূঃ ২।২।২৬ শাবরভাষ্য পৃঃ ১৭৫ = পৃঃ ১১৭ = পৃঃ ২৪৯), "অথবা দধিশব্দস্য বিবক্ষিতার্থত্বাৎ দধিহোমসম্বন্ধোঽয়ং বাক্যেন বিধীয়তে। তেন দধ্না হোমেন সম্বধ্যমানাৎ ফলং ভবিষ্যতি ইতি।" তাৎপর্য্য এই, "দধ্নেন্দ্রিয়" বাক্যে দধির বিধান হইতে পারে না, কারণ "দধ্না জুহোতি"-বাক্যেই দধি বিহিত হওয়ায় উহা পূর্বপ্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্তেরই বিধান হয়, প্রাপ্তের নহে। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে "দধ্নেন্দ্রিয়"-বাক্যে যদি দধির বিধান না হয়, নাই হউক; কিন্তু দধিরূপগুণ যে ইন্দ্রিয়রূপফলের উৎপাদক, তাহা এই বিধিবাক্যের প্রবৃত্তির পূর্বে অজ্ঞাত হওয়ায় "দধ্নেন্দ্রিয়" বাক্যে ইন্দ্রিয়রূপফলের সহিত দধিরূপ গুণের সম্বন্ধই বোধিত হইয়াছে।

৬ মীমাংসাদর্শনের ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থলক্ষণাধিকরণের (মীঃ সূঃ ৪।১।১-২ প্রতিজ্ঞাধিকরণসহ) তৃতীয় বর্ণকে "চমসেনাপঃ প্রণয়েদ্ গোদোহনেন পশুকামস্য" (আপঃ শ্রৌতঃ ১।১৬।৩) দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পঠিত এইরূপ বাক্যের বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত এই যে গোদোহনপাত্রে অপ্-প্রণয়ন পুরুষার্থ, ক্রত্বর্থ নহে। পুরুষের প্রীতির জন্য যে-কর্ম শ্রুতিমধ্যে বিহিত হইয়াছে, সেই কর্ম পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের (যজমানের) প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে, যেমন দর্শপূর্ণমাসাদি কর্ম। অপরদিকে, যাগের (ক্রতুর) স্বরূপনিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ ভাবনার কথম্ভাব পরিপূরণের জন্য যে-কর্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা ক্রত্বর্থ অর্থাৎ ক্রতুর উপকারক, যেমন প্রয়াজাদি অঙ্গ-যাগ। মীমাংসাশাস্ত্রে কোন কর্মকে ক্রত্বর্থরূপে, কোন কর্মকে পুরুষার্থরূপে, কোন কর্মকে বা উভয়ার্থরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। মন্ত্রদ্বারা

শুধু তাহাই নহে, জামাতার নিমিত্ত প্রজ্বলিত প্রদীপ শিষ্যের উপকারক হইলেও উহা তাহার অঙ্গ নহে।

অবিনাভাবও অঙ্গত্ব নহে, কারণ তাহা হইলে আগ্নেয়াদি প্রধান ছয়টি যাগ পরস্পরের অঙ্গ হইয়া যাইবে।

এইরূপভাবে প্রযোজ্যত্বও অঙ্গত্ব নহে, কারণ পুরোডাশকপাল তুষোপবাপপ্রযোজ্য না হইলেও উহার অঙ্গ হইতে বাধা নাই।[৭]

এইজন্য মীমাংসা-সূত্রের "শেষত্বনির্বচনাধিকরণে" সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি শেষ বা অঙ্গের লক্ষণ দিয়াছেন (মীঃ সূঃ ৩।১।২) "শেষঃ পরার্থত্বাৎ।"[৮] শাবরভাষ্যে এই লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে (ঐ, শাবরভাষ্য, পৃঃ ২২৮ = পৃঃ ১৫ = পৃঃ ৫৩২), "যঃ পরস্যোপকারে বর্ত্ততে স শেষ ইত্যুচ্যতে।" এইরূপ সূত্রভাষ্য অনুসারে ভাট্টমীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন—"পরোদ্দেশ-প্রবৃত্তকৃতিব্যাপ্যত্বরূপং পারার্থ্যম্ অঙ্গত্বম্।" অর্থাৎ, অন্যের উদ্দেশে প্রবৃত্ত পুরুষের যে কৃতি বা প্রযত্নবিশেষ, তাহার দ্বারা যাহা ব্যাপ্ত, তাহাই অঙ্গ। ঐরূপ ব্যাপ্যত্বই অঙ্গত্ব যাহার অপর নাম পারার্থ্য। সুতরাং উপকারকত্ব, অবিনাভূতত্ব, প্রযোজ্যত্ব প্রভৃতি অঙ্গত্ব নহে, ইহা তন্ত্রবার্তিকে (৩।১।২ পৃঃ ৯-১৬ = পৃঃ ৫৩৩-৩৬) বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। "দধ্না" বিধিস্থলে দধিতে লক্ষণসমন্বয় এইরূপ। অঙ্গরূপে অভিমত দধিকে অপেক্ষা করিয়া হোম পর বা অন্য. সেই হোমকে উদ্দেশ করিয়া প্রবৃত্ত পুরুষের যে কৃতি বা প্রযত্নবিশেষ, সেই প্রযত্নবিশেষের দ্বারা ব্যাপ্ত বা অভিসম্বদ্ধ পদার্থ হইল দধি। এই জন্য হোমরূপ প্রধানকর্মকে অপেক্ষা করিয়া দধিদ্রব্য গুণ। এইরূপভাবে গুণ ও সংস্কারেও শেষ-লক্ষণের সমন্বয় সম্ভব।[৯] মহর্ষি বাদরিমতে দ্রব্য, গুণ ও সংস্কারই পরোপকারক হওয়ায় কেবল উহারাই শেষ বা অঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু মহর্ষি জৈমিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যে যাগ, ফল ও পুরুষও অঙ্গ হইতে পারে। এই বিষয়ে বৃত্তিকার ভগবান্

সংস্কৃত অপ্ (জল) মন্ত্রপাঠ করিয়া আহবনীয় অগ্নির সমীপে আনয়নই অপ্-প্রণয়ন। অপ্-প্রণয়নের অঙ্গরূপে দারুনির্মিত চমস্ নামক পাত্রবিশেষ বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রুতি বলিতেছেন যে পশুকাম পুরুষ গো-দোহনপাত্রের (যে পাত্রে গো-দুগ্ধ দোহন করা হয়) দ্বারা অপ্-প্রণয়ন করিবে। অপ্-প্রণয়ন ক্রত্বর্থ হইলেও "পশুকাম" পদসমভিব্যাহারবশতঃ গো-দোহনপাত্রে অপ্-প্রণয়ন পুরুষার্থ, যেহেতু গো-দোহনপাত্র ব্যতিরেকেও চমস্পাত্রের দ্বারা অপ্-প্রণয়ন সম্ভব। কিন্তু পাত্রভিন্ন অপ্-প্রণয়ন সম্ভব না হওয়ায় উহা ক্রতুর উপকারকও বটে অর্থাৎ উহা ক্রত্বর্থও হইয়া যাইবে! এই অধিকরণের উপর ভট্টকুমারিলের টুপ্টীকার উপর পার্থসারথি মিশ্রের "তন্ত্ররত্ন" নামক ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিশালবিচার আছে—তন্ত্ররত্ন ৪।১।১ ও ২ পৃঃ ৩-২৯। পূর্বপক্ষীর মতে গো-দোহনপাত্রে অপ্-প্রণয়ন উভয়ার্থ।

৭ জৈমিনীয় ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৩।১।২য় অধিঃ পৃঃ ১২৯ = পৃঃ ১২০-২১. "তথাহি—শেষত্বং নাম কিমাবনাভূতত্বম্, প্রযোজ্যত্বং বা, বিধ্যন্তবিহিতত্বং বা। নাদ্যঃ, [আগ্নেয়াদি] ষড়্যাগানামবিনাভূতানাং পরস্পরশেষত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, 'পুরোডাশকপালেন তুষানুপবপতি' (আপঃ শ্রৌতঃ ১।২০।৯) ইত্যত্র তুষোপবাপং প্রতি শেষস্যাপি কপালস্য তৎপ্রযোজ্যত্বাভাবাৎ। ন তৃতীয়ঃ, বিধ্যাদিবিহিতস্য পলাশশাখাচ্ছেদস্য সত্যপি শেষত্বে বিধ্যন্তবিহিতত্বাভাবাৎ।" "বিধ্যন্তবিহিতত্ব" পদের অর্থ এইরূপ। বিধেরন্তো বিধ্যন্তঃ। বিধি অর্থাৎ প্রধানবিধি। তৎপ্রবৃত্ত্যনন্তরবিহিতত্বই বিধ্যন্তবিহিতত্ব। "উপবপতি" পদের অর্থ অপসারয়তি। "পুরোডাশকপালেন" প্রভৃতির অর্থ এইরূপ। পুরোডাশ অর্থাৎ চাউল বা যবের দ্বারা প্রস্তুত হবনীয় দ্রব্য। পুরোডাশের নিমিত্ত মৃৎশরাবই পুরোডাশকপাল। তাহার দ্বারা তুষ অপনয়ন করিবে, ইহাই বিধি। যদিও এই বিধিবাক্যে তুষোপবাপ বা তুষের অপনয়নের অঙ্গরূপে পুরোডাশকপাল বিহিত, তথাপি তুষোপবাপ কপালের প্রযোজক নহে; কারণ কপালেই পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয়। সুতরাং পুরোডাশনিমিত্ত প্রস্তুত কপালের দ্বারাই তুষোপবাপ সিদ্ধ হওয়ায় লাঘববশতঃ পুরোডাশই কপালের প্রযোজক। অতএব কপাল তুষোপবাপের প্রতি শেষ বা অঙ্গ হইলেও উহা তুষোপবাপপ্রযোজ্য নহে, পুরোডাশ-প্রযোজ্য।

৮ এই সূত্রে শেষের লক্ষণ ও হেতু উভয়ই বলা হইয়াছে। যাহা পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সম্পন্ন করে, তাহাই শেষ বা অঙ্গ—ইহাই শেষের লক্ষণ। যে হেতু কোন পদার্থ পরার্থ, সেইহেতু উহা শেষ। হেতু শ্রৌত, লক্ষণ আর্থিক, অথবা লক্ষণ শ্রৌত, হেতু আর্থিক—এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৩।১।২য় অধিঃ পৃঃ ১২৯ = পৃঃ ১২১, 'বিমতঃ প্রযাজাদিঃ শেষঃ পরার্থত্বাৎ ভৃত্যাদিবদিতি হেতুঃ সুনিরূপঃ। অবিনাভূতত্বাদীনাং লক্ষণানাং দুষ্টত্বেঽপি 'পরার্থঃ শেষঃ' ইতি লক্ষণস্যাদুষ্টত্বাৎ। তেন লক্ষিতঃ আকারঃ স্বরূপম্। ন চ পারার্থ্যস্যৈব হেতুত্বে লক্ষণত্বে চ সাঙ্কর্য্যম্, আকার-ভেদেন তদ্ভেদাৎ। দৃষ্টান্তে গৃহীতব্যাপ্তিং সহায়ীকৃত্য বোধক আকারঃ হেতুঃ, ইতরব্যাবৃত্ত্যা বোধক আকারো লক্ষণম্। তস্মাৎ শেষতায়াঃ হেতুস্বরূপে বিদেতে।"

৯ মীঃ সূঃ ৩।১।১২ "আরুণ্যাদিগুণানামসঙ্কীর্ণতাধিকরণম্" (আরুণি-ন্যায়) দ্রষ্টব্য।

উপবর্ষের সম্মতি উদ্ধার করিয়া আচার্য্য শবর স্বামী বলিয়াছেন যে দ্রব্য, গুণ ও সংস্কার সর্বদাই যাগের অঙ্গ হয় বলিয়া উহারা নিয়ত বা নিরপেক্ষ শেষ ; কিন্তু যাগাদিত্রয়ের শেষত্ব আপেক্ষিক। যেমন যাগ দ্রব্যাদিকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান, কিন্তু ফলকে অপেক্ষা করিয়া অপ্রধান বা শেষ ; ফল যাগকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান, কিন্তু পুরুষকে অপেক্ষা করিয়া গুণ বা শেষ এবং পুরুষ ফলকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান, কিন্তু ঔদুম্বরী পুরুষপরিমাণবিশিষ্টস্থলে পুরুষ গুণ বা অঙ্গ। ইহাদের সকলেই শেষলক্ষণসমন্বয় করা যাইবে।[১০] এইজন্য হোমও পুরুষপ্রযত্নবিশেষের দ্বারা অভিসম্বধ্যমান হইলেও হোমের অঙ্গ নহে, যেহেতু হোমোদ্দেশে হোম করা হয় না, স্বর্গাদিফলোদ্দেশে করা হইয়া থাকে বলিয়া হোমের অঙ্গত্ব স্বর্গাদিনিরূপিত, নিজের দ্বারা নিজে নিরূপিত নহে। এই কারণে অঙ্গলক্ষণবাক্যে "পরোদ্দেশ" পদ নিবেশিত হইয়াছে। এই অঙ্গত্বই পারার্থ্য—পরস্মা ইদং পরার্থম্, তস্য ভাবঃ পারার্থ্যম্। এইরূপ অঙ্গত্বই বিনিয়োগবিধি শ্রুতিলিঙ্গাদি ছয়টি প্রমাণের যে কোন একটির সহায়তায় জ্ঞাপন করিয়া থাকে।[১১]

---

১০ মীঃ সূঃ ৩।১।৩-৬ "শেষলক্ষ্যাধিকরণম্" বা "বাদর্য্যধিকরণম্।" শাবরভাষ্য ৩।১।৬ পৃঃ ২৩১ = পৃঃ ১৯ = পৃঃ ৫৪২, "অথেদানীম্ অত্রভবান্ বৃত্তিকার[উপবর্ষঃ ?] পরিনিশ্চিকায়, দ্রব্যগুণসংস্কারেষ্বেব নিয়তো যজিং প্রতি শেষভাবঃ, আপেক্ষিক ইতরেষাম্" ইত্যাদি। যজ্ঞভূমিতে প্রোথিত উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) বৃক্ষ নির্মিত স্তম্ভকে ঔদুম্বরী বলে। উহা পুরুষের (যজমানেব) সমান পরিমাণবিশিষ্ট হইবে, ইহাই বিধি। এই বিধিতে পুরুষ ঔদুম্বরীকে অপেক্ষা করিয়া অপ্রধান বা অঙ্গ। মীমাংসাদর্শনের "শেষলক্ষণাধিকরণে"র (মীঃ সূঃ ৩।১।২) উপর প্রভাটীকাসহ শাস্ত্র-দীপিকা, (মীঃ সূঃ ৩।১।২য় অধিঃ পৃঃ ২১৯-২১), তৌতাতিতমততিলক (ঐ, পৃঃ ৪৮৫-৯০), ভাট্টদীপিকা (ঐ পৃঃ ২২৩-২৪) দ্রষ্টব্য। প্রভাবলীর "ননু কিমিদং পরার্থত্বং নাম ?" ইত্যাদি সন্দর্ভে (ঐ, পৃঃ ২২৩-২৪) মীমাংসা-ন্যায়- প্রকাশকারাদির মতও খণ্ডিত হইয়াছে।

১১ ভাট্ট-মীমাংসাসম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অভাব বা অনুপলব্ধিভেদে ছয় প্রকার প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্লোকবার্ত্তিকে উক্ত প্রমাণসমূহ এই ক্রমেই আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অলৌকিক বিষয়ে শব্দ বা শ্রুতিই প্রমাণ। পুনরায়, শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ—উপদেশ ও অতিদেশ। উপদেশ বহু প্রকার। তন্মধ্যে অঙ্গ-প্রধানভাবরূপসম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতেই বিনিয়োগবিধি শ্রুতি, লিঙ্গ প্রভৃতি ছয়টি প্রমাণের মধ্যে যে-কোন একটি প্রমাণকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে পূর্বোক্ত প্রমাণ-বিভাগ হইতে এইরূপ প্রমাণবিভাগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। মীমাংসা-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ বিনিয়োগ-বিধি বিচারিত হইয়াছে। এইজন্য তৃতীয় অধ্যায়ের নাম শেষ-লক্ষণ। লক্ষ্যাতে ব্যুৎপাদ্যতে অনেন, এইরূপ করণব্যুৎপত্তিতে "লক্ষণ" পদের অর্থ অধ্যায়। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে শ্রুতি-বিনিয়োগ, দ্বিতীয় পাদে লিঙ্গ-বিনিয়োগ, তৃতীয় পাদের প্রথম তিনটি অধিকরণে বাক্য-বিনিয়োগ, চতুর্থ অধিকরণে প্রকরণ-বিনিয়োগ, পঞ্চম অধিকরণে ক্রম-বিনিয়োগ ও ষষ্ঠ অধিকরণে সমাখ্যা-বিনিয়োগ বিচারিত হইয়াছে। শ্রুতিলিঙ্গাদির বিরোধে যে পূর্ব পূর্ব প্রমাণ পর পর প্রমাণ অপেক্ষা প্রবল, তাহা বলাবলাধিকরণনামক সপ্তম অধিকরণের শাবরভাষ্যে, বিশেষতঃ ন্যায়সুধাসহতন্ত্রবার্ত্তিকে (তন্ত্রবার্ত্তিক ৩।৩।১৪ পৃঃ ২১৯-৭১ ; ন্যায়সুধা, মুকুন্দ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা, পৃঃ ১২০৪-৮৫) সদৃষ্টান্ত বিশালবিচার বিদ্যমান। শ্রুতি-লিঙ্গাদির অতীব সংক্ষিপ্ত আলোচনাও অতি বিস্তৃত হইয়া যাইবার ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। প্রথম শিক্ষার্থী মীমাংসা-পরিভাষা, অর্থ-সংগ্রহ ও মীমাংসা-ন্যায়প্রকাশ দেখিবেন। ব্রহ্মসূত্রের বেধাদ্যধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২৫) উপর ভাষ্য-ভামতী মধ্যে (ভামতী ঐ, পৃঃ ৭৯৯-৮০১) বাচস্পতি মিশ্র প্রথম তন্ত্রে অনভিজ্ঞের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ (ভামতী পৃঃ ৮০১) শ্রুতি-লিঙ্গাদির বলাবলবিচার কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা সংক্ষেপ আলোচনা রত্নপ্রভায় (১।১।২ পৃঃ ৫৯) বিদ্যমান। প্রসঙ্গতঃ দুইটি কথা জানা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, "শ্রুতি", "লিঙ্গ" ইত্যাদি শব্দসমূহ পারিভাষিক। দ্বিতীয়তঃ, প্রাভাকর সম্প্রদায় মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে "উপাদান" নামক সপ্তম প্রমাণ স্বীকার করিলেও ভাট্ট সম্প্রদায় উহার খণ্ডন করিয়াছেন।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় বিনিয়োগবিধিবিচার নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রয়োগ-বিধিবিচার

এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত প্রয়োগবিধির আলোচনা করা যাইতেছে। যদিও কোন কোন প্রকরণগ্রন্থে বিধি-বিভাগ উপস্থাপনকালে প্রয়োগবিধির স্থান সর্বশেষে উপস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি প্রথম শিক্ষার্থীর বুদ্ধিসৌকর্য্যের নিমিত্ত সেই সমস্ত গ্রন্থেও অধিকারবিধি আলোচনার পূর্বে প্রয়োগবিধি আলোচিত হইয়াছে। প্রয়োগবিধির লক্ষণ এইরূপ—প্রয়োগপ্রাশুভাববোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ। অর্থাৎ যে-বিধি প্রয়োগের প্রাশুভাবের জ্ঞাপক, তাহাই প্রয়োগবিধি। সাধারণতঃ "প্রয়োগ" শব্দের অর্থ অনুষ্ঠান হইলেও এইস্থলে এককর্মতাপন্ন অঙ্গ-প্রধানাত্মক কর্মসংঘাতই "প্রয়োগ" পদের অভিপ্রেত অর্থ। এইজন্য বিনিয়োগ-বিধিনিরূপণপ্রকরণদ্বারা অবগত অঙ্গ-প্রধানবাক্যসমূহ বুদ্ধিতে ঝটিতি উপস্থিত হওয়ায় অঙ্গ-প্রধানবাক্যঘটিত প্রয়োগবিধিই বিনিয়োগবিধির আলোচনার অনন্তরই আলোচিত হইয়া থাকে, অধিকারবিধি আলোচিত হয় না, যদিও অধিকারবিধিও প্রয়োগবিধির কুক্ষিগত হইয়া থাকে। যাহা হউক, প্রয়োগবিধি বুঝিতে হইলে একবাক্যতা ও তাহার বিভাগ জানা একান্ত প্রয়োজন।

মীমাংসাদর্শনের "একবাক্যত্বলক্ষণাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ২।১।৪৬) আচার্য্য শবরস্বামী বলিয়াছেন যে যাহা একটি সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু বিভক্ত হইলে সাকাঙ্ক্ষ হয় অর্থাৎ অন্বয়ার্থ পদান্তরের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাই একটি বাক্য—অর্থৈকত্বই একবাক্যত্ব। যেমন, "দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি" একটি বাক্য ; কারণ দেবদত্তনিষ্ঠগ্রামকর্মকগমনক্রিয়ানুকূলকৃতিরূপ একটি অর্থই এই তিনটি পদ মিলিতভাবে প্রকাশ করিতেছে এবং এই পদত্রয়ের কোন একটি পদকে ত্যাগ করিলে অপরপদদ্বয় সাকাঙ্ক্ষ হইবে। অনুরূপভাবে "ন সুরাং পিবেৎ" এর অন্তর্গত "ন"কার, "সুরাং" ও "পিবেৎ" এই পদ তিনটি পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশতঃ অন্বিত হইয়া সুরাপাননিষেধরূপ একটিমাত্র অর্থের প্রতীতি উৎপন্ন করে বলিয়া উহাদের একবাক্যতা বর্ত্তমান ; ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি বা দুইটি পদ সুরাপাননিষেধরূপ একটি অর্থ উপস্থাপনে অসমর্থ। সুতরাং একবাক্যতার লক্ষণ এইরূপ—পরস্পরাকাঙ্ক্ষয়া একার্থপ্রতিপাদকত্বেন একবুদ্ধ্যারূঢ়ত্বম্ একবাক্যত্বম্।[১]

একবাক্যতা দ্বিবিধ—পদৈকবাক্যতা ও বাক্যৈকবাক্যতা। মিলিত পদসমূহের একার্থবোধকতাই পদৈকবাক্যতা—ইহাই পদৈকবাক্যতার একটি লক্ষণ। উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বয়ে এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত পদৈকবাক্যতা বিদ্যমান, কারণ "দেবদত্তঃ" ইত্যাদি পদত্রয় মিলিত হইয়া একার্থের বোধক হওয়ায় উহা পদৈকবাক্যতার স্থল। কিন্তু মীমাংসাসম্প্রদায় অন্য অর্থে পদৈকবাক্যতা বুঝিয়া থাকেন। অর্থবাদ আলোচনাকালে পদৈকবাক্যতার দ্বিতীয় লক্ষণ আলোচিত হইবে।

যদি কোন স্থলে পদসমূহের দ্বারা অভিহিত পদার্থসমূহ পরস্পর আকাঙ্ক্ষাদিবশে পরস্পরসম্বদ্ধ হইয়া একাধিক বাক্যের গঠন পূর্বক একাধিক বাক্যার্থের প্রতিপাদন করিবার পর পুনরায় যদি শেষশেষিভাবাদিরূপ আকাঙ্ক্ষাবশতঃ ঐ একাধিক বাক্যার্থ অন্বিত হইয়া একটিমাত্র অর্থের প্রকাশক একটি মহাবাক্য গঠন করে, তবে সেইস্থলে বাক্যৈকবাক্যতা বিদ্যমান।[২] সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বাক্য

১ ভাট্টদীপিকা ২।১।১৫শ অধিকরণ পৃঃ ১৫৪, "বাক্যত্বং চ যাবৎস্বর্থৈকত্বং বিভজ্যমানসাকাঙ্ক্ষত্বং চ তাবৎসু। অর্থৈকত্বং চ ভিন্নপ্রতীতিবিষয়ানেকমুখ্যবিশেষ্যরাহিত্যম্, অন্যস্য দুর্বচত্বাৎ" ইত্যাদি। প্রভাবলী দ্রষ্টব্য। স্মর্ত্তব্য মীমাংসামতে আখ্যাতার্থ ভাবনাই বাক্যার্থাববোধে মুখ্যবিশেষ্য হইয়া থাকে। যে-বিশেষ্য কাহারও বিশেষণ হয় না, তাহাই মুখ্য-বিশেষ্য। যেমন "ঘটজ্ঞানবানহম্" প্রতীতিতে ঘটরূপ বিশেষণকে অপেক্ষা করিয়া জ্ঞান বিশেষ্য হইলেও অহমকে অপেক্ষা করিয়া জ্ঞান বিশেষণ। কিন্তু অহম্ কাহারও বিশেষণ না হওয়ায় উক্ত প্রতীতিতে অহম্ মুখ্য বিশেষ্য।

২ তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৪।২৪ পৃঃ ১২৮=১।৪।২৯ পৃঃ ২৪০, "স্বার্থবোধে সমাপ্তানামঙ্গাঙ্গিত্বাদ্যপেক্ষয়া। বাক্যানামেক-বাক্যত্বং পুনঃ সংহত্য জায়তে ॥" অর্থাৎ, বাক্যসমূহ নিজ নিজ অর্থবোধ উৎপন্ন করিয়া নিবৃত্ত হইবার পরও কোন প্রয়োজনবশতঃ অঙ্গাঙ্গিভাবসাপেক্ষ হয় বলিয়া পুনরায় সেই বাক্যসমূহ পরস্পর সংহত বা মিলিত হইয়া একবাক্যতা সাধন করিয়া থাকে। যেমন ন্যায়সিদ্ধান্তে পঞ্চাবয়বিন্যায়-প্রয়োগস্থলে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্য স্বতন্ত্র অর্থের উপস্থাপক হইয়াও পুনরায় আকাঙ্ক্ষাদিবশে একটি ন্যায়-প্রকাশক একটি মহাবাক্য গঠন করে, সেইরূপ। তাৎপর্য্য এই,

ভিন্নরূপে উপস্থাপনীয় নিজ নিজ অর্থ পরিত্যাগ না করিয়াও পরস্পর আকাঙ্ক্ষাদিবশে পুনরায় মহাবাক্যরূপে একটি অভিন্ন অর্থের বোধক হইয়া বুদ্ধ্যারূঢ় হইলে তাহাকে বাক্যৈকবাক্যতা বলে। পদৈকবাক্যতাস্থলে খণ্ডবাক্য কিরূপে স্বীয় বাক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া পদস্থানীয় হইয়া একটি পদার্থের বোধক হয়, তাহা পরে আলোচিত হইবে।

বাক্যৈবাক্যতা আবার দুই প্রকার—অঙ্গাঙ্গিভাববোধক বাক্যসমূহের মধ্যে বাক্যৈকবাক্যতা এবং অর্থবাদ[৩] ও বিধিবাক্যের মধ্যে বাক্যৈকবাক্যতা। প্রয়োগবিধি বুঝিতে হইলে প্রথম প্রকার বাক্যৈকবাক্যতা বুঝিতে হইবে, কারণ প্রয়োগপ্রাশুভাববোধকবিধিরূপ প্রয়োগবিধি বুঝাইতে মীমাংসাসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, "অঙ্গবিধিভিঃ সহ একবাক্যতয়া মহাবাক্যতাপন্নঃ প্রধানবিধিরেব প্রয়োগবিধিঃ" অর্থাৎ অঙ্গবাক্যৈকবাক্যতাপন্ন প্রধানবিধিবাক্যই প্রয়োগবিধিবাক্য। এক্ষণে ইহার তাৎপর্য্য সদৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে শ্রুত হইয়াছে (তৈত্তিঃ সং ২।২।৫), "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত।" পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে ফলসম্বন্ধবোধক বলিয়া ইহা অধিকারবিধি। এইস্থলে ভিন্ন ভিন্ন পদসমূহ আকাঙ্ক্ষাবশতঃ একটিমাত্র অর্থের বোধক একটি বাক্য গঠন করিয়াছে এবং ঐ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ—দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গং ভাবয়েৎ। ঐ প্রকরণেই (তৈত্তিঃ সং ২।৬।১) "সমিধো যজতি", "তনূনপাতং যজতি", "ইড়ো যজতি", "বর্হির্যজতি" ও "স্বাহাকারং যজতি"—এইরূপ পঞ্চপ্রযাজরূপ অঙ্গযাগবোধক পঞ্চ বিধিবাক্য শ্রুত হইলে প্রতিটি বাক্য একটি করিয়া বাক্যার্থ উপস্থাপন করিয়া থাকে। এইরূপভাবে শ্রুতফল প্রধানবিধিবাক্য ও অশ্রুতফল পঞ্চ অঙ্গযাগবিধায়ক বাক্যসমূহ প্রথমতঃ নিজ নিজ বাক্যার্থ উপস্থাপন করিয়া বিরতব্যাপার হয়। প্রশ্ন হইবে, স্বার্থবোধের অনন্তর পরিসমাপ্ত হওয়ায় যদি বাক্যসমূহের নানাত্বই স্বীকৃত হয়, তবে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদক এই বাক্যসমূহের একবাক্যতা সম্ভব? উত্তর এই, "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং" স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পদসমূহ স্বার্থ অর্থাৎ পদার্থবোধের অনন্তর বিরতব্যাপার হইয়াও যেমন পুনরায় আকাঙ্ক্ষাবশতঃ পরস্পর অন্বিত হইলে মিলিত পদসমূহ একটি বাক্য রচনাপূর্বক একটি বাক্যার্থ উপস্থাপন করে, সেইরূপ "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং" ও "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বাক্যসমূহ স্বার্থ অর্থাৎ বাক্যার্থবোধের[৪] অনন্তর সমাপ্ত হইলেও পুনরায় উপকার্য্য-উপকারকভাবের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ অন্বিত হইলে মিলিতবাক্যসমূহের একবাক্যতা ঘটিয়া

"পর্বতো বহ্নিমান্" এইরূপ বাক্যস্থলে একাধিক পদ পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশে সম্বদ্ধ হইয়া বহ্নিবিশিষ্ট পর্বতরূপ একটি অর্থের প্রকাশক একটি বাক্য গঠন করিয়াছে। ইহাই প্রতিজ্ঞাবাক্য। এইরূপভাবে হেতুবাক্য, উদাহরণ-বাক্য, উপনয়-বাক্য ও নিগমনবাক্যও ভিন্ন ভিন্ন পদ দ্বারা গঠিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে প্রত্যেক বাক্যই একটি স্বতন্ত্র বাক্যার্থের প্রকাশক। এক্ষণে উক্ত বাক্যপঞ্চক নিজ নিজ বাক্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়াই পুনরায় আকাঙ্ক্ষাবশে একটিমাত্র ন্যায়-প্রকাশক একটি মহাবাক্য গঠন করিয়াছে। আকাঙ্ক্ষাপ্রকার এইরূপ—পর্বতো বহ্নিমান্। কস্মাৎ? ধূমাৎ। ইত্যাদি। "সর্বেষামেকার্থপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি" এই ন্যায়ভাষ্যের (ন্যাঃ ভাঃ ১।১।৩৯ পৃঃ ৩১৬) ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন (ঐ), "প্রতিজ্ঞাদীনামুপনয়ান্তামেকোঽর্থঃ স্বভাবপ্রতিবদ্ধং লিঙ্গং বা অনুমেয়ং বা, তস্য প্রতিপত্তিঃ, তস্যাং সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি, তদনেনৈকার্থত্বং দর্শিতম্।" "কঃ পুনরেকার্থসমবায়ঃ?" ইত্যাদি ন্যায়বার্ত্তিকের সন্দর্ভ (ন্যাঃ বাঃ ১।১।১ পৃঃ ৫২) ব্যাখ্যা করিতে তাৎপর্য্যটীকাকার (তাঃ টীঃ ঐ) অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন এবং অন্যত্র (ঐ পৃঃ ৪৯) মীমাংসাসম্মত দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন, "যথা 'সোমেন যজেত', 'গো-দোহনেন পশুকামস্য', 'যস্য পিতা পিতামহো বা সোমং ন পিবতি স ব্রাত্য' (মৈত্রাঃ সং ২।৫।৫ পাঠভেদ লক্ষণীয়) ইতি তস্য বিশেষস্যৈকস্য প্রতিপত্তিহেতুঃ।"

৩ মীমাংসাসম্প্রদায় সমস্ত অর্থবাদস্থলে পদৈকবাক্যতা স্বীকার করিলেও অদ্বৈতী ভূতার্থবাদস্থলে বাক্যৈকবাক্যতা এবং গুণবাদ ও অনুবাদস্থলে পদৈকবাক্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা অর্থবাদবিচারস্থলে আলোচনীয়।

৪ এইস্থলে জ্ঞাতব্য এই, পদ শক্তির দ্বারা যাহা উপস্থাপন করে তাহাই পদের স্বার্থ বা শক্যার্থ। কিন্তু বাক্যের শক্তি না থাকায় বাক্যার্থ বাক্যের স্বার্থ হইলেও শক্যার্থ নহে; কারণ পদই শক্তির দ্বারা অর্থোপস্থাপন করিতে পারে, কিন্তু বাক্য আকাঙ্ক্ষাদিদ্বারা বাক্যার্থ উপস্থাপন করে এবং আকাঙ্ক্ষাদি পদলভ্য নহে। এইজন্য ন্যায়সম্প্রদায় শক্যসম্বন্ধকে লক্ষণা বলিলেও মীমাংসাসম্প্রদায় তাহা বলেন না; কারণ পূর্ব ও উত্তর উভয় মীমাংসাসম্প্রদায়ই বাক্যেও লক্ষণা স্বীকার করিয়া থাকেন। শক্যসম্বন্ধ লক্ষণা হইলে বাক্যের শক্য না থাকায় বাক্যে লক্ষণা সম্ভব হয় না। অর্থবাদবাক্য আলোচনাকালে ইহা পরিস্ফুত হইবে।

থাকে। অতএব পরস্পর অন্বিত পদসংঘাতই যেমন একার্থপ্রকাশক হইয়া একটি বাক্য, সেইরূপ পরস্পর অন্বিত বাক্যোচ্চয়ও একার্থ প্রকাশক হইয়া একটি মহাবাক্য। আকাঙ্ক্ষাপ্রকার এইরূপ। "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই প্রধানবিধিবাক্যশ্রবণে যেমন "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গং ভাবয়েৎ" এইরূপ বাক্যার্থ নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ "সমিধো যজতি" এই অঙ্গবিধিবাক্যশ্রবণে "সমিদ্‌যাগেন ভাবয়েৎ" এইরূপ বাক্যার্থ নিষ্পন্ন হয়। এক্ষণে প্রথম বাক্যশ্রবণে শেষাপেক্ষা উপস্থিত হয়—"কথং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গং ভাবয়েৎ ?" "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বাক্যসমূহ সেই কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা বা ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া থাকে। আবার "সমিধো যজতি" ইত্যাদি পঞ্চপ্রযাজবিধায়ক পঞ্চবাক্যশ্রবণে শেষীর অপেক্ষা উপস্থিত হয়— "সমিধাদিযাগেন কিং ভাবয়েৎ ?" যেহেতু শ্রুতিমধ্যে সমিধাদিযাগের ফলকীর্ত্তন নাই, সেইহেতু "ফলবৎ সন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" এই ন্যায়ে সন্নিধিপঠিত দর্শপূর্ণমাসযাগের স্বর্গরূপ ফলই পঞ্চপ্রযাজের ফল হওয়ায় পঞ্চপ্রযাজ দর্শপূর্ণমাসযাগরূপ প্রধানযাগের অঙ্গযাগবিশেষ, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং সমিধাদিযাগ ও দর্শপূর্ণমাসযাগের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ বিদ্যমান বলিয়া অঙ্গের অঙ্গীর আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গীর অঙ্গের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টই। এই তাৎপর্য্যেই ভট্টপাদ বলিয়াছেন, "স্বার্থবোধে সমাপ্তানামঙ্গাঙ্গিত্বাদ্যপেক্ষয়া। বাক্যানামেকবাক্যত্বং পুনঃ সংহত্য জায়তে ॥" বৈদিক কর্মস্থলেই অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধ সম্ভব, অন্যত্র নহে; সুতরাং মহাভারত, রঘুবংশাদি গ্রন্থে একবাক্যত্বই নাই—এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলিতে হইবে যে এই কারণে ভট্টপাদ "আদি" পদে উপকার্য্যোপকারকভাবসম্বন্ধও গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইবে, "সমিধা"দি অঙ্গবাক্যসমূহ "দর্শপূর্ণমাস"রূপ প্রধানবাক্যের সহিত মিলিত হইয়া একবাক্যতাপন্ন হউক্, কিন্তু ইহার দ্বারা বিধিত্রয়াতিরিক্ত প্রয়োগবিধি কিরূপে সিদ্ধ হইবে ?

উত্তর এই, অঙ্গবিধিসমূহের সহিত একবাক্যরূপে মহাবাক্যতাপন্ন প্রধানবিধিই প্রয়োগবিধি; ইহার অতিরিক্ত কোন প্রয়োগবিধি নাই। সুতরাং প্রয়োগবিধির মধ্যে অন্যান্য বিধি কুক্ষিগত হইতে পারে। এইজন্য উপরি উল্লিখিত প্রয়োগবিধির লক্ষণবাক্যে "এব"-কার দ্বারা প্রয়োগবিধির বাক্যান্তরত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। আলোচ্য দৃষ্টান্তে প্রয়োগবিধিবাক্যের আকার এইরূপ—"সমিধাদ্যঙ্গযাগোপকৃতাভ্যাং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গং ভাবয়েৎ।" প্রধানবিধিই অঙ্গবিধিবাক্যসমূহের সহিত একবাক্যরূপে মহাবাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া সর্বাঙ্গবিশিষ্টপ্রধান প্রয়োগবিধায়ক হইলে উহাকেই প্রয়োগবিধি বলে। অনুরূপভাবে "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এইরূপ উৎপত্তিবিধি "দধ্না জুহোতি", "পয়সা জুহোতি" ইত্যাদি বিনিয়োগবিধিসমূহ এবং "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এইরূপ অধিকারবিধি—এই বিধিবাক্যসমূহ পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশতঃ মিলিত হইয়া বাক্যৈকবাক্যতা প্রাপ্ত হইলে প্রয়োগবিধির আকার এইরূপ হইবে—"স্বর্গকামঃ দধ্যাদ্যুপকৃতাগ্নিহোত্রহোমেন স্বর্গং ভাবয়েৎ।"[৫] ফলিতার্থ এই, প্রধানবিধির ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা হইলে যে-সমস্ত ক্রিয়া অঙ্গরূপে প্রধান কর্মে সম্বন্ধ হয়, সেই সমস্ত অঙ্গক্রিয়াবোধক সেই সেই অঙ্গবিধিবাক্যের সহিত প্রধানবিধিবাক্যের একবাক্যতা হইলে যে মহাবাক্য নিষ্পন্ন হয়, তাদৃশ মহাবাক্যাবগত বিধিই প্রয়োগবিধি। অতএব প্রয়োগপ্রাশুভাববোধক বাক্যান্তরের অভাব হইলেও তত্তৎবাক্যসমুদায়াত্মক মহাবাক্যই প্রয়োগবিধিবাক্য হইতে বাধা নাই।

প্রয়োগবিধিবাক্য কি জ্ঞাপন করে ? ইহারই উত্তর, "প্রয়োগপ্রাশুভাববোধক।" "আশু"শব্দ শীঘ্রবাচী, সুতরাং তাহার ভাব বা ধর্ম হইল শৈঘ্র্য বা অবিলম্ব। প্র উপসর্গের অর্থ প্রকর্ষ; সুতরাং "প্রাশুভাব" পদের অর্থ প্রকর্ষেণ আশুভাবত্বম্ অর্থাৎ তাৎকালিকভবনত্ব। অর্থাৎ অসম্বন্ধিপদার্থের

৫ যেমন, "কুঠারেণ দ্বৈধীভাবং কুর্য্যাৎ" এইরূপ লৌকিকবাক্যশ্রবণে ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা হয়—"কথমনেন কুঠারেণ দ্বৈধীভাবং কুর্য্যাৎ ?" এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উদ্যমননিপাতনরূপব্যাপারের জ্ঞান হইলে নিবৃত্ত হয়। আবার, উদ্যমন-নিপাতনমাত্রের শ্রবণ হইলে আকাঙ্ক্ষা হয়—"উদ্যমন-নিপাতনেন কিং কুর্য্যাৎ ?" দ্বৈধীভাবরূপ ফলের জ্ঞান হইলে এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়। ফলই বুদ্ধিতে প্রধান ও ব্যাপার অপ্রধান হওয়ায় উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং উভয়ের মিলিতরূপ হইবে—"উদ্যমননিপাতনসহায়েন কুঠারেণ দ্বৈধীভাবং কুর্য্যাৎ।" অঙ্গসমূহকেই ইত্থম্ভাব বা ইতিকর্ত্তব্যতা বলা হয়।

ব্যবধানাভাবই প্রাগুভাব ; ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

আপত্তি হইবে, প্রয়োগবিধিবলে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ কর্মসমূহের অনুষ্ঠান যে অবিলম্বে হইবে, ইহা অবগত না হওয়ায় অবিলম্ব অনুষ্ঠানে প্রমাণ নাই।

উত্তর এই, সাঙ্গপ্রধানকর্ম অনুষ্ঠেয়রূপে প্রতিপাদন করিয়া প্রয়োগবিধি প্রয়োগ অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানের প্রাগুভাব বা অবিলম্বই বিধান করিয়া থাকে, যেহেতু কর্মসমূহের বিলম্ব অনুষ্ঠানে প্রমাণ নাই। তাৎপর্য্য এই, মহাভারতাদিতে যেমন এক একটি বাক্যের দ্বারা ইতিবৃত্তের[৬] অংশবিশেষই জ্ঞাপিত হয়, বাক্যসমুদায়াত্মক মহাবাক্যের দ্বারা সমগ্র ইতিবৃত্ত প্রতিপাদিত হইয়া থাকে ; সেইরূপ বেদস্থলেও সেই সেই বাক্যের দ্বারা কর্মাংশবিশেষ প্রতিপাদিত হয়, সমুদায়াত্মক মহাবাক্যের দ্বারা সেই সেই কর্মসমুদায়রূপ সাঙ্গপ্রধানকর্ম অনুষ্ঠেয়রূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় এককর্মতাপন্নব্যাপারসমূহের অনুষ্ঠান যে অবিলম্বেই কর্ত্তব্য, তাহাই প্রয়োগবিধির দ্বারা জানা যায়। সাঙ্গপ্রধানকর্মসমূহ বিলম্বে অনুষ্ঠেয়, এই বিষয়ে প্রমাণ নাই। অর্থাৎ, যে-স্থলে এককর্মতাপন্ন বহুব্যাপারের বিলম্বে অনুষ্ঠেয়ত্বে প্রমাণ নাই, বুঝিতে হইবে সেই স্থলে কর্মসমূহ অবিলম্বেই অনুষ্ঠেয়—যেমন, একটি পাকরূপ কর্মাত্মক স্থালীমার্জন হইতে ওদনপরীক্ষা পর্য্যন্ত ব্যাপারসমূহ অবিলম্বেই সংঘটিত হইয়া থাকে। অনুমানপ্রয়োগ এইরূপ—বিমতঃ প্রয়োগবিধিঃ সাঙ্গপ্রধানকর্মপ্রয়োগোঽবিলম্ববিধানকং বিলম্বীয়প্রমাণাভাববত্ত্বাৎ স্থালীমার্জনাদ্যোদনপরীক্ষান্তব্যাপারাত্মকৈকপাককর্মবিধিবৎ। সুতরাং "পচেৎ" এইরূপ বিধিবাক্য-শ্রবণে যেমন একপাককর্মতাপন্ন বহুবিধ ব্যাপার অবিলম্বে অনুষ্ঠেয়, এইরূপ কর্ত্তব্যতা বুদ্ধিস্থ হয়, সেইরূপ প্রয়োগবিধিবাক্যশ্রবণে সাঙ্গপ্রধানকর্মসমূহের অবিলম্ব অনুষ্ঠেয়ত্ববিষয়ক কর্ত্তব্যতা বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে। এইরূপ অবিলম্ব অনুষ্ঠেয়ত্বকর্ত্তব্যতাক প্রতীতি প্রয়োগবিধির প্রবৃত্তির পূর্বে উৎপন্ন না হওয়ায় অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বরূপবিধিত্ব প্রয়োগবিধিতে অক্ষুণ্ণই।

আপত্তি হইবে, পূর্বোক্ত হেতু সৎপ্রতিপক্ষিত। বিলম্বে অনুষ্ঠান হইবে, এই বিষয়ে যেমন প্রমাণ নাই, সেইরূপ অবিলম্বে অনুষ্ঠান হইবে, এই বিষয়েও প্রমাণ নাই। সুতরাং যে-স্থলে অবিলম্বে প্রমাণাভাব, সেইস্থলে কর্মসমূহ বিলম্বেই অনুষ্ঠেয়,—এই প্রকার ব্যাপ্তিও সম্ভব। দৃষ্টান্ত অতীব সুলভ—গ্রামান্তর গমনকারী পুরুষ গ্রামান্তরগমনরূপ এককর্মতাপন্ন পাদবিহরণসমূহের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিলে পাদপ্রক্ষেপরূপকর্মসমূহ বিলম্বেই সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রতিপ্রয়োগ এইরূপ—বিমতঃ প্রয়োগবিধিঃ সাঙ্গপ্রধানকর্মপ্রয়োগবিলম্ববিধানকৃৎ তাদৃশাবিলম্ব-বিধানকৃত্ত্বাঽভাববৎ অবিলম্বীয়প্রমাণাভাববত্ত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবৎ। সুতরাং "গচ্ছেৎ" ইত্যাদি বিধিবাক্যশ্রবণে যেমন গ্রামান্তরগমনরূপ এককর্মতাপন্ন বহুবিধ ব্যাপার বিলম্বে অনুষ্ঠেয়, প্রয়োগবিধিস্থলেও সেইরূপ হউক্। সুতরাং বিলম্ব বা অবিলম্ব ঐচ্ছিক ; উহা প্রয়োগবিধির বিধেয় নহে বলিয়া বিধেয়াভাবে প্রয়োগবিধিই অনুপপন্ন।

ভাট্ট সম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ। প্রয়োগবিধি সাক্ষাৎভাবে অবিলম্ব প্রতিপাদন করে না, অর্থাপত্তিমুখে করিয়া থাকে। এইজন্য অবিলম্বে অর্থাপত্তিই প্রমাণ। অন্যথা-অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি এই প্রকার। প্রধানবিধি ও অঙ্গবিধিসমূহের যে একবাক্যতা অর্থাৎ একমহাবাক্যতা, তাহার দ্বারা অবগত যে অঙ্গপ্রধানের পরস্পরসম্বন্ধত্বরূপ সাহিত্য (সহিত + ষ্যঞ—বিলম্বাভাব), সেই সাহিত্যই বিলম্বপক্ষে অনুপপন্ন। সুতরাং অঙ্গ-প্রধানবিধ্যেকবাক্যতানগতসাহিত্য অন্যথা অর্থাৎ বিলম্বে অনুপপন্ন হওয়ায় অবিলম্ব অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য। তাৎপর্য্য এই, লৌকিককর্মস্থলে সাহিত্য-প্রতীতি না থাকায় বিলম্ব ও অবিলম্ব ঐচ্ছিক হইতে পারে। কিন্তু বৈদিককর্মস্থলে তত্তৎ বাক্যপ্রতিপাদিত তত্তৎ কর্মসমূহের অঙ্গ-প্রধানভাব অবগত হওয়ায় অঙ্গকর্মসমূহ প্রধানকর্মের সহকারী বা উপকারক বলিয়া মহাবাক্যের

৬ "ইতিবৃত্ত" পদের অর্থ পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস। কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলা ভাষায় "ইতিহাস" পদের যাহা অর্থ, তাহা অভিপ্রেত নহে। প্রসিদ্ধার্থক "ইতিহ" অব্যয়ের অর্থ অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়পরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশ, সেই উপদেশ যে-স্থলে বর্ত্তমান, তাহাই ইতিহাস। বেদে উপদিষ্ট ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গই ইতিহাসে উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরাকাহিনীও বর্ত্তমান। বিষ্ণুপুরাণের উপর শ্রীধরস্বামিকৃত আত্মপ্রকাশ টীকা ১।১।৪ পৃঃ ৩, "ইতিহাসাঃ পুরাবৃত্তানি, 'ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্। পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥' ইতি স্মৃতেঃ।"

দ্বারা "এতদেতৎকর্মসহকৃতম্ এতৎকর্মকর্তব্যম্", এইরূপ আকারে অঙ্গ-প্রধানের মধ্যে পরস্পর সম্বদ্ধত্ব প্রতীতি হয় ; ফলে বিলম্বে কর্মানুষ্ঠান করিলে উহার অনুপপত্তি অপরিহার্য্য। বিলম্বে ক্রিয়মাণপদার্থদ্বয়ের মধ্যে "ইদম্ অনেন সহকৃতম্" ইত্যাকার সাহিত্য-ব্যবহার অসম্ভব, অর্থাৎ সহকারীর সহকৃতত্বই অনুপপন্ন। যেমন, দিবাভোজন ও রাত্রিভোজনের মধ্যে বিলম্ব বা কালব্যবধান থাকায় "দিবাভোজনসহিতং রাত্রিভোজনম্" এইরূপ সাহিত্য-ব্যবহার হয় না। এইরূপভাবে সাহিত্যানুপপত্তিবলেই যদি অবিলম্বত্ব কল্পিত হয়, তবে অঙ্গ-প্রধানের ন্যায় আগ্নেয়াদি প্রধানযাগসমূহেরও অবিলম্বে অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে ; কারণ অঙ্গপ্রধানকর্মে যেমন পরস্পর-সাহিত্যপ্রতীতি বিদ্যমান, সেইরূপ প্রধানকর্মসমূহের মধ্যেও অবিশেষে পরস্পর-সাহিত্যপ্রতীতি বর্তমান। সুতরাং প্রধানকর্মসমূহেরও অবিলম্বে অনুষ্ঠান অর্থাপত্তিমুখে প্রয়োগবিধিসিদ্ধ। অতএব অগ্নিদেবতাক পুরোডাশদ্রব্যক আগ্নেয়যাগ, বিষ্ণু-প্রজাপতি-অগ্নীষোমীয়—এই তিনের অন্যতমদেবতাক উপাংশুযাজ (মৌনমন্ত্রযাজন) ও অগ্নীষোমদেবতাক পুরোডাশদ্রব্যক অগ্নীষোমীয়যাগ—এই তিনটি প্রধানযাগরূপ দর্শনামকযাগ অবিলম্বেই প্রতি অমাবস্যায় করণীয়। প্রতি পূর্ণিমায় কৃত্য পূর্ণমাসযাগসম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বুঝিতে হইবে।

আপত্তি হইবে, প্রয়োগবিধিবোধ্যসাহিত্য অন্যথা অনুপপন্ন বলিয়া কর্মসমূহের মধ্যে সমানকালীনত্বই কল্পনীয়, কারণ ক্রিয়া-সাহিত্য যৌগপদ্যরূপই, উহারা অবিলম্বে কৃত হইবে কেন? অব্যবধানে পূর্বোত্তরকালক্রিয়মাণপদার্থদ্বয়েই "অবিলম্বকৃতত্ব" পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিলম্ব ও অবিলম্ব উভয়ই পৌর্বাপর্য্যের ব্যাপ্য—যাহাদের বিলম্বে অথবা অবিলম্বে অনুষ্ঠান, তাহাদের মধ্যে পৌর্বাপর্য্য বিদ্যমান। কিন্তু প্রয়োগবিধিবলে কর্মসমূহের সাহিত্যই স্বীকৃত হওয়ায় উহাদের পৌর্বাপর্য্য অসম্ভব এবং পৌর্বাপর্য্যরূপব্যাপকের অভাবে বিলম্বের ন্যায় অবিলম্ব অনুষ্ঠানও সম্ভব নহে। দুইটি কর্মানুষ্ঠানস্থলে "ইহারা সহকৃত" এবং "ইহারা অবিলম্বে কৃত", এই দুই প্রকার ব্যবহার হইতে পারে না।

উত্তর এই, যদি প্রয়োগবিধিবোধ্য-সাহিত্যের যৌগপদ্য অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে কর্মসমূহের অনুষ্ঠানই সম্ভব না হওয়ায় অননুষ্ঠাপকত্বলক্ষণ অপ্রামাণ্য উপস্থিত হইবে ; কারণ কেহই একাধিক কর্মের যুগপৎ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং অনেক কর্মের যুগপৎ অনুষ্ঠান অনুপপন্ন হওয়ায় প্রয়োগবিধিবোধ্য-সাহিত্যের সমানকালত্ব অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বত্ব অর্থের গ্রহণই বাঞ্ছনীয়।

আপত্তি হইবে, অনেক ভোক্তা যুগপৎ ভোজনকর্ম করিলে যেমন "সহভোজন" এইরূপ সাহিত্য-ব্যবহার হয়, সেইরূপ অনেক ঋত্বিক্ অনেক অঙ্গভূতকর্মসমূহ এবং প্রধানকর্ম যুগপৎ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হওয়ায় সাহিত্যের যৌগপদ্য অর্থই গৃহীত হউক্।

উত্তর এই, মীমাংসাদর্শনের "পরিক্রীতানামৃত্বিজাং সংখ্যাবিশেষনিয়মাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৩।৭।২১-২৪) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে কোন্ যাগে কতজন ঋত্বিক্ কোন্ কোন্ কর্ম করিবেন তাহা শ্রুতিমধ্যে নির্দিষ্ট হওয়ায় যজ্ঞকর্তার সংখ্যাবিশেষের নিয়ম বর্তমান, যেমন জ্যোতিষ্টোমযাগে ষোড়শ ঋত্বিক্, দর্শপূর্ণমাসে চারিজন ঋত্বিক্ (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২।৩।৬), "তস্মাদ্ দর্শপূর্ণমাসয়োর্যজ্ঞক্রতোশ্চত্বার ঋত্বিজঃ।" সুতরাং পরিমিত সংখ্যক ঋত্বিক্দ্বারা শতাধিক অঙ্গকর্ম যুগপৎ অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না।[৭]

৭ মীমাংসাদর্শনের "যজমানভিন্নকর্তৃন্তরপ্রতিপাদনাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৩।৭।১৮-২০) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সাধারণতঃ কর্মে দ্রব্যত্যাগ ও দক্ষিণাদানরূপপ্রধানকর্ম ব্যতিরেকে অন্যান্য কর্ম যজমানভিন্ন অন্য যজ্ঞকর্তা বা ঋত্বিক্ অনুষ্ঠান করিবেন (মনু সং ২।১৪৩ মেধাতিথি প্রভৃতির টীকা দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৬৪)। "শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্মজন্য ফল প্রয়োক্তার বা অনুষ্ঠাতা পুরুষেরই প্রাপ্য, এই ন্যায় অনুসারে কর্মফল ঋত্বিক্গণের প্রাপ্য হইলেও যজমান দক্ষিণা প্রদান করিয়া ঋত্বিক্ হইতে উক্ত ফল পরিক্রয় করিয়া থাকেন। এইজন্য ঋত্বিক্গণকে পরিক্রীত বা ক্রয়ক্রীত বলা হয়। এইরূপ স্থলে যজমান প্রয়োজক ও ঋত্বিক্গণ প্রযোজ্য। কর্মকর অর্থাৎ বেতনভুক্ প্রযোজ্য ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল প্রয়োজক-সমবেতই হইয়া থাকে। এইজন্য "তৎপ্রয়োজকো হেতুশ্চ" এই পাণিনি-সূত্রে (১।৪।৫৫) প্রয়োজককেও কর্তা বলা হইয়াছে। সুতরাং কর্ম ও তৎফলের বৈয়ধিকরণ্য হইল না। বলা বাহুল্য,

অঙ্গকর্মাভিপ্রায়ে তাবৎকর্তৃসম্পাদন[৮] সম্ভব হইলেও যে-স্থলে কর্মসমূহই স্বভাবতঃ পূর্বাপরকালভাবী—যেমন অবঘাত ও পেষণ—সেইস্থলে তাবৎ-কর্তৃসম্পাদনের দ্বারাও যুগপৎ অনুষ্ঠান সম্ভব নহে।

এক্ষণে "সাহিত্য" পদের অব্যবহিতকালবর্তিতাস্বরূপত্বরূপ অবিলম্বত্বের প্রকৃত আশয় ব্যক্ত করা যাইতেছে। বৈদিককর্মস্থলে অপ্রামাণিকবৈধকর্মান্তরাব্যবধানই "অবিলম্ব" পদের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ। কর্মমধ্যে কর্তব্যরূপে প্রমাণাপ্রতিপাদিতত্বই অপ্রামাণিকত্ব। "বৈধ" এই বিশেষণের দ্বারা বুঝা যায় যে কর্মানুষ্ঠানমধ্যে পুরোডাশাদি হইতে মক্ষিকা প্রভৃতির অপসারণাদি ক্রিয়া করিলেও উহার দ্বারা অবিলম্বত্বের হানি হয় না; উহা করা না হইলেই বরং কর্মক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান। আবার, "অপ্রামাণিক" বিশেষণদ্বারা বুঝা যায় যে কর্মমধ্যে কেহ হাঁচিয়া ফেলিলে পরবর্তী কর্মানুষ্ঠানের পূর্বে আচমনরূপক্রিয়া করিলেও অবিলম্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে, যেহেতু স্মৃতিমধ্যে বিহিত হইয়াছে (গোভিল গৃঃ সূঃ ১।২।৩২) "ক্ষুতে আচামেৎ", "আচান্তেন কর্তব্যম্।"[৯]

প্রশ্ন হইবে, প্রয়োগবিধির দ্বারা পরস্পরসাহিত্যপ্রতিপাদনমুখে অবিলম্ববিধান হইলেও সংশয় থাকিয়া যায়—প্রযাজাদি অঙ্গযাগানুষ্ঠানের অনন্তর কি আগ্নেয়াদিপ্রধানযাগ অনুষ্ঠেয়, অথবা আগ্নেয়াদিযাগানুষ্ঠানের পরই প্রযাজাদি অনুষ্ঠেয়—এই বিষয়ে বিনিগমনা নাই; যেহেতু উভয়থা অনুষ্ঠানেই অবিলম্বপ্রাপ্তি সম্ভব।

উত্তর এই, প্রয়োগবিধিবোধ্য অবিলম্বত্ব নিয়তক্রমে অর্থাৎ কর্মসমূহের ক্রমনিয়মকে আশ্রয় করিয়াই সিদ্ধ হয়; অন্যথা কর্মসমূহের ক্রমনিয়ম অনঙ্গীকারে অবিলম্বত্বই অসিদ্ধ হইবে, যেহেতু ক্রমানঙ্গীকারে প্রয়োগবিক্ষেপ অনিবার্য্য। প্রয়োগের নানারূপত্বই প্রয়োগবিক্ষেপ এবং উহা দোষ; কারণ প্রথমে সমিধ্যাগ হইবে, অথবা প্রথমে তনূনপাৎ যাগ হইবে, এই বিষয়ে নিশ্চয় না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ নিজ নিজ ইচ্ছাবশে পৌর্বাপর্য্য কল্পনা করিবে, ফলে প্রয়োগের নানারূপত্বাপত্তি হওয়ায় বিধির তাৎপর্য্যবিশেষের নিশ্চয়াভাবপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য—একই বিধিবাক্যের নানাতাৎপর্য্যকত্ব সম্ভব নহে। সুতরাং সমিধ্যাগের অনন্তরই কি তনূনপাৎ যাগ কর্তব্য, অথবা তনূনপাৎযাগের অনন্তরই সমিধ্যাগ করণীয়—এইরূপ প্রয়োগবিক্ষেপপ্রসক্তিপ্রতিষেধের নিমিত্ত বলিতে হইবে যে ক্রমবোধক (ক্ত্বাপ্রত্যয়, প্রথমাদি) শব্দ শ্রুত না হইলেও প্রয়োগবিধিই স্ববিধেয়প্রয়োগপ্রাশুভাবসিদ্ধির নিমিত্তই কর্মসমূহের নিয়তক্রমও বিধান করিয়া থাকে, যেহেতু ক্রমকল্পনাব্যতিরেকে প্রয়োগবিধির তাৎপর্য্যনিশ্চয়াভাবপ্রসঙ্গ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।

সাধারণতঃ যাগমাত্র দক্ষিণান্ত। কিন্তু সোমযাগের বিকৃতিভূত সত্রযাগের নিয়ম এই যে এই যাগে ব্রাহ্মণ যজমানই ঋত্বিক্ হইবে এবং সপ্তদশ সংখ্যার কম ও চতুর্বিংশতি সংখ্যার অধিক যজমান হইবে না এবং তাঁহারাই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবেন। ইঁহাদের মধ্যে ষোড়শজন ঋত্বিক্ কর্ম করিবেন এবং অপরজন গৃহপতি বা যজমান হইবেন। বলা বাহুল্য সত্রযাগ দক্ষিণাহীন।

৮ ত্রিলিঙ্গ "তাবৎ" শব্দের অর্থ তত্সংখ্যক। সুতরাং যত্সংখ্যক অঙ্গকর্ম, তত্সংখ্যক কর্তা বা ঋত্বিক্, ইহা "তাবৎকর্তৃ" পদের অর্থ।

৯ মীমাংসাদর্শনের পদার্থপ্রাবল্যাধিকরণের (মীঃ সূঃ ১।৩।৫-৭) সিদ্ধান্ত এই, যে-স্থলে স্মৃতিবিহিত কর্মানুষ্ঠান করিলে শ্রুতিবিহিতবিষয়ের ব্যাকোপ বা বাধা হয় না, সেইস্থলে স্মার্ত কর্মানুষ্ঠান কর্তব্য। যেমন শ্রুতিমধ্যে বিহিত হইয়াছে (আপঃ শ্রৌতঃ ৭।৩।১০) "বেদং কৃত্বা বেদিং কুর্য্যাৎ।" এইস্থলে "বেদ" শব্দের অর্থ দর্ভগুচ্ছনির্মিত সম্মার্জনী এবং "বেদি" শব্দের অর্থ গার্হপত্য ও আহবনীয় নামক অগ্নিকুণ্ডদ্বয়ের মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থতাযুক্ত মনুষ্যবক্ষঃস্থলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট চতুরঙ্গুলি পরিমিত গভীর সংস্কৃত ভূমিবিশেষ। যজ্ঞসময়ে কুশাচ্ছাদিত বেদিতে জুহূ প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্রসমূহ ও ঘৃতাদি হব্য থাকে। এক্ষণে শ্রুতি "কৃত্বা" পদের "ক্ত্বাচ্" প্রত্যয়দ্বারা ক্রিয়াক্রম নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন—বেদকরণের অব্যবহিত পরক্ষণেই বেদিকরণ। কিন্তু বেদকরণের পর যদি ক্ষুৎ বা হাঁচি হয় তবে শ্রৌতক্রম পরিত্যাগ করিয়া আচমনরূপ স্মার্তক্রিয়া করিতে হইবে। এইরূপে বেদিকরণের আনন্তর্য্য রক্ষিত না হইলেও আচমন প্রামাণিক হওয়ায় শ্রৌতক্রিয়ার অবিলম্বত্বের ব্যাঘাত হয় না। অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যায় দর্শযাগ করিলেও দর্শ ও পূর্ণমাসের অবিলম্বত্ব ব্যাহত হয় না। আবার, পূর্ণিমার প্রাতঃ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিপদের পূর্বাহ্ন পর্য্যন্ত সমাপনীয় দিনদ্বয়সাধ্য পৌর্ণমাস যাগের মধ্যবর্তীকালে সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া করিলেও উহার অবিলম্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। অতএব প্রামাণিক ও বৈধ কর্মান্তরব্যবধান অবিলম্বত্বের প্রতিবন্ধক নহে।

আপত্তি হইবে, ক্রম ক্রিয়ারূপ পদার্থ না হওয়ায় তাহা কিরূপে প্রয়োগবিধির বিধেয় হইবে ? এবং যদি বা বিহিতও হয়, তবে বাক্যভেদপ্রসঙ্গও অনিবার্য্য, যেহেতু "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বাক্যসমূহ একবার উচ্চরিত হইলে সমিধাদি যাগ এবং তাহাদের ক্রম উভয়ই যুগপৎ বিধান করিতে পারে না।

উত্তর এই, ক্রিয়াসমূহের নিয়তক্রম ক্রিয়ারূপপদার্থের বিশেষণরূপেই বিহিত হওয়ায় উক্তরূপ আপত্তি হইবে না এবং কর্মপদার্থের বিশেষণরূপে ক্রম অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য বলিয়া বাক্যভেদপ্রসঙ্গও নাই—প্রয়োগবিধিবোধিত প্রয়োগবিক্ষেপশূন্য-প্রয়োগপ্রাশুভাবসিদ্ধি অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় কর্মানুষ্ঠানের নিয়তক্রম কল্পনীয়। সুতরাং স্বতন্ত্ররূপে বিধানের অযোগ্য হইলেও কালাদির ন্যায় পদার্থ-বিশেষণরূপে ক্রমও প্রয়োগবিধিবিধেয়। অতএব "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বিধিসমূহ কেবল সমিধাদিযাগবিধায়ক নহে, কিন্তু পূর্বে সমিধ্যাগ, পরে তনূনপাৎ যাগ, তদনন্তর ইট্ যাগ, এইরূপে কালবিশেষ-বিশেষণবিশিষ্ট-সমিধাদিযাগসমূহের বিধায়ক। সুতরাং "এতৎ কর্মানন্তর্য্য-বিশিষ্টমেতৎকর্ম", "তদানন্তর্য্যবিশিষ্টমেতৎ কর্ম" এই প্রকারে অঙ্গপ্রধানাত্মককর্মসমূহের বোধ হওয়ায় আনন্তর্য্যরূপক্রমের তত্তৎকর্মবিশেষণত্ব আবশ্যক। এই কারণে কোন কোন মীমাংসক ক্রমের বিশেষণত্ববোধকের অবশ্যম্ভাবমূলক প্রয়োগবিধির লক্ষণান্তর প্রদান করিয়া থাকেন—"অঙ্গানাং ক্রমবোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ ইত্যপি লক্ষণম্।" "ইত্যপি"কারের দ্বারা ইহার লক্ষণান্তরত্ব সূচিত হইয়াছে।

প্রয়োগবিধির দ্বিতীয়লক্ষণবাক্যঘটক "ক্রম" পদ ব্যাখ্যা করিতে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, "তত্র ক্রমো নাম বিততিবিশেষঃ, পৌর্বাপর্যরূপো বা।" ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

"তনু বিস্তারে", এই ধাতুপাঠ অনুসারে উক্ত ধাতুর উত্তর ভাবে ক্তি-প্রত্যয় করিলে "বিততি" পদের অর্থ হয় বিস্তার, সুতরাং বিততিবিশেষ বা বিস্তারবিশেষই ক্রম। তাৎপর্য্য এই, অব্যবধানে স্থাপিত ঘটাদির শ্রেণীভাব যেমন ঘটাদির বিততিবিশেষ, সেইরূপ অব্যবধানে অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের ধারাবাহিকত্বই কর্মসমূহের বিততিবিশেষরূপক্রম। শুধু পার্থক্য এই, পূর্ব পূর্ব ঘটাদির সদ্ভাবকালেই উত্তরোত্তর ঘটাদি স্থাপন করা যায়; কিন্তু কর্মসমূহ ক্ষণিক হওয়ায় পূর্ব পূর্ব কর্মের ধ্বংসকালেই উত্তরোত্তর কর্মানুষ্ঠান সম্ভব। এইজন্য "বিততি" পদের প্রধানতঃ দৈশিক-প্রয়োগ থাকায় উহার কালিকপ্রয়োগ বুঝাইবার জন্য "বিশেষ" পদ যুক্ত হইয়াছে।

আপত্তি হইবে, "বিততিবিশেষ" পদের উক্তরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে ঐ প্রকার বিততিরূপক্রমের পদার্থবিশেষণরূপে বিধান করা যাইবে না; কারণ তথাবিধ বিততিরূপক্রম অঙ্গপ্রধানাত্মককর্মসমুদায়নিষ্ঠই হইবে, পদার্থনিষ্ঠ হইবে না, যেহেতু এক একটি কর্মই "পদার্থ" পদের ব্যপদেশ্য, কর্ম-সমুদায় নহে।

এইরূপ আপত্তি থাকায় কোন কোন টীকাকার পূর্বকল্পে অস্বরস তাৎপর্য্যে "বা"-কার[১০] গ্রহণ করিয়া ক্রমের লক্ষণান্তর প্রদান করিতে বলিয়াছেন, "পৌর্বাপর্য্যরূপো বা ক্রমঃ।" পৌর্বাপর্য্য অর্থাৎ কোন কর্মের পূর্বত্ব বা পূর্বকালকর্ত্তব্যত্ব এবং কোন কর্মের অপরত্ব বা অপরকালকর্ত্তব্যত্ব। এইরূপ কর্ত্তব্যত্ব এক একটি কর্মনিষ্ঠ হওয়ায় পদার্থের বিশেষণ হইতে পারিবে।

অথবা, বিষয়ের ব্যাপ্তিপ্রদর্শন তাৎপর্য্যে "বা"-কার[১০] গ্রহণ করিয়া অন্য ব্যাখ্যাতৃগণ বিততিবিশেষরূপ ক্রম ও পৌর্বাপর্য্যরূপক্রমের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

১০ তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৩।৪ শ্লোঃ ১৮৮ পৃঃ ১০৩ = পৃঃ ৩২০, "সর্বব্যাখ্যাবিকল্পানাং দ্বয়মেব প্রয়োজনম্। পূর্বত্রাপরিতোষো বা বিষয়ব্যাপ্তিরেব বা ॥" অর্থাৎ, যে-স্থলেই বিকল্প ব্যাখ্যা বিদ্যমান, সেইস্থলে দুইটি প্রয়োজনের মধ্যে যে-কোনও একটি প্রয়োজন বিদ্যমান। প্রথম প্রয়োজন—পূর্বে উপস্থাপিত বিকল্প দোষযুক্ত হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী বিকল্প প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রয়োজন—বিষয়ের মাহাত্ম্যই এইরূপ অথবা গ্রন্থকর্ত্তার বুদ্ধির উৎকর্ষই এইরূপ যে একাধিক ব্যাখ্যাও নির্দোষ। কদাচিৎ পরবর্ত্তী বিকল্পেও অস্বরসতা দৃষ্ট হয়। অস্বরস হওয়া সত্ত্বেও দোষযুক্ত বিকল্পের গ্রন্থে নিবদ্ধ হইবার কারণ এই যে মন্দ অধিকারীর পক্ষে প্রথমে সদোষ বিকল্পই সহজে গ্রহণীয়

সর্বাঙ্গঘটিতসমুদায়নিষ্ঠ অঙ্গবাক্যৈকবাক্যতাপন্ন প্রধানবিধিরূপপ্রয়োগবিধি বিততিবিশেষরূপক্রমের বিধায়ক। অপরদিকে পূর্বকালভবত্ব-অপরকালভবত্বরূপপৌর্বাপর্য্যরূপক্রম সেই সেই অঙ্গভূতকর্মনিষ্ঠ সেই সেই অঙ্গবিধির দ্বারা বিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমে "ক্ত্বা" প্রত্যয়, "প্রথমা"দি শব্দরূপ শ্রুতিই প্রমাণ। যেমন (আপঃ শ্রৌতঃ ৭।৩।১০) "বেদং কৃত্বা বেদিং কুর্য্যাৎ", (ঐতঃ ব্রাঃ ৩।৩২) "বষট্‌কর্ত্তুঃ প্রথমভক্ষঃ।" প্রথম বাক্যে বেদকরণ অথবা বেদিকরণ বিহিত হয় নাই, যেহেতু উহারা বচনান্তরবিহিত ; কিন্তু উহাদের পৌর্বাপর্য্যরূপ ক্রমমাত্রই বিহিত হইয়াছে। এইস্থলে "কৃত্বা" পদে "ক্ত্বা" প্রত্যয়ের দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। ক্ত্বা-প্রত্যয় স্বপ্রকৃতিভূতধাতুর দ্বারা উপস্থাপ্য ক্রিয়ার ক্রিয়ান্তরকে অপেক্ষা করিয়া পূর্বকালভবত্বই বুঝাইয়া থাকে। যেমন "ভুক্ত্বা ব্রজতি" বলিলে প্রথমে ভোজন ও ভোজনের পর গমন (ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ব্রজ গতৌ) বুঝাইয়া থাকে। "সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে" এই পাণিনি-সূত্রে (৩।৪।২১) পূর্বকালভবক্রিয়াবাচকধাতুতে ক্ত্বা-প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। এই স্থলে স্মর্ত্তব্য, "ক্ত্বা" প্রত্যয়দ্বারা পূর্বাপরীভাবমাত্র বুদ্ধিস্থ হয়, কিন্তু ক্রিয়াদ্বয়ের অব্যবধান বা অবিলম্বও বুদ্ধিস্থ হয় না। যেমন, "স্নাত্বা ভুঞ্জীত" স্থলে স্নানোত্তরকালে ভোজন বিহিত হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু স্নানোত্তরকাল ব্যবধানেও ভোজন হইতে পারে, উহা স্নানের অব্যবহিতপরই হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। এইজন্য একাদশী প্রভৃতি তিথিতে স্নানোত্তরকালে ভোজন না হইলেও উক্ত বিধি ভঙ্গ হইবে না ; স্নানের পূর্বে ভোজনাভাবেই উক্ত বিধির তাৎপর্য্য। কিন্তু শ্রুতিমধ্যে "ক্ত্বা", "ততঃ" ইত্যাদি পদ শ্রুত হইলে উহা কেবল পৌর্বাপর্য্যই বুঝাইবে না, অবিলম্ব-পৌর্বাপর্য্যই বুঝাইবে। অন্যথা বষট্‌কর্ত্তা হোতা "বষট্‌" উচ্চারণ করিবার পর দণ্ড অতিবাহিত করিয়া অধ্বর্য্যু অগ্নিকুণ্ডে হব্য আহুতি প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু প্রয়োগবিধি এইরূপ বিলম্ব সহ্য করিবে না।[১১] যাহা হউক্, অবিলম্ব-পৌর্বাপর্য্যরূপক্রমবিষয়ে কোনস্থলে প্রত্যক্ষশ্রুতি, কোন স্থলে বা অর্থাপত্তিমুখে শ্রুতিই প্রমাণ। বিততিবিশেষরূপ ক্রম-বিষয়ে প্রায়শঃ অর্থাপত্তিপ্রমাণ-কল্পিত শ্রুতিই প্রমাণ। "বেদং কৃত্বা বেদিং কুর্য্যাৎ" ও "বষট্‌কর্ত্তুঃ প্রথমভক্ষঃ" এই শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রথম শ্রুতিতে কেবল ক্রম বিহিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শ্রুতিতে ক্রম-বিশিষ্ট পদার্থ বিহিত হইয়াছে।[১২] উভয়স্থলেই শ্রুতি সাক্ষাৎভাবে ক্রমবিধান করিতেছেন।

হইয়া থাকে। অথবা, সদোষ বিকল্পের পর নির্দ্দোষ বিকল্পের মহিমা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। অথবা, শিষ্যশিক্ষার্থে সদোষ-নির্দ্দোষক্রমে বিকল্পসমূহ উপস্থাপনীয়।

১১ মহাভারতে আদিপর্বের চৈত্ররথ উপপর্বে দ্রৌপদী জন্মকালে এইরূপ প্রয়োগবিধির নিদর্শন দৃষ্ট হয়। রাজা দ্রুপদ দ্রোণবধের নিমিত্তি যাজ ও উপযাজ নামক দুই ঋত্বিক্‌কে পুত্রার্থে যজ্ঞ করিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। দ্রুপদ-মহিষী পৃষতি অপ্রস্তুত থাকায় যাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও তৎক্ষণাৎ হবিঃ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে বিলম্ব দেখিয়া যাজ সেই হবিঃ যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নিকুণ্ড হইতেই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী উত্থিত হন। মহাভারত, আদিপর্ব ১৬৭।৩৬-৩৯, ৪৪ পৃঃ ২৭৯ = ১৬০।৩৬-৩৯, ৪৪, পৃঃ ১৬৭৬-৭৭, "যাজস্তু হবনস্যান্তে দেবীমাহ্বাপয়ত্তদা। প্রেহি মাং রাজ্ঞি পৃষতি মিথুনং ত্বামুপস্থিতম্॥ রাজ্ঞ্যুবাচ—অবলিপ্তং মুখং ব্রহ্মন্ দিব্যান্ গন্ধান্ বিভর্মি চ। সুতার্থেনোপলব্ধাঽস্মি তিষ্ঠ যাজ মম প্রিয়ে ॥ যাজ উবাচ—যাজেন শ্রপিতং হব্যমুপযাজাভিমন্ত্রিতম্। কথং কামং ন সন্দধ্যাৎ সা ত্বং বিপ্রেহি তিষ্ঠ বা॥ ব্রাহ্মণ উবাচ—এবমুক্ত্বা তু যাজেন হুতে হবিষি সংস্কৃতে। উত্তস্থৌ পাবকাৎ তস্মাৎ কুমারো দেবসন্নিভঃ॥...কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা॥" নীলকণ্ঠকৃত ভারতভাবদীপটীকা, ঐ পৃঃ ২৭৯ = পৃঃ ১৬৭৭-৭৮, "শ্রপিতং পক্বম্। ক্ষেত্রং রেতঃসেকং চ বিনা আবয়োঃ সামর্থ্যাৎ মিথুনমুৎপৎস্যত ইত্যর্থঃ। বিপ্রেহি দূরং বা গচ্ছ তিষ্ঠ বা। প্রয়োগবিধিস্তু ন বিলম্বং সহতে ইত্যর্থঃ।" যথাযথরূপে কর্ম অনুষ্ঠান করিলে সেই কর্মই কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া ফলপ্রদান করে, এইরূপ মীমাংসাসিদ্ধান্তও ইহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে—ব্রঃ সূঃ ৩।২।৪০ "ধর্মং জৈমিনিরত এব।"

১২ মীমাংসাদর্শনের "বষট্‌কর্ত্রাদীনাং চমসে সোমভক্ষণাধিকরণে" (বা "একপাত্রে ভক্ষণসমুচ্চয়াধিকরণম্", মীঃ সূঃ ৩।৫।৩৩-৩৫) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে জ্যোতিষ্টোম যাগে চমস নামক পাত্রে যে হুতশেষ সোম থাকিবে সেই সোম একই পাত্র হইতে ঋত্বিক্‌গণ ভক্ষণ করিবেন। "হোতুঃ প্রথমভক্ষণাধিকরণম্" নামক পরবর্ত্তী অধিকরণের (মীঃ সূঃ ৩।৫।৩৬-৩৯) সিদ্ধান্ত এই যে বষট্‌কর্ত্তা হোতাই প্রথমে সোমভক্ষণ করিবেন। এই দুই অধিকরণের পূর্ববর্ত্তী "বষট্‌করণস্য ভক্ষনিমিত্ততাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৩।৫।৩১) সংশয় এই যে "বষট্‌কর্ত্তুঃ প্রথমভক্ষঃ" শ্রুতিবাক্যে (ঐতঃ ব্রাঃ ৩।৩২) কি বষট্‌কর্ত্তৃকর্ত্তৃক সোমভক্ষণকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রাথম্যের বিধান করা হইয়াছে? অথবা,

প্রশ্ন হইবে, পদার্থবোধক কোন কোন বাক্যে ক্ত্বা, প্রথম, ততঃ ইত্যাদি পদের দ্বারা ক্রম শ্রুত হইলেও, সমস্ত প্রয়োগবিধিতে ক্রমপ্রতিপাদক শব্দ শ্রুত হয় নাই ; সুতরাং সেই সেই স্থলে বাক্যৈকবাক্যতাপন্ন প্রয়োগবিধি কিরূপে সমস্তপদার্থের বিশেষণরূপে ক্রম প্রতিপাদন করিবে ?

উত্তর এই, শ্রুতিই একমাত্র ক্রমপ্রতিপাদক নহে। শ্রুতি, অর্থ, পাঠ, স্থান, মুখ্য ও প্রবৃত্তি এইরূপ ষট্ সংখ্যক ক্রমনিয়ামক প্রমাণ মীমাংসা-শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। এই ছয় প্রমাণের মধ্যে যে কোনও একটির সহায়তায় কর্মক্রম নির্ণীত হইতে পারে। আলোচনা-বিস্তরভয়ে ক্রমনিয়ামক প্রমাণসমূহের বিচার পরিত্যক্ত হইল। শুধু মনে রাখিতে হইবে যে এই ছয় প্রমাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে পর পর প্রমাণ অপেক্ষা পূর্ব পূর্ব ক্রমপ্রমাণই বলবান। মীমাংসাদর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের সমগ্র প্রথম পাদে এই বিষয়ে সদৃষ্টান্ত বিস্তৃতবিচার বিদ্যমান।

ক্রমনিয়ামক প্রমাণের সংখ্যা ছয়, এইরূপে সংখ্যানির্দ্দেশের দ্বারা মীমাংসা-সম্প্রদায় বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে ক্রমবিষয়ে সপ্তম প্রমাণ নাই। ফলে যে-স্থলে ছয়টি প্রমাণেরই অভাব হইবে, সেই স্থলে ক্রম-নিয়ম নাই, ইহাই মীমাংসাসিদ্ধান্ত। মীমাংসাভাষ্যকার আচার্য্য শবর স্বামী "অনিয়মোঽন্যত্র" (মীঃ সূঃ ৫।১।৩ ক্রমস্য ক্বচিদনিয়মাধিকরণম্) সূত্রের ভাষ্যে ক্রমের অনিয়ম দৃষ্টান্ত-সহকারে উপপাদন করিয়াছেন।[১৩] মীমাংসা-দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের প্রথম দুইটি অধিকরণে (মীঃ সূঃ ৫।৪।১ ও মীঃ সূঃ ৫।৪।২-৪) ক্রমসমূহের বলাবল বিচারিত হইয়াছে। এই স্থলে বুঝিতে হইবে, মীমাংসা-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে যে শ্রুতিলিঙ্গাদি ছয়টি প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে সেই সমস্ত প্রমাণ যাগসমূহের অঙ্গাঙ্গিভাবের নিয়ামক ; এইজন্য উহা বিনিয়োগবিধিবিচারকালে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই কারণে সমগ্র তৃতীয় অধ্যায়কে শেষলক্ষণ বলে। এই অধ্যায়ে বিনিয়োগবিধিই বিচার্য্য। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে যে শ্রুতি, অর্থ ইত্যাদি ছয়টি প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে সেই সমস্ত প্রমাণ কর্মসমূহের ক্রম-প্রতিপাদক। এইজন পঞ্চম অধ্যায়কে ক্রমলক্ষণ বলে। কর্মসমূহের অঙ্গাঙ্গিভাব না জানিয়া তাহাদের ক্রমনির্দ্ধারণ করা যায় না বলিয়াই প্রথমে তৃতীয় অধ্যায়ে বিনিয়োগবিধি আলোচনা করিয়া পরে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে প্রয়োগবিধির আলোচনা করা হইয়াছে।

বষট্কর্ত্তৃকর্ত্তৃক প্রথমত্ববিশিষ্টসোমভক্ষণই বিহিত হইয়াছে ? পূর্বপক্ষীর মতে প্রাথম্যমাত্রের বিধান করা হইয়াছে ; কারণ বষট্কর্ত্তার সোমভক্ষণ বচনান্তরপ্রাপ্ত বলিয়া উহা পূর্বজ্ঞাত, সুতরাং আলোচ্যবাক্যে উহা বিহিত হইতে পারে না। ইহাতে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই, "প্রথমভক্ষঃ" একটি সমাসবদ্ধ পদ বলিয়া দুইটি পদ মিলিত হইয়া একটি অর্থ প্রকাশ করায় এইস্থলে একপ্রসরতা বিদ্যমান—একস্যাং বৃত্তৌ প্রসরঃ প্রবেশঃ যয়োরর্থয়োঃ তৌ একপ্রসরৌ, তয়োর্ভাবঃ একপ্রসরতা অর্থাৎ একবৃত্তিপ্রবিষ্টতা। এক্ষণে বষট্কর্ত্তৃকর্ত্তৃক সোমভক্ষণের উদ্দেশে প্রাথম্যের বিধান করিতে হইলে "যঃ ভক্ষঃ সঃ প্রথমঃ" এইরূপ বচনবিন্যাস করিলে উক্ত সমাসবদ্ধ পদের এক- প্রসরতা ভঙ্গ হয়। এইজন্য কোন সমাসবদ্ধ পদকেই বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি পদকে উদ্দেশ্য ও অন্যপদকে বিধেয় করা যায় না। শুধু তাহাই নহে, "প্রথমভক্ষঃ" পদের "যঃ ভক্ষঃ সঃ প্রথমঃ" এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণও করা যায় না ; কারণ তাহা হইলে ভক্ষমাত্রে প্রাথম্যপ্রসক্তি অনিবার্য্য। কিন্তু ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে ; বষট্কর্ত্তার ভক্ষণই প্রথম, সমস্ত ভক্ষণই প্রথম নহে। সুতরাং শ্রুতির তাৎপর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে দুইটি বাক্যের শরণাপন্ন হইতে হইবে—"যঃ ভক্ষঃ সঃ প্রথমঃ" এবং "প্রাথম্যবিশিষ্টো যো ভক্ষঃ সঃ বষট্কর্ত্তুঃ।" ফলে বাক্যভেদ- দোষ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যে-স্থলে উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবে অন্বয় হয়, সেইস্থলে সমাসের একার্থীভাব না থাকায় সমাসই হইতে পারে না এবং যে-স্থলে সমাস হয়, সেইস্থলে উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবে অন্বয় হইতে পারে না। এই তাৎপর্য্যে তন্ত্রবার্ত্তিককার বলিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ৩।৫।৩১ পৃঃ ৪৬৫), "সমাসার্থাদ্‌বিনিষ্কৃষ্য নৈকাংশোঽনূদ্যতে যতঃ।" অর্থাৎ সমাসার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া সমাসবদ্ধপদের যে-কোন অংশবিশেষ অনূদিত হইতে পারে না। অতএব "বষট্কর্ত্তুঃ প্রথমভক্ষঃ" বাক্যে বষট্কর্ত্তৃকর্ত্তৃক প্রথমত্ববিশিষ্টভক্ষণই বিহিত হইয়াছে, কেবল প্রাথম্য নহে। এইস্থলে জ্ঞাতব্য এই, যদিও সাধারণতঃ হোতাই "বষট্" উচ্চারণ করিয়া থাকেন তথাপি যে-যাগে (জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে ঋতুরাজনামক যাগে) যজমান স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া যাজ্যা পাঠ করিয়াই (নিঃশ্বাস না ফেলিয়া) "বষট্" উচ্চারণ করেন, সেই যাগে যজমানই বষট্কর্ত্তা ও সোমপানে অধিকারী ; বষট্কার উচ্চারণ না করায় হোতা সোমভক্ষণ করিবেন না (মীঃ সূঃ ৩।৫।৪৪-৪৬ "স্বয়ং যষ্টুর্ভক্ষান্তিতাধিকরণম্")।

১৩ মীঃ সূঃ ৫।৪।৫-৯ ইষ্টিসোময়োঃ পৌর্বাপর্য্যানিয়মাধিকরণম্ এবং মীঃ সূঃ ৫।৪।১০-১৪ ব্রাহ্মণস্যাগ্নীষ্টিসোময়োঃ পৌর্বাপর্য্যানিয়মাধিকরণম্ দ্রষ্টব্য।

টিপ্পনী

"প্রৈষ", "যাজ্যা", "বষট্" প্রভৃতি পদের অর্থ

প্রৈষ, যাজ্যা, বষট্ ইত্যাদির প্রয়োগ অতি সংক্ষেপে এইরূপ। সাধারণতঃ যজ্ঞে যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ অধ্বর্য্যু, অথর্ববেদজ্ঞ ঋত্বিক্ ব্রহ্মা ও তাঁহার সহকারী আগ্নীধ্র (বা অগ্নীৎ) নামক ঋত্বিক্, ঋগ্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ হোতা এবং যজমান ও যজমানপত্নী থাকেন। হোতাই দেবতাগণকে আহ্বান করেন এবং মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন; অধ্বর্য্যু প্রধানতঃ অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করেন এবং যজমান ত্যাগমন্ত্র বলেন। আহুতিপ্রদানের নিমিত্ত হোমকুণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান অধ্বর্য্যু প্রথমে আগ্নীধ্রকে বলেন "ওম্ আশ্রাবয়" অর্থাৎ দেবতাদের মন্ত্র শ্রবণ করান। উত্তরে খড়্গাকৃতি রেখাঅঙ্কনে সমর্থ খদির কাষ্ঠ নির্মিত "স্ফ্য" নামক অস্ত্রধারণ পূর্বক দণ্ডায়মান আগ্নীধ্র বলেন "অস্তু শ্রৌষট্" অর্থাৎ দেবতারা শুনিতেছেন। ইহার পর অধ্বর্য্যু হোতাকে প্রৈষমন্ত্র বলেন "ওম্ অমুক দেবায় অনুব্রূহি" অর্থাৎ অমুক দেবতাকে কর্মে অনুকূল করিতে আহ্বান করুন। "প্রৈষ" শব্দের অর্থ নিয়োগবাক্য, যেমন "যজ", "অনুব্রূহি" প্রভৃতি এবং যেহেতু অধ্বর্য্যুই প্রেষণ-কর্ত্তা সেইহেতু প্রৈষসমূহ আধ্বর্য্যব। অধ্বর্য্যু যাগ করেন। কিন্তু হোতা মন্ত্রপাঠ করেন বলিয়া হোতাই অনুবচনকর্ত্তা—অনুষ্ঠেয়ার্থপ্রতিপাদক মন্ত্রোচ্চারণই অনুবচন। যে-অনুবচনের শেষে প্রৈষ বর্ত্তমান তাহাকে অনুবাক্যা বা পুরোনুবাক্যা বলে। হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিক্ প্রৈষ সহিত অনুবচনসমূহ, যাহাকে "সমস্ত অনুবচন" বলে, তাহা পাঠ করেন; কিন্তু কেবল প্রৈষ ও কেবল অনুবচন, যাহাদের "ব্যস্ত প্রৈষ" ও "ব্যস্ত অনুবচন" বলে, তাহারা যথাক্রমে হোতা ও অধ্বর্য্যুর পাঠ্য (মীঃ সূঃ ৩।৭।৪৩-৪৫ "সমুচ্চিতয়োরনুবচনপ্রৈষয়োর্মৈত্রাবরুণকর্ত্তৃকত্বাধিকরণম্")। যাহা হউক, প্রৈষমন্ত্র শ্রবণ করিয়া হোতা পুরোনুবাক্যা মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার পর অধ্বর্য্যু আদেশ করিয়া থাকেন "ওঁ যজ।" আদেশ শ্রবণ করিয়া হোতা যে-দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিবেন তাঁহার নাম উল্লেখপূর্বক যাজ্যা-মন্ত্র পাঠ করেন। যে-ঋক্ মন্ত্রসমূহের (কখনও বা যজুঃ মন্ত্রসমূহের) প্রথমে "আগূঃ" ও সর্বশেষে "বষট্" বর্ত্তমান সেই মন্ত্রসমূহ অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক "ওঁ যজ" এইরূপ প্রৈষমন্ত্রদ্বারা আদিষ্ট হইয়া হোতা পাঠ করিয়া থাকেন; এই মন্ত্রসমূহকেই যাজ্যা বলে। যাজ্যামন্ত্রের পূর্বে "যে যজামহে" এইরূপ মন্ত্রাংশ পাঠ করা হয়, ইহাকেই "আগূঃ" বলে। সর্বশেষে "বৌষট্" এই মন্ত্র পঠিত হয়, ইহাকেই বষট্কার বলে। হোতা "বৌষট্" উচ্চারণ করিবার সমসময়েই অধ্বর্য্যু পুরোডাশ প্রভৃতি হব্য দ্রব্য অগ্নিতে যে প্রক্ষেপ করেন, তাহারই নাম হোম। প্রক্ষেপের সমসময়েই দণ্ডায়মান যজমান অধ্বর্য্যুকে স্পর্শ করিয়া বলেন "ইদম্ অমুকদেবায়, ন মম।" এই প্রকার ত্যাগমন্ত্রের উচারণ করিলেই তবে তাহাকে যাগ বলে। সুতরাং ত্যাগমাত্র যাগ নহে এবং যাগমাত্র হোম নহে। মীমাংসাদর্শনের যাগস্বরূপনিরূপণাধিকরণে (মীঃ সূঃ ৪।২।২৭) ও হোমস্বরূপনিরূপণাধিকরণের (মীঃ সূঃ ৪।২।২৮) শাবরভাষ্যে (পৃঃ ৫২৮-৩০ = পৃঃ ৫৫-৬) "যজতি", "দদাতি" ও "জুহোতি" এই তিনের ভেদ স্পষ্টীকৃত।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় প্রয়োগবিধিবিচার নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়

অধিকার বিধি বিচার

এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত অধিকারবিধিবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

অধিকারবিধির লক্ষণ এইরূপ—"কর্মজন্যফলস্বাম্যবোধকো বিধিঃ অধিকারবিধিঃ।" কর্ম বলিতে শ্রৌত যাগাদি কর্ম বুঝিতে হইবে। যাগাদি বৈদিক কর্মজন্য ফল বলিতে পারলৌকিক স্বর্গাদি বা ঐহিক পশু-পুত্রাদিরূপ ফলই বোদ্ধব্য। "স্বামিন্" শব্দের উত্তর "ষ্য" প্রত্যয় করিয়া "স্বাম্য" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ স্বামিত্ব। নিষ্ফল কর্মে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া যাগাদিজন্য স্বর্গাদিরূপ ফলের উদ্দেশ্যেই পুরুষ যাগাদিকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় স্বর্গাদিই ভোগ্য পদার্থ। স্বর্গাদিনিষ্ঠভোগ্যতার দ্বারা নিরূপিত যে ভোক্তৃত্ব, তাহাই স্বামিত্ব। ফলভোক্তৃত্ব বা ফলভাগিত্ব বলিলে ফলসম্বন্ধযোগ্যত্বই বুঝিতে হইবে। এইরূপ স্বামিত্বই "অধিকার" পদের অর্থ।[১] এইরূপ অধিকারবোধক বিধিই অধিকারবিধি। কোন শাস্ত্রীয় কর্মে কে অধিকারী তাহা শাস্ত্রমাত্রগম্য হওয়ায় অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বরূপ বিধিত্ব অধিকারবিধিতে বর্ত্তমান। যেমন, "যজেত স্বর্গকামঃ" বাক্য স্বর্গকামনাযুক্ত যাগাধিকারীকেই নির্দ্দেশ করিতেছে—এই বাক্য স্বর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া যাগ বিধানপূর্বক স্বর্গকাম পুরুষের যাগজন্যফলভোক্তৃত্বই প্রতিপাদন করিতেছে—স্বর্গফলকামনাবিশিষ্টপুরুষনিষ্ঠযাগানুকূলব্যাপারবিশেষ—ইহাই বুঝিতে হইবে।[২] ফলিতার্থ এই, (তাণ্ড্য ১৬।১৫।৫) "যজেত স্বর্গকামঃ" বাক্য "যাগদ্বারা স্বর্গং ভাবয়েৎ" এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া স্বর্গের ভাব্যত্বপ্রতিপাদনমুখে যাগপ্রযোজকেচ্ছাবিষয়ত্বসমানাধিকরণযাগজন্যত্বরূপযাগফলত্ব ("যাগপ্রয়োজকেচ্ছাবিষয়ত্বে সতি যাগজন্যত্বরূপযাগফলত্বম্") এবং তৎফলকামপুরুষের তৎ-সম্বন্ধযোগ্যত্বই প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

আপত্তি হইবে, শ্রুতিমধ্যে কাম্যকর্মপ্রকরণে একাহকাণ্ডে ফলসম্বন্ধবিহীন বিশ্বজিৎ যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে;[৩] সুতরাং (শতপথ ব্রাঃ ১০।২।৫।১৬)"বিশ্বজিতা যজেত" বাক্যে ফলরহিত যাগমাত্র উপদিষ্ট

১ "তত্র অধিকারো নাম ফলভোক্তৃত্বসমানাধিকরণং কর্তৃত্বম্। শ্রাদ্ধাদৌ পিত্রাদেঃ ঋত্বিজাং চ অধিকারব্যাবৃত্ত্যর্থং বিশেষণদ্বয়ম্" ইত্যাদি ভাট্টদীপিকা (মীঃ সূঃ ৬।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৫৯৪) ও তাহার উপর প্রভাবলী টীকা দ্রষ্টব্য। পরলোকগত পিতৃপিতামহাদি শ্রাদ্ধাদি (পিতৃপিতৃযজ্ঞ) কর্মের ফলভোক্তা, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি কর্মে তাঁহাদের অধিকার নাই। "আদি" পদে তর্পণ বুঝিতে হইবে। অপরদিকে, ঋত্বিক্‌গণ কর্মসমূহের কর্ত্তা; কিন্তু তাঁহারাও সেই সমস্ত কর্মে অধিকারী নহেন। যজমানই ত্যাগমন্ত্রোচ্চারণ, দক্ষিণাদান প্রভৃতি কর্ম করিয়া কর্মের কর্ত্তাও বটে এবং স্বর্গাদিফলের ভোক্তাও বটে। এইজন্য অধিকারের লক্ষণ একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অবশ্য সত্রযাগে যজমানই ঋত্বিক্ হওয়ায় সত্রযাগে ঋত্বিক্ অধিকারী।

২ যদিও এই বাক্যে "স্বর্গকামঃ" পদ পুরুষের বিশেষণরূপে স্বর্গই অভিহিত করিতেছে, তথাপি শাব্দবোধে স্বর্গের উদ্দেশ্যতা প্রতীত হয় না, কিন্তু স্বার্থশূন্যবিষয়ে পুরুষের প্রবৃত্তি না হওয়ায় "যজেত" এইরূপ বিধিবলে পুরুষার্থ ভাব্যরূপে ভাবনাতে অন্বিত হইবার পর ভাব্যের বিশেষাকাঙ্ক্ষা হইলে "স্বর্গকামঃ" পদের দ্বারা বিশিষ্টফলাপেক্ষিপুরুষই বুদ্ধিতে প্রধানরূপে উপস্থিত হয়। আবার বিশেষ্য আখ্যাত হইতেই প্রাপ্ত হওয়ায় "স্বর্গকামঃ" পদ বিশেষণীভূত স্বর্গমাত্রপররূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। "স্বর্গকামঃ" পদে যে প্রথমা বিভক্তি রহিয়াছে, তাহা কর্মপররূপে বুঝিতে হইবে। এই তাৎপর্য্যেই "স্বর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ভাবার্থাধিকরণন্যায়ে (মীঃ সূঃ ১।২।১ম অধিকরণ) ধাত্বর্থ যে করণরূপে এবং স্বর্গকামাধিকরণন্যায়ে (মীঃ সূঃ ৬।১।১ম অধিকরণ) স্বর্গ যে ভাব্যরূপে আখ্যাতার্থ ভাবনাতে অন্বিত হইবে, তাহা পূর্বেই প্রসাধিত হইয়াছে।

৩ মীমাংসাদর্শনের "বিশ্বজিদাদীনাং সফলত্বাধিকরণে"র (মীঃ সূঃ ৪।৩।১০-১২) ভাষ্যে আচার্য্য শবরস্বামী অধিকরণের বিষয়রূপে (শাবরভাষ্য ৪।৩।১০ পৃঃ ৫৪২ = পৃঃ ৬৮), "সর্বেভ্যো বা এষ দেবেভ্যঃ...স বিশ্বজিতা অতিরাত্রেণ সর্বপৃষ্ঠেন সর্বস্তোমেন সর্ববেদসদক্ষিণেন যজেত" এইরূপ যে শ্রুতিবাক্য (তৈত্তিঃ সং ২।৬।৬) উদ্ধার করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃ সফলকর্ম বলিয়া ঐ অধিকরণের টুপ্‌টীকায় (পৃঃ ৭১) ভট্টপাদ বলিয়াছেন, "একাহকাণ্ডপঠিতো বিশ্বজিদিহোদাহরণম্।" তদনুসারে শাস্ত্র-দীপিকা (প্রভাটীকা ৪।৩।৫ম অধিকরণ পৃঃ ৪৩৩-৩৪), ভাট্টদীপিকা (প্রভাবলী টীকা ঐ. পৃঃ ৩৯৯) প্রভৃতি গ্রন্থে একাহকাণ্ডপঠিত "বিশ্বজিৎ" বাক্যই

হওয়ায় যাগই ভাব্য বা সাধ্যরূপে ভাবনাতে অন্বিত হইবে—"যাগং কুর্য্যাৎ।" যদি "যাগেন কুর্য্যাৎ" এইরূপ অন্বয় হইত তাহা হইলেই বাক্য সাকাঙ্ক্ষ হইয়া যাইত—"যাগেন কিং কুর্য্যাৎ?" কিন্তু ফলশ্রুতি না থাকায় এবং অশ্রুতফল কর্মের ফলকল্পনা করিলে ফলবাচকপদের অধ্যাহারে অপৌরুষেয়-বাক্যে পৌরুষেয়-পদের অনুপ্রবেশ হওয়ায় অশাব্দ ফলকল্পনা অন্যায্য। সুতরাং "বিশ্বজিৎ" বাক্যে শুদ্ধকর্মের অর্থাৎ ধাত্বর্থযাগের সাধ্যতা বা কর্ত্তব্যতাই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু ফলের অভাবে যাগ করণ বা সাধনরূপে বিহিত হয় নাই। ফলে কর্মজন্যফলস্বাম্যবোধক অধিকার বিধিও নাই। সুতরাং "বিশ্বজিদা"দি বাক্যে যাগকর্ত্তৃত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে, যাগাধিকারী উপদিষ্ট হয় নাই। অপুরুষার্থযাগমাত্রের কর্ত্তব্যতাশ্রবণে কোনও পুরুষ যদি যাগে প্রবর্ত্তিত না হয়, তবে নাই হউক, তাহাতে যদি নিষ্ফলকর্মের কর্ত্তব্যতাবচন অপ্রমাণ হয়, তাহাই হউক—ইহাতে পূর্বপক্ষীর ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।[8]

উত্তর এই, বিশ্বজিদাদি যাগ অশ্রুতফলক হইলেও "যজেত" পদের অন্তর্গত "ঈত" প্রত্যয়ের দ্বারা যে শাব্দী ভাবনা উপস্থিত হয় সেই শাব্দী ভাবনার ভাব্যরূপে পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ আর্থী ভাবনা পূর্বেই সিদ্ধ হওয়ায় সেই আর্থী ভাবনার ভাব্যরূপে পুরুষার্থই বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় এবং যাগ সমানপদশ্রুতির দ্বারা উপনীত হইলেও অপুরুষার্থ হওয়ায় যাগ আর্থী ভাবনার ভাব্য হইতে পারে না। আচার্য্য শবর স্বামী জরদ্গব-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, যে-পদ যে-পদের সহিত অন্বয়ের যোগ্য, সেই পদ ব্যবহিত হইলেও অন্বিত হইবে ; কিন্তু যে-পদ যে-পদের সহিত অন্বয়ের অযোগ্য, সেই পদদ্বয়ের আনন্তর্য্য থাকিলেও তাহারা অন্বিত হইবে না। আনন্তর্য্যমাত্র যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা বা একবাক্যতার নিয়ামক নহে তাহা ভট্টপাদ তন্ত্রবার্ত্তিকের আনন্তর্য্যানিয়ামকত্বাধিকরণে (মীঃ সূঃ ৩।১।২৪-২৫) ও চতুর্ধাকরণাধিকরণে (মীঃ সূঃ ৩।১।২৬-২৭) "যস্য যেনার্থসম্বন্ধঃ"- ন্যায়ে (পৃঃ ১২২ = পৃঃ ৬৯১) প্রতিপাদন করিয়াছেন,—"যস্য যেনার্থসম্বন্ধো দূরস্থেনাপি তস্য সঃ। অর্থতো হ্যসমর্থানামানন্তর্য্যমকারণম্॥" (ন্যায়সুধায় ৩।১।২৭ পৃঃ ৭০১ উদ্ধৃত)। পুরুষপ্রবৃত্তির অভাবে শব্দভাবনানিষ্ঠ প্রবর্ত্তকত্ব বা ভাবনাত্ব ব্যর্থই ; সুতরাং শব্দভাবনাগতশক্তিসামর্থ্যেই ফলবাচক পদ অধ্যাহৃত হইবে। পদ অধ্যাহৃত হইলেও উহা পুরুষের ইচ্ছাবশতঃ কল্পিত নহে বলিয়া কোন অপূর্ব পদ অধ্যাহৃত হয় না। বেদবাক্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্তই অন্যত্র আম্নাত পদ অধ্যাহার করিয়া আলোচ্য স্থলে পদৈকবাক্যতা লাভ করা হইয়া থাকে। সুতরাং ফলকামপদ ব্যবহিত হইলেও উহা বেদাকাঙ্ক্ষাবশতঃ অধ্যাহৃত হওয়ায় বৈদিকই বা বেদতুল্য।[5] ফলিতার্থ এই, আখ্যাতমাত্রে পুরুষার্থ অবিনাভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হওয়ায় কর্মমাত্র পুরুষার্থের

অধিকরণের বিচার্য্যবাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার (শাবরভাষ্য ৪।৩।১০ পৃঃ ৫৪১ = পৃঃ ৬৮) "তস্মাৎ পিতৃভ্যঃ পূর্বেদ্যুঃ করোতি" শ্রুতিবাক্যও (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১।৩।১০।২) বিচার্য্যবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ বাক্যে অশ্রুতফল পিণ্ডপিতৃযজ্ঞই (শ্রাদ্ধ) বিষয়। "পূর্বেদ্যুঃ" (পূর্বেদ্যুস্) অব্যয়ের অর্থ পূর্বদিন এবং পূর্বদিনের পূর্বদিন উভয়ই হয়।

৪ শাস্ত্রদীপিকা ৪।৩।৫ম অধিকরণ পৃঃ ৪৩৪, "ননু 'যাগেন কুর্য্যাৎ' ইত্যুক্তে 'কিং কুর্য্যাৎ' ইতি অপেক্ষণাৎ অধ্যাহারোঽবকল্পতে ; সত্যং, যদি 'যাগেন কুর্য্যাৎ' ইত্যুচ্যেত ; 'যাগং কুর্য্যাৎ' ইতি তূক্তে পরিপূর্ণত্বান্নাধ্যাহারাপেক্ষা। ফলশ্রবণে হি সতি বিধ্যানুগুণ্যাৎ সমানপদোপাত্তধাত্বর্থাতিক্রমেণ বাক্যসমর্পিতং ফলং ভাব্যত্বেন ভাবনা অবলম্বতে।...নন্বেবং যাগমাত্রকর্ত্তব্যতায়ামুচ্যমানায়াং ন কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত ; সত্যম্, কো দোষঃ? বিধ্যানর্থক্যম্, তদপি ভবতু। নিষ্ফলস্য কর্ত্তব্যত্ববচনমপ্রমাণং স্যাৎ, ইত্যেবমপ্যস্তু।" পূর্বে স্বর্গকামাধিকরণবিচার- কালে এইরূপ পূর্বপক্ষই উপস্থাপিত হইয়াছে—শাস্ত্রদীপিকা ৬।১।১ম অধিকরণ পৃঃ ৩। উভয় অধিকরণের উপর প্রভাটীকা দ্রষ্টব্য।

৫ শাবরভাষ্য ৪।৩।১১ পৃঃ ৫৪৪ = পৃঃ ৬৯-৭০, "ফলচোদনা অর্থেন গম্যতে। কতমেনার্থেন? কর্ত্তব্যতাবচনেন।...কথং পুনরবগম্যতে ইহাধ্যাহারেণ কল্পয়িতব্যমিতি? আম্নানসামর্থ্যাৎ।...ননু যৎ পদমধ্যাহ্রিয়তে তৎ পৌরুষেয়ম্ ; তেনাবগতং চাপ্রমাণম্। উচ্যতে—নাপূর্বমধ্যাহরিষ্যামঃ। বৈদিকেনৈবাস্য সহ অন্যত্র সমাম্নাতেনৈকবাক্যতামধ্যবস্যামঃ।...অর্থানাং হি অর্থবত্ত্বেন হেতুনা ব্যবহিতান্যপি বচনানি সম্বধ্যন্তে। যানি পুনরর্থতো হ্যসমর্থানি তানি আনন্তর্য্যেঽপি সতি ন পরস্পরেণ সম্বন্ধমর্হন্তি।...ফলকামপদং দূরেঽপি সৎ তস্য বাক্যস্যৈকদেশভূতমিত্যর্থঃ।" সম্পূর্ণ শাবরভাষ্য দ্রষ্টব্য। প্রভাটীকা সহ শাস্ত্রদীপিকা (পৃঃ ৪৩৪-৩৫) দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক। শুধু পার্থক্য এই, প্রযাজাদিরূপ অঙ্গযাগের সহিত পুরুষার্থের সম্বন্ধ প্রধানযাগদ্বারা হওয়ায় উহা পরম্পরায় সম্বন্ধ, দর্শপূর্ণমাসাদিরূপ প্রধানযাগের সহিত পুরুষার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। বিশ্বজিৎ নামধেয় যাগ কাহারও অঙ্গ না হওয়ায় উহা সাক্ষাৎভাবেই পুরুষার্থসাধক বা সফল।[৬]

মীমাংসাদর্শনের পরবর্ত্তী অধিকরণে (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৩-১৪ "বিশ্বজিদাদীনামেকফলতাধিকরণম্") প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বিশ্বজিদাদি যাগের ফলবিশেষ শ্রুত নহে বলিয়া যে তাহা সর্বফলদ হইবে, তাহা নহে। একটি ফলের সহিত সম্বন্ধ হইলেই যদি বিধিবাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ হয়, তবে উহা অন্যান্য ফলের সহিত আর সম্বন্ধ হইতে পারিবে না। সুতরাং উহা একফলক—(শাস্ত্রদীপিকা ৪।৩।৬ষ্ঠ অধিঃ পৃঃ ৪৩৬), "যেনৈবৈকেন তদ্বাক্যং সাকাঙ্ক্ষম্পরিপূরিতম্। তেনৈবৈতন্নিরাকাঙ্ক্ষমিতি নানেককল্পনা॥"

প্রশ্ন হইবে, অশ্রুতফল বিশ্বজিদাদিযাগের সেই একটি ফল কি?

পূর্বপক্ষীর উত্তর এই, শ্রুতিমধ্যে যখন কোন বিশেষ ফলের উল্লেখ নাই, তখন যে-পুরুষ যে-কামনায় বিশ্বজিদাদিযাগ করিবেন, তিনি সেই ফলই লাভ করিবেন।

ইহাতে মীমাংসাদর্শনের "বিশ্বজিদাদীনাং স্বর্গফলতাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৫-১৬) সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই, অসংখ্য পুরুষের অনন্ত কামনা থাকায় পুরুষেচ্ছাবশতঃ যে-কোন ফল সিদ্ধ হইলে অর্থতঃ উক্ত যাগ সর্বফলপ্রদই হইয়া যায়; ফলে পূর্বোক্ত গৌরব অবধারিত। অতএব স্বীকার্য্য যে কাম্যকর্মপ্রকরণে পঠিত অশ্রুতফল যাগমাত্র স্বর্গফলক। পুরুষমাত্র সমস্ত প্রকার দুঃখের দ্বারা অবিমিশ্র সুখই ইচ্ছা করে—"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃ পদাস্পদম্॥"[৭] এইরূপ আগমবচন প্রসিদ্ধ লৌকিক সুখ হইতে ভিন্ন বিজাতীয়সুখবিশেষমাত্র "স্বর্গ" পদে

জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে অতীব সংক্ষেপ আলোচনা বর্ত্তমান (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৪।৩।৫ম অধিঃ পৃঃ ২৭৬)।

৬ টুপ্‌টীকা ৪।৩।১১ পৃঃ ৬৯, "কর্ত্তব্যতাবচনো ভাবনায়াং পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি তস্যাশ্চ প্রযোজ্যেন ভাব্যম্। স চ পুরুষার্থঃ প্রযোজ্যত্বাং প্রতিপদ্যতে। তস্মাৎ পুরুষার্থো ভাব্যমানঃ। অতঃ সর্বাখ্যাতেষু পুরুষার্থোঽবিনাভূতঃ, প্রযাজাদিষু দ্বারেণ, দর্শপূর্ণমাসাদিষু সাক্ষাৎ। বিশ্বজিদাদয়োঽপ্যনঙ্গত্বাৎ সাক্ষাৎ পুরুষার্থস্য সাধকাঃ।" "বিশ্বজিতা" পদে বিশ্বজিৎ যাগনামধেয়ে করণে তৃতীয়া বিভক্তি হওয়ায় উহার করণত্ব প্রত্যক্ষশ্রুতিবিহিত।

৭ "যন্ন" ইত্যাদি আগমবচনের অর্থ এইরূপ—যাহা দুঃখের দ্বারা মিশ্রিত নহে, যাহা উৎপত্তির অনন্তর নাশ প্রাপ্ত হয় না এবং যাহা ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয়, সেইরূপ সুখই "স্বঃ"পদের অর্থ (আস্পদ)। লৌকিক সুখ হইতে স্বর্গরূপ সুখের ইহাই বিশেষ যে লৌকিক সুখের উৎপত্তিতে দুঃখ, উৎপন্ন হইবার পর সুখের রক্ষণে দুঃখ এবং পরিশেষে সুখের নাশে দুঃখ, ফলে লৌকিক সুখ কালত্রয়েই দুঃখানুবিদ্ধ, "অর্জনে রক্ষণে নাশে ক্লেশদো বিষয়ো ভবেৎ।" অর্থাৎ—সুখ পরমকাম্য হইলেও সুখের সাধন লোকবিত্তশ্রমাদিসাধ্য হওয়ায় সুখের উৎপত্তির জন্য দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুখ উৎপন্ন হইবার পর সুখের রক্ষণের জন্য দুঃখ এবং সুখের নাশে অবশ্যই দুঃখ। কিন্তু স্বর্গসুখ অভিলাষমাত্র উপনীত হওয়ায় স্বর্গসুখোৎপত্তির নিমিত্ত দুঃখ নাই, সুখের বর্তমানকালে দুঃখ নাই, এবং স্বর্গসুখের নাশ না হওয়ায় দুঃখ নাই। উক্ত শ্লোকের তিনটি চরণে যথাক্রমে রক্ষণে দুঃখাভাব, নাশ না হওয়ায় দুঃখাভাব এবং প্রাপ্তিতে দুঃখাভাব ব্যক্ত হইয়াছে। যদিও বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে (কাঃ ২ পৃঃ ৭) যাগজন্য স্বর্গসুখ বুঝাইতে উপরি উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাপি বুঝিতে হইবে যে যাগাদি জন্য স্বর্গসুখ উক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইতে পারে না, কারণ সাংখ্যমতে এবং সর্ববাদিমতে স্বর্গসুখের অর্জনে ও নাশে দুঃখ অবশ্যই বিদ্যমান। এইজন্য ভট্টপাদ স্বর্গকে মুক্তিরূপ বলেন নাই (শ্লোঃ বাঃ সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারপ্রকরণ, শ্লোঃ ১০৫ পৃঃ ৬৭০)।

অদ্বৈতীর নিকট উক্ত শ্লোক বিশেষ অর্থবহ। আচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মরূপ পরমানন্দই "স্বর্গ" বা "স্বর্গলোক" পদের মুখ্যার্থ। কিন্তু "স্বর্গকামঃ" শ্রুতিমধ্যে যে "স্বর্গ" পদ রহিয়াছে তাহা লক্ষণার দ্বারা ভোগভূমিবিশেষরূপ স্বর্গকে বুঝাইয়া থাকে। কারণ পরমানন্দ অনবচ্ছিন্ন সুখ এবং উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন পরমানন্দ সুখই স্বর্গরূপ পরিচ্ছিন্ন সুখরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। সোপাধিক স্বর্গসুখ যাগাদি কর্মসাধ্য হইলেও নিরুপাধিক ব্রহ্মানন্দরূপ স্বর্গসুখ ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রলভ্য (বৃহঃ ভাঃ বাঃ ৪।৪।৫৫৫-৫৫৬ পৃঃ ১৮১১-১২), "স্বর্গোঽয়মেব প্রাগুক্তঃ স্বর্গকামবচস্যপি। কর্মভিস্তদসিদ্ধের্হি বেদান্তজ্ঞানসিদ্ধিতঃ॥ পরমানন্দ এবাতঃ স্বর্গশব্দেন

ব্যক্ত করিতেছেন। পুত্র, পশু প্রভৃতি কামনার বিষয় হইলেও সুখের সাধন হওয়ায় ঐরূপ পুরুষার্থ বিলম্বেই বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়; বিশেষতঃ, তাহারা দুঃখামিশ্রিত সুখজনক নহে। পুরুষমাত্র ঐরূপ সুখই কামনা করায় শাস্ত্রের মহাবিষয়ত্বলাভের জন্য উক্তরূপ সুখবিশেষই বিশ্বজিদাদির ফল।[৮] লোকেও যখন কোন বৈদিক কর্মের ফল না জানিয়া অনুষ্ঠান করে তখন উহাকে স্বর্গফলকরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব বিশ্বজিত্ত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিশ্বজিদ্‌যাগনিষ্ঠজনকতানিরূপিতজন্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিজাতীয়-সুখবিশেষই "যন্ন দুঃখেন" বাক্য-বর্ণিত স্বঃ বা স্বর্গ। মোক্ষ যদি দুঃখধ্বংসরূপ হয়, তবে পাপধ্বংসাদির ন্যায় উহা বিশ্বজিদ্‌যাগের ফল হইবে না, কারণ তাহাতে জন্যতাবচ্ছেদকগৌরব অবশ্যম্ভাবী। মোক্ষ যদি আনন্দবাপ্তিরূপ হয়, তবে উহা জ্ঞানৈকসাধ্য হওয়ায় বিশ্বজিদ্‌যাগের ফল নহে। বস্তুতঃ ভট্টপাদ শ্লোকবার্তিকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে মোক্ষ সুখোপভোগরূপ নহে, কারণ তাহা হইলে উহা কর্মজন্য হইবে এবং জন্যপদার্থমাত্র ক্ষয়ী।[৯] কোন কোন গ্রন্থকার মীমাংসাসম্প্রদায়কে কর্মমাত্রবাদিরূপে পূর্বপক্ষী করিলেও মীমাংসাসম্প্রদায় জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী অর্থাৎ মোক্ষ কর্মসমুচ্চিতজ্ঞানসাধ্য। মীমাংসাদর্শনে মোক্ষের কর্মমাত্রজন্যত্বপক্ষ খণ্ডিতই হইয়াছে।[১০]

ভণ্যতে। মোক্ষপ্রকরণান্বিত্যাঃ ক্রিয়োখোহতো ন গৃহ্যতে॥" এই শ্লোকদ্বয়ের উপর আনন্দগিরির শাস্ত্রপ্রকাশিকাটীকা দ্রষ্টব্য। আচার্যের এইরূপ কথা স্মরণ করিয়াই পরিমলকার বলিয়াছেন যে "যন্ন" ইত্যাদি শ্রুতিতে মোক্ষরূপ নিরতিশয়সুখ অভিহিত হইয়াছে (পরিমল ৪।৩।৭ পৃঃ ৯৯৫), "'স্বর্গ' শব্দস্য ব্রহ্মলোকে লক্ষণা আশ্রীয়ত ইতি চেৎ, কিমর্থং লক্ষণা আশ্রয়িতব্যা ? 'যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নম্' ইতি শ্রুত্যানুশিষ্টো নিরতিশয়ানন্দ ইহ 'স্বর্গ'শব্দার্থোঽস্তু, ততশ্চ নিরতিশয়ানন্দপ্রকাশরূপং ব্রহ্মৈব 'স্বর্গলোক'-শব্দেন প্রাপ্যমুক্তং ভবতি। 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদাবপি ব্রহ্মানন্দ এব 'স্বর্গ'শব্দার্থঃ স্যাদিতি চেৎ, অস্তু কো দোষঃ ? অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা কর্মণামপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বসম্ভবাৎ।...যদ্বা, নিরতিশয়ব্রহ্মানন্দবাচকস্য 'স্বর্গ'শব্দস্য স্বর্গকামাদিবাক্যানেকমন্ত্রলিঙ্গা-দ্যবগতনাকপৃষ্ঠভোগ্যসুখবিশেষে লক্ষণা অস্তু, তৎপ্রশংসার্থং তত্র তস্য লক্ষণোপপত্তেঃ, 'চন্দনং স্বর্গঃ' 'সূক্ষ্মাণি বাসাংসি স্বর্গঃ' ইতি সুখসাধনেঽপি প্রশংসার্থং তৎপ্রয়োগদর্শনাৎ, ঐহিকসুখাপেক্ষয়া নাকলোকভোগ্যসুখে নিতান্তোৎকর্ষসত্ত্বেন নিরতিশয়সুখবাচিনা তৎ-প্রশংসৌচিত্যাচ্চ। ইহ তু সঙ্কোচে কা[illegible]ভাবাৎ মোক্ষপ্রকরণাচ্চ পরমানন্দ এব 'স্বর্গ'শব্দার্থো গ্রাহ্যঃ, ন তু কর্মবাক্যেষু ইব পরিচ্ছিন্নো লক্ষণীয়ঃ।" "নাকপৃষ্ঠ" ও "নাকলোক" শব্দের অর্থ দেশবিশেষরূপ স্বর্গ।

৮ জৈঃন্যাঃমাঃবিঃ ৪।৩।৭ম অধিঃ পৃঃ ২৭৭, "বিশ্বজিতি কল্প্যমানং যদেকং ফলং তদিদমেবেতি নিয়ামকং নাস্তি। তস্মাদিচ্ছয়া কেনচিৎ কস্মিংশ্চিৎ ফলে কল্প্যমানে অর্থাৎ সর্বফলত্বে গৌরবমেব স্যাদিতি চেৎ, মৈবম্, স্বর্গস্য পশ্বাদিফলবৎ দুঃখমিশ্রিতত্বাভাবাৎ নিরতিশয়সুখাচ্চ সর্বপুরুষাণামিষ্টত্বাৎ স্বর্গঃ এব বিশ্বজিতঃ ফলম্।"

ভাট্টদীপিকা ৪।৩।৫ম অধিঃ পৃঃ ৪০০, "...তদপ্যেকং স্বর্গ এব, ন তু পুত্রপশ্বাদিঃ, 'যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নম্' ইত্যাদি বাক্যাৎ 'স্বর্গ'শব্দস্য সুখবিশেষমাত্রবাচিত্বেন বিজাতীয়স্বর্গত্বস্যৈব জন্যতাবচ্ছেদকত্বে লাঘবাৎ, পুত্রাদীনাস্তু সুখসাধনতয়া পুরুষার্থত্বস্য বিলম্বোপস্থিতিকত্বাচ্চ। স্বর্গস্য বহুভিঃ প্রার্থ্যমানতয়া শাস্ত্রস্য মহাবিষয়ত্বলাভাচ্চ।..."ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। শাস্ত্রীয় কর্মের দ্বারা যদি অধিকবিষয় বা উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়, তবে উহার ন্যূনবিষয়ত্ব বা নিকৃষ্টফলকত্ব কল্পনা করা উচিত নহে, কারণ লৌকিক কর্মের অপেক্ষা শাস্ত্রীয় কর্ম অধিক ফলের জনক বলিয়াই শাস্ত্র-বিশ্বাসী পুরুষ অধিকতর লোকবিত্তশ্রমসাধ্য শাস্ত্রীয় কর্ম করিয়া থাকে, অন্যথা করিত না। ইহাকেই শাস্ত্রের মহাবিষয়ত্বলাভ বলে।

৯ শ্লোঃ বাঃ ১।১।৫ সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারপ্রকরণ, শ্লোঃ ১০৫-১০৬, পৃঃ ৬৭০, "সুখোপভোগরূপশ্চ যদি মোক্ষঃ প্রকল্প্যতে। স্বর্গএব ভবেদেষ পর্য্যায়েণ ক্ষয়ী চ সঃ॥ ন হি কারণবৎ কিঞ্চিদক্ষয়িত্বেন গম্যতে। তস্মাৎ কর্মক্ষয়াদেব হেত্বভাবে ন মুচ্যতে॥" পার্থসারথি মিশ্রকৃত ন্যায়রত্নাকরটীকা, ঐ, "ভাবরূপং সর্বমুৎপত্তিধর্মকং ঘটাদি ক্ষয়ধর্মকমেব, অতো ন সুখাত্মিকা মুক্তিরাত্মজ্ঞানেন ক্রিয়তে ইতি। কুতস্তর্হি মুক্তিঃ, কিংরূপা চ, অত আহ—তস্মাদিতি। শরীরসম্বন্ধো বন্ধঃ, তদভাবো মোক্ষঃ। তেন নিষ্পন্নানাং দেহানাং যঃ প্রধ্বংসাভাবঃ যশ্চানুৎপন্নানাং প্রাগভাবঃ স মোক্ষঃ। কর্মনিমিত্তশ্চ বন্ধঃ কর্মক্ষয়াদেব ন ভবতীতি।"

১০ কোন্ সম্প্রদায় মোক্ষকে কর্মমাত্রের ফল বলেন তাহা বলা দুষ্কর। অথচ শ্লোকবার্তিকে, বিশেষতঃ ভাট্টদীপিকার প্রভাবলী টীকার মধ্যে (প্রভাবলী ৪।৩।৫ম অধিঃ পৃঃ ৪০০-১৩) উক্ত মতের খণ্ডনপূর্বক জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ স্থাপিত হইয়াছে। আচার্য্য সুরেশ্বরও তাঁহার নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিগ্রন্থে প্রথমে কর্মবাদীর পক্ষ স্থাপন করিয়া (নৈঃ সিঃ ১।৯-২১ পৃঃ ১০-৬) পরে বিস্তৃতরূপে মোক্ষের কর্মফলত্ব খণ্ডন করিয়াছেন (নৈঃ সিঃ ১।২২-৩৮ পৃঃ ১৬-২৮)।

আপত্তি হইবে কাম্যকর্মস্থলে অধিকারবিধি থাকিলেও নৈমিত্তিক কর্মে অধিকারীর নির্দ্দেশ না থাকায় ঐ সমস্ত কর্ম কাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে ? যেমন "যস্য আহিতাগ্নেঃ অগ্নিঃ গৃহান্ দহেৎ সঃ অগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশং অষ্টাকপালং নির্বপেৎ" (তৈত্তিঃ সং ২।২।২।৫)। অর্থাৎ অগ্নি যে-আহিতাগ্নি (সাগ্নিক) পুরুষের গৃহ দহন করেন, সেই পুরুষ ক্ষমাগুণসম্পন্ন[১১] অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে অষ্টকপালদ্বারাসংস্কৃত পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন। এক্ষণে গৃহদাহ পূর্বেই সংঘটিত হওয়ায় উহা যজ্ঞের ফল নহে এবং কোন ব্যক্তিই নিজ গৃহদহনরূপফলকামনায় এই ক্ষামবতী ইষ্টি বা গৃহদাহেষ্টি অনুষ্ঠান করিবেন না। সুতরাং শ্রুতফলস্বামাবোধক বাক্যের অভাবে ক্ষামবতী ইষ্টিরূপনৈমিত্তিক কর্মের অধিকারী নির্ণয় করা যায় না।

উত্তর এই, গৃহদাহরূপনিমিত্তনিশ্চয়বান্ পুরুষ গৃহদাহের দ্বারা সূচিত পাপের অনুমান করিয়া সেই পাপক্ষয় কামনায় গৃহদাহেষ্টি যাগ করিবেন, ইহাই অগ্নিহোত্রিপুরুষের প্রতি শ্রুতির বিধান। "যজেত স্বর্গকামঃ" স্থলে কর্মফল শ্রুত ; "যস্য আহিতাগ্নেঃ" স্থলে কর্মের ফল শ্রুত না হইলেও অর্থসিদ্ধ—পাপরূপ দুরদৃষ্টভিন্ন গৃহদাহ না হওয়ায় পাপ গৃহদাহরূপনিমিত্তের দ্বারা সূচিত বা অর্থতঃ আক্ষিপ্ত। ভবিষ্যতে যাহাতে পুনরায় গৃহদাহ না হয়, এইরূপ শান্তিকামনায় পাপক্ষয়নিমিত্তই গৃহদাহেষ্টিযাগ অনুষ্ঠেয় বলিয়া পাপক্ষয়রূপফলস্বামিত্বরূপ অধিকার অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য হওয়ায় বাক্যভেদপ্রসঙ্গ নাই, অন্যথা গৃহদহনরূপ নিমিত্ত ও পাপক্ষয়রূপ ফল উভয়ই একই বাক্যে দুইটি উদ্দেশ্য হইলে বাক্যভেদ অপরিহার্য্য (ন্যায়রত্নমালা, নিত্য-কাম্যবিবেকপ্রকরণম্, শ্লোঃ ১১, পৃঃ ১১৮), "নিমিত্তফলসম্বন্ধ একবাক্যে ন যুজ্যতে। উদ্দেশ্যদ্বয়সম্বন্ধে বাক্যভেদঃ প্রসজ্যতে ॥" একটি বিধেয়ের সহিত দুইটি উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ হইলে বাক্যভেদ হয় ; কিন্তু এইস্থলে ফলের সহিত কর্মের সম্বন্ধ এবং নিমিত্তের সহিত কর্মকর্ত্তব্যতার সম্বন্ধ হওয়ায় বাক্যভেদপ্রসঙ্গ নাই।[১২]

আপত্তি হইবে, নৈমিত্তিক কর্মস্থলে ফল অশ্রুত হইলেও অর্থ সিদ্ধ হওয়ায় কর্মাধিকার নির্ণয় সম্ভব ; কিন্তু নিত্যকর্মস্থলে ফল শ্রুতও নহে, অর্থসিদ্ধও নহে, সুতরাং নিত্যকর্মে অধিকার নির্ণয় সম্ভব নহে। ফল

তিনি সমুচ্চয়পক্ষও খণ্ডন করিয়াছেন (নৈঃ সিঃ ১।৬৭-১০০ পৃঃ ৪১-৫৯—চন্দ্রিকাটীকা দ্রষ্টব্য)। আচার্য্য তাঁহার সমগ্র সম্বন্ধবার্তিকে কর্মবাদ ও জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদবিষয়ে বহু মত মতান্তর উপস্থাপন করিয়া পরিশেষে খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু কর্মবাদী কাহারা ছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। মীমাংসকগণ অবশ্যই সমুচ্চয়বাদী, কর্মবাদী নহেন। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ" ইত্যাদি সাংখ্যকারিকার (সাঃ কাঃ ২) তত্ত্বকৌমুদী টীকায় (সাঃ তঃ কৌঃ ২ পৃঃ ৬-৭) বাচস্পতি মিশ্র মীমাংসান্যায় অনুসারে মোক্ষের কর্মমাত্রসাধ্যত্বপক্ষ পূর্বপক্ষরূপে স্থাপন করিলেও উক্ত সিদ্ধান্ত মীমাংসা সম্প্রদায়ের নহে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং" ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে (গীতা ২।৪২-৪৪) কর্মমাত্রবাদীর পক্ষ উল্লিখিত ও নিন্দিত হইয়াছে, কারণ উক্ত মতে স্বর্গের অতিরিক্ত মোক্ষ স্বীকৃত হয় নাই—(গীতা ২।৪২-৪৩) "নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।" অবশ্য এইস্থলে বৈদিক কাম্যকর্মের নিন্দা "ন হি নিন্দা"-ন্যায়ে বেদোক্ত কর্মের নিন্দার জন্য নহে, নিষ্কাম কর্মের প্রশংসার জন্যই করা হইয়াছে, "তদ্যথেহেতি যা নিন্দা সা ফলে ন তু কর্মণি। ফলেচ্ছাং তু পরিত্যজ্য কৃতং কর্ম বিশুদ্ধিকৃৎ ॥" বেদরক্ষক শ্রীভগবান (গীতা ১৫।১৫) বেদের নিন্দা করিতে পারেন না।

১১ ত্রিলিঙ্গ "ক্ষাম" শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্ষীণ বা দুর্বল, শুষ্ক বা রুক্ষ হইলেও এই স্থলে ক্ষমা অর্থেই বৈদিক "ক্ষাম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্ষামত্তা অর্থাৎ শান্ততা বা নিবৃত্তি বা মার্জনা। অগ্নিদেবতা যেন রুষ্ট না হইয়া শান্ত বা নিবৃত্ত হন এবং অপরাধ মার্জনা করেন। উক্ত শ্রুতির উপর সায়ণভাষ্য, "যুযুৎসুরপমৃত্যুভ্যো ভীতশ্চ গৃহদাহবাংশ্চৈতে ত্রয়োঽষ্টাকপালং কুর্য্যুঃ।" বিধিসমূহ নিজ নিজ প্রবর্ত্তকত্ব নির্বাহের জন্য বিধেয়ের ইষ্টসাধনত্ব আক্ষেপ করে বলিয়া অর্থবাদ হইতে অবগত পাপক্ষয়রূপফল ইষ্টরূপে সম্বন্ধ হইয়া থাকে।

১২ পার্থসারথি মিশ্রকৃত ন্যায়রত্নমালা, "নিত্য-কাম্য-বিবেকপ্রকরণম্" পৃঃ ১১৯, "নিমিত্তফলয়োর্হি দ্বয়োরুদ্দেশ্যয়োরেকবাক্যসম্বন্ধাসম্ভবাৎ প্রত্যুদ্দেশ্যং বাক্যপরিসমাপ্তের্নিমিত্তবাক্যে দুরভ্যুপগমং ফলমিতি। উচ্যতে,—দ্বাভ্যাং বিধেয়সম্বন্ধে বাক্যভেদঃ প্রসজ্যতে। উদ্দেশ্যেন নিমিত্তেন বিধেয়স্য ন সঙ্গতিঃ ॥ বিধেয়স্য হি দ্বাভ্যামুদ্দেশ্যাভ্যাং সম্বন্ধে বাক্যভেদো ভবতি, ন চেহ তথা বিধেয়স্য কর্মণঃ ফলেন সম্বন্ধাৎ। তৎকর্ত্তব্যতায়াশ্চ নিমিত্তেন। ন চৈবং সতি বাক্যভেদো ভবতি সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ। ভবতি হ্যস্মিন সতীদং কুর্য্যাদিত্যুক্তে কিমর্থমিত্যাকাঙ্ক্ষা তত্রৈতদর্থমিতি সম্বধ্যমানং ফলং ন বাক্যং ভিনত্তি, সমানজাতীয়ং হ্যুদ্দেশ্যদ্বয়ং বাক্যং ভিনত্তি, ন বিজাতীয়ম্। যথা (মৈত্রাঃ সং ২।৫।৫), 'যস্য পিতা পিতামহঃ সোমং ন পিবেৎ' ইতি নিমিত্তদ্বয়ং, (তৈত্তিঃ সং ২।১।১), 'যঃ প্রজাকামঃ পশুকামঃ' ইতি ফলদ্বয়ং, তস্মান্নাস্তি বাক্যভেদঃ ইতি।"

অশ্রুত হওয়ায় বিশ্বজিন্ন্যায়ে যে নিত্যকর্মের স্বর্গফল কল্পনা করা যাইবে, তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ মীমাংসা-সিদ্ধান্তে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয় বলিয়া মুমুক্ষুরও অনুষ্ঠেয়।[১৩] এক্ষণে মুমুক্ষুর নিকট স্বর্গফল অনিষ্ট, যেহেতু ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কামনা হইতে মুক্ত না হইলে কেহ মুমুক্ষু হইতে পারে না। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের স্বর্গফল স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে শাস্ত্র মুমুক্ষুকে অনিষ্টসাধনের উপদেশ দিতেছেন। অতএব বিশ্বজিন্ন্যায়ে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের স্বর্গফল কল্পনা করা যাইবে না। সুতরাং শ্রুতিবলে নিত্যকর্মস্থলে কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইলেও অধিকার সিদ্ধ না হওয়ায় অধিকারবিধি নাই।

শুধু তাহাই নহে, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অকরণে প্রত্যবায় হওয়ায় নিত্য-নৈমিত্তিকর্মানুষ্ঠান করিলে প্রত্যবায়ের প্রাগভাব পরিপালন[১৪] হইবে, ইহাও বলা যায় না ; কারণ প্রাগভাবপরিপালন কার্য্য না হওয়ায় উহা নিত্যাদিকর্মের ফল হইতে পারে না।[১৫]

১৩ মীমাংসা-দর্শনের যাবজ্জীবিকাগ্নিহোত্রাধিকরণের (মীঃ সূঃ ২।৪।১-৭) সিদ্ধান্ত এই, (বারাহ শ্রৌত সূত্র ১।১।১।৮৬) "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি", (আপঃ শ্রৌতঃ ৩।১৪।৮.১৩) "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত", (শতপথ ব্রাঃ ১২।৪।১।১), "জরামর্য্যং বা এতৎ সত্রং যদগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চ জরয়া হ বা এতাভির্বিমুচ্যতে মৃত্যুনা বা" (অর্থাৎ - এই অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস সত্রযাগ জরা বা মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয় ; জরা বা মৃত্যুর দ্বারাই লোকে এইরূপ কর্ম হইতে মুক্তি লাভ করে) ইত্যাদি শ্রুতি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহ যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং মীমাংসা-সিদ্ধান্তে কোন অবস্থাতেই (অক্ষমতা ব্যতিরেকে) সর্বকর্মসন্ন্যাস হইবে না। অদ্বৈতশাস্ত্রে পরমহংস সন্ন্যাসে বা পারিব্রাজ্যে উপবীতাদিরও ত্যাগ হওয়ায় ঐরূপ সন্ন্যাসকালে ব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সন্ন্যাস শাঙ্কর প্রস্থানে নিষিদ্ধ) নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মও ত্যাগ করিবেন। বস্তুতঃ "পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি" এই ব্রহ্মসূত্রের (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১৮) প্রথম বর্ণকের শারীরকভাষ্য হইতে জানা যায় যে আচার্য্য জৈমিনি সন্ন্যাসাশ্রমের শ্রৌতত্ব স্বীকার করিতেন না এবং ঐ সূত্রের দ্বিতীয় বর্ণকের শারীরকভাষ্য হইতে জানা যায় যে কর্মত্যাগী পুরুষই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী, এইরূপ অদ্বৈতসিদ্ধান্তও তিনি স্বীকার করিতেন না। আচার্য্য বাদরায়ণ পরামর্শাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১৮-২০) জৈমিনি মতই খণ্ডন করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৬-১৭ "অগ্নিহোত্রাদ্যাধিকরণম্" ; নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম সাক্ষাৎ ও পরম্পরাসম্বন্ধে সগুণব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে উপযোগী এবং (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৮ "বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিকরণম্" অথবা "যদেবাধিকরণম্") কর্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাযুক্ত অথবা ঐরূপ উপাসনাবিরহিত শ্রবণাদিসাপেক্ষ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম দ্রুত বা বিলম্বে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির দ্বারা মোক্ষের উপকারক। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মমাত্রের অনুষ্ঠানে মুমুক্ষুর চিত্তশুদ্ধি হয়। ন্যায়ভাষ্যকারও "জরামর্য্যং" ইত্যাদি শ্রুতিবিচার করিয়া সর্বকর্মসন্ন্যাস উপপাদন করিয়াছেন—ন্যায়বার্ত্তিক ও তাৎপর্যটীকাসহ ন্যায়ভাষ্য ৪।১।৫৮-৬৭ অপবর্গপরীক্ষা প্রকরণ পৃঃ ১০১৩-৩৪, বিশেষতঃ পৃঃ ১০২০-২৭ দ্রষ্টব্য।

১৪ বর্ত্তমানে নিত্যাদি কর্ম না করিলে যে পাপ উৎপন্ন হইবে সেই পাপ ভবিষ্যতে দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন করিবে। সুতরাং বর্ত্তমানে ভাবী দুঃখের প্রাগভাব বিদ্যমান। এক্ষণে এই দুঃখপ্রাগভাবকে যদি পরিপালন করা (বাঁচাইয়া রাখা) যায়, তবে দুঃখপ্রাগভাবই থাকিয়া যাইবে, ভবিষ্যতে দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারিবে না। নিত্যাদিকর্ম করিলে সেই ভাবী দুঃখের প্রাগভাব প্রতিপালিতই হইবে। যেমন, ব্রহ্মহত্যাদিজনিত যে পাপ উৎপন্ন হয়, যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে সেই পাপ ফলপ্রদ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্মহত্যাজনিত-দুঃখের প্রাগভাব পরিপালন করিয়া থাকে। ইহাকে প্রাগভাবপরিপালন-ন্যায় বলা হয়। যে প্রাগভাব কার্য্যের জনক হয় না, তাহাকে পণ্ড প্রাগভাব বলে।

১৫ মীমাংসা-সম্প্রদায় অনাদি পদার্থেরও এক প্রকার জন্যতা বা সাধ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন ; উহাকে ক্ষৈমিক জন্যতা বলে—"ক্ষেমস্তু স্থিতরক্ষণম্" (গীতা ২।৪৫ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১০৪ ; ৯।২২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪৩১) অর্থাৎ, স্থিত বা প্রাপ্ত পদার্থের রক্ষণই ক্ষেম। নিত্যানিত্যসাধারণজন্যতার লক্ষণ এইরূপ—যস্মিন্ সতি অগ্রিমক্ষণে যস্য সত্ত্বং, অসতি চ অসত্ত্বম্, তৎ তজ্জন্যম্। অগ্রিমক্ষণে কুম্ভকার থাকিলে ঘট থাকে, না থাকিলে থাকে না ; অতএব ঘট কুম্ভকারজন্য। সেইরূপভাবে অগ্রিমক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্রহ্মহত্যাদিজনিতভাবী দুঃখের প্রাগভাব থাকে, না থাকিলে থাকে না, অতএব দুঃখপ্রাগভাব প্রায়শ্চিত্তজন্য। অনুরূপভাবে অগ্রিমক্ষণে নিত্যাদি কর্ম করিলে প্রত্যবায়জনিতভাবী দুঃখের প্রাগভাব থাকে, না থাকিলে থাকে না, অতএব ভাবী দুঃখের প্রাগভাব নিত্যাদি কর্মজন্য। যাঁহাদের মতে যে-পদার্থ ভবিষ্যতে উৎপন্নই হইবে না তাহার প্রাগভাব স্বীকার করা যায় না, কারণ প্রতিযোগীর জনকরূপেই প্রাগভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাঁহারা প্রাগভাব-পরিপালন স্বীকার করিবেন না। এই

এইরূপ আপত্তির উত্তরে মীমাংসাসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে নিত্যকর্মস্থলে ফল শ্রুত বা অর্থসিদ্ধ না হইলেও প্রমাণান্তর কল্পনীয়। তাৎপর্য্য এই, মীমাংসাদর্শনের নিত্যে যথাশক্ত্যনুষ্ঠানাধিকরণে (মীঃ সূঃ ৬।৩।১-৭) প্রতিপন্ন হইয়াছে যে যেহেতু "অগ্নিহোত্র", "দর্শপূর্ণমাস" প্রভৃতি শব্দ প্রধানযাগেরই বাচক, অঙ্গযাগের নহে, সেইহেতু স্ববাক্যগতজীবনরূপনিমিত্তের[১৬] সহিত প্রধানযাগেরই অন্বয় হওয়ায় যতকাল জীবন ততকাল প্রধানকর্ম অত্যাজ্য, এইরূপ অর্থই প্রতিপাদিত হয়। সুতরাং বাক্যান্তরাবগত অঙ্গযাগসমূহের মধ্যে কোন অঙ্গযাগের অনুষ্ঠানে যদি কেহ অসমর্থ হয় তৎসত্ত্বেও অঙ্গহীন প্রধানযাগ নিজ ফল উৎপাদনে সমর্থ।[১৭] কি সেই ফল? ইহার উত্তরে আচার্য্য শবরস্বামীকে অনুসরণ করিয়া ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়াছেন যে প্রত্যবায়-পরিহারই নিত্যকর্মের ফল, কারণ (তৈত্তিঃ সং ২।২।৫) "অপ বা এষ সুবর্গাৎ লোকাৎ ছিদ্যতে যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্ অমাবাস্যাং বা পৌর্ণমাসীং বা অতিপাতয়েৎ" এইরূপ নিন্দার্থবাদ থাকায় জানা যায় যে নিত্যকর্মের অকরণে প্রত্যবায় বিদ্যমান। যাহা যাহার সাধন, তাহার অভাব তাহার পরিহারের সাধন, ইহাই নিয়ম। কাম্যকর্মের অকরণে প্রত্যবায় শ্রুত না হওয়ায় উহার অনুষ্ঠান ঐচ্ছিক বলিয়া অঙ্গহানিতে কাম্যকর্ম যে নিষ্ফল তাহা পরবর্ত্তী অধিকরণেই (মীঃ সূঃ

কারণে দুঃখপ্রাগভাবপরিপালন তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য, গুরু প্রভাকরের এইরূপ সিদ্ধান্ত আচার্য্য গঙ্গেশোপাধ্যায় ও গদাধর ভট্টাচার্য্য খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়সম্প্রদায়কেও অন্যস্থলে অগত্যা ক্রৈমিকসাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা সমবায়-সন্নিকর্ষে জন্যত্ব-ঘটিত ব্যাপারের লক্ষণ গমন করিবে না—শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে সতি অগ্রিমক্ষণে শব্দপ্রতিযোগিক-শ্রোত্রানুযোগিকসমবায়স্য সত্ত্বম্, অসতি চ অসত্ত্বম্। অতএব সমবায়রূপসন্নিকর্ষ নিত্য হইয়াও শ্রোত্রেন্দ্রিয়জন্য। এইজন্য মুক্তাবলীকার আলোচ্যস্থলে "ব্যাপার" পদের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়া সমস্যার উত্থাপনই করেন নাই (মুক্তাবলী কাঃ ৫৯ পৃঃ ১৮৯), "ব্যাপারঃ সন্নিকর্ষঃ" অর্থাৎ এইস্থলে "ব্যাপার" পদের অর্থ সন্নিকর্ষ, প্রসিদ্ধ ব্যাপার নহে! কিন্তু রামরুদ্রীতে (ঐ পৃঃ ১৮৯) "তজ্জন্যত্বং ব্যাপারলক্ষণপ্রবিষ্টং তদধীনসত্তাকত্বমেব" (অর্থাৎ, ব্যাপারের লক্ষণবাক্যে যে "তজ্জন্যত্ব' পদ আছে উহার অর্থ তদধীনসত্তাকত্ব), এইরূপে যে সমাধানের প্রয়াস দেখা যায়, তাহা অরুচিকর; কারণ তদধীনসত্তাকত্ব ফলতঃ ক্রৈমিকজন্যতাতেই পর্য্যবসিত হইবে—নিত্যাদিকর্মাধীনদুঃখপ্রাগভাবসত্তাকত্ব অনাদি দুঃখপ্রাগভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং ভাষামাত্র পরিবর্ত্তনের দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। শুধু তাহাই নহে, "তদধীনসত্তাকত্ব" পদের অন্তর্গত "তৎ" পদ প্রযোজককেও বুঝাইবে, যেমন কাশীমরণাধীন মুক্তি। মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানজন্য, কাশীমরণ পরম্পরায় মুক্তির উপায় বলিয়া মুক্তির প্রযোজক, কারণ নহে; অন্যথা উভয়ের কারণত্ব স্বীকারে বিকল্পকারণবাদ গ্রহণ করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন কারণ-সামগ্রী হইতে একই ফলের উৎপত্তি স্বীকারই বিকল্পকারণবাদ। ইহাতে প্রতিটি সামগ্রী নিয়তপূর্ববৃত্তি না হওয়ায় চালনী-ন্যায়ে কারণমাত্রের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য। সুতরাং "তদধীনসত্তাকত্ব" পদের অন্তর্গত "তৎ" পদ অবিশেষে কারণ ও প্রযোজক উভয়কে বুঝাইলে "তৎ" পদে পরামৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব সিদ্ধ হইবে না,—ব্যাপক-পদের প্রয়োগদ্বারা ব্যাপ্যবিশেষের নিশ্চয় হয় না। অতএব "তৎ"পদে ইন্দ্রিয়ের কারণত্বরূপবিশেষধর্মই বুদ্ধিস্থ না হওয়ায় তাহার করণত্বও সুতরাং বুদ্ধিস্থ হইবে না, ফলে ব্যাপারও নিষ্প্রয়োজন হইবে। রামরুদ্রীতে "ব্যাপার" পদের ব্যাখ্যান্তর প্রদত্ত হইয়াছে (ঐ পৃঃ ১৮৯), "অস্তু বা ইন্দ্রিয়স্য করণত্বোপপত্তয়ে শব্দাদের্বিষয়স্যৈব ব্যাপারত্বং, প্রত্যক্ষবিষয়স্য কারণত্বাৎ, শব্দাদের্বিষয়স্যাকাশাদিজন্যত্বাৎ।" কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের করণত্ব কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের করণত্বকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। কারণ শব্দরূপবিষয় আকাশরূপশ্রোত্রেন্দ্রিয়জন্য হইলেও রূপাদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য না হওয়ায় রূপাদিবিষয় ব্যাপার হইতে পারিবে না। সুতরাং সমস্ত প্রত্যক্ষস্থলে বিষয়ের ব্যাপারত্ব অনুগত নহে। বিশেষতঃ, বিষয়কে ব্যাপার বলিলে সন্নিকর্ষের ব্যাপারত্বরূপ প্রসিদ্ধ ন্যায়সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব অগতিকগতিন্যায়ে মীমাংসাসম্প্রদায়সম্মত ক্রৈমিক জন্যতা স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ।

১৬ যেহেতু উভয়শ্রুতিতেই "যাবজ্জীবন" পদ শ্রুত হইয়াছে, সেইহেতু "যাবজ্জীবন কি অনুষ্ঠেয়?" এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষার উদয় হইলে শ্রুত অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস নামক যাগের সহিতই যাবজ্জীবনের অন্বয় হইবে। ত্রৈবর্ণিকের জীবনই উভয় কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত, স্বর্গাদিফলকামনা নহে।

১৭ ইহাকেই "নিত্যেষু যথাশক্তিন্যায়ঃ" বলা হয়। নিত্যকর্মস্থলে অসমর্থ পক্ষেই যথাশক্তি কর্ত্তব্য, সমর্থপক্ষে নহে। এই তাৎপর্য্যেই শ্রুতিমধ্যে অচ্ছিদ্রকাণ্ডে বলা হইয়াছে (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১।৪।৩।৪; শাবরভাষ্য ৬।৩।৬ পৃঃ ৭১৩ = পৃঃ ২৪৯) "তদেব যাদৃক্ তাদৃক্ হোতব্যম্" অর্থাৎ যেরূপ ক্ষমতা সেইরূপভাবে আহুতি প্রদান করিলেই হইবে। প্রধাননিত্যকর্মের অকরণে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে তাহাও যথাশক্তি অনুষ্ঠেয়। অতএব নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে যথাশক্তি অঙ্গানুষ্ঠাতাও অধিকারী বা ফলভোক্তা।

৬।৩।৮-১০ "অঙ্গবৈকল্যে কাম্যকর্মস্য নিষ্ফলত্বাধিকরণম্") প্রতিপাদিত হইয়াছে।[১৮] সুতরাং কাম্যকর্মের ন্যায় স্বর্গাদি নহে, প্রত্যবায়-পরিহারই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের ফল।[১৯]

ভাট্টদীপিকাকার খণ্ডদেব বলিয়াছেন, "ধর্মেণ পাপমপনুদতি" (তৈত্তিঃ আঃ ১০।৭৯।১০০; মহানারায়ণ উপঃ ৭৯।৬ পৃঃ ১৪৮ নির্ণয়ঃ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জানা যায় যে নিত্যাদিকর্মস্থলে পাপক্ষয়ই ভাব্য। তাৎপর্য্য এই, (শতপথ ব্রাঃ ১০।২।১।১৬) "বিশ্বজিতা যজেত" স্থলে ফলশ্রুতিহীন বিধিশ্রুতিবলে যেমন ফলকল্পনা করা হয়, সেইরূপ বিধিশ্রুতিহীন অর্থবাদবাক্যবলে বিধি কল্পিত হইয়া থাকে। যেমন, শ্রুতিমধ্যে (তাণ্ড্য ব্রাঃ ২৩।২।৪) "প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা এতে যে এতা রাত্রীরুপযন্তি" (অর্থাৎ—যাঁহারা এই রাত্রিসত্রসমূহ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন) এই অর্থবাদমাত্র বিদ্যমান, কিন্তু বিধি শ্রুত হয় নাই। মীমাংসাদর্শনের "রাত্রিসত্রস্যার্থবাদিকফলকত্বাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৭-১৯) প্রতিপাদিত হইয়াছে, বেদমধ্যে যে-স্থলে ফলশ্রুতিমাত্র দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলে তদনুরূপ বিধিবাক্য কল্পিত হইবে। যেমন আলোচ্য বাক্যে প্রতিষ্ঠারূপফল শ্রুত হওয়ায় "প্রতিষ্ঠাকামঃ রাত্রিসত্রং কুর্য্যাৎ" এই প্রকার বিধিবাক্য কল্পিত হইবে। প্রকৃত স্থলেও শুভ অদৃষ্টদ্বারা পাপক্ষয়রূপ-ফল শ্রুত হওয়ায় রাত্রিসত্রন্যায়ে উক্ত ফলশ্রুতিবলে "পাপক্ষয়কামঃ নিত্য-নৈমিত্তিককর্ম কুর্য্যাৎ" এইরূপ বিধিবাক্য কল্পিত হইবে। দ্বিজাতির নিত্যকর্ম সন্ধ্যাবন্দনায় প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং সন্ধ্যার আচমন-মন্ত্রে দুরিতক্ষয়ই শ্রুত হইয়াছে। এইজন্য ভাট্টদীপিকা ও তাহার প্রভাবলী টীকায় ন্যায়সুধাকারের মত খণ্ডিত হইয়াছে; পাপক্ষয়ই নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের ফল; প্রত্যবায়ের অভাবও ফল নহে, প্রত্যবায়-জনিতদুঃখপ্রাগভাবপরিপালনও ফল নহে।[২০]

১৮ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৬।৩।২য় অধিকরণ পৃঃ ৩৫৪-৫৫।

১৯ শ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারপ্রকরণ, শ্লোঃ ১১০ পৃঃ ৬৭১, "মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া॥" ন্যায়সুধাকার ভট্টপাদের রচিত অধুনা অপ্রাপ্ত বৃহট্টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, (ন্যায়সুধা ১।৩।২৭-২৯ ব্যাকরণাধিকরণম্ পৃঃ ৬১৪-১৫), "ন চ, বন্ধহেতুকর্মক্ষয়াৎ মোক্ষসিদ্ধেঃ তত্ত্বপ্রকাশনানর্থক্যং, শক্যম্; সত্যপি পূর্বকৃতকর্মক্ষয়ে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমানানিবৃত্তৌ নির্ব্যাপারত্বানুপপত্তেঃ অবশ্যং কস্যচিদ্ বন্ধহেতোঃ কর্মণঃ প্রসঙ্গাৎ তং নিবৃত্ত্যর্থং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমাননিবৃত্তেঃ অপেক্ষিতায়াঃ তত্ত্বপ্রকাশনং বিনানুপপত্তেঃ। এতদেব অভিপ্রেত্যাহ বৃহট্টীকায়ামুক্তম্—'নিত্যনৈমিত্তিকৈরেব কুর্বাণো দুরিতক্ষয়ম্। জ্ঞানং চ বিমলীকুর্বনভ্যাসেন চ পাচয়ন্॥ বৈরাগ্যাৎ পক্ক-বিজ্ঞানঃ কৈবল্যং ভজতে নরঃ'। ইতি।..." ইত্যাদি।

২০ ভাট্টদীপিকা ২।৪।১ম অধিকরণ পৃঃ ২১৯-২০, "অতশ্চ নিমিত্তসত্ত্বে নৈমিত্তিকস্যাবশ্যানুষ্ঠানবোধনাদকরণে প্রত্যবায়োঽনুমীয়তে। করণে চ 'ধর্মেণ পাপমপনুদতি' ইত্যাদি বাক্যশেষাৎ রাত্রিসত্রন্যায়েন পাপক্ষয় এবানুষঙ্গিকো নিত্যনৈমিত্তিকস্থলে ফলম্।...অতশ্চ যাবজ্জীবপদে লাঘবাদ্যনুরোধেন জীবনস্য নিমিত্তত্বাবগতেঃ তদনুরোধেন পাপক্ষয়ার্থং বিনিয়োগান্তরমেবেদমিতি সিদ্ধম্।" প্রভাবলী দ্রষ্টব্য।

ঐ ৬।৩।১ম অধিকরণ পৃঃ ৬৯৯, "অত্র হি পাপক্ষয়স্যৈব ভাব্যত্বং নিত্যস্থলে 'ধর্মেণ পাপমপনুদতি' ইত্যাদি বাক্যেভ্যঃ প্রতীয়তে। অতএব ন বিশ্বজিন্ন্যায়েন স্বর্গকল্পনং, ন বা অপুরুষার্থস্যাপি যাগধ্বংসস্যৈব ভাব্যত্বকল্পনং, যাগস্যৈব বা তৎ, তৃতীয়ানির্দ্দেশাৎ সমানপদশ্রুতেঃ করণত্বেনাপ্যুপপত্তেশ্চ। ন চ দর্শপূর্ণমাসাদৌ কণ্ঠোক্তানামেব স্বর্গাদীনাং নিত্যেঽপি ভাব্যত্বোপপত্তৌ 'ধর্মেণ' ইত্যস্যান্যপরত্বং শক্যম্, তথাত্বে মুমুক্ষোঃ স্বর্গাদীনামনিষ্টত্বেন তদুৎপত্তৌ শাস্ত্রস্যাহিতসাধনানুষ্ঠাপকত্বে অপ্রামাণ্যাপত্ত্যা যাবজ্জীবাদিবাক্যস্য অমুমুক্ষুবিষয়তয়া সঙ্কোচাপত্তেঃ। পাপক্ষয়স্য তু সর্বাভিলষিতত্বাৎ নিমিত্তস্যৈব প্রয়োজকতয়া তস্য নৈমিত্তিকাপ্রয়োজকত্বেঽপি নিমিত্তপ্রযুক্তনৈমিত্তিকানুষঙ্গিকত্বে বাধকাভাবঃ।" প্রভাবলীকার ন্যায়সুধার মত ও অন্যান্য সিদ্ধান্তৈকদেশিমত বিস্তৃতরূপে খণ্ডন করিয়া নিজগুরু খণ্ডদেবের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

সামবেদিসন্ধ্যায় প্রাতঃসন্ধ্যার আচমনমন্ত্র এইরূপ, "...ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্রিয়া পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।" অর্থাৎ, সূর্য্য, মন্যু এবং মন্যুপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অথবা সূর্য্য, ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়সমূহ আমাকে ক্রোধকৃত পাপ হইতে রক্ষা করুন (যাহাতে আমি ক্রোধবশে কোন অকার্য্য না করি)। আমি রাত্রিতে (অজ্ঞানবশতঃ) মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গের দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, রাত্রি (অর্থাৎ রাত্রির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা) তাহা বিনাশ করুন। আমাতে যাহা কিছু পাপ আছে,

অধিকারবিধিকে কর্মজন্যফলস্বাম্যবোধক বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, বিধিবলে কাহার ফলস্বাম্য বোদ্ধব্য ? কর্মকর্তারই ফলস্বাম্য, ইহা বলা যায় না ; কারণ প্রতিনিধি কর্মকর্তা হইলেও ফলভোক্তা নহে।[২১] ত্যাগরূপ প্রধানকর্ম যজমানই করিয়া থাকেন এবং "ফলং চ কর্তৃগামী স্যাৎ" এই ন্যায়ে যজমানই ফলস্বামী। যদিও ঋত্বিক্‌ও কর্মকর্তা, তথাপি যজমান দক্ষিণার দ্বারা ঋত্বিক্ হইতে সেই যজ্ঞফল ক্রয় করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধাদিতে পিত্রাদি ফলভোক্তা হইলেও কর্মকর্তা না হওয়ায় তাঁহারা অধিকারবিশিষ্ট নহেন। শ্রাদ্ধাদিরূপ কর্ম সম্পাদন করিলে যজমানেরই প্রত্যবায়পরিহার অথবা পাপক্ষয় হওয়ায় যজমানই কর্মকর্তা ও ফলভোক্তা উভয়ই বটে। সত্র যাগে কর্মকর্তা ও ফলভোক্তা যে একই তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অতএব যে-পুরুষে কর্মকর্তৃত্বসমানাধিকরণফলস্বাম্য বিদ্যমান তিনিই অধিকারবিশিষ্ট। এই অধিকার সাধারণতঃ বিধিবাক্যে পুরুষের বিশেষণরূপে শ্রুত হইয়া থাকে।[২২] এইস্থলে "পুরুষ" পদে পুরুষমাত্র প্রতিপাদিত হয় নাই, নিয়োজ্যবিশেষই "পুরুষ" পদের অর্থ ; পুরুষমাত্র নিয়োজ্য নহে। ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

সেই সমস্ত পাপ এবং পাপকর্তা আমাকে আমি জগৎকারণ সূর্য্যোপাধি জ্যোতিমধ্যে (স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মে) হোম করিলাম। ইহাতে সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হউক্। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার আচমন মন্ত্রও অনুরূপ। ব্যাখ্যার জন্য পরম পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ কবিরত্নকৃত আহ্নিককৃত্য (২০ শ সং পৃঃ ৩১০) দ্রষ্টব্য। প্রভাবলীতে ধৃত (২।৪।১ম অধিঃ পৃঃ ২২০) 'যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং" পাঠ কবিরত্নমহাশয়ের মতে প্রমাদগ্রস্ত (ঐ পৃঃ ১)।

২১ যজ্ঞের জন্য আবশ্যক কোন দ্রব্য যদি সংগৃহীত না হয়, তবে প্রারব্ধকর্ম আবশ্য সমাপনীয় বলিয়া ঐ দ্রব্যের পরিবর্তে শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যান্তর ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে দ্রব্যের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ আছে, তাহাকে মুখ্য বলে। সেই দ্রব্যের অভাবে তৎসদৃশ শাস্ত্রবিহিত অথবা অর্থাপত্তিলভ্য (কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে) দ্রব্যকে প্রতিনিধি বলে। যেমন মুখ্য ব্রীহি-ধান্যের প্রতিনিধি অর্থাপত্তিলভ্য ব্রীহিসদৃশ নীবার ধান্য (মীঃ সূঃ ৩।৬।৩৭-৩৯ "প্রতিনিধিস্বপি মুখ্যধর্মাধিষ্ঠানাধিকরণম্"), সোমলতার শাস্ত্রবিহিত বিকল্প বা প্রতিনিধি সোমসদৃশ পূতিকা (মীঃ সূঃ ৬।৩।৩১ "পূতিকস্য সোমপ্রতিনিধিত্বাধিকরণম্", মীঃ সূঃ ৩।৬।৪০ "শ্রুতেষ্বপি প্রতিনিধিষু মুখ্যধর্মাধিষ্ঠানাধিকরণম্", মীঃ সূঃ ৬।৩।১৩-১৭ "নিত্যকর্মণোঽনিত্যপ্রারব্ধকর্মণশ্চ দ্রব্যাপচারে প্রতিনিধিনা সমাপনাধিকরণম্" ও মীঃ সূঃ ৬।৩।২০ "প্রতিষিদ্ধদ্রব্যস্য প্রতিনিধিত্বাভাবাধিকরণম্")। যাগসাধন ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যের যেমন প্রতিনিধি আছে অনুরূপভাবে যাগকর্তা যজমানেরও প্রতিনিধি আছে। যেমন সত্রযাগে (ন্যূনপক্ষে সপ্তদশ) সত্রিগণের মধ্যে যাগসমাপনের পূর্বে কেহ যদি মৃত হন তবে সত্রের আরম্ভকালে যতজন ঋত্বিক্ ছিলেন তৎসংখ্যক ঋত্বিক্ লাভের জন্য প্রতিনিধির আদান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে (মীঃ সূঃ ৬।৩।২২ "সত্রে কস্যচিৎ স্বামিনোঽপচারে প্রাতিনিধ্যাদানাধিকরণম্" বা "সত্রন্যায়ঃ")। স্মরণ রাখিতে হইবে, দক্ষিণাহীন সত্রযাগে যাঁহারা যাগকর্তা তাঁহারাই যাগফলভোক্তা (এবং প্রত্যেকেই সমগ্র ফল ভোগ করিয়া থাকেন, মীঃ সূঃ ৬।২।১-২ "সত্রে প্রত্যেকস্য সত্রিণঃ কৃৎস্নফলসম্বন্ধাধিকরণম্", এমন কি সত্রিগণের ভিন্ন ভিন্ন কামনাও থাকিতে পারে)। মীমাংসাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, সত্রমধ্যে কর্তৃগত সংখ্যা পূরণের নিমিত্ত যে প্রতিনিধি গৃহীত হইবে সেই আগমিত পুরুষকেও অন্যান্য সত্রীর ন্যায় বপন (মুণ্ডন) প্রভৃতি সংস্কার করিতে হইলেও (মীঃ সূঃ ৬।৩।২৬ "সত্রে প্রতিনিহিতস্য যজমানধর্মগ্রাহিত্বাধিকরণম্") সেই প্রতিনিহিত ব্যক্তি অস্বামী অর্থাৎ ফলভাগী নহেন (মীঃ সূঃ ৬।৩।২৩-২৫ "সত্রে প্রতিনিহিতস্যাস্বামিত্বাধিকরণম্")। "যো দীক্ষিতানাং প্রমীয়েত অপি তস্য ফলম্" এই শ্রুতিবলে জানা যায় যে সত্রযাগে দীক্ষিত হইবার পর যে-সত্রী মৃত হইবেন তাঁহারও ফললাভ হইবে। সুতরাং অন্যান্য যাগে হোতাদি ঋত্বিক্ যেমন ভৃতিপরিক্রীত হওয়ায় কর্মকরমাত্র, সেইরূপ বেতনভোগী ব্যক্তির ন্যায় নবাগত প্রতিনিধি কর্মকরমাত্র, কর্মজন্যফলস্বাম্য তাঁহাতে নাই। এইস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা, আহবনীয় ইত্যাদি অগ্নি, "বর্হির্দেবসদনং দামি" (মৈত্রাঃ সং ১।১।৩) ইত্যাদি মন্ত্র এবং প্রযাজ-প্রোক্ষণাদিরূপ অদৃষ্টার্থক ক্রিয়াসমূহের প্রতিনিধি হয় না। দৃষ্টার্থক অবঘাতাদিতে প্রতিনিধি সম্ভব (মীঃ সূঃ ৬।৩।১৮-১৯ "দেবতামন্ত্রক্রিয়াণামপচারে প্রতিনিধ্যভাবাধিকরণম্")। এমনকি, "অগ্নি" বা "সূর্য্য" পদের স্থলে "বহ্নি" বা "রবি" পদ উচ্চারণ করিয়া হবিঃ প্রক্ষেপ করিলে আগ্নেয়াদি দেবতার যাগ হইবে না। কোন্ কোন্ স্থলে যজমানের প্রতিনিধি হইবে অথবা হইবে না তাহার জন্য প্রভাবলীসহ ভাট্টদীপিকা (৬।৩।৭ম অধিকরণ পৃঃ ৭১৫-২২ "স্বামিনঃ প্রতিনিধ্যভাবাধিকরণম্") দ্রষ্টব্য। মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠপাদের শেষ তিনটি অধিকরণে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের সমগ্র তৃতীয় পাদে প্রতিনিধি বিষয়ে বিস্তৃত বিচার বিদ্যমান।

২২ যেমন দেবতোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগবোধকবিধি যাগবিধি, এইরূপ বলিলে দেবতোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যাগ, ইহা বুঝা যায় ; সেইরূপ "কর্তৃত্বসমানাধিকরণফলভোক্তৃত্ববোধকবিধি অধিকারবিধি" বলিলে বুঝা যায় যে ঐরূপ ফলভোক্তৃত্বই অধিকার। ইহাতে আপত্তি এই, ফলভোক্তৃত্বঅধিকার, আবার অধিকারবিশিষ্টের ফলভোক্তৃত্ব এইরূপ বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। এইজন্য মীমাংসাপ্রকরণ-গ্রন্থকর্তৃগণ অধিকার পদার্থকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন

শ্রুতিমধ্যে "স্বর্গকামো যজেত" বিধিবাক্যের অন্তর্গত "স্বর্গকামঃ" পদ স্বর্গকে সাধারণ ফলরূপে নির্দেশ করিতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপস্বর্গরূপফল যখন অবিশেষে সকল পুরুষই কামনা করিয়া থাকে তখন স্বর্গকামনাবিশিষ্ট পুরুষমাত্র কি বৈদিক যাগাদি কর্মে অধিকারী ? ইহাতে মীমাংসাসম্প্রদায়কে অনুসরণ করিয়া সমগ্র বৈদিক সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিক বা দ্বিজাতিরই বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অধিকার, জাতিশূদ্রের[২৩] অধিকার নাই। কারণ অগ্নিহোত্রাদি কর্মের জন্য আহবনীয়াদি অগ্নির প্রয়োজন, অন্যথা "আহবনীয়ে জুহোতি" (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১।১।১০।৫) ইত্যাদি বিধি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। লৌকিক অগ্নিমাত্র আহবনীয় অগ্নি নহে ; বিধিপূর্বক আধানদ্বারা সংস্কার করা হইলেই তবে অগ্নির আহবনীয়ত্বাদি সিদ্ধ হয়, নচেৎ নহে। এক্ষণে ত্রৈবর্ণিক সম্বন্ধেই আধানবিধি বেদে দৃষ্ট হয় (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১।১।২।৬-৭), "বসন্তে ব্রাহ্মণঃ অগ্নীনাদধীত, গ্রীষ্মে রাজন্যঃ, শরদি বৈশ্যঃ।" কিন্তু চতুর্থ বর্ণের সম্বন্ধে আধানবিধি না থাকায় যজ্ঞের উপযোগী আহবনীয়াদি অগ্নির অভাবে শূদ্রের যজ্ঞাধিকার নাই। আহিতাগ্নি (সাগ্নিক) পুরুষের নিকট হইতে আহবনীয় অগ্নি ক্রয় করিয়া যে যজ্ঞ করা যাইবে, তাহাও নহে ; কারণ "আদধীত" পদে আত্মনেপদ থাকায় বুঝা যায় যে যিনি অগ্ন্যাধান করিবেন, তিনিই ফলভোক্তা হইবেন।[২৪] আবার, লৌকিক অগ্নিতে যজ্ঞ অবৈধ (বিধিবিরুদ্ধ) বলিয়া উহাতে কৃত যজ্ঞ পণ্ডশ্রমই হইবে। শূদ্রসম্বন্ধী অগ্ন্যাধান সাক্ষাৎশ্রুত না হইলেও "স্বর্গকামঃ" শ্রুতিবলে শূদ্রের অগ্ন্যাধান অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য—ইহাও বলা যায় না; কারণ অগ্নিব্যতিরেকে অগ্নিসাধ্য যাগাদি কর্ম অনুপপন্ন হওয়ায় অগ্নিসামান্যের প্রাপ্তি হইলেও উক্ত অগ্নি যে আহবনীয়রূপ বিশেষ অগ্নি, তাহা অর্থাপত্তিলভ্য নহে, শ্রুতিমাত্রগম্য। বিশেষতঃ, অগ্নি অর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধই নহে ; কারণ যে পুরুষের বসন্তাদিবিধিপ্রযুক্ত অগ্নি আছে, সেই পুরুষকে উদ্দেশ্য করিয়াই কামশ্রুতিসমূহ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, বিপরীত নহে। সুতরাং অগ্ন্যাধানশ্রুতির পরবর্তীকালে প্রবৃত্ত-কামশ্রুতিবলে অগ্নি কল্পিত হইতে পারে না। অতএব বিশিষ্টকালে বিশিষ্ট পুরুষকর্তৃক আধানই আহবনীয় অগ্নির সম্পাদক।[২৫] শুধু তাহাই নহে, ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে সামবিশেষ, ব্রতবিশেষ ও প্রক্রমবিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু চতুর্থবর্ণের

করিতেই "অধিকারশ্চ যদ্বিধিবাক্যেষু পুরুষবিশেষণত্বেন শ্রূয়তে" এইরূপভাবে বলিয়া থাকেন। (সামান্যাভিধান করিতেই ক্লীবলিঙ্গ "যৎ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।) তাহা হইলে যে-ধর্ম পুরুষবিশেষণরূপে শ্রুত হইবে সেই ধর্মবিশিষ্ট পুরুষেরই ফলস্বাম্য সিদ্ধ হইবে, এইরূপভাবে বলিলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইবে না। ফলস্বাম্য বলিতে ফলসম্বন্ধযোগ্যতা বুঝিতে হইবে এবং যে-ধর্ম ব্যতিরেকে ফলসম্বন্ধ সম্ভব নহে, সেই ধর্মবত্ত্বই যোগ্যত্ব। ফলিতার্থ এই, পুরুষের যে-ধর্ম শ্রুত হইবে সেই ধর্ম ব্যতিরেকে সেই ফলের সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় সেই ধর্মবিশিষ্ট পুরুষেরই ফলসম্বন্ধযোগ্যতা থাকায় ফলস্বাম্য উপপন্নই।

২৩ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্ব স্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রধর্ম গ্রহণ করে তবে তাহাদের কর্মশূদ্র বলা হয়। কিন্তু শূদ্র পিতা ও শূদ্রা মাতা হইতে জাত ব্যক্তিকে জাতিশূদ্র বলে।

২৪ "স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে", এই পাণিনীয় আত্মনেপদবিধানসূত্রের (পাঃ সূঃ ১।৩।৭২) দ্বারা জানা যায় যে যদি কর্তা স্বয়ং ক্রিয়াফলভাগী হয় তবে যে-সকল ধাতুর স্বরিতস্বর (উদাত্তানুদাত্তমিলিত মধ্যস্বর) অথবা ঞ ইৎ হয়, তাহাদের উত্তর আত্মনেপদ হয়। উভয়পদী ধাতুর উত্তর আত্মার্থে আত্মনেপদ ও পরার্থে পরস্মৈপদ হয়। যেমন, "ব্রাহ্মণঃ (নৃপার্থং) যজতি", "ব্রাহ্মনঃ (আত্মার্থং) যজতে।" "নিচশ্চ" (পাঃ সূঃ ১।৩।৭৪) অর্থাৎ নিজন্ত ধাতুর উত্তর কর্তার আত্মার্থে আত্মনেপদ হয়। যদি উপপদ দ্বারাই কর্তার অভিপ্রেত ক্রিয়াফল বুঝায়, তবে বিকল্পে আত্মনেপদ হয়। যেমন, "স্বয়ং যজ্ঞং যজতি যজতে বা।"

২৫ টুপ্‌টীকা ৬।১।২৬ পৃঃ ২০৮-৯, "বসন্তব্রাহ্মণকর্তৃত্ববিশিষ্টাধানমগ্ন্যুৎপত্ত্যর্থম্। স চাগ্নির্যজ্ঞাঙ্গম্। ন চ শূদ্রস্যাগ্নিরস্তি। বিশিষ্টেন কারণেনোৎপদ্যমানা আহবনীয়াদয়ো ভবন্তি, অলৌকিকত্বাৎ। ন চ যূপতুল্যোঽয়ম্। তত্র হি বন্ধন-সমর্থং যত্তদবগতং, বিশেষস্তন্নবগতঃ। স হ্যপপদাদ্বাক্যান্তরাদ্বাঽবধার্যতে 'অয়ং যূপ' ইতি। ইহ তু হোমেনাঽঽহবনীয়স্যানাক্ষেপাৎ সামান্যাবগতির্নাস্তি। তস্মাদন্যেনানাক্ষেপাৎ বেদাৎ যোঽবগম্যতে, স আহবনীয়ঃ। স চ বসন্তে ব্রাহ্মণকর্তৃকোঽবগম্যতে। তেনান্যকালকর্তৃকো ন ভবত্যাহবনীয়ঃ। তদভাবে ফলাভাবঃ। তস্মাৎ শূদ্রস্য অনধিকারঃ।"

ঐ ৬।১।২৮ পৃঃ ২১১, "ন হ্যর্থাদাধানং প্রাপ্নোতি। ন হীদং লোকে বিজ্ঞায়তে, আধানেনাঽঽহবনীয়াদয়ো ভবন্তীতি শাস্ত্রাদবগম্যতে। তচ্চ বিশিষ্টকালকর্তৃকমাহবনীয়মুৎপাদয়তি। অন্যকালকর্তৃকং কথমুৎপাদয়েৎ, শাস্ত্রেণাচোদিতত্বাৎ। আধানোত্তরকালাঃ কামশ্রুতয়ঃ।"

পক্ষে সাম, ব্রত ও প্রক্রম উপদিষ্ট না হওয়ায় সামাদিবিহীন কর্ম নিষ্ফল, (শাবরভাষ্য ৬।১।২৮ পৃঃ ৬৭৯=পৃঃ ২১০) "এবম্ অব্রহ্মসামকম্ অব্রতকম্ অপ্রক্রমকং চ শূদ্রস্য প্রযুক্তমপি কর্মনিষ্ফলং স্যাৎ।"

শুধু তাহাই নহে। বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপের জ্ঞান ব্যতিরেকে বৈদিকক্রিয়া সম্পাদন করা যায় না বলিয়া যাগাদিকর্ম তদ্বিষয়ক জ্ঞানসাপেক্ষ। আবার, বেদাধ্যয়নব্যতীত বেদার্থজ্ঞানও সম্ভব নহে। যাঁহার বেদার্থজ্ঞান নাই, তিনি বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিলেও উক্ত মন্ত্রসমূহ তাঁহার নিকট প্রয়োগসমবেত অর্থস্মারক না হওয়ায় নিষ্ফল হইবে। অনুরূপভাবে যাঁহার ব্রাহ্মণবাক্যার্থজ্ঞান নাই তাঁহার নিকট কর্মের স্বরূপই অজ্ঞাত। এইরূপ বেদার্থজ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্তই শ্রুতিমধ্যে অধ্যয়নবিধি রহিয়াছে (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫।৭, শতপথ ব্রাঃ ১১।৫।৬।৩), "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।" এক্ষণে প্রশ্ন এই, বেদাধ্যয়ন কি সকলের পক্ষেই বিহিত? মীমাংসাসম্প্রদায়ের উত্তর এই যে বেদাধ্যয়ন ত্রৈবর্ণিকের পক্ষেই বিহিত, শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ ; কারণ উপনয়নসংস্কার বেদাধ্যয়নেরই অঙ্গ এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই উপনয়ন বেদবিহিত—"বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যং, শরদি বৈশ্যম্।"[২৬] সুতরাং বেদে কুত্রাপি শূদ্রের উপনয়নসংস্কার উপদিষ্ট না হওয়ায় তাহার বেদাধ্যয়নও নিষিদ্ধ। বেদাধ্যয়নের অভাবে বেদার্থজ্ঞান না হওয়ায় তদভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপও চতুর্থবর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বস্তুতঃ উপনয়নবিধির দ্বারা উপনয়নসংস্কার প্রাপ্ত হইলে আকাঙ্ক্ষা হয়—উপনয়নসংস্কারদ্বারা সংস্কৃত ত্রৈবর্ণিক মাণবক কোন্ কর্মে বিনিযুক্ত হইবে? যেমন "ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি" বিধিবলে ব্রীহির প্রোক্ষণরূপ সংস্কার হইলে আকাঙ্ক্ষা হয়—সংস্কৃত ব্রীহি কোন্ প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিবে? সংস্কারপ্রাপ্তিমাত্রের জন্য কেহ সংস্কারকর্মে প্রবৃত্ত হয় না।[২৭] যদি সংস্কৃত পদার্থ কোন কর্মে বিনিযুক্ত না হয় তবে ঐরূপ সংস্কার ব্যর্থ ; ফলে সংস্কারবোধক শ্রুতিও ব্যর্থ হওয়ায় শ্রুতিতে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য আসিবে। বিধিশ্রুতিমাত্র ফলপর্য্যবসায়ী। অপরদিকে, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধিবাক্যে কর্ত্তার নির্দেশ না থাকায় উক্ত বিধিবাক্য কর্তৃসাপেক্ষ—কে বেদাধ্যয়ন করিবে? এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে উপনয়নবিধির বিনিয়োগ আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যয়নবিধির কর্ত্তার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। এইজন্য মীমাংসাসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই, আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যতা অনুসারে বসন্তাদিবাক্যবিহিত উপনয়নসংস্কারসংস্কৃত ত্রৈবর্ণিক মাণবকই স্বাধ্যায়বিধিবিহিত বেদাধ্যয়নের প্রকৃত অধিকারী। ফলে ঐরূপ মাণবককে কর্তৃরূপে লাভ করিয়া স্বাধ্যায়বিধিবোধিত অধ্যয়নরূপকর্মের কর্ত্রাকাঙ্ক্ষা এবং অধ্যয়নরূপকর্মকে প্রাপ্ত হইয়া উপনয়নবিধির বিনিয়োগ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়ায় অনুপনীত শূদ্রের বেদাধ্যয়ন শুধু নিষ্ফলই নহে, বিধিবিরুদ্ধ হওয়ায় দোষেরও বটে। অতএব শূদ্রের বেদাধ্যয়নের অভাবে বেদার্থজ্ঞানের অভাব, বেদার্থজ্ঞানের অভাবে যজ্ঞাধিকারের অভাব স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বসন্তাদিবিধিবোধিত দ্বিজাতির উপনয়ন ও স্বাধ্যায়বিধিবোধিত বেদাধ্যয়নের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব থাকায় উপনয়নসংস্কারশূন্য চতুর্থ বর্ণ গ্রন্থপাঠপূর্বক স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করিলে অথবা অর্থলোভী গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিলেও তাহা বিধিবিরুদ্ধ হওয়ায় ঐরূপ অধ্যয়ন নিষ্ফল, ঐরূপ অধ্যয়নজন্য জ্ঞান প্রায়শঃ ভ্রমাত্মক এবং যাগাদিক্রিয়ার অনুপকারক। পাশ্চাত্ত্যদেশীয় "সাহেব"গণের এবং তাহাদের উচ্ছিষ্টভোজী এতদ্দেশীয়গণের গ্রন্থে এইরূপ অনধিকারীর বেদোদ্গারের ভূরি দৃষ্টান্ত অত্যন্ত সুলভ।

২৬ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শাবরভাষ্যে "বর্ষাসু বৈশ্যম্" পাঠ বিদ্যমান (মীঃ সূঃ ৬।১।৩৩ পৃঃ ৭৮১)। আনন্দাশ্রম সংস্করণের "শরদি বৈশ্যম্" পাঠ অধিক প্রসিদ্ধ হওয়ায় উহাই গৃহীত হইল। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের "বেদার্থপ্রকাশ" নামক সায়ণভাষ্যে (১।১।২ পৃঃ ১৪) "শরদি" পাঠই গৃহীত হইয়াছে। আপস্তম্বধর্মসূত্রে (১।১।১।১৯) "শরদি" পাঠই বিদ্যমান। বৈশ্যের অগ্ন্যাধানও শরৎকালেই বিহিত হইয়াছে (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১।১।২।৬)।

২৭ বিধিবিহিত প্রোক্ষণদ্বারা ব্রীহি সংস্কৃত হইলে তবে সেই ব্রীহি অবহননপূর্বক চূর্ণ করিয়া পুরোডাশ প্রস্তুত পূর্বক সেই পুরোডাশ যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলেই তবে ফলপ্রাপ্তি হয়। ফলে প্রোক্ষণবিধি ফলপর্য্যবসায়ী হওয়ায় সার্থক এবং প্রোক্ষণের বিনিয়োগ আকাঙ্ক্ষাও নিরস্ত হয়।

বস্তুতঃ "স্বর্গকামঃ" শ্রুতির দ্বারা যেমন শূদ্রের অগ্ন্যাধান তথা যজ্ঞাধিকার অর্থাপত্তিপ্রমাণ লভ্য নহে, সেইরূপ তাহার বেদাধ্যয়নও অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য নহে, কারণ বসন্তাদিকালক ব্রাহ্মণাদিকর্তৃক অগ্ন্যাধানপ্রতিপাদক বসন্তাদিরূপ সাক্ষাৎ উৎপত্তি-শ্রুতিবিরোধে অর্থাপত্তি বা অনুমিত শ্রুতি শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণ-ন্যায়ে (মীঃ সূঃ ১৷৩৷৩) অপ্রমাণ। অতএব ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক কর্তৃক বসন্তাদিকালবিশিষ্ট আধান এবং ঐরূপ বিশিষ্ট উপনয়নই পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিদ্বয়ে বিহিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রাধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ১৷৩৷৩৪-৩৮) প্রতিপাদন করিয়াছেন যে কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থী হইলেই তাহার সেই বিষয়ে অধিকার জন্মে না এবং শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামর্থ্যই অপেক্ষিত, ধনসম্পত্তি বা শারীরিক অথবা মানসিক সামর্থ্যরূপ লৌকিক সামর্থ্য অপেক্ষিত নহে। সুতরাং শূদ্রের যেমন বৈদিকক্রিয়াকলাপে অধিকার নাই, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাতেও অধিকার নাই—উভয়স্থলেই যুক্তি অভিন্ন।[২৮] অতএব কামশ্রুতি কামনাবিশিষ্ট পুরুষমাত্রের অগ্নিহোত্রাদি যাগে অধিকার নির্দ্দেশ করে না ; বিশিষ্ট পুরুষের অধিকারই ব্যবস্থাপন করিয়া থাকে। উপনয়নসংস্কারযুক্ত গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নজন্য জ্ঞানবান্ সাগ্নিক বা আহিতাগ্নি ত্রৈবর্ণিক পুরুষই কামশ্রুতির নিযোজ্য।

প্রশ্ন হইবে, শূদ্রের অধিকার না হয় নাই হউক্, সকল ত্রৈবর্ণিকের, দেবতা, ঋষি প্রভৃতিরও কি বৈদিক কর্ম্মাধিকার রহিয়াছে ?

মীমাংসাদর্শনের তির্যগধিকরণের (মীঃ সূঃ ৬৷১৷৪-৫) সিদ্ধান্ত এই যে ত্রৈবর্ণিকের মধ্যেও আজ্যাবেক্ষণ করিতে অসমর্থ অন্ধ, বিষ্ণু-ক্রমণে অক্ষম পঙ্গু, অর্ধ্বর্য্যুকথিত নিয়োগবচনাদি শ্রবণরহিত বধির, অনুমন্ত্রণ-কর্মে অপারগ মূকব্যক্তি ত্রৈবর্ণিক হইলেও যজ্ঞাধিকারী নহে। কারণ আজ্যাবেক্ষণাদি যদি পুরুষার্থ হইত, তবে আজ্যাবেক্ষণাদিতে অক্ষম ত্রৈবর্ণিক আজ্যাবেক্ষণাদিরূপ অঙ্গকর্মসমূহ বর্জন করিয়াও প্রধানকর্মমাত্রের অনুষ্ঠানে ফল লাভ করিতে পারিত। কিন্তু আজ্যাবেক্ষণাদি ক্রত্বর্থ হওয়ায় উহাদের অভাবে ক্রতুর শরীর নিষ্পাদিত হয় না বলিয়া যজ্ঞের ফললাভও সম্ভব নহে। "দর্শপূর্ণমাস" রূপ প্রধানবাক্যের সহিতই পুরুষের সম্বন্ধ থাকায় প্রধানযাগ পুরুষার্থ বা পুরুষের (স্বর্গাদিরূপ) প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে ; কিন্তু অঙ্গবাক্যসমূহের সহিত পুরুষের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ না থাকায় অঙ্গযাগসমূহ পুরুষার্থ নহে। বরং অঙ্গবাক্যসমূহ প্রধানবাক্যের শেষ বা অঙ্গ হওয়ায় অঙ্গযাগসমূহ প্রধানবাক্যাবগত প্রধানযাগেরই উপকারক বা ক্রত্বর্থ। যাহা পুরুষমাত্রের প্রয়োজন সম্পাদন করে তাহার অননুষ্ঠানে যজ্ঞাদি কর্ম সম্পূর্ণ হইতে বাধা নাই। কিন্তু যাহা ক্রত্বর্থ অর্থাৎ ক্রতুর শরীর সম্পাদন করে, তাহার অননুষ্ঠানে অঙ্গহীনপ্রধানযাগ ফলোৎপাদনে সমর্থ নহে। যে-স্থলে প্রধান যাগ ত্রৈবর্ণিকের অবশ্য অনুষ্ঠেয়, অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় শ্রুত হইয়াছে—যেমন নিত্যাগ্নিহোত্র স্থলে—সেই সমস্ত যাবজ্জীবনবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম

২৮ ব্রহ্মসূত্র শাঃ ভাঃ ১৷৩৷৩৪ পৃঃ ৩৪৯, ৩৫২-৫৩, "ন শূদ্রস্যাধিকারঃ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ। অধীতবেদো বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষ্বধিক্রিয়তে। ন চ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি, উপনয়নপূর্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ। যত্ত্বর্থিত্বং, ন তদসতি সামর্থ্যে অধিকারকারণং ভবতি। সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি ; শাস্ত্রীয়েঽর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্যাপেক্ষিতত্বাৎ, শাস্ত্রীয়স্য চ সামর্থ্যস্যাধ্যয়ননিরাকরণেন নিরাকৃতত্বাৎ। যচ্চেদং 'শূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ' (তৈত্তিঃ সং ৭৷১৷১৬) ইতি তন্ন্যায়পূর্বকত্বাৎ বিদ্যায়ামপ্যনবক্লৃপ্তত্বং দ্যোতয়তি, ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ।" ঐ ১৷৩৷৩৮ পৃঃ ৩৫৮ ও ভামতী প্রভৃতি টীকা দ্রষ্টব্য। মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের সপ্তম অধিকরণের (মীঃ সূঃ ৬৷১৷২৫-৩৮) নাম "যাগে শূদ্রস্যানধিকারাধিকরণম্" অথবা "অপশূদ্রাধিকরণম্"। অপশূদ্রাণাম্ অধিকারঃ, অপশূদ্রাণাং শূদ্রবর্জিতানাং ব্রাহ্মণাদীনাং দ্বিজাতীনাম্ অধিকারঃ। দ্বিজাতিরই বৈদিকক্রিয়াকলাপে অধিকার, ইহাই সামান্যতঃ এই অধিকরণে সিদ্ধ হইয়াছে। এই অধিকরণের শাবরভাষ্যের উপর টুপ্‌টীকা (পৃঃ ২০৮-১৪) ও তাহার ব্যাখ্যা তন্ত্ররত্ন (পৃঃ ৪৩৬-৪৩) দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের নবম অধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ১৷৩৷৩৪-৩৮) নামও "অপশূদ্রাধিকরণম্"। বেদগ্রহণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যায় ত্রৈবর্ণিকেরই অধিকার, শূদ্রের নহে, ইহাই উক্ত অধিকরণের সিদ্ধান্ত। জন্মান্তরে কৃত যাগাদিজন্য শুভফল যেমন ইহজন্মে কোন শূদ্র ভোগ করিতে পারে, সেইরূপ জন্মান্তরে প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যার সংস্কার ইহজন্মে কোন শূদ্রকে তত্ত্বজ্ঞানী করিতে পারে। আচার্য্যপাদ তাঁহার শারীরকভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ১৷৩৷৩৮ পৃঃ ৩৫৮) বিদুর ও ধর্মব্যাধের তত্ত্বজ্ঞান এইরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের বনপর্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে (অঃ ২০৭-২১৬ বিশেষতঃ শেষ দুই অধ্যায় পৃঃ ৩৫৬-৫৮ = অঃ ১৭৫-১৮০, বিশেষতঃ শেষ অধ্যায় পৃঃ ১৮৬৭-৮০) ধর্মব্যাধের বিচিত্র কাহিনী বিদ্যমান।

যথাশক্তি প্রয়োগের দ্বারাই ফললাভ হইবে, অঙ্গহানিতে যাগ নিষ্ফল হইবে না।[২৯] সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাম্যকর্মে অপ্রতিসমাধেয় বা অচিকিৎস্য বৈকল্যযুক্ত ত্রৈবর্ণিকের যজ্ঞাধিকার নাই ; কিন্তু প্রতিসমাধেয় বা চিকিৎস্য অঙ্গবৈকল্যযুক্ত ত্রৈবর্ণিকের সুচিকিৎসার দ্বারা অঙ্গবিকলতা মুক্তির পর যদি সাঙ্গোপাঙ্গ প্রধান কর্মের অনুষ্ঠানে সামর্থ্য জন্মে তবে তাহার যজ্ঞাধিকার বর্তমান।[৩০] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অদ্বৈতশাস্ত্রে অন্ধাদি বিকলাঙ্গের সন্ন্যাসও নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ সন্ন্যাস শ্রবণাদির অঙ্গরূপে আত্মজ্ঞানফলক এবং আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়াদির পটুতা আবশ্যক।[৩১]

এই তির্য্যগধিকরণে ভাষ্যকার আচার্য্য শবর স্বামী দেবতা ও ঋষিগণেরও যাগে অনধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগই যাগ এবং স্বস্বত্বনাশপূর্বক পরস্বত্বের উৎপাদনই ত্যাগ পদবাচ্য হওয়ায় দেবতাগণ নিজেদের উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্যই ত্যাগ করিতে পারেন না, করিলেও উহা ত্যাগপদবাচ্য হইবে না। অনুরূপভাবে যজ্ঞমধ্যে আর্ষেয়বরণের বিধান থাকায় ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ স্বতন্ত্র আর্ষেয়ের অভাবে আর্ষেয়বরণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় যজ্ঞকর্মসম্পাদন করিতে পারিবেন না ; কারণ ঋষি, ছন্দ ও দেবতা ব্যতিরেকে যজ্ঞকর্ম নিষ্পন্ন হয় না।[৩২] এই তাৎপর্যে আচার্য্য শবর স্বামী বলিয়াছেন (মীঃ সূঃ ৬।১।৫ পৃঃ ৬৫৯ = পৃঃ ১৮৬), "ন দেবানাং, দেবতান্তরাভাবাৎ ; ন হি আত্মানমুদ্দিশ্য ত্যাগঃ সম্ভবতি, ত্যাগ এবাসৌ ন স্যাৎ। ন ঋষীণাম্, আর্ষেয়াভাবাৎ ; ন ভৃগ্বাদয়ো ভৃগ্বাদিভিঃ সগোত্রা ভবন্তি, ন চৈষাং সামর্থ্যং প্রত্যক্ষম্।" এই স্থলে টুপ্‌টীকায় ভট্টপাদ ভাষ্যের ন্যূনতাপ্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে ঋষিগণের

২৯ শাস্ত্রদীপিকা ৬।১।২য় অধিঃ "তির্যগধিকরণম্", পৃঃ ৬-৭, "নৈবাজ্যবেক্ষণাদীনাং পুরুষং প্রতি চোদনা। যতোঽসমর্থস্তদ্ভিন্যং কর্ম কৃত্স্নাধিকারভাক্॥ পুরুষং প্রতি বিধীয়মানমসমর্থং প্রত্যবিহিতত্বাদনঙ্গমেবেতি তদ্রহিতমেব কর্মাবিগুণং সমগ্রং ফলং সাধয়েৎ। ক্রতুং প্রতি বিধিস্তেষাং তাদৃশং তচ্চ শক্নুবৎ। কৃত্স্না ফলমবাপ্নোতি ততোঽন্যস্যানধিক্রিয়া॥ ন হি স্বাতন্ত্র্যেণাঙ্গবাক্যানি পুরুষৈঃ সম্বধ্যন্তে, প্রধানবাক্যশেষত্বাৎ তেষাম্। তদ্‌যুক্তেন তু প্রধানবাক্যেন তদঙ্গযুক্তক্রতুঃ পুরুষৈঃ সংযুজ্যমানোঽসমর্থানপহায় সমর্থান্ প্রতি বিজ্ঞায়তে। অতোঽন্ধস্য ক্রতুরেবাবিহিতঃ, ন ত্বাজ্যাবেক্ষণমেবাবিহিতম্, ইতরচ্চ বিহিতমিতি মন্তব্যম্। ন চ প্রধানবাক্যাবিরোধাৎ সর্বাধিকারনিশ্চয়ঃ, বিশেষাভাবাদ্ধি সর্বাধিকারঃ স্যাৎ। অস্তি চাত্র বিশেষোঽঙ্গোপসংহারসামর্থ্যম্। অতঃ সমর্থানামেবাধিকারঃ। যত্র তু প্রধানবাক্যাদিবিরোধো যাবজ্জীবাদৌ, তত্র ভবত্যেব যথাশক্তিপ্রয়োগাদপি প্রয়োজনমিতি বক্ষ্যতে [ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় পাদে প্রথমাধিকরণে]। তদবিরোধে তু সর্বাঙ্গযুক্তকর্মানুষ্ঠানাদেব ফলম্।" এই অধিকরণের "তির্য্যগধিকরণ" নাম হইবার কারণ এই যে এই অধিকরণে ভাষ্যকার শবর স্বামী প্রসঙ্গতঃ গবাদি তির্য্যক্ প্রাণীর যজ্ঞাধিকার পূর্বপক্ষরূপে স্থাপন ও পরে খণ্ডন করিয়াছেন।

৩০ মীমাংসাদর্শনের (মীঃ সূঃ ৬।১।৪১) "যাগে অঙ্গহীনস্যাপ্যধিকারাধিকরণম্" ও (মীঃ সূঃ ৬।১।৪২) "অচিকিৎস্যাঙ্গবৈকল্যস্য যাগানধিকারাধিকরণম্" দ্রষ্টব্য।

৩১ বিবরণ ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬৯৪ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫৪৮, "ননু কর্মানধিকৃতান্ধপঙ্গ্বাদিবিষয়ঃ সন্ন্যাসঃ কি ন স্যাৎ ? ন, 'ব্রহ্মচর্য্যাদ্ গৃহাদ্ বনাদ্বা প্রব্রজেৎ' (জাবাল উপঃ ৪ পৃঃ ১৩০ পাঠভেদ লক্ষণীয়) ইত্যবিশেষশ্রবণাৎ... অন্ধাদীনামপি পুত্রপশুমহাযজ্ঞাদিকর্মাধিকারাদনধিকৃতত্বাসিদ্ধেঃ ; অন্ধাদীনামপ্যবিরক্তানাং সন্ন্যাসানধিকারাৎ তদেব সন্ন্যাসনিমিত্তম্। 'শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্' (তৈত্তিঃ উপঃ ১।৪।১ , নারদপরিব্রাজক উপঃ ৪র্থ উপদেশ পৃঃ ২৭০)। 'অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচম্' ইত্যাদিনা আত্মজ্ঞানায় শরীরেন্দ্রিয়াদিপাটবস্য প্রার্থ্যমানত্বাৎ, আত্মজ্ঞানশেষত্বাচ্চ সন্ন্যাসস্য 'দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্' ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ পটুতরেন্দ্রিয়স্যৈব সন্ন্যাসাধিকারঃ।" ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১৮ শাঃ ভাঃ দ্বিতীয় বর্ণক পৃঃ ৮৮৪ "ন চেয়ং" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। বিবরণসম্প্রদায় মতে "যদাপি পরামর্শ এব" (পৃঃ ৮৮০) পংক্তি হইতে পরামর্শাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১৮-২০) দ্বিতীয় বর্ণক আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ভামতীসম্প্রদায় অনুসারে একটিই বর্ণক থাকায় উপরি উদ্ধৃত ভাষ্য-সন্দর্ভ ৩।৪।২০ পৃঃ ৮৮৪ দেখিতে হইবে।

৩২ দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে (আপঃ শ্রৌতঃ ২৪।৫।৭ ; তৈত্তিঃ সং ৩।৫।৮), "আর্ষেয়ং বৃণীতে একং বৃণীতে দ্বৌ বৃণীতে ত্রীন্ বৃণীতে ন চতুরো বৃণীতে ন পঞ্চাতিবৃণীতে" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে আর্ষেয়বরণ শ্রুত হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনের "দর্শপূর্ণমাসয়োঃ ত্র্যার্ষেয়স্যৈবাধিকারাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৬।১।৪৩) ত্র্যার্ষেয়বরণ বিহিত হইয়াছে। যজমান যজ্ঞকালে নিজের গোত্রপ্রবর্তক তিনজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অপত্যরূপে নিজেকে উল্লেখ করিবেন, যেমন "আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজগোত্রোঽহম্" (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৬।১।১১শ অধিকরণ পৃঃ ৩৪৫-৪৬)। এইরূপ উচ্চারণই আর্ষেয়বরণ (প্রভাবলী ৬।১।১০ম অধিঃ পৃঃ ৬৪৪-৪৫), "আর্ষেয়ং যজমানপূর্বজভূতো মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিঃ তস্যাপত্যং তস্য গোত্রোচ্চারণং বরণমুচ্যতে।" সুতরাং ভার্গব-চ্যবন প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া ভৃগু, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিগণের পক্ষে আর্ষেয়বরণ সম্ভব নহে।

যজ্ঞাধিকার রহিয়াছে, কারণ অনাদি সংসারে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের পূর্বেও গোত্রপ্রবরপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। সুতরাং ইদানীন্তন ঋষিগণ নিজেদের গোত্রপ্রবর্ত্তক তদানীন্তন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের নাম গ্রহণ করিবেন। যাঁহাদের মতে তদ্ধিতান্ত (যেমন "আগ্নেয়" ইত্যাদি) অথবা চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ("ইন্দ্রায়" ইত্যাদি) শব্দবিশেষই দেবতা[৩৩] তাঁহাদের পক্ষে ভাষ্যকারের "নদেবানাং" গ্রন্থ অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় অযুক্ত (টুপ্‌টীকা ৬।১।৫ পৃঃ ১৮৬), "ন চ ভৃগ্বাদয়ো ভৃগ্বাদিসগোত্রা ইত্যুক্তম্। অনাদির্হি কালোঽস্মাকম্। *ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাদিতি*। যেষাং [মতে] শব্দ এব দেবতা তেষামপ্যযুক্তো গ্রন্থঃ।"[৩৪] ব্রহ্মসূত্রের দেবতাধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৬-৩৩) ও ভামতী প্রভৃতি টীকায় এইরূপ মীমাংসাসিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়া দেবতার বিগ্রহাদিপঞ্চক স্থাপিত হইয়াছে। দেবতাধিকরণভাষ্যে আচার্য্যপাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে দেবতাগণের কর্মাধিকার না থাকিলেও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার রহিয়াছে।[৩৫]

প্রশ্ন হইবে, সমর্থ ত্রৈবর্ণিকমাত্রের যদি যজ্ঞাধিকার থাকে তবে স্ত্রীলোকেরও কি বৈদিক কর্মাধিকার রহিয়াছে?

মীমাংসাদর্শনের "যাগাদিষু স্ত্রী-পুংসোরুভয়য়োরধিকারাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৬।১।৬-১৩)

৩৩ মীমাংসাদর্শনের দেবতাধিকরণে (মীঃ সূঃ ৯।১।৬-১০ "ধর্মাণামদেবতাপ্রযুক্তত্বাধিকরণম্") "বিগ্রহো হবিষাং ভোগঃ ঐশ্বর্য্যঞ্চ প্রসন্নতা। ফলপ্রদানমিত্যেতৎ পঞ্চকং বিগ্রহাদিকম্॥" এইরূপ শ্লোকোক্ত দেবতার বিগ্রহাদিপঞ্চক অর্থাৎ বিগ্রহবত্ত্ব, ঈশিতৃত্ব, হবির্ভোজিত্ব, প্রসন্নত্ব ও ফলদাতৃত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তে "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে যাগরূপসাধনই অপূর্বদ্বারা ফলজনক হওয়ায় (ভাবার্থাধিকরণন্যায়ে) এবং স্বয়ং সাধ্যস্বরূপ হওয়ায় যজ্ঞকর্মই প্রধান এবং দ্রব্যদেবতাদি সিদ্ধস্বরূপ হওয়ায় গুণভূত বলিয়া "যজেত" বাক্যে যাগই বিধেয়, দেবতার পূজাদি বা তুষ্টিসম্পাদন বিধেয় নহে। বিশেষতঃ বিগ্রহধারী দেবতার পক্ষে নানা যজ্ঞস্থলে একই সময়ে উপস্থিত হইয়া হবিঃ গ্রহণ করা অসম্ভব। অন্যান্য যুক্তির জন্য শাবরভাষ্য (বিশেষতঃ ৬।১।৯) ও সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবগম্ভীর টুপ্‌টীকা (পৃঃ ১৬৪৯-৫০ ও পৃঃ ১৬৫২-৫৭) অবশ্য দ্রষ্টব্য। ভাট্টদীপিকার প্রভাবলী টীকায় (৯।১।৪র্থ অধিঃ পৃঃ ১৭৬-২০৩) এই বিষয়ে সুবিস্তৃত বি[illegible] রহিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বহু নব্য-মীমাংসকই যে ঈশ্বর ও বিগ্রহাদিপঞ্চকবিশিষ্টদেবতা বিশ্বাস করিতেন তাহা তাঁহাদের গ্রন্থের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি দেখিলে বুঝা যায়, যেমন অর্থসংগ্রহ, মীমাংসা-ন্যায়প্রকাশ ইত্যাদি। ভাট্টদীপিকার দেবতাধিকরণের (মীঃ সূঃ ৯।১।৬-১০ "ধর্মাণামদেবতাপ্রযুক্তত্বাধিকরণম্") সর্বশেষে নব্যমীমাংসক খণ্ডদেব জৈমিনিমতনিষ্কর্ষ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে দেবতার বিগ্রহাদি নাই, এই সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহার বাণী দূষিত হওয়ায় তিনি হরিস্মরণ করিয়া পাপক্ষালন করিলেন (ভাট্টদীপিকা, "দেবতাধিকরণম্" পৃঃ ২০২), "উপাসনাদৌ পরং ধ্যানমাত্রমাহার্য্যং তস্যেতি জৈমিনিমতনিষ্কর্ষঃ। মমত্বেবং বদতোঽপি বাণী দূষ্যতীতি হরিস্মরণমেব শরণম্।" প্রভাবলীকার শম্ভুভট্ট স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন (প্রভাবলী ঐ পৃঃ ২০২), "ননু সর্বদেবতানাং বিগ্রহাস্বীকারে নাস্তিকত্বাপত্তিরিত্যত আহ—*জৈমিনিমতনিষ্কর্ষঃ ইতি*। ন বস্তুগত্যা ময়া বিগ্রহখণ্ডনং ক্রিয়তে, কিন্তু জৈমিনিমতনিষ্কর্ষমাত্রকৃতমিত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু মমৈতাদৃশনিষ্কর্ষকরণমপ্যযুক্তমেবেত্যাহ—*মমত্বিতি*।"

৩৪ এইস্থলে ভাট্টদীপিকার প্রভাবলী টীকায় শম্ভুভট্ট শাবরভাষ্যের সিদ্ধান্ত পুনঃ স্থাপন করিতে বলিয়াছেন যে বস্তুতঃ দেবতার বিগ্রহাদিপ্রতিপাদক ইতিহাস, অর্থবাদ প্রভৃতির যেমন স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, সেইরূপভাবে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের বিগ্রহপ্রতিপাদক বাক্যসমূহেরও স্বার্থপরত্বাৎপর্য্যকল্পনায় প্রমাণ না থাকায় তাঁহারাও বিগ্রহশূন্য নামমাত্র (প্রভাবলী ৬।১।২য় অধিঃ পৃঃ ৬০৬), "বস্তুতস্তু দেবাদিবিগ্রহপ্রতিপাদকেতিহাসার্থবাদাদীনামিব ঋষ্যাদিবিগ্রহপ্রতিপাদকানামপি তেষাং স্বার্থপরত্বতাৎপর্য্যকল্পনে প্রমাণাভাবাৎ বিগ্রহাদ্যাভাবেনৈব তেষামনধিকারো ভাষ্যারূঢ়ো যুক্ত এবেতি ধ্যেয়ম্।" ভামতীকার অন্যভাবে ভট্টপাদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে বসু, ভৃগু প্রভৃতি প্রাচীন দেবতা বা ঋষির কল্পশেষে অধিকার না থাকায় তাঁহাদের দেবতাত্ব বা ঋষিত্বও নাই (ভামতী ১।৩।২৬ পৃঃ ৩১৮), "বস্বাদীনাং হি ন বস্বাদ্যন্তরমস্তি। নাপি ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদ্যন্তরমস্তি। প্রাচাং বসুভৃগুপ্রভৃতীনাং ক্ষীণাধিকারত্বেন ইদানীং দেবর্ষিত্বাভাবাদিত্যর্থঃ।" বস্তুতঃ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বরুণের যজ্ঞাগ্নি হইতে উৎপন্ন ভৃগু গোত্রপ্রবর্ত্তক প্রথম ঋষি (মহাভারত আদিপর্ব ৫।৮ পৃঃ ৫৫ = পৃঃ ২৫৯)। সুতরাং ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ কিরূপে আর্ষেয় বরণ করিবেন?

৩৫ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।৩।২৬ পৃঃ ৩১৭-১৮, "...মনুষ্যাধিকারত্বাৎ শাস্ত্রস্য...। তেষাং মনুষ্যাণামুপরিষ্টাৎ যে দেবাদয়ঃ তানপ্যধিকরোতি শাস্ত্রমিতি বাদরায়ণঃ আচার্য্যো মন্যতে। ...ন চ উপনয়নশাস্ত্রেণ এষামধিকারো নিবর্ত্ত্যেত, উপনয়নস্য বেদাধ্যয়নার্থত্বাৎ, তেষাং চ স্বয়ং প্রতিভাতবেদত্বাৎ।...যদপি কর্মস্বনধিকারকারণমুক্তম্ 'ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাৎ' ইতি, 'ন ঋষীণাম্ আর্ষেয়ান্তরাভাবাৎ' ইতি, ন তদ্বিদ্যাস্বস্তি।...তস্মাৎ দেবাদীনামপি [নির্গুণ-] বিদ্যাস্বধিকারঃ কেন বার্য্যতে?" ভামতী প্রভৃতি টীকা ও উপটীকা দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে বৈদিককর্মে স্ত্রীলোকেরও অধিকার রহিয়াছে। পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে "স্বর্গকামঃ" পদে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ থাকায় পুরুষই কর্মাধিকারী। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক নির্ধন হওয়ায় তাঁহার স্বোপার্জিত দ্রব্যের অভাবে দ্রব্যত্যাগ সম্ভব নহে, যেমন নির্ধন পুরুষেরও যাগাধিকার নাই।

উত্তরে বাদরায়ণ মুনির সম্মতি অনুসারে মীমাংসা-সূত্রকার বলিয়াছেন যে পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্ব কর্মাধিকারের হেতু নহে; বিশেষতঃ, "স্বর্গকামঃ" শ্রুতিতে লিঙ্গ উদ্দেশ্যগত হওয়ায় এবং প্রকৃত্যর্থ না হওয়ায় গ্রহৈকত্ব-ন্যায়ে[৩৬] বিবক্ষিতই নহে। পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে স্ত্রীলোক ধনাদি লাভ করিতে পারে বলিয়া নির্ধনও নহে। মীমাংসাদর্শনের "যাগে নির্ধনস্যাধিকারাধিকরণের" (মীঃ সূঃ ৬।১।৩৯-৪০) সিদ্ধান্ত এই যে নির্ধন ব্যক্তিও সদুপায়ে[৩৭] ধনার্জন করিয়া যাগে অধিকারী হইতে পারেন, যেহেতু শূদ্রত্বের ন্যায় নির্ধনত্ব সার্বকালিক বা নিত্য নহে। শুধু তাহাই নহে, শাস্ত্রমতে পতির অর্জিত ধনাদিতে পত্নীরও সমানাধিকার বর্ত্তমান এবং পত্নীব্যতিরেকে ধর্ম, অর্থ ও কামবিষয়ক কর্মাচরণও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, "ধর্মে চার্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা পাণিগ্রহণাত্তু সহত্বং কর্মসু তথা পুণ্যফলেষু দ্রব্যপরিগ্রহে চ।"

এইস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই, শাস্ত্র পত্নীকে কর্মাধিকার প্রদান করিলেও এককভাবে বা স্বাতন্ত্র্যে কর্মাধিকার প্রদান করেন নাই, ইহা মীমাংসাদর্শনের "যাগে দম্পত্যোঃ সহাধিকারাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৬।১।১৭-২১) প্রতিপাদিত হইয়াছে। (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ৩।৩।৪।১) "পত্ন্যবেক্ষতে", (আপঃ শ্রৌতঃ ২।৬।৬) "পত্ন্যবেক্ষিতেন যজমানবেক্ষিতেন চ আজ্যেন হোম উচ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে পত্নীকর্ত্তৃক আজ্যে (হবনীয় ঘৃতে) দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা আজ্য সংস্কৃত হইলে তবে উক্ত হব্য অভীষ্ট ফলোৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে পত্নী পতির সহিত দ্রব্যত্যাগ ও দক্ষিণাদানরূপ প্রধান কর্মও করিবেন। সুতরাং পত্নী ব্যতিরেকে কেবল যজমান কর্ত্তৃক যাগানুষ্ঠান নিষ্ফল।[৩৮] আবার, পতিব্যতিরেকে পত্নী স্বতন্ত্রভাবে যাগ করিলে পতির অনুষ্ঠেয় আজ্যাবেক্ষণাদি কর্ম

৩৬ গ্রহৈকত্বন্যায়ের বিচারের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩৭ ব্রাহ্মণের পক্ষে সদুপায় তিনটি—যাজ্য-যাজন, অধিকারীকে অধ্যাপন ও অনিন্দিত ব্যক্তির নিকট হইতে দান গ্রহণ। মনু ১০।৭৫-৭৬

৩৮ প্রশ্ন হইবে, পত্নীব্যতিরেকে মহামতি ভীষ্ম কিরূপে শাস্ত্র-লঙ্ঘন করিয়া যজ্ঞ করিলেন? ভীষ্ম যে বহু যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে।

ভট্টপাদ কুমারিল তাঁহার তন্ত্রবার্তিকে ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে যেহেতু ভীষ্ম যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যেহেতু তিনি কদাপি ধর্মকে অতিক্রম করেন নাই, সেইহেতু ভীষ্ম যে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য। ভীষ্ম যখন পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন তখন পিতা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহার হস্তে ভীষ্মকে পিণ্ডদান করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ ভীষ্ম পিতৃ-আজ্ঞা পালন করেন নাই, কারণ শাস্ত্রে কুশের উপরই পিণ্ডদান বিহিত হইয়াছে "'পিণ্ডং দদ্যাৎ কুশোপরি।" ইহা ভীষ্ম স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন "শ্রাদ্ধকালে মম পিতুর্ময়া পিণ্ডঃ সমুদ্যতঃ। তং পিতা মম হস্তেন ভিত্ত্বা ভূমিমযাচত॥ নৈষ কল্প বিধির্দৃষ্ট ইতি নিশ্চিত্য চাপ্যহম্। কুশেষ্বেব তদা পিণ্ডং দত্তবানবিচারয়ন্॥" ভট্টপাদ বলিয়াছেন, যিনি এইরূপভাবে শাস্ত্রার্থ লঙ্ঘনে ভীত, তিনি কিরূপে অপত্নীক হইয়া শাস্ত্রার্থ অতিক্রম করিয়া যজ্ঞ করিবেন। (তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৭ পৃঃ ১৩০ = পৃঃ ৩৬৭), "...কেবলযজ্ঞার্থপত্নীসম্বন্ধ আসীদিত্যর্থাপত্ত্যানুক্তমপি গম্যতে। যো বা পিণ্ডং পিতুঃ পাণৌ বিজ্ঞাতেঽপি ন দত্তবান্। শাস্ত্রার্থাতিক্রমাদ্ভীতো যজেতৈকাক্যসৌ কথম্॥" শুধু তাহাই নহে, সত্যবতীর পিতা দাসরাজকে ভীষ্ম যে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়াছিলেন তাহা অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞার পূর্বেই বিবাহিত ছিলেন; তিনি প্রতিজ্ঞাক্ষণ হইতেই অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন, ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন (মহাভারত আদিপর্ব ১০০।৯৫-৯৬ পৃঃ ১৮৭ = ৯৪।৯৫-৯৬ পৃঃ ১১২৫), "রাজ্যং তাবৎ পূর্বমেব ময়া ত্যক্তং নরাধিপাঃ। অপত্যহেতোরপি চ করিষ্যেঽদ্য বিনিশ্চয়ম্॥ অদ্য প্রভৃতি মে দাস! ব্রহ্মচর্য্যং ভবিষ্যতি। অপুত্রস্যাপি মে লোকা ভবিষ্যন্ত্যক্ষয়া দিবি॥" "অপি" শব্দের দ্বারা অপত্যহেতুর ও "অদ্যপ্রভৃতি" এই বিশেষণসামর্থ্যবলে প্রতিজ্ঞাপূর্বকালীন বিবাহই সূচিত হইয়াছে; অন্যথা "আমি বিবাহই করিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞাকরণই স্বাভাবিক ছিল। পরে সত্যবতী বংশরক্ষার্থে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনে ভীষ্মকে নিয়োগ করিতে চাহিলে ভীষ্ম অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যহানির ভয়েই তাহাতে সম্মত হন নাই। নিয়োগ যখন বিবাহ নহে তখন ভীষ্মের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে (মহাভারত আদিপর্ব ১০৩।৯-১৪ পৃঃ ১৯০ = ৯৭।১০-১৫ পৃঃ ১১৪৯-৫০), "...ত্বমপত্যং প্রতি চ মে প্রতিজ্ঞাং বেত্থ বৈ পরা॥..." কেবল বিবাহ না করিয়া কেহ "ভীষ্ম" নাম, ইচ্ছামৃত্যুবর ও দেবাদিগণকর্ত্তৃক পুষ্পবর্ষণ লাভ করিতে পারে না। বিচিত্রবীর্য্যক্ষেত্রজপুত্রের দ্বারা পুত্রবান্ হইয়া ভীষ্ম পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন (মনু ৯।১৮২)।

কৃত না হওয়ায় ঐরূপ যাগও নিষ্ফল। সুতরাং অগ্নি ও সোম উভয় মিলিত হইয়া যেমন অগ্নীষোম পরস্পরসাপেক্ষ একটি দেবতা, সেইরূপ পতি ও পত্নী উভয় মিলিতরূপে দম্পতিই যাগানুষ্ঠানে সমর্থ হওয়ায় যাগকর্তৃত্ব ব্যাসজ্যবৃত্তি বা উভয়নিষ্ঠ। এইজন্য পত্নীর অপর নাম সহধর্মিণী বা সহধর্মচারিণী। অবশ্য প্রতিটি শ্রৌত ও স্মার্তকর্ম যে পত্নীর সহিত অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। বিপত্নীকেরও কোন কোন কর্মে অধিকার বর্ত্তমান।[৩৯]

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা এইরূপ ভ্রম যেন না হয় যে বৈদিক কর্মে অধিকার আছে বলিয়া স্ত্রীলোকের বেদাধ্যয়নেও অধিকার বিদ্যমান। বস্তুতঃ মীমাংসাদর্শনের "পত্ন্যা যাবদুক্তাশীর্ব্রহ্মচর্য্যাদাবেবাধিকারাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৬।১।২৪) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে আজ্যাবেক্ষণ, অন্বারম্ভ (স্পর্শন), দ্রব্যত্যাগ, দক্ষিণাদান প্রভৃতি যে যে কর্ম পত্নীর কৃত্যরূপে প্রত্যক্ষশ্রুতিবিহিত সেই সমস্ত কর্মের অতিরিক্ত "যাজমান" এই সমাখ্যাদ্বারা সামান্যতঃ বিহিত যজমান কর্তৃক অনুষ্ঠেয় কর্মসমূহে পত্নীর অধিকার নাই, যেহেতু পতি ও পত্নীর অধিকার অতুল্য অর্থাৎ সমান নহে। কর্মাধিকার আছে বলিয়া স্ত্রীলোকের বেদাধ্যয়ন অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য, ইহাও বলা যায় না ; কারণ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে বসন্তাদিবাক্যে ত্রৈবর্ণিকমাত্রের উপনয়ন শ্রুতিবিহিত। অধ্যয়নবিধিবিচারকালে ইহা প্রদর্শিত হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে (৭।৩ পৃঃ ৪৮) "ন বেদে পত্নীং বাচয়তি" ও ভাগবতে (১।৪।২৫ পৃঃ ২২) "স্ত্রী-শূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ"[৪০] এবং অন্যান্যশ্রুতি ও স্মৃতি মধ্যে স্ত্রীলোকের বেদাধ্যয়ন ও মন্ত্রোচ্চারণ কণ্ঠতঃই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত" (বৃহঃ উপঃ ৬।৪।১৭) পংক্তির ভাষ্যে আচার্য্যপাদ দুহিতার পাণ্ডিত্য কিভাবে উপপন্ন হইবে, ইহা ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন (ঐ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১৫৬৯), "দুহিতুঃ পাণ্ডিত্যং গৃহতন্ত্রবিষয়মেব, বেদেঽনধিকারাৎ।" কারণ "পণ্ডা" শব্দের অর্থ বেদোজ্জ্বলাবুদ্ধি (বৃহঃ উপঃ ৩।৫ আঃ টীঃ পৃঃ ৮২৯), "আচার্যপরিচর্য্যাপূর্বকং বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাবধারণং পাণ্ডিত্যম্" এবং এই বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য অনুপনীত স্ত্রী-শূদ্রের সম্ভব নহে। যাঁহারা নিজেদের অদ্বৈতসম্প্রদায়ভুক্তরূপে প্রচার করিয়াও আচার্য্যের এই সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধ সাজিয়া থাকেন এবং স্বকপোলকল্পিতমত সমর্থনে গ্রন্থবিস্তর করিয়া থাকেন তাঁহারাই হিন্দুশাস্ত্রের পরম শত্রু।

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদবিদ্যা, আধানবিধিসিদ্ধ অগ্নিমত্তা এবং শরীরেন্দ্রিয়পটুতা ও দ্রব্যার্জনরূপ দ্বিবিধ সামর্থ্যবিশিষ্ট পুরুষই বৈদিককর্মে অধিকারী। এই তিন প্রকার বিশেষণের কোন একটির অভাবে পুরুষ অনধিকারী হইয়া যায় এবং অনধিকারীর কর্মপ্রচেষ্টা যে শুধু নিষ্ফল তাহাই নহে, অনর্থকরও বটে। সুতরাং স্বর্গাদিকামনামাত্র কোন পুরুষকে বৈদিককর্মে অধিকারী করে না। উক্ত বিশেষণত্রয় অধিকারীর বিশেষণরূপে বিধিবাক্যে শ্রুত না হইলেও ঐরূপ বিশেষণত্রয়বিশিষ্ট পুরুষ যদি স্বর্গাদিকামনাবিশিষ্ট হন, তবে ঐ রূপ পুরুষই বৈদিককর্মে নিযোজ্য, পুরুষমাত্র নহে, ইহাই সর্বত্র বুঝিতে হইবে।

৩৯ প্রভাবলী ৬।১।৪র্থ অধিঃ পৃঃ ৬২c, "অতশ্চ (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ৩।৩।৪।১) 'পত্ন্যাজ্যমবেক্ষতে যজমানশ্চ' ইতি বচনবিহিতাজ্যাবেক্ষণস্য স্বামিদ্বয়কর্তৃকস্য সমুচ্চয়েনাঙ্গতানুরোধাৎ দ্রব্যসাধারণ্যাদ্বিভাগপ্রতিষেধাৎ 'ধর্মে চার্থে চ কামে চ' ইতি বচনাদক্৯ণ্ডবিদ্যাক্ষেপশক্তিকল্পনাপত্তেঃ দম্পত্যোঃ সহৈব প্রয়োগঃ...। মৃতভার্য্যস্য তু কচিৎ কর্মবিশেষেঽধিকারো বক্ষ্যতে।" কোন্ কোন্ অগ্নিসাধ্যকর্ম বা অনগ্নিসাধ্যকর্ম অথবা স্মার্তকর্ম পত্নীর সহিত অনুষ্ঠান কর্তব্য তদ্বিষয়ে বহু মত মতান্তর আলোচনা পূর্বক প্রকৃত ভাট্ট-সিদ্ধান্ত মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের অন্তর্গত তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিকরণের প্রভাবলীতে (পৃঃ ৬০৭-৪১) স্থাপিত হইয়াছে। সেই স্থলে "দান" শব্দের কি অর্থে (দত্তক গ্রহণে) পুত্রদান বা (বিবাহে) কন্যাদান বলা হয়, কি তাৎপর্য্যে কন্যার ক্রয়-বিক্রয় বলা হইয়া থাকে ইত্যাদি আধুনিককালে পাশ্চাত্য-আলোকপ্রাপ্তগণকর্তৃক বহু নিন্দিত কর্মের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞানপ্রসূত হিন্দুশাস্ত্রের সমালোচনা বা নিন্দা বর্ত্তমানে অতীব সুলভ।

৪০ শ্রীধর স্বামিকৃতভাবার্থবোধিনী টীকা পৃঃ ২২, "দ্বিজবন্ধবঃ ত্রৈবর্ণিকেষু অধমাঃ।" ভগবান মনু বলিয়াছেন যে বিবাহই স্ত্রীলোকের উপনয়ন (মনু ২।৬৬-৬৭ মেধাতিথি প্রভৃতির কৃত নয়টি টীকা পৃঃ ২৬৫-৬৮), "অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ। সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্॥ বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥"

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা এইরূপ ভ্রম যেন না হয় যে যে-কোনও বৈদিক কর্মে ত্রৈবর্ণিকমাত্রের অধিকার রহিয়াছে। মীমাংসাদর্শনের অবেষ্ট্যধিকরণে (মীঃ সূঃ ২।৩।৩ ২য় অধিঃ) প্রসঙ্গতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই রাজসূয় যাগে অধিকারী, ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য রাজা হইলেও রাজসূয়যাগে অধিকারী নহেন। এইজন্য "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত" (আশ্বলায়ন শ্রৌতঃ ৯।৯।১৯) এই বিধিবাক্যের অন্তর্গত "রাজা" পদের অর্থ ক্ষত্রিয়, রাজ্যকর্তৃত্ব নহে।[৪১] অমরকোষের নানার্থবর্গে (নান্তবর্গ ৩৫৯) "রাজা মৃগাঙ্কে ক্ষত্রিয়ে নৃপে" এইরূপ বাক্যের দ্বারা জানা যায় যে রাজা, ক্ষত্রিয় ও নৃপ পর্য্যায়শব্দ। মনুসংহিতার (মনু ১০।৯৫) "জীবদেতেন রাজন্যঃ সর্বেণাপ্যনয়ং গতঃ" এই শ্লোকার্দ্ধে "রাজন্য" পদের অর্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। রাজসূয়ের ন্যায় অশ্বমেধাদি যাগেও ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের অধিকার নাই। অনুরূপভাবে বৃহস্পতিসবে ব্রাহ্মণমাত্রের অধিকার থাকিলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার নাই।[৪২] এইরূপভাবে বৈশ্যস্তোমে বৈশ্যজাতিরই অধিকার, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধিকার নাই।

বাহুল্যভয়ে এইস্থলে অধিকার বিচার সমাপ্ত করা যাইতেছে। বৈদিকশাস্ত্রে অধিকার-বিচার একটি মৌলিক-বিচার এবং শাস্ত্রালোচনার উপোদ্‌ঘাতস্বরূপ। "আমি এই কর্মাদিতে অধিকারী কি না", ইহা না জানিয়া কোন কর্মানুষ্ঠান করিলে তাহা অনুষ্ঠানকর্ত্তা ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই ঘোরতর অনর্থকর! বর্ত্তমানকালে সর্বসাম্যযুগে এই অধিকার বিচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অধিকার-বিধির নিতান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয় নাই। ইহার সঙ্গে বিধিবিচারও সমাপ্ত হইল।

৪১ মীমাংসাদর্শনের অবেষ্ট্যধিকরণে (২।৩।৩ ২য় অধিঃ) অবেষ্টিযাগবিষয়ক প্রধান বিচার্য্যবিষয়ের সিদ্ধির জন্য আনুষঙ্গিকভাবে আরও তিনটি বিচার্য্যবিষয় উপস্থাপিত হইয়াছে—রাজসূয় যাগে কি ত্রৈবর্ণিকের অধিকার অথবা ক্ষত্রিয়মাত্রের অধিকার; ইহার সিদ্ধির জন্য বিচার্য্য এই, "রাজন্" শব্দ কি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই বাচক অথবা ক্ষত্রিয়মাত্রের বাচক; ইহার সিদ্ধির জন্য বিচার্য্য এই, রাজ্ঞঃ কর্ম রাজ্যম্ এই অর্থে কি "রাজন্" পদের যৌগিকার্থ গ্রহণীয় অথবা ক্ষত্রিয়রূপ রূঢ্যর্থ গ্রহণীয়। এই আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শবরস্বামী "রাজন্", "রাজন্য" ইত্যাদি শব্দসমূহ কি অর্থে অন্ধ্রদেশীয়গণ ("আন্ধ্রাঃ"), আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিগণ, ম্লেচ্ছজাতি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন এবং উঁহার তন্ত্রবার্ত্তিকে প্রসঙ্গতঃ মীমাংসা-দর্শনের "আর্য্যম্লেচ্ছাধিকরণম্" (মীঃ সূঃ ১।৩।৮-৯ অধিঃ ৫ম), "ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধার্থপ্রামাণ্যাধিকরণম্" (মীঃ সূঃ ১।৩।১০ অধিঃ ৬ষ্ঠ) "বর্হিরাজ্যাধিকরণম্" (মীঃ সূঃ ১।৪।১০ অধিঃ ৭ম) এবং পাণিনিসূত্রও (পাঃ সূঃ ৫।১।১২৪) বিচারিত হইয়াছে (তন্ত্রবার্ত্তিক ঐ পৃঃ ১৫১-৬২ = পৃঃ ৩৩১-৩৮)। বলা বাহুল্য উক্ত অংশের উপর ন্যায়সুধার (ঐ পৃঃ ৩৩৮-৫০) বিচার অতীব গহন। ভাট্টদীপিকা ও তাহার প্রভাবলী টীকায় (ঐ পৃঃ ১৯৭-২০০) "রাজা" শব্দের দ্রবিড়প্রসিদ্ধিও বিচারিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য প্রভাটীকাসহ শাস্ত্রদীপিকা (ঐ পৃঃ ১৯৪-৯৬) ও জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর (ঐ পৃঃ ১১১-১৩ = পৃঃ ১০৫-৬) দ্রষ্টব্য। বিষয়সংশয়াদি পরিষ্কৃতির জন্য তৌতাতিতমততিলক (ঐ পৃঃ ৪১৭-২২) অনুসন্ধেয়।

৪২ বৃহস্পতিসবের বিচারে জটিলতা আছে। অতীব সংক্ষেপ কথা এইরূপ। মীমাংসাদর্শনের "সৌত্রামণ্যাদীনাং চয়নাঙ্গতাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৪।৩।২৯-৩১ ১২শ অধিঃ) "বাজপেয়েনেষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত" (আপঃ শ্রৌতঃ ১৮।১৭।১৫) বিধিবাক্যবিচার করিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে বৃহস্পতিসব বাজপেয় যাগের অঙ্গস্বরূপ, সুতরাং তাহার কোন স্বতন্ত্র ফল নাই। এক্ষণে বাজপেয় যাগে ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়েরও অধিকার থাকায় বাজপেয়ের অঙ্গযাগ বৃহস্পতিসবেও ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকিবে, যেহেতু অঙ্গযাগ না করিলে প্রধানযাগ হইতে পরমাপূর্ব উৎপন্ন হইবে না এবং অঙ্গযাগ ও প্রধানযাগের এককর্তৃকত্ব মীমাংসাদর্শনের একাদশ অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে কোন কোন মীমাংসকের সিদ্ধান্ত এই, বাজপেয়যাগের অঙ্গীভূত বৃহস্পতিসব হইতে ভিন্ন প্রকরণান্তর পঠিত একটি বৃহস্পতিসব কর্ম বিদ্যমান যাহার ফল ব্রহ্মতেজ বা ব্রহ্মবর্চস্। যেমন নিত্যাগ্নিহোত্র নামক নিত্যকর্ম হইতে মাসাগ্নিহোত্রনামক কাম্যকর্ম প্রকরণান্তর পঠিত একটি পৃথক্ কর্ম, সেইরূপ প্রকরণান্তরাধিকরণন্যায়ে (মীঃ সূঃ ২।৩।২৪ অধিঃ ১১শ) বাজপেয়াঙ্গভূত বৃহস্পতিসব কর্ম হইতে ব্রহ্মবর্চস্‌ফলক বৃহস্পতিসব একটি স্বতন্ত্র কর্ম এবং উহাতেই ব্রাহ্মণমাত্রের অধিকার। অঙ্গীভূত বৃহস্পতিসবে বৈশ্যের অধিকার না থাকিলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধিকার বিদ্যমান। অন্য মীমাংসকমতে ক্ষত্রিয় বাজপেয়যাগানুষ্ঠানকালে বৃহস্পতিসবরূপ অঙ্গযাগ পরিত্যাগ করিয়া উহার পরিবর্ত্তে জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ করিবেন। টুপ্‌টীকা (পৃঃ ৭৯-৮০) ও শাস্ত্রদীপিকা (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৩শ অধিঃ "বৃহস্পতিসবাধিকরণম্" পৃঃ ৪৪২-৪৩) দ্রষ্টব্য। ভিন্নরূপ বিচারের জন্য প্রভাবলীসহ ভাট্টদীপিকা (মীঃ সূঃ ৪।৩।১০ম অধিঃ পৃঃ ৪২৩-২৪) দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

গ্রহৈকত্বন্যায়বিচার

মীমাংসাসম্প্রদায় এই স্থলে গ্রহৈকত্বন্যায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মীমাংসাদর্শনের "সর্বেষাং গ্রহাদীনাং সম্মার্গাদ্যধিকরণে"র (মীঃ সূঃ ৩।১।১৩-১৫, ৭ম অধিঃ) শাবরভাষ্যে, বিশেষতঃ তন্ত্রবার্তিক (পৃঃ ৬৫-৯৬) ও ন্যায়সুধায় (পৃঃ ৫৮৪-৬৪২) এই ন্যায়ের বিশাল বিচার বিদ্যমান। উহার অতীব সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ।

জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শ্রুত হইয়াছে, (আপঃ শ্রৌতঃ ১২।৪।৮) "দশাপবিত্রেণ গ্রহং সম্মার্ষ্টি"—দশাপবিত্র অর্থাৎ বস্ত্র বা কম্বলের (প্রভাবলী পৃঃ ২৩২) দ্বারা গ্রহরূপ যজ্ঞিয় পাত্রবিশেষ সম্মার্জন করিবে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, ঐন্দ্রবায়ব ইত্যাদি দশসংখ্যক গ্রহের মধ্যে কি একটি গ্রহই সম্মার্জনীয় ? অথবা, সকল গ্রহই সম্মার্জনীয় ?

পূর্বপক্ষীর উত্তর এই, একটি গ্রহই সম্মার্জনীয়, যেহেতু "গ্রহং" পদে একত্ব সংখ্যাই শ্রুতির অভিপ্রেত, অন্যথা উহার কথন ব্যর্থই। যেমন "পশুমালভেত", "পশুনা যজেত" ইত্যাদি বিধিবাক্যে পশুগত একত্ব ও পুংস্ত্ব উভয়ই বিবক্ষিত বলিয়া একটি পুরুষ-পশুর দ্বারা যাগই শ্রৌত সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্তীর সমাধান এই, সমস্ত গ্রহই সম্মার্জনীয়, কারণ গ্রহগত একত্ব বিবক্ষিত নহে। তাৎপর্য্য এই, "গ্রহ" পদের গ্রহত্ব জাতিই শক্যার্থ, ইহা আকৃত্যধিকরণে (মীঃ সূঃ ১।৩।৩০-৩৫ "আকৃতিশক্ত্যধিকরণম্") প্রতিপাদিত হওয়ায় "গ্রহ" পদে প্রথমে বাচ্যার্থ গ্রহত্ব বুদ্ধিস্থ হইবে। কিন্তু অমূর্ত্ত গ্রহত্বজাতির সম্মার্জন সম্ভব না হওয়ায় "গ্রহ" পদ লক্ষণার দ্বারা গ্রহত্বজাতির আশ্রয় ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবে এবং গ্রহত্ব অবিশেষে দশটি গ্রহেই থাকায় সকল গ্রহই সম্মার্জনীয়। একটি গ্রহ সম্মার্জনীয় বলিলে কোন্‌টি সম্মার্জনীয়, বিনিগমনাভাবে ইহার বিনিশ্চয়ের কোন উপায় নাই। গ্রহগতএকত্ব শ্রুত হইলেও এবং একবচন একত্বের বাচক হইলেও উহা দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতির প্রতিষেধক নহে। গ্রহকে উদ্দেশ্য করিয়া সম্মার্জনই বিহিত হওয়ায় বিধেয় সম্মার্জনের সহিত একত্বের সম্বন্ধ বিহিত হয় নাই। যেমন, কোন বালককেও যদি বলা হয় "কুকুর বা বিড়াল হইতে এই অন্নকে রক্ষা করিবে" তবে সেই বালকও বুঝে যে "কুকুর" বা "বিড়াল" শব্দ উচ্চরিত হইলেও উহারা নিমিত্তরূপে বিধীয়মান নহে, ভক্ষণই নিমিত্তরূপে বিহিত এবং এইজন্যই কাক আসিলে তাহাকেও নিবারণ করিয়া থাকে (তন্ত্রবার্তিক ৩।১।১৪ পৃঃ ৮২ = পৃঃ ৬০৯) " 'কাকেভ্যো রক্ষ্যতামন্নমি'তি বালোঽপি চোদিতঃ। উপঘাতপ্রধানত্বান্ন শ্বাদিভ্যো ন রক্ষতি ॥" (এইস্থলে শাবরভাষ্যের ও তন্ত্রবার্তিকের দৃষ্টান্তে যে শুধু বৈলক্ষণ্য আছে তাহা নহে, তন্ত্রবার্তিকে শাবরভাষ্যের দৃষ্টান্তকে যথোচিত মনে করা হয় নাই। তথায় অন্যদৃষ্টান্ত বিদ্যমান।) যদি গ্রহের ন্যায় একত্ব সংখ্যার সহিতও সম্মার্জনরূপবিধেয়ের অন্বয় স্বীকৃত হয়, তবে বাক্যভেদ অবশ্যম্ভাবী—"গ্রহং সংমৃজ্যাৎ" ও "যশ্চ সংমৃজ্যাৎ স একঃ।" একত্ববিশিষ্ট গ্রহের সম্মার্জন বিবক্ষিত হইলে বাক্যভেদদোষ হয় না, এইরূপ বলিলে প্রকারান্তরে দশটি গ্রহেরই সম্মার্জন আসিয়া পড়ে ; কারণ ঐরূপ বলিলে বাক্যার্থ হইবে—যাহা গ্রহজাতীয় ও একত্বসংখ্যাবিশিষ্ট দ্রব্য, তাহা সম্মার্জনীয়। সমস্ত গ্রহের মধ্যে প্রতিটি গ্রহই গ্রহত্ব ও একত্ববিশিষ্ট হওয়ায় এবং সম্মার্জন উহাতে গুণীভূত বলিয়া প্রতিটি গ্রহের সম্মার্জনপ্রাপ্তি অনিবার্য্য (শাস্ত্রদীপিকা "গ্রহৈকত্বাধিকরণম্" পৃঃ ২৩১)। পশুযাগস্থলে যে পশুর পুংস্ত্ব ও একত্ব বিবক্ষিত তাহার কারণ এই যে পশুযাগ বিধেয়, উদ্দেশ্য নহে। তাৎপর্য্য এই, "যজেত" পদশ্রবণে

ব্রহ্মসূত্রের বেধাদ্যধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২৫ অধিঃ ১৪শ) আচার্য্যকৃতভাষ্যে পূর্বপক্ষস্থাপনের সর্বশেষে (ঐ পৃঃ ৭৯০) "বাজপেয় ইব বৃহস্পতিসবস্য" পংক্তির উপর টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য। উক্ত স্থলে ভামতীর (ঐ পৃঃ ৭৮৮) "যথা 'ব্রহ্মবর্চসকামো বৃহস্পতিসবেন যজেত' " ইত্যাদি সন্দর্ভের উপর কল্পতরুতে, বিশেষতঃ পরিমলে, এই বিষয়ে অতি বিস্তৃত বিচার বিদ্যমান।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা-উপক্রমণিকায় অধিকারবিধিবিচার নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

যাগ করণরূপে ভাবনাতে অন্বিত হইলে "যাগেন ভাবয়েৎ" এইরূপ অর্থপ্রাপ্তির পর তৃতীয়ান্ত "পশুনা" পদের সহিত সামানাধিকরণ্যবশতঃ "যাগেন" পদের অন্বয় হইবে—পশুর দ্বারা যাগ করিবে। যে-স্থলে "পশুম্" রূপে দ্বিতীয়া শ্রুত, সেইস্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির করণত্বে যে লক্ষণা করিতে হইবে তাহা পূর্বেই বিচারিত হইয়াছে। পশুযাগবিধি শ্রবণের অনন্তর পশুবিষয়ে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইবে—পশু কি পুরুষ অথবা স্ত্রী হইবে ; একটি হইবে অথবা একাধিক হইবে ? যেহেতু পশু পরার্থ অর্থাৎ যাগের উপকারক, সেইহেতু পশুগত লিঙ্গ ও সংখ্যা অবশ্য জ্ঞাতব্য, নচেৎ বিশেষজ্ঞানের অভাবে সামান্যমাত্রজ্ঞানদ্বারা ক্রিয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং পুংস্ত্ব ও একত্ববিশিষ্ট পশুদ্বারা যাগই বিধেয় হওয়ায় উহা বিশিষ্ট বিধি। এইরূপ স্থলে বিশেষণ (পুংস্ত্ব ও একত্ব) অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য হওয়ায় যে বাক্যভেদ হয় না তাহাও পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। "গ্রহং সম্মার্ষ্টি" স্থলে গ্রহ উদ্দেশ্য হওয়ায় সম্মার্জনের উপকারক নহে বলিয়া গ্রহগত সংখ্যা না জানিলেও সম্মার্জনের হানি হয় না। গ্রহ বিধেয় নহে বলিয়া বিশিষ্টবিধির প্রসঙ্গও নাই। আবার, সংখ্যা প্রাতিপাদিকার্থ বা প্রকৃত্যর্থ হইলে প্রকৃতির অর্থের সহিত সংখ্যাও উপস্থিত হইত ; কিন্তু সংখ্যা প্রকৃত্যর্থ নহে, প্রত্যয়ার্থ হওয়ায় বিবক্ষিত নহে। এই গ্রহৈকত্বন্যায় অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে স্বর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া যাগ বিহিত হওয়ায় স্বর্গেচ্ছাই অধিকারিতাবচ্ছেদক। ফলে উদ্দেশ্য গ্রহগত একত্বের ন্যায় "স্বর্গকামঃ" পদে পুংলিঙ্গ শ্রুত হইলেও উহা বিবক্ষিত নহে ; বিবক্ষিত বলিলে বাক্যভেদ অবশ্যম্ভাবী। "স্বর্গকামঃ" পদে পুংলিঙ্গ প্রয়োগদ্বারা স্ত্রীজাতি ব্যাবৃত্ত হইয়াছে বলিলে দোষত্রয়যুক্ত পরিসংখ্যাবিধি স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ পুংস্ত্ব অধিকারীর বিশেষণও নহে, কর্তৃবিশেষণও নহে, কারণ "স্বর্গকামঃ" পদ ফলপরমাত্র বলিয়া পুংস্ত্বের প্রসক্তিই নাই (প্রভাবলীসহ ভাট্টদীপিকা ৬।১।৩য় অধিকরণ পৃঃ ৬১০)।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধিকারবিধিবিচার নামক সপ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট সমাপ্ত

অষ্টম অধ্যায়

অর্থবাদ প্রামাণ্যবিচার

অর্থবাদের অপ্রামাণ্য—পূর্বপক্ষ

অর্থবাদের আলোচনা ব্যতিরেকে বিধি বিষয়ক আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া সর্বশেষে অর্থবাদ আলোচিত হইতেছে।

মীমাংসাদর্শনে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম তিনটি অধিকরণে অর্থবাদ লইয়া অতি বিস্তৃত বিচার আছে। তন্মধ্যে অষ্টাদশ সূত্রদ্বারা গঠিত অর্থবাদাধিকরণ নামক প্রথম অধিকরণে অর্থবাদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থবাদাধিকরণের প্রথম ছয় সূত্রে অর্থবাদের প্রামাণ্যখণ্ডনে পূর্বপক্ষী যে-সমস্ত যুক্তি প্রদান করিয়াছেন তৎপরবর্ত্তী দ্বাদশসংখ্যকসূত্রে তাহাদের খণ্ডনপূর্বক অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। এই অধিকরণের অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ।

মহর্ষি জৈমিনি "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ" সূত্রে (১।১।২) চোদনা অর্থাৎ বৈদিক বিধিবাক্য যে ধর্মবিষয়ে প্রমাণ, তাহা স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সূত্রে প্রবর্ত্তনাবিধায়কবিধিবাক্য ও নিবর্ত্তনাবিধায়ক নিষেধবাক্য উভয়ই "চোদনা" পদের অর্থ হওয়ায় মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে বিধি ও নিষেধ উভয়ই আলোচিত হইয়াছে। অর্থবাদ বিধিশেষ বা বিধি ও নিষেধের অঙ্গ বলিয়া পরবর্ত্তী পাদে প্রধানতঃ অর্থবাদই বিচারিত হইয়াছে। ধর্ম-লক্ষণসূত্রে "লক্ষণ" পদের লক্ষণ ও প্রমাণ উভয় অর্থই গ্রহণীয়, কারণ লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারাই বস্তুসিদ্ধি হয় বলিয়া ধর্মের সিদ্ধির জন্যও লক্ষণ ও প্রমাণ উভয়ই আবশ্যক। চোদনাই ধর্মে প্রমাণ, ধর্মবিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ নাই এবং চোদনা প্রমাণই, অপ্রমাণ নহে,—এইরূপ অর্থদ্বয়ও চোদনাসূত্রে সূচিত হইয়াছে। সৌত্র "অর্থ" পদের দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে কেবল-প্রীতির সাধন কর্মই ধর্ম, সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় অনর্থ বা অনিষ্টের সাধনীভূত কর্ম অধর্ম। সুতরাং বেদবিহিত ইষ্টসাধন অলৌকিক যাগাদি কর্মই "ধর্ম" পদের সূত্রসম্মত অর্থ। পুরুষ যাহা করিতে পারে, অথবা নাও করিতে পারে, অথবা অন্য প্রকারেও করিতে পারে অর্থাৎ যাহা পুরুষতন্ত্র বা পুরুষের প্রযত্নসাধ্য তাহাই বিধি ও নিষেধের বিষয় হইয়া থাকে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।৪ ২য় বর্ণক, পৃঃ ১২৯)। ফলে যাগাদিক্রিয়াই বিধেয় এবং কলঞ্জভক্ষণাদিই নিষেধ্য হওয়ায় বৈদিক ক্রিয়াসমূহই পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী। বেদ যে ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের অলৌকিক উপায়ের জ্ঞাপক, তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে (শ্লোঃ বাঃ ঔৎপত্তিকসূত্র, শব্দ পরিচ্ছেদ, শ্লোঃ ৪ পৃঃ ৪০৬), "প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা। পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে ॥" শ্লোকের "নিত্যেন" পদের অর্থ নিত্যকর্মণা ও "কৃতকেন" পদের অর্থ কাম্যকর্মণা। এক্ষণে পূর্বপক্ষীর আপত্তি এই যে নিত্যাদি ক্রিয়াপ্রতিপাদক বিধিবাক্যসমূহই যখন ধর্মবিষয়ে প্রমাণ তখন বিধিবাক্যভিন্ন অন্যান্য বাক্য অনর্থক বলিয়া অনিত্য অর্থাৎ পৌরুষেয় বাক্যের ন্যায় অপ্রমাণই (মীঃ সূঃ ১।২।১), "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং, তস্মাদনিত্যমুচ্যতে।"[১] "আম্নায়" পদের অর্থ বেদ—আ সম্যক্ ম্নায়তে অভ্যস্যতে, ন তু কেনচিৎ ক্রিয়তে ইতি আম্নায়ঃ বেদঃ। সমগ্র বেদই ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ ক্রিয়াতেই সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য। সুতরাং যে-সমস্ত বেদবাক্য, যেমন অর্থবাদ, নামধেয় ইত্যাদি ক্রিয়াপর নহে, তাহারা অনর্থক অর্থাৎ অপ্রমাণ ; ফলে তাহারা পৌরুষেয় বাক্যের ন্যায় ধর্মবিষয়ে প্রমাণ নহে।

১ ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়াধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকের ভাষ্যে পূর্বপক্ষ স্থাপন করিতে আচার্য্যপাদ মীমাংসাসূত্র ও শাবরভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া অনবদ্যভাবে শ্রুতির ক্রিয়ার্থত্ব উপস্থাপন করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।৪ ২য় বর্ণক পৃঃ ১১১), "তথাহি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদঃ আহুঃ, 'দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্মাববোধনম্' (শাবরভাষ্য ১।১।১ পৃঃ ২ = পৃঃ ৬) ইতি, 'চোদনা ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনম্' (শাবরভাষ্য ১।১।২ পৃঃ ৪ = পৃঃ ১২), 'তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ' (মীঃ সূঃ ১।১।৫ সূত্রাংশমাত্র), 'তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ' (মীঃ সূঃ ১।১।২৫), 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্' (মীঃ সূঃ ১।২।১) ইতি চ। অতঃ পুরুষং ক্বচিৎ বিষয়বিশেষে প্রবর্ত্তয়ৎ, কুতশ্চিৎ বিষয়বিশেষাৎ নিবর্ত্তয়ৎ চার্থবৎ শাস্ত্রম।"

পূর্বপক্ষীর গূঢ় তাৎপর্য্য এই, বেদের অন্তর্গত বিধিবাক্যভিন্ন অক্রিয়াপরবাক্যসমূহ যদি অপ্রমাণ হয়, তবে অপ্রমাণতা-পিশাচী[২] বেদের অংশবিশেষের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদনস্থলে সমগ্র বেদের প্রামাণ্যকেই গ্রাস করিবে। সুতরাং চোদনাও ধর্মে লক্ষণ ও প্রমাণ হইতে পারিবে না—"ন হি কুক্কুট্যা একদেশঃ পচ্যতে, একদেশঃ প্রসবায় কল্প্যতে" অর্থাৎ কুক্কুটীর একাংশ পাক (রান্না) হইতেছে এবং অপর অংশ প্রসবসমর্থ, ইহা সম্ভব নহে।

শুধু তাহাই নহে, শ্রুতির মধ্যে এমন সমস্ত বাক্য আছে যাহাদের দ্বারা শ্রুতি কোনরূপ উপদেশ প্রদান করিতে পারেন না। যেমন, "সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্" (শতপথ ব্রাঃ ৯।১।১।৬ ; তৈত্তিঃ সং ১।৫।১), "প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ" (তৈত্তিঃ সং ২।১।১) ইত্যাদি। এই সমস্ত বাক্য ক্রিয়াপ্রতিপাদকও নহে, কোন ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধও নহে, যেহেতু এই সমস্ত বাক্যে ভূতার্থ বা সিদ্ধ অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে, সাধ্য অর্থ নহে—"রুদিতবান্ রুদ্রঃ", "বাপমুচ্চিখেদ প্রজাপতিঃ" ইত্যাদি। অধ্যাহারাদির[৩] দ্বারা যে এই সমস্ত বাক্যকে ক্রিয়াপররূপে ব্যাখ্যা করা যাইবে, তাহাও সম্ভব নহে—"রুদ্রঃ কিল রুরোদ, অতোঽন্যেনাপি রোদিতব্যম্"[৪] অর্থাৎ রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, অতএব অন্যেরও রোদন করা উচিত, "উচ্চিখেদাত্মনো বপাং প্রজাপতিঃ, অতোঽন্যোঽপ্যুৎখিদেদাত্মনো বপাম্" অর্থাৎ প্রজাপতি স্বীয় বপা উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, অতএব অন্যরাও স্বীয় বপা উৎপাটিত করিবে।[৫] অনুরূপভাবে কোন কোন শ্রুতিবাক্যে শাস্ত্রবিরোধ বর্ত্তমান। যেমন, (মৈত্রাঃ সং ৪।৫।২) "স্তেনং মনঃ" অর্থাৎ মন চোর, "অনৃতবাদিনী বাক্" অর্থাৎ বাক্ মিথ্যাবাদী। এই সমস্ত বাক্যে শ্রূয়মাণ মানস চৌর্য্য ও বাচিক অনৃতবদন প্রতিষেধশাস্ত্রের দ্বারা বিরুদ্ধ। নিষেধশাস্ত্রে চৌর্য্য ও মিথ্যাভাষণ নিষিদ্ধ হওয়ায় "মন চোর, অতএব অন্যরাও চুরি করিবে", "বাক্ মিথ্যাবাদী, সুতরাং অন্যেও মিথ্যা কথা বলিবে", শ্রুতি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ঐ সমস্ত বাক্য নিষেধ-শাস্ত্রবিরোধে অপ্রমাণ। আবার, কোন শ্রুতি-বাক্যে

২ তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৩।৩ শ্লোঃ ৪৩ পৃঃ ৮৫ = পৃঃ ২৮৪, "প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ ক্বচন মর্কটাঃ। নাভিদ্রবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগোচরে॥" বানর ও পিশাচের স্বভাবই এইরূপ যে তাহারা যদি অল্পস্থানও প্রাপ্ত হয় তবে তাহারা সমগ্রভাবেই উপদ্রব করিবে। অতএব উহাদের অল্পস্থানও অধিকার করিতে প্রতিষেধ করা প্রয়োজন। সুতরাং যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য-রীতিতে বেদের একাংশের (উপনিষদংশের) গ্রহণ ও অপর অংশের (কর্মকাণ্ডাংশের) বর্জন করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বেদবাহ্য।

৩ অশ্রুতপদের অনুসন্ধানই অধ্যাহার। যেমন "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম ব্রহ্মসূত্রের পর "কর্ত্তব্যা" পদ অধ্যাহার বা গ্রহণ না করিলে অধিকারী পুরুষের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-বিচারে প্রবৃত্তি হয় না। শব্দাধ্যাহার ও অর্থাধ্যাহারভেদে অধ্যাহার দ্বিবিধ। আকাঙ্ক্ষিত অর্থের বোধক পদের অনুসন্ধানই শব্দাধ্যাহার। আকাঙ্ক্ষিত অর্থের অনুসন্ধানই অর্থাধ্যাহার। ন্যায়-সম্প্রদায় অর্থাধ্যাহার স্বীকার না করিলেও মীমাংসকগণ উভয় অধ্যাহারই স্বীকার করিয়া থাকেন।

৪ পরিপূর্ণ শ্রুতি এইরূপ, (তৈত্তিঃ সং ১।৫।১) "সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ তৎ রুদ্রস্য রুদ্রত্বং যদশ্রবশীয়ত তদ্রজতং হিরণ্যমভবত্তস্মাদ্রজতং হিরণ্যমদক্ষিণ্যমশ্রুজং হি যো বর্হিষি দদাতি পুরাস্য সংবৎসরাদ্ গৃহে রুদন্তি, তস্মাদ্ বর্হিষি ন দেয়ম্।" এই বিষয়ে কাহিনী এইরূপ।

পূর্বে দেবাসুরযুদ্ধে অপহৃত মণিমুক্তাদি সম্পত্তি রক্ষণের জন্য দেবগণ অগ্নিমধ্যে সেই সমস্ত ধনসম্পত্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লোভবশতঃ অগ্নি সেই সমস্ত রত্নাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। পরে অসুরগণকে পরাজিত করিয়া দেবগণ অগ্নিকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিলে অগ্নি শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিয়াছিলেন। শ্রুতি প্রসঙ্গতঃ "রুদ্র" শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন সেইহেতু অগ্নিরূপ রুদ্রের রুদ্রত্ব। ভূমিতে পতিত অগ্নির অশ্রুবিন্দুই রজতরূপহিরণ্য। এই শ্রুতিতে "হিরণ্য" শব্দের অর্থ সুবর্ণ নহে, উহা ধনসামান্যবাচী, অতএব "রজতং হিরণ্যম্" এই প্রকার সামানাধিকরণ্য প্রয়োগ দোষযুক্ত নহে। অশ্রুজ বলিয়া রজত বর্হিষ্ যজ্ঞের দক্ষিণারূপে অযোগ্য। তৎ সত্ত্বেও যদি কেহ বর্হিষ্ যজ্ঞে রজতদান করেন, তবে তাঁহার গৃহে সংবৎসরের মধ্যে রোদনের নিমিত্ত উপস্থিত হয়।

৫ যজ্ঞের জন্য যে পশু বধ করা হয়, সেই পশুর অন্ত্রের আবরক ঝিল্লীকে "বপা" বলে, "নাভেস্সমীপদেশে তু শরীরান্তরবর্ত্তিনী। হস্তমাত্রা পটীরূপা বপাং তাং পরিচক্ষতে॥" প্রজাপতি স্বীয় বপা উৎপাটিত করিয়া যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন, ইহাই শ্রুতির স্বারসিক অর্থ। তন্ত্রবার্ত্তিকাদিসহ শাবরভাষ্য (মীঃ সূঃ ১।২।১ পৃঃ ১-=পৃঃ ৭-) দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টবিরোধ বর্তমান। যেমন, (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২।১।২।১০) "তস্মাদ্ ধূম এব অগ্নের্দিবা দদৃশে নার্চিঃ, তস্মাদর্চিরেবাগ্নের্নক্তং দদৃশে ন ধূমঃ" অর্থাৎ, অতএব দিবাকালে অগ্নির ধূমই দেখিয়াছিল, কিন্তু অগ্নিশিখা দেখে নাই ; সুতরাং রাত্রিকালে অগ্নিশিখাই দেখিয়াছিল, কিন্তু ধূম দেখে নাই—এইরূপ বাক্য প্রত্যক্ষবিরোধে অপ্রমাণ। পুনরায় কোন শ্রুতিবাক্যে বা শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ বিদ্যমান। যেমন, (তৈত্তিঃ সং ৬।১।১) "কো হি তদ্ বেদ যদ্যমুষ্মিন্ লোকেঽস্তি বা ন বা" অর্থাৎ পরলোকে কিছু আছে অথবা কিছুই নাই, ইহা কে বা জানে ?—এইরূপ বেদবাক্য শাস্ত্রদৃষ্টবিরুদ্ধ, কারণ "স্বর্গকামো যজেত" (তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ ১৬।১৫।৫) ইত্যাদি বিধিশাস্ত্রে পারলৌকিক ফল দৃষ্ট হয়। অতএব শাস্ত্রবিরোধ, দৃষ্টবিরোধ ও শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ, এইরূপ ত্রিবিধ বিরোধবশতঃ উক্ত অক্রিয়াপরবাক্যসমূহ অপ্রমাণ। ইহা (মীঃ সূঃ ১।২।২) "শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ" এই মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যাদিতে বিচারিত হইয়াছে।

কেহ বলিতে পারেন, "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিষ্প্রয়োজন বলিয়া এবং "স্তেনং মনঃ" ইত্যাদি বাক্য বিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রমাণ হইলেও উভয়বিলক্ষণ ফলপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহ প্রমাণ হউক্। সুতরাং সমগ্র বেদ ক্রিয়াপর নহে।

এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে প্রমাণান্তরবিরুদ্ধফল বা অবিদ্যমান ফলের উল্লেখ করিয়া ঐরূপ বাক্যসমূহও অপ্রমাণ। যেমন, গর্গত্রিরাত্র যাগ প্রস্তাবিত করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন (তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ ২০।১৬।৬), "শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদ" অর্থাৎ যে-পুরুষ এইরূপ কর্মকে জানেন তাঁহার মুখ শোভা পাইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মবেত্তার ঐরূপ ফল হয় না। "তথা ফলাভাবাৎ" এই মীমাংসাসূত্রের (১।২।৩) ভাষ্যাদিতে ইহার বিচার আছে।

আপত্তি হইবে, ঐহিকফলবাক্যসমূহ বিসংবাদবশতঃ অপ্রমাণ হইলেও পারলৌকিকফল-বাক্যসমূহ প্রমাণ হউক্।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে পারলৌকিকফলনির্দ্দেশক বাক্যসমূহ বিধির ঘাতক হওয়ায় অপ্রমাণ। যেমন, (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ৩।৮।১০।৫) "পূর্ণাহুত্যা সর্বান্ কামানবাপ্নোতি" বাক্যের অর্থ এই যে অগ্ন্যাধেয়কর্মগত পূর্ণাহুতির দ্বারা (ত্রৈবর্ণিকের) সকল কামনা প্রাপ্তি হয়। তাহা হইলে অগ্ন্যাধানকালে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া সর্ব কামনা সিদ্ধ হইলে অগ্ন্যাধানের পরবর্ত্তীকালীন অগ্নিহোত্রাদিকর্মবিধায়কবাক্যসমূহ অপ্রমাণ হইয়া যাইবে, যেহেতু অগ্ন্যাধান না করিয়া কেহ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম করিতে পারেন না, সেইহেতু অল্পায়াসসাধ্য অগ্ন্যাধান করিলেই যদি সর্বকামসিদ্ধি হয় তবে যাবজ্জীবনবিহিত অগ্নিহোত্রাদিরূপ বহু আয়াসসাধ্যকর্মে কোন বুদ্ধিমান পুরুষ প্রবৃত্ত হইবে না—"অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ। ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ ॥" (মীঃ সূঃ ১।২।৪ পৃঃ ৪৬ = পৃঃ ৮ = পৃঃ ৩২, শাবরভাষ্যোদ্ধৃত শ্লোক।) "অর্ক" পদের অর্থ আকন্দ বৃক্ষ হইলেও এই বাক্যে "অর্ক" পদ সামীপ্য বুঝাইতেছে (ন্যায়-নির্ণয় ৩।৪।৩ পৃঃ ৭৮৩), "সমীপবচনোঽর্কশব্দঃ।" "অক্কে" বা "অক্কে" পাঠে উহার অর্থ গৃহকোণ। সুতরাং শ্লোকের অর্থ এইরূপ, যদি নিকটেই মধু পাওয়া যায় তবে কি জন্য দূরবর্ত্তী পর্বতাদিতে মধুলাভের নিমিত্ত কেহ গমন করিবে, অর্থাৎ কেহ গমন করিবে না। যদি অল্পায়াসে ইষ্টপদার্থের প্রাপ্তি হয়, তবে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অধিক আয়াসসাধ্য কর্ম করিতে যত্ন করিবে, অর্থাৎ করিবে না। সুতরাং "পূর্ণাহুত্যা" বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে অগ্নিহোত্রাদিবিধায়কবাক্যে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য প্রসক্তি হইবে। ইহাই বিধ্যন্তরবিঘাত। "অন্যানর্থক্যাৎ", এই মীমাংসাসূত্রের (মীঃ সূঃ ১।২।৪) ভাষ্যাদিতে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আপত্তি হইবে, ফলবাক্যসমূহের প্রামাণ্য না থাকে নাই থাকুক্, কিন্তু নিষেধবাক্যসমূহে বিরোধের অনুপলব্ধিবশতঃ উহাদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হউক্, এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে পূর্বপক্ষী নিষেধাত্মক বাক্যেরও অপ্রামাণ্য প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে "ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যো নান্তরিক্ষে ন দিবি" (তৈত্তিঃ সং ৫।২।৭।১) এই নিষেধ-বাক্যে অন্তরিক্ষে বা দ্যুলোকে অগ্নিচয়ন[৬] প্রতিষেধ্য (প্রতিষেধভাগী) হইতে

---

৬ ইষ্টকার দ্বারা নির্মিত আহবনীয় অগ্নির আশ্রয়ীভূত স্থণ্ডিল-বিশেষকে চয়ন বলে। আহবনীয় অগ্নির আশ্রয় বলিয়া এইরূপ চয়নকে অগ্নিচয়ন, চিতিঃ বা অগ্নি বলে (শতপথ ব্রাঃ ১০।১।১।১ সায়ণভাষ্য) "ইষ্টকাভিঃ অগ্নিং চিনোতি।"

পারে না, কারণ অন্তরিক্ষে (ভূর্লোক ও স্বর্গলোকের মধ্যবর্ত্তী আকাশে) বা দ্যুলোকে (স্বর্গে) অগ্নিচয়ন সম্ভবই না হওয়ায় ঐ দুই স্থলে অগ্নিচয়ন অপ্রসক্ত। নিষেধ-প্রতীতির প্রতি প্রতিযোগীর প্রতীতি কারণ ; এই প্রতিযোগীর প্রতীতিকেই প্রসক্তি ও নিষেধ্যকে প্রতীতির বিষয় বা প্রসক্ত বলে। অপ্রসক্তের প্রতিষেধ হয় না। একমাত্র কঠিন পৃথিবীতেই অগ্নিচয়ন সম্ভব এবং প্রসক্ত ; কিন্তু উক্ত অর্থবাদবাক্যে তাহাও নিষিদ্ধ হওয়ায় অগ্নিচয়নই অসম্ভব বলিয়া ক্রিয়ালোপই হইবে। "অভাগি-প্রতিষেধাচ্চ" এই মীমাংসাসূত্রের (১।২।৫) উপর শাবরভাষ্যাদিতে এই বিষয়ে বিচার বিদ্যমান।

আপত্তি হইবে, নিষেধবাক্যসমূহের অপ্রামাণ্য হয় হউক্, কিন্তু যে-সমস্ত অর্থবাদবাক্যে পূর্ববৃত্তান্ত অভিহিত হইয়াছে সেই সমস্ত পূর্ববৃত্তান্তাভিধায়ী বাক্যে বিরোধের উপলব্ধি না হওয়ায় তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হউক্।

এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে জননমরণশীল পুরুষ ঐ সমস্ত বাক্যে শ্রুত হওয়ায় অনিত্যপদার্থের সম্বন্ধবশতঃ ঐ সমস্ত পুরুষের আবির্ভাবের পূর্বে ঐ সমস্ত পুরুষবিষয়ক বাক্য না থাকায় ঐরূপ বাক্যসমূহ কালিদাসাদিরচিত বাক্যের ন্যায় পৌরুষেয় হউক্। যেমন, "ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত" (তৈত্তিঃ সং ৬।১।১০।২) অর্থাৎ প্রবহণের পুত্র প্রাবাহণিববর কামনা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রাবাহণির জন্মের পূর্বে প্রাবাহণিবিষয়ক উক্ত বাক্য ছিল না যেমন কালিদাসের জন্মের পূর্বে কালিদাসরচিত বাক্য ছিল না। সুতরাং "ববরঃ" ইত্যাদি পূর্ববৃত্তান্তাভিধায়ী বাক্যসমূহ অপ্রমাণ। মীমাংসাদর্শনের "বেদস্যাপৌরুষেয়তাধিকরণে"র (মীঃ সূঃ ১।১।২৭-৩২) "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ" (মীঃ সূঃ ১।১।২৭) ও "অনিত্যদর্শনাচ্চ" (মীঃ সূঃ ১।১।২৮) এই দুই সূত্রে এইরূপ পূর্বপক্ষ পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইলেও পুনরায় স্থূণানিখনন-ন্যায়ে অর্থবাদাধিকরণের "অনিত্যসংযোগাৎ" সূত্রে (মীঃ সূঃ ১।২।৬) ঐরূপ পূর্বপক্ষই প্রসাধিত হইয়াছে। স্থূণা অর্থাৎ স্তম্ভকে যেমন বারংবার সঞ্চালন করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিলে উহা দৃঢ় হয়, সেইরূপ পূর্বে উপপাদিত অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য পুনরায় পরবর্ত্তী গ্রন্থের প্রবৃত্তি হইলে উহা স্থূণানিখনন-ন্যায়ে বুঝিতে হইবে (শাবরভাষ্য ৭।২।১ পৃঃ ২০ = পৃঃ ৩৯৪), "যদি স এব নির্ণয়ঃ কিমর্থঃ আক্ষেপঃ ? দাঢ্যার্থঃ, স্থূণানিখননবৎ।"

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে অক্রিয়াপর বেদবাক্যমাত্র অপ্রমাণ। অতএব শ্রুতিমধ্যে যদি কোন বাক্য প্রমাণ হয়, তবে বিধি বা নিষেধ প্রতিপাদক বাক্যসমূহই প্রমাণ ; অপর বাক্যত্রয়—অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়—অপ্রমাণই। "আম্নায়স্য" ইত্যাদি সূত্রে (মীঃ সূঃ ১।২।১) এইরূপ অর্থবাদবাক্যসমূহকে যে অনিত্য বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে যদিও অর্থবাদরূপ শ্রুতিবাক্যসমূহ অনাদি হওয়ায় স্বরূপতঃ অনিত্য নহে, তথাপি উহারা নিত্যপ্রাপ্ত ধর্ম ও অধর্মের বোধক না হওয়ায় অনিত্য কাব্যগ্রন্থের সমান বলিয়া অপ্রমাণ।[৭]

আপস্তম্ব তাঁহার শ্রৌতসূত্রে ব্রাহ্মণের দ্বিবিধ বিভাগ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন (আপঃ শ্রৌতঃ ৩৪-৩৫), "কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি, ব্রাহ্মণশেষোঽর্থবাদঃ।" সুতরাং ব্রাহ্মণশেষ অর্থবাদ যদি অপ্রমাণ হয়, তবে অর্ধজরতীয়ন্যায়ে[৮] ব্রাহ্মণের অপর অংশ বিধিবাক্যসমূহের প্রামাণ্য রক্ষা করা যাইবে না।

সাধারণতঃ বিস্তৃতপক্ষ বাজপক্ষীর ন্যায় অগ্নিচয়নের আকার হইয়া থাকে। অঙ্গ ও অনুষ্ঠানভেদে "
(কঠোপঃ ১।১।১৫-১৯), আরুণকেতাগ্নি" ইত্যাদি নাম বিদ্যমান।

৭ ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ২৬, "যদ্যপি অনাদিত্বাৎ স্বরূপেণ অনিত্যত্বং নাস্তি, তথাপি ধর্মাববোধনলক্ষণস্য নিত্যকার্য্যস্যাভাবাৎ অনিত্যৈঃ কাব্যালাপৈঃ সমানত্বাদপ্রমাণমিত্যর্থঃ।"

৮ যেমন কোন স্ত্রী-শরীরের অর্ধাংশ জরাগ্রস্ত বলিয়া ত্যাজ্য এবং অপরাংশ যৌবনগ্রস্ত বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না, সেইরূপ শ্রুতির একাংশ ত্যাজ্য ও অপর অংশ গ্রাহ্য হইতে পারে না (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।২।৮ পৃঃ ২৩৬), "যথাশাস্ত্রং তর্হি শাস্ত্রীয়োঽর্থঃ প্রতিপত্তব্যো ন তত্রার্ধজরতীয়ং লভ্যম্।" ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যরত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন (রত্নঃ ১।২।৮ পৃঃ ১৬৭), "অর্ধং মুখমাত্রং জরত্যা বৃদ্ধায়াঃ কাময়তে, নাঙ্গানীতি সোঽয়মর্ধজরতীয়ন্যায়ঃ।" রত্নপ্রভাকার মহাভাষ্যানুসারেই ঐরূপ বলিয়াছেন (মহাভাষ্য ৪।১।৭৮ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬), "ন চ ইদানীমর্দ্ধজরতীয়ং লভ্যম্।...তদ্ যথা অর্ধং জরত্যাঃ কাময়ন্তে, অর্ধং ন ইতি।" প্রদীপ ও খদ্যোত (পৃঃ ৩৪৬-৪৭) দ্রষ্টব্য। শাঙ্করভাষ্যোক্ত অর্ধজরতীয় ন্যায় ব্যাখ্যা করিতে ন্যায়নির্ণয়কার অর্ধকুক্কুটী-ন্যায়ের অবতারণা করায় বুঝা যায় যে

আবার, ব্রাহ্মণাংশ অপ্রমাণ হইলে মন্ত্রাংশরূপ বেদভাগও সুতরাং অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। ফলতঃ সমগ্র বেদেরই অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ সুনিশ্চিত। সুতরাং স্বতঃ প্রমাণ অপৌরুষেয় বেদের কোন অংশবিশেষের অপ্রামাণ্যে চার্বাকাদির মনোরথ সিদ্ধ হয় বলিয়া মহর্ষি জৈমিনি পরবর্তী দ্বাদশসূত্রে অর্থবাদের প্রামাণ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অর্থবাদের প্রামাণ্যবিষয়ে ভাট্ট সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ।

বিধিশেষরূপে অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থাপন—ভাট্ট-সিদ্ধান্ত

"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম জৈমিনীয় সূত্রে ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বেদবাক্যের বিচার বা মীমাংসা উপদিষ্ট হইয়াছে।[৯] এই সূত্রের শ্রুতিসঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এইরূপ নিত্য-অধ্যয়নবিধিবলেই সমগ্রবেদবাক্যবিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভণীয় (মনু সং ২।১৬৫) "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় উপনিষৎ সহিত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিবেন।[১০] "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিবাক্যে অধ্যয়নভাবনা বিহিত হইয়াছে। অধ্যয়নের দ্বারা কি ভাবনা করিবে? এইরূপ ভাবনার ভাব্যাকাঙ্ক্ষা (কি ভাবয়েৎ?) উপস্থিত হইলে প্রথমেই অক্ষরগ্রহণই বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়।[১১] গুরুর উচ্চারণের অনন্তর উপনীত শিষ্যের অনুরূপ উচ্চারণই অক্ষরগ্রহণ। কিন্তু অক্ষরগ্রহণ স্বতঃ অপুরুষার্থ হওয়ায় "অক্ষরগ্রহণ করিয়া কি হইবে?" এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইলে পদাবধারণ বা পদজ্ঞানই বুদ্ধিস্থ হয়। পদজ্ঞানও স্বয়ং অপুরুষার্থ হওয়ায় বাক্যার্থজ্ঞান এবং বাক্যার্থজ্ঞানও অপুরুষার্থ বলিয়া উহার দ্বারা সাধ্য কর্মানুষ্ঠানই বুদ্ধিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখাত্মক কর্মানুষ্ঠানও স্বতঃ পুরুষার্থ না হওয়ায় কর্মানুষ্ঠানের ভাব্য স্বর্গাদিফলরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইলে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া যায়।[১২] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অধ্যয়নবিধি-প্রাপ্ত সমগ্র বেদাধ্যয়ন অবশ্যই পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী। ফলে বেদাংশ বিধিবাক্যসমূহ যেমন পুরুষার্থসম্পাদক বলিয়া সার্থক, অনর্থক নহে, সেইরূপ বেদের অপর অংশত্রয়ও—অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়—অবশ্যই পুরুষার্থনিষ্পাদক হইয়া সার্থক, অনর্থক নহে; অন্যথা সমগ্র বেদবিষয়ক অধ্যয়নবিধি ব্যর্থই। সমগ্র বেদই যদি অধ্যেতব্য হয় তবে বেদমধ্যে সম্প্রদায়ক্রমে পঠিত অর্থবাদবাক্যসমূহও অবশ্যই অধ্যেতব্য এবং বিধির ন্যায়ই পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী।

প্রশ্ন হইবে, ভূতার্থপ্রতিপাদক অর্থবাদবাক্যসমূহ কিরূপে অক্রিয়াপর হইয়াও পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইবে?

এই দুই ন্যায়ের তাৎপর্য্য অভিন্ন (ন্যাঃ নিঃ ১।২।৮ পৃঃ ১৬৭), "ন হি কুক্কুট্যাদেরেকদেশো ভোগায় পচ্যতে, একদেশস্তু প্রসবায় কল্প্যতে বিরোধাৎ।" বর্ধমান উপাধ্যায় ভিন্ন তাৎপর্য্যে অর্ধজরতীয় ন্যায় ব্যাখ্যা করিলেও পূর্বোক্ত অর্থই প্রসিদ্ধ; যথা, শাস্ত্রের একাংশ পরিগ্রহণ ও অপরাংশ পরিবর্জন অসম্ভব।

৯ প্রথম মীমাংসাসূত্রগত "ধর্ম" পদ অধর্মের উপলক্ষণ। প্রভাবলী ১।২।১ম অধিঃ পৃঃ ৩। সৌত্র "জিজ্ঞাসা" পদে বিচারে লক্ষণা করা হয়। লক্ষণা না করিয়া যথাশ্রুতার্থও ভাট্টসম্প্রদায় স্বীকার করেন। প্রভাবলী ঐ পৃঃ ২।

১০ কলিযুগে মেধা বা গ্রন্থধারণশক্তি অতীব হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় (কুসুমাঞ্জলি ২।৩ পৃঃ ২৯২) বংশপরম্পরা অধীত স্বশাখীয় বেদাধ্যয়নই বিহিত। সমর্থপক্ষে অন্য শাখীয় বেদাধ্যয়ন কর্তব্য।

১১ বিবরণাচার্য্যমতে অক্ষরগ্রহণই বেদাধ্যয়নের ফল হইলেও ভাট্ট-সিদ্ধান্তে অধ্যয়নের অক্ষরগ্রহণফলকত্বনিরাসপূর্বক অর্থজ্ঞানার্থত্বপক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। বেদার্থজ্ঞানই অধ্যয়নের ফল, অন্যথা বেদাধ্যায়ী স্থাণু ও ভারবহনকারিমাত্র। এই সমস্ত কথা স্বাধ্যায়বিধি আলোচনাকালে বিচারিত হইবে।

১২ ভাট্টমতে বেদাধ্যয়ন বেদার্থজ্ঞানফলক বলিয়া "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধি দৃষ্টফলক, স্বর্গাদিরূপ অদৃষ্টের জনক নহে—দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনা ন ন্যায্যা। কিন্তু বেদমধ্যে স্বর্গাদি অদৃষ্টফলক বিধি রহিয়াছে। ঐ সমস্ত বিধিবোধিত অদৃষ্টফলক যাগাদির অনুষ্ঠান করিতে হইলে বেদার্থজ্ঞান প্রয়োজন; এই বেদার্থজ্ঞানের মধ্যে যেমন বিধিজ্ঞান রহিয়াছে, সেইরূপ অর্থবাদাদিবিষয়ক জ্ঞানও বর্তমান। সর্বপ্রকার বেদার্থজ্ঞানই পুরুষার্থসম্পাদন দ্বারা নিরাকাঙ্ক্ষী হয়, ইহাই বক্তব্য। এইজন্য কোন বেদার্থজ্ঞান যদি অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত না হয়, তবে ঐ জ্ঞানে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রমাত্ব আসিয়া পড়িবে। এই কারণে বৈদিকদর্শনে জ্ঞানার্জনের জন্যই জ্ঞান কখনই আদরণীয় না হওয়ায় জ্ঞানমাত্র স্বতঃ অপুরুষার্থ।

উত্তর এই, অর্থবাদবাক্যসমূহ যদি স্বার্থপ্রতিপাদক হইত অর্থাৎ উহারা যদি যথাশ্রুতার্থে গৃহীত হয়, তাহা হইলেই নিষ্প্রয়োজন হইত। কারণ কর্ত্তব্যবিধির অনুপ্রবেশ না থাকিলে কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্রকথনে হান বা উপাদান সম্ভব না হওয়ায় ভূতার্থপ্রতিপাদকবাক্যসমূহ নিরর্থক অর্থাৎ কোন প্রয়োজন সম্পন্ন করে না।[১৩] মনের চৌর্য্যত্ব, বাকের অনৃতভাষণ, রুদ্রের রোদন ইত্যাদি বিষয়কজ্ঞান পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী না হওয়ায় ব্যর্থই, কারণ প্রয়োজনবৎ অর্থজ্ঞানের উদ্দেশ্যেই স্বাধ্যায় বিহিত হইয়াছে। অগত্যা অর্থবাদবাক্যসমূহের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগপূর্বক প্রাশস্ত্য অর্থে লক্ষণা করিয়া অর্থবাদসমূহকে বিধির প্রশংসাপররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে শাবরভাষ্যোদ্ধৃত বিধি ও অর্থবাদের দৃষ্টান্ত বিচার করা যাইতেছে।

পূর্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে বিধি বা শব্দভাবনার ভাব্য পুরুষপ্রবৃত্তি। লৌকিক বিধিবাক্যস্থলে দেখা যায় যে পুরুষ কোন কর্ম করিতে আদিষ্ট হইলেও আলস্যাদিবশে সেই কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না ; তখন তাঁহার নিকট বিধিশক্তি কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। এই কারণে তাঁহাকে কর্মে উৎসাহ প্রদান করিতে বিষয়ের প্রশংসা করা হয়। যেমন ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহারে কোন ব্যক্তি ক্রেতাকে তাহার আনীত গো ক্রয় করিতে উৎসাহ দিয়া থাকে—"ইয়ং গৌঃ ক্রেতব্যা, যতঃ ইয়ং অনষ্টপ্রজা বহুক্ষীরা স্ত্র্যপত্যা" ইত্যাদি। অর্থাৎ এই গো ক্রয় কর, যেহেতু ইহার সন্তান কখনও নষ্ট হয় না, ইহা প্রচুর দুগ্ধও প্রদান করে এবং স্ত্রীসন্তানই প্রসব করিয়া থাকে। এইরূপে বিষয়ের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান হইলে লোকে উক্ত গো ক্রয় করিয়া থাকে। বৈদিক বিধিস্থলেও অনুরূপ কথা বুঝিতে হইবে।[১৪] শ্রুতি ঐশ্বর্য্যকাম পুরুষকে বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেতবর্ণ ছাগপশুর আলম্ভনবিধান করিতেছেন (তৈত্তিঃ সং ২।১।১।১), "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ।"[১৫]

বায়ুদেবতা যস্য পশোঃ সোঽয়ং বায়ব্যঃ পশুঃ। বায়ু শব্দের উত্তর "সা দেবতা অস্য" এই অর্থে পাণিনিসূত্রানুসারে (পাঃ সূঃ ৪।২।৩১) যৎ প্রত্যয় করা হইয়াছে। "শ্বেতম্" অর্থাৎ শ্বেতপশু বলিয়া কোন পশু নাই ; শ্বেতবর্ণ বায়ুদেবতার অতীব প্রিয় বলিয়া শ্বেতবর্ণ ছাগপশুই "শ্বেতম্" পদের অর্থ, যে কোনও পশু নহে (মীঃ সূঃ ১০।২।৬৯ অধিঃ ৩০শ "বায়ব্যং শ্বেতমালভেতেত্যনেন অজস্যৈবালম্ভনাধিকরণম্" অথবা, "বায়ব্যপশাবুপদিষ্টশ্বেতগুণেন প্রাকৃতাজদ্রব্যস্যাবাধাধিকরণম্")। "ভূতি" শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য। "আলভেত" শব্দের অর্থ বধ করিবে।[১৬] সুতরাং উক্ত বিধিবাক্যে দ্রব্য ও

১৩ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।৪ ২য় বর্ণক পৃঃ ১১৩, "কর্ত্তব্যবিধ্যননুপ্রবেশে বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী', 'রাজাসৌ গচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যবৎ বেদান্তবাক্যানামানর্থক্যমেব স্যাৎ।" এই কারণে ঔপনিষদবাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্য ভট্টপাদ বলিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।৭ পৃঃ ১২ = পৃঃ ৩৮), "যানি ত্বাধানাদিবাক্যানি তান্যপি ফলবৎ-ক্রত্বঙ্গাহবনীয়াদিসংস্কারপ্রতিপাদনাবসায়ীনি দূরস্থেনৈব ফলেন নিরাকাঙ্ক্ষী ক্রিয়ন্তে। এতেন ক্রত্বর্থকর্তৃপ্রতিপাদনদ্বারেণোপনিষদাং নৈরাকাঙ্ক্ষ্যং ব্যাখ্যাতম্।" ভট্টপাদের এইরূপ অতীব সংক্ষেপোক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য ন্যায়সুধা (১।২।৭ পৃঃ ৫৯-৬০) দ্রষ্টব্য। এই জাতীয় পূর্বপক্ষ বৃহদারণ্যক উপনিষদের আচার্য্যকৃত ভাষ্যে (বৃহঃ উপঃ ৩।৫ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮১৭ আঃ টীঃ সহ) খণ্ডিত হইয়াছে। প্রভাবলী ১।২।১ম অধিঃ পৃঃ ২৬ দ্রষ্টব্য। অদ্বৈতশাস্ত্রে উপনিষদ্বাক্যের বিধিশেষত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, উপরি উদ্ধৃত শাঙ্করভাষ্য মীমাংসাপক্ষোপস্থাপক ; "যদপ্যুক্তম্—কর্ত্তব্যবিধ্যননুপ্রবেশমন্তরেণ" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভে (ব্রঃ সূঃ ১।১।৪ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১৪৯) এইরূপ মীমাংসক পক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে। বিবরণ সম্প্রদায়মতে "অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে" ইত্যাদি ভাষ্যের (ঐ পৃঃ ১০৮) পূর্বপর্য্যন্ত প্রথম বর্ণক এবং পরবর্তীভাষ্যসন্দর্ভ দ্বিতীয় বর্ণক।

১৪ মীঃ সূঃ ১।২।২০ শাবরভাষ্য পৃঃ ৫৫ = পৃঃ ৩৭ = পৃঃ ১৪১, "ইয়ং গৌঃ ক্রেতব্যা দেবদত্তীয়া, এষা হি বহুক্ষীরা, স্ত্র্যপত্যা, অনষ্টপ্রজা চেতি। 'ক্রেতব্যা' ইত্যপ্যুক্তে গুণাভিধানাৎ প্রবর্ত্তন্তেতরাং ক্রেতারঃ। 'বহুক্ষীরা' ইতি চ গুণাভিধানমবগম্যতে। তদ্বদ্ বেদেঽপি ভবিষ্যতি।"

১৫ পূর্বপক্ষীর উদাহৃত অর্থবাদবাক্যসমূহ গ্রহণ না করিয়া ভাষ্যকার শবরস্বামী কেন "বায়ব্য"-শ্রুতি দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিলেন তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে তন্ত্রবার্ত্তিকে ভট্টপাদ বলিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।৭ পৃঃ ১০ = পৃঃ ৪৬-৭), "পূর্বোদাহৃতেষু সর্বত্র স্বার্থাসত্যত্বমপি আশঙ্ক্যতে। তত্র কঃ প্রথমমেব তৎপ্রতিপাদনক্লেশমঙ্গীকুর্য্যাদিতি প্রসিদ্ধস্বার্থসত্যত্বানাং স্তুতিদ্বারৈকবাক্যভাবেন ধর্মপ্রমাণশেষত্বমাত্রপ্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থং বায়ব্যবাক্যোপন্যাসঃ। তত্র ভাষ্যকারাঃ প্রসিদ্ধেনৈবৈকবাক্যত্বেন স্তুত্যর্থোপযোগং বদন্তি।"

১৬ "আলভেত" পদের সংস্পৃশেৎ বা উপস্পৃশেৎ এইরূপ অর্থও হইতে পারে। "উপস্পর্শন" শব্দের অর্থ যে উপাকরণ

দেবতা উভয়েরই উল্লেখ বিদ্যমান—ভূতিকামঃ বায়ব্যেন শ্বেতবর্ণছাগেন যজেত। কিন্তু এইরূপ বিধিবাক্য শ্রবণ করিলেও ঐশ্বর্য্যকাম পুরুষ আলস্যাদিবশে যাগে প্রবৃত্ত না হওয়ায় তাঁহার নিকট বিধিশক্তি স্তম্ভিত থাকে। বিশেষতঃ অদৃষ্টফলক বহুবিত্তশ্রমসাধ্য যাগাদিকর্মে কামী পুরুষেরও অনীহা স্বাভাবিক। সুতরাং এই বিধিশক্তির উত্তম্ভক বা উত্তেজক বাক্য যদি না থাকে তবে উক্তবিধি প্রয়োজনবদর্থপর্য্যবসায়ী না হওয়ায় ঐ বাক্যে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়িবে। এইজন্য শ্রুতি কুণ্ঠিত বিধিশক্তির উত্তেজকরূপে উক্ত যাগের প্রশংসা করিতেছেন (তৈত্তিঃ সং ২।১।১), "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি।" ক্ষেপিষ্ঠা অর্থাৎ অতিশয়েন ক্ষিপ্রা, শীঘ্রকার্য্যকারিণী, ইহাই অর্থ। "ভাগ" শব্দের উত্তর স্বার্থে ধেয়প্রত্যয় করা হইয়াছে (যেমন "নাম" শব্দে স্বার্থে ধেয়প্রত্যয় করিয়া নামধেয় পদ হয়)।[১৭] "স্বেন" পদের অর্থ বায়বীয়েন। "স্বেন" পদের "স্ব" শব্দ স্বকীয়বাচী এবং "স্ব" পদে বায়ুদেবতাই পরামৃষ্ট। সুতরাং "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" বাক্যের অর্থ বায়ুরূপ দেবতা শীঘ্রকার্য্যকারিণী।[১৮] সুতরাং যাগকর্ত্তা বায়বীয়েন অর্থাৎ বায়ুদেবতার অতি প্রিয় শ্বেতবর্ণছাগপশুসম্বন্ধিহবিঃ দ্রব্যের দ্বারা বায়ু দেবতার সেবা করিবে—"উপধাবতি"র অর্থ সমীপং গচ্ছতি অর্থাৎ সেবতে। "সঃ" অর্থাৎ বায়ুদেবতা, "এনং" অর্থাৎ এইরূপ যাগকর্ত্তাকে। "গময়তি" পদের অর্থ দদাতি। ফলিতার্থ এই, এইরূপে যাগ করিলে বায়ুদেবতা যাগকর্ত্তাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিবেন। সুতরাং এই বাক্যে শীঘ্রকার্য্যকারিত্বকথনছলে শ্রুতি "বায়ুর্বৈ" বাক্যের দ্বারা বায়ুদেবতার স্তুতি বা প্রশংসা করিতেছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, "বায়ব্যং" ইত্যাদি পূর্ববাক্যে বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেতপশুর আলম্ভন বিহিত এবং "বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি পরবর্ত্তীবাক্যে বায়ুদেবতার স্তুতি করা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ববর্ত্তী বিধায়কবাক্য ও পরবর্ত্তী স্তাবক বাক্যের মধ্যে অবশ্যই কোন সম্বন্ধ বর্ত্তমান, অন্যথা শ্রুতিমধ্যে অসম্বদ্ধাভিধানরূপদোষপ্রসক্তি অনিবার্য্য। কিন্তু নিত্য নির্দ্দোষ অপৌরুষেয় শ্রুতিমধ্যে লেশতঃও দোষ থাকিতে পারে না বলিয়া উভয় শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি অবশ্য বর্ণনীয়। উহা এইরূপ।

পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই শ্রুতিতে অবিশেষে সমগ্র বেদেরই স্বাধ্যায় বা অধ্যয়ন[১৯] বিহিত হইয়াছে। সুতরাং "বায়ব্যম্" ইত্যাদি শ্রুতি যেমন স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত, সেইরূপ "বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিও স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত। এক্ষণে ভাট্টসম্প্রদায় অধ্যয়নের অর্থাববোধরূপদৃষ্টফল স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বিধ পুরুষার্থের অন্যতম না হওয়ায় অর্থাববোধ অপুরুষার্থ। কিন্তু সমগ্র বেদই যখন পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী তখন বেদাধ্যয়নবিধি দ্বারা প্রাপ্ত বেদাধ্যয়নও অবশ্যই বেদার্থজ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ পর্য্যবসায়ী। অর্থজ্ঞান স্বয়ং অপুরুষার্থ হইলেও ধর্মরূপ পুরুষার্থের সাধনরূপে পুরুষার্থ-পর্য্যবসায়ী হইতে পারে। এই তাৎপর্য্যেই মহর্ষিজৈমিনি চোদনা-সূত্র রচনা করিয়াছেন—চোদনা অর্থাৎ বৈদিকবিধিবাক্যমাত্র ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ। সুতরাং "বায়ব্যম্" বিধিশ্রুতি অধ্যয়ন করিয়া বায়ুদেবতাক যাগ কর্ত্তব্য, এইরূপ অর্থ বুদ্ধিস্থ হইলে ঐশ্বর্য্যকাম পুরুষ ঐরূপ যাগ করিতে সমর্থ, কারণ যাগাদিরূপকর্মই ধর্ম। এক্ষণে প্রশ্ন এই, "বায়ব্যম্" ইত্যাদি বিধায়ক বাক্যসমূহ অর্থাববোধদ্বারা পুরুষার্থের সাধন হইলেও "বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি অবিধায়কবাক্যসমূহ কিরূপে অর্থাববোধদ্বারা পুরুষার্থের সাধন হইবে? কারণ "বায়ব্যম্" শ্রুতি যাগরূপ কৃতিসাধ্য পদার্থই প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু "বায়ুর্বৈ" শ্রুতি বায়ুদেবতানিষ্ঠ

তাহা মাধবীয় জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর হইতে জানা যায় (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৩।৬ অধিঃ ৭ পৃঃ ২১১ = পৃঃ ২১০), "উপস্পর্শনমুপাকরণম্।" এই উপস্পর্শন অবশ্য হস্তদ্বারা নহে, দুইটি কুশের ও প্লক্ষ শাখার (পর্কটীবৃক্ষ বা পাকুড় গাছের শাখার) দ্বারা "প্রজাপতের্জায়মানা" ইত্যাদি মন্ত্র (তৈত্তিঃ সং ৩।১।৪) পাঠপূর্বক করিতে হয়।

১৭ "ভাগ" শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও "কচিৎ স্বার্থিকাঃ প্রত্যয়াঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনান্যতিবর্ত্তন্তে" এই নিয়ম অনুসারে ধেয়প্রত্যয়ান্ত "ভাগধেয়" পদ ক্লীবলিঙ্গ।

১৮ "দেবতা" শব্দ পুরুষ ও স্ত্রী উভয় দেবতা বুঝাইতেই ব্যবহৃত হয়। শ্রুতি "ক্ষেপিষ্ঠা" বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গেই ব্যবহার করিয়াছেন। "ক্ষিপ্র" শব্দের উত্তর ইষ্ঠ প্রত্যয় করিলে "ক্ষেপিষ্ঠ" পদ নিষ্পন্ন হয়।

১৯ "স্বাধ্যায়" পদ কখন বেদরাশিকে, কখনও বা বেদাংশবিশেষকে, আবার কখনও বেদাধ্যয়নকে বুঝাইয়া থাকে।

শীঘ্রকার্য্যকারিত্বরূপগুণের উপদেশ দিয়া সিদ্ধ অর্থই প্রকাশ করিতেছে। যাহা সিদ্ধ তাহা কৃতিসাধ্য নহে বলিয়া ঐরূপ গুণবিষয়কজ্ঞান পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী না হওয়ায় অনর্থক।

এইরূপ আপত্তির সমাধানকল্পে মহর্ষি জৈমিনি সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন (মীঃ সূঃ ১।২।৭), "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।"[২০] মহর্ষির তাৎপর্য্য এই, বিধিবাক্য ও অর্থবাদবাক্য উভয়ের মধ্যে একবাক্যতা বা একার্থপ্রতিপাদকতা থাকায় উভয়ই ধর্ম প্রতিপাদনে উপযোগী ; তবে বিধিবাক্য কর্মবিধান করিয়া এবং অর্থবাদবাক্য কর্মস্তুতি করিয়া ধর্ম প্রতিপাদনে সহায়ক।

প্রশ্ন হইবে, একাধিক বাক্য যদি পরস্পরসাকাঙ্ক্ষ হয় তবেই তাহাদের একতাৎপর্য্যকত্বরূপ একবাক্যত্ব সম্ভব ; কিন্তু "বায়ব্যম্" বাক্য স্বীয় অর্থ স্থাপন করিতে যেমন "বায়ুর্বৈ" বাক্যকে অপেক্ষা করে না, সেইরূপ "বায়ুর্বৈ" বাক্যও স্বীয় অর্থস্থাপনে "বায়ব্যম্" বাক্যকে অপেক্ষা না করায় উহারা স্বতন্ত্র বা পরস্পরনিরাকাঙ্ক্ষ। সুতরাং কিরূপে উহাদের একবাক্যত্ব সম্ভব ?

উত্তর এই, উহারা নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায়ে পরস্পর পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকে। এই ন্যায় বিষয়ে বহু প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী এইরূপ। দুইজন ব্যক্তি দুইটি রথে একই গন্তব্যস্থানের দিকে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে কোন এক গ্রামে রাত্রিবাসকালে দৈবযোগে একজনের অশ্বসমূহ ও অপরজনের রথ অগ্নিদগ্ধ হইয়া যায়। কেবল রথ বা কেবল অশ্ব গমনের উপযোগী না হওয়ায় উভয়ের গতি স্তম্ভিত হইলে অবিনষ্ট অশ্ব অবিনষ্ট রথে যোজনা করিয়া উভয় ব্যক্তিই তাহাদের একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া যায়। সুতরাং অনষ্ট অশ্ব ও অনষ্ট রথ স্বতন্ত্রভাবে উপযোগী না হওয়ায় তাহারা যেমন পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশতঃ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফলপর্য্যবসায়ী হয়, সেইরূপ কেবল বিধিবাক্য বা কেবল অর্থবাদবাক্য স্বতন্ত্ররূপে পুরুষের প্রবর্ত্তক না হইলেও উভয়বাক্য অন্বিত হইয়া একটি প্রয়োজনই নিষ্পন্ন করে অর্থাৎ পুরুষের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে।[২১]

প্রশ্ন হইবে, দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক বাক্য কিরূপে উক্তন্যায়ে একবাক্যতা লাভ করিবে ?

উত্তর এই, "বায়ুর্বৈ" বাক্যের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রাশস্ত্য বা প্রশংসা অর্থে লক্ষণা করিলে বাক্যৈকবাক্যতা লাভ করা যাইবে।

আপত্তি হইবে, তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ ; কিন্তু "বায়ুর্বৈ" বাক্য স্বতন্ত্ররূপে বায়ুদেবতার গুণকীর্ত্তন করায় যথাশ্রুতার্থে কোনরূপ অনুপপত্তিই নাই। মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ গৌরবগ্রস্ত ; কারণ ন্যায়মতে শক্যসম্বন্ধই লক্ষণা, সুতরাং বুদ্ধিতে প্রথমে শক্যার্থ বা স্বার্থ উপস্থিত হইলে তাহার পর তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিপ্রতিসন্ধানদ্বারা লাক্ষণিকার্থ বা লক্ষ্যার্থ কল্পিত হয়। উক্ত অনুপপত্তি না থাকিলেও গৌণার্থ কল্পনা অন্যায্য। "গৌণে সদপি সামর্থ্যং ন প্রমাণান্তরাদ্বিনা। আবির্ভবতি মুখ্যে তু শব্দাদেবাবিরস্তি তৎ॥" তাৎপর্য্য এই, শব্দ গৌণার্থস্থাপনে সমর্থ হইলেও প্রমাণান্তরব্যতিরেকে অর্থাৎ বাধজ্ঞান ও সাদৃশ্যজ্ঞানাদি ব্যতিরেকে গৌণার্থস্থাপনে অক্ষম ; কিন্তু শব্দশ্রবণমাত্র শব্দের মুখ্যার্থ প্রতীতি হইয়া থাকে। ফলে মুখ্যার্থ শীঘ্র উপস্থিত হওয়ায় বিলম্বিত গৌণার্থ প্রতীতির অবকাশ নাই—"মুখ্যার্থে বাধকাভাবান্নোপচারপ্রকল্পনা॥" (ন্যায়সার, পরিঃ ৩য় পৃঃ ৫১৫)

২০ সৌত্র "তু" পদের দ্বারা পূর্বপক্ষ ব্যাবর্ত্তিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন বেদ ক্রিয়াপর বলিয়া বিধিবাক্যভিন্ন অন্যান্য বাক্য অনর্থক তাহা কিন্তু যথার্থ নহে, বিধিভিন্ন অর্থবাদাদিও সার্থক। "বিধিনা" অর্থাৎ বিধিবাক্যের সহিত "একবাক্যত্বাৎ" অর্থাৎ অর্থবাদবাক্যের একবাক্যতানিবন্ধন "বিধীনাং" অর্থাৎ ("বায়ব্যম্" ইত্যাদি) বিধিসমূহের বিষয়ীভূত বায়ুদেবতাদির যাহা স্তুতি বা প্রশংসা সেই প্রশংসারূপ প্রয়োজনের হেতুরূপে অর্থবাদবাক্যসমূহ সার্থক অর্থাৎ ধর্মে প্রমাণ হইয়া থাকে।

২১ নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায় অতীব প্রাচীন ন্যায়। ১।১।৫০ পাণিনিসূত্রের ষোড়শ বার্ত্তিকসূত্রে ইহার উল্লেখ আছে (পৃঃ ২৭৪) "সম্প্রয়োগো বা নষ্টাশ্বদগ্ধরথবৎ।" শাবরভাষ্যে ও তন্ত্রবার্ত্তিকের একাধিক স্থলে এই ন্যায়ের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এইস্থলে ভাতব্য, এই ন্যায় সাধারণতঃ বিধিবাক্য ও অর্থবাদবাক্য প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ হইলেও অন্যস্থলেও এই ন্যায়ের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—যেমন, সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক (২।১।৩৮ পৃঃ ৮৯৩ = পৃঃ ৬৮৪), বৃহদারণ্যক উপনিষদের আচার্য্যকৃত আত্মভাষ্যের উপর আনন্দগিরির টীকা (পৃঃ ১৮), ভামতী, বেদান্তসারের উপর রামতীর্থকৃত বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা (কণ্ডিকা ৭ পৃঃ ২৬) ইত্যাদি।

ভাট্টমীমাংসাসম্প্রদায়ের উত্তর এই, অর্থবাদবাক্যসমূহের স্বার্থপ্রতিপাদনে[২২] প্রয়োজন নাই এবং বহুস্থলেই উহারা অসম্ভব অথবা প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ। কোন্ স্থলে নিষ্প্রয়োজন, কোন্ স্থলে অসম্ভব এবং কোন্‌স্থলে বা প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ, তাহা অর্থবাদবিভাগ আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইবে।

অর্থবাদসমূহ যদি যথাশ্রুতার্থে গৃহীত না হয় তবে উহাদের কিরূপ অর্থ গৃহীত হইবে?

উত্তরে ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে উহারা প্রশংসার্থে অথবা নিন্দার্থে গৃহীত হইবে। পদের শক্যার্থ বুদ্ধিতে প্রথমে উপস্থিত না হইলে যেমন তাহার লক্ষ্যার্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় না, সেইরূপ অর্থবাদের যথাশ্রুতার্থ বুদ্ধিতে প্রথমে উপস্থিত না হইলে উহার লক্ষ্যার্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত হইতে পারে না। বায়ু ক্ষিপ্রতমগামী দেবতা, যে-ব্যক্তি (যজমান) বায়ুদেবতার অতীব প্রিয় শ্বেতপশুসম্বন্ধিহবিঃ দ্রব্যের দ্বারা বায়ুদেবতার সেবা করে, বায়ুদেবতা তাহাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন—উক্ত অর্থবাদের এইরূপ যথাশ্রুতার্থ বুদ্ধিতে প্রথমে উপস্থিত হয়। কিন্তু যেহেতু বায়ুদেবতাবিষয়ক এইরূপ বৃত্তান্ত রামায়ণ-মহাভারতাদিতে বিবৃত বৃত্তান্তের ন্যায় প্রতীত হয় বলিয়া কোন অনুষ্ঠেয়-সম্বন্ধী নহে এবং যে-হেতু মীমাংসাসিদ্ধান্তে মন্ত্রাত্মক দেবতার শরীরাদি না থাকায় তাহার গমনাদিই অনুপপন্ন, সেইহেতু উহার লাক্ষণিক অর্থ এইরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—বায়ু ক্ষিপ্রগামিস্বভাব অর্থাৎ শীঘ্রফলপ্রদ; অতএব বায়ব্যপশুর আলভন অতীব প্রশস্ত, "যতঃ ক্ষিপ্রগামিস্বভাবতয়া শীঘ্রফলপ্রদো বায়ুরস্য পশোর্দেবতা, ততঃ প্রশস্তমিমং বায়ব্যং পশুমালভেত"—এইরূপভাবে বিধিবাক্য ও অর্থবাদের অন্বয় হইবে। জৈমিনীয় ন্যায়মালাকারমতে এই স্থলে বাক্যৈকবাক্যতা রহিয়াছে।[২৩] যে-স্থলে পদসমূহের দ্বারা অভিহিত পদার্থসমূহের

২২ মীমাংসাদর্শনের দুই অতীব প্রসিদ্ধ গ্রন্থে "স্বার্থমাত্রপরত্বে আনর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ" (অর্থ-সংগ্রহ, গ্রন্থশেষে অর্থবাদ প্রকরণ) ও "স্বার্থপ্রতিপাদনে চ প্রয়োজনাভাবাৎ (মীঃ ন্যাঃ প্রঃ ঐ) এইরূপভাবে "স্বার্থ" পদ প্রযুক্ত হইলেও উহার প্রকৃত আশয় বুঝিতে হইবে। ন্যায়াদিমতে পদের দুইটি বৃত্তি—শক্তি ও লক্ষণা। পদ শক্তির দ্বারা যে-অর্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত করে, তাহাই পদের শক্যার্থ বা স্বার্থ, যেমন "গঙ্গা" পদ জলপ্রবাহবিশেষে শক্ত বা শক্তিযুক্ত। এক্ষণে ন্যায়সিদ্ধান্তে শক্য-সম্বন্ধই লক্ষণা। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" বাক্যশ্রবণে "জলপ্রবাহবিশেষ-অধিকরণক- ঘোষপল্লী" ইত্যাকার শাব্দবোধ হইলে বক্তার তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায়ের অনুপপত্তি হওয়ায় অগত্যা অর্থাববোধের নিমিত্ত "গঙ্গা" পদে লক্ষণাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া জলপ্রবাহবিশেষসংযুক্ততীর অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু বাক্যের শক্তিবৃত্তি নাই; কারণ বাক্য বাক্যার্থজ্ঞানে পদশ্রবণজন্য পদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে আকাঙ্ক্ষাদিকেও অপেক্ষা করায় বাক্যের শক্যার্থ বা স্বার্থ থাকিতেই পারে না। সুতরাং অর্থবাদবাক্য স্বার্থপ্রতিপাদনে নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক, এইরূপভাবে "স্বার্থ" পদ ব্যবহার করা যায় না, যেহেতু বাক্যের স্বার্থ বা শক্যার্থই নাই। বস্তুতঃ ন্যায়াদিসিদ্ধান্তে শক্য-সম্বন্ধই লক্ষণা হওয়ায় এবং বাক্যের শক্যার্থই না থাকায় সুতরাং বাক্যে লক্ষণা করা যায় না, পদমাত্রে লক্ষণা সম্ভব। কিন্তু দুই মীমাংসাসম্প্রদায়ের নিকটই বাক্য-লক্ষণা একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রকরণগ্রন্থদ্বয়ের "স্বার্থপ্রতিপাদনে" এইরূপ প্রয়োগের অর্থ—স্বার্থপ্রতিপাদনে অর্থাৎ "স্বঘটকপদশক্ত্যা আকাঙ্ক্ষাদিসহিতা যাদৃশোঽর্থ অবগম্যতে, তৎপ্রতিপাদনে।" অথবা, স্বার্থপ্রতিপাদনে অর্থাৎ "যথাশ্রুতার্থঃ স্বারসিকোঽর্থো বা প্রতিপাদনে।" "স্ব" পদে বাক্য ধর্ত্তব্য। বাক্য-লক্ষণা স্বীকার করেন বলিয়া ভাট্ট ও অদ্বৈতী ন্যায়সম্মত "শক্যসম্বন্ধো লক্ষণা" এইরূপ লক্ষণা-লক্ষণ স্বীকার করেন না। অপৌরুষেয় শ্রুতিমধ্যে পুরুষের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা প্রবিষ্ট না হওয়ায় তাৎপর্য্যের অন্যপ্রকার লক্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিবরণ-সম্প্রদায় ন্যায়সম্মত আকাঙ্ক্ষাদির লক্ষণ অস্বীকার করিয়া অন্যরূপ লক্ষণ প্রদান করেন এবং বাক্যার্থবোধে তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণত্বও খণ্ডন করিয়া থাকেন। উপরে যে পদশ্রবণজন্য পদার্থের উপস্থিতি বলা হইয়াছে এইরূপ উপস্থিতি মীমাংসাসিদ্ধান্তে অনুভব ও স্মৃতি হইতে অতিরিক্ত প্রতীতিবিশেষ, তত্তা-প্রমুষিত স্মৃতি নহে (অঃ সিঃ ২য় পরিঃ "সত্যাদ্যবান্তরবাক্যাখণ্ডার্থতোপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৭০১)। এমন কি, মীমাংসাশাস্ত্রে গৌণ ও ঔপচারিক অর্থভেদে লাক্ষণিকার্থের দ্বৈবিধ্য স্বীকৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এইস্থলে উপযোগী নহে। শেষোক্ত বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

২৩ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ১।২।১ম অধিঃ পৃঃ ২৭=পৃঃ ২২-৩, "কাম্যপশুকাণ্ডে বিধ্যর্থবাদৌ শ্রূয়েতে (তৈত্তিঃ সং ২।১।১), 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ' ইতি বিধিঃ। 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি' ইতি অর্থবাদঃ। তত্র বিধিবাক্যগতা বায়ব্যাদিশব্দা অর্থবাদশব্দৈনৈরপেক্ষ্যেণৈব বিশিষ্টমর্থং বিদধতি। অর্থবাদশব্দাশ্চেতরনৈরপেক্ষ্যেণৈব ভূতার্থমন্বাচক্ষতে। 'ক্ষিপ্রগামী বায়ুঃ স্বোচিতেন ভাগেন তোষিতো ভাগপ্রদায়ৈশ্বর্য্যং প্রযচ্ছতি' ইত্যুক্তে রামায়ণ-ভারতাদাবিব বৃত্তান্তঃ কশ্চিৎ প্রতীয়তে, ন ত্বনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিৎ। অত একবাক্যত্বাভাবাৎ নাস্ত্যর্থবাদস্য ধর্মে প্রামাণ্যমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—মা ভূৎ পদৈকবাক্যতা, বাক্যৈকবাক্যতা তু বিদ্যতে। বিধিবাক্যং তাবৎ পুরুষং প্রেরয়িতুং বিধেয়ার্থস্য

আকাঙ্ক্ষাদিবশে পরস্পরের সম্বন্ধ জ্ঞাত হইবার পরও পুনরায় শেষশেষিভাবাদির আকাঙ্ক্ষাবশতঃ বাক্যার্থসমূহের পরস্পর অন্বয় হয়, সেইস্থলে যে বাক্যৈকবাক্যতা হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যাঁহাদের মতে অর্থবাদবাক্যের প্রাশস্ত্যে লক্ষণা স্বীকার করিয়া পদার্থরূপে উপস্থিত প্রাশস্ত্যের বিধির আখ্যাতার্থে অন্বয় হয়, তাঁহাদের মতে এই স্থলে পদৈকবাক্যতা বিদ্যমান। ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

শক্যসম্বন্ধো লক্ষণা, এইরূপ ন্যায়াদিসম্মত লক্ষণা-লক্ষণ স্বীকার করিলে যে বাক্য-লক্ষণা স্বীকার কার যায় না, তাহা অতীব স্পষ্ট। এইজন্য পূর্বোত্তর মীমাংসাসম্প্রদায় স্ববোধ্যসম্বন্ধত্বকেই লক্ষণার লক্ষণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, কারণ এইরূপ লক্ষণা-লক্ষণ পদ-লক্ষণা ও বাক্য-লক্ষণা উভয়ানুগত। "স্ব" পদে পদ গ্রহণ করিলে "স্ববোধ্য" পদের অর্থ, পদ শক্তির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে যে-পদার্থের বোধ জন্মায় তাহাই স্ববোধ্য অর্থাৎ শক্যার্থ, তাহার সম্বন্ধই পদ-লক্ষণা। বাক্য-লক্ষণা স্থলে "স্ববোধ্য" পদের অর্থ হইবে, "স্ব" অর্থাৎ পদ পরম্পরায় অর্থাৎ পদার্থপ্রতিপাদনদ্বারা যে-অর্থের অর্থাৎ বাক্যার্থের বোধ জন্মায় তাহাই স্ববোধ্য, তাহার সম্বন্ধই বাক্য-লক্ষণা। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" স্থলে স্ববোধ্য বলিলে উহার অর্থ "গঙ্গা" পদবোধ্য অর্থাৎ জলপ্রবাহবিশেষ। স্ববোধ্যসম্বন্ধ অর্থাৎ জলপ্রবাহবিশেষের সম্বন্ধ। ইহা পদ-লক্ষণাস্থল। "গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ" স্থলে স্ববোধ্য বলিলে উহার অর্থ পদসমুদায়রূপবাক্যবোধ্য অর্থাৎ গভীর নদী। স্ববোধ্যসম্বন্ধ অর্থাৎ গভীর নদীর সম্বন্ধ। ইহা বাক্য-লক্ষণাস্থল। উভয় স্থলেই স্ববোধ্যসম্বন্ধ তীরে বর্তমান। এই তাৎপর্য্যেই আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার "অদ্বৈতসিদ্ধি" গ্রন্থের "অখণ্ডার্থত্বোপপত্তিপ্রকরণে" (২য় পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭০০) বলিয়াছেন, "স্বজ্ঞাপ্যসম্বন্ধরূপা তু লক্ষণা যৌগিকপদসমুদায়েঽপি বাক্যস্থানীয়ে নানুপপন্না। এবং 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' ইত্যাদৌ অর্থবাদেঽপি প্রাশস্ত্য-প্রতিপত্তয়ে বাক্য এব লক্ষণাঙ্গীকার্য্যা; প্রত্যেকপদাৎ তদনুপপত্তেঃ। ন চ, তত্র কর্মণি ক্ষিপ্রদেবতাপ্রসাদহেতুত্বরূপতৎপদার্থ-সম্বন্ধ-বোধকত্বমেব, ন তু তদন্যপ্রাশস্ত্য-লক্ষকত্বমিতিবাচ্যম্, পদার্থমাত্রসংসর্গবোধে 'বায়ুঃ শীঘ্রতম' ইত্যেব স্যাৎ, ন কর্মপ্রাশস্ত্যবিষয়া সা স্যাৎ।"[২৪] অর্থবাদবাক্যের ঘটকপদসমূহের মধ্যে কোন একটি পদে লক্ষণা স্বীকার করিলে অন্যান্য পদ ব্যর্থ হয় বলিয়া সমগ্র বাক্যেই লক্ষণা স্বীকৃত হইয়া থাকে, অন্যথা পদান্তরসমূহ অবোধক হওয়ায় অপ্রামাণ্য-প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে বৈদিক বিধিবাক্যস্থলে দেখা যায় যে প্রবর্তনারূপ বিধি নিজ বিধেয় যাগাদিবিষয়ে পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেও দুঃখস্বরূপ বিধেয়ে পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয় না। অতএব বিধি নিজ বিধেয়ের বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপ প্রাশস্ত্যকে[২৫] অপেক্ষা করে বলিয়া সাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে। অপরদিকে, অর্থবাদবাক্যও স্বার্থ অর্থাৎ যথাশ্রুতার্থ প্রতিপাদন করিলেও ক্রিয়াপর না হওয়ায় অপুরুষার্থ হইয়া অপ্রামাণ্য প্রাপ্তির আশঙ্কায় পুরুষার্থের সাধক কোন বিষয়কে অপেক্ষা করিয়া সাকাঙ্ক্ষ হয়। ফলে বিধিবাক্য ও অর্থবাদবাক্য উভয়ই এককভাবে

প্রাশস্ত্যমপেক্ষতে। অর্থবাদবাক্যং চ ফলবদর্থাববোধপর্য্যবসিতাধ্যয়নবিধিপরিগৃহীতত্বেন পুরুষার্থমপেক্ষতে। তত্র পুরুষার্থপর্য্যবসিতবিধ্যপেক্ষিতং প্রাশস্ত্যং লক্ষণাবৃত্ত্যা সমর্পয়দর্থবাদবাক্যং বিধিবাক্যেন সহৈকবাক্যতামাপদ্যতে। 'যতঃ ক্ষিপ্রগামিস্বভাবতয়া শীঘ্রফলপ্রদো বায়ুরস্য পশোর্দেবতা, ততঃ প্রশস্তমিমং বায়ব্যং পশুমালভেত' ইতি বাক্যয়োরন্বয়ঃ। তস্মাদর্থবাদো ধর্মে প্রমাণম্।"

২৪ শ্লোঃ বাঃ ১।১।৭ম অধিঃ "বাক্যাধিকরণম্" শ্লোঃ ৩৪২-৩৪৩ পৃঃ ৯৪৩, "সাক্ষাদ্ যদ্যপি কুর্বন্তি পদার্থ-প্রতিপাদনম্। বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্য্যবস্যন্তি নিষ্ফলে॥ বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্। পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থ-প্রতিপাদনম্॥" পরে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইবে। অদ্বৈতসিদ্ধির সন্দর্ভের ব্যাখ্যাও ক্রমশঃ করা যাইতেছে।

২৫ লঘুঃ ২য় পরিঃ "সত্যাদিবাক্যাখণ্ডার্থত্বোপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৬৯৮, "যত্র তু ন দ্বিতীয়ান্তত্বসম্ভবঃ যথা 'গম্ভীরয়া নদ্যা বৃক্ষা জনিতা' ইত্যাদৌ, তত্র নদীত্যাদ্যন্ত এব লক্ষণাঙ্গীকারাৎ নাসাধুত্বং, ন বা অনন্বয়ঃ। এষৈব রীতিরর্থবাদবাক্যেঽপি লক্ষ্যাকে বোধ্যা। তত্রাপি হি ভাবনারূপক্রিয়ায়ামেবান্যেষামিব বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপপ্রাশস্ত্যস্যাপ্যন্বয়ঃ প্রথমম্। পশ্চাদেব ধাত্বর্থে। প্রথমমেব বা করণেতিকর্ত্তব্যতাবিশিষ্টায়াং ভাবনায়াং তদন্বয়াদ্বিশেষণীভূতয়োঃ করণেতিকর্ত্তব্যতয়োঃ তদন্বয়ঃ ইতি ধ্যেয়ম্।" অধ্যায়ের শেষে প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পুরুষার্থ পর্য্যবসায়ী না হওয়ায় অপ্রমাণ হইয়া যায়। এই কারণে সমগ্র অথবাদবাক্যের প্রাশস্ত্য অথ অবশ্য গ্রহণীয়। বাক্যঘটকপদসমূহ এককভাবে উক্ত অর্থ-স্থাপনে অক্ষম হওয়ায় অগত্যা বাক্য-লক্ষণা স্বীকার্য্য।[২৬] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে "প্রশস্তম্" পদের যাহা অর্থ অর্থাৎ প্রাশস্ত্য, "বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যের তাহাই অর্থাৎ প্রাশস্ত্যই লক্ষ্যার্থ। এইজন্য কেহ কেহ "বায়ুর্বৈ" বাক্যকে পদস্থানীয়রূপে গ্রহণ করিয়া এইস্থলে পদৈকবাক্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন।[২৭] ঐশ্বর্য্যকাম পুরুষ বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেতপশুর আলভন করিবে, কারণ ইহা প্রশস্ত। অনুরূপভাবে নিষেধস্থলে নিষেধ্য বিষয়ের নিন্দা করিয়া নিন্দার্থবাদ সার্থক ; কারণ নিষেধবাক্য নিষেধ্য কর্মের বলবদনিষ্টজনকত্বরূপনিন্দাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। বিধিবাক্য ও নিষেধ-বাক্য যথাক্রমে হিতপ্রাপ্তি ও অহিতপরিহারের হেতু হইয়াই প্রমাণ হইয়া থাকে। অপরদিকে, অর্থবাদবাক্যও স্বীয় প্রামাণ্যের সিদ্ধির নিমিত্ত পুরুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতুভূত বিধেয় ও নিষেধ্যের যথাক্রমে প্রশংসা ও নিন্দাকে অপেক্ষা করিয়া সাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিধিবাক্য স্বীয় বিধেয়ের অপেক্ষিত সন্নিধিপঠিত অর্থবাদবাক্যগম্য প্রাশস্ত্য বা নিন্দাকে লাভ করিয়া পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির হেতু হইয়া প্রমাণ হইয়া থাকে ; অর্থবাদবাক্যও স্বসন্নিধিপঠিত সফল বিধির অপেক্ষিত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির হেতুভূত প্রাশস্ত্য বা নিন্দাকে লক্ষণার দ্বারা উপস্থাপন করিয়া পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জনক হইয়া প্রমাণ হয়। অতএব প্রধানবিধির ফলই অর্থবাদবাক্যের ফল হওয়ায় "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" এই ন্যায়ে অর্থবাদ সর্বদাই বিধিশেষ বা বিধির অঙ্গ। যদি বেদমধ্যে কেবল অর্থবাদ শ্রুত হয়, বিধি শ্রুত না হয়, তবে আর্থবাদিক ফল অনুসারে বিধিবাক্য কল্পিত হইবে। ইহাকে রাত্রিসত্র-ন্যায় (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৭-১৯) বলে এবং ইহা বিশ্বজিন্ন্যায়ের বিপরীত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রযাজাদি অঙ্গযাগসমূহের যেমন স্বতন্ত্র ফল নাই, প্রধানযাগের ফলই অঙ্গযাগের ফল, সেইরূপ অর্থবাদবাক্যেরও স্বতন্ত্র ফল নাই, প্রধানবিধিবাক্যে শ্রুত ফলই অর্থবাদের ফল। এই কারণে যে-স্থলে অঙ্গযাগাদির ফল শ্রুত হয়, বুঝিতে হইবে সেই স্থলে অঙ্গযাগের ফলশ্রুতি অর্থবাদমাত্র।[২৮]

প্রশ্ন হইবে, "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" লক্ষণার এইরূপ প্রসিদ্ধ উদাহরণস্থলে "গঙ্গা" পদের শক্যার্থ প্রবাহবিশেষরূপ অর্থের সহিত স্বসামীপ্য (সংশ্লেষসম্বন্ধ) বশতঃ তীররূপ লক্ষ্যার্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত হইলেও অর্থবাদস্থলে লক্ষ্য ও লক্ষকরূপ অর্থদ্বয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ হইবে ? সম্বন্ধবিশেষ স্বীকার না করিলে "গঙ্গা" পদের সমুদ্রতীরই বা লক্ষ্যার্থ হয় না কেন ?[২৯]

উত্তর এই, এই স্থলে স্বজ্ঞানজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান। তাৎপর্য্য এই, "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বায়ুদেবতানিষ্ঠ শীঘ্রকার্য্যকারিত্বরূপ গুণ প্রতিপাদিত হয়। এইরূপ গুণজ্ঞানজন্যজ্ঞান হইল বায়ুদেবতানিষ্ঠ প্রাশস্ত্য বিষয়কজ্ঞান। শীঘ্রকার্য্যকারিত্বরূপগুণজ্ঞানের দ্বারা প্রাশস্ত্যই বুঝা যায়। এই প্রকার জ্ঞানবিষয়ত্ব প্রাশস্ত্যরূপলক্ষ্যার্থে বর্ত্তমান। এইজন্য অর্থবাদবাক্যের দ্বারা স্বসমভিব্যাহৃতবিধিবাক্যবোধিত যাগাদির প্রাশস্ত্য বুঝা যায়। সুতরাং কোনরূপ অনুপপত্তি নাই।

২৬ অঃ সিঃ ২য় পরিঃ "অখণ্ডার্থত্বোপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৬৯৮, "তথাচ সমুদায় এব লক্ষণা, ন প্রত্যেকপদে ; প্রত্যেকং তাৎপর্য্যভাপকাভাবাৎ।"

২৭ বেদান্ত-পরিভাষা, আগম পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৪৭ "এবঞ্চ বিধ্যপেক্ষিতপ্রাশস্ত্যরূপপদার্থপ্রত্যায়কতয়া অর্থবাদ-পদসমুদায়স্য পদস্থানীয়তয়া বিধিপদেনৈকবাক্যত্বং ভবতি ইতি অর্থবাদবাক্যানাং পদৈকবাক্যতা।" "বিধিপদেন" অর্থাৎ বিধিবাক্যেন। একার্থবোধকত্বই একবাক্যত্ব। বাক্যৈকবাক্যতার দৃষ্টান্ত পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

২৮ "অঙ্গেষু ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ" এই ন্যায়ের আলোচনার জন্য অধ্যায়ান্তে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২৯ ভামতী ১৩।৩৩ পৃঃ ৩৪২-৪৩, "তস্মাৎ স্বাধ্যায়বিধিবশাৎ কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষায়াং বৃত্তান্তাদিগোচরাঃ সন্তঃ তৎ-প্রত্যায়নদ্বারেণ বিধেয়প্রাশস্ত্যং লক্ষয়ন্তি, ন পুনরবিবক্ষিতস্বার্থা এব তল্লক্ষণে প্রভবন্তি, তথা সতি লক্ষণৈব ন ভবেৎ ; অভিধেয়াবিনাভাবস্য তদ্বীজস্যাভাবাৎ। অতএব 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যত্র 'গঙ্গা'শব্দঃ স্বার্থসম্বন্ধমেব তীরং

অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট

ভাট্ট ও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ধর্মলক্ষণ ও দ্বিবিধ প্রাশস্ত্য

ভাট্ট ও অদ্বৈতসম্প্রদায়মতে বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্টসাধনবেদবিহিত যাগাদিই ধর্ম, যাগাদিমাত্র ধর্ম নহে ; কারণ বৌদ্ধমতে চৈত্যবন্দনাদি ধর্ম হইলেও বৈদিকসম্প্রদায়ের নিকট উহা ধর্ম নহে। এইজন্য বেদবিহিতত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু বেদবিহিত যাগাদিমাত্র ধর্ম নহে, কারণ শত্রুমারণের সাধন শ্যেনাদি যাগ বেদবিহিত হইলেও পরিণামে দুঃখফলক হওয়ায় ধর্ম নহে এবং ইহা বুঝাইতেই সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম-লক্ষণ-সূত্রে ("চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ") "অর্থ" পদ নিবেশ করিয়াছেন—অনর্থের (দুঃখের) হেতুভূত সাধন বেদবিহিত হইলেও ধর্ম নহে। কিন্তু "ইষ্টসাধন" পদ যোগ করিলেও উক্ত লক্ষণ-বাক্যে অতিব্যাপ্তিদোষ হইবে ; কারণ শ্যেনাদিযাগও যাগকর্ত্তার নিকট শত্রুমারণরূপ ইষ্টের সাধন। এইজন্য ধর্ম-লক্ষণে অনিষ্টাননুবন্ধিত্ব বিশেষণ যোগ করা হইয়াছে ; শ্যেনাদিযাগ ইষ্টসাধন হইলেও অনিষ্টেরও সাধন হওয়ায় অনিষ্টের অনুবন্ধী, অননুবন্ধী নহে। এইস্থলে "অনুবন্ধ" পদের অর্থ ব্যাপ্তি—যেস্থলে শ্যেনাদিযাগ সেইস্থলে অনিষ্ট। কিন্তু এইরূপ বলিলেও স্বর্গাদিসাধন দর্শপূর্ণমাসাদিযাগও অনিষ্টের দ্বারা ব্যাপ্ত ; কারণ লোকবিত্তশ্রমসাধ্য যাগাদিমাত্র অনিষ্ট বা দুঃখের সাধন। এই কারণে ধর্ম-লক্ষণবাক্যে "বলবৎ" পদ নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্যেনাদিযাগের ন্যায় দর্শাদিযাগও ইষ্টসাধন ও অনিষ্টসাধন উভয়ই হইলেও দর্শাদিযাগ বলবদনিষ্টের দ্বারা ব্যাপ্ত নহে, কিন্তু শ্যেনাদিযাগ বলবদনিষ্টের দ্বারা ব্যাপ্ত। তাৎপর্য্য এই, ইষ্টের উৎপত্তির জন্য যে-দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, সেই দুঃখ অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন দুঃখের যাহা জনক নহে, তাহাই বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্টসাধন, যেমন দর্শাদি যাগ। কিন্তু শ্যেনাদিযাগস্থলে সাধন-দুঃখ হইতে অতিরিক্ত নরকপাতাদি দুঃখও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অভিচারক্রিয়ামাত্র বলবদনিষ্টানুবন্ধী। ইষ্টোৎপত্তিনান্তরীয়কদুঃখাধিকদুঃখাজনকত্বই বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব। "নান্তরীয়ক" পদের অর্থ অবিনাভূত এবং "অবিনাভাবে"র অর্থ ব্যাপ্তি।

লঘুচন্দ্রিকার মধ্যে যে "বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপপ্রাশস্ত্য" বলা হইয়াছে উহার তাৎপর্য্য এইরূপ। শ্রুতির অর্থ নির্ণয়ের জন্য যে ছয়টি তাৎপর্য্য-গ্রাহকলিঙ্গ স্বীকৃত হয়, তাহাদের মধ্যে অভ্যাস ও অর্থবাদ দুইটি তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গের অর্থ প্রাশস্ত্য হইলেও উহাদের মধ্যে ভেদ বিদমান, অন্যথা উহারা দুইটি না হওয়ায় তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গের ষড়্‌বিধত্ব রক্ষা করা যাইবে না। বহু পদার্থের মধ্যে যে-পদার্থ শ্রুতি বারংবার উপদেশ করিতেছেন সেই পদার্থ অবশ্যই অনভ্যস্যমান পদার্থসমূহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এইরূপ অভ্যস্যমান পদার্থের পদার্থান্তর অপেক্ষা উৎকৃষ্টত্বরূপ প্রাশস্ত্যই "অভ্যাস" পদের তাৎপর্য্যার্থ। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে "তত্ত্বমসি" বাক্যের নবধা অভ্যাস বর্ত্তমান। কিন্তু এইরূপ প্রাশস্ত্য হইতে ভিন্ন বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপ প্রাশস্ত্যই অর্থবাদ-বাক্যের অর্থ। "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" (ছাঃ উপঃ ৬।১।২-৩) ইত্যাদি বাক্যই অর্থবাদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই যে তাৎপর্য্য যদি পুরুষের মনোগত অভিপ্রায়বিশেষই হয়, তাহা হইলে প্রতিপুরুষগত অভিপ্রায় ভিন্ন হওয়ায় শ্রুতির অসন্দিগ্ধ অর্থ স্থাপন করা যাইবে না। বৃহাদরণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের আভাষভাষ্যের সর্বশেষে আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন (বৃহঃ উপঃ ৩।৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৭৫), "তস্মাদ্বেদপ্রামাণ্যস্যাব্যভিচারাৎ তাদর্থ্যে সতি বাক্যস্য তথাত্বং স্যাৎ, ন তু পুরুষমতিকৌশলম্।" ইহার ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি বলিয়াছেন (ঐ), "ননু তাৎপর্য্যং নাম পুরুষস্য মনোধর্মঃ, তদ্বশাৎ চেৎ অদ্বৈতশ্রুতের্যথার্থত্বং, তর্হি প্রতিপুরুষমন্যথৈব তাৎপর্য্যদর্শনাৎ তদ্বশাদন্যথৈব শ্রুত্যর্থঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য দার্ষ্টান্তিকং নিগময়ন্নুত্তরমাহ—*তস্মাদি*ত্যাদিনা। তাদর্থ্যমর্থপরত্বং, তথাত্বং যথার্থ্যং, শব্দধর্মস্তাৎপর্য্যং, তচ্চ ষড়্‌বিধলিঙ্গগম্যং ; তথা চ শব্দস্য পুরুষাভিপ্রায়বশাৎ

লক্ষয়তি, ন তু সমুদ্রতীরং, তৎ কস্য হেতোঃ? স্বার্থপ্রত্যাসত্ত্যভাবাৎ। ন চৈতৎ সর্বং স্বার্থাবিবক্ষায়াং কল্পতে।"

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অর্থবাদপ্রামাণ্যবিচার নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

নান্যথার্থত্বমিত্যর্থঃ।" এইজন্য শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ববাদী অদ্বৈতী ঈশ্বরের বেদজনকত্ব স্বীকার করিয়াও ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের ন্যায় তাৎপর্য্যকে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও বলেন নাই। সুতরাং তৎ-প্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্ব তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু তৎ-প্রতীতি-জননযোগ্যত্বই তাৎপর্য্য এবং উহা শব্দনিষ্ঠধর্মবিশেষ।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অর্থবাদপ্রামাণ্যবিচার নামক অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট সমাপ্ত

অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

"অঙ্গেষু ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ" ন্যায়

মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের "দ্রব্যসংস্কারকর্মণাং ক্রত্বর্থতাধিকরণে" (অথবা, "ফলপ্রযুক্তত্বাভাবাধিকরণে" মীঃ সূঃ ৪।৩।১-৩) এই বিষয়ে বিচার রহিয়াছে। "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি" (তৈত্তিঃ সং ৩।৫।৭।২) শ্রুতির তাৎপর্য্য এইরূপ। যাঁহার জুহূ (সবিলা সদণ্ডা হবনী) অর্থাৎ পুরোডাশঘৃত প্রভৃতি আহুতিদানের পাত্রবিশেষ পলাশকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত হয়, তিনি পাপশ্লোক অর্থাৎ নিন্দাবচন শ্রবণ করেন না—এই শ্রুতিমধ্যে জুহূ দ্রব্যের পর্ণময়ীত্ব ও তাহার পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্যরূপ ফল শ্রুত হইয়াছে। অনুরূপভাবে জ্যোতিষ্টোমে বৈরিনয়নরঞ্জনস্বরূপ সংস্কারে ফলশ্রুতি বিদ্যমান (তৈত্তিঃ সং ৬।১।১।৫), "যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে"—এইরূপ অঞ্জন যে-যজমান (দীক্ষাকালে) চক্ষুতে ধারণ করেন, তাহাতে তাঁহার শত্রুর চক্ষু বিনষ্ট হয়। "ব্যন্ সপত্নে" (পাঃ সূঃ ৪।১।১৪৫) এইরূপ পাণিনিসূত্রানুসারে "ভ্রাতৃ" শব্দের উত্তর ব্যন্ প্রত্যয়ের দ্বারা "ভ্রাতৃব্য" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভ্রাতার পুত্র শত্রু হইলে "ভ্রাতৃ" শব্দের উত্তর ব্যন্ প্রত্যয় হয়। কিন্তু এই স্থলে "ভ্রাতৃব্য" পদের অর্থ শত্রু। আবার, "যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে বর্ম বা এতদ্ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে বর্ম যজমানস্য ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ" (তৈত্তিঃ সং ২।৬।১।৫) অর্থাৎ—এই যে প্রযাজ ও অনুযাজরূপ (অঙ্গ-) যাগের অনুষ্ঠান করা হয়, ইহা যাগের বর্মস্বরূপ ; শত্রুকে অভিভূত (পরাভূত) করিতে ইহা যজমানের বর্মস্বরূপ, এই শ্রুতিমধ্যে অঙ্গযাগের শত্রুপরাভবরূপ ফল শ্রুত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এইগুলি কি ফলবিধি? অথবা অর্থবাদ? (অথবা, জুহূর পর্ণময়ীত্ব প্রভৃতি কি পুরুষার্থ, অথবা ক্রত্বর্থ, অথবা উভয়ার্থ?—শাস্ত্রদীপিকা ৪।৩।১ম অধিঃ পৃঃ ৪৩০।)

পূর্বপক্ষিমতে, এইগুলি ফলবিধি বা পুরুষের প্রয়োজন সম্পন্ন করে। কারণ ফলবিধি প্রবৃত্তিবিশেষকর। যেমন, "খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্য্যাৎ, পালাশং ব্রহ্মবর্চসকামস্য, বৈল্বমন্নাদ্যকামস্য" এই শ্রুতিমধ্যে বীর্য্যকামনাবিশিষ্টপুরুষ খাদিরকাষ্ঠনির্মিতযূপ, ব্রহ্মবর্চসকামনাবিশিষ্ট পুরুষ পলাশকাষ্ঠনির্মিত যূপ ও অন্নকামনাবিশিষ্ট পুরুষ বিল্বকাষ্ঠনির্মিত যূপ করিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন (মীঃ সূঃ ৪।৩।৫-৬ "দধ্যাদের্নিত্য-নৈমিত্তিকোভয়ার্থতাধিকরণম্")। আলোচ্য শ্রুতিত্রয়েও পুরুষ-সম্বন্ধিফল উপদিষ্ট হওয়ায় তত্তৎকামনাবিশিষ্ট পুরুষ তত্তৎ কর্ম করিবেন। অতএব যূপের পর্ণময়ীত্ব প্রভৃতি পুরুষার্থ।

ইহাতে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই, পর্ণরূপদ্রব্য, অঞ্জনরূপ সংস্কার ও প্রযাজাদিরূপ অঙ্গকর্ম—এইরূপ দ্রব্য, সংস্কার ও অঙ্গকর্ম সম্বন্ধে ফলশ্রুতি অর্থবাদমাত্র ; কারণ জুহূ দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগের, অঞ্জন যজমানের এবং প্রযাজাদি অঙ্গযাগ আগ্নেয়াদিপ্রধানযাগের গুণভূত হওয়ায় উহারা ক্রত্বর্থ বা ক্রতুর সাঙ্গতা নিষ্পন্ন করে, পুরুষার্থ নহে। যাহা গুণভূত তাহা পরার্থ ; যাহা পরার্থ তাহা প্রধান হইতে পারে না এবং যাহা প্রধান নহে, তাহার স্বতন্ত্র ফল নাই। ফল-কীর্তনের দ্বারা শ্রুতি জুহূর পর্ণময়ীত্বাদির স্তাবকতা মাত্র করিতেছেন। এই অধিকরণকেই "অঙ্গেষু ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ" ন্যায় বলা হয়। রাত্রিসত্রন্যায় হইতে উক্ত ন্যায়ের প্রভেদ অনুধাবন করা প্রয়োজন (শাস্ত্রদীপিকা ৪।৩।৮ম অধিকরণ পৃঃ ৪৩৭)। অঙ্গ-কর্মের স্বতন্ত্র ফল নাই, প্রধান-কর্মের ফলই অঙ্গ-কর্মের ফল, এইরূপ বলিলে বুঝা যায় যে যে-সমস্ত কর্মের স্বতন্ত্র ফল বিদ্যমান তাহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ হইতে পারে না ; স্বতন্ত্র-ফলবত্ত্বই অঙ্গাঙ্গিভাবের প্রতিবন্ধক। এই কারণে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেত" অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাস যাগ করিয়া সোমযাগ

করিবে, জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে শ্রুত এইরূপ বিধিবাক্যে দর্শপূর্ণমাস বা সোমযাগ সোমযাগ বা দর্শপূর্ণমাসযাগের অঙ্গরূপে বিহিত হয় নাই, কারণ উভয় যাগের স্বতন্ত্র ফল শ্রুত হইয়াছে—(জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৪।৩।১৬শ অধিঃ পৃঃ ২৮১), "স্বতন্ত্রফলবত্ত্বেন ন যুক্তাঙ্গাঙ্গিতা তয়োঃ ॥" জ্যোতিষ্টোম যাগের দর্শপূর্ণমাসোত্তরকালত্বমাত্র বিহিত হইয়াছে। ইহা "সোমাদীনাং দর্শপূর্ণমাসোত্তরকালতাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৪।৩।৩৭ ১৫শ অধিঃ) বিচারিত হইয়াছে। শাস্ত্রদীপিকা (ঐ ১৬শ অধিঃ পৃঃ ৪৪৪-৪৫) এবং শাবরভাষ্য ও টুপ্‌টীকাদি (মীঃ সূঃ ৪।৩।১-৩) দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মসূত্রের তন্নির্ধারণাধিকরণভাষ্যের (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৪২) ভামতী, কল্পতরু, বিশেষতঃ পরিমলে (পৃঃ ৮৩৪) এই সমস্ত ন্যায় বিচারিত হইয়াছে। এক্ষণে অর্থবাদাধিকরণ, পর্ণময্যধিকরণ, বিশ্বজিদধিকরণ ও রাত্রিসত্রাধিকরণসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

অর্থবাদাধিকরণ, পর্ণময্যধিকরণ, বিশ্বজিদধিকরণ ও রাত্রিসত্রাধিকরণের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার

সত্রকাণ্ডে শ্রুত হইয়াছে (তাণ্ড্য ব্রাঃ ২৩।২।৪) "প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা এতে য এতা রাত্রীরুপযন্তি", অর্থাৎ যাঁহারা এই সমস্ত রাত্রিসত্র অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। লোকে সমাদৃত বা সম্মানিত হইয়া বহুকাল জীবনধারণই প্রতিষ্ঠা। এক্ষণে কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্য্যের বক্তব্য এই, "যস্য পর্ণময়ী" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে লিঙাদি শ্রুত না হওয়ায় এবং লট্‌মাত্রশ্রুত হওয়ায় অঙ্গভূত জুহূর পর্ণময়ত্বে যেমন পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্যরূপ ফলকে "অঙ্গেষু ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ" ন্যায়ে (মীঃ সূঃ ৪।৩।১ম অধিঃ) অর্থবাদমাত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইরূপ "প্রতিতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে বর্ত্তমানাপদেশ থাকায় এবং বিধিবাচক পদ শ্রুত না হওয়ায় ঐ বাক্যকে ফলবিধিপররূপে গ্রহণ করা যাইবে না ; ঐরূপ ফলশ্রুতি পর্ণময্যধিকরণন্যায়ে অর্থবাদমাত্র। প্রতিষ্ঠারূপ ফল অর্থবাদমাত্র হইলে রাত্রিসত্রের কি ফল হইবে ?—ইহাতে পূর্বপক্ষীর উত্তর এই, অব্যবহিত পূর্ব অধিকরণোক্ত বিশ্বজিৎ-ন্যায়ে (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৫-৬ "বিশ্বজিদাদেঃ স্বর্গফলকত্বাধিকরণম্‌") এই স্থলেও স্বর্গফল কল্পনা করিতে হইবে, কারণ প্রতিষ্ঠা রাত্রিসত্রের ফল না হওয়ায় "প্রতিতিষ্ঠন্তি" বাক্যে ফল অশ্রুতই (শাস্ত্রদীপিকা ৪।৩।৮ম অধিঃ পৃঃ ৪৩৭), "অপাপশ্লোকবত্তত্র বর্তমানাপদেশতঃ। ফলবিধ্যসমর্থত্বাত্তদ্বদেবার্থবাদতা ॥ অনাদিষ্টফলত্বেন তস্মাৎ স্বর্গফলার্থতা।" শ্লোকস্থ "অপাপশ্লোক" পদের অর্থ অপাপশ্লোক-শ্রবণাৎ এবং "অনাদিষ্ট" পদের অর্থ অশ্রুত। "ক্রতৌ ফলার্থবাদমঙ্গবৎ কার্ষ্ণাজিনিঃ" এই মীমাংসাসূত্রে (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৭) এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রসারিত হইয়াছে। "ক্রতৌ" অর্থাৎ আর্থবাদিক ফলশ্রুতিতে, "ফলার্থবাদম্‌" অর্থাৎ ফলবিষয়ক অর্থবাদ, "অঙ্গবৎ" অর্থাৎ অঙ্গভূত জুহূ প্রভৃতি স্থলে অঙ্গ-কর্মের ফলের ন্যায়। ইহাই কার্ষ্ণাজিনি ঋষির মত।

ইহাতে আত্রেয় নামক আচার্য্যের বক্তব্য এইরূপ। "প্রতিতিষ্ঠন্তি" বাক্যে স্বর্গ অধ্যাহার করিলে স্বর্গের স্বরূপ, তাহার সহিত শ্রুতকর্মের সম্বন্ধ এবং স্বর্গের ফলত্ব, এই তিনটি পদার্থ কল্পনা করিতে হয় বলিয়া কল্পনা-গৌরব বিদ্যমান। অপরদিকে, ঐ বাক্যে প্রতিষ্ঠার স্বরূপ ও একবাক্যত্ব ক্লৃপ্তই ; কেবল প্রতিষ্ঠার ফলত্বসিদ্ধির জন্য "প্রতিতিষ্ঠন্তি" পদ সন্নন্তরূপে বিপরিণাম করিতে হইবে, অর্থাৎ "প্রতিতিষ্ঠন্তি" পদের স্থলে "প্রতিতিষ্ঠাসন্তি" পদ গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর "প্রতিতিষ্ঠাসন্তি" পদের অনুরোধে "উপযন্তি" পদের লট্‌কে বিধিরূপে বিপরিণাম করিতে হইবে, অর্থাৎ "উপযন্তি" পদের স্থলে "উপেয়ুঃ" পদ গ্রহণীয় ; কারণ যাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কি করিবেন, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকায় অগত্যা বিধিপদ "উপেয়ুঃ" গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে এই প্রকার বিধিবাক্যের লাভ হইবে—"যে প্রতিতিষ্ঠাসন্তি, ত এতা রাত্রীরুপেয়ুঃ" অর্থাৎ, যাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই রাত্রিসত্রসকল অনুষ্ঠান করিবেন। বলা বাহুল্য, সন্নন্তত্বাদি ধর্মমাত্র কল্পনার দ্বারা আর্থবাদিক ফলকল্পনায় অতিলাঘব বিদ্যমান। আত্রেয় ঋষির এইরূপ মতই মহর্ষি জৈমিনি সিদ্ধান্ত সূত্রে উপন্যাস করিয়াছেন (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৮), "ফলমাত্রেয়ো নির্দ্দেশাদশ্রুতৌ হ্যনুমানং স্যাৎ।" তাৎপর্য্য এই, আত্রেয় ঋষির মতে প্রতিষ্ঠা ফলরূপে শ্রুতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় স্ববাক্যগত প্রতিষ্ঠাই রাত্রিসত্রের ফলরূপে গ্রহণযোগ্য এবং

"উপযন্তি" পদে বিধিপ্রত্যয় শ্রুত না হইলেও ("অশ্রুতৌ") শ্রুত প্রতিষ্ঠার ফলত্ব রক্ষার জন্য বিধির অনুমান অর্থাৎ কল্পনা বা অধ্যাহার করিতে হইবে। এইরূপ কল্পনা না করিয়া স্বর্গকল্পনা করিলে "প্রতিতিষ্ঠন্তি" বাক্যের অর্থবাদত্বও অনুপপন্ন হইবে; কারণ প্রতিষ্ঠার্থবাদগ্রহণে উক্ত বাক্যে সঙ্গতি উপপন্ন করা যায় না—"যস্মাৎ প্রতিতিষ্ঠন্তি, তস্মাৎ স্বর্গকামা উপেয়ুঃ", এইরূপ বাক্যে কাহার সহিত কাহার সঙ্গতি বিদ্যমান (কিং কেন সঙ্গচ্ছতে)? সুতরাং শ্রুতিমধ্যে প্রতিষ্ঠার নির্দ্দেশ থাকায় এবং অর্থবাদের সঙ্গতিরক্ষার্থেই প্রতিষ্ঠার ফলত্ব অনুমেয় অর্থাৎ অধ্যাহার্য্য।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিবেন, তাহাহইলে "পর্ণময়ী"-বাক্যবোধিত ফলশ্রুতিকে অর্থবাদরূপে গ্রহণ না করিয়া রাত্রিসত্রের আর্থবাদিকফলকত্বাধিকরণ-ন্যায়ে ফলবিধিবাক্যরূপে গ্রহণ করা হউক্। কিন্তু ঐরূপ গ্রহণে পর্ণময্যধিকরণের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য।

এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই, জুহূর পর্ণময়ত্ব অঙ্গের ধর্ম এবং অঙ্গকর্মের স্বতন্ত্র কোন ফল না থাকায় ঐরূপ ফলশ্রুতি অর্থবাদমাত্র। এই প্রকার উত্তরের দ্বারাই মহর্ষি জৈমিনি উক্ত আপত্তির নিরাস করিয়াছেন (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৯), "অঙ্গেষু স্তুতিঃ পরার্থত্বাৎ"। অর্থাৎ, অঙ্গকর্মবিষয়ক ফলশ্রুতি অর্থবাদ যেহেতু উহা পরার্থ অর্থাৎ অঙ্গকর্ম প্রধানার্থক। পরন্তু রাত্রিসত্র কাহারও অঙ্গকর্ম নহে, উহা স্বপ্রধানকর্ম; ফলে উহার প্রতিষ্ঠারূপ ফল অবিবক্ষিত না হওয়ায় ঐরূপ ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে। সুতরাং এইরূপ স্থলে অশ্রুতস্বর্গফলকল্পনা অপেক্ষা বরং আর্থবাদিক প্রতিষ্ঠারূপফলকল্পনাই যুক্তিযুক্ত (শাস্ত্রদীপিকা ঐ পৃঃ ৪৩৭), "নির্দ্দেশাত্তু প্রতিষ্ঠৈব ফলত্বেন বিনম্যতে॥ জুহূবন্নৈব কর্মৈতন্নিরাকাঙ্ক্ষং ফলং প্রতি। কল্পনীয়ং ফলং তত্র বিনামোঽধ্যাহৃতের্বরম্॥" শ্লোকের "বিনামঃ" পদের অর্থ বিপরিণাম, সুতরাং "বিনম্যতে" পদের অর্থ বিপরিণম্যতে। রাত্রিসত্রন্যায়ের ইহাই পার্থসারথি মিশ্রের অভিমত প্রক্রিয়া।

জৈমিনীয়ন্যায়মালাকার ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া রাত্রিসত্রন্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি তথায় সত্র যাগের ও রাত্রিসত্রের পরিচয় দিয়া শ্রুতিমধ্যে একবচন ও বহুবচনের প্রয়োগের ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। জটিল বলিয়া উহার আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। অনুসন্ধিৎসু আকরগ্রন্থ দেখিবেন—জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৪।৩।৮ম অধিঃ পৃঃ ২৭৭-৭৮।

বস্তুতঃ রাত্রিসত্রাধিকরণের শাবরভাষ্যে ও ভট্টপাদকৃত টুপ্‌টীকায় বহু বৈকল্পিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সর্বশেষবিকল্পে ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন (টুপ্‌টীকা ৪।৩।১৮ পৃঃ ৭৪), "অথবা, অর্থবাদোঽবিনাভাবাদ্বিধিং লক্ষয়তি। স লক্ষিতঃ সাধ্যসাধনসম্বন্ধং প্রতিপাদয়িষ্যতি। তস্মাৎ অর্থাবাদেভ্যো বিধিঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ।

অর্থবাদাধিকরণে (মীঃ সূঃ ১।২।১-১৮) স্থাপিত হইয়াছে যে বিধিমাত্র অধিকারী পুরুষকে কর্মানুষ্ঠানে প্রবর্তিত করিতে কুণ্ঠিতশক্তি বলিয়া অর্থবাদকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। অর্থাৎ লিঙাদিবোধিত শাব্দী ভাবনা আর্থী ভাবনার উৎপত্তিতে অর্থবাদগম্য প্রাশস্ত্যজ্ঞানরূপ ইতিকর্ত্তব্যতাকে অবশ্যই অপেক্ষা করে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে যে-বিধিবাক্যের সহিত অর্থবাদ শ্রুত হয় নাই, সেই বিধিবাক্যের অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্যের পরিহারকল্পে কোন অর্থবাদ অবশ্য কল্পনা করিতে হইবে। অপরদিকে, রাত্রিসত্রাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে যদি শ্রুতিমধ্যে অর্থবাদমাত্র শ্রুত হয়, কিন্তু বিধিবাক্য অশ্রুত হয়, তাহা হইলে শ্রুত অর্থবাদবলে বিধিবাক্য উন্নেয়—"প্রতিষ্ঠাকামো রাত্রিসত্রং কুর্য্যাৎ।" অন্যথা অর্থাৎ বিধিবাক্যের অকল্পনে অর্থবাদবাক্যের বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ অপরিহার্য্য। সুতরাং এইরূপ স্থলে অর্থবাদশ্রুত ফলই সাধ্য এবং বিধিবিভক্তি অধ্যাহার্য্য। পক্ষান্তরে পর্ণময্যধিকরণে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে অর্থবাদ যদি অঙ্গকর্মবিষয়ক হয় তবে প্রধানকর্মবোধক বিধিবাক্য শ্রুত হওয়ায় ঐরূপ অর্থবাদবলে ফলবিধি কল্পনা করা যাইবে না। অপরপক্ষে, বিশ্বজিদধিকরণের সিদ্ধান্ত এই যে যে-সমস্ত প্রধানকাম্যকর্মের ফলশ্রুতি নাই, সেই সমস্ত অশ্রুতফলককাম্যকর্মের স্বর্গই ফল, অর্থাৎ বিধিবাক্য হইতে ফল কল্পনীয়। রাত্রিসত্রাধিকরণে ইহার বিপরীত কল্পনা বর্ত্তমান—শ্রুত ফলবাক্য হইতে অশ্রুত বিধিবাক্য কল্পনীয়। অন্যদৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে যে বিশ্বজিদধিকরণে যে উৎসর্গ বা সামান্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাত্রিসত্রাধিকরণে উহার অপবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ অশ্রুতফলকর্ম স্বর্গফলক হইলেও

অর্থবাদশ্রুতফলককর্মস্থলে স্বর্গ ফল নহে; যেমন "ন হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি" এই নিষেধবাক্যে প্রাণিহিংসামাত্র সামান্যতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" এই বিধিবাক্যে যজ্ঞস্থলে প্রাণিহিংসা বিহিত হইয়াছে। সুতরাং সামগ্রিক দৃষ্টিতে শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে যজ্ঞভিন্নস্থলে প্রাণিহিংসা নিষেধ্য অর্থাৎ পাপজনক। এই তাৎপর্য্যে ভট্টপাদ বলিয়াছেন (টুপ্টীকা ৪।৩।১৮ পৃঃ ৭৪), "তস্মাৎ 'স স্বর্গঃ স্যাৎ' (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৫) ইত্যস্যায়মপবাদঃ।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অদ্বৈতাচার্য্যগণ উপরি উক্ত অধিকরণোক্ত ন্যায়সমূহ ভূরিপ্রয়োগ করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, ইহা ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যটীকাদি দেখিলে স্পষ্টীকৃত হইবে। তন্মধ্যে বিশ্বজিন্ন্যায়ে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের স্বর্গফলকল্পনা, রাত্রিসত্রন্যায়াবলম্বনে "অমৃতত্বসাধনকামো বেদবাক্যানি বিচারয়েৎ" (তত্ত্বদীপন পৃঃ ৩২) ও "মোক্ষকামো বেদান্তবাক্যকরণৈঃ শমাদীতিকর্ত্তব্যতানুগৃহীতৈরাত্মজ্ঞানং কুর্য্যাৎ" এইরূপ বিধিকল্পনা উল্লেখযোগ্য (বিবরণ ও তত্ত্বদীপন, ২য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫৫১-৫২)। রাত্রিসত্রন্যায়ের অতীব সুন্দর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তত্ত্বদীপনে (২য় বর্ণক পৃঃ ৫৫২) বিদ্যমান।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অর্থবাদপ্রামাণ্যবিচার নামক অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট সমাপ্ত

নবম অধ্যায়

অর্থবাদ বিভাগ ও অর্থবাদসমূহের ব্যাখ্যা

অর্থবাদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—বিধিশেষ ও নিষেধশেষ। এইজন্য মীমাংসাশাস্ত্রের প্রকরণগ্রন্থাদিতে অর্থবাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে —প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরপরং বাক্যম্ অর্থবাদঃ। "বায়ব্য"- বিধির "বায়ুর্বৈ"-বাক্য বিধিশেষ বা বিধেয়কর্মের প্রশস্ততাজ্ঞাপক অর্থবাদবাক্য। ইহাকে স্তুত্যর্থবাদও বলে। এই স্থলে বিধির সহিত অর্থবাদের স্তব্য-স্তাবকভাবরূপসম্বন্ধ বর্ত্তমান। "দেবৈর্নিরুদ্ধঃ সঃ অগ্নিঃ অরোদীৎ" এইরূপ অর্থবাদবাক্য "বর্হিষি ন দেয়ম্" এইরূপ সফলনিষেধশেষ। ইহাকে নিন্দার্থবাদও বলা হয়। বর্হিঃ যাগে রজতদক্ষিণার নিন্দাদ্বারা উক্ত অর্থবাদ ঐরূপ যাগে রজতদানের অপ্রশস্ততা জ্ঞাপন করিতেছে।[১] প্রকৃত প্রস্তাবে এই অর্থবাদবাক্যে রজতদানাভাবে রোদনাভাবরূপ গুণই বিবক্ষিত ; সেই গুণের দ্বারা রজতদাননিবারণরূপ বিধির স্তুতিই করা হইয়াছে। "গুণবাদস্তু" এই জৈমিনিসূত্রের (মীঃ সূঃ ১।২।১০) শাবরভাষ্যাদিতে ইহার আলোচনা আছে।[২]

মীমাংসাদর্শনের সর্বশাখাপ্রত্যয়েককর্মতাধিকরণে (মীঃ সূঃ ২।৪।৮-৩৩, ২য় অধিঃ) পূর্বপক্ষ-নিরাসসূত্রের ভাষ্যে (শাবরভাষ্য ২।৪।২০/২১[৩] পৃঃ ২২৩ = পৃঃ ২২৯ = পৃঃ ৫০৬) আচার্য্য শবরস্বামী বলিয়াছেন যে শ্রুতিমধ্যে যে নিন্দাবচন দৃষ্ট হয় তাহা নিন্দনীয় বিষয়ের নিন্দার জন্য নহে, পরন্তু অনিন্দিত বিধেয়ের প্রশংসার জন্যই উক্ত নিন্দাবচন ব্যবহৃত হইয়া থাকে—"ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রযুজ্যতে। কিং তর্হি ? নিন্দিতাদিতরৎ প্রশংসিতুম্। তত্র ন নিন্দিতস্য প্রতিষেধো গম্যতে, কিন্তু ইতরস্য বিধিঃ।" সুতরাং আপত্তি হইবে, "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যেও বর্হিযাগে রজতদানের নিন্দা করা হয় নাই।

উত্তর এই, ইহা যথার্থই যে কোন কোন স্থলে একের নিন্দাবচন অন্যের স্তুতিস্বরূপ। যেমন, "নান্তরিক্ষে অগ্নিশ্চেতব্যঃ" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যে অন্তরিক্ষাদিতে অগ্নিচয়নের যে নিন্দা শ্রুত হয় তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে "হিরণ্যং নিধায় চেতব্যম্" (তৈত্তিঃ সং ৫।২।৭।১) এইরূপ বিধির প্রশংসাতেই প্রযোজ্য—শ্রুতি অন্তরিক্ষাদিতে অগ্নিচয়নের নিষেধ করিতেছেন না, কারণ উক্ত নিষেধ নিত্যসিদ্ধ। অন্তরিক্ষাদিতে অগ্নিচয়ন অসম্ভব বলিয়া শ্রুতি অপ্রসক্তের প্রতিষেধ করিতেছেন না, বরং নিত্যসিদ্ধ পদার্থের অনুবাদই করিতেছেন। এইজন্য এইরূপ বাক্যকে নিত্যানুবাদ বলা হয়।[৪] কিন্তু শ্রুতি কেবল অর্থাৎ হিরণ্যরহিত পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন নিষেধ করিয়া পৃথিবীর উপর হিরণ্য বা স্বর্ণ রাখিয়া তাহার উপর

১ ভাট্টরহস্য, বিধিবাদ পৃঃ ৫৬, "ক্রিয়াজন্যদুঃখাপেক্ষয়া অধিকেষ্টসাধনত্বং প্রশস্ত্যম্, তজ্জন্যসুখা-পেক্ষয়াঽধিকানিষ্টজনকত্বমপ্রাশস্ত্যমিত্যেবং বিধেয়োস্তয়োরুপপত্তেঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভ এবং উহার উপর পেরি সূর্য্যনারায়ণশাস্ত্রিকৃতব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২ ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ২৯, " 'সোঽরোদীৎ' ইত্যত্রাপি রজতস্য পতিতাশ্রুরূপত্বাৎ রজতদানে গৃহেঽপি রোদনপ্রসঙ্গাৎ 'বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্' ইতি তন্নিষেধেন বিধেয়েন অর্থবাদস্য একবাক্যত্বম্। তত্র রজতদানাভাবে রোদনাভাবরূপো গুণোঽত্র বিবক্ষিতঃ, তেন চ গুণেন রজতদাননিবারণরূপো বিধিঃ স্তুয়তে। যদ্যপি রজতস্য অশ্রুপ্রভবত্বমত্যন্তমসৎ তথাপি যথোক্তরীত্যা বিধেঃ স্তুতিঃ সম্পদ্যতে।" শেষ পংক্তি লক্ষণীয়। লৌকিকভাবেও এইরূপ বলা হইয়া থাকে। যেমন, "তুমি যদি এই পদার্থ পান করো, তবে তোমার শরীরে হস্তীর বল হইবে।" প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহাকে উক্ত পদার্থপানের কথা বলা হয় তিনিও বুঝেন যে উহা পান করিলে তাঁহার হস্তিবল হইবে না। অবশ্য কেহ যোগসাধনবলে হস্তিবল লাভ করিতে পারিবেন না, ইহা বক্তব্য নহে—(যোঃ সূঃ ৩।২৪), "বলেষু হস্তিবলাদীনি।"

৩ ভাষ্যকার আচার্য্য শবর স্বামী ২।৪।১৭ মীমাংসা সূত্রের ("বাক্যাসমবায়াৎ") উপর ভাষ্যরচনা না করায় ভাষ্যদৃষ্টিতে আলোচ্যসূত্রের সংখ্যা ২।৪।২০। কিন্তু তন্ত্রবার্ত্তিকে (পৃঃ ২২৭ = পৃঃ ৫০১) উক্ত সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, "অত্রান্তরে ভাষ্যকারস্য সূত্রং ভ্রষ্টং 'বাক্যাসমবায়াৎ' ইতি।" ফলে বার্ত্তিকদৃষ্টিতে উক্ত সূত্রসংখ্যা ২।৪।২১।

৪ শাবরভাষ্য ১।২।১৮ পৃঃ ৫৪ = পৃঃ ৩২ = পৃঃ ১২৭, "পৃথিব্যাদীনাং নিন্দা হিরণ্যস্তুত্যর্থা। অসতি প্রসঙ্গে প্রতিষেধো নিত্যানুবাদঃ।" সুতরাং বুঝিতে হইবে যে বায়ুর ক্ষেপিষ্ঠত্ব বা অতিশয় ক্ষিপ্রগামিত্ব নিত্যসিদ্ধ অর্থেরই অনুবাদ হওয়ায় উহার দ্বারা শ্বেতপশুর আলভনের স্তুতিই করা হইতেছে (ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ৩২), "নিত্যসিদ্ধার্থানুবাদিনা বায়োঃ ক্ষেপিষ্ঠত্বেন পশুবিধেঃ স্তুতত্বাৎ।"

অগ্নিচয়নের প্রশংসা করিতেছেন। এই কারণে "নান্তরিক্ষে" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য অপ্রমাণ নহে।[৫]

অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে, "স্তেনং মনঃ", অনৃতবাদিনী বাক্" এই অর্থবাদবাক্য "হিরণ্যং হস্তে ভবতি অথ গৃভ্ণাতি" (মৈত্রাঃ সং ৪।৫।১) এইরূপ বিধিবাক্যের প্রাশস্ত্যই প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু মনের চৌর্য্যত্ব বা বাকের অনৃতবাদিত্ব শ্রুতির বিবক্ষিত নহে। তাৎপর্য্য এই, চোর যেমন অপ্রকটরূপে থাকে বলিয়া তাহার স্বরূপ প্রায়শঃই বুঝা যায় না, মনও তদ্রূপ এবং বাক্ও প্রায়শঃ মিথ্যাকথা বলিয়া থাকে —এই প্রকার সাদৃশ্য থাকায় গৌণার্থে মনকে চোর ও বাক্‌কে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে। কিন্তু হস্ত মনের ন্যায় অপ্রকটও নহে, বাকের ন্যায় মিথ্যাবাদীও নহে। সুতরাং হস্তদ্বারাই হিরণ্যধারণ কর্ত্তব্য। যেমন লৌকিকভাবেও বলা হইয়া থাকে, "ঋষির কি প্রয়োজন ? দেবদত্তই পূজার্হ !" এইরূপ বাক্যের দ্বারা ঋষির পূজ্যত্ব নিষেধ করা হইতেছে না, কিন্তু দেবদত্তের পূজার স্তুতিই করা হইতেছে।[৬] "রূপং প্রায়াৎ" এই জৈমিনিসূত্রের (মীঃ সূঃ ১।২।১১) শাবরভাষ্যাদিতে এই বিষয়ে বিচার আছে।

অসম্ভব কথন, অসত্য কথন, অতিশয়োক্তি প্রভৃতির দ্বারাও অর্থবাদবাক্য পুরুষের প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক হইতে পারে। যেমন, "যঃ প্রজাকামঃ পশুকামো বা স্যাৎ স এতং প্রাজাপত্যং তূপরমালভেত" (তৈত্তিঃ সং ২।১।১) অর্থাৎ যে যজমান প্রজা বা পশু কামনা করিবেন, তিনি প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে তূপর বা শৃঙ্গহীন ছাগের দ্বারা যাগ করিবেন। এইরূপ বিধি-শ্রুতির অব্যবহিত পূর্বেই অর্থবাদ শ্রুত হইয়াছে "প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ।" এই বাক্যের যথাশ্রুতার্থ অসম্ভব ; কারণ কেহ নিজের বপা উচ্ছিন্ন করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারেন না, যেহেতু তিনি স্বীয় বপা উচ্ছেদের পর জীবিত না থাকায় যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না। বিশেষতঃ যাগাদিকর্মে মনুষ্যজাতিরই অধিকার, প্রজাপতি দেবতার নহে। সুতরাং উক্ত অর্থবাদের তাৎপর্য্যার্থ এই যে তূপরযাগের মাহাত্ম্য এইরূপ যে তাহা স্বীয় বপা উচ্ছিন্ন করিয়াও অনুষ্ঠেয় ; সুতরাং বাহ্য ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া যে এই যাগ প্রজাকাম ও পশুকামের অনুষ্ঠেয়, ইহাতে আর কথা কি ! এইরূপে যাগের স্তুতিই করা হইতেছে।[৭]

একই কারণবশতঃ অর্থবাদ কাল্পনিক বিষয়ের বর্ণনা দ্বারাও বিধেয়ের স্তুতি বা নিন্দা করিতে সমর্থ। যেমন, "জরদ্গবো গায়তি মদ্রকানি" ইত্যাদি উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় শ্রুতিমধ্যে বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় "বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত" অর্থাৎ বনস্পতিসমূহ সত্রযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, "সর্পাঃ সত্রমাসত" অর্থাৎ সর্পগণ সত্রযাগ করিয়াছিল, "গাবো বা এতৎ সত্রমাসত" অর্থাৎ গোসমূহও এই সত্রযাগ করিয়াছিল ইত্যাদি। বস্তুতঃ বনস্পতি অচেতন[৮] হওয়ায় এবং সর্প ও গো চেতন হইলেও যাগাদিবিষয়কবিদ্যারহিত

৫ তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।১৮ পৃঃ ৩২ = পৃঃ ১২৮, "যথৈব বাঙ্মনসয়োর্নিন্দা হিরণ্যস্তুত্যর্থা তথা শুদ্ধপৃথিবীনিষেধঃ প্রক্ৰিয়াবর্থবাদঃ স্যাদিত্যেবং হিরণ্যনিধানস্তুত্যর্থঃ, ন প্রতিষেধমাত্রফলঃ। 'নান্তরিক্ষে ন দিবি' ইত্যৌচিত্যেন শুদ্ধপৃথিবীনিষেধসমর্থনায়ৈব যথা অন্তরিক্ষে দিবি বা চয়নং ন প্রসিদ্ধং, তথা হিরণ্যরহিতায়াং পৃথিব্যামিতি স্তবনম্।"

৬ সায়ণাচার্য্যকৃত ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ২৯, " 'হিরণ্যং হস্তে ভবতি অথ গৃভ্ণাতি' ইত্যেতং বিধিং স্তোতুময়মর্থবাদ উচ্যতে। যথা লোকে 'কিমৃষিণা দেবদত্ত এব পূজয়িতব্যঃ' ইত্যত্র দেবদত্তপূজাং স্তোতুমেব ঔদাসীন্যমৃষৌ উপন্যস্যতে, ন তু পূজ্যত্বমৃষের্বারয়িতুম্, এবমত্রাপি হস্তে হিরণ্যগ্রহণং প্রশংসিতুং মনসঃ স্তেনরূপত্বং বাচোঽনৃতবাদিত্বং চ উপন্যস্যতে। তত্র গুণবাদেন শব্দার্থো যোজনীয়ঃ। যথা স্তেনাঃ প্রচ্ছন্নরূপাঃ, এবং মনোঽপীতি প্রচ্ছন্নরূপত্বমত্র গুণঃ। প্রায়েণ বাক্ অনৃতং বক্তি ইতি প্রায়িকত্বং তত্র গুণঃ। হস্তস্তু ন প্রচ্ছন্নো নাপি অনৃতবহুলঃ। অতো হস্তে হিরণ্যধারণং প্রশস্তমিতি স্তূয়তে।" "গৃহ্ণাতি" স্থলে "গৃভ্ণাতি" বৈদিক প্রয়োগ।

৭ তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।১০ পৃঃ ২৫ = পৃঃ ১০২, "স্বাত্মবপোৎকর্ত্তনেনাপি বিশিষ্ট-প্রয়োজনার্থং কর্মাণি ক্রিয়ন্তে, কিমুত বাহ্যধনত্যাগেনেতি স্তুতিঃ। যথা নেত্রমপ্যুদ্ধৃত্যায়ং দদাতীতি লোকেঽপি ত্যাগিনং স্তুবন্তীতি।" শাবরভাষ্যে ও তন্ত্রবার্ত্তিকে এই অর্থবাদবাক্যের একাধিক ব্যাখ্যা বিদ্যমান। বাহুল্যভয়ে সে সমস্তই পরিত্যক্ত হইল। অনুসন্ধিৎসু তন্ত্রবার্ত্তিকের "মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপ্রামাণ্যাৎ সৃষ্টিপ্রলয়াবিষ্যেতে" ইত্যাদি সন্দর্ভ (ঐ পৃঃ ২৭ = পৃঃ ১০২-৩) ও উহার উপর ন্যায়সুধা (ঐ পৃঃ ১০৮) অবশ্য দেখিবেন।

৮ এইস্থলে "অচেতন" পদের অর্থ চৈতন্যের অভাব নহে। বস্তুতঃ বৃক্ষাদির চৈতন্য প্রচ্ছন্ন বলিয়া তাহারা অন্তঃসংজ্ঞ। মনুসংহিতা ১।৪৯, "তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা। অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥" "সংজ্ঞা" শব্দের নাম অর্থের ন্যায় চেতনা অর্থও প্রসিদ্ধ; অমরকোষ, নানার্থবর্গ ১০৫, "সংজ্ঞা স্যাচ্চেতনা নাম হস্তাদ্যৈশ্চার্থসূচনা ॥"

বলিয়া তাহাদের যাগানুষ্ঠান নিতান্তই কাল্পনিক। ইহাতে ভাট্টসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে যেহেতু অর্থবাদ স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য সেইজন্য ঐ বাক্যসমূহের যথাশ্রুতার্থ গৃহীত না হওয়ায় উহারা জরদ্গবাদি বাক্যের ন্যায় উন্মত্তপ্রলাপ নহে। বিধেয়ের স্তুতি বা নিন্দাই উহাদের তাৎপর্য্যার্থ। অচেতন বনস্পতি ও বিদ্যাবিহীন সর্পাদি যদি সত্রযাগ করিতে পারে, তবে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে আর কথা কি ! অর্থাৎ ইহা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকেও এইরূপ সুহৃদুপদেশ দৃষ্ট হয়, "সন্ধ্যাকালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকবিহীন মৃগও স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে না, সুতরাং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যে উহা করিবেন না, তাহাতে আর অধিক বক্তব্য কি থাকিতে পারে !" অতএব অবিগীতশিষ্ট অধ্যেতৃ-পরম্পরা অবগত অত্যন্ত সুহৃদুপদেশতুল্য সর্বথা অনাশঙ্কিতদোষলেশবেদ কিরূপে উন্মত্তবালসদৃশবাক্য বলিতে পারেন ! সুতরাং জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্য বিধায়ক বলিয়া অনুষ্ঠানেই তাহার তাৎপর্য্য, বনস্পত্যাদিসত্রবাক্য অর্থবাদ হওয়ায় বিধেয়-প্রশংসাতেই তাহার তাৎপর্য্য।[৯]

আপত্তি হইবে, "ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত" (তৈত্তিঃ সং ৭।২।২।১ /৬।১।১০।২ প্রবাহণের পুত্র ববর কামনা করিয়াছিলেন), "কুসুরুবিন্দ ঔদ্দালকিরকাময়ত" (তৈত্তিঃ সং ৭।২।২।১ উদ্দালকের পুত্র কুসুরুবিন্দ কামনা করিয়াছিলেন) ইত্যাদি অর্থবাদ জননমরণশীল পুরুষ-বিষয়ক হওয়ায় অনিত্যসংযোগবশতঃ (মীঃ সূঃ ১।২।৬ ও ১।১।২৮) অপ্রমাণ। অনুরূপভাবে শ্রুতিমধ্যে "কাঠক", "কালাপক", "পৈপ্পলাদ" ইত্যাদি বেদশাখার যে-সমস্ত নাম বা সমাখ্যা (যে শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থমাত্র প্রকাশ করে) আছে, তাহাদের দ্বারাও বুঝা যায় যে ঐ সমস্ত শাখা কঠ, পিপ্পলাদ প্রভৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত ; কারণ "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে" এই পাণিনিসূত্রের দ্বারা জানা যায় যে যে-গ্রন্থ কঠ নামক পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত বা রচিত, সেই গ্রন্থের নাম কাঠক। সুতরাং বেদের কর্ত্তা থাকায় উহা অপ্রমাণ বলিয়া "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ" নহে।[১০]

মীমাংসা সম্প্রদায়ের উত্তর এই, প্রবাহণরূপ পুরুষই অসিদ্ধ হওয়ায় প্রবাহণের পুত্র প্রাবাহণি এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হইবে না। "প্রাবাহণি" পদের অর্থ যাহা প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল এবং "ববর" পদ শব্দানুকৃতি অর্থাৎ ববরধ্বনিমাত্র ব্যক্ত করিতেছে। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ—ববরধ্বনিবিশিষ্ট প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল বায়ু।[১১] অপত্যার্থ প্রত্যয়নিষ্পন্ন "প্রাবাহণি" রূপ পৌরুষেয় পদের সহিত শ্রৌত "প্রাবাহণি" পদের সাদৃশ্যই পূর্বপক্ষীর প্রমাদের কারণ।[১২]

"কাঠক" প্রভৃতি পদনিষ্পত্তিবিষয়ে ভাট্ট সম্প্রদায়ের কথা এই যে "তেন নির্বৃত্তম্" এই পাণিনিসূত্র (পাঃ সূঃ ৪।২।৬৮) অনুসারে যেমন "কাঠক" পদ নিষ্পন্ন হয় (কঠেন নির্বৃত্তঃকৃতঃ গ্রন্থঃ কাঠকম্), সেইরূপভাবে "তেন প্রোক্তম্" সূত্রানুসারেও (পাঃ সূঃ ৪।৩।১০১) "কাঠক" পদ নিষ্পন্ন হয় (কঠেন প্রোক্তম্ প্রকর্ষেণ উক্তম্ অধীতম্ কাঠকম্)। সুতরাং বৈদিক সমাখ্যা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করে না, যেহেতু অন্যথা উপপত্তি অর্থাপত্তি প্রমাণের বাধক।[১৩] সমাখ্যাবলে

৯ জরদ্গবাদিবাক্যের আলোচনার জন্য অধ্যায়ান্তে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১০ মীঃ সূঃ ১।১।২৭-২৮ পৃঃ ৪০-১ = পৃঃ ১০০-১ শাবরভাষ্য ও প্রভাটীকা দ্রষ্টব্য। বেদের অপ্রামাণ্য বেদাপৌরুষেয়ত্বাধিকরণের এই দুইটি সূত্রে বিশদভাবে আলোচিত হইলেও পুনরায় অর্থবাদাধিকরণে (মীঃ সূঃ ১।২।৬) আলোচিত হইয়াছে।

১১ মীঃ সূঃ ১।১।৩১ "পরং তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্।" শাবরভাষ্য ঐ পৃঃ ৪১ = পৃঃ ১০৩, "প্রবাহণস্য পুরুষস্যাসিদ্ধত্বান্ন প্রবাহণস্যাপত্যং প্রাবাহণিঃ। প্র-শব্দ প্রকর্ষে সিদ্ধো বহতিশ্চ প্রাপণে। ন ত্বস্য সমুদায়ঃ ক্বচিৎ সিদ্ধঃ। ইকারস্তু যথৈবাপত্যে সিদ্ধস্তথা ক্রিয়ায়ামপি কর্ত্তরি। তস্মাৎ যঃ প্রবাহয়তি স প্রাবাহণিঃ। 'ববরঃ' ইতি শব্দানুকৃতিঃ। তেন যো নিত্যার্থস্তমেবৈতৌ শব্দৌ বদিষ্যতঃ।" প্রভাটীকা দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০২-৩। সায়ণাচার্য্যকৃত ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ৩২ " 'ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত' ইত্যত্রাপি ববরনামকঃ কশ্চিদনিত্যঃ পুরুষো মনুষ্যো ন বিবক্ষিতঃ, কিন্তু ববরধ্বনিযুক্তঃ প্রকর্ষেণ বহনশীলো বায়ুর্ব্যবহারদশায়াং নিত্য এব অর্থো বিবক্ষিতঃ।"

১২ মীঃ সূঃ ১।১।৩১, "পরং তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্।" প্রভাটীকা ঐ পৃঃ ১০৩, "সূত্রস্যায়মর্থঃ। পরং তু —'অনিত্যদর্শনাৎ' ইতি (মীঃ সূঃ ১।১।২৮) যদপরং কারণমুক্তং তৎ শ্রুতিসামান্যমাত্রম্। শ্রুতেঃ শব্দস্যেবাত্র সাম্যমাত্রং, ন তু প্রবাহণস্যাপত্যং প্রাবাহণিরিত্যাদ্যর্থকত্বম্। কিন্তু ভাষ্যকারোক্তরীত্যা প্রকর্ষেণ বহনক্রিয়াকর্ত্তৃপরত্বম্।"

১৩ শ্লোঃ বাঃ ১।১।৮ম অধিঃ "বেদনিত্যতাধিকরণম্" শ্লোঃ ৪ পৃঃ ৯৫১, "অন্যথাপ্যুপপন্নত্বাদিয়ংপ্রবচনাদিনা শক্তা

বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনে আগ্রহী পূর্বপক্ষীকে ভট্ট কুমারিল প্রশ্ন করিয়াছেন, এই সমাখ্যা কি অপৌরুষেয় অথবা পৌরুষেয় ? যদি অপৌরুষেয় হয়, তবে অপৌরুষেয় সমাখ্যাবলে বেদের পৌরুষেয়ত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যাহত বা ব্যাঘাতদোষযুক্ত। আর যদি পৌরুষেয় হয় তবে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত না হওয়ায় (কারণ পুরুষের আপ্তত্বে প্রমাণ না থাকায় পুরুষরচিত বাক্য অনিশ্চিত) উহার দ্বারা বেদের অনিত্যত্ব স্থাপন প্রচেষ্টা বৃথা।[১৪]

বস্তুতঃ ঔৎপত্তিকসূত্রে (মীঃ সূঃ ১।১।৫ "ধর্মে বেদপ্রামাণ্যাধিকরণম্") শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ যে নিত্য, শব্দনিত্যতাধিকরণে (মীঃ সূঃ ১।১।৬-২৩) শব্দের নিত্যত্ব এবং বাক্যাধিকরণে (মীঃ সূঃ ১।১।২৪-২৬ "বেদস্যার্থপ্রত্যায়কতাধিকরণম্") বাক্য-বাক্যার্থের সম্বন্ধ বিচার করিয়া ভাট্ট সম্প্রদায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে বেদ কোন একজন বা একাধিক পুরুষকর্তৃক রচিত নহে। সুতরাং বেদান্তর্গত সমাখ্যাও অপৌরুষেয়। অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে বেদে যে কীকট প্রভৃতি দেশের কথা আছে তাহার দ্বারাও বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ ঐ সমস্ত নামও নিত্য ; যেমন বর্ত্তমানে কাহারও কৃষ্ণ বা বিষ্ণু নাম থাকিলেও ঐ সমস্ত নাম পৌরুষেয় হইয়া যায় না।

শুধু তাহাই নহে, নিত্য "কঠ" প্রভৃতি পদের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত যে কঠত্বাদি জাতি, তাহাও নিত্য এবং উহা ব্রাহ্মণের অবান্তর জাতি যাহা পৈপ্পলাদ প্রভৃতি হইতে কঠকে পৃথক্ করিতেছে। কিন্তু অনিত্য পদ নিত্য-প্রবৃত্তির নিমিত্ত হইতে পারে না বলিয়া কঠ প্রভৃতি পদও নিত্য। সুতরাং "অন্যথাপি উপপত্তিঃ" বলা অপেক্ষা "অন্যথৈব উপপত্তিঃ" হওয়ায় সমাখ্যাবলে বেদের পৌরুষেয়ত্ব তথা অনিত্যত্ব স্থাপিত হয় না।[১৫]

উপরি প্রদত্ত যুক্তিসমূহের দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে বেদের মধ্যে যে-সমস্ত কাহিনী বা বৃত্তান্ত রহিয়াছে তাহাদেরও যথাশ্রুতার্থে তাৎপর্য্য নাই, কারণ বেদ ইতিহাস নহে যাহাতে তাহার মধ্যে ইতিবৃত্ত বা পূর্ববৃত্তান্ত থাকিবে। সুতরাং যে-সমস্ত পণ্ডিতম্মন্য বেদমধ্যে যম-যমী সংবাদ প্রভৃতি দেখিয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সন্ধান করেন ; যাঁহারা গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা ইত্যাদি নাম দেখিয়া প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকের বেদাধিকার স্থাপনে সচেষ্ট, যাঁহারা জাবালসত্যকাম বিষয়ক কাহিনীর ব্যাকরণ অসিদ্ধ কদর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কাব্যাদি রচনা করেন, মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তাঁহাদের নিতান্তই নিরাশ হইতে হইবে এবং বৃত্তিচ্যুতিও অবশ্যম্ভাবী।

শুধু মীমাংসাশাস্ত্রেই নহে, ব্রহ্মসূত্রের "পারিপ্লবাধিকরণে" (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৩-২৪) বিশেষ বিচার পূর্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে উপনিষৎ সমূহে যে-সমস্ত আখ্যায়িকা আছে তাহাদের প্রয়োজন অতি সূক্ষ্ম বা দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের প্রতিপত্তিসৌকর্য্য ও বিদ্যার স্তুতি। আখ্যান হইতে কোন ইতিহাস রচনা করা যাইবে না, যেহেতু তাহাদের যথাশ্রুতার্থে তাৎপর্য্য নাই। অন্যথা স্বীকার করিতে হইবে যে নচিকেতা জীবিত অবস্থায় যমপুরীতে গমন করিয়াছিলেন এবং যমরাষ্ট্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনও করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ জীবিত অবস্থায় যমরাষ্ট্রে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে—(ব্রঃ সূঃ ৩।২।১০ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭০৬), "ন হি যমং গতো যমরাষ্ট্রাৎ প্রত্যাগচ্ছতি।" আচার্য্যপাদ তাঁহার পারিপ্লবাধিকরণভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে উপনিষদে বর্ণিত আখ্যানসমূহের বিদ্যাস্তুতি ও প্রতিপত্তিসৌকর্য্য ভিন্ন অন্য তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে উপনিষদে উপদিষ্ট বিদ্যা যাগাদিকর্মের অঙ্গ হইয়া অপ্রধান হইয়া যাইবে, ফলে উপনিষৎ সমূহের

কর্তৃমূলায় প্রোক্তে চ স্মরণং স্থিতম্ ॥" ন্যায়রত্নাকর ঐ পৃঃ ৯৫২, "ন হি কৃতে গ্রন্থে ইত্যেতদেব স্মরণং, তেন প্রোক্তমিত্যেতদপি স্মরণমস্তীতি।" "স্মরণম্" পদে ব্যাকরণ সূত্রবিশেষের স্মরণ বুঝিতে হইবে।

১৪ শ্লোঃ বাঃ ১।১।৮ম তথিঃ "বেদনিত্যতাধিকরণম্" শ্লোঃ ১১ পৃঃ ৯৫৪, "যদি চাপৌরুষেয়েষা নানিত্যপ্রতিপাদিনী। পৌরুষেয্যাস্তু সত্যত্বং কথমধ্যবসীয়তে ॥" ন্যায়রত্নাকর ঐ, "কিঞ্চ ইয়মপি সমাখ্যা নিত্যা বা পৌরুষেয়ী বা। নিত্যা ন তাবৎ পুরুষনিমিত্তা ভবিতুমর্হতি। পৌরুষেয়ী তু তৎ প্রণেতুরাপ্তত্বে প্রমাণাভাবাৎ অসত্যা কথং বেদস্য পৌরুষেয়তাং সাধয়তি।"

১৫ শ্লোঃ বাঃ ঐ শ্লোঃ ১২ পৃঃ ৯৫৪, "নিত্যমেব নিমিত্তং বা কঠত্বং জাতিরস্তি নঃ। কাঠকাদিপ্রবৃত্ত্যর্থং ব্যাবৃত্তং চরণান্তরাৎ ॥" ন্যায়রত্নাকর ঐ, "যদ্বা, নেয়মাদিমৎ পুরুষনিমিত্তা কঠাদিসমাখ্যা, কিন্তু নিত্যৈব ব্রাহ্মণাবান্তরজাতিঃ কঠত্বং নামতজ্জাতীয়ৈঃ প্রোচ্যমানেয়ং শাখা তন্নিমিত্তয়া নিত্যয়ৈব সমাখ্যয়া অভিধীয়তে। অতো নানয়া শাখামনিত্যত্বাপত্তিঃ।"

বিদ্যা-প্রাধান্য (অর্থাৎ বিদ্যাই যে উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা) লোপ পাইবে।[১৬] এই সমস্ত কারণে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এই যে উপনিষৎসমূহে "যাজ্ঞবল্ক্যের কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী নামক দুই স্ত্রী" ইত্যাদি যে-সমস্ত কাহিনী বিদ্যমান তাঁহাদের দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য অথবা তাঁহার দুই স্ত্রী অথবা যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী কথোপকথন ইত্যাদির সত্যত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ বেদ ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিতেছেন না। আখ্যায়িকার মাধ্যমে দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মবিদ্যা বুঝিতে সুবিধা হইবে অর্থাৎ প্রতিপত্তি (বোঝা) যাহাতে সুকর হয় তাহার জন্যই কাহিনীর অবতারণা। আখ্যায়িকা-বিবর্জিত মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষৎ সমূহের প্রতিপত্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং উহা অত্যুত্তম অধিকারীর জন্য। সুতরাং 'স আত্মনো বপামুদখিদৎ" ইত্যাদি কর্মশ্রুতিগত আখ্যানসমূহ যেমন "প্রাজাপত্যমজং তূপরমালভেত" ইত্যাদি সন্নিহিত বিধির সহিত পদৈকবাক্যতা লাভপূর্বক বিধির অঙ্গ হইয়া বিধেয়ের স্তুতি করে, সেইরূপ উপনিষদ্‌গত "অথ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্যে বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ" (বৃহঃ উপঃ ৪।৫।১) ইত্যাদি উপনিষদ্‌গত আখ্যানসমূহও "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃহঃ উপঃ ৪।৫।৬) ইত্যাদি ঔপনিষদ্‌বিদ্যার সহিত পদৈকবাক্যতা লাভ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিই করিয়া থাকে।[১৭] জাবাল-সত্যকাম ইত্যাদি কাহিনী সম্বন্ধেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে। এই পারিপ্লবাধিকরণন্যায় অনুসারেই আচার্য্যপাদ তাঁহার উপনিষদ্‌ভাষ্যসমূহে উপাখ্যানস্থলে সর্বত্র আখ্যানসমূহ বিদ্যাস্তুতিপর ও প্রতিপত্তি-সৌকর্য্যপররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৬ পূর্বপক্ষিমতে উপনিষৎ-পঠিত আখ্যানসমূহ পারিপ্লবার্থ অর্থাৎ পারিপ্লবপ্রয়োগের নিমিত্ত। শ্রুতিমধ্যে বিহিত হইয়াছে যে অশ্বমেধযজ্ঞকালে রাজা পুত্র, অমাত্য, ঋত্বিক্ প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া "শস্ত্র" নামক ঋক্ মন্ত্রসমূহ শ্রবণ করিবেন। অশ্বমেধযাগের রাত্রিকালে হোতা (বা অধ্বর্য্যু) প্রথম দিনে "মনুঃ বৈবস্বতো রাজা", দ্বিতীয় দিনে "যমঃ বৈবস্বতো রাজা" ইত্যাদি যে-সমস্ত আখ্যান শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তাহাই "শস্ত্র" নামক ঋক্ মন্ত্রাত্মক পারিপ্লব। এক্ষণে উপনিষৎসমূহে শ্রুত আখ্যায়িকাসমূহও যদি পারিপ্লবের নিমিত্ত হয়, তবে ঔপনিষৎ বিদ্যাসমূহও মন্ত্রের ন্যায় কর্মের অঙ্গ হইয়া স্বর্গাদিফলক হইবে, কিন্তু স্বতন্ত্র মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইবে না। এই তাৎপর্য্যেই পূর্বপক্ষসমর্থনে আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৩।৪।২৩ পৃঃ ৮৯৫-৯৬) "পারিপ্লবার্থা ইমা আখ্যানশ্রুতয়ঃ আখ্যানসামান্যাৎ আখ্যানপ্রয়োগস্য চ পারিপ্লবে চোদিতত্বাৎ। ততশ্চ বিদ্যাপ্রধানত্বং বেদান্তানাং ন স্যাৎ মন্ত্রবৎ প্রয়োগশেষত্বাৎ ইতি চেৎ—।" উপনিষৎসমূহে ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন প্রাণশ্রেষ্ঠ্যবিদ্যা (বৃহঃ উপঃ ১।৫।২১) ইত্যাদি বহুপ্রকার অব্রহ্মবিদ্যাও (অপরব্রহ্মবিদ্যা বা হিরণ্যগর্ভবিদ্যা) উপদিষ্ট হওয়ায় বহুবচন প্রয়োগ করিয়া "বিদ্যাসমূহ" বলা হইয়াছে। অবশ্য নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাতেই উপনিষৎসমূহের চরম তাৎপর্য্য।

১৭ ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৪, "তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ।" ঐ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৯৬, "অসতি চ পারিপ্লবার্থত্বে আখ্যানানাং সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপাদনোপযোগিতৈব ন্যায্যা, একবাক্যতোপবন্ধাৎ। তথা হি, তত্র তত্র সন্নিহিতাভির্বিদ্যাভিরেকবাক্যতা দৃশ্যতে প্ররোচনোপযোগাৎ প্রতিপত্তি-সৌকর্য্যোপযোগাচ্চ। মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে তাবৎ 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদ্যয়া বিদ্যয়া একবাক্যতা দৃশ্যতে।...যথা 'স আত্মনো বপামুদখিদৎ' ইত্যেবমাদীনাং কর্মশ্রুতিগতানামাখ্যানানাং সন্নিহিতবিধিস্তুত্যর্থতা, তদ্বৎ।" ভামতী ঐ, "তথা চ উপনিষদাখ্যানানাং বিদ্যাসন্নিধিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিধ্যেকবাক্যতাং 'সোঽরোদীৎ' ইত্যাদীনামিব বিদ্যৈকবাক্যত্বং গময়তীতি সিদ্ধম্। প্রতিপত্তিসৌকর্য্যাচ্চেত্যুপাখ্যানেন হি বালা অপি অবধীয়ন্তে যথা তন্ত্রোপাখ্যায়িকয়েতি।" ভাষ্যের "প্ররোচন" পদের অর্থ প্রীতি বা অনুরাগজনন এবং ইহাই স্তুতির কার্য্য। ভামতীর "তন্ত্রোপাখ্যায়িকা" পদের দ্বারা পঞ্চতন্ত্রাদি কথাপর গ্রন্থ বিবক্ষিত।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অর্থবাদবিভাগ ও অর্থবাদব্যাখ্যা নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত

নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

জরদ্গবাদিবাক্যের আলোচনা

জরদ্গবাদিবাক্যের আলোচনা মীমাংসাদর্শনের অর্থবাদাধিকরণে না থাকিলেও প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের চরম অধিকরণের ("বেদাপৌরুষেয়তাধিকরণম্" মীঃ সূঃ ১।১।২৭-৩২) শেষ সূত্রের (মীঃ সূঃ ১।২।৩২ "কৃতে বা বিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্মণঃ সম্বন্ধাৎ") উপর শাবরভাষ্যে ও তাহার প্রভা টীকায় এইরূপ বিচার আছে।

পরিপূর্ণ জরদ্গববাক্য এইরূপ—"জরদ্গবঃ কম্বলপাদুকাভ্যাং দ্বারি স্থিতো গায়তি মদ্রকানি ("মত্তকানি" শাবরভাষ্যোদ্ধৃত পাঠ)। তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকামা রাজন্ রুমায়াং লশুনস্য কোঽর্ঘঃ।।" "জরৎ" শব্দের অর্থ বৃদ্ধ ; সুতরাং "জরদ্গব" পদের অর্থ বৃদ্ধগো এবং উহা পুংলিঙ্গ পদ। মদ্রক গানবিশেষ। "রুমা" পদের অর্থ সমুদ্র। প্রতিটি শব্দের অর্থ থাকিলেও পদসমূহ পরস্পর অসম্বদ্ধ হওয়ায় "জরদ্গবা"দি বাক্য প্রলাপবাক্যের অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন দৃষ্টান্ত। এইজন্য পূর্বপক্ষস্থাপন করিতে শবরস্বামী বলিয়াছেন (শাবরভাষ্য ১।১।৩২ পৃঃ ৪২ = পৃঃ ১০৩), "অথ কথমবগম্যতে নায়মুন্মত্তবালবাক্যসদৃশ ইতি। তথাহি পশ্যামঃ 'বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত', 'সর্পাঃ সত্রমাসত' ইতি। যথা 'জরদ্গবো গায়তি মত্তকানি' কথং নাম জরদ্গবো গায়েৎ, কথং বা বনস্পতয়ঃ সর্পা বা সত্রমাসীরন্নিতি।"

পূর্বোদ্ধৃত "কৃতে বা" ইত্যাদি মীমাংসাসূত্রের (১।১।৩২) ব্যাখ্যা এইরূপ। "কৃত" পদে ভাবে ক্ত হওয়ায় উহার অর্থ কর্ম। "কৃতে" অর্থাৎ সত্রাদিরূপে কর্মণি। "বিনিয়োগঃ" অর্থাৎ "বনস্পতয়ঃ" ইত্যাদির প্রশংসাদ্বারা বিনিয়োগ বা অন্বয়। কিরূপে বিনিয়োগ বা অন্বয় হইবে? তাহারই উত্তর "কর্মণঃ সম্বন্ধাৎ" অর্থাৎ "সত্রাদেঃ কর্মণঃ প্রশংসাসাপেক্ষস্য সন্নিধিপঠিতত্বরূপসম্বন্ধসত্ত্বাৎ।" সায়ণাচার্য্য "কর্মণঃ সমত্বাৎ" গ্রহণ করিয়া সূত্র যোজনা করিয়াছেন (ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ৩৪)

প্রভাটীকায় যে "সুহৃদুপদেশতুল্য" পদ আছে (প্রভা ঐ পৃঃ ১০৪) উহার আশয় এইরূপ। "বন্ধু" ("অত্যাগসহনো বন্ধুঃ"), "মিত্র" ("একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রম্") বা "সখা" ("সমপ্রাণঃ সখা মতঃ") পদ প্রয়োগ না করিয়া "সুহৃৎ" পদ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যুপকার অনপেক্ষ উপকারকর্ত্তাকেই সুহৃৎ বলে (গীতা ৫।২৯ ও ৬।৯ শাঃ ভাঃ পৃঃ ২৮০-৮১ ও পৃঃ ২৯৩)। "উপদেশ" পদ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এইরূপ। আজ্ঞা, অধ্যেষণা (প্রার্থনা) ও উপদেশ এই তিনটিই শ্রোতৃ পুরুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির জনক হইলেও আজ্ঞা আজ্ঞাপয়িতার ও প্রার্থনা প্রার্থয়িতার প্রয়োজন নিষ্পত্তির জন্যই শ্রোতৃ পুরুষকে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করে ; কিন্তু উপদেশ নিয়োজ্য পুরুষেরই প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রোতৃ পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জনক হইয়া থাকে, উপদেশকর্ত্তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। অনুজ্ঞা অপ্রবৃত্ত পুরুষের প্রবর্ত্তকই হয় না, প্রবৃত্ত পুরুষের প্রবৃত্তির অনুমোদনই করে। এই তাৎপর্য্যেই মহর্ষি জৈমিনি বিধি বা প্রবর্ত্তনাকে আজ্ঞা, প্রার্থনা বা অনুজ্ঞা না বলিয়া উপদেশ বলিয়াছেন (মীঃ সূঃ ১।১।৫), "...তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ... ।" এই তাৎপর্য্যেই মহর্ষি গৌতম শব্দপ্রমাণের লক্ষণসূত্রে "উপদেশ" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন (ন্যাঃ সূঃ ১।১।৭), "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।" অবশ্য ন্যায় ও অদ্বৈতসম্প্রদায় উপদেশমাত্রকে বিধিস্বরূপ বলেন না (তাঃ টীঃ ১।১।৭ পৃঃ ১৭৩ = পৃঃ ৩৬৭-৬৮), "যদ্যপি বিধিরুপদেশঃ প্রবর্ত্তনমিত্যনর্থান্তরম্, যদ্যপি চায়ং নিযোজ্য-প্রয়োজনে প্রবৃত্তিনিবৃত্তী বিদধৎ আজ্ঞাধ্যেষণাভ্যামতিরিচ্যতে, তে হি নিয়োক্তৃপ্রয়োজনে প্রবৃত্তিনিবৃত্তী বিধত্তঃ, তথাপি ভূতার্থপরোপনিষদাদিশব্দব্যাপকত্বাৎ পরপ্রয়োজনবদ্বচনমাত্রবিবক্ষয়োপদেশপদং ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্যপি 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি বচনং কচিন্ন প্রবর্ত্তয়তি, কুতশ্চিদ্বা ন নিবর্ত্তয়তি পুরুষম্, তথাপি পুরুষশ্রেয়োঽভিধত্ত ইত্যুপদেশ ইত্যুচ্যতে।" মীমাংসাসিদ্ধান্তে উপদেশকর্ত্তা না থাকায় "সুহৃদুপদেশতুল্য" বলা হইয়াছে।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অর্থবাদবিভাগ ও অর্থবাদব্যাখ্যা নামক নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট সমাপ্ত

দশম অধ্যায়

অর্থবাদের অন্যপ্রকার বিভাগ—

অনুবাদ, গুণবাদ ও ভূতার্থবাদ

মীমাংসা সম্প্রদায় প্রকারান্তরে অর্থবাদকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—অনুবাদ, গুণবাদ ও বিদ্যমানবাদ বা ভূতার্থবাদ। অর্থবাদবাক্যের যাহা স্বার্থ বা যথাশ্রুতার্থ তাহা যদি অন্য প্রমাণের বিষয় হয়, তবে সেই অর্থবাদকে অনুবাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" (তৈত্তিঃ সং ৭।৪।১৮।২) ইত্যাদি। অগ্নি যে হিম বা শৈত্যের ঔষধস্বরূপ অর্থাৎ শৈত্য-নিবারক, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ ; সুতরাং শ্রুতিমধ্যে ঐরূপ বাক্য থাকিলেও শ্রুতি অগ্নির হিমভেষজত্বে প্রমাণ নহে। প্রমাণান্তরের দ্বারা অনুপলব্ধ বা অনধিগত বিষয়ক প্রমার জনকই প্রমাণ (তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৩ পৃঃ ৮৬ = পৃঃ ২৮৫), "ন হি হস্তিনি দৃষ্টেঽপি তৎপদেনানুমেয়াতে।"[১] অদ্বৈতসিদ্ধান্তও অনুরূপ (ভামতী ২।৩।৪৩ পৃঃ ৬২২), "অনধিগতার্থাববোধনানি প্রমাণানি, বিশেষতঃ শব্দঃ।"[২] প্রমাণান্তরসিদ্ধ অর্থ কোন প্রয়োজনবশতঃ বেদে শ্রুত হইয়াছে বলিয়া উহা নিরর্থক না হওয়ায় উক্ত শ্রৌত অনুবাদ দোষযুক্ত নহে।[৩] যেমন, "দধ্না জুহোতি" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে "জুহোতি" পদ পুনঃ শ্রুত হইলেও উহা সপ্রয়োজন হওয়ায় নির্দোষ, সেইরূপ যজ্ঞাগ্নিতে শ্রদ্ধাবুদ্ধি উৎপাদন করাই "অগ্নির্হিমস্য" শ্রুতির প্রয়োজন হওয়ায় ঐরূপ পুনঃ কথন নির্দোষ।[৪]

অর্থবাদবাক্যের স্বার্থ বা যথাশ্রুতার্থ যদি প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ হয়, তবে সেই অর্থবাদকে গুণবাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা উহা অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। মানান্তরের অবিরুদ্ধই শাস্ত্রার্থ এবং এই কারণেই প্রমাণলক্ষণবাক্যে মীমাংসা-সম্প্রদায় "অবাধিত" পদ যুক্ত করিয়া থাকেন—অনধিগতা-বাধিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের করণই প্রমাণ।[৫] জ্ঞান যদি অনধিগতবিষয়ক না হইয়া

১ শ্লোকবার্তিকের উপর সুচরিতমিশ্রকৃত কাশিকা টীকা ১।১।৫ অনুমান পরিঃ, শ্লোঃ ৫৫-৫৬ পৃঃ ৪১, ৪২, "অধিকপরিচ্ছেদফলং প্রমাণং ভবতি। পরিচ্ছেদমাত্রস্য তু ফলত্বে স্মৃতাবপি প্রসঙ্গঃ। সাপি হি স্বগোচরপরিচ্ছেদাত্মিকৈব জায়তে।...ব্যবহারার্থং হ্যপ্রমিতপরিচ্ছেদায় প্রমাণমপেক্ষ্যতে ন ব্যসনেন। স চ সকৃৎপ্রমাণব্যাপারাদেব সিদ্ধঃ ইতি ন প্রমাণান্তরাপেক্ষেতি।" "পরিচ্ছেদ" শব্দের অর্থ নির্ণয়। পরবর্তী শ্লোক ও তাহার উপর কাশিকা (পৃঃ ৪২-৩) দ্রষ্টব্য।

২ ভামতী ৩।৩।২৫ পৃঃ ৭১৩, "যথাহুঃ, 'যাবদজ্ঞাতসন্দিগ্ধং জ্ঞেয়ং তাবৎ প্রমিৎস্যতে। প্রমিতে তু প্রমাতৄণাং প্রমৌৎসুক্যং বিহন্যতে॥' ইতি।" দ্রষ্টব্য ভামতী ২।১।১৪ পৃঃ ৪৫৮ ; ৩।২।২০ পৃঃ ৭১০, ৩।৩।১৫ পৃঃ ৭৬৮ ; ৩।৪।৮ পৃঃ ৮৭৩ ; ৪।৪।১ পৃঃ ১০০৫।

৩ অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত শ্রুতি কিরূপে অনিত্য প্রত্যক্ষাদিগম্য অর্থের অনুবাদ (পশ্চাৎ কথন) করিবেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে ভামতীকার বলিয়াছেন (ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩), "যত্র তু প্রমাণান্তরসংবাদঃ তত্র প্রমাণান্তরাৎ ইব অর্থবাদাদপি সোঽর্থঃ প্রসিধ্যতি, দ্বয়োঃ পরস্পরানপেক্ষয়োঃ প্রত্যক্ষানুমানয়োঃ ইব একত্রার্থে প্রবৃত্তেঃ। প্রমাত্রপেক্ষয়া তু অনুবাদকত্বম্। প্রমাতা হি অব্যুৎপন্নঃ প্রথমং যথা প্রত্যক্ষাদিভ্যঃ অর্থমবগচ্ছতি, ন তথাম্নায়তঃ তত্র ব্যুৎপত্ত্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ, ন তু প্রমাণাপেক্ষয়া [অনুবাদকত্বম্], দ্বয়োঃ স্বার্থে অনপেক্ষত্বাৎ।" পদ-পদার্থসম্বন্ধজ্ঞানরহিত ব্যক্তিই অব্যুৎপন্ন। অব্যুৎপন্ন ব্যক্তি প্রথমে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে এবং পরে বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদের মধ্যেও ঐরূপ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া থাকে। ফলে প্রমাতৃদৃষ্টিতে ঐরূপ অর্থ বেদমধ্যে অনূদিত বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু প্রমাণকে অপেক্ষা করিয়া ঐরূপ বিষয় অনূদিত নহে ; কারণ অনিত্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রবৃত্তির পূর্বেই নিত্যশব্দরাশিরূপ বেদ ঐরূপ বিষয় স্থাপন করিয়াছেন। কল্পতরু ঐ পৃঃ ৩৪৩ দ্রষ্টব্য।

৪ ন্যায়সূত্রভাষ্যাদিসম্মত পুনরুক্ত ও অনুবাদবিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্য অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৫ বেদান্ত-পরিভাষাদি গ্রন্থে, এমন কি ভামতীর মধ্যেও (ভামতী ২।১।১৪ পৃঃ ৪৫৮, "অবাধিতানধিগতাসন্দিগ্ধবিজ্ঞানসাধনং প্রমাণমিতি প্রমাণসামান্যলক্ষণোপপত্ত্যা প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণতামশ্নুবতে") অবাধিতত্বঘটিত প্রমাণলক্ষণ থাকিলেও প্রকৃত অদ্বৈতদৃষ্টিতে যে শুধু "অবাধিত" ও "অসন্দিগ্ধ" পদ দুইটির প্রয়োজন নাই, তাহা নহে ; প্রমাণ-লক্ষণবাক্যে উক্ত পদদ্বয়ের উপস্থিতিতে অপসিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা। বেদান্ত-পরিভাষার ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইহা আলোচিত হইবে।

প্রমাণান্তরসিদ্ধার্থবিষয়ক হয় তবে সেই জ্ঞানে যেমন অনুবাদত্বলক্ষণ অপ্রামাণ্য থাকে, সেইরূপ বলবত্তর প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানের উৎপত্তিই সম্ভব নহে বলিয়া অনুৎপত্তিলক্ষণ বা উৎপত্তিনিরোধলক্ষণ অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ হয় (ভামতী, অধ্যাসভাষ্য পৃঃ ৯ ; ন্যায়রত্নাকর, অনুমান পরিঃ, শ্লোঃ ৫৮ পৃঃ ৩৬৪)। শ্লোকবার্তিকের "অসন্নিকৃষ্টবাচা চ দ্বয়মত্র জিহাসিতম্॥ তাদ্রূপ্যেণ পরিচ্ছিত্তিস্তদ্বিপর্য্যয়তোঽপি চ ।" ইত্যাদি শ্লোকে (শ্লোঃ বাঃ ১।১।৫ অনুমান পরিঃ শ্লোঃ ৫৫-৫৬ পৃঃ ৩৬২) এবং তাহার উম্বেককৃত তাৎপর্য্যটীকায় (পৃঃ ৩১৮), ন্যায়রত্নাকরে (পৃঃ ৩৬২-৬৩), সর্বোপরি লঘুচন্দ্রিকায় (১ম পরিঃ "অদ্বৈতশ্রুতের্বাধোদ্ধারপ্রকরণম্" পৃঃ ৫১৫-১৬) প্রকৃত আশয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরবিরোধে অর্থবাদবাক্যের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্যার্থ কল্পনা করিতে হইবে ; যেমন, "আদিত্যো যূপো ভবতি" (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২।১।৫।২)। আকাশস্থ আদিত্য পশুবন্ধনার্থ স্তম্ভবিশেষ (অর্থাৎ যূপ) হইতে পারে না, কারণ জ্যেষ্ঠ ও উপজীব্য বলিয়া প্রবলতর প্রত্যক্ষবিরোধে উক্ত শ্রুতি তাহার যথাশ্রুতার্থ উৎপন্নই করিতে পারে না। বিশেষতঃ, প্রমাতৃ-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ প্রথম প্রবৃত্ত হওয়ায় অনুপসঞ্জাতবিরোধী ; শ্রুতি নিত্য হইলেও পুরুষের নিকট বিলম্বে প্রবৃত্ত হওয়ায় উপসঞ্জাতবিরোধী এবং অনুপসঞ্জাতবিরোধী ও উপসঞ্জাতবিরোধীর মধ্যে অনুপসঞ্জাতবিরোধীই প্রবল। এইজন্য ভাট্ট সিদ্ধান্ত এই যে যূপকে ঘৃতাদিসহযোগে উজ্জ্বল করিলে তাহার সহিত আদিত্যের সারূপ্য থাকায় উজ্জ্বলতারূপ গুণযোগবশতঃ গৌণ-প্রয়োগে আদিত্য ও যূপের সমানবিভক্তিকতারূপ সামানাধিকরণ্য শ্রুত হইয়াছে। যদিও সর্বত্রই সারূপ্যনিমিত্ত গৌণ-প্রয়োগ হয়, তথাপি এইস্থলে সারূপ্য চক্ষুর্গ্রাহ্য হওয়ায় ইহাকে বিশেষতঃ "সারূপ্য" পদে প্রকাশ করা হইয়াছে—ইহা মীমাংসাদর্শনে "সারূপ্যম্" এই সূত্রাবয়বের (মীঃ সূঃ ১।৪।২৩) শাবরভাষ্যে ও তন্ত্রবার্তিকাদিতে (পৃঃ ৩২৩ = পৃঃ ১৯২) প্রসাধিত হইয়াছে।[৬] অনুরূপভাবে "যজমানঃ প্রস্তরঃ" রূপ শ্রুতিও প্রমাণান্তরবিরোধে গুণবাদ, কারণ চেতন যজমান অচেতন প্রস্তর (দর্ভমুষ্টি) হইতে পারে না। যজমান যেমন যাগসম্পাদন করেন সেইরূপ প্রস্তরও স্রুক্‌ধারণ প্রভৃতির দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করে বলিয়া গুণবৃত্তি অনুসারে প্রস্তরকে "যজমান" পদের দ্বারা প্রশংসা করা হইতেছে।[৭] যেমন "সিংহো দেবদত্তঃ" ইত্যাদি স্থলে সিংহগত শৌর্য্য, বীর্য্য, ক্রৌর্য্য প্রভৃতি গুণযোগবশতঃ ঐরূপ সামানাধিকরণ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। উপরি উদ্ধৃত মীমাংসাসূত্রের (১।৪।২৩) "তৎসিদ্ধিঃ" এই সূত্রাবয়বের শাবরভাষ্যে ও তন্ত্রবার্তিকাদিতে (পৃঃ ৩১৩- = পৃঃ ১৮৪-, "যজমানশব্দস্য প্রস্তরাদিস্তুত্যর্থতাধিকরণম্") এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার আছে। উহার সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ।

"যজমানঃ প্রস্তরঃ" (তৈত্তিঃ সং ২।৬।৫ ; ৬।২।৮) এইরূপ শ্রুতি কি বিধিবাক্য? অথবা অর্থবাদ?—এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে উক্ত শ্রুতি বিধিবাক্য, কারণ যজমানের প্রস্তরত্ব প্রমাণান্তরের দ্বারা অধিগত না হওয়ায় উক্ত বাক্য হইতে অপূর্বার্থ বা অনধিগতার্থ লাভ হইয়া

৬ মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ২৩তম সূত্র এইরূপ—"তৎসিদ্ধিজাতি-সারূপ্যপ্রশংসাভূমলিঙ্গসমবায়া ইতি গুণাশ্রয়াঃ।" অর্থাৎ—গৌণবৃত্তি বা গৌণার্থের আশ্রয় অর্থাৎ নিমিত্ত হইল ছয়টি—তৎসিদ্ধি, জাতি, সারূপ্য, প্রশংসা, ভূমা ও লিঙ্গসমবায়। শিষ্যবুদ্ধির সুবিধার্থে ভাষ্যকার ও বার্তিককার প্রতি হেতুকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া সর্বসমেত ছয়টি অধিকরণ রচনা করিয়াছেন। কোন কোন সংস্করণে প্রতি হেতুকে পৃথক্ সূত্ররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ; ইহা অনুচিত। সমগ্র সূত্রভাষ্যাদিকে তৎসিদ্ধিপেটিকা বলা হয়। এই পেটিকার অন্তর্গত "সারূপ্যম্" সূত্রাবয়ব অবলম্বনে "যূপাদিশব্দানাং যজমানস্তুত্যর্থতাধিকরণম্" রচিত হইয়াছে।

৭ ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩, "অতএব যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধার্থাঃ অর্থবাদাঃ দৃশ্যন্তে, যথা 'আদিত্যো বৈ যূপঃ', 'যজমানঃ প্রস্তরঃ' ইত্যেবমাদয়ঃ, তত্র যথা প্রমাণান্তরাবিরোধঃ, যথা চ স্তুত্যর্থতা, তদুভয়সিদ্ধ্যর্থং 'গুণবাদস্তু' (মীঃ সূঃ ১।২।১০) ইতি চ, 'তৎসিদ্ধিঃ' (মীঃ সূঃ ১।৪।২৭) ইতি চ অসূত্রয়ৎ জৈমিনিঃ। তস্মাদ্ যত্র সোঽর্থোঽর্থবাদানাং প্রমাণান্তরবিরুদ্ধঃ, তত্র গুণবাদেন প্রাশস্ত্যলক্ষণা ইতি লক্ষিতলক্ষণা।" কল্পতরু ঐ পৃঃ ৩৪৩, "ননু বিরুদ্ধার্থার্থবাদেষু কথমভিধেয়াবিনাভাবনিমিত্তা প্রাশস্ত্যলক্ষণা, বিরোধাদেবাভিধেয়াভাবাৎ, অত আহ—*তস্মাদ্ যত্র* ইতি। যজমানাদিশব্দৈঃ তৎসিদ্ধ্যাদি (মীঃ সূঃ ১।৪।২৩) লক্ষ্যতে, ততশ্চ প্রাশস্ত্যমিত্যর্থঃ। লক্ষিতেন যল্লক্ষ্যং তদপি অভিধেয়েনাবিনাভূতমেব, তদবিনাভূতং প্রতি অবিনাভূতত্বাৎ।" পরে লক্ষিতলক্ষণাবিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে যদি উক্ত শ্রুতিমধ্যে যজমান প্রস্তরকার্য্যে বিহিত হয়, তাহা হইলে বিধিই অসম্ভব হইয়া যায়। কারণ "প্রস্তরং প্রহরতি" (তৈত্তি সং ২।৬।৫; ৬।২।৯ "কুশমুষ্টিং জুহোতি") এই বিধিবাক্যে প্রথমছিন্নদর্ভমুষ্টিরূপ প্রস্তরকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান বিহিত হইয়াছে (প্রহরতি অর্থাৎ জুহোতি)। এক্ষণে যজমান প্রস্তরকার্য্য করিবে, ইহা "যজমানঃ প্রস্তরঃ" শ্রুতিমধ্যে বিহিত হইলে যজমানই হোমে আহুত হওয়ায় হোমই সম্পন্ন হইবে না। আবার, যদি "যজমানঃ প্রস্তরঃ" শ্রুতিবাক্যে প্রস্তরই যজমানকার্য্যে বিহিত হয়, তবে বিধিবাক্যের বিধেয় (হোম) নিষ্পন্ন করা যাইবে না; কারণ অচেতন প্রস্তর চেতন যজমানের কার্য্য করিতে অক্ষম। অগত্যা স্বীকার্য্য, "যজমানঃ প্রস্তরঃ" শ্রুতিবাক্য "প্রস্তরং বর্হিষ উত্তরং সাদয়তি" (তৈত্তি সং ২।৬।৫ "প্রস্তরম্ উত্তরং বর্হিষঃ সাদয়তি" অথবা ঐ ১।৪।২৩ "বর্হিষ উত্তরং প্রস্তরং সাদয়তি" ইহাই শ্রৌতপাঠ) এইরূপ বিধির প্রশংসাপর অর্থবাদবাক্য। দ্বিতীয়াদি দর্ভমুষ্টিকে বর্হিঃ বলে। প্রশ্ন হইবে, যজমান ও প্রস্তরের সমানবিভক্তিকতারূপ শব্দসামানাধিকরণ্য কিরূপে উপপন্ন হইবে? ইহারই উত্তরে জৈমিনীয় সূত্র (১।২।১০) "গুণবাদস্তু।" সেই গুণ কি যাহার বলে সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে? ইহারই উত্তরে অপর সূত্র (মীঃ সূঃ ১।৪।২৩) "তৎসিদ্ধিঃ।" ক্রতুনিষ্পত্তিই যজমানের কার্য্য। প্রস্তরের দ্বারাও ক্রতুনিষ্পত্তি হয়; কারণ দর্ভমুষ্টিরূপ প্রস্তর জুহূর আধার (আশ্রয়) হইয়া ক্রতু সম্পন্ন করিয়া থাকে। "আদিত্যো যূপঃ" (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২।১।৫।২) এইস্থলে তেজস্বিত্বই গুণ, কারণ তৈজস ঘৃতের দ্বারা যূপ ম্রক্ষিত (লেপিত) হইলে উহা আদিত্যের ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন বা উজ্জ্বল হইয়া থাকে।[৮]

এইস্থলে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ন্যায়াদি সিদ্ধান্তে লাক্ষণিক ও গৌণ-প্রয়োগের মধ্যে ভেদ না থাকিলেও ভাট্টসম্প্রদায় ঐরূপ ভেদ স্বীকার করেন বলিয়া আলোচ্যস্থলসমূহে লক্ষণা হয় নাই, গৌণ-প্রয়োগই হইয়াছে। যে-স্থলে শব্দ তাহার বাচ্যার্থের (শক্যার্থের) সহিত সম্বন্ধ অর্থান্তর প্রকাশ করে, সেইস্থলই লক্ষণাস্থল—যেমন, "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি", "যষ্টীঃ প্রবেশয়" ইত্যাদি। এইস্থলে "মঞ্চ" পদ তাহার শক্যার্থ যে মঞ্চ (অর্থাৎ মাচা), সেই মঞ্চসম্বদ্ধ (মঞ্চস্থ) ব্যক্তিগণকে এবং "যষ্টি" পদ তাহার অভিধাশক্তিবলে যে যষ্টিরূপ অর্থ (অর্থাৎ লাঠি) উপস্থিত করে, সেই যষ্টিসম্বদ্ধ পুরুষদের (অর্থাৎ যষ্ঠিধারী বৃদ্ধদের) লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু গৌণ-প্রয়োগস্থলে শব্দ প্রথমে লক্ষণাবলে ধর্মবিশেষের বোধ জন্মায় এবং তাহার পর সেই ধর্মসমূহের দ্বারা সাদৃশ্যবলে অর্থান্তরের প্রতীতি উৎপন্ন করে। যেমন "সিংহ" পদ লক্ষণাবলে প্রথমে বুদ্ধিতে শৌর্য্যাদি ধর্মের প্রতীতি জন্মায় এবং তাহার পর

৮ কল্পতরু ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪২-৪৩, " 'যজমানঃ প্রস্তরঃ' ইতি কিং বিধিঃ উত অর্থবাদঃ ইতি বিশয়ে [সংশয়ে] বিধিঃ অপূর্বার্থলাভাৎ ইতি প্রাপ্তে সিদ্ধান্তঃ। যদি প্রস্তরকার্য্যে যজমানো বিধীয়েত, তদা 'প্রস্তরং প্রহরতি' ইতি শাস্ত্রাদ্ যজমানোঽগ্নৌ হূয়েত, ততঃ প্রয়োগো ন সমাপ্যেত। অথ যজমানকার্য্যে প্রস্তরো বিধীয়েত, তদানীমশক্যোবিধিঃ। ন হি প্রথমলূনদর্ভমুষ্টিঃ প্রস্তরঃ শক্নোতি চেতনযজমানকার্য্যং কর্ত্তুম্। তস্মাৎ 'প্রস্তরং বর্হিষ উত্তরং সাদয়তি' ইত্যস্য বিধেরর্থবাদঃ। দ্বিতীয়াদিমুষ্টির্বর্হিঃ। কথং তর্হি সামানাধিকরণ্যম্? অত্র সূত্রং 'গুণবাদস্তু' ইতি (মীঃ সূঃ ১।২।১০)। কো গুণঃ? ইত্যপেক্ষায়াং চ 'তৎসিদ্ধিঃ' ইতি সূত্রম্ (মীঃ সূঃ ১।৪।২৩)। তস্য যজমানস্য কার্য্যং ক্রতুনির্বৃত্তিঃ, তৎ প্রস্তরাদপি সিধ্যতি, স হি [প্রস্তরঃ] জুহ্বাধারতয়া ক্রতুং নির্বর্ত্তয়তি ইতি। 'আদিত্যো যূপঃ' ইত্যত্র তেজস্বিত্বং গুণঃ, তেজসা ঘৃতেন যূপস্যাক্তত্বাদিতি।" পরিমল ঐ পৃঃ ৩৪১, ৩৪৪ দ্রষ্টব্য।

উপরি উক্ত জুহূর বিবরণ এইরূপ। সাধারণতঃ পলাশকাষ্ঠনির্মিত দণ্ডবিশিষ্ট গর্ত্তযুক্ত হবনীকে জুহূ বলে। জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৩।৬।৫ম অধিঃ পৃঃ ২০৯ = পৃঃ ১৯৯, "দ্বিবিধো হি জুহ্বা আকারঃ, লৌকিকঃ শাস্ত্রীয়শ্চ। অরত্নিমাত্রদৈর্ঘ্যহংসমুখত্বত্বগ্বিলত্বাদিরূপো দৃশ্যমানো লৌকিকঃ। অপূর্বীয়ত্বাকারস্তু শাস্ত্রীয়ঃ। তয়োরপূর্বীয়ত্বং ক্রতুপ্রবেশমন্তরেণ নাস্তি। তত্র যদি লৌকিকাকারমাত্রে পর্য্যবস্যতি, তদা পর্ণময়ীত্বং বিফলং ভবেৎ। কাষ্ঠান্তরেণাপি তদাকারস্য সুসম্পাদত্বাৎ। অতোঽপূর্বীয়ত্বায় পর্ণঃ ক্রতৌ প্রবিষ্টঃ।" কনিষ্ঠিকা পর্য্যন্ত হস্তকে অরত্নি বলে। হংসের মুখের ন্যায় মুখ যাহার, তাহাই হংসমুখী; হংসমুখীর ভাব বা ধর্মই হংসমুখত্ব। জুহূ পর্ণময়ী হইলে তাহাতে অপূর্ব উৎপন্ন হওয়ায় ঐরূপ জুহূ শাস্ত্রীয় এবং ক্রতুর উপযোগী; অন্যথা যে-কোনও কাষ্ঠনির্মিত জুহূর আকারবিশিষ্ট লৌকিক পদার্থমাত্রদ্বারা ক্রতু নিষ্পন্ন করিলে জুহূর পর্ণময়ীত্বপ্রভৃতি নিষ্ফল হইয়া যাইবে। পুংলিঙ্গ "পর্ণ" শব্দ পলাশকেই বুঝাইতেছে (অমরকোষ, বনৌষধিবর্গ ৩৯), "পত্রং পলাশং ছদনং দলং পর্ণং ছদঃ পুমান্", (ঐ ৭৮), "পলাশে কিংশুকঃ পর্ণো বাতপোথঃ।"

শৌর্য্যাদি গুণযোগবশতঃ সাদৃশ্যবলে "সিংহ" পদ গৌণীবৃত্তির দ্বারা দেবদত্তের বোধ উৎপন্ন করে।[৯]

যে অর্থবাদবাক্যের যথাশ্রুতার্থ প্রমাণান্তরগম্যও নহে, আবার প্রমাণান্তরবিরুদ্ধও নহে, তাহা ভূতার্থবাদরূপে গ্রহণীয়। ভূতার্থ অর্থাৎ সিদ্ধার্থ। যেমন, "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা।" এই বাক্য ক্ষিপ্রতম গমনশালী বায়ুদেবতারূপ সিদ্ধ অর্থ বা ভূতার্থই প্রকাশ করিতেছে। বায়ু যে ক্ষিপ্রতমগমনশালী দেবতা, তাহা প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণগম্য নহে, সুতরাং ঐ অর্থবাদ অনুবাদ হইল না।[১০] আবার বায়ুদেবতার ক্ষিপ্রতমগমনশালিত্বে প্রমাণান্তরবিরোধও না থাকায় ঐ বাক্য গুণবাদও হইল না। এইরূপভাবে প্রমাণান্তরসংবাদ ও প্রমাণান্তরবিসংবাদ উভয় রহিত অর্থবাদই ভূতার্থবাদ। অদ্বৈতীর প্রিয় দৃষ্টান্ত "ইন্দ্রঃ বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছত" (কাঃ সং ১২।৩।৮ ; তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১।৭।৬।৬) অর্থাৎ ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিবার জন্য বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বৃত্রাসুরনিধনার্থ ইন্দ্রকর্তৃক বজ্রোত্তোলন প্রমাণান্তরগম্যও নহে, প্রমাণান্তরবিরুদ্ধও নহে। আচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার সম্বন্ধবার্ত্তিকে একটি শ্লোকে অর্থবাদ তিনটির বিবরণ দিয়াছেন (সম্বন্ধবার্ত্তিক শ্লোঃ ৫৬৭ পৃঃ ১৯৩ = পৃঃ ১৮৬), "বিরোধে গুণবাদঃ

৯ তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৪।২৩ পৃঃ ৩১৩ = পৃঃ ১৮৪, "লোকে চ দৃশ্যতে 'যষ্টীঃ প্রবেশয়', 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'...। ছত্রিসমবেতেতরপ্রত্যয়বৎ হি যষ্টিসহচরিতাদিপ্রত্যয়ো ভবতি। অথবা, গৌণ্যা বৃত্তেরিহ নিমিত্তমভিধীয়তে, ন লক্ষণায়াঃ। কিং চানয়োর্ভেদোঽপ্যস্তি ? বাঢ়মস্তি। কুতঃ ?—অভিধেয়াবিনাভূতে প্রবৃত্তির্লক্ষণেষ্যতে। লক্ষ্যমাণ-গুণৈর্যোগাদ্ বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা॥" ভামতী ও কল্পতরু (১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩) দ্রষ্টব্য। নিমন্ত্রিত- গণের মধ্যে প্রথমে বৃদ্ধদের ভোজনকক্ষে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য গৃহস্বামী বলিতেছেন, "যষ্টীঃ প্রবেশয়" অর্থাৎ বৃদ্ধদের প্রবেশ করাও। শূকরাদি পশু হইতে শস্যাদি রক্ষার জন্য ক্ষেত্রে মঞ্চ নির্মাণ করিয়া তাহার উপর যে-ব্যক্তিগণ বসিয়া থাকে তাহারা শূকরাদি দেখিলে চীৎকার করিয়া থাকে, তখন "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" প্রয়োগ হয়। "ছত্রিসমবেতেতরপ্রত্যয়বৎ" এই পদের তাৎপর্য্য এইরূপ। শোভাযাত্রায় বহু ব্যক্তি ছত্রধারণ করিয়া যাইতেছে দেখিলে লোকে বলিয়া থাকে "ছত্রিণো গচ্ছন্তি" অর্থাৎ ছত্রধারিগণ যাইতেছে। এইস্থলে "ছত্রী" পদ অছত্রিগণকেও বুঝাইয়া থাকে (শাবরভাষ্য ১।৪।২৮ পৃঃ ১১৪ = ১।৪।২৩ পৃঃ৩২৬ = পৃঃ ১৯৬), "যথা 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' ইতি একেন ছত্রিণা সর্বে লক্ষ্যন্তে।" ইহাকেই ছত্রিন্যায় বলে। পরমপূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়দর্শনে আছে (২।১।৬৪ ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৩৭), "...ঐ স্থলে প্রস্তর শব্দ ও আদিত্য শব্দের যথাক্রমে প্রস্তরসদৃশ এবং আদিত্যসদৃশ অর্থে লক্ষণা বুঝিতে হইবে। যজমান প্রস্তরসদৃশ অর্থাৎ প্রস্তর যেমন যজ্ঞাঙ্গ, তদ্রূপ যজমানও যজ্ঞাঙ্গ এবং যূপ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহাই ঐ স্থলে ঐ বেদবাক্যদ্বয়ের অর্থ। শব্দের মুখ্যার্থের সাদৃশ্য সম্বন্ধকে গুণ বলা হইয়াছে।"

তর্কবাগীশ মহাশয় কেন মীমাংসাচার্য্যগণের কথা এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

প্রথমতঃ, যজমানকে প্রস্তরসদৃশ বলিয়া স্তুতি করা হয় নাই, "যজমান" শব্দের দ্বারা প্রস্তরেরই স্তুতি করা হইয়াছে ; কারণ নিকৃষ্টপদার্থকেই উৎকৃষ্টপদার্থের দ্বারা স্তুতি করা হয়, বিপরীত নহে। উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্টসদৃশ বলিলে উৎকৃষ্টের নিন্দাই হইয়া থাকে। যজমান চেতন বলিয়া এবং যাগে ত্যাগ, দক্ষিণাদান প্রভৃতি প্রধান কর্মসমূহের অনুষ্ঠাতা হওয়ায় প্রধান বা উৎকৃষ্ট ; প্রস্তর অচেতন এবং অঙ্গ বা অপ্রধান কর্মের সাধক বলিয়া নিকৃষ্ট। সুতরাং তর্কবাগীশ মহাশয়ের পংক্তি বিপরীতভাবে যোজনা করিতে হইবে—প্রস্তর যজমানসদৃশ অর্থাৎ যজমান যেমন যজ্ঞনিষ্পাদক, তদ্রূপ প্রস্তরও যজ্ঞসম্পাদক।

দ্বিতীয়তঃ, মীমাংসাসিদ্ধান্তে "যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইত্যাদি স্থলে লক্ষণা হয় নাই, গৌণ-প্রয়োগ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মীমাংসাশাস্ত্রে শব্দের মুখ্যার্থের সাদৃশ্য সম্বন্ধকে গুণ বলা হয় না ; কিন্তু শব্দ যে-বৃত্তির দ্বারা সেই শব্দের লক্ষণা-লভ্য ধর্মবিশেষের সাদৃশ্যবলে অর্থান্তরের প্রতীতি উৎপন্ন করে, শব্দের সেই বৃত্তিকে গৌণী বৃত্তি বলে। সুতরাং "যজমান" পদে লক্ষণা করিয়া প্রথমে যজমানের কার্য্য ক্রতুনিষ্পত্তি বুঝিতে হইবে। এক্ষণে ক্রতুনিষ্পত্তি প্রস্তরেরও কার্য্য বলিয়া উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যসম্বন্ধ বিদ্যমান। ক্রতুনিষ্পত্তিই গুণ এবং গুণযোগাৎ গৌণী। এই গুণযোগবশতঃ উক্তবাক্যে সমানবিভক্তিকতারূপ সামানাধিকরণ্য বিদ্যমান। উপরে উদ্ধৃত কল্পতরু দ্রষ্টব্য (পাঃ টীঃ ৮)।

১০ ভারতীতীর্থ মুনি তাঁহার বৈয়াসিক ন্যায়মালায় (১।৩।৯ম অধিঃ পৃঃ ৩৭) বলিয়াছেন, "...'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' ইত্যাদিষু মানান্তরসিদ্ধার্থানুবাদিত্বাদনুবাদত্বম্।" অমলানন্দও তাঁহার শাস্ত্রদর্পণে (১।৩।৯ম অধিঃ পৃঃ ৬৫) অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বায়ুদেবতা কিরূপে মানান্তরসিদ্ধ হইবেন, তাহা বুঝা গেল না। দেবতাধিকরণভাষ্যে আচার্য্যপাদ "বায়ুর্বৈ" বাক্যকে ভূতার্থবাদরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৪২)।

স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥"[১১] বলা বাহুল্য, তিনি দেবতাধিকরণভাষ্যই অনুসরণ করিয়াছেন, (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৪২, ৩৪৬), "তদ্‌যত্র সোঽবান্তরবাক্যার্থঃ প্রমাণান্তরগোচরো ভবতি, তত্র তদনুবাদেনার্থবাদঃ প্রবর্ত্ততে। যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধঃ তত্র গুণবাদেন। যত্র তু তদুভয়ং নাস্তি তত্র কিং প্রমাণান্তরাভাবাৎ গুণবাদঃ স্যাৎ, আহোস্বিৎ প্রমাণান্তরাবিরোধাৎ বিদ্যমানবাদঃ ইতি প্রতীতিশরণৈঃ বিদ্যমানবাদঃ আশ্রয়ণীয়ঃ, ন গুণবাদঃ।" আচার্য্যকৃত এই সন্দর্ভের গূঢ় আশয় বুঝিতে হইলে ভূতার্থবাদবিষয়ে মীমাংসা ও অদ্বৈতসম্প্রদায়ের দৃষ্টি-ভেদ অনুধাবন করিতে হইবে। ইহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনীয়।

দশম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

ন্যায়সূত্র-ভাষ্যাদিসম্মত পুনরুক্ত ও অনুবাদবিষয়ে বিশেষ আলোচনা

ন্যায়সূত্র-ভাষ্যাদি গ্রন্থে অনুবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার আছে। ন্যায়ভাষ্যকার পুনরুক্ত ও অনুবাদের লক্ষণ দিয়াছেন (ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৬০ পৃঃ ৫৫৪), "অনর্থকোঽভ্যাসঃ পুনরুক্তঃ; অর্থবানভ্যাসোঽনুবাদঃ।" ন্যাঃ বাঃ ঐ, "পুনরুক্তং নাম তস্যৈবার্থস্যানঙ্গীকৃতবিশেষস্য সতঃ পুনর্বচনম্, অনুবাদস্তু পুনঃশ্রুতিসামর্থ্যাদঙ্গীকৃতবিশেষস্যার্থস্য বাদঃ।" সুতরাং একবার "পচতু" পদ প্রয়োগ করিলে যে অর্থ প্রকাশিত হয় "পচতু পচতু" বলিলে তদপেক্ষা বিশেষ অর্থের প্রতীতি হয়। সেই বিশেষ অর্থসমূহ কি তাহা ন্যায়ভাষ্যে ও বিশেষতঃ ন্যায়বার্ত্তিকে (২।১।৬৭ পৃঃ ৫৬৩-৬৪) আলোচিত হইয়াছে। ন্যায়সূত্রভাষ্যাদিতে (২।১।৬৫ পৃঃ ৫৬১-৬২) অনুবাদ ও পুনরুক্তের সদৃষ্টান্ত বিভাগও প্রদর্শিত হইয়াছে (ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৬৫ পৃঃ ৫৬১), "বিধ্যনুবচনং চানুবাদো বিহিতানুবচনং চ। পূর্বং শব্দানুবাদোঽপরোঽর্থানুবাদঃ। যথা পুনরুক্তং দ্বিবিধমেবমনুবাদোঽপি।" দ্বিবিধ পুনরুক্তের দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন (ন্যাঃ বাঃ ২।১।৬৫ পৃঃ ৫৬২), "শব্দপুনরুক্তম্ 'অনিত্যোঽনিত্যঃ' ইতি; অর্থপুনরুক্তম্ 'অনিত্যো নিরোধধর্মকঃ' ইতি।" শব্দানুবাদের বৈদিক দৃষ্টান্ত এইরূপ। দর্শপূর্ণমাসযাগে পঞ্চদশ সামিধেনী বিহিত হইলেও কাম্যেষ্টিযাগে (তৈত্তিঃ সং ২।৫।১০) "একবিংশতি সামিধেনীরনুব্রূয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্য" শ্রুতি অনুসারে একুশ সংখ্যক সামিধেনী বিহিত হইয়াছে। হোতা যে-সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র পাঠপূর্বক যজ্ঞস্থলে সমিধ্ আধান করেন (শতপথ ব্রাঃ ১।৩।৫ সায়ণভাষ্য), তাহাদের সামিধেনী ঋক্ বলে। এক্ষণে সংশয় এই, অতিরিক্ত ঋক্ সমূহ কি অন্যস্থল হইতে আগমপূর্বক পূরণ করিতে হইবে? অথবা, উক্ত পঞ্চদশ ঋকের মধ্যে কোন কোন ঋকের অভ্যাস (পুনঃ কথন) দ্বারা একবিংশতি সংখ্যা পূরণীয়? অথবা, যে-দুইটি ঋকের তিনবার করিয়া অভ্যাস দর্শপূর্ণমাসযাগে বিহিত হইয়াছে শুধু সেই দুইটি ঋকের অভ্যাস করিয়া কাম্যেষ্টিযাগে অবশিষ্ট ছয়টি ঋকের আগম করিতে হইবে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে সামিধেনী সংজ্ঞক ঋকের সংখ্যা একাদশ। মীমাংসাসিদ্ধান্ত এই, "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্ তাঃ পঞ্চদশ সম্পদ্যন্তে" (তৈত্তিঃ সং ২।৫।৭) এই শ্রুতি অনুসারে প্রথম ও সর্বশেষ ঋক্ দুইটি তিনবার করিয়া আবৃত্তি করিলে (দ্বিতীয় হইতে দশম ঋক্ একবার করিয়া এবং প্রথম ও একাদশ ঋক্ তিনবার করিয়া পাঠ করিলে সর্বসমেত) পঞ্চদশ সংখ্যক ঋক্ পঠিত হয় এবং অবশিষ্ট ছয়টি ঋকের আগম প্রয়োজন। সুতরাং একই ঋক্ মন্ত্র প্রয়োজনবশে উভয় যাগেই অভ্যস্ত হওয়ায় উক্ত অভ্যাস শব্দানুবাদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পরমপূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়

---

১১ বিরোধে অর্থাৎ মানান্তরবিরোধে। অবধারিতে অর্থাৎ মানান্তরাবগতে। তদ্ধাহানাৎ অর্থাৎ মানান্তরবিরোধপ্রাপ্ত্যোরভাবাৎ। আনন্দগিরিকৃত শাস্ত্রপ্রকাশিকা ও আনন্দপূর্ণবিদ্যাসাগরকৃত ন্যায়কল্পলতিকা টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অনুবাদাদিভেদে অর্থবাদের অন্য প্রকার বিভাগ-নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত

তাঁহার ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে (ন্যাঃ সূঃ ২।১।৬৫ পৃঃ ৩২৫-২৬) "পূর্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও অভ্যাসের দ্বারাই সামিধেনী মন্ত্রের সংখ্যাপূরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন" বলিয়া পাদটীকায় (পৃঃ ৩২৬) যে মীমাংসা-সূত্র ও তাহার শাবরভাষ্য (১০।৫।২৭) উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পূর্বপক্ষ সূত্র ও পূর্বপক্ষ সমর্থনভাষ্য, সিদ্ধান্তসূত্র বা সিদ্ধান্তভাষ্য নহে। অবশ্য উৎপত্তিবিধিতে পঠিত একাদশ সামিধেনী ঋক্ মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম ও চরম ঋক্ যে তিনবার করিয়া (দর্শপূর্ণমাসযাগে) পাঠ করিতে হইবে তাহা পূর্বপক্ষী ও সিদ্ধান্তী উভয় পক্ষ সম্মত। কেবল কাম্যেষ্টিযাগে অবশিষ্ট ছয়টি ঋক্ অভ্যাসের দ্বারা অথবা আগমদ্বারা পূরণীয় তাহাই মীমাংসাদর্শনের "বহিষ্পবমানে ঋগাগমাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ১০।৫।২৭-৩৩) বিচার্য্য। তর্কবাগীশ মহাশয়কে অনুসরণ করিয়া ন্যায়দর্শনের সম্পাদক (মেট্রোঃ ও মুন্শিরাম সং) তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থমহাশয়ও পূর্বপক্ষসূত্রভাষ্যকে সিদ্ধান্তসূত্রভাষ্যরূপে বুঝিয়াছেন (পৃঃ ৫৫৫ পাঃ টীঃ ক)। কিন্তু ন্যায়ভাষ্যে ও তাৎপর্য্যটীকায় (২।১।৬০ পৃঃ ৫৫৪-৫৫) মীমাংসাসিদ্ধান্ত অতীব সংক্ষেপে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে।

বিধিবিহিত অর্থের অনুবাদ অর্থানুবাদ। স্তুতি, নিন্দা, বিধিশেষ, বিহিতের আনন্তর্য্য প্রভৃতি প্রয়োজনবশতঃই অর্থানুবাদ বেদমধ্যে দৃষ্ট হয়। যেমন "অশ্বমেধেন যজেত" এই বিধির অর্থবাদবাক্যে "যোঽশ্বমেধেন যজেত" বলিয়া অশ্বমেধযাগরূপ অর্থের অনুবাদ করিয়া উক্ত যাগের স্তুতি করা হইয়াছে, "তরতি মৃত্যুম্, তরতি পাপ্মানম্।" নিন্দা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনের সদৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা ন্যায়ভাষ্যে, বিশেষতঃ তাৎপর্য্যটীকায় দ্রষ্টব্য (২।১।৬৫ পৃঃ ৫৬১-৬২)।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ন্যায়সম্প্রদায় ও মীমাংসাসম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি প্রধান বিষয়ে প্রভেদ বিদ্যমান। প্রথমতঃ, ন্যায়সূত্রাদি মতে ব্রাহ্মণবাক্য ত্রিবিধ,—বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ (ন্যাঃ সূঃ ২।১।৬২); কিন্তু মীমাংসাসম্প্রদায় অনুবাদ বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা অর্থবাদের অন্তর্গত, তৃতীয় প্রকার ব্রাহ্মণবাক্য নহে। এইজন্য মীমাংসাসম্মত অনুবাদের "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্"রূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত ন্যায়ভাষ্যে নাই (তর্কবাগীশ মহাশয়কৃত ন্যায়দর্শন ২।১।৬৭ পৃঃ ৩৪৬), যদিও ন্যায়বার্ত্তিকে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে (ন্যাঃ বাঃ ২।১।৬০ পৃঃ ৫৫৫)। অপরদিকে, মীমাংসাসম্প্রদায়ও "ঘটঃ ঘটঃ" এইরূপ শব্দপুনরুক্ত ও "ঘটঃ কলসঃ" এইরূপ অর্থ পুনরুক্ত অথবা "পচতু পচতু" ইত্যাদি শব্দানুবাদও আলোচনা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র বেদের বিভাগ, এমন কি সমগ্র ব্রাহ্মণবাক্যের বিভাগও ন্যায়সূত্রভাষ্যাদিতে নাই। কেন নাই ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বলিয়াছেন (২।১।৬৫ পৃঃ ৫৬২), "অয়ম্ অর্থবাদানুবাদবিভাগো বিধিসমভিব্যাহৃতবাক্যানাম্। তেন ভূতার্থবাদরূপাণাং বেদান্তবাক্যানামপরিগ্রহাৎ ন ন্যূনতা।" কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা অকিঞ্চিৎকর; কারণ মীমাংসাসিদ্ধান্তে বিধি হইতে অসম্পৃক্ত বাক্য অনর্থক বা অপ্রমাণ। শুধু তাহাই নহে, এই যুক্তি অনুসারে নিষেধও বিধিবিশেষ হওয়ায় এবং মন্ত্রসমূহ বিধিসমভিব্যাহৃত হওয়ায় ন্যায়সূত্রাদিতে উহাদেরও আলোচনা করা উচিত ছিল। তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন (২য় খণ্ড ২।১।৬৭ পৃঃ ৩৪৬), "গুণবাদ এবং অন্যরূপ অনুবাদ এবং বেদান্তবাক্য প্রভৃতি ভূতাথবাদ বিধিসমভিব্যাহৃত বাক্য নহে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধির সহিত তাহাদিগের একবাক্যতা নাই।" কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়ের এইরূপ কথার তাৎপর্য্য আমাদের নিকট পরিষ্কার নহে। মীমাংসা সিদ্ধান্তে গুণবাদাদি ত্রিবিধ অর্থবাদই বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা লাভ করিয়াই ধর্মে প্রমাণ হইয়া থাকে, অন্যথা উহারা অনর্থক—ইহা মীমাংসাদর্শনের অর্থবাদাধিকরণে, বিশেষতঃ প্রথম ও সপ্তম সূত্রভাষ্যাদিতে অতীব স্পষ্ট। এমনকি, অদ্বৈতসিদ্ধান্তেও "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি ভূতার্থবাদসমূহ বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা লাভ করিয়াই সার্থক। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য ভূতার্থবাদ কিনা তাহা পরে আলোচিত হইবে। যাহা হউক্, আমাদের মনে হয় যে বেদমীমাংসা ন্যায়শাস্ত্রের প্রস্থান না হওয়ায় ন্যায়সূত্রাদিতে বেদবাক্যের সামগ্রিক বিচার নাই, অন্যথা আন্বীক্ষিকী চতুর্থী বিদ্যা হইবে না (ন্যায়ভাষ্য ১।১।১ পৃঃ ৩৪-৫ ও মনু সং ৭।৪৩)। সুতরাং প্রস্থানভঙ্গভয়েই ন্যায়সূত্রাদিতে গুণবাদাদির আলোচনা না থাকায় ন্যায়সূত্রকারের ন্যূনতার প্রশ্নই নাই।

একাদশ অধ্যায়

ভূতার্থবাদবিষয়ে ভাট্টমীমাংসা ও অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্টিভেদ

পদৈকবাক্যতা ও বাক্যৈকবাক্যতাবিচার

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশতঃ একটি সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করিয়া একটি প্রয়োজন নিষ্পত্তিপূর্বক একবুদ্ধির বিষয়ত্বই একবাক্যত্ব। একবাক্যতা দুই প্রকার—পদৈকবাক্যতা ও বাক্যৈকবাক্যতা। যে স্থলে পদসমূহ পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশতঃ মিলিত হইয়া একটিমাত্র অর্থ প্রকাশ করে, সেই স্থলে পদৈকবাক্যতা বিদ্যমান এবং পদৈকবাক্যতার ইহাই মুখ্য অর্থ। আচার্য্যপাদ ইহার দৃষ্টান্তরূপে "ন সুরাং পিবেৎ" এইরূপ বৈদিকনিষেধবাক্যই উদ্ধৃত করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪২)। তাৎপর্য্য এই, এই নিষেধ-বাক্যের অন্তর্গত "ন", "সুরাং" ও "পিবেৎ" এই পদত্রয় মিলিত হইয়া সুরাপাননিষেধরূপ একটি অর্থই প্রকাশ করায় এই স্থলে পদৈকবাক্যতা বিদ্যমান। লোকে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিতেই পদসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে, বিশিষ্টার্থ ব্যতিরেকে স্বার্থ অর্থাৎ পদার্থমাত্রস্মরণ করাইতে পদসমূহ প্রয়োগ করে না। অপরদিকে পদসমূহও স্বার্থ (পদার্থ) স্মরণ না করাইয়া সাক্ষাৎভাবে বাক্যার্থের প্রতীতি উৎপন্ন করিতে পারে না। অতএব স্বীকার্য্য, বাক্যার্থ প্রতিপন্ন করিতেই স্বার্থস্মারণ পদসমূহের অবান্তর (মধ্যবর্ত্তী) ব্যাপার বা দ্বার। সুতরাং স্বার্থমাত্র অভিধানে প্রযুক্ত পদসমূহ নিষ্ফল বা ব্যর্থ। যেমন কাষ্ঠসমূহ সাক্ষাৎভাবে পাক নিষ্পন্ন করিতে অসমর্থ হইলেও অগ্নিসহযোগে পাক সম্পন্ন করে এবং অগ্নিসংযোগব্যতিরেকে তাহারা নিষ্ফল, পদ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। পদ কাষ্ঠস্থানীয়, জ্বালা বা অগ্নিশিখা পদার্থস্মরণস্থানীয় এবং বাক্যার্থাববোধ পাকস্থানীয়। এই তাৎপর্য্যেই পূর্বোদ্ধৃত "সাক্ষাদ্ যদ্যপি কুর্বন্তি" ইত্যাদি শ্লোকবার্তিকের শ্লোক দুইটি (১।১।৭ম অধিঃ শ্লোঃ ৩৪২-৩৪৩ পৃঃ ৯৪৩) বুঝিতে হইবে। সুতরাং উপরি উদাহৃত নঞ্‌যুক্ত বাক্য হইতে শেষোক্ত পদদ্বয় বিচ্ছিন্নপূর্বক সম্বন্ধ করিয়া "সুরাং পিবেৎ" এইরূপে সুরাপানবিধি লাভ করা যাইবে না, কারণ তাহাতে শ্রৌত "নঞ্‌" পদ অনর্থক হইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, ঐরূপভাবে অবান্তরবাক্যার্থ স্বীকার করিলে নিষেধবাক্যমাত্রস্থলে বিকল্পবিধিতে অধ্যবসানপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য, যেমন "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" (মনু ৪।৩৭) হইতে "ঈক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্", "নানৃতং বদেৎ" (তৈত্তিঃ সং ২।৫।৫।৬) হইতে "অনৃতং বদেৎ" ইত্যাদি বৈকল্পিক বিধিবাক্য সম্ভব। কিন্তু শ্রুতি "উদীয়মান সূর্য্যকে দেখিবে না" এবং "উদীয়মান সূর্য্য দেখিবে", "মিথ্যা কথা বলিবে না" এবং "মিথ্যা কথা বলিবে"—এইরূপভাবে পরস্পরবিরুদ্ধ নিষেধ ও বিধির উপদেশ করিতে পারেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে একার্থপ্রতিপাদক মহাবাক্য ("ন সুরাং পিবেৎ") হইতে অবান্তরবাক্য ("সুরাং পিবেৎ") গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে একটি পৃথক্ অর্থ স্থাপন করা যাইবে না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে শব্দপ্রমাণের বৈশিষ্ট্য এই যে অন্যপর শব্দ অন্যবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না; ফলে বেদে সুরাপাননিষেধেই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হওয়ায় ঐ নঞ্‌-বিশিষ্ট মহাবাক্যে সুরাপানবিধিরূপ অবান্তরবাক্যার্থজ্ঞান সম্ভবই নহে। সুতরাং পদৈকবাক্যতাস্থলে বিশিষ্টার্থবোধনে প্রযুক্ত পদসমূহের অন্যত্র পর্য্যবসান না হওয়ায় অবান্তরবাক্যার্থজ্ঞানরূপ অর্থান্তরবোধ হইবে না। ইহাই শাব্দী গতি। প্রত্যক্ষের গতি এইরূপ নহে; কারণ জল আহরণের জন্য যদি কেহ ঘটদর্শননিমিত্ত চক্ষুঃ উন্মীলিত করে তবে সেই ব্যক্তি সেই স্থলে অবস্থিত ঘট ও পট অথবা কেবল পট দেখে না, ইহা হয় না—প্রত্যক্ষ তাৎপর্য্যাধীন নহে।[১]

১ ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪২, "লোকে বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নায় পদানি প্রযুক্তানি তদন্তরেণ ন স্বার্থমাত্রস্মারণে পর্য্যবস্যন্তি। ন হি স্বার্থস্মারণমাত্রায় লোকে পদানাং প্রয়োগো দৃষ্টপূর্বঃ, বাক্যার্থে তু দৃশ্যতে। ন চৈতান্যস্মারিতস্বার্থানি সাক্ষাদ্বাক্যার্থং প্রত্যায়য়িতুমীশতে ইতি স্বার্থস্মারণং বাক্যার্থমিতয়েঽবান্তরব্যাপারঃ কল্পিতঃ

উপরি উক্ত যুক্তিসমূহ অবলম্বন করিয়াই ভাট্ট-মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে যেহেতু অর্থবাদমাত্র স্তুতি অথবা নিন্দাপর, সেইহেতু অর্থবাদবাক্য হইতে অর্থান্তর গ্রহণ করিয়া দেবতার বিগ্রহাদি সিদ্ধ করা যাইবে না। অনুবাদ ও গুণবাদস্থলে যে অবান্তরবাক্যার্থ গ্রহণ করা যাইবে না, ইহা স্পষ্টই। কারণ যে-অর্থবাদের বিষয় শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণেরও বিষয়, তাহা অদৃষ্ট অলৌকিক দেহধারী দেবতাদি প্রতিপন্ন করে বলিলে স্ববিরোধই হইবে—বিগ্রহবান দেবতাদি শ্রুতিমাত্রগম্য, ইহাই অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। আবার যে-অর্থবাদের বিষয় প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ তাহা যে কোন অর্থই প্রতিপাদন করে না, ইহা সুনিশ্চিত। ভূতার্থবাদ বিগ্রহযুক্ত দেবতাদি প্রতিষ্ঠিত করুক, ইহাও বলা যায় না। কারণ "বায়ুর্বৈ" বাক্যের তাৎপর্য্য বিধেয়ের স্তুতি এবং উহার অর্থ প্রাশস্ত্য হওয়ায় সমগ্র বাক্যই পদস্থানীয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং পদস্থানীয় অর্থবাদমাত্রের প্রাশস্ত্য বা অপ্রাশস্ত্য অর্থ হওয়ায় অর্থবাদবাক্যের সহিত বিধিবাক্যের একবাক্যতা অবশ্যই পদৈকবাক্যতা। ইহাই পদৈকবাক্যতার দ্বিতীয় এবং অমুখ্য অর্থ। কারণ এইস্থলে অর্থবাদ পদস্থানীয় হইলেও বিধিবাক্য বাক্যই থাকে এবং উহা অর্থবাদ হইতে ভিন্ন বাক্য। পূর্বোক্ত পদৈকবাক্যতা সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহের মধ্যে বিদ্যমান; অর্থবাদ-বিধিবাক্যের পদৈকবাক্যতা সাকাঙ্ক্ষ একাধিক বাক্যসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান—এইমাত্র প্রভেদ। এই জন্য কেহ কেহ দ্বিতীয় প্রকার পদৈকবাক্যতাকে পদবাক্যৈকবাক্যতা বলিয়া থাকেন। কেবল যাগাদিক্রিয়াসম্বন্ধ অর্থবাদবাক্যেরই এই প্রকার গতি নহে; "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যসম্বন্ধেও ভাট্টসম্প্রদায়ের এইরূপ ন্যায় স্বীকার করিতে হইবে। অগ্নি যেমন সত্যই রোদন করেন নাই, প্রজাপতি যেমন সত্যই নিজ বপা উৎপাটিত করেন নাই, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" বাক্যও সত্যই জীব-ব্রহ্মের অভেদ উপদেশ প্রদান করে না; কিন্তু মুমুক্ষু পুরুষকে ঐরূপ মিথ্যা ঐক্যের ভাবনা বা উপাসনা করিতে উপদেশ দিতেছে; যেমন, শালগ্রামশিলা হরি না হইলেও শালগ্রামে হরির উপাসনা যথার্থফলপ্রদ ("শালগ্রামে যথা হরিঃ")। নিকৃষ্ট পদার্থে উৎকৃষ্টপদার্থের ধ্যান, অসত্যবিষয়ক উপাসনা ইত্যাদি যে সত্যফলদায়ক তাহা সর্বসম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। "মনঃ ব্রহ্মেতি উপাসীত" (ছাঃ উপঃ ৩।১৮।১) ইত্যাদি বহুশ্রুতিতে এবং ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। আত্মবিজ্ঞান যে কর্মাঙ্গ, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছাঃ উঃ ৭।১।৩), "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ উপঃ ৮।৭।১) ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট আত্মবিদের শোকতরণ, অপহতপাপ্ম-আত্মবিষয়ক উপনিষদ্‌বাক্যসমূহ যে "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি", "যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে" ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত ফলশ্রুতির ন্যায় অর্থবাদমাত্র, তাহা ব্রহ্মসূত্রের পুরুষার্থাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১-১৭) দ্বিতীয় হইতে সপ্তম সূত্র পর্য্যন্ত (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২-৭) ভাষ্যাদিতে এইরূপ জৈমিনিসিদ্ধান্তই (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২, "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো

পদানাম্। ন চ যদর্থং যত্তেন বিনা পর্য্যবস্যতীতি ন স্বার্থমাত্রাভিধানে পর্য্যবসানং পদানাম্। ন চ ['ন সুরাং পিবেৎ' ইতি] নঞ্‌বতি বাক্যে ['সুরাং পিবেৎ' ইতি] বিধানপর্য্যবসানম্। তথা সতি [শ্রুতং] নঞ্‌পদমনর্থকং স্যাৎ। যথাহঃ (শ্লোঃ বাঃ ১।১।৭ম অধিঃ শ্লোঃ ৩৪২-৩৪৩, পৃঃ ৯৪৩), "সাক্ষাদ্‌যদ্যপি কুর্বন্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্। বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্য্যবস্যন্তি নিষ্ফলে॥ বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্। পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্॥' ইতি। সেয়মেকস্মিন্ বাক্যে গতিঃ।" ঐ পৃঃ ৩৪১, "শাব্দী হ্যিয়ং গতিঃ যৎ তাৎপর্য্যাধীনঃ বৃত্তিত্বং নাম, ন হি অন্যপরঃ শব্দঃ অন্যত্র প্রমাণং ভবিতুর্মহতি।...ন চ নঞ্‌বতি মহাবাক্যে অবান্তরবাক্যার্থো বিধিরূপঃ শক্যোঽবগন্তুম্। ন চ প্রত্যয়মাত্রাৎ সোঽপ্যর্থোঽস্য ভবতি, তৎ প্রত্যয়স্য ভ্রান্তত্বাৎ। ন পুনঃ প্রত্যক্ষাদীনামিয়ং গতিঃ। ন হি উদকাহরণার্থিনা ঘটদর্শনায়োন্মীলিতং চক্ষুর্ঘটপটৌ বা পটং বা কেবলং নোপলভতে।"

এই স্থলে বিবরণসম্প্রদায়ের বিশেষ কথা জানা প্রয়োজন। বিবরণমতে তাৎপর্য্য-লক্ষণ এইরূপ—তৎপ্রতীতিজননযোগ্যত্বে সতি তদিতরপ্রতীত্যিচ্ছয়ানুচ্চরিতত্বম্। কিন্তু বিবরণাচার্য্যের সিদ্ধান্তে তাৎপর্য্যজ্ঞান বাক্যার্থাববোধে নিয়তপূর্বরবৃত্ত নহে বলিয়া কারণ নহে, যেহেতু এইরূপ সর্বজনীন অনুভব বিদ্যমান,—"এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার দুইটি অর্থের বোধ হইয়াছে, কিন্তু কোন্ বিষয়ে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা জানি না।" এতদ্ব্যতীত, অন্যোন্যাশ্রয়াদিদোষও বিদ্যমান। পুরুষদোষকৃত তাৎপর্য্য-সংশয় ও তাৎপর্য্য-বিপর্য্যয়ের নিরাসই তাৎপর্য্যাবগমের ফল। বিবরণ ৪র্থ বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৮০৪-৭ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫৮১-৮৪, "অত্রেদং বিচার্য্যম্—কিং তাৎপর্য্যমর্থপ্রমিতিহেতুঃ?" ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

যথাহনোন্বিতি জৈমিনিঃ") প্রসাধিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৮-১৭) আচার্য্য বাদরায়ণ স্বশিষ্য জৈমিনির মত খণ্ডন করিয়াছেন।[2] এইরূপ জৈমিনিসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন (শ্লোঃ বাঃ ১।১।৫ "আত্মবাদপ্রকরণম্" শ্লোঃ ১৪৮ পৃঃ ৭২৭-২৮), "ইত্যাহ নাস্তিক্যনিরাকরিষ্ণুরাত্মাহস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা। দৃঢ়ত্বমেতদ্বিষয়শ্চ বোধঃ প্রযাতি বেদান্তনিষেবণেন॥" এই শ্লোকের অন্য কোনরূপ তাৎপর্য্য নাই।[3] ফলিতার্থ এই, ভূতার্থবাদও অর্থবাদ বলিয়া স্তুতি-নিন্দান্যতরমাত্রপর হওয়ায় বিধিবাক্য-অর্থবাদবাক্যস্থলে পদৈকবাক্যতাই (বা পদবাক্যৈকবাক্যতাই) সম্ভব। সুতরাং "যৎপরঃ শব্দঃ সঃ শব্দার্থঃ" এই ন্যায় অনুসারে "বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি ভূতার্থবাদবলে দেবতার বিগ্রহাদি ব্যবস্থাপন করা যাইবে না। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রভৃতি ভূতার্থ বা সিদ্ধার্থ হওয়ায় ঐ সমস্তবিষয়ক শ্রুতিও ভূতার্থবাদ বলিয়া "বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি কর্মকাণ্ড প্রসিদ্ধ ভূতার্থবাদের গতিই প্রাপ্ত হইবে।

টিপ্পনী

শ্লোকবার্ত্তিক হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ। যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না, তিনি বৈদিক যাগাদি কর্মে প্রবৃত্তও হইবেন না ; কারণ স্বর্গাদি ফল পরলোকে প্রাপ্তব্য। সুতরাং বৈদিক কর্মে প্রবৃত্ত পুরুষকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত, স্থির, পরলোকগামী নিত্য আত্মা বিদ্যমান। এই জন্য আচার্য্য শবর স্বামী চার্বাক-বৌদ্ধাদি নাস্তিক সম্প্রদায়ের নৈরাত্ম্যবাদখণ্ডনে যত্ন করিয়াছেন। শ্লোকবার্ত্তিকের আত্মবাদপ্রকরণে এই বিষয়ে অতি বিস্তৃত বিচার রহিয়াছে। উক্ত আত্মবাদপ্রকরণের শেষশ্লোকই "ইত্যাহ" ইত্যাদি। ভট্টপাদের গূঢ় আশয় ব্যক্ত করিতে পার্থসারথি মিশ্র তাঁহার ন্যায়রত্নাকর টীকায় (ঐ পৃঃ ৭২৭-২৮) এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

শরীরাদিব্যতিরিক্তরূপে আত্মতত্ত্ব মীমাংসাশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইলেও উহা চিত্তে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না, কারণ প্রতিজীবেরই "অহং স্থূলঃ", "অহং গচ্ছামি" ইত্যাকার অনুভব বলপূর্বক শরীরেই অহংপ্রত্যয় বা আত্মাভিমান প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। তাহা হইলে কি উপায়ে অভিপ্রেত বিবিক্ত আত্মবোধ চিত্তে দৃঢ় বা নিশ্চল হইবে? উত্তর এই, শরীরাদিব্যতিরিক্ত নিত্য আত্মসত্তামাত্রস্বীকারদ্বারা বেদপ্রামাণ্য সিদ্ধ হওয়ায় মীমাংসাদর্শনে ইহাই মাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে, কারণ শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা নিত্য আত্মার পরোক্ষনিশ্চয় হইলেই স্বর্গাদিফলক অলৌকিক বৈদিক যাগাদি কর্মে শাস্ত্রবিশ্বাসী পুরুষের প্রবৃত্তি হইবে। এইজন্য ভাষ্যকার শবরস্বামী নাস্তিক্যবুদ্ধিনিরাকরণমাত্রে ইচ্ছুক। কিন্তু কেহ যদি উক্ত আত্মবোধকে দৃঢ়রূপে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে বেদান্ত বা উপনিষৎসমূহে বিহিত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে যত্ন করিতে হইবে। গ্রন্থবিস্তরভয়ে ন্যায়রত্নাকর উদ্ধৃত হইল না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সিদ্ধান্তবিন্দুর ন্যায়রত্নাবলী টীকায় গৌড় ব্রহ্মানন্দ শ্লোকবার্ত্তিকের উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন যে আত্মা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই, ইহাই মীমাংসাদর্শনের গূঢ় সিদ্ধান্ত ; কিন্তু কর্মপ্রসঙ্গে ঐরূপ আত্ম-স্বরূপ বলা উচিত নহে, কারণ তাহাতে কর্মমাত্রে অধিকারী কিন্তু মোক্ষে অনধিকারী কামী পুরুষের বুদ্ধিভ্রংশই হইবে এবং বৈদিক কর্মসমূহে অনাস্থা আসিবে (ন্যাঃ রঃ ১।৩৫ পৃঃ ৩৫৪), "...ইতি তর্কচরণীয়ভট্টকারিকয়া বেদান্তদর্শনপুরস্কারাৎ। আত্মা নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মৈব ; তথাপি কর্মপ্রসঙ্গে ন তথা বাচ্যম্। উক্তং হি কৃষ্ণেণ ভগবতা (গীতা ৩।২৬), 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্' ইতি প্রাভাকরগ্রন্থগতোক্তেঃ।"

ইহাতে সবিনয় বক্তব্য এই, অদ্বৈতদর্শনের শ্রেষ্ঠত্বপ্রদর্শনে অত্যাগ্রহই ন্যায়রত্নাবলীকারকে মীমাংসাদর্শনের ঐরূপ তাৎপর্য্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়াছে। উক্ত শ্লোকের উপর ন্যায়রত্নাকর টীকা দেখিলে এইরূপ ব্যাখ্যা মনে উদিতই হয় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্লোকবার্ত্তিকের আত্মবাদের উপর সুচরিত মিশ্রের কাশিকা এবং ভট্ট উম্বেককৃত তাৎপর্য্যটীকা অদ্যাপি উপলব্ধ হয় নাই। অদ্বৈততত্ত্বেই সমস্ত

২ ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২ এর উপর ভামতী প্রভৃতি টীকাসহ শাঙ্করভাষ্য অবশ্য দ্রষ্টব্য।
৩ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

দর্শনের পর্য্যবসান, ইহা প্রদর্শন করিতে প্রাচীন অদ্বৈতাচার্য্যগণ কদাপি উৎসাহী হন নাই। বরং ব্রহ্মসূত্রের বহুস্থলে (যেমন ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩১ ; ৩।২।৪০ ; ৩।৪।২ ; ৩।৪।১৮ ; ৪।৩।১২ ; ৪।৪।৫ ; ৪।৪।১১) কণ্ঠতঃই জৈমিনিসিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে এবং ভাষ্য ও তাহার উপর টীকাদিগ্রন্থে উক্ত খণ্ডন শ্রুতিতঃ ও যুক্তিতঃ সমর্থিত হইয়াছে। অদ্বৈতগ্রন্থরাজিতে মীমাংসাদিমতখণ্ডন বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ সমস্ত দর্শনে নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মানুসন্ধান বুদ্ধিস্থ হয় না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম ব্রাহ্মণে যথাক্রম উষস্ত ও কহোল ঋষি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে একই আত্মবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন কি না ইহা বিচার করিয়া আচার্য্যপাদ তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, উষস্তের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য দেহাদির অতিরিক্ত আত্মার সম্বন্ধেই সংসারবন্ধন ও উহার প্রয়োজক কর্মের কথাই বলিয়াছেন ; কিন্তু কহোলের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে উষস্তের জিজ্ঞাসিত আত্মাই অশনায়া (ক্ষুধা), পিপাসা প্রভৃতি সংসারধর্মের অতীত, নিত্যশুদ্ধ, এইরূপে পূর্বে অনুক্ত আত্মার বিশেষাংশের জ্ঞান হইলে জীব সন্ন্যাসসহিত উক্ত বিশেষজ্ঞানবলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় (বৃহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ ৩।৫ পৃঃ ৮১৬-১৭), "কিমুষস্ত-কহোলাভ্যাম্ এক আত্মা পৃষ্টঃ ? কিংবা ভিন্নৌ আত্মানৌ তুল্যলক্ষণৌ ইতি ?...উচ্যতে—পূর্বস্মিন্ প্রশ্নে অস্তি ব্যতিরিক্ত আত্মা যস্যায়ং সপ্রযোজকো বন্ধ উক্ত ইতি। দ্বিতীয়ে তু তস্যৈবাত্মনোঽশনায়াদিসংসারধর্মাতীতত্বং বিশেষ উচ্যতে, যদ্বিশেষপরিজ্ঞানাৎ সন্ন্যাসসহিতাৎ (মুঃ উপঃ ৩।২।৭) পূর্বোক্তাৎ বন্ধনাৎ বিমুচ্যতে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভাষ্যকার শ্রুতি ও যুক্তিবলে আত্মার সংসারিরূপের মিথ্যাত্ব ও অসংসারিরূপের সত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসেরও বিধান করিয়াছেন। ফলে তিনি মীমাংসাসিদ্ধান্তের সহিত সর্বতোভাবে বিরোধই করিয়াছেন ; কারণ অশনায়া-পিপাসার অতীতরূপে আত্মজ্ঞান হইলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিই হয়, কর্ম হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে আচার্য্যপাদ কুত্রাপি নিজ মতের অবিরুদ্ধ অংশ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া পরপক্ষদ্বেষ করেন নাই (ব্রঃ সূঃ ২।২।১ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪৮৭)। সুতরাং নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই মীমাংসাসম্প্রদায়ের গূঢ় সিদ্ধান্ত হইলে আচার্য্যপাদ তাহাই প্রকাশ করিতেন, মীমাংসাসিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেন না। অতএব অন্যান্য বিরুদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্তের খণ্ডনই অদ্বৈতশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে একমাত্র উপায় এবং স্বরচিত সমস্ত গ্রন্থেই গৌড় ব্রহ্মানন্দ উক্ত উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন।

ন্যায়রত্নাবলীতে যে "প্রাভাকরগ্রন্থগতোক্তেঃ" বলা হইয়াছে, তাহাতে বক্তব্য এই, অধুনা মুদ্রিত গুরু প্রভাকরের কোন গ্রন্থেই ঐরূপ তাৎপর্য্যে কোন সন্দর্ভই উপলব্ধ হয় না। ঔৎপত্তিকসূত্রভাষ্যের উপর বৃহতীর শেষ গ্রন্থাংশ এইরূপ (বৃহতী ১।১।৫ আত্মবাদস্থানকম্ পৃঃ ২৫৬,) "যদুক্তম্—'অহঙ্কারমমকারৌ অনাত্মন্যাত্মাভিমানৌ' ইতি, মৃদিতকষায়াণাম্ (ছাঃ উপঃ ৭।২৬।২ দ্রষ্টব্য) এবৈতৎ কথনীয়ম্ ; ন কর্মসঙ্গিনামিত্যুপরম্যতে। আহ চ ভগবান্ দ্বৈপায়নঃ (গীতা ৩।২৬), 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্' ইতি রহস্যাধিকারে। তস্মান্ন বিবৃতমত্র ভাষ্যকারেণ ভগবতা, বচনানুরোধাৎ, নাজ্ঞানাদিতি।" এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় শালিকনাথ তাঁহার ঋজুবিমলা - পঞ্চিকায় বলিয়াছেন (ঐ পৃঃ ২৫৬), "যৌ এতৌ অহঙ্কারমমকারৌ—'অহম্', 'মম' ইতি প্রত্যয়ৌ ইমৌ অনাত্মন্যাত্মাভিমানভূতৌ ইতি। মৃদিতকষায়াণামেবৈতৎ কথনীয়ম্—যেষাং কষায়ো রাগো মৃদিতঃ [মর্দ্দিতঃ] তেষামেবৈতৎ কথনীয়ম্। ন কর্মসঙ্গিনামিত্যুপরম্যতে। আহ চ ভগবান্ দ্বৈপায়নঃ—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্' ইতি রহস্যাধিকারে। তস্মান্ন বিবৃতমহঙ্কারমমকারয়োরনাত্মবিষয়ত্বং ভগবতা ভাষ্যকারেণ, দ্বৈপায়নবচনানুরোধান্নাজ্ঞানাদিতি।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যে-তাৎপর্য্যে ন্যায়রত্নাবলীকার "প্রাভাকরগ্রন্থগতোক্তেঃ" বলিয়াছেন, সেই তাৎপর্য্য উপরি উদ্ধৃত বৃহতী বা পঞ্চিকার সন্দর্ভাংশে প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ, গুরু প্রভাকরের বচন উদ্ধৃত করিয়া শ্লোকবার্ত্তিকের "ইত্যাহ" ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। সুধীগণ সর্বতোদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বিচার করিবেন।

ভূতার্থবাদ—ভাট্টমতখণ্ডনপূর্বক অদ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন

ব্রহ্মসূত্রের দেবতাধিকরণভাষ্যের "অত্রোচ্যতে, বিষমঃ উপন্যাসঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভে (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৪২ -) আচার্য্যপাদ মীমাংসাসম্প্রদায়ের ভূতার্থবিষয়ক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। উহার অতীব সংক্ষিপ্ত সারাংশ এইরূপ।

"ন সুরাং পিবেৎ" এইরূপ একটি বাক্যের স্থল হইতে বিধিবাক্য-ভূতার্থবাদরূপ একাধিক বাক্যের স্থল অত্যন্ত ভিন্ন। সুরাপানপ্রতিষেধস্থলে পদসমূহের অন্বয়দ্বারা একত্বপ্রাপ্তি হওয়ায় সুরাপানবিধিবাক্যরূপ অবান্তর বাক্য অর্থান্তর প্রতিপাদনে অক্ষম, ইহা সুসঙ্গতই। কিন্তু যে-স্থলে বিধিবাক্যরূপ একটি স্বতন্ত্র বাক্যের সহিত ভূতার্থবাদরূপ অপর একটি স্বতন্ত্র বাক্যের পুনরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ অন্বয় হয়, সেই স্থলে ভূতার্থবাদ স্বীয় যথাশ্রুতার্থ স্থাপন না করিয়া বিধেয়ের স্তাবকতা করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই, "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ" এই স্থলে বিধির সহিত বিধিবাক্যের মধ্যে শ্রুত (বিধ্যুদ্দেশবর্ত্তী) "বায়ব্যম্" প্রভৃতি পদসমূহের সম্বন্ধ বা অন্বয় হইয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ বিধির সহিত "বায়ুর্বা" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যস্থিত পদসমূহের অন্বয়যোগ্যতাই না থাকায় উহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতেই পারে না। এইজন্যই "বায়ুর্বা আলভেত", "ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা আলভেত" এইরূপ বাক্যও গঠিত হয় না। প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে বিধির সহিত অর্থবাদস্থ পদসমূহের কিরূপে অন্বয় সম্ভব ? উত্তর এই, অর্থবাদবাক্য বায়ুদেবতার শীঘ্রফলদাতৃত্বরূপ স্বভাবের মহিমা সঙ্কীর্ত্তনাত্মক স্বতন্ত্র একটি অবান্তর অর্থ প্রতীত করাইয়া "শ্বেতপশুর আলম্ভনরূপ কর্ম এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট দেবতাসম্বন্ধী" এইরূপভাবে বিধেয়ের স্তুতি করে এবং এই প্রকার স্তুতির দ্বারাই বিধিবাক্যের সহিত অর্থবাদের বাক্যৈকবাক্যতা সম্পন্ন হয়। যেমন লৌকিক স্থলে "দেবদত্তস্য গৌঃ ক্রেতব্যা বহুক্ষীরা" এইরূপবাক্য প্রয়োগ করিলে বহুক্ষীরত্বদ্বারাই গোক্রয়ে ঐরূপ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পদৈকবাক্যতা ও বাক্যৈকবাক্যতার মধ্যে প্রভেদ এই যে পদৈকবাক্যতাস্থলে অবান্তর অর্থ গৃহীত হয় না, কিন্তু বাক্যৈকবাক্যতাস্থলে মহাতাৎপর্য্যার্থ ব্যতিরেকে অবান্তর অর্থরূপ দ্বার স্বীকার্য্য। "ন সুরাং পিবেৎ" এই স্থলে সুরাপানবিধিরূপ অর্থ সুরাপাননিষেধরূপ অর্থস্থাপনে দ্বার বা অবান্তরব্যাপার হইতে পারে না। অনুবাদ ও গুণবাদরূপ অর্থবাদস্থলে এইরূপ পদৈকবাক্যতা বা পদবাক্যৈকবাক্যতা হইয়া থাকে, কারণ ঐ দুই প্রকার অর্থবাদের অবান্তর অর্থ গ্রহণীয় নহে। কিন্তু ভূতার্থবাদস্থলে অবান্তর অর্থের উপস্থিতি ব্যতিরেকে মহাতাৎপর্য্যার্থ উপস্থিত না হওয়ায় ভূতার্থবাদের অবান্তর অর্থ ভাট্টসম্প্রদায়ের কামনা না থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ যদি ভূতার্থবাদের অবান্তর তাৎপর্য্যার্থ স্বীকৃত না হয়, তবে ভাট্টসম্প্রদায়ই বা কিরূপে রাত্রিসত্রন্যায় ব্যাখ্যা করিবেন ? প্রতিষ্ঠারূপ আর্থবাদিক ফল শ্রবণ করিয়াই "প্রতিষ্ঠাকামো রাত্রিসত্রং কুর্য্যাৎ" এইরূপ বিধি কল্পিত হইয়া থাকে, ইহাই ভাট্টসিদ্ধান্ত (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৭-১৯)। অর্থবাদবাক্য প্রতিষ্ঠারূপ ফল প্রতীত না করাইয়া বিধির প্রক্ষেপ করিতে পারে না; অন্যথা রাত্রিসত্র স্বর্গফলক হউক্।

প্রকৃত প্রস্তাবে ভূতার্থবাদের স্বার্থে প্রমাণ্য লৌকিক বাক্যানুসারেই স্বীকার করিতে হইবে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই স্থলে "গঙ্গা" পদ স্বার্থ উপস্থাপিত না করিয়া স্বার্থসম্বদ্ধ তীরকে লক্ষণার দ্বারা প্রতীত করাইতে পারে না। স্বার্থের উপস্থিতি স্বীকার না করিলে সমুদ্রতীরই বা কেন "গঙ্গা" পদের লক্ষ্যার্থ হয় না ? অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে, "সমিধো যজতি" ইত্যাদি অঙ্গযাগবোধক বাক্যসমূহ সমিধ্ যাগাদির কর্ত্তব্যতারূপ স্বার্থ উপস্থিত করিয়াই "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই প্রধানবিধিবাক্যের সহিত পুনরাকাঙ্ক্ষাবশে একবাক্যতা লাভ করিয়া থাকে। সেইরূপভাবেই বিধিবাক্য ও ভূতার্থবাদবাক্যের মধ্যে বাক্যৈকবাক্যতাস্থলে ভূতার্থবাদস্থ পদসমূহ বৃত্তান্ত বা ভূতার্থবিষয়ক পৃথক্ অন্বয়ই প্রথমে প্রতিপাদন করে; তাহার পর প্রয়োজনান্তরের আকাঙ্ক্ষা হয়—"বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি ভূতার্থবাদের প্রয়োজন কি ? যেহেতু স্বাধ্যায়-অধ্যয়নবিধিবলে জানা যায় যে বেদের একটি অক্ষরও ব্যর্থ বা অনর্থক নহে। অনন্তর উক্ত অর্থবাদের বিধেয়স্তাবকত্বরূপ পরমপ্রয়োজন প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভাট্টমীমাংসকগণের কামনা না থাকিলেও ভূতার্থবাদের স্বার্থে স্বতঃ প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য; অন্যথা তাঁহাদেরই অভিপ্রেত

ভূতার্থবাদের গৌণ-প্রয়োগই সম্ভব হইবে না, কারণ অভিধেয়ের অবিনাভাব না থাকিলে লক্ষণাই হইবে না এবং লক্ষণা না হইলে লক্ষণার অবিনাভূত গৌণ-প্রয়োগও সম্ভব নহে (কল্পতরু ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩). "লক্ষিতেন যল্লক্ষ্যং তদপ্যভিধেয়েনাবিনাভূতমেব, তদবিনাভূতং প্রতি অবিনাভূতত্বাৎ।" ভামতীকার ইহাকেই লক্ষিতলক্ষণা বলিয়াছেন (ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩)।[4] এই তাৎপর্য্যেই দেবতাধিকরণভাষ্যে আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৪২), "যুক্তং যৎ সুরাপানপ্রতিষেধে পদান্বয়স্যৈকত্বাৎ অবান্তরবাক্যার্থস্যাগ্রহণম্। বিধ্যুদ্দেশার্থবাদয়োস্তু অর্থবাদস্থানি পদানি পৃথগন্বয়ং বৃত্তান্তবিষয়ং প্রতিপদ্যানন্তরং কৈমর্থ্যবশেন কামং বিধেঃ স্তাবকত্বং প্রতিপদ্যন্তে।"[5]

অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি—

প্রথম আপত্তির উত্তর

এইস্থলে অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি হইবে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অদ্বৈততত্ত্বপ্রতিপাদক "তত্ত্বমসি"

৪ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে লক্ষণা দ্বিবিধ—কেবললক্ষণা ও লক্ষিতলক্ষণা। বেদান্তপরিভাষাকার কেবললক্ষণার লক্ষণ প্রদান করিতে বলিয়াছেন (বেঃ পঃ আগম পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৩৯), "শক্যসাক্ষাৎসম্বন্ধঃ কেবল-লক্ষণা।" ইহার যথাশ্রুতার্থ এই, পদ অভিধা-শক্তির দ্বারা যে পদার্থ (শক্য) উপস্থিত করে, সেই পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধই অর্থাৎ সম্বন্ধান্তরদ্বারা অব্যবহিত সম্বন্ধই কেবল-লক্ষণা। কিন্তু এইরূপ যথাশ্রুতার্থ অসঙ্গত ; কারণ ভাট্টমীমাংসা অনুসারে (মীঃ সূঃ ১।৩।৩০-৩৫ আকৃতিশক্ত্যধিকরণম্) অদ্বৈতীও জাতিশক্তিবাদী বলিয়া পদের শক্য জাতির সহিত তীরাদির সাক্ষাৎসম্বন্ধই অনুপপন্ন। "বিশেষ্যং নাভিধা গচ্ছেৎ ক্ষীণশক্তির্বিশেষণে" এই ন্যায়ে "গঙ্গা" পদের গঙ্গাত্বই শক্য, জলপ্রবাহবিশেষরূপ ব্যক্তি (এই স্থলে লক্ষ্য) নহে। ব্যক্তি লক্ষণালভ্য হওয়ায় "স্বশক্য" না বলিয়া "স্ববোধ্য" বা "স্বজ্ঞাপ্য" বলা উচিত। সুতরাং বলিতে হইবে, স্বজ্ঞাপ্য (স্ববোধ্য) সম্বন্ধত্বই লক্ষণাত্ব। যেমন, "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" স্থলে স্ব অর্থাৎ "গঙ্গা" পদবোধ্য ভগীরথরথখাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহের সংযোগরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধই লক্ষণা ; "গঙ্গা" পদ এইরূপ কেবল-লক্ষণার দ্বারা গঙ্গাতীররূপ লক্ষ্যার্থকে বুঝাইতেছে। সুতরাং বেদান্ত-পরিভাষার (ঐ পৃঃ ২৩৯) "যত্র শক্য-পরম্পরাসম্বন্ধেনার্থান্তরপ্রতীতিঃ তত্র লক্ষিত-লক্ষণা" এইরূপ লক্ষিত-লক্ষণা-লক্ষণবাক্যও অনুরূপ রীতিতে বুঝিতে হইবে, যথাশ্রুতার্থে নহে,—স্ববোধ্যপরম্পরাসম্বন্ধই অর্থাৎ সম্বন্ধান্তরঘটিত সম্বন্ধই লক্ষিত-লক্ষণা। যেমন, "দ্বিরেফ" পদ লক্ষিত-লক্ষণার দ্বারা ভ্রমরকে বুঝাইয়া থাকে। দ্বৌ রেফৌ যত্র, এইরূপ বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন "দ্বিরেফ" পদ শক্তির দ্বারা রেফদ্বয়যুক্তত্বকে বুদ্ধিতে উপস্থিত করে। এক্ষণে দুইটি "র"-কার যুক্ত "প্রহর" প্রভৃতি বহু পদ থাকিলেও "দ্বিরেফ" পদ স্ববোধ্যসম্বন্ধরূপলক্ষণার দ্বারা প্রথমে "ভ্রমর" পদ বুদ্ধিতে উপস্থিত করে। "ভ্রমর" পদ আবার শক্তির দ্বারা ভ্রমরত্ব উপস্থিত করিলে "দ্বিরেফ" পদই লক্ষিত-লক্ষণার দ্বারা ভ্রমর পদার্থকে বুঝায়, কারণ ভ্রমরপদার্থে স্ববোধ্যরেফদ্বয়ঘটিতভ্রমরপদবাচ্যত্বরূপ স্ববোধ্যপরম্পরাসম্বন্ধ বিদ্যমান। "দ্বিরেফ" পদলক্ষিত "ভ্রমর" পদই শক্তিদ্বারা ভ্রমরপদার্থ উপস্থিত করুক, লক্ষিত-লক্ষণা নিষ্প্রয়োজন,—এইরূপ কথা বলা যায় না ; কারণ তাহা হইলে "দ্বিরেফম্ আনয়", "দ্বিরেফং পশ্য" এইরূপ বাক্যসমূহের অর্থবোধ হইবে না। শাব্দ মর্য্যাদা এই, প্রত্যয়সমূহ প্রকৃতির অর্থের সহিত অন্বিতস্বার্থের বোধক হইয়া থাকে। আলোচ্য বাক্য দুইটিতে "দ্বিরেফ" পদে কর্মে দ্বিতীয় বিভক্তি হওয়ায় প্রত্যয়ার্থ কর্মত্বে "দ্বিরেফ" পদলক্ষিত "ভ্রমর" পদরূপ প্রকৃত্যর্থের অন্বয়ের যোগ্যতা নাই, যেহেতু পদ আনয়ন বা দর্শনের অযোগ্য। ভাট্টসম্প্রদায় যাহাকে গৌণ-প্রয়োগ বলিয়া থাকেন, তাহা অদ্বৈতসম্মত লক্ষিত-লক্ষণার অন্তর্গত, তৃতীয় প্রকার নহে। যেমন "সিংহো মাণবকঃ" স্থলে "সিংহ" পদ প্রথমে লক্ষণাবলে বুদ্ধিতে শৌর্য্যাদি বোধ জন্মাইয়া সেই শৌর্য্যাদিসম্বন্ধের দ্বারা মাণবককে বুঝাইয়া থাকে, কারণ মাণবকে "সিংহ"-পদবোধ্যপরম্পরাসম্বন্ধত্বরূপ লক্ষিত-লক্ষণা বিদ্যমান।

৫ ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪২, "যত্র তু বাক্যস্যৈকস্য বাক্যান্তরেণ সম্বন্ধঃ, তত্র লোকানুসারতো ভূতার্থব্যুৎপত্তৌ চ সিদ্ধায়ামেকৈকস্য বাক্যস্য তত্তদ্বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নেন পর্য্যবসিতবৃত্তিনঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদ্ধেতোঃ প্রয়োজনান্তরাপেক্ষায়ামন্বয়ঃ কল্প্যতে।... ইহ হি যদি ন স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধিঃ স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যং বেদরাশিং পুরুষার্থতামনেষ্যত্ততো ভূতার্থমাত্রপর্য্যবসিতা নার্থবাদা বিধ্যুদ্দেশৈনেকবাক্যতামগমিষ্যন্। তস্মাৎ স্বাধ্যায়বিধিবশাৎ কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষায়াং বৃত্তান্তাদিগোচরাঃ সন্তঃ তৎপ্রত্যায়নদ্বারেণ বিধেয়প্রাশস্ত্যং লক্ষয়ন্তি, ন পুনরবিবক্ষিতস্বার্থা এব তল্লক্ষণে প্রভবন্তি ; তথা সতি লক্ষণৈব ন ভবেৎ, অভিধেয়াবিনাভাবস্য তদ্বীজস্যাভাবাৎ।" কল্পতরু (ঐ), আভোগ (ঐ) ও শাস্ত্রদর্পণ (১।৩।৯ম অধিঃ পৃঃ ৬৪-৫) দ্রষ্টব্য। "বিধ্যুদ্দেশ" পদের অর্থ বিধিবাক্য ও "বৃত্তান্ত" পদের অর্থ ভূতার্থ। কিমর্থের ভাব বা ধর্মই কৈমর্থ্য ; "কিম্ অর্থঃ" অর্থাৎ প্রয়োজন কি ? সুতরাং "কৈমর্থ্যবশেন" এর অর্থ প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষাবশে। ভাষ্যের "কামম্" অব্যয়ের অর্থ অকামানুমতি অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন (অমরকোষ অব্যয়বর্গ ৪১)।

প্রভৃতি উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের সহিত বিরোধবশতঃ প্রপঞ্চবিষয়ক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ বাধিত; সুতরাং শ্রুতিবিরোধে প্রমাণান্তর যদি বাধিত হয়, তবে "আদিত্যো যূপঃ" ইত্যাদি অর্থবাদশ্রুতিবিরোধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরই বাধিত হউক্, ঐরূপ অর্থবাদবাক্যকে গুণবাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে কেন? পুনরায়, দ্বিতীয় আপত্তি এই, প্রমাণান্তরবিরোধে "আদিত্যো যূপঃ" ইত্যাদি অর্থবাদকে যদি গুণবাদরূপেই গ্রহণ করিতে হয়, তবে দ্বৈতপ্রতিপাদক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরবিরোধে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অদ্বৈতপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহকেও গুণবাদরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রমাণান্তরবিরোধসাম্যবশতঃ হয় উভয়স্থলেই যথাশ্রুতার্থ, অথবা উভয়স্থলেই গুণবাদ গ্রহণীয়। একস্থলে গুণবাদ, অপরস্থলে যথাশ্রুতার্থগ্রহণপূর্বক প্রমাণান্তরেরই ত্যাগ—এই বিষয়ে বিনিগমনা (একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি) নাই।[৬]

প্রথম আপত্তির বিরুদ্ধে অদ্বৈতীর উত্তর এইরূপ। লৌকিক-প্রয়োগ অনুসারেই শব্দের দ্বিবিধ বিষয় স্বীকৃত হইয়া থাকে—একটি দ্বারতঃ বা অবান্তর-তাৎপর্য্যতঃ, অপরটি তাৎপর্য্যতঃ অর্থাৎ মহাতাৎপর্য্যতঃ। যেমন, একটি বাক্যে প্রযুক্ত পদসমূহ দ্বারতঃ পদার্থসমূহকে বিষয় করে এবং সেই পদসমূহই তাৎপর্য্যতঃ বাক্যার্থকে বিষয় করিয়া থাকে, যেহেতু পূর্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে পদসমূহ বাক্যার্থ প্রতিপাদনের জন্যই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, পদার্থমাত্র প্রতিপাদনের জন্য নহে। কিন্তু পদার্থসমূহ প্রতিপাদন না করিয়া পদসমূহ বাক্যার্থপ্রতিপাদনে অক্ষম হওয়ায় পদার্থপ্রতিপাদন বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে দ্বার বা অবান্তর ব্যাপার। অনুরূপভাবে দুইটি বাক্যের একবাক্যতাস্থলেও (অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদক মহাবাক্যেও) দ্বারতঃ ও তাৎপর্য্যতঃ দুইটি বিষয় থাকে। যেমন লৌকিক প্রয়োগে "ইয়ং দেবদত্তীয়া গৌঃ ক্রেতব্যা" ইহা একটি বাক্য এবং "এষা বহুক্ষীরা" অপর একটি বাক্য। দুইটি বাক্যই স্বতন্ত্রভাবে দুইটি যথাশ্রুতার্থ প্রতিপাদন করে। তাহার পর পুনরায় প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হয়। যেমন, "ইয়ং দেবদত্তীয়া গৌঃ ক্রেতব্যা" এইরূপ বাক্য একটি স্বতন্ত্র অর্থের উপস্থাপক হইলেও প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হয়,—"দেবদত্তের গো ক্রেতব্য কেন অর্থাৎ কোন্ প্রয়োজনে উহা ক্রয় করিব?" অনুরূপভাবে "এষা বহুক্ষীরা" এইরূপ একটি স্বতন্ত্র বাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হয়—"দেবদত্তের গো বহুক্ষীরা হউক্, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি?" এইরূপ কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষাবশে উভয় বাক্য মিলিত হইয়া একটি মহাবাক্যে পরিণত হয় অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদকত্বরূপ একবাক্যতা লাভ করে—"যেহেতু দেবদত্তীয় গো বহুক্ষীরা অতএব উহা ক্রেতব্য", অথবা "বহুক্ষীরবিশিষ্ট দেবদত্তীয় গো ক্রয় কর।"[৭] এইরূপ মহাবাক্যে

৬ ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩, "নন্বেবং মানান্তরবিরোধেঽপি কস্মাদ্ গুণবাদো ভবতি? যাবতা শব্দবিরোধে মানান্তরমেব কস্মান্ন বাধ্যতে, বেদান্তৈরিবাদ্বৈতবিষয়ৈঃ প্রত্যক্ষাদয়ঃ প্রপঞ্চগোচরাঃ, কস্মাদ্বা অর্থবাদবৎ বেদান্তা অপি গুণবাদেন ন নীয়ন্তে?"

৭ এই তাৎপর্য্যেই ভট্টপাদ বলিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৪।২৪ অথবা ২৯, পৃঃ ৩২৮ = পৃঃ ২৪০), "স্বার্থবোধে সমাপ্তানামঙ্গাঙ্গিত্বাদ্যপেক্ষয়া। বাক্যানামেকবাক্যত্বং পুনঃ সংহত্য জায়তে॥" অর্থাৎ, বাক্যসমূহ বাক্যার্থবোধে সমাপ্ত হইলেও যদি একাধিক বাক্যের মধ্যে পরস্পর আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাহারা অঙ্গাঙ্গিত্বাদিকে অপেক্ষা করিয়া পুনরায় মিলিত হইয়া একটি মহাবাক্য উৎপন্ন করে। ইহা স্বীকার না করিলে কর্মসমূহের বিনিয়োগে প্রকরণ প্রমাণ হইতে পারিবে না। তাৎপর্য্য এই, শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য প্রমাণের ন্যায় প্রকরণও বিনিয়োগে একটি প্রমাণ বা বিনিয়োজক এবং যে বিনিয়োগস্থলে উক্ত প্রমাণত্রয় থাকে না, সেই স্থলে প্রকরণ বিনিয়োজক হইয়া থাকে। যেমন, "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" একটি স্বতন্ত্র বিধিবাক্য এবং "সমিধো যজতি", তনূনপাতং যজতি" ইত্যাদিও স্বতন্ত্র বিধিবাক্য। পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং" শ্রৌতবিধির অর্থ "দর্শপূর্ণমাসনামধেয়েন যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ।" এই বাক্যে স্বর্গফলের সহিত যাগকর্মের সাধ্য-সাধনভাবরূপ সম্বন্ধ শ্রুত এবং ঐরূপ শ্রুত সম্বন্ধ অলৌকিক বলিয়া অলৌকিক ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় ঐ বাক্য সাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়ে—কিরূপে দর্শপূর্ণমাসযাগ অনুষ্ঠেয়? অপরদিকে, "সমিধো যজতি" ইত্যাদি সন্নিধিপঠিত বিধিবাক্যে ফল শ্রুত না হওয়ায় উহারাও সাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে—সমিধাদিযাগ করিলে কি ফল হইবে? একাধিক বাক্যের এইরূপ পরস্পর আকাঙ্ক্ষাই প্রকরণ নামক চতুর্থ বিনিয়োজক। এইস্থলে প্রকরণ প্রমাণই সফল কিন্তু ইতিকর্ত্তব্যতাসাকাঙ্ক্ষ দর্শপূর্ণমাসযাগ এবং ফলসাকাঙ্ক্ষ সমিধাদি যাগসমূহের অঙ্গাঙ্গিভাবের সম্বন্ধবোধক বা বিনিয়োজক। মীমাংসাদর্শনে "প্রকরণস্য বিনিয়োজকতাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৩।৩।১১, "অসংযুক্তং প্রকরণাদিতিকর্ত্তব্যতার্থিত্বাৎ") ইহা বিচারিত হইয়াছে।

উভয় বাক্যের অর্থদ্বয়ই বিদ্যমান। কিন্তু ক্রেতব্যেই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য বা মহাতাৎপর্য্য বিদ্যমান, কারণ ক্রেতাকে গো ক্রয় করানোই বিক্রেতার প্রধান উদ্দেশ্য; এবং এই তাৎপর্য্য-প্রকাশে দেবদত্তীয় গো এর বহুক্ষীরত্ব-প্রতিপাদন দ্বার বা অবান্তর ব্যাপার হওয়ায় ঐ মহাবাক্য বহুক্ষীরত্বপ্রতিপাদনদ্বারা গো-ক্রয়ের বিধান করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই অবান্তরতাৎপর্য্যপ্রতিপাদনব্যতিরেকে উক্ত মহাবাক্য স্বীয় পরম তাৎপর্য্য প্রকাশে অসমর্থ। এক্ষণে যে-স্থলে দ্বারতঃ প্রকাশ্য অর্থ বলবত্তর প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়, সেইস্থলে অবান্তরবাক্যকে অন্যপররূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যেমন, "বিষং ভুঙ্ক্ষ" ইত্যাদি জহৎ-লক্ষণাস্থলে বাক্য স্বীয় যথাশ্রুতার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া বাক্যান্তরার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে; কারণ বিষভোজনরূপ যথাশ্রুতার্থ বক্তার তাৎপর্য্য নহে, শত্রুগৃহে ভোজননিবৃত্তিই তাঁহার তাৎপর্য্য।[৮] অতএব যে-বাক্যের যে-বিষয়ে তাৎপর্য্য, সেই বিষয়ে প্রমাণান্তরবিরোধে সেই বাক্য পৌরুষেয় হইয়া অপ্রমাণ হইবে। এই কারণেই "আদিত্যো যূপঃ" বাক্যকে আদিত্যের যূপত্বপ্রতিপাদনপররূপে গ্রহণ না করিয়া যূপস্তুতিপররূপে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, কারণ ভাট্ট ও অদ্বৈতমতে প্রমাণমাত্রের প্রামাণ্য স্বতঃ হইলেও প্রমাণ স্বীয় প্রামাণ্যরক্ষার জন্য ইতর প্রমাণের সহিত অবিরোধকে অবশ্যই অপেক্ষা করিয়া থাকে।[৯] অতএব প্রমাণান্তরাবিরোধে বাক্যের দ্বারভূত বিষয় গুণবাদরূপেই গ্রহণীয়।[১০] কিন্তু যে-বাক্যে

---

৮ পিতা পুত্রকে শত্রুগৃহে ভোজননিমিত্ত গমনোদ্যত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে বলিতেছেন, "বিষং ভুঙ্ক্ষ", অর্থাৎ বিষ ভোজন কর। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই বুঝিয়া থাকেন যে ঐ বাক্য যথাশ্রুতার্থে প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং উক্ত বাক্য নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া (জহৎ—হ্বাদিগনীয় পরস্মৈপদী হা ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়) জহল্লক্ষণাদ্বারা শত্রুগৃহভোজননিষেধরূপ বাক্যান্তরার্থ প্রতিপাদন করে। পুত্র বুঝিয়া থাকেন যে ঐ বাক্যের অর্থ "শত্রুগৃহে ভোজনং মা কার্ষীঃ।" বলা বাহুল্য, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ইহা বাক্য-লক্ষণাস্থল, কারণ ঐরূপ অর্থ প্রকাশক পদের অভাবে উক্ত বাক্যের কোন একটি পদ, এমন কি সমগ্র বাক্যও লক্ষণা ব্যতিরেকে, উক্ত অর্থ প্রকাশে অসমর্থ।

৯ অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "জাত্যপক্রমাদিন্যায়ৈঃ প্রত্যক্ষপ্রাবল্যনিরাসপ্রকরণম্" পৃঃ ৩৫৫, "চন্দ্রতারকাদিপরিমাণপ্রত্যক্ষে অনুমানাগমবিরোধেন তস্যাপ্রামাণ্যদর্শনাৎ তেনাপি [প্রত্যক্ষেণাপি] স্বপ্রামাণ্যসিদ্ধ্যর্থমিতরাবিরোধস্যাবশ্যমপেক্ষণীয়ত্বাৎ।" ঐ, "অদ্বৈতশ্রুতের্বাধোদ্ধারপ্রকরণম্" পৃঃ ৫১৫, "...অবিরোধগ্রহণার্থং চ মীমাংসাসাফল্যম্। অতএব 'আজ্যৈঃ স্তুবতে', 'আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে' (ছাঃ উপঃ ১।৯।১) ইত্যাদৌ আপাতপ্রতীতঘৃতগগনাদিপরিত্যাগেন আজ্যাকাশাদিপদানাং সামপরমাত্মাদ্যর্থত্বং স্থাপিতং পূর্বোত্তরমীমাংসয়োঃ চিত্রাকাশাদ্যধিকরণেষু...।" ইহার পর আচার্য্য মধসূদন সরস্বতী শ্লোকবার্তিকের পূর্বোদ্ধৃত "অসন্নিকৃষ্টবাচা" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। এই সন্দর্ভ পূর্বপক্ষস্থাপনপর হইলেও ইহা পূর্ব ও উত্তর উভয় মীমাংসাসম্মত।

মীমাংসাদর্শনের চিত্রানামতাধিকরণে (মীঃ সূঃ ১।৪।৩ "চিত্রাদিশব্দানাং যাগনামতাধিকরণম্") প্রসঙ্গতঃ "আজ্যৈঃ স্তুবতে" ইত্যাদি শ্রুতির বিচার আছে। হবনীয় ঘৃতকে "আজ্য" বলে। সুতরাং উক্ত শ্রুতির যথাশ্রুতার্থ—ঘৃতসমূহের দ্বারা স্তব করিবে। কিন্তু ঘৃতদ্রব্যের স্তোত্রে করণত্ব অসম্ভব হওয়ায় "আজ্য" পদের সামবিশেষ অর্থই গ্রহণীয়। এই স্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই, মীমাংসাসিদ্ধান্তে "আজ্য" নামধেয় হইলেও লক্ষণার দ্বারা সামরূপ অর্থকে বুঝায় না, কারণ শক্যসম্বন্ধ নাই (ভাট্টদীপিকা ১।৪।৩য় অধিঃ পৃঃ ৮৪), "ঘৃতাদীনাং স্তোত্রে করণত্বাসম্ভবেন বিশিষ্টবিধ্যযোগাৎ,...অতঃ 'আজ্যা'দিপদং বাক্যদ্বয়েঽপি শক্ত্যৈব স্তোত্রনামধেয়ম্।" প্রভাবলী ঐ, পৃঃ ৮৪-৫, "আজ্যাদিপদেষু শক্যসম্বন্ধাভাবেন লক্ষণায়া অসম্ভবাৎ স্তোত্রসামানাধিকরণ্যানুপপত্ত্যা বাক্যভেদাপত্তিভিয়া অতিরিক্তরূঢ়িকল্পনমপি ন দোষঃ।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের (১।৯।১) "অস্য লোকস্য কা গতিঃ ? আকাশ ইতি হোবাচ, সর্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মসূত্রের আকাশাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ১।১।২২) বিচারিত হইয়াছে। "আকাশ" পদ ভূতাকাশকে বুঝাইলেও এই ছান্দোগ্যশ্রুতিতে এবং অনুরূপ শ্রুতিমধ্যে "আকাশ" পদ পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ইহাই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত।

উভয় দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই, শ্রুতির অন্তর্নিহিত অর্থ অতীব গম্ভীর এবং যথার্থ অববোধের জন্যই সদ্‌গুরুর নিকট উভয় মীমাংসাশাস্ত্রের অনুশীলন আবশ্যক। শ্রুতি যত্রতত্র বক্তৃতার বিষয় নহে।

১০ ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩, "লোকানুসারতো দ্বিবিধো হি বিষয়ঃ শব্দানাম্, দ্বারতশ্চ তাৎপর্য্যতশ্চ। যথা একস্মিন্ বাক্যে পদানাং পদার্থা দ্বারতঃ, বাক্যার্থশ্চ তাৎপর্য্যতঃ বিষয়ঃ, এবং বাক্যদ্বয়ৈকবাক্যতায়ামপি। যথা, 'ইয়ং দেবদত্তীয়া গৌঃ ক্রেতব্যা' ইত্যেকং বাক্যম্, 'এষা বহুক্ষীরা' ইত্যপরং তদস্য বহুক্ষীরত্বপ্রতিপাদনং দ্বারম্ [অবান্তরব্যাপারঃ]। তাৎপর্য্যং তু ক্রেতব্যেতি বাক্যান্তরার্থে। তত্র, যদ্দ্বারতঃ, তৎ প্রমাণান্তরবিরোধে অন্যথা নীয়তে। যথা 'বিষং ভক্ষয়ে'তি বাক্যং 'মা অস্য গৃহে ভুঙ্ক্ষ্বে'তি বাক্যান্তরার্থপরং সৎ। যত্র তু তাৎপর্য্যং, তত্র

প্রমাণান্তরবিরোধ নাই এবং প্রমাণান্তরসংবাদও নাই, সেই স্থলে বাক্য দ্বারতঃও স্বার্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে বাক্য গুণবাদরূপে গৃহীত হয় না কেন?—উত্তর এই, মুখ্যার্থ বা যথাশ্রুতার্থ সম্ভব হইলে অমুখ্য বা গৌণার্থ গ্রহণ অন্যায্য; অন্যথা অতিপ্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী—"গঙ্গায়াং মৎস্যঃ" বাক্যেও "গঙ্গা" পদে গঙ্গাতীরে লক্ষণা স্বীকৃত হউক্। এই কারণেই "বায়ুর্বৈ", "ইন্দ্রো বৃত্রায়" ইত্যাদি ভূতার্থবাদ দেবতাবিগ্রহাদিকে দ্বারতঃও বিষয় করিয়া থাকে। এইরূপ দেবতাধিকরণন্যায় অদ্বৈতশাস্ত্রের একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত; কারণ অদ্বৈতমতে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ উপঃ ৬।২।১) ইত্যাদি অদ্বৈততত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্বকই দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতনির্বিকল্পকচৈতন্য প্রতিপাদন করে বলিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিতে উক্ত বাক্যসমূহের অবান্তর তাৎপর্য্য অবশ্য স্বীকার্য্য, অন্যথা উক্ত শ্রুতিসমূহের চৈতন্যস্বরূপমাত্রে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে উহারা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপচৈতন্যপর বলিয়া অনুবাদ হইয়া অপ্রমাণ হইয়া যাইবে এবং স্বরূপচৈতন্য দ্বৈতভ্রমের সাধক বলিয়া বাধক না হওয়ায় উক্ত শ্রুতিসমূহ অনর্থনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থের অনুপযোগীও হইবে।[১১] সংক্ষেপশারীরককার এবং বিবরণাচার্য্যের গূঢ় আশয় লঘুচন্দ্রিকায় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।[১২] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গুণবাদ ও ভূতার্থবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদ বিদ্যমান। "আদিত্যো যূপঃ" ইত্যাদি বাক্যের যথাশ্রুতার্থ প্রমাণান্তরের

মানান্তরবিরোধে পৌরুষেয়মপ্রমাণমেব ভবতি।...ন চ 'আদিত্যো বৈ যূপঃ' ইতি বাক্যমাদিত্যস্য যূপত্বপ্রতিপাদনপরম্, অপি তু যূপস্তুতিপরম্। তস্মাৎ প্রমাণান্তরবিরোধে দ্বারভূতো বিষয়ো গুণবাদেন নীয়তে।"

১১ অঃ সিঃ ১ম পংক্তি পৃঃ ৮, "তত্র অদ্বৈতসিদ্ধের্দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্বকত্বাৎ দ্বৈতমিথ্যাত্বমেব প্রথমমুপপাদনীয়ম্।" সুতরাং "অদ্বৈতসিদ্ধি" পদের অর্থ দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতনির্বিকল্পকচৈতন্যনিশ্চয়। লঘুচন্দ্রিকা ও বিশেষতঃ বিট্‌ঠলেশী পৃঃ ৯-১০ এবং ঐ, "মিথ্যাত্বশ্রুত্যুপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৫০৯-১০ দ্রষ্টব্য। এই অতীব কঠিন বিষয়ের অতি সংক্ষিপ্ত সারাংশ এইরূপ :

মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য ব্যাসতীর্থ তাঁহার ন্যায়ামৃত গ্রন্থে (প্রকাশসহ ১।২৬ পত্র ২৫০।১-২, তরঙ্গিনীসহ ১।২৬ পত্র ১৭৪।২, বারাণসী ১।৩৬ পৃঃ ৪০১) প্রশ্ন করিয়াছেন, অদ্বৈতীর নিকট অদ্বৈততত্ত্বপ্রতিপাদকরূপে অভিমত শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য কি স্বরূপচৈতন্যমাত্রে? অথবা, দ্বৈতাভাববিশিষ্টচৈতন্যে? অথবা, দ্বৈতাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত চৈতন্যে? ন্যায়ামৃতকারের গূঢ় আশয় এই যে বিকল্পত্রয়ের মধ্যে কোনটিই গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এবং চতুর্থ বিকল্প সম্ভব নহে বলিয়া "সদেব" ইত্যাদি শ্রুতি (ছাঃ উপঃ ৬।২।১) অদ্বৈততত্ত্ব স্থাপন করে না।

প্রথম বিকল্প গ্রহণীয় নহে, কারণ—

প্রথমতঃ, চৈতন্যস্বরূপমাত্রে তাৎপর্য্য স্বীকৃত হইলে অদ্বৈতীর অভিপ্রেত বিশ্বমিথ্যাত্ব বা দ্বৈতমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না, কারণ অবধারণার্থক "মাত্র" পদে স্বরূপচৈতন্যভিন্ন পদার্থের সিদ্ধি ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, চৈতন্যমাত্র স্বপ্রকাশ বলিয়া নিত্যসিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে শ্রুতি জ্ঞাতজ্ঞাপক, অতএব অনুবাদ বা অপ্রমাণমাত্র, প্রমাণ নহে। কিন্তু ইহা অদ্বৈতপক্ষে অপসিদ্ধান্ত।

তৃতীয়তঃ, অদ্বৈতশ্রুতিসমূহের শুদ্ধচৈতন্যমাত্রে তাৎপর্য্য স্বীকারে উক্ত শ্রুতিসমূহ পুরুষার্থের অনুপযোগী হইবে। অদ্বৈতশাস্ত্রে প্রমাতৃত্ব প্রভৃতি নববিধপদার্থরূপ অনর্থের হেতুর (অর্থাৎ অবিদ্যার) নিবৃত্তিই মুমুক্ষুর পরম প্রয়োজন। কিন্তু শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্যার সাধক বলিয়া তাহার বাধক হইতে না পারায় অবিদ্যার অনাশে অবিদ্যার কার্য্য প্রমাতৃত্বাদিরও আত্যন্তিক নাশ হইবে না। ফলে অদ্বৈতশ্রুতি অপুরুষার্থ হওয়ায় ব্যর্থই।

দ্বিতীয় বিকল্পও গ্রহণীয় নহে, কারণ অদ্বৈতশ্রুতিসমূহের দ্বৈতাভাববিশিষ্টচৈতন্যে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে ঐ সমস্ত শ্রুতি দ্বৈতাভাবরূপবিশেষণ, চৈতন্যরূপবিশেষ্য এবং উভয়ের সংসর্গকে বিষয় করিয়া সখণ্ডার্থকই হইবে। কিন্তু অদ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রস্থানত্রয়েরই সিদ্ধান্ত এই যে অখণ্ডার্থকজ্ঞানই (অর্থাৎ অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন বা অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই) সবাসন অবিদ্যার ঘাতক। সুতরাং অপসিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য।

যদিও তৃতীয় বিকল্পেও ন্যায়ামৃতকার বহুবিধ আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি অদ্বৈতসিদ্ধিকার সে-সমস্ত আপত্তি খণ্ডনপূর্বক তৃতীয় বিকল্পই সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

১২ অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "মিথ্যাত্বশ্রুত্যুপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৫১০, "ন চোপলক্ষণবৈয়র্থ্যম্, অনর্থনিবৃত্তিহেতুত্বেন দ্বিতীয়াভাবদ্বারকস্বরূপজ্ঞানস্যোদ্দেশ্যত্বাৎ, তস্য প্রাগসিদ্ধত্বাৎ। ন চ মিথ্যাত্বাসিদ্ধ্যোষ্টাপত্তিঃ, অবান্তরতাৎপর্য্যস্য তত্রাপি সত্ত্বাৎ, তদ্দ্বারৈব স্বরূপচৈতন্যে মহাতাৎপর্য্যাৎ॥" লঘুঃ ঐ, "মন্ত্রার্থবাদাদেঃ দেবতাবিগ্রহাদিবোধনদ্বারা স্তুত্যাদিপরমতাৎপর্য্যকস্য দেবতাবিগ্রহাদৌ অবান্তরতাৎপর্য্যস্য বিবরণকারাদিমত ইব অদ্বিতীয়ত্বাদিরূপেণ ব্রহ্মজ্ঞানাধীনয়া বিরোধপ্রতিসন্ধানাধীনয়া লক্ষণাকল্পনয়া শুদ্ধব্রহ্মপরত্বেন গৃহ্যমাণস্যাদ্বিতীয়াদিবাক্যস্যা-দ্বিতীয়ত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মণি অবান্তরতাৎপর্য্যস্য স্বীকারঃ।"

বিরুদ্ধ হওয়ায় উহা অতৎপর (যথাশ্রুতার্থপর নহে) বলিয়া সাবকাশ ; ফলে সমগ্র বাক্যে প্রাশস্ত্যে লক্ষণা করিয়া উহাকে একটি পদরূপে (পদস্থানীয়রূপে) গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সুতরাং উহার অবান্তর তাৎপর্য্য গ্রহণীয় নহে। অনুবাদও অপ্রমাণ হওয়ায় ঐরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণীয়, কারণ অবাধিত ও অনধিগত অর্থবিষয়ক জ্ঞানের জনকই প্রমাণ। ইহাই পদৈকবাক্যতা বা পদবাক্যৈকবাক্যতার স্থল। কিন্তু যে-অর্থবাদ অজ্ঞাতজ্ঞাপক এবং প্রমাণান্তরের অবিরুদ্ধ, সেই অর্থবাদ বিধিবাক্যের সহিত অন্বিত হইয়া মহাবাক্যীভূত হইয়া বিধেয়ের প্রাশস্ত্যের বোধ জন্মায় এবং সেই অর্থবাদবাক্যই স্বরূপে অবান্তরবাক্যরূপে দেবতার বিগ্রহাদি প্রতিপাদন করে। এইরূপ স্থলে পদৈকবাক্যতা বা পদবাক্যৈকবাক্যতা হয় না, কিন্তু অঙ্গযাগবিধিবাক্য ও প্রধানযাগবিধিবাক্যের ন্যায় বাক্যৈকবাক্যতাই হইয়া থাকে। বাক্যৈকবাক্যতাস্থলে অবান্তরবাক্য কখনই পদস্থানীয় হয় না, বাক্যই থাকে ; ফলে উক্ত অবান্তরবাক্যজন্যজ্ঞানসহকৃত মহাবাক্যার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং মীমাংসাসম্প্রদায়ের নিকট অর্থবাদমাত্র পদস্থানীয় হইয়া পদৈকবাক্যতা বা পদবাক্যৈকবাক্যতা লাভ করিলেও অদ্বৈতীর নিকট উহা কেবল অনুবাদ ও গুণবাদস্থলেই হইয়া থাকে, ভূতার্থবাদস্থলে অবশ্য বাক্যৈকবাক্যতাই হইবে। সুতরাং বেদান্তপরিভাষার (আগম পরিঃ পৃঃ ২৪৭) 'এবঞ্চ বিধ্যপেক্ষিতপ্রাশস্ত্যরূপপদার্থপ্রত্যায়কতয়া অর্থবাদপদসমুদায়স্য পদস্থানীয়তয়া বিধিপদৈনৈকবাক্যত্বং ভবতি ইতি অর্থবাদবাক্যানাং পদৈকবাক্যতা" এইরূপ সন্দর্ভ যে শুধু ভাষ্য-টীকা-বিবরণাদির বিরুদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে অদ্বৈতীর একটি মৌলিকসিদ্ধান্তভঙ্গও হইয়াছে। ভূতার্থবাদস্থলে বিধির অপেক্ষিত অর্থবাদ প্রাশস্ত্যরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইয়াও অর্থবাদপদসমুদায় পদস্থানীয় না হওয়ায় পদৈকবাক্যতা নাই (শাস্ত্রদর্পণ ১।৩।৯ম অধিঃ পৃঃ ৬৪), "বিধ্যেকবাক্যতাং যাতুং যোঽর্থঃ শব্দৈরতৎপরৈঃ। অবিরুদ্ধঃ প্রতীয়েত স তৈরেব প্রমীয়তে ॥"

আপত্তি হইবে, ভূতার্থবাদ যদি বিধেয়ের স্তুতিরূপ অর্থ ব্যতিরেকে দেবতার বিগ্রহাদিরূপ অনধিগত অবাধিত অর্থেরও প্রতিপাদন করে, তবে শ্রুতিমধ্যে বাক্যভেদদোষ অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু অপৌরুষেয় শ্রুতি পৌরুষেয় আবৃত্তি অনুমোদন করিবে না।

উত্তর এই, বিধিবাক্য-ভূতার্থবাদস্থলে বাক্যৈকবাক্যতা হওয়ায় উহারা ভিন্ন বাক্য। সুতরাং বাক্যভেদদোষপ্রসঙ্গ নাই।

আপত্তি হইবে, তাহা হইলে উহাদের পরমতাৎপর্য্যও ভিন্ন হউক্।

উত্তর এই, দেবতার বিগ্রহাদি যদি দ্বারতঃ অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে ভূতার্থবাদের মহাতাৎপর্য্যান্তর কল্পনা অনুচিত।[১৩] প্রকৃত প্রস্তাবে, যে-বাক্যের যে-বিষয়ে চরম তাৎপর্য্য নাই, সেই

১৩ ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩, "যত্র তু প্রমাণান্তরং বিরোধকং নাস্তি, যথা দেবতাবিগ্রহাদৌ, তত্র দ্বারতোঽপি বিষয়ঃ প্রতীয়মানো ন শক্যস্ত্যক্তুম্। ন চ গুণবাদেন নেতুং, কো হি মুখ্যে সম্ভবতি গৌণমাশ্রয়েৎ ? অতি প্রসঙ্গাৎ। তথা সতি অনধিগতং বিগ্রহমপি প্রতিপাদয়ৎ বাক্যং ভিদ্যেত ইতি চেৎ; অদ্ধা, ভিন্নমেবৈতদ্বাক্যম্। তথা সতি তাৎপর্য্যভেদোঽপি ইতি চেৎ ; ন, দ্বারতোঽপি তদবগতৌ তাৎপর্য্যান্তরকল্পনাযোগাৎ।"

কল্পতরু ঐ, "বিধ্যন্বিতোঽর্থবাদো মহাবাক্যীভূয় প্রাশস্ত্যং বোধয়তি, স্বরূপেণ ত্ববান্তরবাক্যীভূয় বিগ্রহাদি বক্তীত্যর্থঃ। বাক্যদ্বিত্বমেষ্টুমশক্যম্, প্রত্যর্থং তাৎপর্য্যভেদেন বাক্যাবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। আবৃত্তিং চ পৌরুষেয়ীং বেদো নানুমন্যেত ইতি শঙ্কতে—তথা সতীতি। ন 'বজ্রহস্তেন্দ্রদেবতাত্বাৎ প্রশস্তম্ ঐন্দ্রং দধি', 'বজ্রহস্তশ্চ সোঽস্তি' ইতি আবৃত্তিং ব্রূমঃ, কিন্তু স্তোতুমেব যোঽর্থঃ অর্থবাদেনাশ্রিতঃ তং ন উপেক্ষামহে ইতি পরিহরতি—নইতি।" কল্পতরুর শেষ পংক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ। তিনটি প্রধান পৌর্ণমাসযাগের মধ্যে মধ্যবর্তী প্রধান যাগ হইল ঐন্দ্রদধি। ঐন্দ্রদধি যাগবিধির স্তুত্যর্থবাদ "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ।" এক্ষণে ঐ অর্থবাদের দ্বারা যদি যাগপ্রাশস্ত্য ও শরীরবিশিষ্ট ইন্দ্রদেবতা উভয় অর্থই প্রতিপাদিত হয়, তবে ঐ বাক্যকে "সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ" এই ন্যায়ে দুইবার পাঠ বা আবৃত্তি করিতে হইবে—একটি বাক্য প্রাশস্ত্যকে, অপরবাক্য হস্তাদিযুক্ত ইন্দ্রদেবতাকে বুঝাইবে। ফলে মহাবাক্যের আকার হইবে "বজ্রহস্তেন্দ্রদেবতাত্বাৎ প্রশস্তম্ ঐন্দ্রং দধি" এবং অবান্তরবাক্যের আকার হইবে "বজ্রহস্তঃ সোঽস্তি"। সুতরাং বাক্যভেদদোষ অবশ্যম্ভাবী, কারণ শ্রুতিমধ্যে একটিমাত্র বাক্যই পঠিত হইয়াছে। ইহাতে কল্পতরুকার উত্তর দিতেছেন যে এইরূপভাবে পৌরুষেয় আবৃত্তির দ্বারা বাক্যভেদ অদ্বৈতী স্বীকার করিবেন না। কিন্তু অর্থবাদবাক্যকে আশ্রয় করিয়া স্তুতির জন্য যে-অর্থ উপস্থাপিত হইয়াছে সেই অর্থই অদ্বৈতী গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভাট্ট মীমাংসকের

বাক্য সেই বিষয়ে অপ্রমাণ, ইহা বলা যায় না। কারণ উক্ত নিয়ম স্বীকার করিলে বিশিষ্টপরবাক্যের বিশেষণে তাৎপর্য্য না থাকায় উক্ত বাক্য যদি বিশেষণে অপ্রমাণ হয়, তবে উক্ত বাক্য বিশিষ্টপরও হইতে পারিবে না, যেহেতু যে-বুদ্ধি বিশেষণকে গ্রহণ করে না, সেই বুদ্ধি বিশিষ্টকেও গ্রহণ করিতে অসমর্থ—এইরূপ শাব্দ-ন্যায় ভাট্টসম্প্রদায়স্বীকৃত, "নাগৃহীতবিশেষণা বুদ্ধিঃ বিশেষ্যমুপসংক্রামতি।" (শাস্ত্রদর্পণ ঐ পৃঃ ৬৬), "বিশেষণানি মীয়ন্তে বিশিষ্টবিধিভির্যথা। অতৎপরৈস্তথা দেবদেহা মন্ত্রার্থবাদতঃ ॥"[১৪]

অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর

অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি ছিল যে দ্বৈতপ্রতিপাদক প্রবলতর প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরবিরোধে অদ্বৈতশ্রুতিসমূহই বা কেন গুণবাদরূপে গৃহীত হইবে না। এই বিষয়ে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে একটি বিশাল স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উপস্থাপন করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ অনারভ্যাধীত অর্থাৎ কোন যাগাদি বিশেষ কর্ম অথবা শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যাবিশেষকে (সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা, ছাঃ উপঃ ৩।১৪ ও ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।২।১ম অধিঃ) অবলম্বন করিয়া শ্রুতিমধ্যে পঠিত হয় নাই, যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যা কর্মের বা উপাসনার অঙ্গ হইবে। সুতরাং উহার মুক্তিরূপ স্বতন্ত্র ফল বিদ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ, নির্বিশেষ ব্রহ্মই উপনিষৎসমূহের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সবিশেষ ব্রহ্ম উপাসনার নিমিত্ত শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে "উভয়লিঙ্গাধিকরণ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১১-২১) হইতে আপাদসমাপ্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, "অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রুতি (বৃহঃ উপঃ ২।৫।৬) নির্বিশেষ ব্রহ্মেই

ন্যায় উপেক্ষা করেন না, যেহেতু দেবতাবিগ্রহাদিরূপ সেই অর্থই প্রকাশ করিয়া অর্থবাদ বিধেয়স্তুতিপর হইয়া থাকে। ভামতীকার পরেও বলিয়াছেন (ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৬), "...প্রধানভেদে তু বাক্যভেদ এব, তস্মাদ্বিধিবাক্যাদর্থবাদবাক্যমন্যদিতি বাক্যয়োরেব স্ব স্ব বাক্যার্থপ্রত্যায়াবসিতব্যাপারয়োঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদপেক্ষায়াং পরস্পরান্বয়ঃ ইতি সিদ্ধম্।" তাৎপর্য্য এই, একটি শ্রুতিবাক্যের যদি একাধিক বিষয়ে মহাতাৎপর্য্য স্বীকৃত হইত, তবেই বাক্যভেদদোষপ্রসঙ্গ হইত। কিন্তু একটি বাক্যের যদি একটিই প্রধানবিষয় থাকে, তবে অবান্তরবিষয়ভেদে বাক্যভেদ হয় না। প্রত্যুত উক্ত অবান্তরবিষয়স্থাপন প্রধানবিষয়স্থাপনে সহকারী হওয়ায় উহা প্রধানবিষয়স্থাপনে সাধক, বাধক নহে। যেমন কুঠারের করণত্বস্থাপননিমিত্ত স্বীকৃত উদ্যমন-নিপাতন কুঠারকে অন্যথাসিদ্ধ করে না, বরং তাহার অভাবে কুঠারের করণত্বই অসিদ্ধ, সেইরূপ। ভামতীকার যাহাকে দ্বারতঃ বিষয় বলিয়াছেন তাহাই অবান্তরতাৎপর্য্যার্থ এবং যাহাকে তাৎপর্য্যার্থ বলিয়াছেন তাহাকেই পরম বা চরম বা মহাতাৎপর্য্যার্থ বলা হয়। অদ্বৈতসিদ্ধি ইত্যাদি গ্রন্থে এইরূপ শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে। ভামতীর "অদ্ধা" অব্যয় পদের অর্থ সত্য বা যথার্থ—তত্ত্ব বুঝাইতে উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে (অমরকোশ অব্যয়বর্গ, ৩৭), "তত্ত্বে ত্বদ্ধাঽঞ্জসা দ্বয়ম্।" কল্পতরুর মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধনপূর্বক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৪ ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩-৪৪, "ন চ যস্য যত্র ন তাৎপর্য্যং তস্য তত্রাপ্রামাণ্যম্, তথা সতি বিশিষ্টপরং বাক্যং বিশেষণেষু অপ্রমাণমিতি বিশিষ্টপরমপি ন স্যাৎ, বিশেষণাবিষয়ত্বাৎ।" কল্পতরু ঐ, "ননু তাৎপর্য্যাভাবে শব্দাৎ কথং দ্বারভূতবিগ্রহাদিপ্রমিতিরিত্যাশঙ্ক্য ব্যাপ্তিং প্রশিথিলয়তি—*ন চেতি*। যদ্বাক্যং যত্রার্থে ন তৎপরং তত্র তদপ্রমাণং চেৎ, তর্হি বিশিষ্টবিধের্বিশিষ্টপরত্বং ন স্যাৎ। তস্য হি 'বিশেষণেষ্বপি নাগৃহীতবিশেষণন্যায়েন প্রামাণ্যং বাচ্যম্। ন চ তেষু তাৎপর্য্যম্, প্রতিবিশেষণমাবৃত্ত্যাপাতাৎ। তথা চ বিশেষণপ্রমিতৌ বিশিষ্টেঽপ্রামাণ্যাপাতাদিতি।" কল্পতরুতে মুদ্রিত "বিশেষণপ্রমিতৌ" পাঠে অর্থ এইরূপ—যদি বিশেষণের আবৃত্তির ভয়ে বিশেষণে তাৎপর্য্য তথা প্রমিতত্ব স্বীকৃত না হয়, তবে বিশিষ্ট অপ্রমাণ হইয়া যাইবে, যেহেতু উভয়েই তাৎপর্য্য পূর্বপক্ষীর অভিপ্রেত নহে। "বিশেষণাপ্রমিতৌ" পাঠে অর্থ এইরূপ—বিশেষণযুক্তবিশেষ্যই বিশিষ্টরূপ একটি পদার্থ এবং উহা কেবল বিশেষণ ও কেবল বিশেষ্য হইতে ভিন্ন। সুতরাং বিশেষণে তাৎপর্য্য না থাকিলে অপ্রমিতবিশেষণযুক্তবিশেষ্যরূপ বিশিষ্টেরও অপ্রামাণ্য দুষ্পরিহর। কল্পতরুতে উক্ত বিশিষ্ট বিধির প্রকৃত দৃষ্টান্ত "সোমেন যজেত" (তৈত্তিঃ সং ৩।২।২)। "সোমেন" পদের অর্থ সোমবতা যাগেন—সোম বিশেষণ, যাগ বিশেষ্য এবং সোমবিশিষ্টযাগ একটি বিশিষ্ট পদার্থ। এক্ষণে উক্ত বিধিবাক্যের যদি বিশিষ্ট-যাগেই তাৎপর্য্য থাকায় প্রমিতত্ব থাকে, তবে সোমদ্রব্যে তাৎপর্য্য না থাকায় প্রমিতত্বও নাই। ফলে অপ্রমিত সোমদ্রব্যের দ্বারা বিশিষ্টযাগেও প্রমিতত্ব নাই। কিন্তু ভাট্টসম্প্রদায় ইহা স্বীকার করিতে পারেন না।

পর্য্যবসিত, ইহা ঐ পাদের "প্রকৃতৈতাবত্ত্বাধিকরণে" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২২-৩০) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, স্বপ্রকরণে পঠিত নির্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যই প্রবলতম, এই ন্যায় অনুসারে ঐ পাদের "পরাধিকরণে" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩১-৩৭) দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তিত হওয়ায় দ্বৈতপ্রপঞ্চের অভাবে তৎপ্রতিপাদক প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের তত্ত্বাবেদকত্ব খণ্ডিত হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি চারিটি মহাবাক্যে অদ্বৈততত্ত্বেই ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গ থাকায় অদ্বৈততত্ত্বেই সমগ্র শ্রুতির চরম তাৎপর্য্য, ইহা বুঝা যায়। "সর্বে বেদাঃ যৎ পদমামনন্তি" (কঠোপঃ ১।২।১৫) ইত্যাদি শ্রুতির,"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ" (গীতা ১৫।১৫) ইত্যাদি স্মৃতির এবং "তত্তু সমন্বয়াৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৪), "গতিসামান্যাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১০) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের ইহাই পরম তাৎপর্য্য।

ষষ্ঠতঃ, সৃষ্ট্যাদি প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ সাবকাশ, নির্গুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ নিরবকাশ, ইহা সেই সেই উপনিষদ্‌ভাষ্যাদিতে এবং ব্রহ্মসূত্রের "আরম্ভণাধিকরণ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪-২০ বিশেষতঃ পৃঃ ৪৬১-৬২), "কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৬-২৯ বিশেষতঃ পৃঃ ৪৭৭), "ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩২-৩৩ বিশেষতঃ পৃঃ ৪৮১), "কার্য্যাধিকরণ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।৭-১৪ বিশেষতঃ পৃঃ ৯৯৮) ইত্যাদি অধিকরণসমূহের ভাষ্যাদিতে শ্রুতিতঃ ও যুক্তিতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাবকাশ ও নিরবকাশের বিরোধে নিরবকাশই বলবান।

সপ্তমতঃ, দ্বৈতপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তদ্‌বিষয়ক শ্রুতিসমূহ অনুবাদ এবং অদ্বৈততত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ অনধিগত ও অবাধিত অর্থ বিষয়ক হওয়ায় যথাশ্রুতার্থে প্রমাণ। বস্তুতঃ, দ্বৈতপ্রপঞ্চসাধক প্রত্যক্ষাদির সাংব্যবহারিক প্রামাণ্যের সহিত অদ্বৈততত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির তত্ত্বাবেদকত্বরূপ প্রামাণ্যের বিরোধই না থাকায় অদ্বৈতশ্রুতিসমূহের অন্যার্থকল্পনার প্রসঙ্গই নাই।[১৫]

প্রশ্ন হইবে, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতি ভূতার্থবাদ হইলে "বায়ুর্বৈ" ভূতার্থবাদের ন্যায় কোন্ বিধেয়ের স্তুতিপর (বা নিন্দাপর) হইবে ? এবং উহা যদি স্তুতিনিন্দান্যতরপর না হয়, তবে ভূতার্থবাদও হইতে পারিবে না। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন অদ্বৈতাচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার সম্বন্ধ-বার্ত্তিকে অদ্বৈততত্ত্বপ্রতিপাদক "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসমূহে অদ্বৈতবিধিও স্বীকার করিয়াছেন (শ্লোঃ ৫৬৮ পৃঃ ১৯৩ = পৃঃ১৮৬), "বিধিশেষোঽপি যদ্যার্থমর্থবাদঃ সমর্পয়েৎ। অদ্বৈতবিধিনাঽঽক্ষিপ্তা বেদান্তা নেতি কা মিতিঃ॥" অর্থাৎ,—বিধির অঙ্গ হইয়াও যদি ভূতার্থবাদ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তবে অদ্বৈতপরবাক্য বিধি হইয়াও স্বার্থে প্রমাণ হইবে না, ইহা যুক্তিহীন কথা। এক্ষণে প্রশ্ন এই, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যকে অদ্বৈতী কিরূপে বিধি বা ভূতার্থবাদ বলিতে পারেন ?

অদ্বৈতীর আপাততঃ সমাধান এইরূপ।

উক্ত শ্লোকস্থ "অদ্বৈতবিধিনা" পদের অন্তর্গত "বিধি" শব্দ প্রবর্ত্তকার্থক নহে। বিধি যেরূপ অজ্ঞাতজ্ঞাপক, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিও প্রমাণান্তরের অগম্য জীব-ব্রহ্মের ঐক্যরূপ অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক হওয়ায় অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বসাম্যবশতঃ ঐরূপ শ্রুতিসমূহকে "বিধি"পদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। পুনরায়, সিদ্ধার্থবিষয়ক হইয়াও ভূতার্থবাদ যেমন স্বার্থে প্রমাণ, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য সন্নিহিতবিধিবাক্যরহিত অনারভ্যাধীত হইয়াও স্বার্থে প্রমাণ হওয়ায় প্রমাণবাক্যত্বসাম্যবশতঃ ঐরূপ শ্রুতিসমূহ "ভূতার্থবাদ" পদে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, ন্যায়মতে ঈশ্বরীয় জ্ঞানে গুণজন্যত্ব ও অদ্বৈতমতে অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব না থাকায় উহা প্রমা নহে এবং দোষজন্যত্ব ও বাধিতবিষয়কত্ব না থাকায় উহা অপ্রমাও নহে, তথাপি উভয় সম্প্রদায়ই ঈশ্বরীয় জ্ঞানে "প্রমা"পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ব্যবস্থা

১৫ ভামতী ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩, "বেদান্তাস্তু পৌর্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া নিরস্তসমস্তভেদপ্রপঞ্চব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা অপৌরুষেয়তয়া স্বতঃসিদ্ধতাত্ত্বিকপ্রমাণভাবাঃ সন্তঃ তাত্ত্বিকপ্রমাণভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি প্রচ্যাব্য সাংব্যবহারিকে তস্মিন্ ব্যবস্থাপয়ন্তি।"

আলোচ্যস্থলেও বুঝিতে হইবে। সুতরাং কোনরূপ অনুপপত্তি নাই।[১৬]

অদ্বৈতীর চরম সমাধান এইরূপ।

"বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি অর্থবাদসমূহ হইতে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অদ্বৈতশ্রুতিসমূহের একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। উভয় প্রকার বাক্যই সিদ্ধার্থপ্রতিপাদক এবং প্রয়োজনবৎ অর্থপ্রতিপাদক হইলেও "বায়ুর্বৈ"-বাক্য স্বতঃ অর্থাৎ বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা ব্যতিরেকে প্রয়োজনবদর্থের অর্থাৎ পুরুষকর্তৃক অভিলষিত স্বর্গাদিসংসৃষ্ট অর্থের প্রতিপাদক হইতে পারে না। বস্তুতঃ "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এইরূপ অধ্যয়নবিধির বৈয়র্থ্যভয়ে "বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি সিদ্ধার্থপরবাক্যের প্রয়োজনবদর্থপরত্ব কল্পনীয় বলিয়া উক্ত বাক্য শব্দভাবনার ইতিকর্তব্যতাংশসাকাঙ্ক্ষ-বিধির সম্প্রদানভূত (অর্থাৎ ত্যাগকালে উচ্চার্য্যমাণ চতুর্থ্যন্তপদার্থরূপ) দেবতাদির স্তুতিদ্বারা (অর্থাৎ প্রাশস্ত্যজ্ঞানজননদ্বারা) বিধির ইতিকর্তব্যতাংশের পূরক হওয়ায় সার্থক। ইহা মীমাংসাদর্শনের অর্থবাদাধিকরণ অবলম্বনে বিস্তরশঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু "তত্ত্বমসি", "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছাঃ উপঃ ৭।১।৩) ইত্যাদি বেদান্তবাক্যজন্যচরমসাক্ষাৎকার সাক্ষাৎভাবে পরমানন্দপ্রাপ্তি ও নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থের সাধক হওয়ায় উহারা নিরাকাঙ্ক্ষ, ফলে অদ্বৈতশ্রুতিসমূহের সহিত কোন বিধিবাক্যের একবাক্যতা না থাকায় উহারা কাহারও অঙ্গ নহে। বরং বিধিসমূহই অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির উপকারক হওয়ায় অদ্বৈতপরবাক্যসমূহের অঙ্গ; কারণ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদি শ্রুতির (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২২) দ্বারা জানা যায় যে যদি কেহ কর্মকাণ্ডোক্ত স্বর্গাদিফলের কামনা না করিয়া (ভামতী সিদ্ধান্তে) বিবিদিষা-(বুদ্ধির প্রত্যক্-প্রবণতা—নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১।৪৯)কামনায়, অথবা (বিবরণ সিদ্ধান্তানুসারে) অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি কামনায় কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তবে (মীমাংসাদর্শনের সংযোগ-পৃথক্ত্ব-ন্যায় অনুসারে মীঃ সূঃ ৪।৩।৫-৭) সেই ব্যক্তি তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। অতএব স্বতঃ প্রয়োজনবৎ অবাধিত অজ্ঞাতজ্ঞাপক বেদান্তবাক্যসমূহ ব্রহ্মবিষয়ে স্বতঃ প্রমাণ হওয়ায় মীমাংসামত সর্বথা অসিদ্ধ।[১৭] মহিম্ন স্তোত্রের সপ্তম শ্লোকের টীকায় আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী এইরূপ

---

১৬ উপরি উদ্ধৃত সম্বন্ধবার্তিকশ্লোকের শাস্ত্রপ্রকাশিকা টীকায় (ঐ পৃঃ ১৯৩-৯৪) আনন্দগিরি "অদ্বৈতবিধি" পদের তত্ত্বাববোধ অর্থ এবং ন্যায়কল্পলতিকাব্যাখ্যায় (ঐ পৃঃ ১৮৬-৮৭) আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর "তত্ত্বম্" প্রভৃতি অদ্বৈতবোধকবাক্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্তকৃত মহিম্ন স্তোত্রের সপ্তম শ্লোকের উপর আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীরচিত ব্যাখ্যা (পৃঃ ১৭) দ্রষ্টব্য. "...তচ্চ [বেদান্তবাক্যং] ক্বচিদজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বমাত্রেণ 'বিধিঃ' ইতি ব্যপদিশ্যতে, বিধিপদরহিতমপি প্রমাণবাক্যত্বেন চ ক্বচিৎ 'ভূতার্থবাদঃ' ইতি ব্যবহ্রিয়তে ইতি ন দোষঃ।"

১৭ সিদ্ধান্তবিন্দু ৪র্থ শ্লোক, কণ্ডিকা ৩-৭, পৃঃ ৫৩৭-৩৮, ৫৪৫-৪৬, = পৃঃ ৮৪), "ন চ বিধিশেষত্বাৎ শ্রুতিঃ ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি ইতি মীমাংসকমতং যুক্তম্, অসিদ্ধত্বাৎ বিধিশেষত্বস্য। ন চ অর্থবাদাধিকরণন্যায়াৎ বিধিশেষত্বং, বৈষম্যাৎ। স্বতঃ প্রয়োজনবদর্থাপ্রতিপাদকানাং "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠ দেবতা" ইত্যেবমাদীনাং স্বাধ্যায়বিধিগ্রহণান্যথানুপপত্ত্যা প্রয়োজনবদর্থপরত্বে কল্পনীয়ে শব্দভাবনেতিকর্তব্যতাংশসাকাঙ্ক্ষস্য বিধেঃ সম্প্রদানভূতদেবতাদিস্তুতিদ্বারেণ তদংশপূরকত্বাৎ নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায়েন তদুভয়ৈকবাক্যতা ইতি অর্থবাদাধিকরণে নির্ণীতম্। বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞানাৎ চ সাক্ষাদেব পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তিশ্চ পুরুষার্থৌ লভ্যতে ইতি নিরাকাঙ্ক্ষত্বাৎ ন অন্যশেষত্বসম্ভাবনা। প্রত্যুত বিধয়ঃ এব অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তচ্ছেষতাং ভজন্তে ইতি। তস্মাৎ প্রয়োজনবদবাধিতাজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেন বেদান্তানাং স্বত এব প্রামাণ্যাৎ অস্তি এব ব্রহ্ম ইতি ন মীমাংসকমতসিদ্ধিঃ।"

ইহার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা এইরূপ।

"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতি বিধির অঙ্গ হইলে স্বার্থে তাৎপর্য্যের অভাববশতঃ ব্রহ্মবিষয়ক প্রমা উৎপন্ন করিতে পারিবে না, মীমাংসকের এইরূপ আশয়ই "বিধিশেষত্বাৎ" পদে ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতীর বক্তব্য এই যে অদ্বৈতশ্রুতিস্থলে অর্থবাদাধিকরণন্যায় প্রযুক্ত হইবে না; কারণ স্বতঃ প্রয়োজনকত্বের অভাবই বিধ্যেকবাক্যতার বীজ, এইরূপ ন্যায় কণ্ঠতঃ স্বীকার করিয়া মীমাংসাসম্প্রদায় অর্থতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে স্বতঃ প্রয়োজনপর বাক্যস্থলে বিধ্যেকবাক্যতাকল্পনা অনবসরগ্রস্ত। সুতরাং অদ্বৈতপর উপনিষদ্‌বাক্যসমূহস্থলে বিধ্যেকবাক্যতাকল্পনা নিতান্তই অজ্ঞত্বপ্রযুক্ত। এইজন্য আচার্য্য বলিলেন, "বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞানাৎ" ইত্যাদি। "সাক্ষাৎ" পদের অর্থ অদৃষ্টকে দ্বার বা অবান্তর ব্যাপার না করিয়া,—অর্থাৎ যাগাদির অনুষ্ঠান অপূর্বদ্বারা অদৃষ্টস্বর্গাদিফলক;

চরম সমাধানই অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন (পৃঃ ১৭), "বিধ্যর্থবাদোভয়বিলক্ষণং তু বেদান্তবাক্যম্। তচ্চ অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেঽপি অনুষ্ঠানাপ্রতিপাদকত্বাৎ ন বিধিঃ। স্বতঃ পুরুষার্থপরমানন্দজ্ঞানাত্মকব্রহ্মণি স্বার্থে উপক্রমোপসংহারাদিষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গবত্তয়া স্বতঃ প্রমাণভূতং, সর্বানপি বিধীনন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা স্বশেষতামাপাদয়ৎ অন্যশেষত্বাভাবাচ্চ নার্থবাদঃ। তস্মাদুভয়বিলক্ষণমেব বেদান্তবাক্যম্।" সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধান্ত কচিৎ ভাট্টসিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াও নিরবদ্য। ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ, কিন্তু অসতি বাধকে।

বেদান্তবাক্যজন্য সাক্ষাৎকার দৃষ্টদ্বারে অপরোক্ষব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ দৃষ্টফলক। পরিপূর্ণ অনাবৃতত্বই আনন্দের পরমত্ব ; সাংসারিক আনন্দ অংশতঃ অজ্ঞানাবৃত। "নিঃশেষ" পদের অর্থ সমূল,—সর্বপ্রকার দুঃখের নিদান বা মূলীভূত উপাদানরূপ অজ্ঞানের নাশে তাহার উপাদেয় নাশ অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে দুঃখাভাব বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বতঃ পুরুষার্থ নহে, কিন্তু প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমাণ-কর্ত্তৃ-কর্ম-করণ-ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগাখ্য নববিধ অনর্থের (গূঃ দীঃ ৫।১৫ পৃঃ ২৬৩) নিদানের নিবৃত্তিরূপেই অজ্ঞানাবরণনাশ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারফলক বলিয়া দুঃখাভাবও স্বতঃ পুরুষার্থরূপে ব্যবহৃত হয়। বিধিবাক্যের আকাঙ্ক্ষারাহিত্যই বেদান্তবাক্যের নিরাকাঙ্ক্ষত্ব। বিশেষতঃ, জীবের স্বরূপতঃ অসঙ্গত্বাদি (বৃহঃ উপঃ ৩।৮।৮, "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ") প্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহ কর্মে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হওয়ায় ঐ সমস্ত বাক্যের বিধিশেষত্বকল্পনা সুদূর পরাহত। প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্বকাণ্ডের সহিত একবাক্যত্বলাভ করিয়া উত্তরকাণ্ডের প্রামাণ্যব্যবস্থা করা যাইবে না, প্রত্যুত প্রথমভূমিপ্রতিপাদক কর্মকাণ্ডই উত্তরভূমিপ্রতিপাদক উপনিষদ্বাক্যসমূহের সহিত একবাক্যতা লাভ করিয়াই প্রমাণ। অতএব বেদান্তবাক্যসমূহে অর্থবাদাধিকরণ-ন্যায়বিষয়ত্বনিরাস এবং বিপরীত অঙ্গাঙ্গিভাবের লাভ হওয়ায় সিদ্ধার্থবোধক অদ্বৈতশ্রুতি ভূতার্থবাদ না হইয়াও স্বার্থে স্বতঃ প্রমাণ। সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর গৌড় ব্রহ্মানন্দকৃত ন্যায়রত্নাবলী টীকা (পৃঃ ৫৩৭-৪৬) এবং ব্রহ্মানন্দের বিদ্যাগুরু নারায়ণতীর্থবিরচিত লঘুব্যাখ্যা (পৃঃ ৮৫-৬) ও আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর সাক্ষাৎ শিষ্য পুরুষোত্তম সরস্বতী রচিত বিন্দুসন্দীপন টীকা (পৃঃ ৮৮) দ্রষ্টব্য।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় ভূতার্থবাদবিষয়ে ভাট্ট মীমাংসা ও অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্টিভেদ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বাদশ অধ্যায়

ন্যায়দর্শনে অর্থবাদবিভাগ

ন্যায়সূত্রকার স্তুতি, নিন্দা, পরকৃতি ও পুরাকল্পভেদে অর্থবাদের চতুর্ধা বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন (ন্যাঃ সূঃ ২।১।৬৪)। তিনি অথবা ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনি অর্থবাদের লক্ষণ প্রদান না করিলেও উক্তরূপ বিভাগ হইতেই ন্যায়সম্মত অর্থবাদের সামান্যলক্ষণ সূচিত হইয়াছে— স্তুতিনিন্দাপরকৃতিপুরাকল্পান্যতমত্বম্ অর্থবাদত্বম্।

যে-বাক্য বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা লাভ করিয়া বিধ্যর্থের স্তাবকতা করে, তাহাই স্তুত্যর্থবাদ বা সংক্ষেপে স্তুতি। ন্যায়ভাষ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে স্তুতির দুই প্রকার উপযোগিতা বিদ্যমান। বিধিবাক্যই কর্মে পুরুষপ্রবৃত্তির জনক হইলেও স্তুতি বিধেয়ের প্রাশস্ত্য জ্ঞাপন করাইয়া প্রবর্ত্তমান পুরুষের চিত্তে কর্মে শ্রদ্ধা আনয়ন করে এবং ফলকীর্ত্তনদ্বারা পুরুষকে বিধেয় কর্মে প্রবর্ত্তিত করে (ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৬৪ পৃঃ ৫৫৯), "বিধেঃ ফলবাদলক্ষণা যা প্রশংসা সা স্তুতিঃ সম্প্রত্যয়ার্থা, স্তূয়মানং শ্রদ্দধীতেতি, প্রবর্ত্তিকা চ, ফলশ্রবণাৎ প্রবর্ত্ততে।"[১]

কোন কর্মের বর্জননিমিত্তই অনিষ্ট ফলকথনরূপ নিন্দা বা নিন্দার্থবাদ শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ স্তুতি ও নিন্দার মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে স্তুতি সাক্ষাৎভাবে বিধ্যর্থের প্রশংসা করিয়া কর্মানুষ্ঠানে পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করে ; কিন্তু নিন্দা অনিষ্টবোধনদ্বারা বিধ্যর্থে প্রবর্ত্তক হয় (বৃত্তি ২।১।৬৪ পৃঃ ৫৬১)। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। স্তুতিও ইষ্টসাধনতাজ্ঞানদ্বারাই কর্মে প্রবর্ত্তক হয়। নিন্দা কর্মে প্রবর্ত্তক নহে, কিন্তু নিন্দিত কর্ম হইতে পুরুষকে নিবৃত্ত করিয়া থাকে। ন্যায়ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন (ন্যাঃ ভাঃ ঐ পৃঃ ৫৫৯), "অনিষ্টফলবাদো নিন্দা বর্জনার্থা, নিন্দিতং ন সমাচরেৎ ইতি।" এই স্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে নিন্দিতকর্মমাত্রস্থলে মীমাংসাশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ "ন হি নিন্দা"-ন্যায় প্রযোজ্য নহে যাহাতে কোন কর্ম (বা বিকল্প) বিশেষের নিন্দাদ্বারা শ্রুতি কর্মান্তরে (বা বিকল্পান্তরে) পুরুষের প্রবর্ত্তক হইবে। যেমন শ্যেনযাগনিন্দায় "ন হি নিন্দা" ন্যায় প্রয়োগ করা যায় না।

---

১ তাঃ টীঃ ২।১।৬৪ পৃঃ ৫৫৯, "প্রশস্তমিতি জ্ঞাত্বা প্রবর্ত্তমানাঃ পুমাংসঃ প্রবর্ত্তন্তেতরাম্, সা চ প্রবৃত্তিঃ শ্রাদ্ধস্য ধর্মং প্রসূতে, নাশ্রাদ্ধস্য। তথা চ শ্রূয়তে (ছাঃ উপঃ ১।১।১০), 'যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেবাস্য বীর্য্যবত্তরং ভবতি' ইতি।" কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকারের এইরূপ ব্যাখ্যা নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হয় না। যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিলে কাম্যকর্ম পুরুষের শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধাকে অপেক্ষা না করিয়াই স্বমহিমায় ফল প্রদান করিয়া থাকে, নিষ্ফল হয় না। আস্তিক্যবুদ্ধিরূপ (শ্রুতির প্রামাণ্যে বিশ্বাসরূপ) শ্রদ্ধা পুরুষকে শাস্ত্রোক্ত কর্মে নিয়োজিত করে বলিয়া ঐরূপ শ্রদ্ধা অর্থবাদকে অপেক্ষা করে না, আপ্তোপদেশমাত্রে কর্মানুষ্ঠান সম্ভব (পঞ্চদশী ৯।২৯, ৩১ পৃঃ ৩১৬, ৩১৭), "আপ্তোপদেশমাত্রেণ হ্যনুষ্ঠানং হি সম্ভবেৎ ॥...পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা প্রতিবধ্নাতি নেতরৎ।" টীকাকারের উদ্ধৃত ছান্দোগ্যশ্রুতির তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহার তাৎপর্য্য এই, যে-ব্যক্তি বিদ্যা (উদ্গীথাদি কর্মাঙ্গ বিষয়ক জ্ঞান), শ্রদ্ধা ও দেবতাদিবিষয়ক উপাসনাযুক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি বিদ্যাদিহীন ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্মের অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকেন, যেমন বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের উৎকর্ষ অধিক ; কিন্তু বিদ্যাদিহীনের কর্মাধিকার নাই অথবা বিদ্যাদিহীনের কর্ম নিষ্ফল, ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে, যেমন বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণের উৎকর্ষ নাই, এইরূপ অর্থ নহে। উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতির ভাষ্য টীকাদিতে (পৃঃ ২৫-৬) এবং ব্রহ্মসূত্রের আদিত্যাদিমত্যধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৬ পৃঃ ৯৪৫) ও বিদ্যাজ্ঞানসাধনত্বাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৮ পৃঃ ৯৬৩) ভাষ্যটীকাদিতে উক্ত শ্রুতির এইরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ভাট্টসম্প্রদায়ও উক্ত শ্রুতি বলে বলিয়া থাকেন যে কেবল কর্ম স্বর্গাদিফলক হইলেও উপনিষদ্বিদ্যাযুক্তকর্ম মুক্তিফলক। শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ তামস বলিয়া উহা পরমপুরুষার্থলাভের অনুকূল নহে, ইহাই শ্রীভগবানের উপদেশ (গীতা ১৭।১৩)। ভাট্ট ও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে "ধর্ম" পদের অর্থ বেদবিহিত যাগাদিকর্ম হইলেও ন্যায়-বৈশেষিকমতে উক্ত পদ আত্মসমবেত অদৃষ্ট-বিশেষকেই বুঝাইয়া থাকে এবং তাৎপর্য্যটীকায় উক্ত "ধর্ম" পদের ইহাই অর্থ। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়সম্মত "ধর্ম" পদের বিভিন্ন অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য শ্লোঃ বাঃ চোদনাসূত্র শ্লোক ১৯৫-৯৬ পৃঃ ১০৫-৬, "অন্তঃকরণবৃত্তৌ বা বাসনায়াং চ চেতসঃ। পুদ্গলেষু চ পুণ্যেষু নগুণেহপূর্বজন্মনি ॥ প্রয়োগো ধর্মশব্দস্য ন দৃষ্টো ন চ সাধনম্।" প্রথমটি সাংখ্যের, দ্বিতীয়টি বৌদ্ধের, তৃতীয়টি জৈনের, চতুর্থটি ন্যায়-বৈশেষিকের এবং পঞ্চমটি প্রাভাকরের মত। ভট্ট উম্বেককৃত তাৎপর্য্যটীকা (পৃঃ ৯৪) ও পার্থসারথি মিশ্রকৃত ন্যায়রত্নাকর (পৃঃ ১০৫-৬) দ্রষ্টব্য।

প্রভাবলী-টীকার মধ্যে (প্রভাবলী ১।২।১ম অধিঃ পৃঃ ৭, ২২-৪) এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার আছে।

কর্মবিশেষস্থলে পুরুষবিশেষগত পরস্পরবিরুদ্ধকথনই পরকৃতি। যেমন, "হুত্বা বপামেবাগ্রেঽভিঘারয়ন্তি অথ পৃষদাজ্যং, তদুহ চরকাধ্বর্য্যবঃ পৃষদাজ্যমেবাগ্রেঽভিঘারয়ন্তি" ইত্যাদি। অর্থাৎ শুক্লযর্জুবেদী ঋত্বিগ্‌গণ প্রথমে বপাকেই (পশুর অন্ত্রাবরক ঝিল্লীকে) অভিঘারণ (স্রুবের[2] দ্বারা হুতাবশেষ ঘৃতক্ষারণ) করিয়া তাহার পর পৃষদাজ্যকে (ঘৃত-দধিমিশ্রিত হবনীয় দ্রব্যকে) অভিঘারণ করেন; কিন্তু চরকাধ্বর্য্যুগণ (চরকা নামক কৃষ্ণ-যজুর্বেদের শাখানুসারী ঋত্বিগ্‌গণ) প্রথমে পৃষদাজ্যকেই অভিঘারণ করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক পরস্পরবিরুদ্ধভাবে কর্মানুষ্ঠানক্রম বর্ণিত হওয়ায় ঐরূপ শ্রুতি পুরাকৃতি নামক অর্থবাদ। এই তাৎপর্য্যেই ন্যায়ভাষ্যকার বলিয়াছেন (ন্যাঃ ভাঃ ঐ পৃঃ ৫৬০), "অন্যকর্ত্তৃকস্য ব্যাহতস্য বিধের্বাদঃ পরকৃতিঃ।" যাগে যে-যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ আহুতি প্রদান করেন, তিনি প্রধান চারিজন ঋত্বিকের অন্যতম অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্।

ঐতিহ্যবশতঃ প্রসিদ্ধ পুরুষকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে আচরিত কর্মের বর্ণনই পুরাকল্প[3] নামক চতুর্থ প্রকার অর্থবাদ। মূল হইতে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাগত উপদেশবাক্যই ঐতিহ্য। শ্রুতিমধ্যে প্রায়শঃ শ্রুত "হ" পদ প্রসিদ্ধিদ্যোতক। ইতি হ এর ভাবই ঐতিহ্য। ন্যায়ভাষ্যকার পুরাকল্পের লক্ষণ দিয়াছেন (ন্যাঃ ভাঃ ঐ পৃঃ ৫৬০), "ঐতিহ্যসমাচরিতো বিধিঃ পুরাকল্প ইতি।" যেমন, "তস্মাদ্ বা (তস্মাদ্ধ) এতেন পুরা ব্রাহ্মণা বহিষ্পবমানং সামস্তোমমস্তৌষন্" ইত্যাদি। অর্থাৎ, অতএব ইহার দ্বারা পূর্বে বহিষ্পবমান সামস্তোমকে ব্রাহ্মণগণ স্তব করিয়াছিলেন।[4] এই শ্রুতিমধ্যে ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পূর্বকালে বহিষ্পবমানসামস্তোমস্তুতি আজানসিদ্ধরূপে কীর্ত্তনই পুরাকল্প অর্থবাদ।

আপত্তি হইবে, পরকৃতি ও পুরাকল্প বিধি না হইয়া অর্থবাদ হইবে কেন? ন্যায়ভাষ্যে প্রদত্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে বিধির বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য্য এই, শ্রুতিমধ্যে বপাহোম ও পৃষদাজ্যের অভিঘারণ এই দুই ক্রিয়ার ক্রম বিহিত হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়ভাষ্যোদ্ধৃত পরকৃতির দৃষ্টান্তরূপে অভিমত শ্রুতিবাক্যে চরকাধ্বর্য্যু পুরুষের সম্বন্ধশ্রবণবশতঃ ঐরূপ পুরুষপক্ষে প্রমাণান্তরদ্বারা অপ্রাপ্ত বিপরীতক্রমই বিহিত হওয়ায় ঐ বাক্য বিধায়কবাক্য হইবে না কেন? পুনরায়, ভাষ্যোদ্ধৃত

২ যজ্ঞাগ্নিতে হোমার্থ খদিরকাষ্ঠনির্মিত পাত্রবিশেষ যাহা অঙ্গুষ্ঠ পর্বের ন্যায় গোলাকার মুখবিশিষ্ট এবং নাসিকার ন্যায় অর্দ্ধপর্বখাত—"বর্ত্তুলপুষ্করা দর্বী খাদিরা।"

৩ এইস্থলে প্রাচীনকল্প অর্থে "পুরাকল্প" পদ ব্যবহৃত হয় নাই। ব্রহ্মার দিবাভাগ পরিমিত কালকে কল্প বলে, 'চতুর্যুগসহস্রং তু কথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্॥" (বিঃ পুঃ ৬।৩।১১ পৃঃ ৫৫২)। এই স্থলে উক্ত পদের পারিভাষিক প্রয়োগ হইয়াছে।

৪ জ্যোতিষ্টোম যাগে দ্বাদশ স্তোত্র পাঠের বিধান আছে (তাণ্ড্য ব্রাঃ ৬।৫।১-১২)। তাহার মধ্যে একটি বহিষ্পবমানস্তোত্র পঠনীয়। প্রগীতমন্ত্রসাধ্যগুণিনিষ্ঠগুণাভিধানই স্তোত্র। সাধারণতঃ সদোনামকমণ্ডপে ঔদুম্বরী নামক স্থূণার নিকট উপবেশন করিয়া সামবেদীয় প্রধান ঋত্বিক্ উদ্‌গাতা এবং তাঁহার সহকারী প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা নামক দুইজন ঋত্বিকের স্তোত্রপাঠ কর্ত্তব্য। স্তোত্রে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ ইত্যাদি নব প্রকার সংখ্যা শ্রুতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই স্তোত্রাবৃত্তিসংখ্যাকেই (কখন কখন আবৃত্ত স্তোত্রকেও) স্তোম বলা হয়। "ত্রিবৃদ্বহিষ্পবমানম্" (তাণ্ড্য ব্রাঃ ঐ), এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে বহিষ্পবমানাখ্য স্তোত্র ত্রিবৃৎস্তোমক। "উপাস্মৈ গায়তা নরঃ" (সাম ৬৫১ ঋক্ সং ৯।১১।১) ইত্যাদি, "দবিদ্যুতত্যা রুচা" ইত্যাদি এবং "পবমানস্য তে কবে" ইত্যাদি সূক্তত্রয়গানসাধ্যস্তোত্রই বহিষ্পবমানস্তোত্র। অন্যান্য স্তোত্রের ন্যায় বহিষ্পবমানস্তোত্র সদোনামকমণ্ডপে উপবেশন করিয়া গীত হয় না, কিন্তু ঋত্বিক্‌গণ সদোমণ্ডপের বাহিরে চাত্বাল দেশে গমন করিতে করিতে গান করেন। এইজন্যই ইহাদের বহিষ্পবমান বলা হয় (শাবরভাষ্য ১।৪।৩ পৃঃ ৯৬=পৃঃ ২৮৩=পৃঃ ৩৮), "[অবস্থিতানামৃচাং] পবমানার্থমন্ত্রকত্বাৎ বহিঃসম্বন্ধাচ্চ বহিষ্পবমানম্।" অর্থাৎ বহিঃসম্বন্ধবশতঃ এবং পবনক্রিয়াকর্ত্তৃপ্রকাশক মন্ত্রঘটিত বলিয়া উক্ত স্তোত্রের "বহিষ্পবমান" নাম হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনের "চিত্রাদিশব্দানাং নামধেয়তাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ১।৪।৩য় অধিঃ) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে "চিত্রয়া যজেত" ইত্যাদি বিধিগত "চিত্রা" শব্দের ন্যায় "বহিষ্পবমান"ও নামধেয়। উহা সোমযাগে প্রাতঃসবনে ক্রিয়মাণস্তোত্র- বিশেষবাচী।

পুরাকল্পদৃষ্টান্তবাক্যে বহিষ্পবমাননামক ত্রিবৃৎস্তোমকসামমন্ত্র পূর্বকালীন পুরুষসম্বন্ধরূপেশ্রুত হওয়ায় বুঝা যায় যে শ্রুতি বিধান করিতেছেন যে তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ যেমন ঐ মন্ত্রকে স্তব করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইদানীন্তন ব্রাহ্মণগণও ঐরূপ স্তব করিবেন। সুতরাং পরকৃতি ও পুরাকল্পের দৃষ্টান্তরূপে অভিমত শ্রুতি দুইটি অর্থবাদ না হইয়া বিধিবাক্যই হউক্।[৫]

ন্যায়ভাষ্যকার ও তদনুসারে তাৎপর্য্যটীকাকারের উত্তর এইরূপ।

উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিদ্বয়ে সিদ্ধার্থ বোধিত হওয়ায় এবং কোনরূপ বিধি শ্রুত না হওয়ায় উহারা বিধিবাক্য হইতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ স্থলে কি অশ্রূয়মাণ বিধি কল্পনা করিতে হইবে? অথবা, সন্নিধিপঠিত বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা স্বীকার করিয়া ঐ বাক্য দুইটির অর্থবাদত্ব ব্যবস্থাপিত করিতে হইবে? ন্যায়সিদ্ধান্ত এই যে ঐ দুইটি বাক্যের অর্থবাদত্বপক্ষে কল্পনালাঘব এবং বিধিত্বস্বীকারপক্ষে কল্পনাগৌরব অবশ্যম্ভাবী। কারণ অর্থবাদত্বপক্ষে প্রতীত বিধির সহিত একবাক্যতামাত্র কল্পনা করিতে হইবে; কিন্তু বিধিত্বপক্ষে অশ্রূয়মাণ বিধিকল্পনা ও সেই কল্পিতবিধির সহিত একবাক্যতাকল্পনা, এইরূপ কল্পনাদ্বয় স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ কোন বিধিবিশেষের শেষভূত স্তুতিবাক্য ও নিন্দাবাক্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃ স্তুতি-নিন্দার্থবাদের ন্যায়ই বিধির আশ্রিত কোন অর্থবিশেষেরই প্রচ্ছন্নভাবে স্তুতি বা নিন্দা করিয়া উক্ত বাক্যদ্বয়ও অর্থবাদ।[৬] পরকৃতি ও পুরাকল্পও যদি বিধেয়ের স্তুতি বা নিন্দার প্রকাশক হয়, তবে স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ হইতে উহাদের পৃথক্‌ভাবে গণ্য করা হইয়াছে কেন?—এই প্রকার আপত্তি হইবে না; কারণ স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ স্ফুটতররূপে বিধেয়ের স্তুতি-নিন্দাপর হয়, কিন্তু পরকৃতি ও পুরাকল্প গূঢ়রূপে বিধেয়ের স্তুতি বা নিন্দা করিয়া থাকে,—এইরূপ বিশেষবশতঃই উহাদের পৃথক্ উল্লেখ করিয়া অর্থবাদের চতুর্ধা বিভাগ ন্যায়শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। এই স্থলে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকন্যায়ে পৃথক্ উল্লেখ বৈশিষ্ট্য-প্রতিপাদনের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে।[৭] সুতরাং

৫ ন্যায়ভাষ্য ২।১।৬৪ পৃঃ ৫৬০, "কথং পরকৃতি-পুরাকল্পৌ অর্থবাদৌ ইতি?" তাঃ টীঃ ঐ, "চরকাধ্বর্য্যুপুরুষসম্বন্ধশ্রবণাৎ বপাহোমপৃষদাজ্যাভিঘারণয়োঃ ক্রমভেদস্যাপ্রাপ্তস্য পুরুষবিশেষধর্মতয়া বিধায়কং পরকৃতিবাক্যং; তথা বহিষ্পবমানসামস্তোমমন্ত্রসম্বন্ধস্য পূর্বকালপুরুষসম্বন্ধিতয়া শ্রবণাৎ ইদানীন্তনপুরুষধর্মতয়া বিধায়কং পুরাকল্পবাক্যং কস্মান্ন ভবতি ইতি ভাবঃ।"

৬ ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৬৪ পৃঃ ৫৬০, "স্তুতিনিন্দাবাক্যেনাভিসম্বন্ধাদ্ বিধ্যাশ্রয়স্য কস্যচিদর্থস্য দ্যোতনাৎ অর্থবাদৌ ইতি।" তাঃ টীঃ ঐ, "উত্তরম্—স্তুতিনিন্দাবাক্যেন কস্যচিদ্বিধেঃ শেষভূতেন সম্বন্ধাদিতি। ন তাবদেতেষু বাক্যেষু সিদ্ধাভিধায়িষু বিধিশ্রুতিরস্তি। তত্র কিমশ্রূয়মাণো বিধিঃ কল্প্যতাম্, আহো প্রতীতেন বিধিনৈকবাক্যতা ইতি। তত্র কল্পনালাঘবাৎ প্রতীতেন বিধিনৈকবাক্যতৈব জ্যায়সী। পূর্বপক্ষে বিধিকল্পনা তদেকবাক্যতাকল্পনমিতি দ্বয়ং কল্পনীয়ম্, উত্তরস্মিংস্তু একবাক্যতামাত্রমিতি ভাবঃ। স্ফুটতরস্তুতিনিন্দাপ্রতীত্যভাবাচ্চ পরকৃতিপুরাকল্পয়োঃ স্তুতিনিন্দাভ্যাং ভেদেনোপন্যাস ইতি।"

৭ মীমাংসা ও ব্রহ্মসূত্রের এক একটি অধিকরণ যেমন এক একটি দার্শনিক বা শাস্ত্রীয় ন্যায়, সেইরূপ সহস্রাধিক লৌকিক-ন্যায়ও বিদ্যমান। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকন্যায় একটি অতি প্রসিদ্ধ লৌকিক-ন্যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ইহার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিলেও সাধারণভাবে ন্যায়টি এইরূপ। যে-স্থলে সামান্যবাচক পদ ব্যবহার করিয়াও তাহার সহিত বিশেষবাচক পদও ব্যবহৃত হয়, সেই স্থলে সেই সামান্যবাচকপদ অন্যপররূপে ব্যাখ্যাত হইলে এই ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন, "ব্রাহ্মণাঃ ভোজ্যন্তাম্ পরিব্রাজকানামপি", অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাও এবং পরিব্রাজক অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণকেও ভোজন করাও", এইবাক্যে সামান্যবাচী "ব্রাহ্মণ" পদ প্রয়োগের পরও বিশেষবাচী "পরিব্রাজক" পদ প্রযুক্ত হওয়ায় "ব্রাহ্মণ" পদের ব্রাহ্মণমাত্র অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকভিন্নব্রাহ্মণ অর্থই গ্রহণীয়। স্মর্ত্তব্য, শাঙ্করপ্রস্থানে ব্রাহ্মণভিন্ন ক্ষত্রিয়াদির সন্ন্যাসে অধিকার নাই। ফলে সামান্যবাচক "ব্রাহ্মণ" পদের দ্বারাই পরিব্রাজকও বুদ্ধিস্থ হইবে। কিন্তু অপরিব্রাজকব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরিব্রাজক-ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ বুঝাইতেই সামান্যবাচক "ব্রাহ্মণ" পদের পর বিশেষবাচক "পরিব্রাজক" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। আলোচ্যস্থলেও বুঝিতে হইবে যে পরকৃতি ও পুরাকল্প গূঢ়ভাবে স্তুতি-নিন্দাপর হওয়ায় উহাদের বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিতেই সামান্যবাচী "স্তুতি" বা "নিন্দা" পদ সত্ত্বেও উক্ত পদদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়সূত্রের "স্তুতি-নিন্দা" পদ পরকৃতি-পুরাকল্পভিন্নস্তুতিনিন্দাপর। সাধারণ পঠন-পাঠনে, এমন কি গ্রন্থাদিতেও, "গো-বলীবর্দ্দ" ইত্যাদি ন্যায়ের সহিত আলোচ্য ন্যায়কে সমানার্থকরূপে ব্যাখ্যা করা হইলেও উহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান। কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা। ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।৪।১৬ পৃঃ ৪০৯; ২।৩।১৫ পৃঃ ৫৯৯; ৩।১।১১ পৃঃ ৬৭২ দ্রষ্টব্য।

ন্যায়ভাষ্যে পরকৃতি ও পুরাকল্পের লক্ষণবাক্যে "বিধি" পদ থাকিলেও উহারা বিধায়কবাক্য নহে, উহার অর্থ কথন বা কীর্তন। এইজন্য ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার "বিধি" পদ পরিত্যাগ করিয়াই উহাদের লক্ষণবাক্য রচনা করিয়াছেন (ন্যাঃ সূঃ বৃঃ ২।১।৬৪ পৃঃ ৫৬১, ৫৬২), "পুরুষবিশেষনিষ্ঠমিথো বিরুদ্ধকথনং পরকৃতিঃ।...ঐতিহ্যসমাচরিততয়া কীর্তনং পুরাকল্পঃ।" অতএব ন্যায়সম্প্রদায় স্বীকৃত অর্থবাদের চতুর্বিধ বিভাগ অনবদ্য।

প্রকৃতপ্রস্তাবে ন্যায়দর্শনের মত মীমাংসাদর্শনেও পরকৃতি ও পুরাকল্প স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহারা স্তুতি বা নিন্দাপর হইলেও বৈশিষ্ট্যবশতঃ উহাদের অর্থবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু মীমাংসাদর্শনে উহাদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন, ফলে উহাদের বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন। মীমাংসাদর্শনের ব্রাহ্মণনির্বচনাধিকরণের (মীঃ সূঃ ২।১।৩৩, "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ") ভাষ্যে আচার্য্য শবরস্বামী বলিয়াছেন যে বৃত্তিকার (উপবর্ষ ? বোধায়ন ?) শিষ্যহিতার্থে ব্রাহ্মণের দ্বাদশপ্রকার বিভাগ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার স্বয়ং একটি শ্লোকে উহাদের মধ্যে দশটিকে সংগ্রহ করিয়াছেন (শাবরভাষ্য ২।১।৩৪ পৃঃ ১৩৮ = পৃঃ ৪২২ = পৃঃ ৪৯২), "হেতুর্নির্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ। পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা॥ উপমানং দশৈতে তু বিধয়ো ব্রাহ্মণস্য তু। এতৎ স্যাৎ সর্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥" ভাষ্যকার যাহাকে "পরক্রিয়া" বলিয়াছেন তাহাই পরকৃতি। ভট্টপাদ তাঁহার তন্ত্রবার্ত্তিকে "পরকৃতি" পদই ব্যবহার করিয়া পরকৃতি ও পুরাকল্পের ন্যায়দর্শন হইতে অন্যরূপ লক্ষণ দিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিকে ২।১।৩৩ পৃঃ ৪২২ = ৪৯৩), "একপুরুষকর্ত্তৃকমুপাখ্যানং পরকৃতিঃ, বহুকর্ত্তৃকং পুরাকল্পঃ।" যে-উপাখ্যানে একটি মাত্র পুরুষ বা কর্ত্তাই বিষয়, তাহাকে পরক্রিয়া বা পরকৃতি বলে। বহু পুরুষ যে উপাখ্যানের বিষয় তাহাকে পুরাকল্প বলে।[৮] মীমাংসাদর্শনের "পরকৃতি-পুরাকল্পানামর্থবাদত্বাধিকরণে"র (মীঃ সূঃ ৬।৭।২৬-৩০) ইতি হ স্মাহ ভাষ্যাদি হইতে বুঝা যায় যে পরকৃতি ও পুরাকল্পও স্তুতিনিন্দান্যতরপর হওয়ায় উহারা অর্থবাদের অন্তর্গত। অবশ্য আচার্য্য শবরস্বামী উক্ত অধিকরণভাষ্যে পরকৃতির যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ("ইতি হ স্মাহ বর্কুর্বার্ষ্ণিঃ মাষান্ মে পচত ন বা এতেষাং হবির্গৃহ্ণাতি"—শতপথ ব্রাঃ ১।১।১।১০) তাহা বিধি অথবা অর্থবাদ, এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে, ইহা শাবরভাষ্য (মীঃ সূঃ ৬।৭।৩০ পৃঃ ৮২২ = পৃঃ ৩৫০), জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর (মীঃ সূঃ ৬।৭।১২শ অধিঃ পৃঃ ৩৯৭), শাস্ত্রদীপিকা (ঐ পৃঃ ১১১) ও ভাট্টদীপিকা (ঐ পৃঃ ৮৬৩) দেখিলে বুঝা যাইবে। এই অধিকরণভাষ্যের উপর টুপ্‌টীকা নাই অথবা অদ্যাবধি উপলব্ধ হয় নাই। যাহা হউক, দৃষ্টান্ত বিশেষ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকিলেও পরকৃতি ও পুরাকল্পের মীমাংসাসম্মত লক্ষণের কোনরূপ হানি হয় না। কোন একজন বিশিষ্ট পুরুষ পুরাকালে এই কর্মবিশেষ করিয়াছিলেন অথবা করেন নাই—এইরূপভাবে একপুরুষকর্ত্তৃক কর্মের উপবর্ণনই পরকৃতি, পরকৃত্য বা পরক্রিয়া। অনুরূপভাবে, পূর্বে অনেক পুরুষ মিলিত হইয়া কোন কর্মবিশেষ করিয়াছিলেন অথবা করিয়া কুফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এইরূপে একাধিকপুরুষকর্ত্তৃক কর্মের উপাখ্যানই পুরাকল্প। জটিল বিবেচনায় শাবরভাষ্যোদ্ধৃত দৃষ্টান্তদ্বয়ের ব্যাখ্যা করা হইল না।

পূর্বে ন্যায়ভাষ্যানুসারে পরকৃতি ও পুরাকল্প আলোচনা প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পরকৃতি ও পুরাকল্পকে বিধিরূপে ভ্রম হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে উহারা স্তুতিনিন্দান্যতরপররূপে অর্থবাদেরই অন্তর্ভুক্ত। মীমাংসাদর্শনের "বিধিবন্নিগদাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ১।২।১৯-২৫ "ঔদুম্বরাধিকরণম্") অনুরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থলে ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী গদ ব্যক্তায়াং বাচি এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে "নিগদ" পদের অর্থ শ্রুত। বিধি নহে, কিন্তু বিধির ন্যায় শ্রূয়মাণ (নিগদ) বাক্য বেদে উপলব্ধ হয় এবং

৮ ন্যায়সুধা ২।১।৩৩ পৃঃ ৪৯৪, ৪৯৫, "একঃ কর্ত্তা যস্মিন্নুপাখ্যানে বিষয়ঃ ইতি সমাসার্থঃ। বহুকর্ত্তৃকমিত্যত্রাপ্যেবম্।...হে রাজকাশ্চিত্রো নাম রাজ সরস্বতীদেশেহন্যস্মিংশ্চ যস্মিন্‌কস্মিংশ্চিৎ পুণ্যদেশে সহস্রং গবামযুতানি দত্তবান্ ইতি একচরিতোপাখ্যানং পরকৃতিঃ। যজেন জ্যোতিষ্টোমাদিনা 'বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ' ইতি শ্রুতিঃ। 'যজ্ঞং বিষ্ণুমযজন্ত দেবা' ইতি বহুচরিতোপাখ্যানং পুরাকল্পঃ।" দ্রষ্টব্য ঋক্ সং ১০।৯০।১৬, "যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাঃ।"

ঐরূপ বাক্য অর্থবাদমাত্র। এই অধিকরণে পূর্বপক্ষীর অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে অন্যতম বক্তব্য এইরূপ।

সিদ্ধান্তী অব্যবহিত পূর্বাধিকরণে (অর্থবাদাধিকরণে) স্থাপন করিয়াছেন যে অর্থবাদের প্রামাণ্য রক্ষণার্থ অর্থবাদে লক্ষণা করিয়া উহার প্রাশস্ত্য অর্থ গ্রহণপূর্বক সন্নিধিপঠিত বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা করিতে হইবে, যেহেতু অর্থবাদ বিধিবাক্যব্যতিরেকে অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে প্রমাণ হইতে পারে না। এক্ষণে পূর্বপক্ষী পূর্বাধিকরণকে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে যদি অর্থবাদ স্বয়ং বিধ্যর্থের প্রকাশক হয়, তবে ঐরূপ ক্লিষ্ট প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন নাই।

এইরূপ পূর্বপক্ষের খণ্ডনে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে যদি সত্যই সর্বত্র অর্থবাদকে বিধ্যর্থপ্রকাশক অর্থাৎ বিধিরূপে পরিণত করা যাইত, তাহা হইলে অবশ্যই ঐরূপ প্রক্রিয়া লঘু হইত। কিন্তু সর্বত্র অর্থবাদকে বিধিবাক্যে পরিণত করা যায় না। অর্থবাদকে বিধিবাক্যরূপে পরিণত করা কোনস্থলে অসম্ভব, কোনও স্থলে শাস্ত্রাদিবিরোধ, কোনও স্থলে বা অন্যান্য দোষের আবির্ভাব হয়। যেমন, "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" এই অর্থবাদকে "বায়ুঃ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা কর্তব্যা" এইরূপ বিধিবাক্যে পরিণত করা যায় না ; কারণ ক্ষিপ্রতমগামিত্ব বায়ুর স্বভাব এবং স্বভাব বিধেয় হইতে পারে না। অনুরূপভাবে, (তৈত্তিঃ সং ৫।৩।১২) "অপ্সুযোনির্বা অশ্বঃ" অর্থাৎ অশ্ব জল হইতে উৎপন্ন, এইরূপ অর্থবাদকে "অপ্সুযোনিরশ্বঃ কর্তব্যঃ" এই প্রকার বিধিবাক্যে পরিণত করা যায় না ; কারণ উহা কৃতিসাধ্য না হওয়ায় অসম্ভব।[৯] পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে "স্তেনং মনঃ", "অনৃতবাদিনী বাক্" ইত্যাদি অর্থবাদকে বিধিবাক্যরূপে পরিণত করিলে চৌর্য্য ও মিথ্যাভাষণ কর্তব্যরূপে বিহিত হওয়ায় শাস্ত্রবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। অগত্যা বিধির স্তাবকতা বা নিন্দা করিয়াই অর্থবাদ বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা লাভ করিয়া সার্থক হয়। অন্যথা অর্থবাদের আনর্থক্য (অপ্রামাণ্য) দুষ্পরিহর। অর্থবাদের প্রামাণ্য সংরক্ষণার্থ কেবল লক্ষণারূপ দোষই স্বীকার্য্য ; ইহা ভিন্ন অন্য কোন দোষ নাই। কিন্তু বেদের প্রামাণ্যরক্ষা যেস্থলে সর্বাগ্রে কর্তব্য এবং যাহার জন্য বেদে বাক্যভেদরূপ গুরুতম দোষও স্বীকৃত হয়, সেই স্থলে লক্ষণারূপ লঘুভূত দোষ স্বীকার অগ্রহণীয় নহে—(তন্ত্রবাঃ ১।৩।৯ পৃঃ ১৪৮ = পৃঃ ৪২৪) "গৌণং লাক্ষণিকং বাপি বাক্যভেদেন বা স্বয়ম্। বেদো যমাশ্রয়ত্যর্থং কো নু তং প্রতিকূলয়েৎ ॥"[১০] অবশ্য যে স্থলে অর্থবাদগম্য স্তাবকতা অথবা ফল বিধিবাক্যব্যতিরেকে অনর্থক হইয়া পড়ে, কেবল সেই স্থলেই বিধিবাক্যের কল্পনা অর্থাৎ অধ্যাহার করিতে হইবে, ইহা রাত্রিসত্রন্যায় আলোচনাকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মীমাংসা-সূত্রকার ও তদনুসারে ভাষ্যকার সদৃষ্টান্ত আরও দুইটি যুক্তির[১১] (মীঃ সূঃ ১।২।২৪ ও ১।২।২৫) দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বেদমধ্যে বহু বাক্য আছে যাহারা বিধি নহে, কিন্তু বিধির ন্যায়শ্রুত অর্থবাদমাত্র।

৯ তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।২৩ পৃঃ ৪০-১ = পৃঃ ১৫২।
১০ শাস্ত্রদীপিকার প্রভাটীকায় উদ্ধৃত এই শ্লোকের পাঠ কিঞ্চিৎ ভিন্ন—প্রভা ১।২।২য় অধিঃ পৃঃ ১৯।
১১ আরও দুইটি যুক্তির প্রথমটি হইল অপকর্ষ অর্থাৎ প্রকরণবিচ্যুতি ও দ্বিতীয়টি হইল বাক্যভেদ-দোষ। সম্ভবপক্ষে বাক্যভেদদোষ শ্রুতিমধ্যে অবশ্যই পরিহার্য্য।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় ন্যায়দর্শনে অর্থবাদবিভাগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অধ্যয়ন-বিধিবিচার

জৈমিনি-দর্শন ও বাদরায়ণ-দর্শন উভয়ই শ্রুতিবাক্যবিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্র। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, উভয় সম্প্রদায় মতে শ্রুতিই যখন যথাক্রমে ধর্মবিষয়কজ্ঞান ওব্রহ্মবিষয়কজ্ঞানেরকরণঅর্থাৎপ্রমাণ তখন শ্রুতি ব্যতিরেকে ধর্মবিচারাত্মক পূর্বমীমাংসাসূত্র ও ব্রহ্মবিচারাত্মক উত্তরমীমাংসাসূত্রসমূহের প্রয়োজন কি? ধর্ম বা ব্রহ্মরূপ অলৌকিক বিষয় যদি শ্রুতিমাত্রদ্বারা সিদ্ধ না হয় তবে যুক্ত্যাত্মক বিচারের দ্বারা উহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

অথবা, প্রশ্ন হইবে, উভয় মীমাংসা-শাস্ত্রে যদি শ্রুতিবাক্যই বিচার্য্য হয়, তবে উভয় শাস্ত্রের প্রথম সূত্রে কোন্ শ্রুতিবাক্য বিচারিত হইয়াছে?

অথবা, অন্যরূপে প্রশ্ন হইতে পারে। জিজ্ঞাসাধিকরণ নামে প্রসিদ্ধ প্রথম মীমাংসাসূত্রে ধর্মবিষয়ক বিচার কর্ত্তব্যরূপে এবং জিজ্ঞাসাধিকরণ নামক প্রসিদ্ধ প্রথম উত্তরমীমাংসাসূত্রে ব্রহ্মবিষয়ক বিচার কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা উভয় সম্প্রদায় সম্মত। কর্ত্তব্যের বিষয়রূপে উপদিষ্ট সেই বিচারাত্মকশাস্ত্র কি? এইরূপভাবে বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা হইলে উত্তর এই, "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ" এই দ্বিতীয় মীমাংসাসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "অন্বাহার্য্যে চ দর্শনাৎ" এই সর্বশেষ মীমাংসাসূত্র পর্যান্ত (মীঃ সূঃ ১২।৪।৪৭) সূত্রসমূহই ধর্মবিচারশাস্ত্র যাহা মীমাংসাদর্শনে জিজ্ঞাসাধিকরণের বিষয়। অনুরূপভাবে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই দ্বিতীয় ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই শেষ ব্রহ্মসূত্র পর্যন্ত (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২) সূত্রসমূহই ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র যাহা বেদান্তদর্শনে জিজ্ঞাসাধিকরণের বিষয়। এক্ষণে উভয় দর্শনের প্রথমসূত্রে উপদিষ্ট বিচারের কর্ত্তব্যতা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইলেই তবে দ্বিতীয়াদিসূত্রে ধর্মলক্ষণাদিবিচার ও ব্রহ্মলক্ষণাদিবিচার সম্ভব। সুতরাং প্রশ্ন এই, বিচারের কর্ত্তব্যতা কিরূপে অবগত হওয়া যাইবে?

এই ত্রিবিধ প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই শ্রৌতবিধিবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

এতদতিরিক্ত, অদ্বৈত দর্শনের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি হইতে পারে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিসমূহই প্রথম ব্রহ্মসূত্রের বিচার-বিধায়ক বিষয়বাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে।[1] বিবরণ-সম্প্রদায়মতে এই শ্রুতিতে আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণাদি বিহিত হওয়ায় উক্ত "শ্রোতব্য"-শ্রুতি বিধি-সম্পাদক। এক্ষণে আপত্তি এই, সূত্রের বিষয়বাক্য বিধি-প্রতিপাদক, সূত্র জিজ্ঞাসা-প্রতিপাদক এবং "যুস্মদস্মৎ" ভাষ্য অধ্যাস-প্রতিপাদক হওয়ায় শ্রুতি ও সূত্রের একবাক্যতা না থাকায় ব্রহ্মসূত্র যেমন অশ্রৌত বলিয়া অনাদরণীয়, সেইরূপ সূত্র ও ভাষ্যের একবাক্যতা না থাকায় উৎসূত্র ভাষ্যও অনাদরণীয়। পঞ্চপাদিকা অনুসরণে বিবরণাচার্য্য স্বয়ং এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ২৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৯), "কঃ পুনরয়ং সূত্রস্য প্রসঙ্গঃ?"[2] এইরূপ আপত্তির উত্তরে শ্রুতি-সূত্রের একবাক্যতা প্রদর্শনের নিমিত্ত বিবরণাচার্য্য অধ্যয়নবিধি উপস্থাপন করিয়াছেন (বিবরণ ঐ), "নিত্যেনৈবাধ্যয়নবিধিনা" ইত্যাদি। বেদাধ্যয়নব্যতিরেকে "শ্রোতব্যঃ"-শ্রুতি অবগত হওয়া যায় না বলিয়া প্রথমে বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য এবং "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধি বেদাধ্যয়নের কর্ত্তব্যতাবোধক বলিয়া প্রথমে উক্ত বিধিই বিচার্য্য। আচার্য্যকে অনুসরণ করিয়াই

---

১ ভামতীসম্প্রদায়ের মতে "আত্মা বাঽরে" শ্রুতি বিচার-বিধায়কবাক্য নহে। যদিও ভাষ্যকারকে অনুসরণ করিয়া পঞ্চপাদিকাকার ও বিবরণকার "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্মেতি" (তৈত্তিঃ উপঃ ৩।১) ইত্যাদি শ্রুতিকেই প্রথম ব্রহ্মসূত্রের বিষয়বাক্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন (পঞ্চপাদিকা ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৭৬৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ২৫৮-৫৯; বিবরণ, ঐ মেট্রোঃ পৃঃ ৭৩৩ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫৫৯), তথাপি বিবরণাচার্য্য "শ্রোতব্যঃ" শ্রুতিতেও ব্রহ্মবিচারবিধান অঙ্গীকার করিয়াছেন (বিবরণ ঐ মেট্রোঃ পৃঃ ৭৩৩ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫৫৯), "'শ্রোতব্যঃ' ইতি চ স্বয়মেব বিচারো বিহিতঃ।"

২ প্রসজ্যতে অনেন এইরূপ করণ-ব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন "প্রসঙ্গ" পদের অর্থ প্রসঞ্জক বা বিধায়ক বাক্য।

বিবরণ-প্রমেয় সংগ্রহকার তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সং পৃঃ ১), "নিত্যো হি 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইতি অধ্যয়নবিধিঃ।"[৩]

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভাট্ট-মীমাংসাসম্প্রদায় ও বিবরণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিধ মৌলিক পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধি হইতেই স্ব স্ব বিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভ করিয়াছেন। যদিও উক্ত বিধিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থে উভয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তভেদ বিদ্যমান, তথাপি বিচারসাদৃশ্যপ্রাচুর্য্যবশতঃ প্রথমে উক্ত বিধিবাক্যের ভাট্ট-সম্মত অর্থ অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

ভাট্ট-মীমাংসামতে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫।৭; শতপথ ব্রাঃ ১১।৫।৬।৩) এই অনারভ্যাধীত বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সদ্যোপনীত ত্রৈবর্ণিক ব্রহ্মচারী বালক গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। স্বস্য অধ্যায়ঃ স্বাধ্যায়ঃ। "স্ব" পদ আত্মকুলপরম্পরাবাচক। "অধীয়তে ইতি অধ্যায়ঃ" এইরূপ কর্মব্যুৎপত্তিতে "অধ্যায়" শব্দের অর্থ শাখাবিশেষাবচ্ছিন্নবেদ। সুতরাং "স্বাধ্যায়" শব্দের অর্থ নিজ পিতৃ-পিতামহাদিপরম্পরা অধীত বেদশাখাবিশেষ বা স্বশাখীয় বেদ।[৪] অদাদিগণীয় আত্মনেপদী ইঙ্ ধাতুর অর্থ অধ্যয়ন—ইঙ্ অধ্যয়নে এবং ইহা নিয়মিত অধি পূর্বকই হইয়া থাকে। অধি পূর্বক্ ইঙ্ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে তব্য প্রত্যয় করিয়া "অধ্যেতব্য" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বলিলে বুঝিতে হইবে স্বাধ্যায়কর্মক অধ্যয়ন-ক্রিয়া। অধ্যয়নের লক্ষণ এইরূপ—"গুরুমুখোচ্চারণপূর্বকশিষ্যানূচ্চারণম্" অর্থাৎ গুরুর বেদোচ্চারণের পর শিষ্য উহা শ্রবণ করিয়া গুরুর উচ্চারণের অনুরূপ উচ্চারণ অর্থাৎ তৎসমান আনুপূর্বীক উচ্চারণ করিলে শিষ্য কর্তৃক ঐরূপ পশ্চাৎ উচ্চারণই শিষ্যের অধ্যয়ন (তন্ত্রবার্তিক ১।৩।২ পৃঃ ৭৬ = পৃঃ ২৬৫), "বিশিষ্টানুপূর্ব্যা ব্যবস্থিতো হি 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' শ্রূয়তে।" সুতরাং গৃহে বসিয়া মুদ্রিত বেদপাঠ অথবা ভাষান্তরে বেদের শ্রবণাদি বেদাধ্যয়ন নহে। এইরূপ বৈধ অধ্যয়নের দ্বারা শিষ্য বেদরূপ অক্ষরসমূহ গ্রহণ করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ অধিগত করে বলিয়া বিবরণ-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে বেদাধ্যয়ন অক্ষরগ্রহণফলক।[৫] ভাট্টসম্প্রদায় এইরূপ মতকে খণ্ডন করিতে বলিয়া থাকেন যে উক্ত অধ্যয়নবিধি বেদার্থজ্ঞানপর্য্যবসায়ী; কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদের অর্থ জানেন না,

৩ বিবরণের তৃতীয় বর্ণকে (মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৫ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৪ হইতে আরম্ভ) অধ্যয়ন-বিধির বিশাল বিচার আছে। সেই বিচারের কিয়দংশ এই গ্রন্থের শেষে এবং বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে।

৪ ভগবান মনু বলিয়াছেন (মনু সং ৩।২), "বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাঽপি যথাক্রমম্।" তাৎপর্য্য এই, সমর্থপক্ষে সমস্ত বেদের একটি করিয়া শাখা অধ্যেয়, অসমর্থপক্ষে দুইটি বেদের অথবা পিতৃপিতামহাদিপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদশাখাবিশেষের অধ্যয়ন কর্তব্য। বশিষ্ঠ স্মৃতিমধ্যে স্বশাখা পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় শাখাধ্যয়নের নিন্দা আছে, "যঃ স্বশাখাং পরিত্যজ্য পারক্যমধিগচ্ছতি। স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্বকর্মসু সাধুভিঃ॥ অধীত্য শাখামাত্মীয়াং পরশাখাং ততঃ পঠেৎ।" "পারক্য" শব্দের অর্থ পরকীয়। ন্যায়সুধা ২।৪।১৬ পৃঃ ৪৯৯, " 'যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥' (মনু ৪।১৭৮)। স্মৃত্যালোচনয়া কাঠকাদিসমাখ্যালোচনয়া স্বাধ্যায় ইতি 'স্ব'শব্দালোচনয়া চ পিতৃপিতামহাদিপরম্পরাত্মকসম্প্রদায়াগতশাখাত্যাগেন শাখান্তরাধ্যয়নং ন যুক্তম্।"

৫ বস্তুতঃ অধ্যয়ন ত্রিবিধ—অক্ষরগ্রহণাধ্যয়ন, ধারণাধ্যয়ন ও জপযজ্ঞাধ্যয়ন বা ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়ন, সংক্ষেপে জপাধ্যয়ন। গুরুকর্তৃক স্বরপাঠাদিযুক্ত বেদের আনুপূর্বী উচ্চারণের অনন্তর শিষ্যকর্তৃক অবিকল উচ্চারণই শিষ্যের অক্ষরগ্রহণাধ্যয়ন বা গ্রহণাধ্যয়ন। গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শিষ্যের ইহাই প্রথম কর্তব্য (মেধাতিথিভাষ্য ২।৭৩ পৃঃ ২৭৪)। ইহার পর শিষ্য স্বয়ং প্রতিদিন বেদপাঠ করিয়া বেদাক্ষরসমূহ স্বতন্ত্ররূপে অর্থাৎ গুরু প্রভৃতি কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া অর্থজ্ঞানসহিত শ্রুত আনুপূর্বিসহ বেদাক্ষরসমূহ ধারণ করিলে তাহাকে ধারণাধ্যয়ন বলা হয়—(শাবরভাষ্য ৯।২।১৩ পৃঃ ১৭০৫), "যত্তাবদুপাধ্যায়ঃ শিষ্যসন্নিধাবধীতে, তদ্গ্রহণার্থম্। যচ্ছিষ্যস্তদ্ধারণার্থম্। গ্রহণধারণে প্রয়োগার্থে ভূমিরথিকবৎ, শুক্ষেষ্টিবদ্বা। তদ্যথা, ভূমিরথিকো ভূমৌ রথমালিখ্য শিক্ষাং করোতি, সংগ্রামে প্রাগুভাবো ভবিতেতি। যথা চ ছাত্রঃ শুষ্কেষ্টীঃ প্রযুঙ্‌ক্তে, প্রয়োগে প্রাগুকর্মা ভবিতাস্মীতি। এবমেতদ্দৃষ্টার্থম্; তস্মাদদৃষ্টে সতি নাদৃষ্টায়াধ্যয়নম্।" আচার্য্য শবরস্বামী বেদগ্রহণ ও বেদধারণের দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ রণ-শিক্ষার্থী যুদ্ধ করিবার পূর্বে প্রয়োগপটুতার নিমিত্ত ভূমিতে রথ অঙ্কন করিয়া শিক্ষা

তিনি ভারবাহী মাত্র এবং যিনি অর্থজ্ঞ তিনি ইহলোকে পূজ্যতা ও পরলোকে স্বর্গরূপ সুখ প্রাপ্ত হন ও বেদার্থজ্ঞানের দ্বারা তাঁহার পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।[৬]

এইস্থলে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এইরূপ বিধি হইতে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধির প্রভেদ জানা প্রয়োজন। "দর্শপূর্ণমাস" স্থলে বিধি শ্রবণ করিয়া শাব্দী ভাবনা স্বরূপতঃ প্রতীয়মান হইলেও কর্ত্তব্যরূপে প্রতীত হয় না। কারণ "দর্শপূর্ণমাসনামধেয়েন যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ" বলিলে স্বর্গভাবনাই অধিকারী পুরুষের ব্যাপাররূপ আর্থী ভাবনা এবং উক্ত আর্থী ভাবনাই কর্ত্তব্যরূপে বুদ্ধিস্থ হয়; কিন্তু "শাব্দী ভাবনা করিবে" এইরূপে শাব্দী ভাবনার কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু শাব্দীভাবনার জ্ঞান না হইলে অর্থভাবনারূপপুরুষব্যাপার সম্ভব না হওয়ায় যে স্থলেই আর্থী ভাবনা কর্ত্তব্যরূপে বুদ্ধিস্থ হয় সেই স্থলে শাব্দী ভাবনার বোধ অবশ্য স্বীকার্য্য; যেহেতু পুরুষব্যাপাররূপ আর্থী ভাবনা লিঙাদি শ্রবণের অধীন। ফলে শাব্দী ভাবনা কর্ত্তব্যরূপে প্রতীত না হইলেও স্বরূপতঃ প্রতীয়মান। কিন্তু "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"-শ্রুতিস্থলে বেদাধ্যয়নের দ্বারা অর্থজ্ঞান করিবে, এইরূপ বুঝিলে অর্থজ্ঞান জ্ঞানরূপ হওয়ায় উহা শাব্দী ভাবনার অন্তঃপাতী হইয়া যায়। যদি অধিকারী পুরুষের ব্যাপার কর্ত্তব্যরূপে বুদ্ধিস্থ হয়, তবে আর্থী ভাবনার প্রতীতি হইবে এবং যখন শব্দব্যাপারের দ্বারা অর্থজ্ঞানের কর্ত্তব্যতা বুদ্ধিস্থ হইবে, তখন শাব্দী ভাবনার বোধ হইবে। সুতরাং "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" স্থলে আর্থী ভাবনাই বিধেয় যেমন "দর্শপূর্ণমাস"স্থলে স্বর্গভাবনারূপ অর্থভাবনাই বিধেয়, এইরূপ বলা যায় না। "স্বাধ্যায়" স্থলে বেদাধ্যয়ন দ্বারা যে বেদার্থজ্ঞানের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা আর্থী ভাবনা হইলেও জ্ঞানরূপ বলিয়া শব্দভাবনাস্বরূপ—"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিবাক্যস্থ আর্থী ভাবনা বেদবিহিত সমস্ত বিধিবাক্যস্থ শব্দভাবনাস্বরূপ।[৭] ভাট্ট প্রক্রিয়া অনুসারে "তব্য" প্রত্যয়েব দ্বারা উপস্থিত শাব্দী ভাবনাতে স্বাধ্যায়

লাভ করে। এইজন্য তাহাকে ভূমিরথিক বলা হইয়াছে এবং ইহাকেই ভূমিরথিকন্যায় বলে। অনুরূপভাবে, উপাধ্যায় দর্শেষ্টি ইত্যাদি যাগানুষ্ঠান ছাত্রকে শিক্ষণের নিমিত্ত যে প্রত্যক্ষ অগ্নি, হবিঃ প্রভৃতি বর্জন করিয়া ইষ্টিপ্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাকে শুষ্কেষ্টি বলে। অগ্নি ও হবিঃ-রাহিত্যই ইষ্টির শুষ্কত্ব। উভয়স্থলেই প্রয়োগপাটবশিক্ষাই উদ্দেশ্য। এইরূপভাবেই প্রয়োগপটুতা আয়ত্তীকরণের নিমিত্তই মাণবকের গ্রহণাধ্যয়ন ও ধারণাধ্যয়ন আবশ্যক। ধারণাধ্যয়ন হইলেই তবে স্বাধ্যায়াধ্যয়নের জপাদিতে প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞান ব্যতিরেকে জপাদিতে প্রয়োগসিদ্ধি সম্ভব নহে (ন্যায়রত্নমালা, প্রযুক্তিতিলক নামক প্রথম প্রকরণ পৃঃ ২৮), "জপযজ্ঞপারায়ণক্রতুজ্ঞানসিদ্ধিপ্রয়োজনমধ্যয়নম্।" গীতামধ্যে ইহাকেই জ্ঞানযজ্ঞ বলা হইয়াছে (গীতা ৪।২৮ শাঃ ভাঃ পৃঃ ২২৪-২৫), "স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, জ্ঞানযজ্ঞাঃ জ্ঞানং শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ।" জ্ঞানযজ্ঞের অপর নাম ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়ন বা সংক্ষেপে ব্রহ্মযজ্ঞ। এইস্থলে "ব্রহ্ম" পদের অর্থ বেদ। তৈত্তিঃ আরঃ ২।১০, "যৎ স্বাধ্যায়মধীয়ীতৈকামপ্যচং যজুঃ সাম বা তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ" অর্থাৎ যদি একটিমাত্র ঋক্, যজুঃ ও সাম স্বাধ্যায়রূপে অধ্যয়ন করা হয় তাহা হইলে উহাই ব্রহ্মযজ্ঞ। বলা বাহুল্য "যজ্ঞ" পদ মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই। এইরূপ যজ্ঞে অগ্নিপ্রণয়ন, হবিঃ ত্যাগ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না, কারণ ইহা বাচিক, প্রধানতঃ মানস, ক্রিয়াসাধ্য।

৬ নিরুক্ত ১।৬ পৃঃ ৪৭-, "স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ। অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্॥ যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে। নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥" ছিন্নশাখ শুষ্ক বৃক্ষমূল যদি "স্থাণু" পদের অর্থ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে স্থাণু যেমন ইন্ধনার্থমাত্রে উপযুক্ত, কিন্তু পুষ্পফলাদি প্রসব করে না, সেইরূপ কেবল পাঠকের ব্রাত্যত্বমাত্র পরিহৃত হইলেও ("অনধীয়ানা ব্রাত্যা ভবন্তি"; মনু সং ২।৩৯ "সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্তি...") অর্থজ্ঞানাভাবে কর্মানুষ্ঠান বা স্বর্গাদিফলসিদ্ধি হয় না; কারণ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বেদার্থস্মরণ প্রয়োজন। "স্থাণু" পদের বৃক্ষ অর্থ হইলে বুঝিতে হইবে যে বৃক্ষ যেমন পত্রপুষ্পফলসমূহ ধারণমাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু তজ্জনিত গন্ধরসরূপস্পর্শ উপভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ অনর্থজ্ঞ বেদাধ্যায়ী ভারবাহীমাত্র। "স্থাণু" পদের গর্দভ অর্থ হইলে বুঝিতে হইবে যে গর্দভ যেমন চন্দনভার বহন করিলেও উহার গন্ধাদি উপভোগ করিতে পারে না, গ্রন্থমাত্র অধ্যেতা কিন্তু অর্থজ্ঞ নহেন এইরূপ পুরুষের অবস্থাও তদ্রূপ। উদ্ধৃত মন্ত্রে এবকার অর্থে "ইৎ"পদ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং উহা ভিন্নক্রমে পড়িতে হইবে—যঃ এব অর্থজ্ঞঃ ভবতি, ন গ্রন্থমাত্রাধ্যেতা, ইহাই বক্তব্য। "অকং" পদের অর্থ দুঃখ, ন অকং দুঃখং যস্মিন্ তৎ নাকম্, অর্থাৎ স্বর্গ বা মীমাংসামতে সুখবিশেষ। "ভদ্রং" পদের অর্থ ইহলোকে শিষ্টকর্ত্তৃক পূজ্যতাদি, উহাই অর্থপরিজ্ঞানের ঐহিক ফল, স্বর্গ পারলৌকিক ফল।

৭ মীমাংসাপরিভাষা কণ্ডিকা ১৪, পৃঃ ১৭, "ইয়ঞ্চ শব্দভাবনা জ্যোতিষ্টোমাদিপ্রাতিস্বিকবাক্যেষু স্বরূপেণ প্রতীয়মানাপি কর্ত্তব্যত্বেন ন প্রতীয়তে। অর্থভাবনায়া এব তেষু কর্ত্তব্যত্বাবগমাৎ, কিন্তু 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইতি বাক্য এব

কর্মরূপে অন্বিত হয় এবং অধ্যয়নক্রিয়া ঐরূপ শাব্দী ভাবনাতে করণরূপে অন্বিত হয়।[৮] সুতরাং "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধিবাক্য শ্রবণে শাব্দবোধ এইরূপ হইবে—"অধ্যয়নেন গুরুমুখোচ্চারণানূচ্চারণেন স্বাধ্যায়ং স্বকুলপরম্পরাগতৈকশাখাবচ্ছিন্নং বেদং ভাবয়েৎ প্রাপ্নুয়াৎ।" অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায়প্রাপ্তি গুণকর্ম বলিয়া উহা আপ্তি-সংস্কার। অধ্যয়নক্রিয়া সংস্কারক এবং স্বাধ্যায় সংস্কার্য্য বলিয়া স্বাধ্যায় অধ্যয়নক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান এবং অধ্যয়নক্রিয়া অপ্রধান। এইস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই, উৎপত্তিসংস্কারক অগ্ন্যাধান যেমন স্বতন্ত্র গুণকর্ম, কোন ক্রতুর অঙ্গ নহে, সেইরূপ আপ্তিসংস্কারক অধ্যয়নও স্বতন্ত্র গুণকর্ম, ব্রীহিগত অতিশয়রূপসংস্কৃতিজনক প্রোক্ষণাদির ন্যায় ক্রত্বঙ্গ গুণকর্ম নহে। অধ্যয়ন যে অনারভ্যাধীত অর্থাৎ কোন ক্রতু-প্রকরণে পঠিত হয় নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সাধারণতঃ প্রকৃত্যর্থ অপেক্ষা প্রত্যয়ার্থ প্রধান হয় বলিয়া তব্য-প্রত্যয়ের কর্মরূপ অর্থ প্রধান এবং অধি পূর্বক ইঙ্ ধাতুরূপ প্রকৃতির অধ্যয়নরূপ অর্থ অপ্রধান। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, অধ্যয়নজনিত আপ্তি-সংস্কারবিশিষ্ট স্বাধ্যায় অর্থাৎ স্বশাখীয়বেদের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে অধ্যয়নের সাক্ষাৎ ফল অর্থজ্ঞান এবং উহা দৃষ্টফল; অধ্যয়ন পরম্পরাভাবে অর্থাৎ অর্থজ্ঞানদ্বারা অদৃষ্ট স্বর্গাদির উৎপত্তিরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ করিয়া থাকে। ইহা এইরূপে হইয়া থাকে। আপ্তিসংস্কারবিশিষ্ট স্বশাখীয় বেদে অবস্থিত যে-সমস্ত লিঙাদিবিশিষ্ট বিধিবাক্য বর্ত্তমান, সেই বাক্যসমূহ সামর্থ্যবশতঃ অনুষ্ঠানের উপযোগী যাগাদিসমূহের জ্ঞান উপস্থিত করে; এইরূপ যাগাদি পদার্থের জ্ঞানই অধ্যয়নের দৃষ্টফল। যাগাদি পদার্থের জ্ঞান হইলে তবে যাগাদিকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গাদিরূপ অদৃষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, কারণ কর্মাববোধব্যতিরেকে কর্মানুষ্ঠান সম্ভব নহে। এইরূপভাবেই বেদাধ্যয়ন ফলপর্য্যবসায়ী হইয়া সার্থক হয়, অন্যথা অধ্যয়নবিধিবাক্যে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্যের আপত্তি হইবে। কিন্তু ভাট্ট-সিদ্ধান্তে বেদার্থজ্ঞানরূপ দৃষ্টফলই অধ্যয়নের একমাত্রফল[৯], কর্মানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গাপূর্বাদির উৎপত্তিতে উহা আবশ্যক হইলেও স্বর্গ বা অপূর্বরূপ অদৃষ্টফল বেদাধ্যয়নের ফল নহে। যেমন আধানসাধ্য আহবনীয়াদি অগ্নিসমূহ ক্রত্বর্থ হইলেও আধানক্রিয়া ক্রত্বর্থ নহে, সেইরূপ অধ্যয়নসাধ্য বেদার্থজ্ঞান ক্রত্বর্থ হইলেও অধ্যয়নক্রিয়া ক্রত্বর্থ নহে।[১০] সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বাধ্যায়-বিধি স্বশাখীয় বেদবাক্যস্থিত বিধিবাক্যসমূহের লিঙাদির দ্বারা বোধিত সাধ্য-সাধন-ইতিকর্ত্তব্যতারূপ অংশত্রয়বিশিষ্ট সমস্ত শাব্দী ভাবনাই কর্ত্তব্যরূপে বিধান করিয়া থাকে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ষট্ বেদাঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিলে অধ্যেতার পদজ্ঞান, পদার্থজ্ঞান, বাক্যজ্ঞান ও বাক্যার্থজ্ঞান হয়। ঐরূপ পদার্থজ্ঞান ও বাক্যার্থজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যুৎপন্ন[১১] পুরুষ অর্থবাদদ্বারা অবগত কর্মপ্রাশস্ত্যরূপ অঙ্গ সহিত স্বশাখীয় বেদ অধ্যয়ন করেন। ঐরূপ বেদাধ্যয়নের ফলে স্বশাখীয় বেদস্থিত লিঙাদির দ্বারা ফলবিশিষ্ট যাগাদির কর্ত্তব্যতাজ্ঞান করিয়া

কর্ত্তব্যত্বেন প্রতীয়তে। ন চাত্রার্থভাবনায়া এব বিধেয়ত্বমিতি বাচ্যম্, 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইতি বাক্যস্বার্থভাবনায়া এব সকলবিধিবাক্যস্থশব্দভাবনারূপত্বাৎ।" "এব"কারসমূহ লক্ষণীয়।

৮ বেদাধ্যয়নের পরিত্যাগে এবং স্বশাখা পরিত্যাগে নিন্দার্থবাদ আছে। পুনরায়, বেদাধ্যয়নের প্রশংসাও শ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপপ্রশস্ততাজ্ঞান ওঅপ্রশস্ততাজ্ঞান ইতিকর্ত্তব্যতারূপে তব্যপ্রত্যয়োপস্থাপিত শাব্দী ভাবনাতে অন্বিত হইয়া থাকে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে ভাট্ট ও অদ্বৈত উভয় সম্প্রদায় মতেই বেদাধ্যয়নবিধি নিত্য হইলেও ভাট্টসিদ্ধান্তে বেদাধ্যয়নের কোনরূপ ফল নাই, তবে অকরণে প্রত্যবায় আছে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে নিত্যকর্মও সফল বলিয়া বেদাধ্যয়নের ফল বর্ত্তমান।

৯ বস্তুতঃ ভাট্ট-সিদ্ধান্তে অধ্যয়নে নিয়মবিধি স্বীকার্য্য বলিয়া অর্থাববোধরূপ দৃষ্টফলব্যতিরেকে স্বাধ্যায়ের সংস্কাররূপ অদৃষ্টফলও স্বীকার্য্য, যেমন অবঘাতজন্য বৈতুষ্যরূপ দৃষ্টফলব্যতিরেকে বিতুষীকৃত তণ্ডুলে সংস্কারাতিশয়রূপ অদৃষ্টফলও স্বীকার্য্য। "দৃষ্টে সতি অদৃষ্টং ন কল্প্যম্" এইরূপ ন্যায় স্বতন্ত্র অদৃষ্টফলনিষয়ক—বিঃ প্রঃ সং ২য় বর্ণক পৃঃ ১৭৬, "এবং চ তর্হি অধ্যয়নস্য" হইতে "নিয়মবিধিত্বাঙ্গীকারাৎ" পর্য্যন্ত সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

১০ মুঃ স্নেঃ প্রঃ ১।৩।১ পৃঃ ১৬, "অধ্যয়নং তু জ্ঞানাঙ্গমেব। যথা আধানসাধ্যানামগ্নীনাং ক্রত্বর্থত্বেঽপি নাধানস্য ক্রত্বর্থত্বম্, এবমিহ জ্ঞানস্য ক্রত্বর্থত্বেঽপি নাধ্যয়নস্যক্রত্বর্থত্বমিতি সর্বং সমঞ্জসম্।"

১১ এইস্থলে পদ-পদার্থসম্বন্ধাদিজ্ঞানপূর্বক পদার্থজ্ঞান ও বাক্যার্থজ্ঞানকে ব্যুৎপত্তি বলা হইয়াছে। ব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট পুরুষই ব্যুৎপন্ন।

কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সেই শাব্দী ভাবনায় পুরুষপ্রবৃত্তি সাধ্যরূপে, অধ্যয়নদ্বারাজ্ঞাত লিঙাদি করণরূপে এবং কর্মপ্রাশস্ত্যজ্ঞান ইতিকর্তব্যতারূপে অন্বিত হয়। এই কারণেই অর্থভাবনার ন্যায় শব্দভাবনার অংশত্রয়বৈশিষ্ট্য মীমাংসাসম্প্রদায়ের অভিমত। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান বিহিত হইয়াছে, "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ।" অর্থাৎ, ফলেচ্ছা ব্যতিরেকেই স্বধর্মবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণের ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়ন ও তাহার অর্থজ্ঞান কর্তব্য।[১২]

পূর্বে পূর্ব-মীমাংসা শাস্ত্রবিষয়ে ত্রিবিধ আক্ষেপ উদ্ভাবিত হইয়াছে—

প্রথমতঃ, শ্রুতিরূপ প্রমাণ হইতেই যদি ধর্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তবে "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" সূত্র কি ব্যর্থ নহে?

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম মীমাংসাসূত্রের বিষয়-বাক্যের অভাবে উহা কি অশ্রৌত নহে?

তৃতীয়তঃ, ধর্মবিচারের কর্তব্যতা কিরূপে অবগত হওয়া যাইবে?

ভাট্টসম্প্রদায় "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এইরূপ বিধিবাক্য বিচার করিয়াই উক্ত ত্রিবিধ আক্ষেপের সমাধান করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথম পূর্বমীমাংসাসূত্র আলোচনা করিবার পূর্বে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধি বিচার করা প্রয়োজন, অন্যথা পূর্বমীমাংসারূপ বিচারশাস্ত্র আরম্ভণীয় কিনা তাহা সন্দিগ্ধই থাকিয়া যায়। এইজন্য ভাট্টসম্প্রদায় প্রথম মীমাংসাসূত্রের ব্যাখ্যার পূর্বে উপোদ্‌ঘাত

১২ শাস্ত্রও যে ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রযোজক, তাহা প্রতিপাদন করিতে "আগমঃ খল্বপি" বলিয়া মহাভাষ্যকার উক্ত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন (মহাভাষ্য ১।১।১ পস্পশাহ্নিক, "শাস্ত্রপ্রয়োজনাধিকরণম্" পৃঃ ১৬)। কার্য্যতে অনুষ্ঠাপ্যতে অনেন, এইরূপ করণব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন "কারণ" পদের অর্থ ফল। সেই ফলকে অপেক্ষা না করিয়া যে-কর্ম অনুষ্ঠেয় তাহাই নিষ্কারণ কর্ম অর্থাৎ মীমাংসা-পরিভাষায় নিত্যকর্ম। ভাট্টমতে প্রত্যবায়পরিহারার্থই নিত্যকর্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন মীমাংসকমতে পাপক্ষয়ই উহার ফল এবং অদ্বৈতমতে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি উহার ফল—এই মতত্রয়কে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মহাভাষ্যের প্রদীপটীকাকার কৈয়ট "নিষ্কারণ" পদের অর্থ বলিয়াছেন (ঐ পৃঃ ১৬-৭), "দৃষ্টং কারণমনপেক্ষ্যেত্যর্থঃ" অর্থাৎ যাঁহাদের মতে ফলাভাব তাঁহারা নিত্যকর্মকে নিষ্কারণ বা নিষ্ফল বলিলেও অন্যমতে ফল থাকিলেও সেই ফলকে অপেক্ষা করিয়া কর্মে প্রবৃত্তি হয় না বলিয়াই উহা নিত্য কর্ম। অধ্যয়নাদিনিষ্ঠ কারণানপেক্ষত্বধর্ম বিষয়ে আরোপ করিয়াই "নিষ্কারণো বেদঃ" এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদরক্ষা, উহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ (মহাভাষ্য ১।১।১ "প্রয়োজনভাষ্যম্" পৃঃ ১৫) ব্যাকরণ অধ্যয়নের ফল বা প্রয়োজন হওয়ায় উহা নিষ্ফল নহে, কাম্য কর্ম। একই কর্ম কিরূপে কাম্য ও নিত্য হইবে? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিত্যকর্ম, কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে কাম্যকর্ম; এইজন্য উক্ত আগমবচনে নিত্যকর্মের প্রাধান্যবিবক্ষায় "ব্রাহ্মণ" পদ গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ সংযোগ-পৃথক্ত্বন্যায়ানুসারে উক্ত কর্ম নিত্যও বটে, কাম্যও বটে। যদিও বেদত্ব ধর্ম শব্দ ও শব্দার্থ উভয়বৃত্তি, তথাপি "জ্ঞেয়ঃ" পদগ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে সম্যগর্থবোধপর্য্যবসায়ী অধ্যয়নই কর্তব্য; অধ্যয়ন ও যথার্থজ্ঞান উভয় মিলিতরূপে ধর্ম, কেবল অধ্যয়ন ধর্ম নহে, ইহাই বক্তব্য। যথার্থজ্ঞান কর্তব্য বলিলে জ্ঞানে বিধি স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা জ্ঞানে বিধি বা প্রতিপত্তিবিধি স্বীকার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ অনুপপত্তি নাই। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানে বিধি স্বীকার করেন না তাঁহাদের পক্ষে বলিতে হইবে যে জ্ঞা ধাতুর অর্থ জ্ঞানানুকূল মনঃ-প্রণিধানবিষয়েন্দ্রিয়সংযোগসম্পাদনাদিরূপ ব্যাপার হওয়ায় উহা বিধেয় হইতে পারে। জ্ঞানের সাধনে বিধি, জ্ঞানে নহে। "ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি বচন ভট্ট কুমারিলেমতে শ্রুতি নহে, শ্রুতিমূল স্মৃতি। কিন্তু কৈয়টকৃতপ্রদীপের টীকা উদ্দ্যোতকার নাগেশভট্ট "আগম" পদে শ্রুতিই গ্রহণ করিয়াছেন (উদ্দ্যোত ১।১।১ পৃঃ ১৭)। আগম্যতে প্রমীয়তে হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারৌ অনেন ইতি আগমঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষানুমানিকশ্রুতিরূপ অনাদি উপদেশ। শাব্দিকসম্প্রদায়মতে "আগম" পদ বেদে রূঢ়। নিত্য অপৌরুষেয় শ্রুতিমধ্যে অনিত্য পৌরুষেয় ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহ উপদিষ্ট হইতে পারে না বলিয়া বুঝিতে হইবে যে বেদাঙ্গসমূহও নিত্য ও অপৌরুষেয় এবং কালবিশেষ অর্থাৎ কলিকালে পাণিনি প্রভৃতির দ্বারা প্রোক্তমাত্র। বস্তুতঃ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (তৈত্তিঃ উপঃ ১।২) শিক্ষার (বৈদিক প্রয়োগে শীক্ষার) উল্লেখ আছে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ উপঃ ৭।১।২) ঋগ্বেদ হইতে গান্ধর্ববিদ্যাপর্য্যন্ত ("দেবজনবিদ্যা") সমস্ত বিদ্যার উল্লেখ বর্তমান। মুণ্ডক উপনিষদেও চারিবেদসহ ছয় বেদাঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (মুঃ উপঃ ১।১।৫)। উক্ত আগমবচনের উপর বৈদ্যনাথকৃত "ছায়া" নামক টিপ্পনীসহ উদ্দ্যোত ও প্রদীপসহিত মহাভাষ্য (১।১।১ "আগমপদার্থনিরূপণভাষ্যম্" পৃঃ ১৬-৯) অবশ্য দ্রষ্টব্য। উদ্দ্যোতকার নাগেশভট্ট ভাট্টমীমাংসাপ্রদর্শিত পথে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" শ্রুতির সহিত মহাভাষ্যোদ্ধৃত "ব্রাহ্মণেন" ইত্যাদি আগমবচনের একবাক্যতা প্রদর্শনে যত্ন করিয়াছেন। মেধাতিথিও তাঁহার মনুসংহিতার ভাষ্যে "অন্যে তু" বলিয়া "নিষ্কারণ" পদান্তর্গত "কারণ" পদের প্রয়োজন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন (মেধাতিথিভাষ্য ৩।১ পৃঃ ১৮৯ = পৃঃ ৩)।

সঙ্গতিতে[১৩] স্বাধ্যায়বিধি বিচার করিয়া থাকেন।

কোন বৈদিক বাক্য বা পদ বিচার করিতে মীমাংসাসম্প্রদায় ছয়টি অঙ্গবিশিষ্ট একটি অধিকরণ রচনা করিয়া থাকেন। বিষয়, বিশয় বা সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত, প্রয়োজন ও সঙ্গতি, ইহারাই অধিকরণের ছয়টি অঙ্গ।[১৪] প্রয়োজন বা ফল পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ ভেদে দ্বিবিধ। এইরূপ ষড়ঙ্গবোধকবাক্যসমুদায়রূপন্যায়ত্বই মীমাংসা ও বেদান্তমতে অধিকরণত্ব। সুতরাং ইহাদের কোন একটির অভাবে বিচার সম্ভব নহে। অতএব স্বাধ্যায়বিধিবিচারস্থলেও ষড়ঙ্গ অধিকরণ বা অবান্তর প্রকরণ-বিশেষ প্রদর্শন করিতে হইবে।

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বাক্যই বিচার্য্য হওয়ায় উক্ত শ্রুতিবাক্যই মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধিকরণের বিষয়রূপ প্রথম অঙ্গ। সংশয় বিষয়বিষয়ক বলিয়া বিষয়মাত্র সংশয়ের বিশেষ্য। এইজন্য বিষয়ের লক্ষণ এইরূপ—প্রকৃতাধিকরণঘটকীভূতসংশয়বিশেষ্যত্বম্। উক্ত বিধিবাক্যবিষয়ক সংশয় এইরূপ—উক্ত বিধিবাক্য কি স্বর্গাদিরূপ অদৃষ্টফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বাধ্যায় অধ্যয়ন বিধান করিতেছে? অথবা, অক্ষরাদিগ্রহণপরম্পরায় উপজায়মান বাক্যার্থজ্ঞাননিমিত্ত বেদাধ্যয়ন বিধান করিতেছে? পুনরায়, যদি অধ্যয়নমাত্রের দ্বারা স্বর্গফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ধর্মবিচারের জন্য গুরুকুলে অবস্থান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যদি শ্রুতিবাক্যার্থনির্ণয়ের জন্য অধ্যয়ন বিহিত হয়, তাহা হইলে বিচার ব্যতিরেকে অর্থনির্ণয় অসম্ভব বলিয়া উক্ত বিধিতে শ্রুতিবাক্যবিচার অর্থতঃ বিহিত হওয়ায় গুরুকুলে অবস্থান করিয়াই বেদবাক্যার্থরূপ ধর্ম অবশ্য বিচার্য্য। পূর্বপক্ষে মীমাংসাশাস্ত্র ব্যর্থ, সিদ্ধান্তপক্ষে মীমাংসাশাস্ত্র সপ্রয়োজন।[১৫] পূর্বপক্ষোপপাদক যুক্তি এইরূপ।

১৩ "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্‌ঘাতং বিদুর্বুধাঃ", ইহাই উপোদঘাতসঙ্গতির লক্ষণ। প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের সিদ্ধির জন্য পূর্বে যে-বিষয়ের সিদ্ধি প্রয়োজন সেই অপেক্ষিত বিষয়ের সিদ্ধিই উপোদঘাতরীতিতে প্রথম প্রাপ্ত। এই লক্ষণ-বাক্যে "চিন্তা" পদে লক্ষণা করিয়া চিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার বিষয় অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ সঙ্গতি বিষয়নিষ্ঠ।

১৪ অধিকরণের অঙ্গ বিষয়ে তিন প্রকার শ্লোক দৃষ্ট হয়। "বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্বপক্ষস্তথোত্তরঃ। প্রয়োজনং সঙ্গতিশ্চ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥" ভাট্টদীপিকা, শাবরভাষ্যের প্রভাটীকা (পৃঃ ১) প্রভৃতি গ্রন্থে ষড়ঙ্গ অধিকরণ স্বীকৃত হইয়াছে। বর্তমান লেখক সম্প্রদায়ক্রমে ইহাই পড়িয়াছেন। কিন্তু ভট্টপাদ সঙ্গতিকে অধিকরণের অঙ্গরূপে স্বীকার না করায় তাঁহার মতে অধিকরণ পঞ্চাঙ্গ। অধিকরণের পঞ্চ অঙ্গ বিষয়েও মতভেদ রহিয়াছে। যাঁহাদের মতে উত্তর ও সিদ্ধান্ত বা নির্ণয় ভিন্ন পদার্থ তাঁহারা অধিকরণের অঙ্গের মধ্যে প্রয়োজনকেও গণনা করেন নাই—"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্বপক্ষস্তথোত্তরম্। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥" বাদী বা পূর্বপক্ষীর মতনিরাসক বাক্যই উত্তর এবং সিদ্ধান্তীর তত্ত্বোপস্থাপকবাক্যই সিদ্ধান্ত বা নির্ণয়। বাদিমত নিরাসার্থ উত্তর অসৎ অথবা কৃত্বাচিন্তান্যায়ে হইতে পারে। বস্তুতঃ বহু মীমাংসাসূত্রে পূর্বপক্ষীর মতখণ্ডনমাত্র অথবা সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আপত্তির নিরাসমাত্র করা হইয়াছে। যাঁহারা উত্তর ও নির্ণয়ের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করেন না তাঁহারা প্রয়োজনকে অঙ্গরূপে স্বীকার করেন (ভাট্টদীপিকার প্রভাবলী টীকা ১।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৯), "বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্বপক্ষস্তথোত্তরঃ। প্রয়োজনঞ্চ পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং বিদুঃ॥" একধর্মীতে বিরুদ্ধ অনেক কোটিক জ্ঞানই সংশয়। উক্ত অনেক কোটি দুই বা ততোধিক ভাবাত্মক, অভাবাত্মক অথবা ভাবাভাবাত্মক হইতে পারে। যে-পদার্থ প্রাপ্তব্য অথবা ত্যাজ্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই অর্থের প্রাপ্তি বা ত্যাগের উপায়ের অনুষ্ঠান করা হয়, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির হেতুভূত সেই অর্থই প্রয়োজন বা ফল। উহার দ্বারাই পুরুষ প্রবর্তিত হইয়া থাকে। যেমন মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধিকরণে পূর্বপক্ষিমতে অধ্যয়নের ফল স্বর্গ, সিদ্ধান্তিমতে বিচারপূর্বক বেদার্থনির্ণয়।

ন্যায়সম্প্রদায় পরার্থানুমানস্থলে পঞ্চাবয়ববাক্যে অথবা প্রমাণসমুদায়ের দ্বারা কোন বিষয়ের পরীক্ষায় "ন্যায়" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন (ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ৩৮) "প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ।" কিন্তু মীমাংসকগণ অধিকরণ বুঝাইতে "ন্যায়" শব্দ প্রয়োগ করেন (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ গ্রন্থাবতরণিকা শ্লোঃ ৬-এর ব্যাখ্যা পৃঃ ৪ = পৃঃ ৪), "জৈমিনিপ্রোক্তানি ধর্মনির্ণায়কানি অধিকরণানি ন্যায়াঃ।" কচিৎ কদাচিৎ অধিকরণৈকদেশসিদ্ধান্তেও "ন্যায়" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যেমন আকৃত্যধিকরণন্যায়। এইস্থলে শব্দের আকৃতি বা জাতিতেই যে শক্তি, এইরূপ ভাট্টসিদ্ধান্তই উক্ত ন্যায়বলে বুদ্ধিস্থ; কিন্তু সিদ্ধান্ত সমগ্র অধিকরণের একদেশ বা একটি অঙ্গমাত্র, সমগ্র অধিকরণ নহে। একই অধিকরণ একাধিক বর্ণকভেদে ভিন্ন হইলে ন্যায়ও ভিন্ন হইয়া থাকে; যেমন, মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রের চারিটি বর্ণককে চারিটি পৃথক্ ন্যায় উপস্থাপিত হইয়াছে। মীমাংসাশাস্ত্রে সহস্র ন্যায় বিদ্যমান।

১৫ প্রকৃত প্রস্তাবে মীমাংসাবিষয়ে একাধিক বিচার বিদ্যমান। যেমন, রামানুজাচার্য্য তাঁহার তন্ত্ররহস্যে ভাট্টমত

যাঁহারা অর্থজ্ঞাননিমিত্ত অধ্যয়নবিধি স্বীকার করেন তাঁহাদের প্রতি প্রশ্ন এই—অধ্যয়নবিধি কি অপূর্ববিধি, অথবা নিয়মবিধি, অথবা পরিসংখ্যাবিধি?

অর্থজ্ঞানবিধায়করূপে অধ্যয়নবিধি অপূর্ববিধি হইতে পারে না; কারণ অর্থজ্ঞানফলকরূপে অধ্যয়ন অত্যন্ত অপ্রাপ্ত নহে। বিমতং বেদাধ্যয়নম্ অর্থজ্ঞানহেতুঃ অধ্যয়নত্বাৎ ভারতাদ্যধ্যয়নবৎ—এইরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় যে বেদ অধ্যয়ন করিলে বেদের অর্থজ্ঞান হইবে, যেমন মহাভারত অধ্যয়ন করিলে মহাভারত বর্ণিত উপাখ্যানাদিরূপ অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং বিধিনিরপেক্ষ প্রমাণান্তর দ্বারা বেদাধ্যয়নের বেদার্থজ্ঞানহেতুত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত বিধি "অগ্নিহোত্রং জুহোতি"র ন্যায় অপূর্ববিধি নহে।

তাহা হইলে নিয়মবিধিই হউক্। নখবিদলন ও অবঘাত উভয়ের দ্বারাই ব্রীহির তুষবিমুক্তি সম্ভব হইলেও নখবিদলনদ্বারা বৈতুষ্যপ্রাপ্তিকালে অবঘাতের পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হইলে "ব্রীহিন্ অবহন্তি"-বিধি যেমন অবঘাতেরই বিধান করিয়া থাকে, সেইরূপ লিখিতপাঠাদি ও গুরুপূর্বক অধ্যয়ন উভয়ের দ্বারা অর্থজ্ঞান সম্ভব হইলেও লিখিতপাঠাদিদ্বারা অর্থজ্ঞানকালে গুরুপূর্বক অধ্যয়নের পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হইলে স্বাধ্যায়বিধি গুরুপূর্বক অধ্যয়নই নিয়মন বা ব্যবস্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বলা যায় না; কারণ অবহননবিধির সহিত অধ্যয়নবিধির বৈষম্য বিদ্যমান। অবঘাতনিষ্পন্ন তণ্ডুলে অবান্তর অপূর্ব উৎপন্ন হইলে তবে দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রধান যাগ পরমাপূর্ব উৎপন্ন করিতে সমর্থ হওয়ায় পরমাপূর্বই অবান্তর অপূর্বের কল্পক। কিন্তু স্বাধ্যায়বিধি কোন ক্রতু-প্রকরণে পঠিত না হওয়ায় উহা ক্রত্বঙ্গ নহে বলিয়া নিয়মের প্রযোজক প্রকরণাদির অভাববশতঃ উহা নিয়মবিধিস্থল নহে। অধ্যয়ন যদি অবঘাতের ন্যায় কোন ক্রতুর অঙ্গ হইত তাহা হইলে অধ্যয়ননিমিত্ত অবান্তর অপূর্ব অবশ্য স্বীকার্য্য হইত এবং লিখিতপাঠাদিদ্বারা অর্থাববোধ হইলেও নখবিদলনের ন্যায় উহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য হইত। কিন্তু অধ্যয়ন ক্রত্বঙ্গ না হওয়ায় লিখিতপাঠাদি অপেক্ষা উহার কোনরূপ বিশেষ নাই। ফলে লিখিতপাঠাদিদ্বারা অর্থজ্ঞান হইলে ঐরূপ অর্থজ্ঞান দ্বারাও ক্রতুর অনুষ্ঠান সম্ভব; কারণ কর্মানুষ্ঠানে কর্মজ্ঞানই হেতু। উক্ত জ্ঞান অধ্যয়নদ্বারাই প্রাপ্ত হইলে তবে অনুষ্ঠান ফলপর্য্যবসায়ী হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। সুতরাং অধ্যয়নদ্বারাই অর্থজ্ঞান হইবে, ইহা প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ, যেহেতু লিখিতপাঠাদির দ্বারাও অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে।

স্বাধ্যায়বিধি পরিসংখ্যাবিধিও নহে; কারণ অপঞ্চনখভক্ষণনিষেধের ন্যায় এইস্থলে অন্য কোনরূপ অধ্যয়নের নিষেধও করা হইতেছে না।

তাহা হইলে স্বাধ্যায়বিধির কি গতি হইবে?

এইস্থলে ভাট্টসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দুই প্রকার পূর্বপক্ষী দুই প্রকার গতিনির্দেশ করিয়াছেন। দুই পূর্বপক্ষীরই কথা এই যে বেদ অদৃষ্টফলের উৎপত্তির জন্যই সাধনসমূহের বিধান করিয়া থাকেন, যেমন স্বর্গরূপ অদৃষ্টফলের সাধনরূপে দর্শপূর্ণমাসাদিযাগসমূহই বেদে বিহিত। কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রভৃতি দৃষ্টফলসমূহের সাধনস্বরূপ ভোজনাদি বেদে বিহিত হয় নাই। বেদাধ্যয়নের ভাট্টসম্মত দৃষ্টপ্রয়োজন স্থাপন করিতে এইরূপ পূর্বপক্ষ "পুরুষার্থানুশাসন" নামক গ্রন্থে সূত্রিত হইয়াছে (ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় উদ্ধৃত পৃঃ ৩৯), "অদৃষ্টার্থা ত্বধীতির্বিহিতত্বাৎ" অর্থাৎ, যেহেতু অধ্যয়ন (বেদে) বিহিত হইয়াছে সেই হেতু উহা অদৃষ্টফলের জনক।

প্রশ্ন হইবে, অধ্যয়নের অদৃষ্ট ফল যখন শ্রুত হয় নাই, তখন বেদাধ্যয়ন কিরূপে অদৃষ্টফলকরূপে স্বীকৃত হইবে?

উত্তরে প্রথম পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে অধ্যয়নের ফলশ্রুতি বিদ্যমান—(তৈত্তিঃ আরঃ ২।১০),

উপস্থাপন করিতে ত্রিবিধ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন (৫ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭৩)। "বেদবাক্যার্থসংশয়ে সতি তন্নির্ণয়ৌপয়িকন্যায়নিবন্ধনং শাস্ত্রং মীমাংসা", ইহা মীমাংসাশাস্ত্রের লক্ষণ। এক্ষণে মীমাংসাশাস্ত্রের আরম্ভ বিচার্য্য। মীমাংসা কি আরম্ভণীয় অথবা আরম্ভণীয় নহে—ইহা প্রথম বিচার। ইহার জন্য দ্বিতীয় বিচার প্রয়োজন—স্বাধ্যায়ই কি বিবক্ষিতার্থ, অথবা নহে। ইহার জন্য তৃতীয় বিচার আবশ্যক—"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিস্থলে কি অর্থজ্ঞান ভাব্য অথবা স্বর্গাদিফল ভাব্য। তন্ত্ররহস্য প্রাভাকরমতাবলম্বী গ্রন্থ।

"যদৃচোঽধীতে পয়সঃ কুল্যা অস্য পিতৄন্ স্বধা অভিবহন্তি, যদ্ যজূংষি ঘৃতস্য কুল্যা, যৎ সামানি সোম এভ্যঃ পবতে, যদথর্বাঙ্গিরসো মধোঃ কুল্যা" অর্থাৎ যে-ব্যক্তি ঋক্ মন্ত্র অধ্যয়ন করেন দুগ্ধের নদী তাঁহার পিতৃগণের নিকট স্বধা (পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ডোদকাদি দ্রব্য) বহন করিয়া থাকে ; যিনি যজুঃ মন্ত্র অধ্যয়ন করেন ঘৃতের নদী তাঁহার পিতৃপুরুষের নিকট স্বধা বহন করে ; যিনি সাম অধ্যয়ন করেন এবং যিনি অথর্ববেদীয় আঙ্গিরস মন্ত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের পিতৃগণের নিমিত্ত যথাক্রমে সোম ও মধুর নদী প্রবাহিত হয়। এইরূপ আর্থবাদিক ফল শ্রুত হওয়ায় উক্ত ফলই রাত্রিসত্রন্যায়ে অধ্যয়নের ভাব্যরূপে, অধ্যয়ন করণরূপে এবং স্বাধ্যায় তাহার নির্বর্ত্তকরূপে স্বীকার্য্য—পয়োঘৃত-মধুকুল্যাদিকামঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং কুর্য্যাৎ, যেমন "প্রতিতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে প্রতিষ্ঠারূপ আর্থবাদিক ফলশ্রবণে "প্রতিষ্ঠাকামঃ রাত্রিসত্রং কুর্য্যাৎ" এইরূপ বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আপত্তি হইবে, উক্ত অর্থবাদ ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে শ্রুত হওয়ায় ঐরূপ অর্থবাদোক্ত ফল ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নেরই ফল। কিন্তু গ্রহণাধ্যয়নরূপ আদ্য অধ্যয়নের কোনরূপ ফলশ্রুতি না থাকায় রাত্রিসত্রন্যায়ে ঐ সমস্ত ফল গ্রহণাধ্যয়নের ভাব্য হইতে পারে না। প্রকরণ-পঞ্চিকায় এইরূপ আপত্তির স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে (১ম প্রকরণ পৃঃ ৫), "ননু আদ্যাধ্যয়নে ন কিঞ্চিদার্থবাদিকং ফলং শ্রূয়তে, তত্রৈষামর্থবাদানামশ্রবণাৎ। ধারণজপযজ্ঞবিধ্যর্থবাদা হ্যেতে। তদাহর্বার্তিককারমিশ্রাঃ, 'আদ্যে হ্যধ্যয়নে নৈব কাচিদস্তি ফলশ্রুতিঃ। ধারণে জপযজ্ঞে চ যা সাপ্যেবং নিবারিতা॥' ইতি।"[১৬]

উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিবেন, উক্ত ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নের যে-ফল উপরি উদ্ধৃত অর্থবাদবাক্যে শ্রুত হইয়াছে সেই ফল গ্রহণাধ্যয়নরূপ আদ্য অধ্যয়নে অতিদিষ্ট হইবে। অতিদেশ অশাস্ত্রীয় নহে। জৈমিনি-দর্শনের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে কর্মাঙ্গসমূহের অতিদেশ বহুধাবিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং আর্থবাদিকফলশ্রুতি থাকায় রাত্রিসত্রন্যায় প্রয়োগ করা যাইবে।

ইহাতে আপত্তি হইবে, মীমাংসাসূত্রভাষ্যাদিতে কর্মাঙ্গসমূহের অতিদেশ নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু ঘৃতকুল্যাদিবাক্য কর্মাঙ্গাববোধক নহে, ফলকথনের দ্বারা স্তাবক অর্থবাদমাত্র এবং অর্থবাদ অনতিদেশ্য। মীমাংসাশাস্ত্রে কুত্রাপি অর্থবাদাতিদেশ নিরূপিত হয় নাই।[১৭]

এইরূপ অস্বরস দেখিয়া দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী বলেন যে গ্রহণাধ্যয়নের যদি আর্থবাদিক-ফলশ্রুতি না থাকে তবে নাই থাকুক ; তথাপি নিষ্ফলকর্মে কাহারই প্রবৃত্তি না হওয়ায় অধ্যয়নবিধি ব্যর্থ হইবার ভয়ে বিশ্বজিন্ন্যায়ে অধ্যয়নের স্বর্গফল কল্পিত হইবে। এই প্রকার দুইটি পূর্বপক্ষ পুরুষার্থানুশাসনে সূচিত হইয়াছে (ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় উদ্ধৃত পৃঃ ৩৯), "ঘৃতকুল্যাদ্যাতিদেশঃ স্বর্গকল্পনং বা।"

প্রশ্ন হইবে, স্বাধ্যায়সংস্কার ও বেদাক্ষরপ্রাপ্তি এই দুই দৃষ্টফলসত্ত্বেও গ্রহণাধ্যয়নের অদৃষ্টফল কল্পিত হইবে কেন ?

উত্তরে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী বলেন, সংস্কৃতস্বাধ্যায়ের কোন ক্রতুতে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয় না বলিয়া এবং বেদাক্ষরপ্রাপ্তি স্বয়ং অপুরুষার্থ হওয়ায় সংস্কার ও প্রাপ্তি ফলরূপে গণনার যোগ্য নহে (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ

১৬ প্রকরণ-পঞ্চিকায় শালিকনাথ স্বগুরু প্রভাকর মিশ্রের সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে অনবদ্যভাবে ভাট্টমত উপস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া রামানুজাচার্য্যও তাঁহার তন্ত্ররহস্যের পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথমেই খণ্ডনীয় ভাট্টসিদ্ধান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন। বার্তিককারমিশ্র বলিতে অবশ্যই ভট্টকুমারিল বুদ্ধিস্থ ; কিন্তু উক্ত শ্লোক ভট্টপাদের মুদ্রিত কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় নাই। ন্যায়রত্নমালায় (প্রযুক্তিতিলকনামক ১ম প্রকরণ পৃঃ ২১) এবং তন্ত্ররহস্যে (৫ম পরিঃ পৃঃ ৭৪) উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ এইরূপ, "ফলশ্রুতিরিয়ং যতঃ॥" তন্ত্ররহস্যে "যদৃচোঽধীতে পয় আহুতিভিরেব তদ্দেবাংস্তর্পয়তি, যদ্যজূংসি ঘৃতাহুতিভির্যৎসামানি সোমাহুতিভিঃ" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্ত্রবার্তিক ১।৩।১১ পৃঃ ১৫৭ = পৃঃ ৪৫৫-৫৬, "ব্রহ্মযজ্ঞবিধানে চ (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১০) 'এবং বিদ্বান্ স্বাধ্যায়মধীয়ীত' ইত্যুক্ত্বা তৎ প্রপঞ্চে (তৈত্তিঃ আর ২।১০) 'যদৃচোঽধীতে, যদ্যজূংষি, যৎসামানি, যদ্ ব্রাহ্মণানি, যদিতিহাসপুরাণানি, যৎ কল্পান্' ইতি তজ্জপ্যমানত্বেন বিধানাদার্থত্বমেব বিজ্ঞায়তে।"

১৭ কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় সায়ণাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন (পৃঃ ১০৭) যে ব্রহ্মসূত্রের গুণোপসংহারপাদে (তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ) "হানৌ তুপায়নশব্দশেষত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২৬) সূত্রে অর্থবাদাতিদেশ স্বীকৃত হইয়াছে।

ঐ পৃঃ ৩৯) "অযুক্তে সংস্কারপ্রাপ্তী।" অগত্যা অধ্যয়নের অদৃষ্টফলকল্পনা করিতে হইবে।

আপত্তি হইবে, তাহা হইলে অর্থজ্ঞানই অধ্যয়নের দৃষ্ট ফল হউক্।

দ্বিতীয় পূর্বপক্ষীর উত্তর এই, বিষনির্হরণাদি কর্মে যে-মন্ত্রের ব্যবহার হয় তাহা কেবল বিষ হরণ করিয়াই সার্থক হইতে পারে, অন্যথা বিষহরণাদি মন্ত্রের পাঠ ও তাহার অর্থপ্রতিপত্তি নিরর্থক। অনুরূপভাবে স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে ব্যবহৃত মন্ত্রসমূহের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই। উভয়স্থলে বিনিয়োগেই বেদবাক্যসমূহ সার্থক, অর্থপ্রতিপাদন করিয়া সার্থক নহে (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ ঐ পৃঃ ৪০), "অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকম্।"

আপত্তি হইবে, অধ্যয়নবিধায়ক "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"বাক্য স্ববিহিত অধ্যয়নেরই অঙ্গ হওয়ায় স্বার্থে প্রমাণ হইবে।

উত্তর এই, অধ্যয়নবিধায়কবাক্য কাহারও অঙ্গ নহে—(ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪০) "অধ্যয়নবাক্যমনন্যাঙ্গম্।"

আপত্তি হইবে, অধ্যয়নবিধি যদি অদৃষ্টার্থক হয়, তবে কর্মকারকভূতস্বাধ্যায়গত ফলের অভাববশতঃ "অধ্যেতব্যঃ" এই পদস্থিত কর্মবাচী তব্যপ্রত্যয়ের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, কারণ "তব্য"-প্রত্যয়বলে স্বাধ্যায়ের কর্মত্বই বুদ্ধিস্থ হয়, অথচ স্বাধ্যায় অধ্যয়নের কর্ম নহে, অদৃষ্ট স্বর্গই কর্ম।

উত্তর এই, অধ্যয়নবিধিবাক্যস্থ "স্বাধ্যায়" পদে কর্মপ্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার করণত্ববাচী তৃতীয়া বিভক্তিতে বিপরিণাম করিতে হইবে (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ ঐ পৃঃ ৪০), "সক্তুবৎ করণপরিণামঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ।

শ্রুতিমধ্যে আম্নাত হইয়াছে (তৈত্তিঃ সং ৩।৩।৮), "সক্তূন্ জুহোতি।" এইস্থলে "সক্তু" পদে দ্বিতীয়াবিভক্তি শ্রুত হওয়ায় সক্তুর (ছাতু) প্রাধান্য বুদ্ধিস্থ হয়, কারণ কর্মে দ্বিতীয় বিভক্তি হয় এবং কর্ত্তার ঈপ্সিততমই কর্ম। এক্ষণে দেখা যায়, যে-দ্রব্যের অতীতে অথবা ভবিষ্যতে উপযোগ বিদ্যমান সেই দ্রব্যই সংস্কারের যোগ্য (সংস্কার্য্য বা সংস্কারার্হ) হইয়া কর্ম হয়, ফলে তাহার প্রাধান্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু হোম করিবার পূর্বে সক্তুর কোনরূপ উপযোগিতা নাই। হোম করিবার পর সক্তু ভস্মীভূত হইয়া যায় বলিয়া উহার কোনরূপ ভাবী উপযোগিতাও নাই এবং ভস্মবিনিয়োগবচনও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ভূত ও ভাবী উপযোগের অভাবে সক্তু সংস্কার্য্য না হওয়ায় প্রধান নহে (তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।১২ পৃঃ ৩৮৬ = পৃঃ ৪০৭) "দ্বিতীয়া তাবৎ কর্মত্বং প্রধানরূপমাত্মশক্ত্যা বদতি, তত্ত্বিহ বলবতা কারণান্তরেণ বিরুধ্যমানত্বং নাশ্রীয়তে।" অগত্যা বেদপ্রামাণ্যের রক্ষণার্থ আলোচ্য স্থলে লক্ষণা করিয়া তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে (করণত্ব অর্থে) দ্বিতীয় বিভক্তির প্রয়োগ স্বীকার করিতে হয়। তৃতীয়া অর্থে দ্বিতীয়ার প্রয়োগ মহাভাষ্যসম্মতও বটে। অতএব "সক্তূন্ জুহোতি" বাক্যে কর্মত্ববশতঃ প্রধানভূত সক্তুসমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া হোমসংস্কারবিধান আপাতপ্রতীয়মান হইলেও হোমসংস্কৃত ভস্মীভূত সক্তুসমূহের অন্যত্র বিনিয়োগ না থাকায়, উহার কর্মপ্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া "সক্তুভির্জুহোতি" এইরূপে করণপরিণাম করিতে হইবে।[18] অনুরূপভাবে অধ্যয়নবিধিবাক্যে স্বাধ্যায়-সংস্কার ও অক্ষরপ্রাপ্তির কর্মত্ব আপাতপ্রতীয়মান হইলেও উহাদের কর্মপ্রাধান্য উপরি উক্ত যুক্তিবশতঃ অসম্ভব হওয়ায় স্বাধ্যায়ের

---

১৮ তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।১২ পৃঃ ৩৮৭ = পৃঃ ৪০৭), "ভূতভাব্যুপযোগং হি সংস্কার্য্যং দ্রব্যমিষ্যতে। সক্তবো নোপযোক্ষ্যন্তে নোপযুক্তাশ্চ তে ক্বচিৎ॥ যস্য হি দ্রব্যস্য ক্বচিদুপযোগো নিবৃত্তঃ ভবিষ্যতীতি বা অবধার্য্যতে, তৎ সংস্কারার্হত্বাৎ কর্ম প্রতি প্রাধান্যং প্রতিপদ্যতে। যৎ পুনর্নোপযুক্তং নোপযোক্ষ্যতে বা তস্য সংস্কারো নিষ্প্রয়োজন ইতি তদ্বিধানবাক্যানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। তে চামী সক্তবো ন হোমাৎ প্রাগুপযুজ্যন্তে, নোর্দ্ধং, ভস্মাসাম্ভাবাৎ, ভস্মবিনিযোগবচনাভাবাচ্চ। তত্র সমস্তং বাক্যমনর্থকং ভবতু, দ্বিতীয়া বা লক্ষণাবৃত্তেতি স্থিতত্বাৎ বেদপ্রামাণ্যস্য লক্ষণা গ্রহীতব্যা। মুখ্যার্থপ্রয়োগো হি ঔৎসর্গিকত্বাৎ অপবাদদর্শনেন ভ্রান্তিত্বং প্রতিপদ্যতে। সর্বত্রৈব লক্ষণাশ্রয়ণমানর্থক্যপ্রসঙ্গনিমিত্তম্, অন্যথা মুখ্যার্থোপপত্তেঃ। তেন বিরোধাৎ সক্তুসাধনকহোমবিধানং প্রকরণসম্বন্ধি গৃহ্যতে।" ঐ পৃঃ ৩৮৯ = পৃঃ ৪০৮, "প্রাধান্যাবিবক্ষৈব ন্যায্যা। ততশ্চ তৃতীয়ার্থসিদ্ধিরিতি মহা মহাভাষ্যকারেণোক্তং 'তৃতীয়ায়াঃ স্থানে দ্বিতীয়া' ইতি।"

কর্মত্বপরিত্যাগ করিয়া করণ অর্থে উহার বিপরিণাম করিতে হইবে—"স্বাধ্যায়েন অধীয়ীত" এইরূপ বাক্যবিপরিণামই স্বীকার্য্য। এক্ষণে স্বাধ্যায়ের দ্বারা কি ভাবনা করিতে হইবে এইরূপ ভাব্যাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে অশ্রুত হইলেও স্বর্গফল বিশ্বজিন্ন্যায়ে কল্পনীয়। স্বর্গফলক অক্ষরগ্রহণমাত্রাত্মক অধ্যয়নই স্বাধ্যায়বিধিবাক্যে বিহিত ; "মাত্র" পদে অর্থজ্ঞান ব্যবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মচারী গুরুকুলে অবস্থান করিয়া বেদাক্ষরগ্রহণ সমাপ্ত হইলেই গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

আপত্তি হইবে, অর্থজ্ঞানব্যতিরেকে গৃহস্থ অগ্ন্যাধানাদিপূর্বক কিরূপে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবেন, যেহেতু অনুষ্ঠানমাত্র জ্ঞানসাপেক্ষ।

উত্তর এই, বেদার্থজ্ঞানলাভের জন্য বিধির প্রয়োজন নাই। ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যয়নই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং ব্যাকরণ ও নিরুক্ত অধ্যয়নজন্য পদপদার্থজ্ঞানসহকারে বেদাধ্যয়ন করিলে ব্যুৎপন্ন (পদপদার্থজ্ঞ) ব্যক্তি স্বতঃই বেদার্থজ্ঞানলাভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। অতএব বেদার্থজ্ঞানলাভের নিমিত্ত বিধি নিরর্থক হওয়ায় অধ্যয়নবিধিপ্রবর্ত্তিত মাণবকের অধ্যয়নমাত্র কর্ত্তব্য এবং কর্মানুষ্ঠানের উপায়ভূত বেদার্থজ্ঞান বস্তুর স্বভাব অনুসারেই লভ্য হওয়ায় অর্থাববোধের নিমিত্ত বিচার অনাবশ্যক, ফলে বিচারের নিমিত্ত গুরুকুলে অবস্থানও অনর্থক। বেদার্থবিচার ও তজ্জন্য গুরুকুলে অবস্থান অবিধেয় হওয়ায় উহা মাণবকের কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্যরূপে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই বৃথাচেষ্টাজ্ঞানে শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি তাহার পালনে উদ্যোগী হইবেন না—"বৃথাচেষ্টাং ন কুর্বীত", ইহাই শাস্ত্রানুশাসন। দ্বিতীয় পূর্বপক্ষীর এইরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন (শাঃ দীঃ ১।১।১ম অধিঃ পৃঃ ১২), "বিনাপি বিধিনা দৃষ্টলাভান্নহি তদর্থতা। কল্প্যস্তু বিধিসামর্থ্যাৎ স্বর্গো বিশ্বজিদাদিবৎ॥" বলা বাহুল্য, বিশ্বজিন্ন্যায়ে অধ্যয়ন স্বর্গফলকরূপে স্বীকৃত হইলে স্বাধ্যায়বিধি "বিশ্বজিতা যজেত" বিধির ন্যায় অপূর্ববিধিই হইবে।

শুধু তাহাই নহে, স্মৃতিও অনুরূপ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে (আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র ৫।১২ ; বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ৬।১), "বেদমধীত্য স্নায়াৎ" অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান করিবে। যদিও শাস্ত্রে চতুর্বিধ অথবা মতান্তরে সপ্তবিধ স্নান বিহিত হইয়াছে, তথাপি "স্নান" পদের প্রসিদ্ধ অর্থ জলদ্বারা শরীর ধৌত করা। কিন্তু বেদাধ্যয়নের পর ঐরূপ বারুণস্নান শাস্ত্রবিহিত কোন কর্মের উপকার সাধন করে না বলিয়া ঐরূপ স্নানকে অদৃষ্টার্থক বলিতে হইবে। কিন্তু দৃষ্টফল সম্ভব হইলে অদৃষ্টফলকল্পনা অন্যায্য। অগত্যা "স্নায়াৎ" পদের লক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীর প্রতি বিহিত নিয়মসমূহের অবধি বা সমাপ্তিকাল শ্রুত না হওয়ায় উক্ত অবধি বা সীমা সাকাঙ্ক্ষ। "স্নায়াৎ" এইরূপ স্নানবিধি ঐরূপ আকাঙ্ক্ষিত (অপেক্ষিত) সীমা নিরূপণ করিয়া সফল এবং এইরূপ দৃষ্টফলব্যতিরেকে কোন অদৃষ্টফলকল্পনা উচিত নহে (মেধাতিথিভাষ্য ২।১৬৫ পৃঃ ১৫০ = পৃঃ ৩৮৭)। সুতরাং আলোচ্যস্থলে বেদাধ্যয়নের অনন্তর গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে গার্হস্থ্য অধিকারের প্রয়োজকীভূত সমাবর্ত্তনসংস্কাররূপ কর্মবিশেষই "স্নান" পদের লাক্ষণিক অর্থ। "অধীত্য" পদে ল্যপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা বেদাধ্যয়ন ও স্নানের অব্যবধান বা নৈরন্তর্য্যই প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং বেদ অধীত হইবার পরও ধর্মবিচারের জন্য গুরুকুলে অধিবাস কর্ত্তব্য, ইহা স্বীকার করিলে উক্ত স্মার্ত্ত নৈরন্তর্য্যই বাধিত হইয়া যাওয়ায় স্মৃতিশাস্ত্র অপ্রামাণ হইয়া যাইবে।[১৯] ফলে স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণের (মীঃ সূঃ ১।৩।১-২) সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।[২০] অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্মবিচারশাস্ত্রের বৈধত্ব না থাকায় পাঠমাত্রদ্বারা অদৃষ্টস্বর্গাদি সিদ্ধ হওয়ায় এবং সমাবর্ত্তন-স্মৃতিশাস্ত্রবলে ধর্মবিচারশাস্ত্র অনাদরণীয় বলিয়া পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভণীয় নহে, ফলে ধর্মবিচারের নিমিত্ত গুরুকুলে অবস্থানও কর্ত্তব্য নহে। এইস্থলে জ্ঞাতব্য এই, ধর্মবিচারশাস্ত্রের বৈধ আরম্ভ সম্ভব নহে, ইহাই পূর্বপক্ষীর বক্তব্য—(জৈঃ ন্যাঃ মাঃ

১৯ ন্যায়রত্নাকর প্রতিজ্ঞাসূত্র পৃঃ ২৯, "স্নানশব্দেন হ্যত্র সকলব্রহ্মচারিধর্মনিবৃত্তির্লক্ষ্যতে। অতো গুরুকুলবাসস্যাপি নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ; সা চ বিচারবিরোধিনী, বিচারস্যাপ্যধ্যয়নবৎ গুর্বধীনত্বাৎ... ।"

২০ স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণের উপর আলোচনার জন্য অধ্যায়ান্তে প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১।১।১ম অধিঃ শ্লোঃ ১-২ পৃঃ ১৫ = শ্লোঃ ৩০-৩১, পৃঃ ১১), "স্বাধ্যায়োঽধ্যেয় ইত্যস্য বিধানস্য প্রযুক্তিতঃ। বিচারশাস্ত্রং নাঽঽরভ্যমারভ্যং বেতি সংশয়ঃ ॥ অর্থধীহেতুতাঽধীতের্লোকসিদ্ধাবঘাতবৎ। নিয়ামকং ন চৈবাঽতো বৈধারম্ভো ন সম্ভবী ॥"

অতএব পূর্বপক্ষিমতে অধ্যয়নবিধি "স্বর্গকামঃ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই প্রকার কাম্যবিধিতে পরিণত হওয়ায় এবং অক্ষরগ্রহণমাত্রাত্মক বেদাধ্যয়নের অনন্তরই ধর্মবিচারের নিমিত্ত গুরুকুলে অবস্থান না করিয়া স্মৃতি অনুসারে সমাবর্ত্তনসংস্কার অনুষ্ঠেয় বলিয়া কোনরূপ অনুপপত্তি নাই।

ভাট্ট সম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ।

লিখিতপাঠের দ্বারাও অর্থজ্ঞান হওয়ায় অন্যতঃ প্রাপ্ত বলিয়া "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" যদি অপূর্ববিধি না হয় তবে নাই হউক,[২১] উহা নিয়মবিধিস্থলই হউক্। স্বাধ্যায়-বিধির নিয়মবিধিত্বপক্ষে ভাট্টসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ।

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধিবাক্যস্থ "তব্য"প্রত্যয় পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনারূপভাব্যবিশিষ্ট অভিধা-ভাবনা (যাহার অপর নাম শাব্দী ভাবনা বা প্রেরণা)[২২] বুদ্ধিতে উপস্থিত করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত বিধিবাক্যস্থিত "তব্য"প্রত্যয়রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্রোতা বুঝিয়া থাকে, "এই শব্দ আমাকে অধ্যয়নকর্মে প্রেরণ করিতেছে।" যে-শব্দ হইতে যাহা নিয়মতঃ প্রতীত হয়, তাহাই তাহার বাচ্য, এই ন্যায় অনুসারে "তব্য"প্রত্যয়ই অভিধাভাবনা বা শব্দভাবনা বা প্রেরণার বাচক এবং অপৌরুষেয় নিত্যবেদের কর্ত্তা না থাকায় "তব্য" প্রত্যয়রূপ শব্দই অভিধাভাবনার আশ্রয়, লৌকিকস্থলের ন্যায় উক্ত প্রেরণা পুরুষাশ্রিত নহে। এইরূপ শব্দনিষ্ঠ প্রেরণাই অধ্যয়নে পুরুষপ্রবৃত্তির সাধক। তব্য প্রত্যয়ই পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনারও বাচক, কারণ "অধি পূর্বক্ ইঙ্" ধাতু অধ্যয়নমাত্রের বাচক। এক্ষণে প্রশ্ন এই, অধ্যয়নপ্রযোজক পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনার দ্বারা কি ভাবনা করিবে, অর্থাৎ কি উৎপাদন করিবে, এই প্রকার ভাব্যাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে অর্থভাবনাতে ভাব্যরূপে বা সাধ্যরূপে (কর্মরূপে) কাহার অন্বয় হইবে? যদিও "অধ্যেতব্যঃ" এই একটি পদে প্রত্যয়ের দ্বারা অর্থভাবনা ও প্রকৃতির দ্বারা অধ্যয়ন উক্ত হইয়াছে বলিয়া সমানপদোপাত্ত হওয়ায় অর্থভাবনাতে অধ্যয়নই সন্নিহিত, তথাপি বাঙ্মনোব্যাপাররূপ অধ্যয়ন ক্লেশার্থক হওয়ায় অধ্যয়ন পুরুষপ্রবৃত্তির ভাব্য বা কর্ম হইতে পারে না, কারণ যাহার উদ্দেশে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় তাহা সুখাবহরূপেই ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে। তাহা হইলে সমানপদোপাত্ত অধ্যয়ন নহে, সমানবাক্যোপাত্ত স্বাধ্যায়ই অর্থভাবনাতে ভাব্যরূপে অন্বিত হউক্[২৩]; কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ মীমাংসাসিদ্ধান্তে স্বাধ্যায়রূপ অপৌরুষেয় শব্দরাশি নিত্য ও বিভু হওয়ায় কৃতিসাধ্য হইতে পারে না। ক্রিয়ার দ্বারা চারিপ্রকার ফল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়—যেমন, কুম্ভকারের ক্রিয়ার দ্বারা ঘটের উৎপত্তি, গমনক্রিয়ার দ্বারা দেশান্তরের প্রাপ্তি, পাকক্রিয়ার দ্বারা তণ্ডুলের বিকৃতি এবং লাক্ষারসসিঞ্চনে কার্পাসবীজের গুণাধানদ্বারা সংস্কার ও ঘর্ষণে দর্পণের দোষাপগমদ্বারা সংস্কার। কিন্তু অধ্যয়নে প্রবৃত্তির দ্বারা নিত্য বেদরাশির উৎপত্তি সম্ভব নহে। বিভু বলিয়া সর্বত্র বর্ত্তমান হওয়ায় বেদরাশির অপ্রাপ্তি না থাকায় অধ্যয়নের দ্বারা উহার প্রাপ্তি সম্ভব নহে। অধ্যয়নের দ্বারা বিকৃতি স্বীকার করিলে বেদের অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য। কার্য্যান্তরযোগ্যতার আপাদনই সংস্কার, কিন্তু অধ্যয়নদ্বারা নিত্য শব্দে কোন অনিত্যগুণ আধেয় হইতে পারে না। পুরুষসম্বন্ধরহিত নির্দ্দোষ বেদে কোনরূপ দোষের আশঙ্কাই না থাকায় অধ্যয়নদ্বারা স্বাধ্যায়ের মলাপকর্ষণও সম্ভব নহে। সুতরাং স্বাধ্যায়ও অর্থভাবনার

---

২১ শঙ্কর ভট্ট তাঁহার মীমাংসাবালপ্রকাশে অধ্যয়নবিধিকে অপূর্ববিধি বলিলেও (মীঃ বাঃ প্রঃ পৃঃ ২২) উহা ভাট্ট সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কথা নহে।

২২ ভাব্য অর্থাৎ সাধ্যরূপে উদ্দেশ্য। অভিধীয়তে অনেন, এইরূপ করণব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন "অভিধা" পদের অর্থ শব্দ। তব্যপ্রত্যয়রূপ শব্দের প্রেরণারূপ যে ব্যাপারবিশেষ, তাহাই অভিধাভাবনা বা শব্দভাবনা।

২৩ সমানপদোপাত্ত-অধ্যয়ন সমানবাক্যোপাত্ত-স্বাধ্যায় অপেক্ষা সন্নিহিততর বলিয়া প্রথমে অধ্যয়নের ভাব্যত্ব ও পরে স্বাধ্যায়ের ভাব্যত্ব আলোচিত হইয়াছে। যদিও সমানপদোপাত্ত অপেক্ষা সমানবাক্যোপাত্ত বিলম্বোপস্থিতিক, তথাপি সমানপদোপাত্ত-অধ্যয়নের সহিত অর্থভাবনার সম্বন্ধ যোগ্য না হওয়ায় অগত্যা বিলম্বোপস্থিত সমানবাক্যোপাত্ত স্বাধ্যায়ের সহিতই অর্থভাবনার সম্বন্ধ বাচ্য, ইহাই ভাব।

ভাব্যরূপে অন্বিত হইবার যোগ্য নহে। কিন্তু ভাব্য ব্যতিরেকে অধ্যয়নবিধি নিরর্থক হইলে শ্রুতির অপ্রামাণ্যাপত্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অগত্যা স্বীকার্য্য যে বিধিসামর্থ্যবলে অক্ষরগ্রহণই স্বাধ্যায়-অধ্যয়নের ভাব্য এবং অক্ষরগ্রহণ অক্ষরপ্রাপ্তিরূপ বলিয়া উহা অধ্যয়ন-ক্রিয়ার আপ্তিসংস্কাররূপ ফল হইতে পারে। কিন্তু অক্ষরগ্রহণও অপুরুষার্থ বলিয়া আকাঙ্ক্ষা হইবে, "অক্ষরগ্রহণ করিয়া কি হইবে?" সুতরাং বলিতে হইবে যে অক্ষরগ্রহণদ্বারা পদাবধারণ হইবে। এক্ষণে পদাবধারণও অপুরুষার্থ বলিয়া তাহার দ্বারা পদার্থজ্ঞান, পদার্থজ্ঞানও অপুরুষার্থ হওয়ায় তাহার দ্বারা বাক্যার্থজ্ঞান বা অর্থাববোধরূপ দৃষ্টফলই অর্থভাবনার ভাব্যরূপে কল্পনীয়। অতএব স্বাধ্যায়বিধির পর্য্যবসিত অর্থ হইবে, অধ্যয়নেন অর্থাববোধং ভাবয়েৎ। বিশ্বজিন্ন্যায়ে স্বর্গফলই ভাব্যরূপে কল্পিত হইবে না কেন?—এইরূপ আপত্তির উত্তরে ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে দৃষ্টফল সম্ভব হইলে অদৃষ্টফলকল্পনা অন্যায্য।[২৪] প্রকৃতপ্রস্তাবে বাক্যার্থাববোধও অপুরুষার্থ হওয়ায় তাহার দ্বারা কর্মানুষ্ঠান ও কর্মানুষ্ঠানও অপুরুষার্থ হওয়ায় তাহার দ্বারা স্বর্গাদিফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করিলে তবেই অধ্যয়নবিধি আকাঙ্ক্ষাশূন্য বা নিরাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। অধ্যয়নবিধি এইরূপেই প্রয়োজনবৎ ফলপর্য্যবসায়ী হইয়া সার্থক হওয়ায় উক্ত বিধিতে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য নাই।[২৫]

আপত্তি হইবে, অর্থাববোধরূপ দৃষ্টফল ভোজনাদির ন্যায় অন্বয়ব্যতিরেকবলে লোকতঃ সিদ্ধ হওয়ায় অধ্যয়নের বিধেয়ত্ব কিরূপে রক্ষিত হইবে।

উত্তরে ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে এইজন্যই তাঁহারা অধ্যয়নে অপূর্ববিধি স্বীকার করেন না, নিয়মবিধিই স্বীকার করিয়া থাকেন। বৈতুষ্যের প্রতি অবহননের কারণত্ব অন্যতঃ (অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা) প্রাপ্ত হইলেও যেমন অবহননের দ্বারাই বিতুষীকরণ বিধেয়, সেইরূপ অর্থাববোধের প্রতি অধ্যয়নের কারণত্ব অন্যতঃ (লিখিতপাঠাদিদ্বারা) প্রাপ্ত হইলেও অধ্যয়নের দ্বারাই অর্থাববোধ সম্পাদনীয়। তুষবিমুক্তি অবহননের দৃষ্টফল হইলেও যেমন অবঘাতজন্য তণ্ডুলে নিয়মাপূর্ব স্বীকৃত, সেইরূপ অর্থাববোধ অধ্যয়নের দৃষ্টফল হইলেও অধ্যয়নজন্য স্বাধ্যায়ে নিয়মাপূর্ব স্বীকার্য্য।[২৬] যদিও

২৪ অধ্যয়নবিধির দৃষ্টার্থত্বরূপ ভাট্টসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় উদ্ধৃত পুরুষার্থানুশাসনে (পৃঃ ৪০) তিনটি সূত্র দৃষ্ট হয়—"দৃষ্টে তু নাদৃষ্টম্", "দৃষ্টৌ প্রাপ্তি-সংস্কারৌ" ও "প্রাপ্ত্যর্থবোধঃ।" প্রথম সূত্রের তাৎপর্য্য এই, দৃষ্টফলসম্ভব হইলে অদৃষ্টফল কল্পনা অন্যায্য, এই ন্যায় অনুসারে স্বাধ্যায় অধ্যয়নের দৃষ্টফলই স্বীকার্য্য। কি সেই দৃষ্টফল? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরই দ্বিতীয় সূত্র প্রদান করিতেছে—প্রাপ্তি ও সংস্কার অর্থাৎ অক্ষরপ্রাপ্তি ও স্বাধ্যায়সংস্কার, এই দুইটিই অধ্যয়নের ফল। বস্তুতঃ বিবরণসিদ্ধান্তে অক্ষরপ্রাপ্তি অধ্যয়নবিধির ফল হইলেও ভাট্টসিদ্ধান্তে অধ্যয়নবিধি অর্থাববোধান্ত বলিয়াই অক্ষরপ্রাপ্তির পুরুষার্থত্বসিদ্ধির জন্য তৃতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে যে অক্ষরপ্রাপ্তি হইতে অর্থবোধ উৎপন্ন হয়। "প্রাপ্ত্যর্থবোধঃ" এর পর "জায়তে" পদ অধ্যাহার করিতে হইবে।

২৫ তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।৭ পৃঃ ১১ = পৃঃ ৪৭, "সকলস্য তাবদ্বেদস্য 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইত্যধ্যয়নভাবনা বিধীয়তে। তত্র 'কিং ভাবয়েৎ' ইত্যপেক্ষায়ামধ্যয়নমিত্যাগতমপি পুরুষপ্রবর্ত্তনাশক্তিযুক্তেন বিধায়কেনাপুরুষার্থসাধ্যায়াং ভাবনায়াং প্রবর্ত্তনাশক্তিপ্রসক্তেস্তদংশান্নিরাক্রিয়তে। ততশ্চাধ্যয়নেনেত্যবিরোধাৎ সন্নিধেশ্চ করণাংশে নিবিশতে। 'তেন কিম্' ইত্যপেক্ষিতে 'যচ্ছক্যতে' ইত্যুপবন্ধাদক্ষরগ্রহণমিত্যাপততি। তস্যাপ্যপুরুষার্থত্বাৎ 'তেন কিম্' ইতি পদাবধারণমিত্যুপতিষ্ঠতে। তেনাপি পদার্থজ্ঞানং, তেন বাক্যার্থজ্ঞানং, তেন চানুষ্ঠানম্, অনুষ্ঠানেন স্বর্গাদিফলপ্রাপ্তিঃ ইত্যেতাবতি প্রাপ্তে নিরাকাঙ্ক্ষী ভবতি। এবং সর্ববিধীনাং প্রাক্ পুরুষার্থলাভাৎ অপর্য্যবসানম্। ..." ইত্যাদি।

২৬ অক্ষরপ্রাপ্তি ব্যতীত স্বাধ্যায়-সংস্কারও যে স্বীকার্য্য তাহা স্থাপন করিতে ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় উদ্ধৃত পুরুষার্থানুশাসনে (পৃঃ ৪০-১) তিনটি সূত্র দৃষ্ট হয়—"বিধিনিষ্পত্ত্যাঃ", "সংস্কারসিদ্ধিঃ ক্রত্বধ্যয়নবিধিদ্বয়োপাদানাৎ" এবং "তব্যঃ কর্মণ্যদৃষ্টবাচী।" প্রথম সূত্রের তাৎপর্য্য এই, ব্রীহিধান্যের বৈতুষ্য অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ হইলেও অবহননে শ্রৌতবিধির উপপত্তির নিমিত্ত যেমন বিতুষীকৃত তণ্ডুলে অবঘাতজন্য নিয়মাদৃষ্ট স্বীকৃত, সেইরূপ অধ্যয়নে শ্রৌতবিধির উপপত্তির নিমিত্ত অধ্যয়নজন্য স্বাধ্যায়ে সংস্কাররূপ নিয়মাদৃষ্ট স্বীকার্য্য। পূর্বে যে বলা হইয়াছে, সংস্কৃত-স্বাধ্যায়ের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয় না বলিয়া স্বাধ্যায়-সংস্কার অনুপপন্ন, তাহাতে দ্বিতীয়সূত্রে উত্তর এই, ক্রতু ও অধ্যয়ন উভয়ই বিধিদ্বয়কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় সংস্কার সিদ্ধ হয়। সূত্রের তাৎপর্য্য এই, যাগাদিবিষয়ক যত বিধি রহিয়াছে সেই সমস্ত বিধি বিষয়াববোধকে অপেক্ষা করে বলিয়া অর্থাববোধ স্বাধ্যায়কে বিনিয়োগ করিয়া থাকে,

নিয়মাপূর্ব অবহনন ও অধ্যয়নের কার্য্য, তথাপি মীমাংসাসম্প্রদায়ের স্বীকৃত পারিভাষিক অর্থে নিয়মাপূর্ব ফলপদবাচ্য নহে ; কারণ যাহার উদ্দেশে পুরুষ প্রবৃত্ত হয় তাহাই মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত ফল এবং যে-বিষয়ে পুরুষের প্রীতি জন্মে তাহাকেই মহর্ষি জৈমিনি পুরুষার্থ বা ফল বলিয়াছেন (মীঃ সূঃ ৪।১।২, ক্রত্বর্থপুরুষার্থলক্ষণাধিকরণম্, ১ম বর্ণক), "যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সাঽর্থলক্ষণাঽবিভক্তত্বাৎ।" বস্তুতঃ নিয়মাদৃষ্ট উৎপত্তির জন্য পুরুষ অবহনন বা অধ্যয়ন করে না, স্বর্গ বা অর্থাববোধের উদ্দেশেই পুরুষের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং নিয়মাপূর্ব উৎপন্ন হইলেও অধ্যয়ন অদৃষ্টফলক হইয়া যায় না।[২৭]

প্রশ্ন হইবে, দর্শপূর্ণমাসযাগজন্য পরমাপূর্বই অবঘাতনিয়মজন্য নিয়মাপূর্বের কল্পক, কিন্তু অধ্যয়ননিয়মজন্য নিয়মাপূর্বের কল্পক কি ?

ভাট্টসম্প্রদায়ের উত্তর এই, স্বাধ্যায়বিহিত সমস্তযাগজন্য অপূর্বই অধ্যয়ননিয়মজন্য নিয়মাপূর্বরূপ অবান্তর অপূর্বের কল্পক।[২৮] ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

অধিকারবিধি আলোচনাকালে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ধনহীন দরিদ্র, অন্ধাদি অসমর্থ ও শ্রৌতার্থ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বৈদিক কর্মে অনধিকারী হওয়ায় অর্থী, সমর্থ ও বিদ্বানই দর্শপূর্ণমাসাদি যাগানুষ্ঠানে বৈধ

কারণ অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদাধ্যয়ন অর্থাববোধান্ত না হইলে ক্রত্বর্থবিষয়ক জ্ঞানের অভাবে ক্রতুনিষ্পত্তি হইতে পারে না। আবার, অধ্যয়নবিধি লিখিতপাঠাদিব্যাবৃত্ত করিয়া স্বাধ্যায়ের অধ্যয়নসংস্কৃতত্ব উপস্থিত করিয়া থাকে, যেমন অবহননবিধি নখবিদলনাদিব্যাবৃত্ত করিয়া বিতুষীকৃত তণ্ডুলে অবহনন-সংস্কৃতত্ব উপস্থাপন করে। অতএব ক্রতু ও অধ্যয়ন উভয়ই বিধি গৃহীত হওয়ায় স্বাধ্যায়-সংস্কার সিদ্ধই।

আপত্তি হইবে, সংস্কার অদৃষ্টাতিশয় হওয়ায় অদৃষ্টের আতিশয্য (আধিক্য) স্বাধ্যায়গত হইতে পারে না ; কারণ "অধ্যেতব্য" পদস্থিত "তব্য"-প্রত্যয় স্বপদোপাত্ত (অর্থাৎ "অধ্যেতব্যঃ" পদে গৃহীত) প্রকৃত্যর্থভূত (অর্থাৎ অধি পূর্বক ইঙ্-রূপ প্রকৃতি বা ধাতুর অর্থরূপ) অধ্যয়নে উপরক্ত অপূর্বই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। তাহা হইলে, স্বাধ্যায়ের সংস্কৃতত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে ?

তৃতীয় সূত্রে উত্তর এই, আলোচ্য বিধিবাক্যে তব্যপ্রত্যয় কর্মাভিধায়ী অর্থাৎ কর্মকেই স্বশক্তিবলে উপস্থিত করে ; এক্ষণে স্বাধ্যায়ই সেই কর্ম হওয়ায় কর্মত্বপ্রাধান্যবশতঃ স্বাধ্যায় প্রকৃত্যর্থ অধ্যয়ন অপেক্ষা তব্য প্রত্যয়ের প্রত্যাসন্ন। ফলে অপূর্বকে স্বাধ্যায়গতরূপেই তব্য প্রত্যয় অভিহিত করিয়া থাকে। অপূর্ব ধাত্বর্থজন্য, এইরূপ নিয়ম স্বীকৃত হইলেও ধাত্বর্থজন্য অপূর্ব ধাত্বর্থেই উপরক্ত হইবে, এই প্রকার নিয়ম নাই। সুতরাং স্বাধ্যায়-সংস্কার উপপন্নই।

২৭ প্রকৃতপ্রস্তাবে অবহনন বৈতুষ্যরূপ দৃষ্টফল ও নিয়মাপূর্বরূপ অদৃষ্টফল উভয়ই উৎপন্ন করে বলিয়া দৃষ্টাদৃষ্টফলক। অনুরূপভাবে অধ্যয়নও অক্ষরপ্রাপ্তিদ্বারা অর্থাববোধরূপ দৃষ্টফল ও স্বাধ্যায়-সংস্কাররূপ নিয়মাদৃষ্ট উৎপন্ন করিয়া দৃষ্টাদৃষ্টফলক। ফল দৃষ্ট হইবার অপরাধে ফলের সাধন শ্রৌতবিধির অবিষয় হইয়া যায় না, কারণ অবহননদ্বারাই তুষবিমুক্তি কর্তব্য, ইহা শাস্ত্রৈকগম্য। সুতরাং অর্থাববোধরূপ দৃষ্টফল উৎপন্ন করিবার অপরাধে অধ্যয়নও অবিধেয় হইয়া যায় না ; কারণ অধ্যয়নদ্বারাই অর্থাববোধ কর্তব্য, ইহা অধ্যয়নবিধিমাত্রবেদ্য হওয়ায় অধ্যয়ন অবিধেয় নহে। বস্তুতঃ পরলোকে প্রাপ্তব্য অদৃষ্ট-স্বর্গের নিমিত্ত দর্শপূর্ণমাসাদিযাগ যেমন বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ ইহলোকেই প্রাপ্তব্য বৃষ্টি, পশু, গ্রাম প্রভৃতি দৃষ্টফলের নিমিত্ত কারীরী, চিত্রা, সাংগ্রহণী প্রভৃতি যাগও শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—(মৈত্রাঃ সং ২।৪।৮) "কারীর্য্যা বৃষ্টিকামো যজেত", (তৈত্তিঃ সং ২।৪।৬) "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ", (তৈত্তিঃ সং ২।৩।৯) "বৈশ্বদেবীং সাংগ্রহণীং নির্বপেদ্ গ্রামকামঃ" ইত্যাদি। অতএব দৃষ্টার্থক হইলেও অধ্যয়নের বেদমূলত্বের হানি হয় না। তন্ত্রবার্তিক ১।৩।২ পৃঃ ৭৮ = পৃঃ ২৬৬, "ন চ অবঘাতাদীনাং বৃষ্টিকামযাগাদীনাং চ দৃষ্টার্থানামবৈদিকত্বম্। তস্মাৎ সত্যপি দৃষ্টার্থত্বে সম্ভাব্যতে বেদমূলত্বং নিয়মাদৃষ্টসিদ্ধেরনন্যপ্রমাণকত্বাৎ।" "অনন্যপ্রমাণক" অর্থাৎ শ্রুত্যেকপ্রমাণক। কারীরী যাগের বৃষ্টিরূপ ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও কারীরীযাগনিষ্ঠজনকতানিরূপিতজন্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নরূপে বৃষ্টি প্রত্যক্ষাদি লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধ নহে, কিন্তু বেদৈকবেদ্য।

২৮ যাহা ক্রত্বর্থ নহে তাহাতে নিয়মবিধি স্বীকার করা যায় না, এইরূপ আপত্তির উত্তরে সায়ণাচার্য্য তাঁহার অথর্ববেদভাষ্যভূমিকায় বলিয়াছেন যে অক্রত্বর্থবিষয়েও নিয়মবিধি দেখা যায় বলিয়া অধ্যয়ন অক্রত্বর্থ হইলেও তদ্বিষয়ে নিয়মবিধি সম্ভব (অথর্ববেদভাষ্যভূমিকা পৃঃ ১২৫), " 'প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত' (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।১১।৩০।১) ইত্যেবমাদিষু অক্রত্বর্থেষ্বপি নিয়মদর্শনাৎ।" অর্থাৎ, "পূর্বমুখ হইয়া অন্নাদি ভোজন করিবে" এইরূপ বিধি অক্রত্বর্থ, অথচ নিয়মবিধিস্থল। উত্তরমুখাদি হইয়া ভোজন করিবার কালে পূর্বমুখ অপ্রাপ্ত হওয়ায় শাস্ত্রীয়বিধি পূর্বমুখভোজন নিয়মন করিতেছে।

অধিকারী। যাগরূপ অর্থের জ্ঞান ব্যতিরেকে যাগাদির অনুষ্ঠান অসম্ভব হওয়ায় "বিদ্বানধিক্রিয়তে" এই ন্যায়ানুসারে স্ববিষয়ের অববোধকে অপেক্ষা করিয়া দর্শপূর্ণমাসাদিবিধিসমূহ স্বার্থবোধে স্বাধ্যায়াধ্যয়নে পুরুষকে বিনিযুক্ত করিয়া থাকে। সুতরাং অর্থজ্ঞানের নিমিত্তই অধ্যয়ন-নিয়ম স্বীকার্য্য। অপরদিকে অধ্যয়নবিধিও লিখিতপাঠাদিকে ব্যাবৃত্ত করিয়া স্বাধ্যায়ের অধ্যয়নসংস্কৃতত্ব বোধ জন্মাইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে দর্শপূর্ণমাসযাগজন্য পরমাপূর্ব যেমন অবঘাতনিয়মজন্য নিয়মাদৃষ্টরূপ অবান্তর অপূর্বের কল্পক, সেইরূপ যাগাদিজন্য অপূর্বসমূহ যাগরূপ অর্থজ্ঞানের সাধন অধ্যয়ননিয়মজন্য নিয়মাপূর্বের কল্পক। অন্যথা অর্থাৎ নিয়মাদৃষ্ট অনঙ্গীকারে শ্রূয়মাণবিধির আনর্থক্য দুষ্পরিহর। সুতরাং বৈধ অবহননজন্য যেমন তণ্ডুলে নিয়মাপূর্ব উৎপন্ন হয় বলিয়া বিতুষীকৃত তণ্ডুল সংস্কৃত হয়, সেইরূপ বৈধ অধ্যয়নজন্য স্বাধ্যায়ে নিয়মাপূর্ব উৎপন্ন হওয়ায় অধীত স্বাধ্যায় সংস্কৃত হইয়া থাকে। সুতরাং অধ্যয়নবিধির তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—অধ্যয়নসংস্কৃতেনৈব স্বাধ্যায়েন অর্থং জানীয়াৎ, ন পুস্তকাদিপঠিতেন। স্বাধ্যায়গত এই সংস্কার গুণাধান বা দোষাপনয়ন নহে, কিন্তু অর্থাববোধরূপফলে আভিমুখ্যসম্পাদনই সংস্কার। অতএব বেদরাশির অনিত্যত্ব বা সদোষত্বের প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং অধ্যয়নের বাক্যার্থাববোধরূপ দৃষ্টফল সম্ভব হইলে বিশ্বজিন্ন্যায়ে অধ্যয়নের স্বর্গার্থত্ব বা স্বর্গরূপ অদৃষ্টফলকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। বিশ্বজিদাদি যাগস্থলে দৃষ্টফল সম্ভব না হওয়ায় অগত্যা উহার স্বর্গরূপ অদৃষ্টফলকল্পনা যুক্তিযুক্তই। ফলিতার্থ এই, নখবিদলনাদির দ্বারা বৈতুষ্য সম্পাদন করিয়া সেই তণ্ডুলচূর্ণকৃত পুরোডাশ যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলে সেই যজ্ঞ যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ লিখিতপাঠদ্বারা অর্থজ্ঞান করিয়া সেই অর্থজ্ঞানসহকৃত দর্শপূর্ণমাসাদিযাগসমূহের অনুষ্ঠান করিলে সেই যাগসমূহও অভিমত ফলপ্রদান করিতে পারে না। কিন্তু বৈধ অবহনন দ্বারা বিতুষীকৃত তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলে সেই যাগ যেমন সফল, সেইরূপ গুরুপূর্বক বৈধ অধ্যয়নদ্বারা অর্থজ্ঞান করিয়া সেই অর্থজ্ঞানসহচরিত দর্শপূর্ণমাসাদিযাগসমূহ নিজ নিজ ফলপ্রদানে সমর্থ। সুতরাং অবঘাতনিয়মবিধির ন্যায় অধ্যয়ননিয়মবিধি অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য।

এইস্থলে একটি আপাতবিরোধের নিষ্পত্তি আবশ্যক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে বেদার্থাববোধই অধ্যয়নক্রিয়ার ভাব্য; এক্ষণে বলা হইতেছে যে স্বাধ্যায়-সংস্কারই অধ্যয়ন-ক্রিয়ার ভাব্য। বস্তুতঃ উভয়ই সম্প্রদায়-প্রসিদ্ধ। ভট্টপাদ কণ্ঠতঃই অর্থাববোধকে অধ্যয়নের ভাব্য বলিয়াছেন, স্বাধ্যায়কে বা স্বাধ্যায়সংস্কারকে বলেন নাই। কিন্তু ভাট্টমত পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপন করিতেই সায়ণাচার্য্য তাঁহার অথর্ববেদভাষ্যভূমিকায় বলিয়াছেন যে প্রোক্ষণের দ্বারা যেমন ব্রীহির সংস্কার হয়, সেইরূপ অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায় সংস্কৃত হইয়া থাকে। ভামতীকারও ভাট্টমত অঙ্গীকার করিয়া স্বাধ্যায়বিধি-ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায়-সংস্কার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাখ্যার মধ্যে বিরোধ এই, প্রথম পক্ষে অধ্যয়নের আপ্তিসংস্কাররূপ ফল, দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় অধ্যয়নের সংস্কৃতিসংস্কাররূপ ফল স্বীকার্য্য; একই অধ্যয়নক্রিয়ার দ্বারা যুগপৎ দ্বিবিধ ফল হইতে পারে না।

উক্ত আপাতবিরোধের সমাধান এইরূপ।

স্বাধ্যায় নিত্য ও একরূপ বলিয়া যে তাহার উৎপত্তি ও বিকৃতি সম্ভব নহে, ইহা সুস্পষ্ট। এক্ষণে পূর্বপক্ষীর আপত্তি এই, স্বাধ্যায়ের সংস্কৃতিও সম্ভব নহে। সেই পদার্থই সংস্কার্য্যকর্ম হইয়া থাকে, যাহা উত্তরকালে কার্য্যান্তরে উপযোগী হইতে পারে। এক্ষণে লৌকিকবাক্যের দ্বারা যাহা সংস্কার্য্যকর্মরূপে প্রতীত হয়, তাহার লৌকিক কার্য্যান্তরে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়, যেমন লাক্ষারসসিঞ্চিত কার্পাস অথবা মলাপকর্ষিত দর্পণ। অনুরূপভাবে, বৈদিকবাক্যের দ্বারা যাহার সংস্কার্য্যকর্মত্ব শ্রুত হয়, তাহার বৈদিক কার্য্যান্তরে বিনিয়োগও শ্রুত হয়। যেমন, "ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি" এই শ্রুতিবাক্যে সংস্কার্য্যকর্মরূপে অবগত ব্রীহিসমূহের "ব্রীহিভির্যজেত" এই শ্রুতিবাক্যান্তরের দ্বারা (দর্শপূর্ণমাস) যাগে বিনিয়োগ শ্রুত হয়। কিন্তু "সংস্কৃতস্বাধ্যায়েন কিঞ্চিৎ কুর্য্যাৎ" এইরূপভাবে কোনও যাগে স্বাধ্যায়ের বিনিয়োগ কুত্রাপি শ্রুত নহে। অতএব স্বাধ্যায়ের সংস্কার্য্যকর্মত্ব সম্ভব নহে।

অবশ্য স্বাধ্যায়ের প্রাপ্যকর্মত্ব কথঞ্চিদ্‌ভাবে সম্ভব,—অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায় প্রাপ্য হইতে পারে,

কারণ বেদাক্ষরগ্রহণ প্রাপ্তিবিশেষই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেবল স্বাধ্যায়ের প্রাপ্যত্ব বিবক্ষিত হইতে পারে না। কারণ "অনধীয়ানা ব্রাত্যা ভবন্তি"[২৯] এই বাক্যে ব্রাত্যতা পরিহারের নিমিত্তই যে স্বাধ্যায় সম্পাদনীয়, তাহা নিরূপিত হওয়ায় স্বাধ্যায়ের সংস্কার্য্যকর্মত্বমাত্রস্বীকারে এই বাক্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ, কেবল স্বাধ্যায় নিষ্প্রয়োজন। অগত্যা স্বীকার্য্য, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিবাক্যে কেবল স্বাধ্যায় কর্মরূপে অন্বয়ের অযোগ্য হওয়ায় অর্থাববোধবিশিষ্ট স্বাধ্যায়েরই প্রাপ্যকর্মত্ব উক্ত বিধিবাক্যে বিবক্ষিত। তাহা হইলে বিশেষণীভূত বেদার্থাববোধার্থই অধ্যয়ন উক্তবাক্যে বিহিত হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ হইল।

বস্তুতঃ অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায়-সংস্কারপক্ষেও স্বীকার করিতে হইবে যে অধ্যয়নসংস্কৃত স্বাধ্যায়ের দ্বারাই অর্থজ্ঞান কর্তব্য, পুস্তকাদিপঠিত স্বাধ্যায় দ্বারা নহে, ইহাই স্বাধ্যায়-বিধির পর্য্যবসিত অর্থ। ভাট্টমতানুগামী ভামতীকারও অপশূদ্রাধিকরণে স্বীকার করিয়াছেন যে অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায়ের সংস্কারই ফল। কিন্তু তিনিও সেই স্থলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সংস্কৃতস্বাধ্যায়ের দৃষ্টদ্বারে উপযোগ সম্ভব হইলে তাহার অদৃষ্টার্থত্ব স্বীকার্য্য নহে। সুতরাং ভামতীকারও অধীত স্বাধ্যায়ের দ্বারা কর্মাববোধ ও ব্রহ্মাববোধই ব্যবস্থাপিত করায় অর্থজ্ঞাননিমিত্তই অধ্যয়ন কর্তব্য, এইরূপ ভাট্টসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই।[৩০] অনুরূপভাবে অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায়সংস্কারস্বীকার যে অর্থাববোধের অধ্যয়নভাব্যত্বের বাধক নহে তাহা প্রদর্শন করিতে সায়ণাচার্য্য অথর্ববেদভাষ্যভূমিকায় বলিয়াছেন (পৃঃ ১২৫), "অর্থাববোধার্থমেব অধ্যয়নং বিধীয়তে। ননু পদপদার্থব্যুৎপত্তিমতাং পুংসাং বিধিমন্তরেণাপি অর্থাববোধো জায়তে ইতি বিধ্যানর্থক্যম্ ইত্যুক্তম্ ইতি চেৎ ? ন, অধ্যয়নসংস্কৃতেনৈব স্বাধ্যায়েন অর্থং জানীয়াৎ, ন পুস্তকাদিপঠিতেন ইতি নিয়মার্থত্বাদ্ বিধেঃ।" সুতরাং স্বাধ্যায় অধ্যয়ন-সংস্কৃত হইলেও বেদার্থাববোধই স্বাধ্যায়াধ্যয়নের ভাব্য, এইরূপ ভাট্টসিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হইল। বস্তুতঃ শাস্ত্রদীপিকাকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে অধীতবেদ ত্রৈবর্ণিকেরই অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অধিকার বিদ্যমান, অনধীতবেদ শূদ্রাদির অধিকার নাই, ইহা অধ্যয়নে নিয়মবিধি স্বীকার ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অধিকারবিধি আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি অধিকারবিধিবাক্যে "স্বর্গকামঃ" পদ সামান্যতঃ শ্রুত হওয়ায় ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় শূদ্রাদিরও অগ্নিহোত্রাদিকর্মে অধিকার প্রাপ্ত হইবে, কারণ উক্ত বিধিবাক্যসমূহে অধিকারবিশেষের উল্লেখ নাই, বরং শূদ্রাদির স্বর্গকামনা থাকায় তাহারও কর্মানুষ্ঠানে অধিকার সম্ভব। "স্বর্গকামঃ"-পদবলে শূদ্রাদির কর্মাধিকার স্বীকার করিলে তাহার বেদবিদ্যায় অধিকার অর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ হইবে—শূদ্রও যখন ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় স্বর্গকাম, কর্মানুষ্ঠানব্যতিরেকে যখন স্বর্গলাভ সম্ভব নহে এবং বিদ্যা বা জ্ঞানব্যতিরেকেও

২৯ মনু সং ২।৩৯, "সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতা ॥"

৩০ বৈদিক কর্মের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাতেও শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা স্থাপন প্রসঙ্গে ভামতীকার বলিয়াছেন (ভামতী ১।৩।৩৪ পৃঃ ৩৫৩), "দৃষ্টশ্চ স্বাধ্যায়স্যাধ্যয়নসংস্কারঃ। তেন হি পুরুষেণ স প্রাপ্যতে, প্রাপ্তশ্চ ফলবৎকর্মব্রহ্মাববোধমভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনমুপজনয়তি।...যদা চাধ্যয়নসংস্কৃতেন স্বাধ্যায়েন ফলবৎকর্মব্রহ্মাববোধো ভাব্যমানঃ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজন ইতি স্থাপিতম্, তদা যস্যাধ্যয়নং তস্যৈব কর্মব্রহ্মাববোধঃ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনঃ, নান্যস্য। যস্য চোপনয়নসংস্কারঃ তস্যৈবাধ্যয়নং; স চ দ্বিজাতীনামেব ইতি উপনয়নাভাবেনাধ্যয়নসংস্কারাভাবাৎ পুস্তকাদিপঠিতস্বাধ্যায়জন্যোঽর্থাববোধঃ শূদ্রাণাং ন ফলায় কল্পতে [সমর্থো ভবতি] ইতি শাস্ত্রীয়সামর্থ্যাভাবাৎ ন শূদ্রো ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিক্রিয়তে ইতি সিদ্ধম্।" কল্পতরুকার ভামতীর "সংস্কার" পদের অর্থ বলিয়াছেন "অবাপ্তি" (কল্পতরু ঐ পৃঃ ৩৫৩) অর্থাৎ অক্ষরপ্রাপ্তি, সুতরাং "সংস্কার"পদ সংস্কৃতিসংস্কারকে না বুঝাইয়া প্রাপ্তিসংস্কারকে বুঝাইতেছে। অতএব ভামতীকার "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধি ব্যাখ্যা করিতে সম্পূর্ণরূপে ভট্টমতেরই অনুগমন করিয়াছেন। "সংস্কার" পদের সংস্কৃতিসংস্কার অর্থ গ্রহণ করিলেও যে অর্থাববোধ ফলরূপে স্বীকার্য্য তাহা পরের পংক্তিতেই সায়ণাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইবে। ভামতীকার বলিতেছেন যে পূর্বমীমাংসামতে কর্মাববোধ যেমন স্বাধ্যায়-অধ্যয়নের দৃষ্টফল এবং উহার প্রয়োজন অভ্যুদয় (ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি), সেইরূপ অদ্বৈতমতে ব্রহ্মাববোধই অধ্যয়নের দৃষ্টফল এবং উহার প্রয়োজন নিঃশ্রেয়স (পরা মুক্তি)।

যখন কর্মানুষ্ঠান সম্ভব নহে, তখন ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় শূদ্রাদিরও অবিশেষে বেদবিদ্যায় অধিকার কল্পনীয়। অধ্যয়নব্যতিরেকেও যখন বেদার্থবিদ্যার্জন সম্ভব নহে, তখন শূদ্রাদিরও বেদাধ্যয়নে অধিকার কল্পনীয়। ফলে মীমাংসাদর্শনের অপশূদ্রাধিকরণের (মীঃ সূঃ ৬।১।৭ম অধিঃ) সহিত বিরোধ অনিবার্য্য। এইজন্য বলা হয় যে স্বাধ্যায়বিধিই বৈদিককর্মে অধিকার নিয়মন করিয়া থাকে। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধিবাক্যের দ্বারা অধ্যয়ননিয়ম প্রাপ্ত হইলে বুঝা যায় যে অনধীতবেদ-শূদ্রাদির কর্মাধিকার নাই। যদি অধ্যয়নবিধি না থাকিত তবে কেবল "স্বর্গকামঃ", "পশুকামঃ", "বৃষ্টিকামঃ", "গ্রামকামঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবলেই শূদ্রাদিরও বৈদিককর্মানুষ্ঠানে, তথা বেদবিদ্যায়, তথা বেদাধ্যয়নে অধিকার অবশ্যই শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণসিদ্ধ হইত। অধ্যয়ননিয়মবিধি থাকিলেই তবে অধ্যয়নপূর্বক শ্রৌতার্থজ্ঞানবিশিষ্ট ত্রৈবর্ণিকেরই কর্মানুষ্ঠানে অধিকার সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন হইবে, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধিবাক্যেও যখন "স্বর্গকামঃ" বাক্যের ন্যায় ত্রৈবর্ণিক শ্রুত হয় নাই, তখন স্বাধ্যায় অধ্যয়নে ত্রৈবর্ণিকেরই অধিকারনিয়ম কিরূপে সিদ্ধ হইবে ?

ইহাতে শাস্ত্রদীপিকাকারের উত্তর এইরূপ।

"ব্রীহিন্ প্রোক্ষতি" এই বিধিবাক্যে "ব্রীহি" পদে দ্বিতীয়াশ্রুতির দ্বারা বুঝা যায় যে ব্রীহির প্রোক্ষণরূপ সংস্কারকর্ম গুণকর্ম বলিয়া উক্ত প্রোক্ষণ যাগরূপপ্রধানকর্মেরই উপকারক বা অঙ্গ হইয়া থাকে, ফলে প্রোক্ষণসংস্কারসংস্কৃত ব্রীহির দ্বারা কি হইবে ?—এই প্রকার প্রোক্ষণের প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত হয়। অনুরূপভাবে, "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যম্, শরদি বৈশ্যম্" এই শ্রুতিতে ব্রাহ্মণাদি পদে দ্বিতীয়া নির্দ্দেশ থাকায় উপনয়নসংস্কারের প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হয়—"উপনয়নসংস্কৃতাঃ ত্রৈবর্ণিকাঃ কিমস্মাভিঃ কর্ত্তব্যম্ ?" (শাঃ দীঃ জিজ্ঞাসাধিকরণ, পৃঃ ১৫) অর্থাৎ, "উপনয়নসংস্কৃতত্রৈবর্ণিক আমাদের কর্ত্তব্য কি ?" অপরদিকে, উপনয়নবিধিসন্নিধানে পঠিত অনির্দ্দিষ্টকর্তৃক অধ্যয়নবিধিও কর্ত্তাকে অপেক্ষা করিয়া থাকে—কে স্বাধ্যায়-অধ্যয়ন করিবে ? এইরূপভাবে উপনয়নবিধির প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা এবং অধ্যয়নবিধির কর্ত্তার আকাঙ্ক্ষা থাকায় নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায়ে পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষাবশতঃ, সন্নিধিবশতঃ এবং যোগ্যত্ববশতঃ উভয় বিধিবাক্যের মধ্যে বাক্যৈকবাক্যতা হইয়া থাকে—"ত্রৈবর্ণিকৈরেবোপনীতৈরক্ষরগ্রহণেন অধ্যয়নাদিপরম্পরয়া অর্থজ্ঞানং কর্ত্তব্যম্" (শাঃ দীঃ ঐ পৃঃ ১৫), অর্থাৎ "উপনয়নসংস্কারসংস্কৃত ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই অক্ষরগ্রহণরূপ অধ্যয়নপরম্পরায় বেদার্থজ্ঞান কর্ত্তব্য।" ইহার ফলে উপনয়নসংস্কার সপ্রয়োজন বা সফল হয় এবং অধ্যয়নে কর্ত্তার আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত হয়—উপনয়নসংস্কাররূপ গুণকর্ম অধ্যয়নের অঙ্গ হইয়া অধ্যয়নের যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া থাকে। আবার, অধ্যয়নও অর্থজ্ঞানরূপ দৃষ্টফলের নিমিত্তই স্বীকৃত হইয়া থাকে। পুনরায়, অর্থজ্ঞানও কর্মানুষ্ঠানের উপায়রূপে স্বীকৃত। কর্মানুষ্ঠানও স্বর্গাদিফল উৎপন্ন করিয়া সফল। এইরূপভাবে, উপনয়ন, অধ্যয়ন, অর্থজ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান—ইহারা সকলেই পরম্পরায় অথবা সাক্ষাৎভাবে ফলবান। সুতরাং কেবল কামশ্রুতিবলে চতুর্থবর্ণের কর্মাধিকার ও বিদ্যাধিকার আক্ষিপ্ত হইতে পারিবে না, বরং কামশ্রুতিই অধ্যয়নবিধির দ্বারা নিয়মিত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে অপশূদ্রাধিকরণে বক্ষ্যমাণ এই অধিকারনিয়ম অধ্যয়নবিধির প্রসাদলভ্য। ফলে অর্থজ্ঞানাবসান অধ্যয়নই অধ্যয়নবিধির দ্বারা বিহিত হওয়ায় উহা সফল ও দৃষ্টফলক। এই তাৎপর্য্যে পার্থসারথি মিশ্র বলিয়াছেন (শাঃ দীঃ ১।১।১ম অধিঃ শ্লোঃ ৪ পৃঃ ১৪) "লভ্যমানে ফলে দৃষ্টে নাদৃষ্টপরিকল্পনা। বিধেশ্চ নিয়মার্থত্বান্নানর্থক্যং ভবিষ্যতি॥" গুরুমুখোচ্চারণানূচ্চারণরূপাধ্যয়নপূর্বকং সম্পাদিতেনৈব বেদেন অর্থজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ—অধ্যয়নবিধির এই প্রকার নিয়মার্থত্ববশতঃ আনর্থক্যপ্রসঙ্গ নাই।

আপত্তি হইবে, অধ্যয়নবিধি অর্থজ্ঞানপর্য্যবসায়ী হউক, কিন্তু "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধিবাক্যে মীমাংসা অথবা বিচারবোধক কোন পদই না থাকায় উক্ত বাক্যের দ্বারা বেদবাক্যের বিচার-কর্ত্তব্যতা কিরূপে উপস্থিত হইবে। "স্বাধ্যায়" পদে স্বশাখীয় বেদবাক্যসমূহ এবং "অধ্যেতব্যঃ" পদে অধ্যয়নকর্ত্তব্যতামাত্র উপস্থিত হয়। সুতরাং উক্ত বাক্যে স্বাধ্যায়াধ্যয়নের কর্ত্তব্যতা বুদ্ধিস্থ হইলেও বিচারকর্ত্তব্যতাবোধক পদের অভাবে বিচারও উক্ত বিধিবাক্যমূলক হইতে পারে না।

উক্ত আপত্তির সমাধান এইরূপ।

"অধ্যেতব্যঃ" এই পদের দুই প্রকার বিবরণ সম্ভব—"অধ্যয়নং কুর্য্যাৎ" এবং "অধ্যয়নেন কুর্য্যাৎ।" যেমন "পচতি" পদের দুই প্রকার বিবরণ স্বীকৃত হইয়া থাকে—"পাকং করোতি" এবং "পাকেন করোতি।" যে-স্থলে দ্বিতীয়ান্তপদ ব্যতিরেকেই "পচতি" পদের প্রয়োগ হয়—যেমন "দেবদত্তঃ পচতি"—সেই স্থলে "পাকং করোতি" এইরূপ বিবরণ স্বীকার্য্য—"দেবদত্তঃ পচতি" অর্থাৎ "দেবদত্তঃ পাকং করোতি।" কিন্তু যে-স্থলে দ্বিতীয়ান্তপদসমভিব্যাহারে "পচতি" পদের প্রয়োগ হইবে যেমন "পচতি ওদনম্"[৩১]—সেইস্থলে "পাকেন ওদনং করোতি" এইরূপ বিবরণ গ্রহণীয়; "পাকং করোতি ওদনম্" এই প্রকার বিবরণ যথার্থ নহে। কৃ ধাতু এককর্মক, দ্বিকর্মক নহে। এক্ষণে যদি প্রথমে প্রমাণান্তরের দ্বারা পাকের ফল অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলেই "পচতি" এইরূপ কেবল প্রয়োগ হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। আলোচ্য "অধ্যেতব্যঃ" বিধিবাক্যস্থলে যদি অধ্যয়নের ফল কোন প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে "অধ্যয়নং কুর্য্যাৎ" এইরূপ বিবরণই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যদি প্রমাণান্তরদ্বারা অধ্যয়নের ফল সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে "অধ্যয়নেন ফলং কুর্যাৎ" এই প্রকার বিবরণই গ্রহণযোগ্য। এক্ষণে "অধ্যেতব্যঃ" পদে কর্মে তব্য প্রত্যয়ের দ্বারা স্বাধ্যায়ের কর্মত্ব অভিহিত হওয়ায় স্বাধ্যায় যে অধ্যয়নের ফল তাহা প্রমাণান্তরের দ্বারা অনধিগত। সুতরাং এইস্থলে "অধ্যয়নেন স্বাধ্যায়ং কুর্যাৎ" এইরূপ বিবরণই অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কেবল স্বাধ্যায়পদবাচ্যবেদের কর্মত্ব কোনরূপেই বিচারসহ নহে বলিয়া বেদার্থববোধকেই অধ্যয়নের প্রাপ্তিসংস্কাররূপ ফলরূপে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বেদাধ্যয়নে বেদার্থের আপাতজ্ঞানের উদয় হইলেও সন্দেহ-বিপর্যয়বিনির্মুক্ত নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান বা নির্ণয় উৎপন্ন হয় না। ন্যায়সূত্রকার বলিয়াছেন (ন্যাঃ সূঃ ১।১।৪১), "বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ" অর্থাৎ তর্কবিষয়ে সংশয়পূর্বক স্বপক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষসাধনের খণ্ডনদ্বারা পদার্থের অবধারণ বা নিশ্চায়ক জ্ঞানই নির্ণয়।[৩২] সুতরাং নির্ণয়ের জন্য বিষয়, তদ্বিষয়কসংশয়, যুক্তির দ্বারা পূর্বপক্ষস্থাপন ও তাহার খণ্ডন এবং পরিশেষে দৃঢ়রূপে স্বপক্ষস্থাপন আবশ্যক। এইরূপে অর্থনির্ণয় মনন বা বিচারসাপেক্ষ। বিচার করিলে অর্থনির্ণয় হয়, না করিলে হয় না, ইহা লোকতঃ অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ। সুতরাং বৈধবেদাধ্যয়নপূর্বক অর্থজ্ঞান ও বেদার্থনির্ণয়ের মধ্যে সন্দংশন্যায়ে[৩৩] বিচার পতিত হওয়ায় উহা অবশ্যই বেদার্থনির্ণয়ে অঙ্গ। বেদার্থনির্ণয়ব্যতীত বেদার্থের সংশয়বিপর্য্যয়াকুল আপাতজ্ঞানের দ্বারা

৩১ "ওদন" শব্দের অর্থ সিদ্ধান্ন—উনত্তি ক্লিদ্যতি ইতি ওদনঃ। "ওদন" পদ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় (অমরকোশ, বৈশ্যবর্গ ১৩৯) "ওদনোঽস্ত্রী।" আলোচ্য বাক্যে "ওদন" পদ পুংলিঙ্গে অথবা ক্লীবলিঙ্গে যে-লিঙ্গেই ব্যবহৃত হউক না কেন উহা দ্বিতীয়ার একবচনের রূপ। ক্লিদূ আর্দ্রীভাবে। ক্লিদূ দিবাদিগণীয় ধাতু।

৩২ তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে প্রত্যক্ষে,শাস্ত্রে ও বাদকথায় বিমর্শ বা সংশয় না থাকিলেও প্রত্যক্ষাদিত্রয়ে অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় বর্ত্তমান (তাঃ টীঃ ১।১।৪১ পৃঃ ৩৩১), "অর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ ইতি এতাবন্মাত্রং [নির্ণয়-সামান্য-] লক্ষণম্ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নপ্রত্যক্ষে ভবতি ইতি যোজনা।...ন হি জ্যোতিষ্টোমাদীনাং স্বর্গাদিসম্বন্ধনির্ণয়ে আগমেন কর্ত্তব্যে বিমর্শোঽস্তি, নাপি বাদজল্পবিতণ্ডাসু বিমর্শঃ, নিশ্চিতয়োরেব বাদিনোস্তত্র প্রবৃত্তেঃ।" কিন্তু পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই এইরূপ ন্যায়সূত্রব্যাখ্যা অগ্রহণীয়। স্ফীতালোক মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ঘটের সহিত সমনস্কব্যক্তির ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইলে সংশয়ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ হইলেও এমন কোন কোন বিষয়বিশেষ বর্ত্তমান যাহাদের প্রত্যক্ষসত্ত্বেও সংশয় বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়—বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের ব্রহ্মবিচারকালে প্রত্যক্ষীভূতবিষয়েও সংশয়নিবৃত্তির জন্য বিচারের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইবে। বস্তুতঃ ধর্ম ও ব্রহ্মবিষয়ে সংশয় না থাকিলে উভয় মীমাংসাশাস্ত্রই অনারম্ভণীয় হইত। এমন কি জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের স্বর্গসাধনত্বে এবং "স্বর্গ" পদের অর্থবিষয়ে সংশয় না থাকিলে যে মীমাংসাদর্শনের স্বর্গকামাধিকরণ (মীঃ সূঃ ৬।১।১ম অধিঃ) আরম্ভ করা যাইবে না, তাহা অধিকারবিধি আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইজন্য রামানুজাচার্য্য তাঁহার তন্ত্ররহস্যে মীমাংসার লক্ষণ দিয়াছেন (তন্ত্ররহস্য, ৫ম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৩) "বেদবাক্যার্থসংশয়ে সতি তন্নির্ণয়ৌপয়িকন্যায়নিবন্ধনং শাস্ত্রং মীমাংসা।" জল্প ও বিতণ্ডায় বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষে সংশয় না থাকিলেও মধ্যস্থের সংশয় বিদ্যমান। বাদ কথায় মধ্যস্থ না থাকিলেও এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন গুরুর সংশয় না থাকিলেও শিষ্যাদির সংশয় বিদ্যমান। এইজন্য শারীরকভাষ্যে, পঞ্চপাদিকাগ্রন্থে, বিবরণাদিতে ন্যায়সূত্র উদ্ধৃত হইলেও অদ্বৈতাচার্য্যগণ সেই সমস্ত ন্যায়সূত্রের সর্বত্র নৈয়ায়িকসম্মত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই।

৩৩ "সন্দংশ" শব্দের অর্থ সাঁড়াশি। ইহার দুইটি ফলার মধ্যে যাহা আসিয়া পড়ে তাহা যেমন দৃঢ়রূপে ধৃত হয়, সেইরূপ আপাতজ্ঞান ও নির্ণয়ের মধ্যে পতিত হওয়ায় বিচার দৃঢ়ভাবে ধৃত হইয়াছে।

কর্মানুষ্ঠান সম্ভব নহে। বেদার্থের আপাত অর্থবোধ ও বেদার্থনির্ণয়ের মধ্যে কিরূপে সন্দংশন্যায়ে বেদার্থবিচার পতিত হইবে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

"কুঠারেণ ছিন্দ্যাৎ" এইরূপ লৌকিক বিধিবাক্যশ্রবণে বুঝা যায় যে কুঠার দ্বৈধীভাবরূপফলের সাধন। এইরূপভাবে বাক্যার্থাববোধ হইলে শঙ্কা উদিত হয়, "কথং কুঠারেণ দ্বৈধীভাবং সম্পাদয়েৎ ?" অর্থাৎ, কুঠারের দ্বারা কিরূপে দ্বৈধীভাব সম্পাদন করা হইবে ? কারণ দ্বৈধীভাবের প্রতি কুঠার সাধন, এই প্রকার দ্বৈধীভাবসাধনবিষয়ক সামান্য-জ্ঞান কাহাকেও কর্মে প্রেরণ করিতে সমর্থ নহে। এই প্রকার আকাঙ্ক্ষার লৌকিক সমাধান এই যে কুঠারের উদ্যমননিপাতনদ্বারা দ্বৈধীভাব সম্পাদনীয়। দ্বৈধীভাবের সাধনরূপ কুঠারের দ্বারা দ্বৈধীভাবরূপ ফলের নিষ্পত্তিতে উদ্যমন-নিপাতনরূপক্রিয়া কুঠারের উপকারকরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। উক্ত ক্রিয়া ব্যতিরেকে কেবল কুঠারের দ্বারা দ্বৈধীভাব সম্ভব না হওয়ায় দ্বৈধীভাবরূপ চরমফল উদ্যমননিপাতনসাধ্যও বটে। এইরূপ অবান্তর ব্যাপার "ইতিকর্তব্যতা" শব্দদ্বারা ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে,—কর্তব্যতার প্রকারবিশেষই ইতিকর্তব্যতা। তাহা হইলে "কুঠারেণ ছিন্দ্যাৎ" এইস্থলে "উদ্যমন-নিপাতনে"র সহিত অন্বয়ের অনন্তরই উক্তবাক্য নিরাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্যের আকার এইরূপ—"উদ্যম্য নিপাত্য কুঠারেণ ছিন্দ্যাৎ।" অনুরূপভাবে, স্বাধ্যায়বিধিবাক্য-শ্রবণের অনন্তর "অধ্যয়নেন অর্থজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ" এইরূপ বাক্যার্থাববোধ হইলে শঙ্কা উৎপন্ন হইয়া থাকে, "কথম্ অধ্যয়নেন অর্থজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ ?" এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিষ্পত্তিপ্রকার এইরূপ—"বেদার্থং বিচার্য্য বেদাধ্যয়নেন বেদার্থনির্ণয়ং সম্পাদয়েৎ।" সুতরাং "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিবাক্যে "বিচার্য্য" এই পদের যোজনা ব্যতিরেকে উক্ত বিধিবাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ না হওয়ায় ঐ বিধিবাক্যে বিচারবোধকপদও বিদ্যমান বলিয়া ইহাই উপপন্ন হয় যে স্বাধ্যায়-অধ্যয়ন ও বিচার একবিধিমূলকই। অতএব গুরুকুলে অবস্থান করিয়াই বেদবাক্যবিচার কর্তব্য। ফলে বেদার্থনির্ণয়েই স্বাধ্যায়-বিধির পর্য্যবসান।[৩৪]

অধ্যয়নবিধির এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ মনে রাখিয়াই মহর্ষি জৈমিনি "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" সূত্র রচনা করিয়াছেন। "অথ" শব্দ অনেকবাচী হইলেও মীমাংসাসম্প্রদায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে সূত্রস্থ "অথ" পদ আনন্তর্য্য অর্থে গৃহীত হইয়াছে। কাহার অনন্তর ধর্মজিজ্ঞাসা ?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তর, "বেদাধ্যয়নের অনন্তর।" সূত্রস্থ "অতঃ" পদ হেত্বর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—যেহেতু অধ্যয়ন অর্থনির্ণয়ফলক, সেইহেতু অধ্যয়নের ন্যায় বেদার্থবিচারও বৈধ অর্থাৎ স্বাধ্যায়-বিধিপ্রাপ্ত। যেহেতু বিচার বৈধ, সেইহেতু ধর্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ বেদার্থবিচার কর্তব্য, ইহাই সূত্রার্থ। বস্তুতঃ "অথ" ও "অতঃ" পদদ্বয়ের অন্বয়ের অনুরোধেই সূত্রে "কর্তব্যা" পদ অধ্যাহার করিতে হইবে। অশ্রুত পদান্তরকল্পনাই অধ্যাহার এবং সম্ভবপক্ষে ইহা পরিত্যাজ্য হইলেও প্রথম মীমাংসাসূত্রে "কর্তব্যা" পদ অধ্যাহর্তব্য, অন্যথা সূত্র সাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়িবে।[৩৫] "অথ" অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের অনন্তর, "অতঃ" অর্থাৎ বেদাধ্যয়নহেতু ধর্মজিজ্ঞাসা বা

৩৪ অধ্যয়নবিধি যে দৃষ্টার্থক তাহা ভাট্ট, প্রাভাকর ও বিবরণ—এই তিন সম্প্রদায়েরই সম্মত। কিন্তু অধ্যয়নবিধির অর্থাববোধপর্য্যন্ততাবিষয়ে এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে ভাট্ট সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে অধ্যয়নবিধি অর্থনির্ণয়পর্য্যবসান। এইরূপ মত সায়ণাচার্য্য তাঁহার ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় পুরুষার্থানুশাসনের সূত্র উদ্ধৃতিপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার প্রথম সূত্র (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪১), "বৈধমর্থনির্ণয়ং ভট্টগুরূ বিধেঃ পুমর্থাবসানাৎ" অর্থাৎ ভট্টকুমারিল ও গুরু প্রভাকরের মতে অধ্যয়নবিধি বৈধ অর্থনির্ণয়ে পর্য্যবসিত হওয়ায় পুরুষার্থের সাধক। তাৎপর্য্য এই, সর্বস্থলে বিধিমাত্র পুরুষার্থ-পর্য্যবসায়ী, এইরূপ নিয়ম থাকায় অধ্যয়নবিধিস্থলেও পুরুষার্থস্বরূপ যে ফলবৎ অর্থনিশ্চয়, তাহা অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত। এক্ষণে দেখা যায় যে একবার অধ্যয়ন করিলে, এমন কি আবৃত্তিসহিত অধ্যয়ন করিলেও অর্থনিশ্চয় হয় না; সুতরাং অর্থনিশ্চয়লাভের জন্য অর্থনিশ্চয়ের হেতু যে বিচার, সেই বিচারই অধ্যয়নবিধিবলে কল্পনা করিতে হইবে—(ঐ পৃঃ ৪১ দ্বিতীয় সূত্র), "স [অধ্যয়নবিধিঃ] বিচারমাক্ষিপেৎ।" সুতরাং বিচার আক্ষিপ্ত অর্থাৎ অর্থাপত্তি-প্রমাণলভ্য। সায়ণাচার্য্য যে বলিয়াছেন প্রাভাকরমতেও অধ্যয়নবিধি অর্থনির্ণয়াবসান, ইহা বুঝা যায় না; কারণ প্রাভাকর সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীতে, এমনকি জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরেও প্রদর্শিত হইয়াছে যে অধ্যয়নবিধি বেদাক্ষরগ্রহণপর্য্যবসান। বিশেষতঃ প্রাভাকর সিদ্ধান্তে অধ্যাপনবিধিই অধ্যয়নে প্রবর্তক। পরে প্রাভাকর মত আলোচিত হইবে।

৩৫ আকাঙ্ক্ষা নির্বাহের জন্য অধ্যাহার, আবৃত্তি, অনুষঙ্গ ও অনুবৃত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অশ্রুত পদের বা

বেদার্থবিচার, ইহামাত্রশ্রবণে আকাঙ্ক্ষা হইবে, বেদার্থবিচার করিলে কি? "ভবতি" পদ অধ্যাহার করিলে সূত্রবাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ হয় বটে, কিন্তু ক্লেশকর বিচার অপুরুষার্থ হওয়ায় বেদাধ্যয়নের অনন্তরই বেদাধ্যয়নহেতু বেদবাক্যবিচার হইয়া থাকে, ইহা বলা যায় না। বিশেষতঃ সূত্রে "কর্ত্তব্যা" পদ অধ্যাহার না করিলে স্বাধ্যায়বিধিলভ্য বিচার-কর্ত্তব্যত্ব বুদ্ধিস্থ হয় না, ফলে মাণবক গুরুকুলে অবস্থান করিয়া বেদবাক্যবিচারে প্রবৃত্তও হয় না; যেহেতু শাস্ত্রীয়বিধিই শাস্ত্রীয়কর্মে প্রবর্ত্তক, যেমন, লৌকিকবিধি লৌকিককর্মে প্রবর্ত্তক। সুতরাং সূত্রের আকার হইবে—"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা।" যেহেতু অধর্ম হইতে পৃথক্‌রূপে না বুঝিলে ধর্মনির্ণয় সম্ভব নহে, সেইহেতু সূত্রের "ধর্ম" পদ অধর্মের উপলক্ষণ। কেহ কেহ সূত্রের "অতঃ" পদ ও "ধর্ম" পদের মধ্যে লুপ্ত অকার গ্রহণ করিয়া "অথাতোঽধর্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ সূত্রপাঠের সাহায্যে অধর্মজিজ্ঞাসাও প্রতিপাদনে সচেষ্ট—সূত্র বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ বহু অর্থের সূচক বলিয়া ঐরূপ অর্থলাভ সূত্রের ভূষণ, দূষণ নহে। বস্তুতঃ, যেহেতু বৈদিকবিধিবাক্য সাক্ষাৎভাবে ধর্ম ও নিষেধবাক্য সাক্ষাৎভাবে অধর্ম এবং অর্থবাদাদি বাক্যত্রয় পরম্পরায় ধর্মাধর্ম[৩৬] প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সেইহেতু কোন কোন মীমাংসকমতে সৌত্র "ধর্ম" পদে বেদার্থমাত্র বুঝিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, সৌত্র "ধর্ম" পদ ধর্মবিষয়ক প্রমাণাদিরও উপলক্ষক বলিয়া প্রমাণাদিও বেদার্থ অর্থাৎ বেদের অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং প্রথম সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ "অথাতো বেদার্থবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ।" এইস্থলে লক্ষণীয়, কখন বৈদিকবাক্যকে, কখনও বা বেদার্থকে বিচার্য্য বলা হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে শব্দ ও অর্থ পরস্পর অব্যভিচারী বলিয়া একের বিচারে অন্যের বিচার স্বতঃপ্রাপ্ত। বৈদিক পদ, বাক্য, পদার্থ ও বাক্যার্থ, এ-সমস্তই মীমাংসাদর্শনে বিচার্য্য। এইজন্য অগ্নিহোত্রযাগরূপ অর্থ ও "অগ্নিহোত্র" নাম উভয়ই মীমাংসাসূত্রসমূহে বিচারিত হইয়াছে।

জ্ঞা ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া "জিজ্ঞাসা" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; উহার অর্থ জ্ঞানের ইচ্ছা। কিন্তু "জিজ্ঞাসা" পদের এইরূপ মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে উহার সহিত অধ্যাহৃত "কর্ত্তব্যা" পদের অন্বয় হয় না; কারণ জ্ঞা ধাতুর অর্থ জ্ঞান বা সন্ প্রত্যয়ের অর্থ ইচ্ছা, ইহাদের কোনটিই কর্ত্তব্য অর্থাৎ কৃতিসাধ্য নহে; বরং কৃতিই জ্ঞানসাধ্য ও ইচ্ছাসাধ্য—"জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ।" সুতরাং অধ্যাহৃত "কর্ত্তব্যা" পদের সহিত সৌত্র "জিজ্ঞাসা" পদের অন্বয়ের অনুপপত্তি হওয়ায় বুঝা যায় যে "জিজ্ঞাসা" পদের মুখ্যার্থে প্রয়োগ মহর্ষির তাৎপর্য্য নহে। অতএব তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃ "জিজ্ঞাসা" পদের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, সেই লাক্ষণিকার্থ কি হইবে? উত্তর এই, বিচারই "জিজ্ঞাসা" পদের লক্ষণালভ্য অর্থ; কারণ বেদাক্ষরগ্রহণরূপ অধ্যয়নের পর বেদার্থের আপাতজ্ঞান কর্ত্তব্য বা কৃতিসাধ্য না হইলেও সংশয়-বিপর্য্যয়বিনির্মুক্ত অর্থাবধারণ বা অর্থনির্ণয় অবশ্যই বিচারসাধ্য। যে-বিষয় সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষতঃ অজ্ঞাত তাহাই বিচারের বিষয় হইতে পারে; সর্বথা জ্ঞাত ও সর্বথা অজ্ঞাত বিষয়ে বিচার প্রবর্ত্তিত হয় না।[৩৭] সুতরাং বুঝিতে হইবে যে বেদগ্রহণদ্বারা ধর্মবিষয়ে সামান্যতঃ জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু

পদসমূহের অনুসন্ধান বা বুদ্ধিতে উপস্থিতিই অধ্যাহার। অধ্যাহার দ্বিবিধ—শব্দাধ্যাহার ও অর্থাধ্যাহার। আকাঙ্ক্ষিত অর্থের বোধক পদের অনুসন্ধান শব্দাধ্যাহার এবং আকাঙ্ক্ষিত অর্থের অনুসন্ধান অর্থাধ্যাহার। ন্যায় সম্প্রদায় শব্দাধ্যাহার স্বীকার করিলেও অর্থাধ্যাহার স্বীকার করেন না, মীমাংসাসম্প্রদায় উভয়বিধ অধ্যাহারই স্বীকার করিয়া থাকেন। আবৃত্ত্যাদিস্থলে শ্রুতপদেরই অনুসন্ধান কল্পনা করিতে হয়। তন্মধ্যে স্বস্থানস্থিতপদের পুনরনুসন্ধান আবৃত্তি। স্থানান্তরস্থিত কিন্তু নিকটতর পদের অনুসন্ধানই অনুষঙ্গ এবং স্থানান্তরস্থিত দূরবর্তী পদের অনুসন্ধানই অনুবৃত্তি। অনুবৃত্তি আবার সিংহাবলোকিত, মণ্ডূকপ্লুতি ও গঙ্গাস্রোতের ন্যায় ত্রিবিধ। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অশ্রুতপদের কল্পনা থাকায় অধ্যাহার সর্বাপেক্ষা গুরু। অবশ্য বেদে শ্রুতপদের আবৃত্তিও দোষের, কারণ উহাতে বাক্যভেদদোষ হয়। শ্রুতপদেরই অনুসন্ধান থাকায় অনুষঙ্গ ও অনুবৃত্তি লঘুদোষবিশিষ্ট। তন্মধ্যে অনুষঙ্গ লঘুতর, কারণ উহাতে নিকটতর পদের অনুসন্ধান করিতে হয়। পাণিনি-সূত্রে এইরূপ অনুষঙ্গ ও অনুবৃত্তির ভূরি প্রয়োগ বিদ্যমান। দ্রষ্টব্য দিনকরী ও রামরুদ্রী কাঃ ৮৪ পৃঃ ৩১৪-১৫।

৩৬ স্তুত্যর্থবাদ পরম্পরায় ধর্ম ও নিন্দার্থবাদ পরম্পরায় অধর্মের প্রতিপাদক।

৩৭ ন্যায়মঞ্জরী ১।১।১ পৃঃ ৯, "তত্র নানুপলব্ধেঽর্থে ন প্রবর্ত্ততে। কিন্তু সংশয়িতে ন্যায়স্তদঙ্গং তেন সংশয়ঃ॥" আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী "উপপাদন" পদের অর্থ বলিয়াছেন (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "বিপ্রতিপত্তিবাক্যস্য

বিশেষতঃ না হওয়ায় ধর্মনির্ণয় হয় নাই। অতএব ধর্মবিচার প্রয়োজন। বিচারের লক্ষণ এই,—"সন্দিগ্ধে বস্তুনি বস্তুপ্রতিপাদকবাক্যে বা সতর্কপ্রমাণেন তত্ত্বপরীক্ষায়াং তদনুগুণো মননাখ্যঃ মনোব্যাপারবিশেষঃ বিচারো নাম।" এইরূপ মননক্রিয়ারূপবিচার কৃতিসাধ্য বা কর্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইবার যোগ্য। সুতরাং বেদাধ্যয়নের অনন্তর বেদার্থের আপাতজ্ঞান এবং অধ্যয়নবিধিসমর্পিত বেদার্থনির্ণয়ের মধ্যে বেদার্থের বা বেদবাক্যের বিচাররূপ ইতিকর্তব্যতা সন্দংশন্যায়ে ধৃত হওয়ায় বিচারই "জিজ্ঞাসা" পদের লাক্ষণিক অর্থ। শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা বেদার্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত হইলেও উহা সম্পূর্ণভাবে সংশয়-বিপর্যায়মুক্ত না হওয়ায় সংশয়-বিপর্যায় দূরীভূত করিয়া ধর্মনির্ণয় করিতে হইলে ধর্মবিচার (তথা অধর্মবিচার) অবশ্য করণীয়।[৩৮] স্বাধ্যায়বিধি অক্ষরগ্রহণাদি পরম্পরায় উপাজায়মান বাক্যার্থজ্ঞানের নিমিত্ত অধ্যয়ন বিধান করায় বুঝা যায় যে উক্ত বিধিবাক্য কণ্ঠতঃ অধ্যয়ন বিধান করিয়া অর্থতঃ বিচারই বিধান করিয়াছে, যেমন অবহনন-বিধি কণ্ঠতঃ অবহননমাত্রের বিধান করিলেও তণ্ডুলনিষ্পত্তি পর্যন্ত অবহননের আবৃত্তি অর্থতঃ বিধান করিয়াছে। শুধু পার্থক্য এই, সকৃৎ অবহননের দ্বারা কদাচিৎ তণ্ডুলনিষ্পত্তি সম্ভব; কিন্তু বেদার্থ অতীব গহন হওয়ায় উহার বিচার অত্যাবশ্যক। অবহনন ও অধ্যয়ন উভয় স্থলে ফলনিষ্পত্তিই যে কাম্য তাহাতে সন্দেহ নাই; বস্তুর স্বভাব অনুসারেই আবৃত্তি ও বিচার কর্তব্য।[৩৯] মীমাংসাদর্শনই সেই শ্রুতিবাক্যবিচারশাস্ত্র যাহা ধর্মাধর্মনির্ণয়ে ইতিকর্তব্যতারূপে উপস্থাপনীয়, বৈধ এবং মাণবকের অবশ্য অধ্যেতব্য। সুতরাং প্রথম জৈমিনীয় সূত্রের পরিপূর্ণরূপ এই—"অথাতো ধর্মাধর্মবিচারঃ কর্তব্যঃ।" "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ" এইরূপ দ্বিতীয় সূত্রে ধর্মের লক্ষণ উপস্থাপনপূর্বক সর্বশেষসূত্র পর্যন্ত সহস্র অধিকরণে সেই ধর্মবিচারন্যায়ই প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্বে উত্থাপিত আপত্তি তিনটির সুষ্ঠু সমাধান এইরূপ।

শ্রুতিরূপপ্রমাণ হইতেই ধর্মবিষয়ক আপাতজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও ধর্মনির্ণয় বিচারসাপেক্ষ হওয়ায় পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভণীয় বলিয়া ব্যর্থ নহে। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই শ্রৌত বিধিবাক্য হইতেই ধর্মবিচারের কর্তব্যতা অবগত হওয়া যায় বলিয়া উক্ত বিধিবাক্যই প্রথম মীমাংসাসূত্রের বিষয়বাক্য। এই বাক্যে অধ্যয়ন কি স্বর্গের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে এবং যদি স্বর্গার্থই অধ্যয়ন হয়, তবে বিচার বৈধ নহে;

বিচারাঙ্গত্বনিরূপণপ্রকরণম্", পৃঃ ৮, ১৪), "উপপাদনং চ স্বপক্ষসাধনপরপক্ষনিরাকরণাভ্যাং ভবতি।" ন্যায়মঞ্জরীকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে সংশয় ন্যায়াঙ্গ হইলেও অদ্বৈতসিদ্ধিতে সংশয় বিচারাঙ্গরূপে স্থাপিত হইয়াছে (অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ১৬-৭), "...তথাপি বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্যানুমিত্যনঙ্গত্বেঽপি ব্যুদসনীয়তয়া বিচারাঙ্গত্বমস্ত্যেব।"

৩৮ এই তাৎপর্যে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন, "প্রামাণ্যং নাম জ্ঞানস্য অর্থপরিচ্ছেদসামর্থ্যম্" অর্থাৎ নিজ বিষয়নিশ্চায়কসামর্থ্যই জ্ঞানের প্রামাণ্য।

৩৯ তাৎপর্য্য এই, যাহা বিধেয় এবং বিধেয়ের উপকারক, বিধি তাহাদেরই প্রযোজক হইয়া থাকে, এইরূপ নিয়মই সর্বত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু "ব্রীহিনবহন্তি" বিধিবাক্যে অবঘাতমাত্র বিধেয়, কারণ অবহননমাত্র অবপূর্বক হন্ ধাতুর অর্থ। আবৃত্তি অবপূর্বক হন্ ধাতুর অর্থ না হওয়ায় আবৃত্তি অধাত্বর্থ, অতএব অবিধেয়। শুধু তাহাই নহে, আবৃত্তি বিধেয়ের উপকারক নহে, কারণ আবৃত্তি ব্যতিরেকেই সকৃৎ মুসলঘাতমাত্রদ্বারা অবঘাত সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং আবৃত্তি কিরূপে বিধি-প্রযোজ্য হইবে?

এতদুত্তরে ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে তৎসত্ত্বেও অর্থাৎ আবৃত্তি অবিধেয় ও অনুপকারী হওয়া সত্ত্বেও তণ্ডুলনিষ্পত্তির জন্য অবঘাতের আবৃত্তি অবশ্য আক্ষিপ্ত, অন্যথা অবঘাত পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইবে না; কারণ তণ্ডুল-নিষ্পত্তির অভাবে পুরোডাশ প্রস্তুত না হওয়ায় কর্মানুষ্ঠানই অসম্ভব বলিয়া স্বর্গাদিফলের উৎপত্তি সুদূর পরাহত। অনুরূপভাবেই আলোচ্য অধ্যয়ন-বিধিস্থলেও বুঝিতে হইবে যে বিচার ধাত্বর্থ না হইলেও এবং বেদার্থববোধের অনুপকারী হইলেও বেদার্থনির্ণয় না হওয়ায় কর্মানুষ্ঠানের অভাবে স্বর্গাদিরূপফলের উৎপত্তি অসম্ভব। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সংশয়-বিপর্য্যয়াকুলিত বেদার্থের আপাতজ্ঞান অনুষ্ঠানের উপযোগী নহে। বিশেষতঃ, স্বর্গাদিফল ও ঐরূপফলের সাধনসমূহ অলৌকিক হওয়ায় কেহই লৌকিক কৃষিকার্য্য প্রভৃতির ন্যায় উৎকটৈককোটিক সম্ভাবনার দ্বারা প্রেরিত হইবে না। অতএব অবঘাতবিধিতে ফলনিষ্পত্তির জন্য আবৃত্তি যেমন আক্ষিপ্ত, সেইরূপ অধ্যয়নবিধিতে ফলনিষ্পত্তির জন্য বিচার আক্ষিপ্ত। পুরুষার্থানুশাসনের তৃতীয় সূত্রে এইরূপ ভাট্টমতই সূচিত হইয়াছে (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪১), "অবিধেয়ানুপকার্য্যাক্ষেপোঽবঘাতাবৃত্তিবৎ।"

আবার যদি অর্থজ্ঞানের নিমিত্ত অধ্যয়ন বিহিত হয় তবে বিচার ব্যতিরেকে অর্থনির্ণয় অসম্ভব বলিয়া বিচার বৈধ,—ইহাই উক্ত বিধিবাক্যবিষয়ক সংশয়। স্বর্গার্থই অধ্যয়ন, অর্থজ্ঞানার্থ নহে, কারণ অর্থজ্ঞান বিধিব্যতিরেকেই অন্যতঃ প্রাপ্ত, যেমন মহাভারতাদি অধ্যয়নজন্য অর্থজ্ঞান বিধিব্যতীতই প্রাপ্ত ; সুতরাং বিধিবৈয়র্থ্যভয়ে অধ্যয়নবিধি স্বর্গার্থই,—ইহা পূর্বপক্ষ। যদিও অর্থজ্ঞাননিমিত্ত অধ্যয়ন মহাভারতাদি অধ্যয়নে ক্১প্ত, তথাপি লিখিতপাঠ বা ভাষান্তরে অধ্যয়নাদির দ্বারা মহাভারতাদির অর্থজ্ঞান হইলেও ঐরূপে যেন বেদার্থজ্ঞান না হয়, এইজন্যই স্বাধ্যায়বিধিবাক্য অপেক্ষিত,—বেদাধ্যয়ন দ্বারাই বেদার্থজ্ঞান সম্পাদন কর্তব্য, লিখিতপাঠ বা ভাষান্তর দ্বারা নহে। ফলে অর্থজ্ঞানরূপ দৃষ্টফলই স্বীকার্য্য, অদৃষ্ট স্বর্গ ফল নহে। বেদার্থজ্ঞানের যেমন ক্রতুর অনুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গাদিফলোপযোগ বিদ্যমান, সেইরূপ ভাষান্তরাদিদ্বারা মহাভারতাদির অর্থজ্ঞানের ক্রতুর অনুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গাদিফলোপযোগ নাই বলিয়া ভাষান্তরাদি দ্বারা মহাভারতাদির অর্থজ্ঞান দোষযুক্ত নহে,—ইহাই উত্তরপক্ষস্থাপন বা সিদ্ধান্ত। পূর্বপক্ষে স্বর্গই প্রয়োজন ; উত্তরপক্ষে বেদার্থনির্ণয় প্রয়োজন। সঙ্গতিবিষয়ক আলোচনা পরে করা হইবে।

আপত্তি হইবে, বেদার্থনির্ণয়ই যদি অধ্যয়নবিধির ফল হয় তবে উহা অন্যথা সিদ্ধ অর্থাৎ বিচার ব্যতিরেকেও প্রাপ্তব্য। তাৎপর্য্য এই, তিনি বেদমাত্র অধ্যয়ন করিবেন তাঁহার বেদার্থনির্ণয় না হইলেও যিনি ষড়ঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিবেন তাঁহার ব্যাকরণ ও নিরুক্ত সহায়ে বেদার্থনির্ণয় সুচারুরূপেই সুসম্পন্ন হইবে। বিশেষতঃ শাস্ত্রে ষড়ঙ্গবেদই অধ্যেয়রূপে বিহিত হইয়াছে। মহাভাষ্যকার (পস্পশাহ্নিক, শাস্ত্রপ্রয়োজনাধিকরণম্, পৃঃ ১৬), "প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি।" শিক্ষাকল্পাদি বেদার্থনির্ণয়ে উপকারক বলিয়া উহাদের অঙ্গ বলা হইয়াছে। এই ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান (পাঃ শিঃ ৪২-৪৩ পৃঃ ১৯-২০) "...মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।" সর্বশরীরাবয়বের মধ্যে অন্নপানাদি প্রবেশনদ্বারা মুখ যেমন শরীরনির্বাহক বলিয়া প্রধান, সেইরূপ ব্যাকরণও বেদস্বরূপনির্বাহক বলিয়া অঙ্গসমূহের মধ্যে মুখস্বরূপ বা প্রধান। ব্যাকরণ পদের সাধুত্বসম্পাদনদ্বারা পদ ও পদার্থজ্ঞান স্থাপন করিয়া বাক্যার্থজ্ঞানের উপযোগী হইয়া থাকে। মহাভাষ্যের "ফল" শব্দের অর্থ বাক্যার্থজ্ঞান। পদ ও পদার্থজ্ঞান বাক্যার্থজ্ঞানের উপজীব্যরূপে প্রধান।[৪০] ব্যাকরণের পরিশিষ্টপ্রায় নিরুক্ত (শব্দকৌস্তুভ ১।১।১) অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া পদার্থাববোধের নিমিত্ত পদসমূহের নির্বচনদ্বারা বেদার্থনির্ণয়ে উপযোগী হইয়া থাকে। ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ, নিরুক্ত শ্রোত্রস্বরূপ (পাঃ শিঃ ৪২ পৃঃ ১৯) "...নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।" অতএব ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যায়ী বিচার ব্যতিরেকেই বেদার্থনির্ণয়ে সমর্থ হওয়ায় বিচার নিয়তপ্রাপ্ত নহে।

উত্তরে ভাট্টসম্প্রদায় বলিবেন, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত যদি মীমাংসাশাস্ত্রসহচরিত না হয়, তবে সাঙ্গবেদাধ্যয়নেও বেদার্থনির্ণয় হইবে না। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ৩।১২।৫।১২), "অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি তেজো বৈ ঘৃতম্" অর্থাৎ স্নেহদ্রব্যদ্বারাসিক্ত (অক্ত) শর্করা উপধান অর্থাৎ স্থাপন করিবে, ঘৃতই তেজ।[৪১] মৃত্তিকামিশ্রিত ক্ষুদ্র পাষাণসমূহই "শর্করা" পদের অর্থ।

---

৪০ প্রদীপ ১।১।১ পৃঃ ১৭, "পদপদার্থাবগমস্য ব্যাকরণনিমিত্তত্বাৎ তন্মূলত্বাদ্বাক্যবাক্যার্থাবসায়স্যেতি ভাবঃ।" উদ্দ্যোত ঐ পৃঃ ১৯, "ননু গুণানাং পরস্পরসম্বন্ধাভাবাৎ 'ষড়ঙ্গেষু প্রধানম্' ইত্যনুপপন্নমত আহ—পদেতি। এবং চ বেদার্থজ্ঞানে ব্যাকরণং প্রধানং কারণমিতি ভাবঃ।...ভাষ্যে 'ফলবান্' ইত্যত্র ফলপদেন বাক্যার্থাবগমো বিবক্ষিতঃ। এতচ্ছাস্ত্রং চ পদপদার্থাবগমদ্বারা বাক্যার্থাবগমোপযোগীতি বোধ্যম্।" বৈদ্যনাথকৃত ছায়া ঐ পৃঃ ১৯, "স্বরূপার্থপ্রতিপত্তিভ্যামস্য [ব্যাকরণস্য] তদুপকারকত্বমিতি সর্বোপজীব্যত্বাদস্য প্রাধান্যম্, অন্যেষাং ত্বেকদেশে ব্যাপারঃ।...যথা সর্বশরীরাবয়বানাং মধ্যে অন্নপানাদিপ্রবেশনদ্বারা শরীরনির্বাহকং মুখম্, এবমিদমপি বেদস্বরূপনির্বাহকমিতি ভাবঃ।"

৪১ শ্যেনচিৎ, অগ্নিচিৎ প্রভৃতি আহবনীয়াদি অগ্নির আধার স্থণ্ডিলবিশেষ নির্মাণ করিতে বৃহদাকার ইষ্টকসমূহের দ্বারা মহাগ্নিচয়ন বিহিত হইয়াছে (তৈত্তিঃ সং ৫।৬।৯), "ইষ্টকাভিরগ্নিং চিনুতে।" অনুরূপভাবে সাবিত্র, নাচিকেত, আরুণকেতুক প্রভৃতি ক্ষুদ্রচয়নসমূহ অঙ্গুলিপর্বপরিমিতসুবর্ণনির্মিত ইষ্টকসমূহের দ্বারা নির্মাণ বিহিত হইয়াছে। যাঁহারা দরিদ্র তাঁহাদের জন্য "অক্তাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে সুবর্ণস্থলে শর্করানির্মিত ইষ্টক বিহিত হইয়াছে। শর্করা বলিতে কঙ্করমিশ্রিত মৃত্তিকা বুঝায়।

স্নেহদ্রব্যব্যতিরেকে শর্করা দ্বারা ইষ্টকনির্মাণ সম্ভব নহে। এক্ষণে সেই স্নেহদ্রব্যবিশেষ কি—ঘৃত অথবা তৈল অথবা অন্য কোন দ্রব্য—ইহা নিরুক্ত বা ব্যাকরণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। কারণ শ্রৌত "অক্তাঃ" পদের দ্বারা স্নেহদ্রব্যসিক্ত এইমাত্র অর্থ লাভ হইয়া থাকে। অথচ স্নেহদ্রব্যসামান্যের জ্ঞানমাত্রদ্বারা কর্মানুষ্ঠান সম্ভব নহে, যেহেতু সামান্যের জ্ঞান কর্মে অনুপযোগী। অগত্যা উক্ত শ্রুতিবাক্য বিচার্য্য। মীমাংসাদর্শনের অক্তাধিকরণে (মীঃ সূঃ ১।৪।২৪ "বাক্যশেষেণ সন্দিগ্ধার্থনিরূপণাধিকরণম্", "সন্দিগ্ধেষু বাক্যশেষাৎ") সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে "তেজো বৈ ঘৃতম্" এইরূপ বাক্যশেষে যখন ঘৃতের প্রশংসা শ্রুত হইয়াছে, তখন ঐরূপ অর্থবাদবলে ঘৃতের দ্বারাই শর্করা অঞ্জনীয়, তৈলের দ্বারা নহে। অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যাহার অপেক্ষা রহিয়াছে তাহারই স্তুতি অপেক্ষিত। তাহা হইলে ঘৃতের স্তুতি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ঘৃতের দ্বারা কোন কর্ম অনুষ্ঠেয়। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে "কি সেই কর্ম যাহা ঘৃতের দ্বারা অনুষ্ঠেয়?" আবার, শর্করার অঞ্জন কর্ত্তব্য, ইহা শ্রুত হইলে আকাঙ্ক্ষা হয় "কি সেই দ্রবদ্রব্য যাহার দ্বারা অঞ্জন কর্ত্তব্য?" এই প্রকার উভয়াকাঙ্ক্ষাবশতঃ উভয়ের সম্বন্ধ হইলে প্রতীতি হইবে যে ঘৃতের দ্বারাই অঞ্জন কর্ত্তব্য, তৈলের দ্বারা নহে। কিন্তু বিচার ব্যতিরেকে এই প্রকার নির্ণয় সম্ভব নহে। একমাত্র মীমাংসাশাস্ত্রের দ্বারাই জানা যায় যে উপক্রমে যদি কোন পদ বা বাক্য সন্দিগ্ধার্থক হয়, তাহা হইলে বাক্যশেষবলে অর্থনির্ণয় করিতে হইবে—ইহাই অক্তাধিকরণ-ন্যায় এবং এইরূপ ন্যায় নিরুক্তে বা ব্যাকরণে অপ্রাপ্য। সুতরাং ব্যাকরণ বা নিরুক্তের দ্বারা বেদার্থনির্ণয় অন্যথাসিদ্ধ না হওয়ায় বেদার্থনির্ণয়ের জন্য বেদবাক্যবিচার স্বাধ্যায়বিধির দ্বারা নিয়তপ্রাপ্ত বলিয়া বৈধ। অতএব তণ্ডুলনিষ্পত্তিরূপফলসিদ্ধির জন্য অবঘাতের আবৃত্তি যেমন অবঘাত-বিধিবলেই প্রাপ্য, সেইরূপ অর্থনির্ণয়ের জন্য অর্থনির্ণায়ক বিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়নবিধিসামর্থ্যেই লভ্য।[৪২] তাৎপর্য্য এই, "ব্রীহিনবহন্তি" এইরূপ নিয়মবিধিবাক্যের যথাশ্রুতার্থ, ব্রীহি অবহনন করিবে। এই বিধিবাক্যে অবঘাতমাত্র বিধেয়, অবঘাতের আবৃত্তিও বিধেয় নহে; কারণ অবপূর্বক হন্ ধাতুর অর্থ আবৃত্তি নহে,

৪২ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ১।১।১ম অধিঃ পৃঃ ১৭-৮ = পৃঃ ১৩, "নম্বেবমপি শ্রুতব্যাকরণাদ্যঙ্গস্যাধীতবেদস্য পুরুষস্য অর্থজ্ঞানসম্ভবাদ্বিচারশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যমিতি চেৎ; ন, জ্ঞানমাত্রসম্ভবেঽপি নির্ণয়স্য বিচারাধীনত্বাৎ। 'অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি' ইত্যত্র (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ৩।১২।৫।১২) ঘৃতেনৈব, ন তৈলাদিনা, ইত্যয়ং নির্ণয়ঃ ব্যাকরণেন নিরুক্তেন নিগমেন বা ন সিধ্যতি। বিচারশাস্ত্রং তু 'তেজো বৈ ঘৃতম্' ইতি বাক্যশেষাদর্থং নির্ণেষ্যতি। অতো বিচারো বৈধঃ।"

ভাট্টমত পূর্বপক্ষরূপে প্রসাধন করিতে সায়ণাচার্য্য তাঁহার কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় (পৃঃ ১০৮-৯) বলিয়াছেন, "তদিদং শাঙ্করদর্শনানুসারিণং মতমসহমানৌ ভট্টগুরু মন্যেতে—ভবতি অধ্যয়নস্য অক্ষরপ্রাপ্তিঃ ফলম্, তথাপি ভবতামপি বিধির্ন পর্য্যবস্যতি, কিন্তু প্রাপ্তৈরক্ষরৈঃ যোঽয়মর্থাববোধঃ তস্মিন্ বিধিঃ পর্য্যবস্যতি। অর্থাববোধেনানুষ্ঠানে নিষ্পন্নে সতি পুরুষার্থস্যাগ্নিহোত্রাদিফলস্য স্বর্গস্য সিদ্ধেঃ। অক্ষরপ্রাপ্তিমাত্রেণ তু ন অগ্নিহোত্রাদ্যনুষ্ঠানফলং সিধ্যতি। তস্মাৎ ফলবদর্থাববোধে অধ্যয়নবিধেঃ পর্য্যবসানমবগন্তব্যম্। যদ্যপি বিহিতস্বাধ্যায়াধ্যয়নমাত্রাৎ ইদানীন্তনেষু সর্বেষু অধ্যাপকেষু অর্থাববোধো ন দৃষ্টঃ, তথাপি নিগমনিরুক্তব্যাকরণাদ্যঙ্গপরিশীলনবৎসু দৃষ্ট এবার্থাববোধঃ। ব্যাকরণাদিপরিশীলনমাত্রেণার্থপ্রতীতিমাত্রে সত্যপি তন্নির্ণয়ো ন লভ্যতে। 'অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি' ইত্যাদি বাক্যেষু কেন [দ্রব-]দ্রব্যেণাক্তা ইত্যাদেঃ সন্দেহস্যানপগমাদিতি চেৎ। এবং তর্হি নির্ণায়কং মীমাংসাশাস্ত্রমনেনাধ্যয়নবিধিনার্থনির্ণয়ায় স্বীক্রিয়তাম্। যথা অবঘাতবিধিঃ তণ্ডুলনিষ্পত্তিফলসিধ্যর্থোঽবঘাতস্য আবৃত্তিং স্বীকরোতি, তদ্বৎ। তস্মাৎ ফলবদর্থাববোধে পর্য্যবস্যতি অয়মধ্যয়নবিধিঃ, ন তু অক্ষরপ্রাপ্তিমাত্র ইতিপ্রাপ্তে ব্রূমঃ" ইত্যাদি।

শুধু তাহাই নহে, সায়ণাচার্য্য তাঁহার ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় (পৃঃ ৪৫) প্রদর্শন করিয়াছেন যে মহর্ষি যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে (১।৬।১৯ পৃঃ ৪৮) যে "উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্" ঋক্ (ঋক্ সং ৮।২।২৩, মহাভাষ্য ১।১।১।৩৭) উদ্ধার করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই, যে-ব্যক্তি অর্থজ্ঞাননিমিত্ত ব্যাকরণাদি অঙ্গসমূহ শ্রবণ করিয়াও মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞানরহিত, তিনি বেদস্বরূপ বাক্ শ্রবণ করিয়াও যেন শ্রবণ করেন না, অর্থাৎ শ্রবণের ফললাভ করেন না (নিরুক্ত ১।৬।১৯ অর্থজ্ঞানপ্রশংসাপ্রকরণম্, দুর্গাচার্য্যকৃত ঋজ্বর্থব্যাখ্যা পৃঃ ৪৯)।

ভাট্টমত প্রসাধনে পুরুষার্থানুশাসনের চতুর্থ সূত্র এইরূপ (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪২), "সাঙ্গাধ্যয়নাৎ তদভাবে বিচারোঽর্থবিরোধাপনুৎ" অর্থাৎ সাঙ্গবেদাধ্যয়নজন্য বেদার্থাববোধ হইলেও বিচারই অর্থবিরোধ দূর করিতে পারে। তাৎপর্য্য এই, শিক্ষা বর্ণস্বরাদির উচ্চারণপ্রকার উপদেশ করিয়া, কল্প মন্ত্রবিনিয়োগের দ্বারা ক্রতুর অনুষ্ঠান উপদেশ করিয়া, ব্যাকরণ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি উপদেশপূর্বক পদস্বরূপ ও পদার্থনিশ্চয় করিয়া, নিরুক্ত অর্থাববোধে নিরপেক্ষরূপে পদসমূহকে নির্বচন করিয়া, ছন্দঃ প্রতিমন্ত্রের গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দের উপদেশ করিয়া

অবঘাতমাত্র ধাত্বর্থ। কিন্তু অবহননমাত্র যাগানুষ্ঠানে উপযোগী নহে। তণ্ডুলনিষ্পত্তিরূপ ফল উৎপন্ন না হইলে উক্ত বিধিবাক্যে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে তণ্ডুলনিষ্পত্তিরূপফলোৎপত্তি পর্য্যন্ত ব্রীহিধান্যের অবহনন কর্ত্তব্য। সুতরাং তণ্ডুলনিষ্পত্তিরূপফলপর্য্যবসান হইয়া উক্ত বিধিবাক্য সার্থক অর্থাৎ অনুষ্ঠানের উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু কদাচিৎ সকৃৎ অবঘাতের দ্বারা তণ্ডুলনিষ্পত্তি হইলেও সাধারণতঃ অবহননের আবৃত্তি ব্যতিরেকে তণ্ডুলনিষ্পত্তি না হওয়ায় অবহননের আবৃত্তি অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য। সুতরাং অবহননদ্বারাই তণ্ডুলনিষ্পত্তি কর্তব্য, ইহাই "ব্রীহিনবহন্তি" রূপ নিয়মবিধিবাক্যের পর্য্যবসিত শ্রৌতার্থ; অবহননের আবৃত্তি কর্ত্তব্য, ইহা উক্তবিধিবাক্যের আর্থিকার্থ। অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিবাক্যের যথাশ্রুতার্থ, অধ্যয়নদ্বারা স্বাধ্যায়ভাবনা করিবে। কিন্তু নিত্য স্বাধ্যায় ভাব্য না হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে অধ্যয়নদ্বারা বেদার্থজ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু বেদার্থের আপাতজ্ঞানও অনুষ্ঠানের উপযোগী না হওয়ায় স্বীকার্য্য যে অধ্যয়ন বেদার্থনির্ণয়পর্য্যবসান। কিন্তু বিচার ব্যতিরেকে বেদার্থনির্ণয় উৎপন্ন না হওয়ায় বেদবাক্যবিচার অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য। সুতরাং গুরুমুখোচ্চারণানূচ্চারণরূপ অধ্যয়নমাত্রসাধ্যক স্বশাখীয়বেদার্থনির্ণয় কর্ত্তব্য, ইহাই "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" নিয়মবিধিবাক্যের পর্য্যবসিত শ্রোতার্থ; স্বশাখীয়বেদবাক্যবিচার কর্ত্তব্য, ইহাই উক্ত বিধিবাক্যের আর্থিকার্থ। নির্ণয়াত্মক বেদার্থাববোধই অনুষ্ঠান পর্য্যবসায়ী হইয়া সফল হয় বলিয়া অধ্যয়নবিধিবাক্য বিচারপূর্বকবেদার্থনির্ণয়পর্য্যবসান। ফলে বেদবাক্যবিচার ও বেদার্থনির্ণয় উভয়ই বিধিলভ্য বা বৈধ।[৪৩] এই তাৎপর্য্যে ভাট্টপক্ষ উপস্থাপন করিতে শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন (শাঃ দীঃ ১৷১৷১ম অধিঃ পৃঃ ১১), "অথ অক্ষরগ্রহণাদিপরম্পরোপজায়মানবাক্যার্থজ্ঞানার্থমধ্যয়নং বিধীয়তে, ততস্তস্য [বাক্যার্থজ্ঞানস্য] বিচারমন্তরেণাসম্ভবাদধ্যয়নবিধিনৈব অর্থাৎ বিচারো বিহিত ইতি গুরুগৃহ এবাবস্থায় বিচারয়িতব্যো ধর্মঃ।"

আপত্তি হইবে, অধ্যয়ন ও সমাবর্ত্তনের মধ্যে ব্যবধানপ্রতিবন্ধক "বেদমধীত্য স্নায়াৎ" স্মৃতিশাস্ত্র গুরুকুলনিবৃত্তপর হওয়ায় বিচারনিবৃত্তপরও বটে।

ইহাতে আপাততঃ উত্তর এই, মীমাংসাদর্শনের শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণন্যায়ে (মীঃ সূঃ ১৷৩৷৩, ২য়

এবং জ্যোতিষ যন্তসমূহের ভিন্ন ভিন্ন কাল ও প্রয়োজন উপদেশ করিয়া বেদার্থাববোধে উপকার করিয়া থাকে, তথাপি বেদার্থসমূহের মধ্যে আপাতবিরোধ দৃষ্ট হইলে শিক্ষাদি ঐরূপ অর্থবিরোধ দূরীভূত করিতে পারে না। অতএব সাঙ্গ বেদাধ্যয়নের পরও অর্থনির্ণয়ের জন্য বেদার্থবিচার বা মীমাংসাশাস্ত্র প্রয়োজন। ভগবান মনুও বেদার্থবিচার উপদেশ করিয়াছেন (মনু সং ১২৷১০৫-১০৬) "প্রত্যক্ষং চানুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥ আর্ষং ধর্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ॥" শ্লোকের "ধর্ম" শব্দের অর্থ বেদার্থ, তাহার শুদ্ধি বলিতে পূর্বপক্ষনিরাকরণ দ্বারা নিশ্চিতসিদ্ধান্তব্যবস্থাপনই বুঝিতে হইবে। উভয় শ্লোকের উপর মেধাতিথিভাষ্য পৃঃ ১০২৪-২৫ = পৃঃ ৩১৫-১৬ ও পৃঃ ৩১৭-১৮ দ্রষ্টব্য। ভট্টপাদও উক্ত মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ১৷৩৷২ পৃঃ ৮০ = পৃঃ ২৬৮) "প্রায়েণ চ মনুষ্যাণামধর্মভূয়িষ্ঠত্বাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবদ্ধাঃ প্রতিভাঃ তেষু তেষু কুমার্গেষু প্রবর্ত্তন্তে।" সুতরাং ধর্মনির্ণয়ে বিরোধী অপন্যায়সমূহ অপসারণপূর্বক শ্রুতিকে স্বারসিক পথে প্রবাহিত করিয়া তত্ত্বনির্ণয়ে আনুকূল্য করাই মীমাংসান্যায়রূপ ইতিকর্তব্যতার কৃত্য।

৪৩ সায়ণাচার্য্যকৃত ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ৪১, "সর্বত্র বিধেঃ পুরুষার্থপর্য্যবসায়িত্বনিয়মাৎ অত্রাপি পুরুষার্থভূতং ফলবদর্থনিশ্চয়মধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তং ভট্টগুরু মন্যেতে। ননু সকৃদধ্যয়নাৎ আবৃত্তিসহিতাৎ বা অর্থনিশ্চয়ঃ নোপলভ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য তথা সতি তৎসিদ্ধয়ে সোঽধ্যয়নবিধিরর্থনিশ্চয়হেতুং বিচারং কল্পয়িষ্যতি ইত্যাহ—'স বিচারমাক্ষিপেৎ' ইতি। ননু স্ববিধেয়তদুপকারিণোরেব বিধিঃ প্রয়োজকঃ ইতি সর্বত্র নিয়মঃ, তথা সতি অতাদৃশং কথমত্র অধ্যয়নবিধিরাক্ষেপ্স্যতীত্যাহ—'অবিধেয়ানুপকার্য্যাক্ষেপোঽবঘাতাবৃত্তিবৎ' ইতি। 'ব্রীহিনবহন্তি' ইত্যত্র অবঘাতমাত্রং বিধেয়ং, ন তু তদাবৃত্তিঃ, তস্যা অধাত্বর্থত্বাৎ। নাপি সা বিধেয়োপকারিণী, অন্তরেণ আবৃত্তিং সকৃন্মুসলঘাতমাত্রাদবঘাতসিদ্ধেঃ; তথাপি তণ্ডুলনিষ্পত্তিফলসিদ্ধয়ে স বিধিঃ আবৃত্তিং যদ্বৎ আচিক্ষেপ তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি অবগন্তব্যম্।" সায়ণাচার্য্য "তথাহি" বলিয়া যে-সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন সে-সমস্তই পুরুষার্থানুশাসনের সূত্র। এই পুরুষার্থানুশাসনসূত্রসমূহের রচয়িতা কে, অথবা সায়ণাচার্য্য স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন কিনা, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

অধিঃ, "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্") উক্ত স্মৃতি শ্রুতিবিরোধে বাধিত হওয়ায় অপ্রমাণ।[৪৪]

চরম সমাধান এইরূপ। শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলেই তবে একের দ্বারা অন্যের বাধপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; কিন্তু আলোচ্য স্থলে কোনরূপ বিরোধই নাই। "সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে", এইরূপ পাণিনিসূত্রে (৩।৪।২১) ক্ত্বা প্রত্যয়ের পূর্বাপরীভাব ও সমানকর্তৃকত্বমাত্র বিহিত হইয়াছে, কিন্তু আনন্তর্য্য বা অব্যবধানও বিহিত হয় নাই। যেমন "স্নাত্বা ভুঙ্ক্তে" বাক্যে স্নানোত্তরকালমাত্রে ভোজন বিহিত হইয়াছে; কিন্তু স্নানের অব্যবহিতকালে ভোজন বিহিত হয় নাই, অন্যথা স্নানের পর সন্ধ্যাবন্দনাদিরূপ নিত্যকর্ম বাধিত হইয়া যাইবে। স্নান না করিয়া ভোজননিষেধই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। অনুরূপভাবে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর সমাবর্তন উক্ত স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, কিন্তু আনন্তর্য্যও নহে। বিশেষতঃ, বিচার অধ্যয়নের ইতিকর্তব্যতা বা ব্যাপার বলিয়া অধ্যয়ন অর্থনির্ণয় পর্য্যন্ত কর্তব্য—(যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী ১।১।১ম অধিঃ পৃঃ ১১), "বেদমধীত্য তাবন্ন স্নাতব্যং যাবন্ন ধর্মো জিজ্ঞাস্যতে...। বিচারস্যেতিকর্তব্যতারূপত্বাৎ অধ্যয়নবিধিরেব তৎপর্য্যন্তো ব্যাপারঃ। ন চৈবং প্রবৃত্তিভেদাপত্তিঃ, আবিচারাৎ প্রবৃত্তেরেকত্বাৎ।"[৪৫] সুতরাং বিচার পর্য্যন্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত না করিয়া সমাবর্তন অকর্তব্য, ইহাই উক্ত স্মৃতিশাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ। বস্তুতঃ আচার্য্য শবর স্বামী কোন কোন স্মৃতিকে বেদবিরুদ্ধরূপে স্বীকার করিলেও (শাবরভাষ্য ১।৩।৩ পৃঃ ৭১-৩ = পৃঃ ৮১-২ = পৃঃ ২৮০-৮১) ভট্ট কুমারিল স্মৃতিমাত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া[৪৬] শ্লোকবার্তিকে স্বাধ্যায়বিধিশ্রুতি ও স্নানস্মৃতির মধ্যে অবিরোধ বহুধা প্রপঞ্চিত[৪৭] করিয়াছেন (শ্লোঃ বাঃ প্রতিজ্ঞাসূত্র শ্লোঃ ৮৭-১০৯ ও ন্যায়রত্নাকর পৃঃ ২৯-৩৭ এবং ভট্ট

---

৪৪ শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণবিচারের জন্য অধ্যায়ান্তে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪৫ অঙ্গ ও প্রধানবিষয়ক প্রবৃত্তি যে একই, তাহা মীমাংসাসিদ্ধান্ত এবং বিচার অধ্যয়নের ইতিকর্তব্যতারূপে অধ্যয়নের অঙ্গ।

৪৬ ভট্ট কুমারিল তাঁহার তন্ত্রবার্তিকের শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণে ভাষ্যকারীয় অধিকরণ আক্ষেপ করিয়া অধিকরণান্তররচনাপূর্বক অতি বিস্তৃত বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কোনও স্মৃতির একটি বাক্যও শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। কারণ কোনও একটি স্মৃতিবাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিলে অপ্রমাণতাপিশাচী সমগ্র স্মৃতিকে গ্রাস করিবে। সুতরাং কোন একটি স্মৃতিবাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লোকায়তের মনোরথ পূরণ করা মীমাংসকের কর্তব্য নহে (তন্ত্রবাঃ ১।৩।৩ পৃঃ ৮৫-৬ = পৃঃ ২৮৪)। প্রত্যক্ষ-শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে আপাতবিরোধ অনুভূত হইলে স্মৃতিবলে শ্রুতি কল্পনীয় এবং কৢপ্তশ্রুতি ও কল্প্যশ্রুতির বিরোধে অষ্টপ্রকার দোষ সত্ত্বেও অগত্যিকগতিন্যায়ে বিকল্পব্যবস্থাই গ্রহণীয়। অবশ্য যতদিন পর্য্যন্ত কল্প্যশ্রুতির সন্ধান পাওয়া না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত কৢপ্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-শ্রুতি অনুসারেই কর্ম অনুষ্ঠেয়। সুতরাং ব্যামোহ বা বিপ্রলম্ভমূল না হওয়ায় ঐ সমস্ত স্মৃতি অত্যন্তবাধ্যও নহে, আবার প্রত্যক্ষ-শ্রুতিমূল না হওয়ায় উহারা তুল্যবলও নহে (তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৪ শ্লোঃ ২৬৩-২৬৪, পৃঃ ১১২ = পৃঃ ৩২৮), "বার্তামাত্রেণ তদ্যাবত্তাবদ্বৈব গ্রহীষ্যতে। যদা তু শ্রবণং প্রাপ্তং তদাঽস্মায় বিশিষ্যতে॥ অতশ্চৈবং শ্রুতিস্মৃত্যোর্বিশেষোঽনেন দর্শ্যতে। নাত্যন্তমেব বাধ্যত্বং ন চাপ্যত্যন্ততুল্যতা॥" ন্যায়সুধা ঐ পৃঃ ৩৪০, "বিপ্রলম্ভমূলত্বাভাবান্নাত্যন্তবাধ্যত্বং, যথাশ্রুতমূলানিশ্চয়াচ্চ নাত্যন্ততুল্যতা ইত্যর্থঃ।" প্রকৃত প্রস্তাবে ভট্টপাদ ভাষ্যোদ্ধৃত স্মৃতিত্রয় বিচারপূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন যে উহারা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। আমাদের আলোচ্য বেষ্টন-স্মৃতির প্রামাণ্য প্রদর্শন করিতে ভট্টপাদ বলিয়াছেন যে মহর্ষি জৈমিনি স্বয়ং তাঁহার রচিত "ছান্দোগ্যানুবাদ" নামক গ্রন্থে বেষ্টন-স্মৃতি যে শাট্যায়নিব্রাহ্মণগতশ্রুতিমূল তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং তন্ত্রবার্তিকে শাট্যায়নিব্রাহ্মণ হইতে তদনুকূল উদ্ধৃতিও বিদ্যমান (তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৪ পৃঃ ১০৫ = পৃঃ ৩২২)। মহর্ষি জৈমিনি রচিত শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রের ন্যায় ছান্দোগ্যানুবাদও বর্তমানে উপলব্ধ হয় না। গ্রন্থের "ছান্দোগ্যানুপাদ" নামও দৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন হইবে, যদি স্মৃতিমাত্র বেদের অবিরুদ্ধ হয় তবে "বিরোধে তু" সূত্রে শ্রুতির সহিত কাহার বিরোধ মহর্ষির অভিপ্রেত?

উত্তরে ভট্ট কুমারিল ভাষ্যকার হইতে ভিন্নরূপে অধিকরণ রচনা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে বেদবাহ্য বৌদ্ধাদি স্মৃতিসমূহের অপ্রামাণ্যই শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৪ পৃঃ ১১২ = পৃঃ ৩২৮)। অনুসন্ধিৎসু ন্যায়সুধা সহ তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৩-৪ পৃঃ ২৮২-৩৪৩ দেখিবেন। জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরের "মতান্তরমাহ" ইত্যাদি সন্দর্ভে তন্ত্রবার্তিকের উক্তরূপমতই গৃহীত হইয়াছে (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ১।৩।২য় অধিঃ পৃঃ ৩৩ = পৃঃ ২৯)।

৪৭ ন্যায়রত্নাকর প্রতিজ্ঞাসূত্র, পৃঃ ৩২, "পূর্বভাষ্যে আনন্তর্য্যং "ক্ত্বা"শব্দস্য ন বাচ্যমিত্যুক্তম্। ইদানীং তু তস্য আনন্তর্য্যং বাচ্যং যদ্যপি, তথাপি শ্রৌতার্থপরিগ্রহে অধ্যয়নস্য দৃষ্টার্থতা ব্যাহন্যেত ইতি তদবিরোধায়

উম্বেককৃত তাৎপর্য্যটীকা ঐ, পৃঃ ২০-৫)। অতএব বিধিসামর্থ্যবলেই অধিকরণসহস্রাত্মক পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভণীয়। বেদাধ্যয়নের ন্যায় মীমাংসাশাস্ত্রাধ্যয়নও গুরুকুলে অবস্থান করিয়াই কর্ত্তব্য ; কিন্তু গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্বক্ বিবাহাদি করিয়া গুরুসহায়ব্যতিরেকে স্বয়ং মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু বেদাধ্যয়ন ও বেদবাক্যবিচার উভয়ই "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" রূপ একবিধিমূলক, সেইহেতু উভয়ই গুরুকুলে অবস্থান করিয়াই সম্পাদনীয়।

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিবাক্যই অর্থতঃ ধর্মবিচারের কর্ত্তব্যতাবোধক। একই বিধিবাক্য কিরূপে বেদার্থনির্ণয়বোধক ও বেদবাক্যবিচারবোধক হইবে?—এইরূপ আপত্তি হইবে না; বেদবাক্যবিচার উক্ত শ্রুতির আর্থিকার্থ বলিয়া বাক্যভেদপ্রসঙ্গ নাই।

বেদবাক্যবিচারমাত্র "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিবাক্যলভ্য হওয়ায় উক্ত বাক্যই প্রথম মীমাংসাসূত্রের বিষয়বাক্য। যদিও "তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব", "শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই প্রথম ব্রহ্মসূত্রের বিষয়বাক্য, তথাপি বেদাধ্যয়ন অধ্যয়নবিধিপ্রাপ্ত না হইলে উক্ত শ্রুতিসমূহও অধ্যেয় হইত না, ইহা বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ ব্যাখ্যাকালে বুঝা যাইবে। মীমাংসাশাস্ত্রে "ধর্ম" পদের দ্বারা সমগ্র বেদই গৃহীতব্য, কারণ বৈদিক বিধিবাক্য ও নিষেধবাক্য সাক্ষাৎভাবে ধর্মে ও অধর্মে প্রমাণ হইলেও অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়ও যেপরম্পরায় ধর্মাধর্মব্যবস্থায় উপযোগী, তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এমন কি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণও বেদার্থনির্ণয়ে যে উপযোগী তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

ধর্মাধর্মবিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ, অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান ও অধর্মজ্ঞানের করণ বেদই। কিন্তু ব্যাপার বা ইতিকর্ত্তব্যতা ব্যতিরেকে করণের করণত্বই উপপন্ন হয় না বলিয়া অবশ্যই ইতিকর্ত্তব্যতা অনুসন্ধেয়। বেদাধ্যয়ন বেদার্থনির্ণয়ে করণ, ইহা স্বাধ্যায়বিধিবলে জানা যায়। কিন্তু বেদাধ্যয়ন হইলেই বেদার্থনির্ণয় না হওয়ায় উক্ত শ্রৌত করণত্ব ব্যাহত হইয়া পড়ে। যেমন কুঠার থাকিলে ছেদন হয়, না থাকিলে হয় না, এই প্রকার অন্বয়ব্যতিরেক সত্ত্বেও কুঠার করণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্যমন-নিপাতনরূপ ব্যাপারের আগমন না হয়। উদ্যমন-নিপাতনরূপ ব্যাপারই কুঠারের করণত্বের সম্পাদক। পূর্বে অপূর্বাধিকরণ (মীঃ সূঃ ২।১।৫ ২য় অধিঃ) আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে যাগের স্বর্গসাধনত্ব শ্রুত হইলেও অপূর্বরূপ ব্যাপার ব্যতিরেকে যাগের করণত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় অপূর্ব অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য। অপূর্বই যাগের স্বর্গকরণত্বের নিষ্পাদক। অনুরূপভাবে বেদ ধর্মাধর্মজ্ঞানের করণ বা প্রমাণ হইলেও তাহার করণত্ব বা প্রমাণত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাপাররূপে বেদবাক্যবিচারের আগমন না হয়। বেদবাক্যবিচাররূপ ব্যাপারই বেদের করণত্বসাধক। এই তাৎপর্য্যে মীমাংসাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, "ধর্মে প্রমীয়মাণে তু বেদেন করণাত্মনা। ইতিকর্ত্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি॥" শুধু পার্থক্য এই, উদ্যমন-নিপাতনরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অপূর্ব ও বেদবাক্যবিচার শ্রুতার্থাপত্তিসিদ্ধ। " 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা'-সূত্রমাদ্যমিদং কৃতম্॥ ধর্মাখ্যং বিষয়ং বক্তুং মীমাংসায়াঃ প্রয়োজনম্॥" (শ্লোঃ বাঃ প্রতিজ্ঞাসূত্র শ্লোঃ ১ পৃঃ ৪)।

পূর্বকালতামাত্রমেবার্থো লক্ষণয়া গ্রহীতব্য ইত্যুচ্যতে ইতি" ইত্যাদি।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্যয়নবিধিবিচার নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট

স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণ-বিচার

মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে ধর্মবিষয়ক প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে বিধি ও নিষেধ-শ্রুতির এবং দ্বিতীয়পাদে অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় পাদে আলোচ্য বিষয় এই, ধর্মবিষয়ে স্মৃতি কি প্রমাণ, অথবা অপ্রমাণ। "অষ্টকা:কর্তব্যা:" (আশ্বঃ গৃহ্যসূত্র ২।৪।১), "গুরুরনুগন্তব্যঃ" (বশিষ্ঠ স্মৃতি ৮।৯), "তড়াগং খনিতব্যম্" ইত্যাদি বহুবিধ বিধি স্মৃতিমধ্যে উপলব্ধ হয়, কিন্তু শ্রুতিমধ্যে দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই স্মৃতিসমূহ কি ধর্মবিষয়ে প্রমাণ ? অথবা প্রমাণ নহে ? পূর্বপক্ষীর কথা এই যে এই সমস্ত স্মৃতি অপ্রমাণ, কারণ ধর্মলক্ষণসূত্রে চোদনা অর্থাৎ বৈদিক বিধিবাক্যকেই ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলা হইয়াছে। সুতরাং অষ্টকাশ্রাদ্ধ, গুরুর অনুগমন, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি কর্ম ধর্ম নহে, যেহেতু ঐ সমস্ত কর্মের মূলে শব্দ বা শ্রুতি নাই। সিদ্ধান্তীর উত্তর এই যে ঐ সমস্ত স্মৃতিও শ্রুতির ন্যায় ধর্মবিষয়ে প্রমাণ, কারণ যাঁহারা ধর্মবুদ্ধিতে লোকপরম্পরা বেদোক্ত কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই শিষ্ট ঋষিগণই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রণেতা। তাঁহারা বেদার্থ সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করিয়া পরে বেদার্থসমূহ স্মরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখাস্থিত কর্মসমূহ প্রকরণ অনুসারে নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া স্মৃতিসমূহও ধর্মবিষয়ে প্রমাণ। যদি অষ্টকাদিবিষয়ক শ্রুতি উপলব্ধ না হয় তবে অষ্টকাদিবিষয়ক শ্রুতি অনুমান বা কল্পনা করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ-শ্রুতির ন্যায় অনুমিত বা কল্প্যশ্রুতিও প্রমাণ। অনুমান প্রয়োগ এইরূপ—বিমতা অষ্টকাদিস্মৃতিঃ বেদমূলা বৈদিকমন্বাদিপ্রণীতস্মৃতিত্বাৎ উপনয়নাধ্যয়নাদিস্মৃতিবৎ। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনুমিত বা কল্প্যশ্রুতির প্রামাণ্যই উক্ত স্মৃতিসমূহের প্রামাণ্য। যে-সমস্ত কর্ম সকলশাখাধ্যায়ীর অনুষ্ঠেয় অথচ স্বশাখায় সকল কর্ম উপদিষ্ট নহে, সেই সমস্ত কর্ম সমগ্র বেদ হইতে চয়ন করিয়া অতিসংক্ষেপে ঋষিগণ স্মৃতিমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রত্যক্ষশ্রুতিসত্ত্বেও স্মৃতিসমূহ নিরর্থক নহে। বেদের নিত্যত্ববাদী মীমাংসাসম্প্রদায় বেদের অণুমাত্র অংশেরও লোপ স্বীকার করেন না বলিয়া ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন যে যে-সমস্ত কর্মবিষয়ে স্মৃতিমাত্র উপলব্ধ হয়, কিন্তু শ্রুতি উপলব্ধ হয় না, বুঝিতে হইবে যে ঐ সমস্ত অদ্যাপি অনুপলব্ধ শ্রুতিসমূহ কালক্রমে দৃষ্ট হইতে পারে। এই তাৎপর্যেই ভগবান মনু বলিয়াছেন (মনু সং ২।৭) যে মনুসংহিতার মধ্যে যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে সে সমস্তই বেদমধ্যে বর্তমান, অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্যই মনুসংহিতার প্রামাণ্য; কোন পৌরুষেয় স্মৃতি বা সংহিতার বেদনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোন প্রামাণ্যই নাই। শুধু স্মৃতি নহে, সদাচারাদিও ধর্মে প্রমাণ (মনু সং ২।৬), "বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥" অর্থাৎ, সমগ্র বেদ, বেদার্থজ্ঞগণের স্মৃতি, তাঁহাদের ব্রহ্মণ্য প্রভৃতি ত্রয়োদশবিধ শীল, সাধুব্যক্তিগণের ধর্মবুদ্ধিতে পালনীয় আচারসমূহ এবং আত্মতুষ্টি—এই ছয়টি এই ক্রমে (অর্থাৎ পূর্ব পূর্বের বিরোধে পর পরটি দুর্বল) ধর্মবিষয়ে প্রমাণ। এই শ্লোকের উপর মেধাতিথি যে বিশাল বিচার করিয়াছেন তাঁহার একস্থলে তিনি স্বরচিত "স্মৃতিবিবেক" গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন (মেধাতিথিভাষ্য ২।৬ পৃঃ ৬৭=পৃঃ ১৬৯), "স্মার্তবৈদিকয়োর্নিত্যং ব্যতিষঙ্গাৎ পরস্পরম্। কর্তৃতঃ কর্মতো বাপি বিযুজ্যেতে ন জাতু তৌ ॥ প্রত্যক্ষশ্রুতিনির্দ্দিষ্টং যেঽনুতিষ্ঠন্তি কেচন। ত এব যদি কুর্বন্তি তথা স্যাদ্বেদমূলতা॥ প্রামাণ্যকারণং মুখ্যং বেদবিদ্ভিঃ পরিগ্রহঃ। তদুক্তং 'কর্তৃসামান্যাদ'নুমানং শ্রুতীঃ প্রতি ॥"তাৎপর্য্য এই, বৈদিকবিধি ও স্মার্তবিধি এইরূপভাবে পরস্পর বিজড়িত যে কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। স্মৃতিসমূহের কর্তা এবং বেদোক্ত কর্মসমূহের অনুষ্ঠাতা কখনও ভিন্ন নহেন। যাঁহারা প্রত্যক্ষশ্রুতিবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই যদি স্মার্ত কর্মসমূহের আচরণ করেন, তাহা হইলেই ঐ সমস্ত স্মার্ত কর্মের বেদমূলতা সিদ্ধ হয়। বেদবিৎ শিষ্ট ব্যক্তিগণের বৈদিককর্মকর্তৃত্ব ও স্মৃতিকর্তৃত্ব অর্থাৎ "কর্তৃসামান্য"ই শিষ্টপরিগৃহীত মন্বাদি স্মৃতির প্রামাণ্যে হেতু এবং ঐরূপ স্মৃতিসমূহই অদ্যাপি অনুপলব্ধ শ্রুতির অনুমাপক বা কল্পক। এইরূপ তাৎপর্যেই মহর্ষি জৈমিনি সূত্র রচনা করিয়াছেন (মীঃ সূঃ ১।৩।২), "অপি বা কর্তৃসামান্যাৎ

প্রমাণমনুমানং স্যাৎ।" শুধু তাহাই নহে, বৈদিকসম্প্রদায়মতে শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত আচারই পরম ধর্ম এবং আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নের সম্পূর্ণ ফলভাগী হন না (মনু সং ১।১০৮-১১০)। যাঁহারা "শুষ্ক" আচার ইত্যাদি বলিয়া আচারকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট তাঁহারা যে বৈদিকমার্গবহির্ভূত, তাহা বলাই বাহুল্য। কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা ধর্মবিষয়ে বেদমাত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন ; সংহিতা, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, সদাচার ইত্যাদি প্রমাণ নহে, তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য এই—বেদই একমাত্র প্রমাণ, স্মৃত্যাদি নহে, এইরূপ কথাই বা বেদের কোন স্থলে বিদ্যমান ? বস্তুতঃ যে-সমস্ত বেদবিরুদ্ধ আচার আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে বহুকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে সেই সমস্ত আচারই আর্য্যদৃষ্টিতে শুষ্ক অর্থাৎ নিষ্ফল, এমন কি অনর্থকরও বটে। ভট্ট কুমারিল তাঁহার তন্ত্রবার্ত্তিকের সদাচারপ্রামাণ্যনিরূপণপ্রকরণে (তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৭ শিষ্টাকোপাধিকরণম্ পৃঃ ১২৪-৩৯ = পৃঃ ৩৬৬-৭৫) অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে ঐ সমস্ত অনাচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; এমন কি তিনি নহুষ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির আচারভ্রষ্টতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদান্তপরিভাষার ব্যাখ্যা গ্রন্থের মঙ্গলবাদে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে বিচারিত হইয়াছে।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্যয়নবিধিবিচার নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণ-বিচার

মীমাংসাদর্শনের স্মৃত্যধিকরণে (মীঃ সূঃ ১।৩।১-২) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে যে-সমস্ত স্মৃতিবাক্যের মূলশ্রুতি অদ্যাপি দৃষ্ট নহে তাহারাও অনুমিত বা কল্প্যশ্রুতিবলে প্রমাণ। এক্ষণে প্রশ্ন এই, সাক্ষাৎ বেদবিরুদ্ধস্মৃতিসমূহবলে কি শ্রুতি অনুমিত হইবে ? অথবা, হইবে না ? আচার্য্য শবরস্বামী তিনটি বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম স্মৃতিবাক্য এই (লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র ২।৬।২), "ঔদুম্বর্য্যাঃ সর্ববেষ্টনম্।" জ্যোতিষ্টোম যাগে সদোনামকমণ্ডপের মধ্যে উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) বৃক্ষের শাখা প্রোথিত করিয়া রাখিতে হয়। স্মৃতি বলিতেছেন যে ঔদুম্বরীকে বস্ত্রের দ্বারা সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিতে হইবে। কিন্তু শ্রুতি মধ্যে আছে (লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র ২।৬।২), "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বোদ্‌গায়েৎ" অর্থাৎ ঔদুম্বরীকে স্পর্শ করিয়া গান করিবে। এক্ষণে স্পর্শন-শ্রুতির সহিত বেষ্টন-স্মৃতির বিরোধ অবশ্যম্ভাবী ; কারণ ঔদুম্বরীর সর্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিলে উহাকে স্পর্শ করা যাইবে না ; আবার, স্পর্শ করিতে হইলে উহাকে সর্বাঙ্গবেষ্টন করা যাইবে না। সুতরাং সংশয় এই, এইস্থলে স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণ-ন্যায়ে কি বেষ্টনস্মৃতিবলে বেষ্টনবিষয়ক শ্রুতি অনুমিত বা কল্পিত হইবে ? অথবা হইবে না ? পূর্বপক্ষীর কথা এই, স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণে উক্ত কর্তৃসামান্যহেতুবলে অষ্টকাদিস্মৃতির ন্যায় বেষ্টনস্মৃতিবলে বেষ্টনশ্রুতি কল্পিত হইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষস্পর্শনশ্রুতির ন্যায় কল্প্যবেষ্টনশ্রুতিও প্রমাণ হওয়ায় ব্রীহি ও যবের ন্যায় স্পর্শন ও বেষ্টনের মধ্যে অষ্টপ্রকারদোষসত্ত্বেও অগতিকগতিন্যায়ে বিকল্পব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আপাতবিরোধের সমাধান করিতে হইবে। ফলে কল্প্যবেষ্টনশ্রুতিমূল হওয়ায় বেষ্টন-স্মৃতি প্রমাণ। অথবা, পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে স্পর্শনবিষয়কপ্রত্যক্ষশ্রুতি ও বেষ্টনবিষয়ক অনুমিতশ্রুতির মধ্যে পরস্পরবিরোধবশতঃ উভয়ই অপ্রমাণ (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ১।৩।২য় অধিঃ পৃঃ ৩৩ = পৃঃ ২৯)।

ইহার উত্তরে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন (মীঃ সূঃ ১।৩।৩), "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্।" তাৎপর্য্য এই, প্রত্যক্ষ যেমন অন্য কোন প্রমাণকে অপেক্ষা না করিয়া স্ববিষয়ে প্রমাণ, সেইরূপ উপলভ্যমান শ্রুতি প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া স্ববিষয়ে প্রমাণ হওয়ায় উক্ত শ্রুতি প্রত্যক্ষবৎ বলিয়া প্রত্যক্ষ-শ্রুতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু অনুমান প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরপেক্ষ প্রমাণ নহে, কারণ অনুমান স্ববিষয়সিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষের উপর (ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির নিমিত্ত) নির্ভরশীল। এই কারণে প্রত্যক্ষ অনুমানের উপজীব্য বা আশ্রয় হওয়ায় প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অনুমান কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধিত, যেমন

বহ্নির অনুষ্ণত্বানুমান বাধিত। বলবত্তরপ্রমাণেন প্রবাধিতঃ কালাত্যয়াপদিষ্টঃ। অনুমানের প্রত্যক্ষোপজীবাত্বই অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষের বলবত্তরত্ব। অনুরূপভাবে প্রত্যক্ষ-শ্রুতি অপেক্ষা অনুমিত-শ্রুতি দুর্বল; কারণ স্মৃতিপ্রণেতৃগণ প্রথমে শ্রুত্যর্থ অনুভব করিয়া পরে উহা স্মরণ করিয়া স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষশ্রুতি নিরপেক্ষ-প্রমাণ হইলেও স্মৃতি সাপেক্ষ-প্রমাণ; প্রত্যক্ষশ্রুতির প্রামাণ্যেই স্মৃতির প্রামাণ্য, স্মৃতির স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ হইলে প্রত্যক্ষ-শ্রুতি ঝটিতি স্ববিষয় প্রতিষ্ঠিত করিবে; কিন্তু স্মৃতি মূলান্তরাপেক্ষ হওয়ায় মূলপ্রমাণের অনুসন্ধানপূর্বক স্ববিষয় স্থাপন করিতে বিলম্বে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ফলে প্রত্যক্ষ-শ্রুতি স্ববিষয়স্থাপনকালে অনুপসঞ্জাতবিরোধী অর্থাৎ তাহার বিরোধী প্রমাণ তখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু স্মৃতি স্ববিষয়স্থাপনকালে উপসঞ্জাতবিরোধী, কারণ স্মৃতি যখন স্ববিষয় প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত তখন সেই বিষয়ের বিরোধী বিষয় পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্মৃতির বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষশ্রুতি যেন স্মৃতির বিষয়কে অপহরণ (বাধ) করিয়া স্মৃতির প্রামাণ্যেরও অপহরণ করিতেছে (কল্পতরু ২।১।১ পৃঃ ৪৩৩), "অর্থাপহারেণ মানস্যাপ্যপহারাৎ।" বিষয়ের বাধই অর্থাপহার এবং অর্থবিপ্রকর্ষই স্মৃতির দুর্বলতার কারণ। আচার্য্য শবরস্বামী "শ্রুত্যাদীনাং পূর্বপূর্ববলীয়স্ত্বাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৩।৩।১৪) সবিস্তর প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে দুইটি প্রমাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে যে-প্রমাণ নিজ বিষয়ে বিলম্বে প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রমাণ দুর্বল এবং যে-প্রমাণ অর্থ-সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ শীঘ্র প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রমাণ বলবান। সন্নিকৃষ্ট-বিপ্রকৃষ্টের বিরোধে সন্নিকৃষ্ট প্রবল। সুতরাং সাপেক্ষ-নিরপেক্ষ-ন্যায়েই হউক, উপসঞ্জাত-অনুপসঞ্জাত-বিরোধ-ন্যায়েই হউক, অথবা বিপ্রকৃষ্ট-সন্নিকৃষ্ট-ন্যায়েই হউক, প্রত্যক্ষ-শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি দুর্বল হওয়ায় উভয়ের বিরোধে স্মৃতিই বাধিত, প্রত্যক্ষশ্রুতি নহে। অতএব স্মৃতিই প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় স্মৃতিবলে শ্রুতি অনুমিত বা কল্পিত হইতে পারিবে না। শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণের সূত্র এইরূপে যোজনীয়—বিরোধে অর্থাৎ শ্রুতিবিরোধে স্মৃতীনাং প্রামাণ্যং অনপেক্ষম্ অপেক্ষা-বর্জিতং হেয়ম্ ইতি যাবৎ (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৩।৩ পৃঃ ১১২ = পৃঃ ৩২৭-২৮; কল্পতরু ঐ পৃঃ ৪৩৩)। অথবা, বিরোধে অর্থাৎ প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে অনপেক্ষং স্বপ্রামাণ্যায় প্রমাণান্তরানপেক্ষং বেদবচনং প্রমাণং স্যাৎ। কিন্তু যদি প্রত্যক্ষশ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ না থাকে, তাহা হইলে স্মৃতিও প্রমাণ, কারণ ঐরূপ স্মৃতিবলে শ্রুতি অনুমিত বা কল্পিত হইতে পারে—অসতি বিরোধে মূলশ্রুত্যনুমানেন স্মৃতিবচনমপি প্রমাণম্। তন্ত্রবার্ত্তিককার সৌত্র "অনপেক্ষ" পদের অপ্রামাণ্য ও নিরপেক্ষপ্রামাণ্য উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়া সূত্র যোজনা করিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৩।৪ পৃঃ ১১২ = পৃঃ ৩২৭-২৮), "সূত্রার্থোঽপ্যেবং যোজয়িতব্যঃ— শ্রৌতস্মার্ত্তবিজ্ঞানবিরোধে যদনপেক্ষমপেক্ষাবর্জিতং, যস্য বা অপেক্ষণীয়মন্যন্নাস্তীত্যেবং পাঠদ্বয়েঽপি পূর্বসূত্রাৎ (মীঃ সূঃ ১।৩।২ "অপি বা কর্ত্তৃ-সামান্যাৎ প্রমাণমনুমানং স্যাৎ") 'প্রমাণ'শব্দমনুষঙ্গেন সম্বদ্ধা যদনপেক্ষং তত্তাবৎ প্রমাণং স্যাৎ ইতি তদানীন্তনব্যবহারমাত্রপ্রতিপত্ত্যর্থমেবোচ্যতে।"

প্রশ্ন হইবে, যদি মূলশ্রুতির অভাবে তাহার অনুভবই না থাকে তবে ঋষিগণ কিরূপে সর্ববেষ্টন স্মরণ করিলেন ?

ইহার উত্তরে আচার্য্য শবরস্বামী নির্দ্বিধায় বলিয়াছেন যে ঋষিগণের ব্যামোহ বা প্রমাদই ইহার কারণ (শাবরভাষ্য ১।৩।৩ পৃঃ ৭২ = পৃঃ ৮৮ = পৃঃ ২৮১), "কথং তর্হি সর্ববেষ্টনস্মরণম্ ? ব্যামোহঃ। কথং ব্যামোহকল্পনা ? শ্রৌতবিজ্ঞানবিরোধাৎ। " ভাষ্যকার অন্যপ্রসঙ্গে (স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণে পূর্বপক্ষস্থাপন প্রসঙ্গে) বলিয়াছেন যে বন্ধ্যা যেমন দৌহিত্রের কর্ম স্মরণ করে, ঋষিগণের এই প্রকার স্মরণও অনুরূপ। বন্ধ্যার দুহিতাই না থাকায় মূল দুহিতার অভাবে দৌহিত্রও নাই, ফলে দৌহিত্রের ক্রীড়াদি কর্মও নাই। সুতরাং বন্ধ্যার দৌহিত্রস্মৃতি প্রমাদগ্রস্তই (শাবরভাষ্য ১।৩।১ পৃঃ ৬৯ = পৃঃ ৭২ = পৃঃ ২৪৩), "যা হি বন্ধ্যা স্মরেৎ 'ইদং মে দৌহিত্রকৃতম্' ইতি, 'ন মে দুহিতা অস্তি' ইতি মত্বা ন জাতুচিদসৌ প্রতীয়াৎ সম্যগেতজ্জ্ঞানমিতি।" মূলশ্রুতি দুহিতৃস্থানীয়, স্মৃতি দৌহিত্রস্থানীয় এবং সর্ববেষ্টনরূপ স্মৃত্যর্থ দৌহিত্রাস্থানীয় (দৌহিত্রের কর্মকলাপস্থানীয়)। বন্ধ্যার দুহিতাই না থাকায় দৌহিত্রস্মৃতি ব্যামোহমাত্র (ভামতী ২।১।১ পৃঃ ৪৩৬) "...প্রমাণমূলত্বাচ্চ স্মৃতেঃ মূলাভাবাদভাবো

বন্ধ্যায়াঃ ইব দৌহিত্র্যস্মৃতেঃ।" যদি কোনও স্থলে পূর্বপক্ষী কোন শ্রুতির অসদর্থ কল্পনা করিয়া স্মৃতির প্রামাণ্য ব্যবস্থাপনে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে উক্ত শ্রুতি বন্ধ্যাস্থানীয় হইবে। তাৎপর্য্য এই, বন্ধ্যা স্বরূপসৎ হইলেও যেমন দুহিতৃজননে অসমর্থ, সেইরূপ ঐরূপ শ্রুতিও স্বরূপসৎ হইলেও পূর্বপক্ষীর অভিপ্রেত অসদর্থজননে অসমর্থ। তখন ঐরূপ শ্রুতি বন্ধ্যাস্থানীয়, অসৎ শ্রুত্যর্থ দুহিতৃস্থানীয়, ঋষিগণকর্তৃক অসৎ শ্রুত্যর্থের স্মরণ দৌহিত্রস্থানীয় এবং ঐরূপ প্রমাদগ্রস্ত স্মরণের অর্থ (সর্ববেষ্টন) দৌহিত্র্যস্থানীয়। সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতিবিরোধে শ্রুতিই প্রবল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণন্যায় অবলম্বন করিয়াই আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের স্মৃত্যধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ২।১।১-২) কাপিলস্মৃতির প্রামাণ্য দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১ পৃঃ ৪৩৫-৩৬), "বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে। পুরুষবচসাং তু মূলান্তরাপেক্ষং বক্তৃস্মৃতিব্যবহিতং চ ইতি বিপ্রকর্ষঃ। তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ।" ব্রহ্মসূত্রের স্মৃত্যধিকরণভাষ্যের বাংলা ব্যাখ্যান গ্রন্থে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হওয়ায় এইস্থলে উহার পুনরুক্তি করা হইল না।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্যয়নবিধিবিচার নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট সমাপ্ত

চতুর্দশ অধ্যায়

অধ্যাপনবিধিবিচার

অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত অধ্যয়ন—প্রাভাকরমতস্থাপন

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিবাক্যের দ্বারা সদ্যোপনীত অষ্টবর্ষীয় ব্রহ্মচারী বালক (যাহার অপর নাম মাণবক বা বটু) বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহা গুরু প্রভাকর স্বীকার করেন না। বেদ অধীত হইলে তাহার পর অধ্যয়নবিধ্যর্থের জ্ঞান হইবে ; আবার অধ্যয়নবিধ্যর্থের জ্ঞান হইলে অধ্যয়নে প্রবৃত্তি হইবে—ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ বিদ্যমান। সুতরাং অনধীতবেদ মাণবকের যখন অধ্যয়নবিধিবাক্যপাঠের অভাবে অক্ষরগ্রহণরূপ অধ্যয়নই হয় নাই, তখন ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়নের অভাবে[1] তাহার যে বাক্যার্থাববোধ হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। শুধু তাহাই নহে, অষ্টবর্ষীয় বালক স্বভাবতঃ ক্রীড়ায় আসক্ত থাকায় তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রশ্ন নাই। সুতরাং অধ্যয়ন-বিধি মাণবকের অধ্যয়নে প্রবর্ত্তক নহে। বিশেষতঃ "স্বাধ্যায়"বাক্যে অধিকারীর নির্দ্দেশ না থাকায় "কে অধ্যয়ন করিবে ?" এইরূপ আকাঙ্ক্ষার পূরণ না হওয়ায় উক্তবাক্যে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রমাণ্য বিদ্যমান।

কেহ বলিতে পারেন, পিতা বা আচার্য্য দ্বারা উপদিষ্ট হইলে মাণবক ক্রীড়াদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবে।

ইহার উত্তরে প্রাভাকরসম্প্রদায় বলেন, তাহা হইলে অধ্যয়নবিধি প্রবর্ত্তক হইল না, পিতা বা আচার্য্যকর্ত্তৃক অধ্যাপনপ্রযুক্ত হইয়াই মাণবকের বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার্য্য। সুতরাং অধ্যয়নবিধি নহে, অধ্যাপনবিধিই মাণবকের বেদাধ্যয়নে প্রবর্ত্তক।[2]

১ যদিও পিতা প্রভৃতি উপনয়নের পূর্বে বালককে ব্যাকরণাদি পড়াইতে পারেন (মেধাতিথিভাষ্য ২।১৬৮ শেষ পংক্তি পৃঃ ১৫২ = পৃঃ ৩৯৩), তথাপি উপনয়নের পর প্রথমে বেদাধ্যয়ন ও পরে বেদাঙ্গাধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে।

২ কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ১০৫, "...কিমেতৎ স্ববিধিপ্রযুক্তং মাণবকাধ্যয়নম্ ? উত অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তম্ ? ইতি। তত্র প্রভাকরো মন্যতে, 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইত্যর্থবিধিঃ অষ্টবর্ষমুপনীতং মাণবকমধ্যয়নে প্রবর্ত্তয়িতুং ন প্রভবতি [সমর্থো ভবতি]। অনধীতবেদস্য [মাণবকস্য] তদ্বিধিবাক্যপাঠাভাবাৎ, বাক্যার্থজ্ঞানং ব্যাকরণাদি-ষড়ঙ্গাধ্যয়নরহিতস্য দূরাপেতম্। বালক্রীড়াসু নিরন্তরমাসক্তস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিরাশঙ্কিতুমপ্যশক্যা। তস্মান্নায়ং বিধিঃ প্রবর্ত্তকঃ। ননু পিত্রাচার্য্যাদিভিঃ শিক্ষিতো মাণবকঃ ক্রীড়াভ্যঃ উপরতঃ পিত্রাদিমুখাদেব যথোক্তবাক্যার্থমবগত্যাধ্যয়নে প্রবর্তিষ্যতে ইতি চেৎ ; এবং তর্হি পিত্রাচার্য্যাদিকর্ত্তৃকাঽধ্যাপনপ্রযুক্তং মাণবকাধ্যয়নম্, ন তু অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তমিত্যেতাদৃশমস্মদীয়মেব মতং ভবতাপ্যঙ্গীকর্ত্তব্যম্।"

তন্ত্ররহস্য ৫ম পরিঃ পৃঃ ৭৯, "...নাপ্যর্থজ্ঞানকামোঽধিকারী, তদশ্রবণাৎ। জায়মানো হ্যধিকারঃ প্রয়োজনম্। ন হ্যধ্যয়নপ্রবৃত্তেঃ পূর্বং মাণবকেনার্থজ্ঞানং জায়তে (? জ্ঞায়তে)। অথাধ্যয়নসাধ্যমেবাধিকারমুপদিশন্তো হিতৈষিণঃ প্রবর্ত্তয়েরন্, তর্হি পরপ্রযুক্তিরেবাঙ্গীকৃতা স্যাৎ। ততো বরং বেদাধ্যাপনপ্রযুক্তিঃ। কিঞ্চ, অধ্যাপকোঽপি হিতৈষী। অথ 'বাস্তুময়ং রৌদ্রং চরুং নির্বপেৎ' ইতি প্রকৃত্য 'এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ' ইত্যত্র দ্রব্যার্জনার্থপ্রবৃত্তেঃ ঋত্বিগভির্জ্ঞাপ্যমানোঽপ্যত্রৈবর্ণিকেন নিষাদস্থপতিনা স্বয়মজায়মানোঽপি স্থপত্যধিকার এব যথা প্রযোজকঃ, তথা মাণবকেনাজ্ঞায়মানোঽপি হিতৈষিবচনাজ্জ্ঞাপ্যমানো মাণবকাধিকার এব প্রযোজকঃ স্যাৎ। ন স্যাৎ। ন হ্যষ্টবর্ষস্য তস্য প্রবুদ্ধস্থপতিন্যায়েন পুরুষার্থকামনা সম্ভবতি। নাপি পূর্বপক্ষে বালিশস্য তস্যার্থবাদিকফলকামনা স্বর্গকামনা বা সম্ভবতি। তস্মাৎ পর-প্রযুক্ত্যেব পূর্বোত্তরপক্ষৌ যুক্তৌ।" "বালিশ" শব্দের অর্থ অজ্ঞ (মনু সং ২।১৫৩), "অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ।" বিদ্বান্ যেমন কর্মাধিকারী, সেইরূপ অজ্ঞই বেদাধ্যয়নে অধিকারী। মুদ্রিত তন্ত্ররহস্যে "রৌদ্রং বাস্তুময়ং চরুং নির্বপেৎ" এইরূপ পাঠ ধৃত হইলেও মৈত্রায়ণীসংহিতার (২।২।৪) পাঠই গৃহীত হইয়াছে। শাবরভাষ্যে (৬।১।৫১ পৃঃ ৬৮৮ = পৃঃ ২১১) ধৃত "বাস্তুমধ্যে" প্রভৃতিও মৈত্রায়ণীসংহিতায় লভ্য। জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে (৬।১।১৩শ অধিঃ পৃঃ ৩৪৭) ধৃত "বাস্তুময়ং রৌদ্রং চরুং নির্বপেৎ" পাঠই প্রকরণগ্রন্থাদিতে বহুল ব্যবহৃত। "বাস্তু" পদের অর্থ শাকবীজপ্রকৃতিক। "চরু" শব্দের অর্থ ওদন বা তণ্ডুলসাধ্যহবিঃ বিকার (মীঃ সূঃ ১০।১।৩৪-৪৪, ১০ম অধিঃ "সৌর্য্যযাগে চরুশব্দবাচ্যৌদনেন প্রাকৃতহবির্বাধাধিকরণম্")।

অধ্যাপন-বিধি কোথায় উপলব্ধ হয়?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে প্রাভাকরসম্প্রদায় "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" শ্রুতিবচন উদ্ধার করিয়া থাকেন।[৩]

আপত্তি হইবে, এই বিধিবাক্যে নিয়োজ্য[৪] বা অধিকারী শ্রুত হয় নাই; সুতরাং নিয়োজ্যের অভাবে এই বিধিবাক্যের দ্বারা কে প্রবৃত্ত হইবে? ফলে নির্নিয়োজ্যতাবশতঃ উক্ত বিধিবাক্যে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য অবশ্যম্ভাবী।

উত্তর এই, "সম্মাননোৎসঞ্জনাচার্য্যকরণজ্ঞানভৃতিবিগণনব্যয়েষু নিয়ঃ" এই পাণিনি-সূত্রে (১৩৩৬) আচার্য্যকরণবিবক্ষায় নী ধাতুতে আত্মনেপদের বিধান থাকায় "উপনয়ীত" পদে আচার্য্যক বা আচার্য্যকর্মই বুদ্ধিস্থ হয়; ফলে উপ উপসর্গপূর্বক নী ধাতুর অর্থ বিধিপূর্বক আত্মসমীপ প্রাপণ। এইরূপ প্রাপণ আচার্য্যনিষ্ঠ, মাণবকনিষ্ঠ নহে।[৫] উপনয়নের ফলরূপ সংস্কার মাণবকনিষ্ঠ হইলেও আত্মসমীপপ্রাপণরূপ ক্রিয়ার ফল আচার্য্যনিষ্ঠ, কারণ ঐরূপ ক্রিয়ার দ্বারাই আচার্য্য মাণবককে আত্মসমীপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উপ উপসর্গের দ্বারা সামীপ্য ও নী ধাতুর দ্বারা প্রাপণ এবং আত্মনেপদ প্রয়োগের দ্বারা ক্রিয়াফলের কর্তৃনিষ্ঠত্ব সহজেই বুদ্ধিস্থ হয়। উপনয়নক্রিয়ার দ্বারাই আচার্য্যের আচার্য্যত্ব সম্পাদিত হয় বলিয়া "আচার্য্যকরণ" পদের অর্থ আচার্য্যত্বসম্পাদন—মাণবককে উপনয়ন দ্বারা অনাচার্য্য আচার্য্য হইয়া থাকেন। সুতরাং "মানবকমুপনয়তে" ইহার তাৎপর্য্যার্থ "আত্মানম্ আচার্য্যীকর্তুং মাণবকম্ আত্মসমীপনং প্রাপয়তি।" ফলে "উপনয়ীত" পদে আত্মনেপদ প্রয়োগের দ্বারা আচার্য্যকর্ম প্রতীয়মান হওয়ায় আচার্য্যকরণকাম বা আচার্য্যককাম বা আচার্য্যকর্মকাম পুরুষই নিয়োজ্যরূপে পর্বোক্ত অধ্যাপনবিধিতে সম্বদ্ধ হইয়া থাকেন—"আচার্য্যকর্মকাম অষ্টবর্ষং

৩ যাজ্ঞঃ স্মৃতি ১।১৪-১৫ পৃঃ ৬ = পৃঃ ৩৩-২, "গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাঽব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।...উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহৃতিপূর্বকম্। বেদমধ্যাপয়েৎ... ॥" উপনয়ন অর্থে "উপনায়ন" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে—স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়। ভূঃ, ভুবঃ, সুবঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যম্—এই সপ্ত মহাব্যাহৃতি। ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে ও বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন প্রশস্ত। মনু সং ২।৩৬ মেধাতিথিভাষ্যোক্ত উপনয়ন-লক্ষণ এইরূপ (পৃঃ ৮৯ = পৃঃ ২২৪), "উপনীয়তে সমীপং প্রাপ্যতে যেনাচার্য্যস্য স্বাধ্যায়াধ্যয়নার্থং, ন কুড্যং কটং বা কর্তুং তদুপনয়নম্। বিশিষ্টস্য সংস্কারকর্মণো নামধেয়মেতৎ।" ইহারই অপর নাম মৌঞ্জীবন্ধন।

৪ "নিয়োগ" পদের অর্থ বিধি। যাহার প্রতি বিধি প্রযুক্ত হয় তাহাকে বিধির নিয়োজ্য বা অধিকারী বলে। বিধি ও পুরুষের সম্বন্ধকে অধিকার বলা হয়। প্রাভাকরসম্প্রদায় বলেন যে অধ্যয়নবিধিবাক্যে নিয়োজ্য শ্রুত না হওয়ায় উহা মাণবককে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। এক্ষণে অনুরূপ আপত্তিই প্রাভাকরসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করা হইতেছে।

৫ তাৎপর্য্য এই, প্রাভাকরসিদ্ধান্তে উপনয়নের ফল আচার্য্যনিষ্ঠ না হইলে অধ্যয়ন অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত হইবে না, কিন্তু উপনয়নক্রিয়ার ফল যে সংস্কার, তাহা মাণবকনিষ্ঠ, আচার্য্যনিষ্ঠ নহে। ইহাতে কেহ উত্তর দিতে পারেন যে "উপনয়ীত" পদে আত্মনেপদ প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায় যে উপনয়নের ফল কর্তৃগামী অর্থাৎ আচার্য্যনিষ্ঠ এবং "স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে" এই পাণিনি সূত্রানুসারে (পাঃ সূঃ ১৩৭২) নীঞ্ ধাতুতে আত্মনেপদপ্রয়োগ সিদ্ধ হয়। এইরূপ উত্তরের বিরুদ্ধে আপত্তি হইবে, উক্ত পাণিনিসূত্রের তাৎপর্য্য এই যে কর্তা ক্রিয়াফলভাগী হইবে, ইহাই যদি অভিপ্রায় হয়, তবেই আত্মনেপদ প্রয়োগ হইবে; কিন্তু ক্রিয়াফল যদি পরার্থরূপে অভিপ্রেত হয় তবে উভয়পদী ধাতুতে পরস্মৈপদ বিহিত এবং ভ্বাদিগণীয় নীঞ্ ধাতু উভয়পদী। আলোচ্যস্থলে আত্মসমীপপ্রাপণক্রিয়ার ফল যে সংস্কার তাহা মাণবকনিষ্ঠ হওয়ায় উপনয়ন ক্রিয়ার ফল অকর্ত্রভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে। সুতরাং "স্বরিতঞিতঃ" সূত্রানুসারে "উপনয়ীত" পদে আত্মনেপদ-প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না। এইজন্য প্রাভাকরসম্প্রদায় "সংমাননোৎসঞ্জনাচার্য্যকরণ" ইত্যাদি অন্য পাণিনিসূত্রানুসারে "উপনয়ীত" পদে আত্মনেপদপ্রয়োগ সিদ্ধ করিয়া থাকেন। উক্ত সূত্রে সম্মানন (পূজন), উৎসঞ্জন (উৎক্ষেপন), ইত্যাদির ন্যায় আচার্য্যকরণও নীঞ্ ধাতুতে আত্মনেপদপ্রয়োগের নিমিত্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। "আচার্য্যকরণ" পদের অর্থ আচার্য্যকর্ম, "আচার্য্যক" পদেরও ঐরূপ অর্থ—আচার্য্যস্য ভাবঃ কর্ম বা আচার্য্যকম্। আচার্য্যকরণ ধাতুবাচ্য নহে। উভয় পাণিনিসূত্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী হইলেই তবে উভয়পদী স্বরিত ধাতু ও ঞিত ধাতুতে আত্মনেপদ প্রয়োগ হয়। কিন্তু ক্রিয়ার ফল পরগামী হইলেও সম্মাননাদি অর্থে নীঞ্ ধাতুর আত্মনেপদ প্রয়োগ হইয়া থাকে। নীঞ্ ধাতুতে আত্মনেপদপ্রয়োগবলেই আচার্য্যকরণ অর্থলাভই প্রাভাকরসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হওয়ায় তাঁহারা "উপনয়ীত" পদে আত্মনেপদব্যাখ্যার জন্য শেষোক্ত পাণিনিসূত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে-সমস্ত ধাতুর স্বরিত স্বর এবং যে-সকল ধাতুর শেষে "ঞ্" থাকিলেও উহার লোপ (ইৎ) হয়, তাহাদের যথাক্রমে স্বরিত ও ঞিত ধাতু বলে। উদাত্ত-অনুদাত্তমিলিত মধ্যস্বরই স্বরিতস্বর।

ব্রাহ্মণমুপনয়ীত।"[৬]

আপত্তি হইবে, এইরূপ বিধিবলে আচার্য্যের উপনয়নেই অধিকার সিদ্ধ হয়, অধ্যাপনে নহে; সুতরাং এইরূপ বিধি কিরূপে মাণবকের বেদাধ্যয়নে প্রবর্ত্তক হইবে?

উত্তর এই, পরিপূর্ণ শ্রুতি এইরূপ—"অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তমধ্যাপয়ীত।" সুতরাং "উপনয়ীত" ও "তমধ্যাপয়ীত" এইরূপে উপনয়ন ও অধ্যাপনের একপ্রয়োগত্ব শ্রুত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবান মনু আচার্য্যের লক্ষণ প্রদান করিতে বলিয়াছেন (মনু সং ২।১৪০), "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যং চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥" অর্থাৎ, যে-ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনীত করিয়া কল্প ও রহস্য সহিত বেদ অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলা হয়।[৭] "উপনীয়" পদে ল্যপ্-প্রত্যয় ব্যবহারে বুঝা যে উপনায়ন ও অধ্যাপনের একপ্রয়োগতা অর্থাৎ একপুরুষকর্ত্তৃক অনুষ্ঠানবিষয়তা বিদ্যমান। উপনায়নে যিনি নিযোজ্য, অধ্যাপনেও তিনিই নিযোজ্য; যেহেতু উপনায়ন ও অধ্যাপনরূপ ক্রিয়াদ্বয় মিলিতরূপে আচার্য্যত্বপ্রাপ্তিরূপ একটি প্রয়োজনই সিদ্ধ করে। সুতরাং উভয় কর্মের মধ্যে যে কোন একটির অনুষ্ঠানে আচার্য্যত্বপ্রাপ্তিরূপ ফলসিদ্ধি না হওয়ায় সোপনায়নাধ্যাপনদ্বারাই আচার্য্যের আচার্য্যত্ব সিদ্ধ হয়—উপনায়নপূর্বক অধ্যাপনসাধ্য আচার্য্যত্বই উক্ত শ্রুতিবাক্যে প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব উপনায়নপূর্বক অধ্যাপনের দ্বারা অধ্যাপকে কোন অতিশয় বা বিশেষ উৎপন্ন হয়; সেই অতিশয়ই "আচার্য্য" শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত।

আপত্তি হইবে, উপনায়ন ও অধ্যাপনের একপ্রয়োগতাবশতঃ উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব প্রতীত হইলেও[৮] আচার্য্যকরণ কিরূপে নিযোজ্যবিশেষণ হইবে; বিশেষতঃ "স্বর্গকামঃ" পদের ন্যায় উক্ত বিধিবাক্যে "আচার্য্যত্বকামঃ" এইরূপ পদ নাই।

৬ যাঁহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" (গীতা ৪।১৩) শ্লোক দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই স্থলে "ব্রাহ্মণ" শব্দপ্রয়োগে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। শ্রুতি উপনয়নের পূর্বেই অনুপনীত বালককে "ব্রাহ্মণ" পদে উল্লেখ করায় বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণত্বাদিজাতি জন্মগত, গুণগত নহে, কারণ অষ্টবর্ষীয় বালকের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণসমূহের অভিব্যক্তি হয় না। গীতার "গুণকর্মবিভাগশঃ" পদের ব্যাখ্যার জন্য ভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য। গীতার মধ্যে শ্রুতিসিদ্ধজন্মগতজাতি স্বীকৃত না হইলে "স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদি শ্লোকে (গীতা ২।৩১) অর্জুনকে শ্রীভগবানের তিরস্কার অর্থহীন হইয়া যায়। অর্জুনে জন্মগত ক্ষত্রিয়ত্বজাতি না থাকিলে তাঁহার স্বধর্ম কি? এই সমস্ত উৎ-সম্প্রদায়কেও অন্ততঃ স্বীকার করিতে হইবে যে বর্ণবিভাগ ঈশ্বরসৃষ্ট ("ময়া সৃষ্টং"), একদল দুরভিসন্ধিযুক্ত মানুষের সৃষ্টি নহে।

৭ মেধাতিথিভাষ্য ২।১৪০ পৃঃ ১৩৯ = পৃঃ ৩৬০-৬১, "গ্রহণং চাত্র অধ্যেত্রন্তরনিরপেক্ষং বাক্যানুপূর্বীস্মরণম্" অর্থাৎ অন্য কোন অধ্যেতার অধ্যয়নক্রিয়াকে অপেক্ষা না করিয়াই বেদবাক্যসমূহের যথাক্রম স্মরণই বেদগ্রহণ। মেধাতিথির মতে মাণবক যদি বেদস্বরূপগ্রহণ করে তাহা হইলেই আচার্য্যকরণবিধি চরিতার্থ হইয়া যায়; শিষ্যের অক্ষরগ্রহণাত্মক পাঠ সম্পাদন করিলেই আচার্য্যের আচার্য্যত্ব নিষ্পাদিত হইবে। মানবশ্লোকোক্ত "কল্প" পদ শিক্ষাদি বেদাঙ্গের উপলক্ষণ। "রহস্য" পদের অর্থ উপনিষৎ। উপনিষৎ বেদ হইলেও প্রাধান্যবশতঃ ব্রাহ্মণ-শিঠন্যায়ে পৃথক্‌রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। মেধাতিথি অদ্বৈতী হইয়াও কর্মমীমাংসায় প্রধানতঃ প্রাভাকরপন্থানুসারী।

৮ শ্রুতিমধ্যে ব্রহ্মতেজকামনায় বৃহস্পতিসবের বিধান আছে, "ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ বৃহস্পতিসবেন যজেত।" আবার শ্রুতি বলিয়াছেন (আপঃ শ্রৌতঃ ১৮।১৭।১৫), "বাজপেয়েন ইষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেৎ।" এই বিধিবাক্যগত "ইষ্ট্বা" পদে সমানকর্ত্তৃকতার বোধক ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়রূপ (পাঃ সূঃ ৩।৪।২১ "সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্বকালে") অভিধাত্রী-শ্রুতি-প্রমাণবলে বুঝা যায় যে বাজপেয়যাগের অঙ্গরূপে বৃহস্পতিসব বিহিত হইয়াছে (টুপ্‌টীকা ৪।৩।২৯-৩১ পৃঃ ৭৯-৮০)। প্রাভাকরসম্প্রদায়ের কথা এই, একই যুক্তিবলে স্বীকার্য্য যে "উপনীয়" পদে ক্ত্বাচ্ (ল্যপ্) প্রত্যয়রূপ অভিধাত্রী-শ্রুতি অধ্যাপনের অঙ্গরূপে উপনায়নের বিনিয়োগে প্রমাণ। এইজন্য বলা হইয়াছে, একপ্রয়োগতাবশতঃ অঙ্গাঙ্গিভাব। প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্য, বৃহস্পতিসবে ব্রাহ্মণমাত্রের অধিকার এবং বাজপেয় যাগে বৈশ্যের অধিকার না থাকিলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের অধিকার বর্ত্তমান। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উভয় যাগের এককর্ত্তৃকত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? ইহাতে কোন কোন মীমাংসকের সমাধান এই যে বাজপেয়যাগের অঙ্গরূপে বিহিত বৃহস্পতিসব প্রকরণান্তরাধিকরণ-ন্যায়ে (মীঃ সূঃ ২।৩।২৪, অধিঃ ১১শ "মাসাগ্নিহোত্রাদীনাং ক্রত্বন্তরতাধিকরণম্") ব্রহ্মবর্চসফলক বৃহস্পতিসব হইতে ভিন্ন কর্ম হওয়ায় বাজপেয়যাগাঙ্গভূত বৃহস্পতিসবে ক্ষত্রিয়ের অধিকার বর্ত্তমান (তন্ত্ররত্ন ৪।৩।২৯-৩১ পৃঃ ১৯০-৯৩)।

উত্তর এই, রাত্রিসত্রন্যায় অনুসারে অধিকারীর বিশেষণরূপে শ্রুতফলের বিপরিণাম করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই, "প্রতিতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে প্রতিষ্ঠারূপ আর্থবাদিক ফল শ্রবণ করিয়া যেমন প্রতিষ্ঠারূপ ফলকে "প্রতিষ্ঠাকামঃ" এইরূপে অধিকারীর বিশেষণরূপে বিপরিণাম করিতে হয়, সেইরূপ অধ্যাপনের অঙ্গরূপ উপনায়নে শ্রুত আচার্য্যত্বকরণরূপফলকে "আচার্য্যত্বকামঃ" এইরূপে অধিকারীর বিশেষণরূপে বিপরিণাম করিতে হইবে।[৯]

প্রশ্ন হইবে, বিধি সর্ব্বত্রই স্ববিষয়ের (অর্থাৎ ভাবার্থের) অথবা তাহার অঙ্গের অনুষ্ঠাপক হইয়া থাকে ; অধ্যয়ন অধ্যাপনবিধির বিষয়ও নহে, অঙ্গও নহে, সুতরাং অধ্যাপনবিধি কিরূপে অধ্যয়নের অনুষ্ঠাপক হইবে ?

ইহাতে প্রাভাকরসম্প্রদায়ের উত্তর এই, আধানকর্ম আধানোত্তরকালিক কাম্য-ক্রতুবিধিসমূহের দ্বারা অনুষ্ঠাপিত হইয়া থাকে, অথচ আধান উত্তরক্রতুবিধির বিষয়ও নহে, তদঙ্গও নহে। অনুরূপভাবেই অধ্যয়ন অধ্যাপনবিধির অবিষয় ও অতদঙ্গ হইয়াও অধ্যাপনবিধির দ্বারা অনুষ্ঠাপিত হইবে।

আপত্তি হইবে, অধ্যাপনবিধি নিজবিষয় অধ্যাপনকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে অধ্যয়নে প্রযোজক হইবে ?

উত্তর এই, আচার্য্যত্বকাম পুরুষকর্ত্তৃক অধ্যাপন মাণবককর্ত্তৃক অধ্যয়ন ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া আচার্য্যকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় অধ্যাপনই মাণবকের অধ্যয়নে প্রযোজক ; সুতরাং অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তই অধ্যয়নের অনুষ্ঠান সম্ভব। যেমন, "পাচয়তি", "যাজয়তি" ইত্যাদি স্থলে সর্ব্বত্রই ধাত্বর্থব্যতিরেকে ণিচ্ প্রত্যয়ার্থ দৃষ্ট হয় না। এই কারণে স্ববিষয়রূপ অধ্যাপনের অনুষ্ঠানে নিয়োগকারী অধ্যাপনবিধি অধ্যাপননিষ্পাদক অধ্যয়নেরও প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে, যেহেতু প্রযোজ্যব্যাপারব্যতিরেকে প্রযোজকব্যাপার নির্বাহ করা সম্ভব নহে। সুতরাং অধ্যয়ন অধ্যাপনবিধির দ্বারা আক্ষেপলভ্য হওয়ায় অন্যতঃপ্রাপ্ত বলিয়া পৃথক অধ্যয়নবিধি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।[১০]

৯ শালিকনাথকৃত প্রকরণপঞ্চিকা, শাস্ত্রমুখ নামক প্রথম প্রকরণ পৃঃ ১২, ১৪-৫, "কঃ পুনরাচার্য্যকরণবিধিঃ ? 'উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যং চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥' (মনু ২।১৪০) ইতি স্মরণানুমিতঃ শিষ্যমুপনীয় বেদাধ্যাপনেনাচার্য্যকং ভাবয়েৎ ইত্যেবংরূপঃ। অলৌকিকঞ্চাহবনীয়াদি-বদাচার্য্যকমিতি তন্নিষ্পত্ত্যুপায়বিধানং যুক্তমেব। তত্রার্থাৎ আচার্য্যবুভূষত এবাধিকারো ধনার্জ্জননিয়মবৎ। তত্র শিষ্যং প্রতি বিহিততদ্ধিতাচরণদক্ষিণাদানদর্শনাৎ তল্লিপ্সয়ৈবাচার্য্যভবনেচ্ছা। যথা দীক্ষণীয়য়া দীক্ষিতত্বসিদ্ধিঃ, তথা বেদাধ্যাপনেনাচার্য্যত্বসিদ্ধিঃ। উপনয়নং চ ক্তাপ্রত্যয়েনাধ্যাপনসমানকর্ত্তৃকমবগম্যমানমেকপ্রয়োগতয়া বিনা সমানকর্ত্তৃকত্বাসম্ভবাদঙ্গাঙ্গিভাবেন চ বিনা একপ্রয়োগত্বানুপপত্তেঃ আচার্য্যকভাবনাকরণীভূতমধ্যাপনং প্রত্যঙ্গত্বেনা-বতিষ্ঠতে। তদাশ্রিতশ্চ 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত' ইত্যাদিনিয়মঃ।" ইত্যাদি। গুরু প্রভাকরের মত হইতে আচার্য্য শালিকনাথের মতের পার্থক্য এই, আচার্য্য শালিকনাথ "উপনীয়" ইত্যাদি মনুস্মৃতি হইতে অনুমিত শ্রৌত অধ্যাপনবিধি আশ্রয় করিয়া স্বসিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন এবং গুরু প্রভাকরমতে অধ্যাপনবিধি বেদের কোন শাখায় সাক্ষাৎ শ্রুত (প্রকরণপঞ্চিকা ঐ পৃঃ ২৫), "এবং তাবদধ্যাপনবিধিং স্মৃত্যনুমিতমাশ্রিত্য রাদ্ধান্তবর্ণনা কৃতা। অন্যে তু সাক্ষাচ্ছ্রুতাধ্যাপনবিধ্যনুসারেণৈবমাহুঃ।" "অন্যে তু" পদদ্বয়প্রয়োগে বুঝা যায় যে শালিকনাথ (নিজ গুরু) প্রভাকর মিশ্রের মত হইতে নিজ মতের পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছেন। প্রকরণপঞ্চিকায় যাহাকে বিবরণসিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে তাহা প্রাভাকর সিদ্ধান্ত। প্রাভাকরসম্প্রদায়ভুক্ত ভবনাথ ভট্ট তাঁহার "নয়বিবেক" গ্রন্থে আচার্য্যকরণবিধিকে সাক্ষাৎ শ্রুত বলিয়াছেন। দশম পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১০ বিবরণাচার্য্য অনবদ্যভাবে প্রথমে গুরু প্রভাকরের ও পরে আচার্য্য শালিকনাথের মত উপস্থাপন করিয়াছেন (বিবরণ ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬১৪-১৭ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৯৫-৯৮), "তত্রাহ [পঞ্চপাদিকাকারঃ]— আচার্য্যকরণবিধিপ্রযুক্তস্যাধ্যয়নস্যানুষ্ঠানমিতি। অয়মাশয়ঃ। 'সম্মাননোৎসঞ্জনাচার্য্যকরণ-জ্ঞান-ভৃতি-বিগণন-ব্যয়েষু নিয়ঃ' ইতি সম্মাননাদিষু সাধ্যেষু নয়তেধাতোরাত্মনেপদং বিধীয়তে ; তত্র 'উপনয়ীত, তমধ্যাপয়ীত' ইত্যেকপ্রয়োগতাবগমাদুপনয়নাধ্যাপনয়োঃ মাণবকস্যাধ্যাপনং প্রতি কর্মকারকাংশেন গুণভূতত্বাৎ 'মাণবকঃ কেনোপকারেণাধ্যাপনবিধিং নির্বর্ত্তয়েৎ' ইতি বীক্ষায়ামুপগমেনাধ্যয়নং কুর্বন্নধ্যাপনবিধেরুপকরোতি ইতি গম্যতে। তত্র 'উপনীয়াধ্যাপয়েৎ' ইতি প্রয়োগৈক্যকল্পনায়াং নয়ত্যর্থসাধ্যমেবাচার্য্যকরণমধ্যাপনস্যাপি ফলং গম্যতে। ততশ্চ 'উপনীয়াধ্যাপয়েদাচার্য্যকরণকামঃ' ইতি শ্রুতস্যৈবাচার্য্যত্বস্য ফলস্য কামোপবন্ধমাত্রকল্পনাৎ সাধিকারোঽধ্যাপনবিধিঃ সম্পদ্যতে। অথবা, 'উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যং চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥' ইতি উপনয়নাধ্যাপনয়োঃ প্রয়োগৈক্যাৎ, অধ্যাপনে বিধিশ্রবণাৎ, আচার্য্যত্বফলশ্রবণাৎ চ

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এইরূপ বিধিবাক্যের কি গতি হইবে?

উত্তর এই, উক্ত বাক্য নিত্যানুবাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই, অধ্যয়ন অধ্যাপনবিধিলব্ধ হওয়ায় অধ্যয়নের অপ্রাপ্তির অভাববশতঃ যখন অধ্যাপনবিধির অতিরিক্তরূপে অধ্যয়নবিধি স্বীকার্য্য নহে, তখন বিধায়করূপে প্রতীয়মান "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বাক্যকে নিত্যপ্রাপ্তের অনুবাদকরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" শ্রুতি অনুবাদক বলিয়া বিধায়কই না হওয়ায় উক্ত বাক্যের বিচারপূর্বক অর্থাববোধ পর্য্যন্ত তাৎপর্য্য, ইহা বলা যায় না।[১১]

ভাট্টমতানুসারে যখন অধ্যয়নবিধিকে উপজীব্য (আশ্রয় বা অবলম্বন) করিয়া জিজ্ঞাসাধিকরণ রচনা করা যায় না, তখন প্রাভাকরসম্প্রদায় প্রদর্শিত পথে প্রকারান্তরে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসাধিকরণ রচনা করিতে হইবে। অবশ্য উভয় মতে বিষয় ও সংশয় লইয়া কোন বিপ্রতিপত্তি নাই। উভয়মতেই বিচারশাস্ত্রই জিজ্ঞাসাধিকরণের বিষয়রূপ প্রথম অঙ্গ। উভয়মতেই সংশয়রূপ দ্বিতীয় অঙ্গ এইরূপ—বিচারশাস্ত্র কি অবৈধ অর্থাৎ বিধিপ্রাপ্ত নহে বা অবিধেয়? অথবা, বৈধ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধিপ্রাপ্ত?

প্রাভাকরসম্প্রদায়ের মতানুসারে পূর্বপক্ষস্থাপন এইরূপ।

পূর্বপক্ষীর কথা এই, বিচারশাস্ত্র অবৈধ বলিয়া অনারব্ধব্য। এক্ষণে বৈধত্ববাদীকে প্রশ্ন এই, অধ্যাপনবিধি কি মাণবককে অক্ষরগ্রহণের অতিরিক্ত অর্থাববোধেও প্রবৃত্ত করে? অথবা পাঠমাত্রে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে?

প্রথম বিকল্প গ্রহণীয় নহে, কারণ মাণবকের অর্থাববোধ ব্যতিরেকেই অধ্যাপকের অধ্যাপন সিদ্ধ হইয়া থাকে ইহা দৃষ্ট হয়।[১২]

দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করিলে বিচারের বিষয় ও প্রয়োজনই অসম্ভব হইয়া যায়। যাহা আপাততঃ প্রতীত, কিন্তু সন্দিগ্ধ অর্থ, তাহাই বিচারের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু যে-স্থলে অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত মাণবকের পাঠমাত্র বিদ্যমান, সেইস্থলে অর্থাবগতিই না থাকায় সন্দেহের প্রশ্নই নাই; বিচারের প্রয়োজন

'আচার্য্যত্বকামো মাণবকমুপনীয়াধ্যাপয়েৎ' ইতি বিধিনিষ্পাদ্যতে, অধ্যয়নে তু নাধিকারনিমিত্তং কিঞ্চিৎ শ্রুতমস্তি ইতি বিশেষঃ।" বিবরণাচার্য্য "অথবা" পদের দ্বারা স্পষ্টতঃ গুরু প্রভাকর ও আচার্য্য শালিকনাথের সম্মত দুইটি ভিন্ন প্রক্রিয়া পৃথক্‌ভাবে উপস্থাপন করিলেও উভয়মতেই নিষ্পন্নবিধিবাক্যের আকার একরূপ হওয়ায় গ্রন্থসংক্ষেপের জন্য উহাদের পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। বিবরণাচার্য্যকে অনুসরণ করিয়া সায়ণাচার্য্য তাঁহার কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় প্রথমে প্রভাকর ও পরে শালিকনাথের (ঐ পৃঃ ১০৫-৬) এবং অথর্ববেদভাষ্যভূমিকায় প্রথমে শালিকনাথের ও পরে প্রভাকরের (পৃঃ ১২৬-২৭) প্রক্রিয়া উপন্যাস করিলেও তিনি "প্রভাকরো মন্যতে" (পৃঃ ১০৫) ও "প্রাভাকরাস্তু" (পৃঃ ১২৬) বলিয়াছেন, শালিকনাথের নাম করেন নাই। বিবরণের কোন টীকাকারও শালিকনাথের নাম গ্রহণ করিয়া প্রক্রিয়ান্তর উপস্থাপন করেন নাই। কিন্তু শালিকনাথ স্বয়ং তাঁহার প্রকরণ-পঞ্চিকায় নিজ প্রক্রিয়া উপস্থাপনের পর "অন্যে তু" বলিয়া প্রক্রিয়ান্তর উপন্যাস করিয়াছেন (প্রঃ পঃ ১ম প্রকঃ পৃঃ ২৫)। জয়পুরিনারায়ণভট্ট তাঁহার ন্যায়সিদ্ধিতে কণ্ঠতঃই বলিয়াছেন (ঐ পৃঃ ২৫), "এবং স্বসিদ্ধান্তমুপন্যস্য ইদানীং বিবরণসিদ্ধান্তমুপন্যস্যতি—অন্যে তু ইতি।" সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রিকৃত বিষমস্থলটিপ্পনী দ্রষ্টব্য (ঐ পৃঃ ২৫)। ভট্টকুমারিলশিষ্যরূপে প্রসিদ্ধ গুরু প্রভাকর শাবরভাষ্যের উপর "বৃহতী" ও "লঘ্বী" নামক দুইটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। "বৃহতী" টীকার অন্য নাম "নিবন্ধন" এবং "লঘ্বী" টীকারই অপর নাম "বিবরণ।" আচার্য্য শালিকনাথ "বৃহতী"র উপর "ঋজুবিমলা" ও "লঘ্বী"র উপর "দীপশিখা" নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। সমগ্র ঋজুবিমলা উপলব্ধ হইলেও দীপশিখার উত্তরষট্‌কমাত্র উপলব্ধ হয়। নবম পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১১ সায়ণাচার্য্য তাঁহার কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় "এবং তর্হি 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইত্যস্য বিধেঃ কা গতিরিতি চেৎ? ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নমনেন বিধীয়তে ইতি ব্রূমঃ" ইত্যাদিসন্দর্ভে (পৃঃ ১০৬) স্বাধ্যায়বিধির অন্যরূপ গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "স্বাধ্যায়"-বাক্যে ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নরূপ তৃতীয় প্রকার অধ্যয়নই বিহিত হইয়াছে, সদ্যোপনীত মাণবকের গ্রহণাধ্যয়ন বিহিত হয় নাই, কারণ "অপহতপাপ্মা স্বাধ্যায়ো দেবপবিত্রং বা এতৎ" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে স্বাধ্যায়াধ্যয়নের মহিমা বহুধা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৩৮ দ্রষ্টব্য।

১২ বিশেষতঃ জিজ্ঞাসিত হইলেই গুরু যদি শিষ্যকে বলেন, "বাচ্যতাং সময়েঽতীতঃ স্পষ্টমগ্রে ভবিষ্যতি।" অর্থাৎ, বুদ্ধিমান শিষ্যের প্রশ্নের যথাযথ উত্তরপ্রদানে অক্ষম গুরু শিষ্যকে সময় নষ্ট না করিয়া অধ্যয়ন করিয়া যাইতে বলিতেছেন—সবই পরে স্পষ্টীকৃত হইবে, এখন নহে।

বা ফল অর্থনির্ণয়, সেই নির্ণয়রূপ প্রয়োজনও বিষয়ের ন্যায় অতীব দূরবর্ত্তী। অতএব বিষয় ও প্রয়োজনের অভাবে বিচারশাস্ত্র আরম্ভণীয় নহে।[১৩]

প্রাভাকরসম্প্রদায়ের মতানুসারে উত্তরপক্ষ এইরূপ।

অধ্যাপনবিধি যদি অর্থাববোধে প্রযুক্ত না হয়, নাই হউক্। অর্থাৎ অধ্যাপনের দ্বারা মাণবকের বেদাক্ষরগ্রহণই হইয়া থাকে এবং উহাই অধ্যাপনবিধির বিধেয়; কিন্তু বেদার্থাববোধ বিধেয় নহে।[১৪]

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে অর্থাববোধ না হওয়ায় বিচারশাস্ত্র কিরূপে আরম্ভণীয় হইবে?

ইহাতে প্রাভাকরসম্প্রদায়ের উত্তর এই, পৌরুষেয় গ্রন্থে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির অর্থাৎ পদ-পদার্থসঙ্গতিক পুরুষের যেমন অর্থাববোধ হয়, সেইরূপ যে-মাণবক অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণাদি ছয় বেদাঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার স্বতঃই বেদার্থাববোধ হইয়া থাকে। পদ-পদার্থসম্বন্ধজ্ঞানসহকৃত অধ্যয়ন করিলে অর্থাববোধ হয়, না করিলে হয় না—এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক থাকায় অর্থাববোধ অন্যতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় বিধিতঃ প্রাপ্তব্য নহে। শ্রুতি ও স্মৃতিমধ্যে ষড়ঙ্গসহিতই বেদাধ্যয়ন উপদিষ্ট হইয়াছে।[১৫] এই তাৎপর্য্যেই প্রাভাকরমতানুসারী মেধাতিথি তাঁহার মনুসংহিতাভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদার্থে ব্যুৎপন্ন হওয়াই স্বাধ্যায়বিধির প্রয়োজন, ইহা কে বলে? অর্থাৎ তাঁহারা বলেন না। স্বার্থ অর্থাৎ বেদাক্ষর আয়ত্তীকরণ ভিন্ন স্বাধ্যায়বিধির অন্য কোন ফল নাই। কারণ বেদাক্ষর-গ্রহণ দ্বার বা অঙ্গ এবং বেদার্থজ্ঞান দ্বারী বা অঙ্গী, এইরূপ অঙ্গাঙ্গিবোধক শ্রুতিলিঙ্গাদি ষট্ প্রমাণের মধ্যে কোনটিই নাই। বস্তুতঃ ব্যাকরণাদিসহ বেদবাক্যসকল আয়ত্ত হইলে বস্তুর স্বভাবানুসারেই তাহাদের অর্থাববোধও হইয়া যাইবে; ইহার জন্য বেদবিধি নিষ্প্রয়োজন, কারণ স্বভাব বিধেয় হইতে পারে না।[১৬]

আপত্তি হইবে, ভগবান মনুর "বেদানধীত্য...গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ"[১৭] (৩।২) এইরূপ

১৩ ভামতী, অধ্যাসভাষ্য পৃঃ ৫, "অসন্দিগ্ধমপ্রয়োজনং চ, ন তৎ প্রেক্ষাবৎ-প্রতিপিৎসাগোচরঃ, যথা সমনস্কেন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টঃ স্ফীতালোকমধ্যবর্ত্তী ঘটঃ, করটদন্তাঃ বা।" যত্র জিজ্ঞাস্যত্বং তত্র সন্দিগ্ধত্বসপ্রয়োজনত্বে—এইরূপ ব্যাপ্তি বিদ্যমান। এক্ষণে ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যাভাব অবশ্যম্ভাবী। "প্রেক্ষা" শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা বা বুদ্ধি। "প্রতিপিৎসা" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা। "করটদন্ত" অর্থাৎ কাকদন্ত। অসন্দিগ্ধের জিজ্ঞাসাগোচরত্বাভাবে ঘট দৃষ্টান্ত, অপ্রয়োজনের জিজ্ঞাস্যত্বাভাবে দৃষ্টান্ত কাকদন্ত। যদি একটির অভাবে বিচার না হয়, তবে উভয়ের অভাবে বিচার সুতরাং অসম্ভব।

১৪ বৃহতী ১।১।১ "ধর্মজিজ্ঞাসাধিকরণম্" পৃঃ ৯ = পৃঃ ১০, "আচার্য্যকরণবিধেরধ্যয়নমাত্রাচ্চ নার্থাববোধপ্রত্যাখিতা সম্ভবতি।" ঐ পৃঃ ১০ = পৃঃ ১২, "বেদানুবচনান্তকত্বাদাচার্য্যকরণবিধেঃ।" ঋজুবিমলাপঞ্চিকা ঐ পৃঃ ৯ = পৃঃ ১০, "অধ্যয়নোত্তরকালভাবী চার্থাববোধ ইতি ন তন্মুখেন কর্মবিধীনাং প্রয়োজকত্বম্। অতএব দ্রব্যার্জননিয়মবৎ দৃষ্টোৎপ্যর্থাববোধঃ অধিকারিবিশেষণতয়া ন পরিগৃহ্যতে। অধ্যয়নপূর্বকত্বাদর্থাববোধস্য প্রাগধ্যয়নাৎ কামনানুপপত্তেঃ (কামনানুৎপত্তেঃ); উত্তরকালভাবিত্বৈব চার্থাববোধোঽপি প্রয়োজনান্তরং ন স্বীক্রিয়তে।"

১৫ মুণ্ডক উপঃ ১।১।৫। মনু সং ৪।৯৮, "অত ঊর্দ্ধং তু ছন্দাংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ। বেদাঙ্গানি চ সর্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সংপঠেৎ॥" "ছন্দাংসি" অর্থাৎ মন্ত্র-ব্রাহ্মণসমুদায়াত্মকবেদ শুক্লপক্ষে এবং "বেদাঙ্গানি" অর্থাৎ শিক্ষাকল্পব্যাকরণাদি কৃষ্ণপক্ষে মাণবকের পঠনীয়।

১৬ মেধাতিথি ভাষ্য ৩।১ পৃঃ ১৮৭ = পৃঃ ১, "কশ্চৈবমাহ 'অর্থাববোধার্থঃ স্বাধ্যায়বিধি'রিতি? স্বাধ্যায়বিধিঃ স্বার্থ এব। ন অন্যস্য [অক্ষরগ্রহণস্য] অন্যার্থতায়াং [বেদার্থজ্ঞানার্থতায়াং অঙ্গাঙ্গিবোধক-] প্রমাণমস্তি। অর্থাববোধো হি [অক্ষর-] গ্রহণে সতি বস্তুস্বভাবতঃ উৎপদ্যতে, ন বিধিতঃ।" এইস্থলে মেধাতিথি স্বাধ্যায়বিধি অঙ্গীকার করিয়া ভাট্টমত প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি প্রাভাকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনবিধিই স্বীকার করিয়াছেন (মেধাতিথিভাষ্য ৩।২ পৃঃ ১৯১ = পৃঃ ৭), "যদ্যপি বাল্যাবস্থায়াং তির্য্যক্সমানধর্মা স্বমধিকারং প্রতিপত্তুমসমর্থঃ, তথাপি পিত্রাচার্য্যেণ বাহ্নূত্যাপ্যতে। বস্তুতঃ তয়োরেবাধিকারঃ।..." ইত্যাদি।

১৭ "আবসেৎ" অর্থাৎ অনুতিষ্ঠেৎ। "আবসেৎ" পদের আঙ্ নিপাতের অর্থ মর্য্যাদা বা সীমা (অমরকোশ, নানার্থবর্গ ৭৩৯)। আঙ্ মর্য্যাদায়াং বর্ত্ততে। "গৃহ" পদের অর্থ দার বা স্ত্রী (অমরকোশ ঐ ৭।৩।৬)—তত্র তিষ্ঠতি ইতি গৃহস্থঃ। সুতরাং কৃতদারপরিগ্রহ পুরুষই "গৃহস্থ" পদের রূঢ়্যর্থ। যে-সমস্ত বিধিনিষেধাত্মক ক্রিয়াকলাপ কর্ত্তব্যরূপে গৃহস্থের প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই গৃহস্থাশ্রম বলা হয়। যেমন সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত উপনীতের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

শ্লোকশ্রবণে বুঝা যায় যে তিনি বেদাধ্যয়নের পরই অর্থাৎ প্রাভাকরমতে বেদাক্ষরগ্রহণের পরই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার বিধান দিয়াছেন, কারণ ত্রৈবর্ণিক একটি দিনও অনাশ্রমী হইয়া থাকিবেন না ; সুতরাং বিচারের অবকাশ না থাকায় বিচারশাস্ত্র বৈধ নহে।

প্রাভাকরসম্প্রদায়ের উত্তর ভাট্টসম্প্রদায়ের উত্তরের অনুরূপ। মানবশ্লোকে (৩।২) "অধীত্য" এইরূপ ল্যবন্তক্রিয়া ও "আবসেৎ" এইরূপ সমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে পৌর্বাপর্য্যমাত্র বক্তব্য, আনন্তর্য্য নহে। অতএব স্বাধ্যায়াধ্যয়ন ও বিবাহরূপ ক্রিয়া দুইটির মধ্যে বেদার্থাববোধের নিমিত্ত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ অবশ্য অধ্যেয় ; কারণ বিদ্যাযুক্ত ব্যক্তিই গার্হস্থ্যাশ্রমে অধিকারী, মূর্খ নহে, যেমন মূর্খই (বেদার্থজ্ঞানশূন্য মাণবকই) বেদাধ্যয়নে অধিকারী। বালক পশুর সমানধর্মা হওয়ায় নিজ অধিকার বা কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে না বলিয়া নিজের বেদাধ্যয়নে অধিকারও বুঝিতে পারে না। এই জন্য পিতা বা আচার্য্য তাহাকে তাহার অধিকার বুঝাইয়া দিয়া বেদাধ্যয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন। অপত্যানুশাসন পিতার অধিকার, কারণ অপত্যোৎপাদনের যে বিধি আছে, তাহা পুত্রকে অনুশাসন করিয়াই সম্পূর্ণ হয়। বিধি ও নিষেধরূপ অধিকারদ্বয় প্রতিপাদনই অনুশাসন। যদি পুত্রকে বুঝানো হইলেও সে বুঝিতে না পারে, তবে অন্ধব্যক্তিকে যেমন হস্তে ধারণ করিয়া চালনা করিতে হয়, যাহাতে তাহার অগ্নিস্পর্শ বা কূপাদিতে পতন না হয়, সেইরূপ বালককেও অদৃষ্ট অনিষ্টফলক মদ্যপানাদি হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়। ঔষধপানাদিরূপ দৃষ্ট ইষ্টফলক কার্য্যে বালকের প্রবৃত্তি না হইলেও যেমন তাহাকে প্রবৃত্ত করা হয়, সেইরূপ অদৃষ্ট ইষ্টফলক শাস্ত্রীয় কর্মেও তাহাকে প্রবৃত্ত করা পিতা অথবা আচার্য্যের কর্ত্তব্য। পরে সেই মাণবক যখন শাস্ত্রার্থ বুঝিতে সমর্থ হয়, তখন তাহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করানো হয়। তাহার পর মাণবকের যখন বেদাধ্যয়ন হইয়া যায় তখন তাহাকে বেদার্থজ্ঞানের নিমিত্ত বেদার্থবিচারের জন্য ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করা হয়। সুতরাং অপত্যোৎপাদন অপত্যের জন্মমাত্র নহে ; যতদিন পর্য্যন্ত পুত্র শাস্ত্রীয় কর্মে নিজ অধিকার বা কর্ত্তব্যতা বুঝিতে সমর্থ না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত "পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে", ইহা বলা যাইবে না।[১৮] অতএব বেদাক্ষরগ্রহণের পর বেদার্থবিচারদ্বারা বেদার্থবিষয়ক মাণবকের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপাদন করা পর্য্যন্ত অধ্যাপনবিধির কৃত্য। সুতরাং বিচারশাস্ত্র ব্যর্থও নহে, অবৈধও নহে।

১৮ মেধাতিথি ভাষ্য ৩।২, পৃঃ ১৯১ = পৃঃ ৭ "...এবং সত্যধীতবেদো মাণবকঃ পিত্রাচার্য্যেণৈবেবং প্রতিবোধয়িতব্যো 'গৃহীতবানসি বেদং ত্বমিদানীং তদর্থজিজ্ঞাসায়ামধিক্রিয়সে ততস্তদঙ্গানি শ্রোতুমর্হসি' ইতি এতাবতা পিতুরপত্যোৎপাদনাধিকারনিবৃত্তিঃ। তদুক্তং, 'কিয়তা পুনরুৎপাদিতো ভবতি যাবতা স্বয়মধিগতকৃত্যো ভবতি' ইতি।" ভাবার্থ এইরূপ। মাণবকের বেদাধ্যয়নের অনন্তর তাহাকে পিতা অথবা আচার্য্যের এইরূপে প্রতিবুদ্ধ করা কর্ত্তব্য—"তুমি বেদ আয়ত্ত (অর্থাৎ অক্ষরগ্রহণ) করিয়াছ ; এক্ষণে সেই বেদেরই অর্থজ্ঞাননিমিত্ত বেদার্থবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য এবং এইজন্য তোমার বেদাঙ্গসমূহ অধ্যয়ন করা উচিত।" এই পর্য্যন্ত কর্ম করিলেই তবে পিতার অপত্যোৎপাদনবিধির অধিকার বা কর্ত্তব্যতা নিবৃত্ত হয়। এই কারণে বলা হইয়াছে, "কতদূর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিলে অপত্যোৎপাদন হয় ?—যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্র শাস্ত্রীয় কর্মে নিজ অধিকার (কর্ত্তব্যতা) বুঝিতে সমর্থ না হয়।" "ননু পিতুঃ পুত্রোৎপাদনবিধিরনুশাসনপর্য্যন্তঃ শ্রূয়তে" ইত্যাদি পঞ্চপাদিকা সন্দর্ভে (৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬২৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ২২৮) এবং উহার ব্যাখ্যাস্বরূপ "ইদানীং স্বতো নিত্যত্বাভাবেঽপি নিত্যপুত্রোৎপাদনবিধিশেষতয়া উপনয়নাধ্যাপনয়োর্নিত্যত্বাৎ" ইত্যাদি বিবরণসন্দর্ভে (৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬২৭-২৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫১৪) প্রাভাকরসম্প্রদায়ের এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থাপনপূর্বক খণ্ডিত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ বিবেচনায় উক্ত সন্দর্ভসমূহের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্যাপনবিধিবিচার নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চদশ অধ্যায়

অধ্যাপন-বিধি খণ্ডন

ভাট্টসম্প্রদায় ও বিবরণসম্প্রদায় উভয়ই প্রাভাকরসম্প্রদায়সম্মত অধ্যাপনবিধি খণ্ডনে অতীব যত্ন করিয়াছেন। উভয়সম্প্রদায়ের খণ্ডনরীতিতে কোন কোন অংশে বৈষম্য থাকিলেও বহুলাংশে সাম্যও বিদ্যমান। এক্ষণে অদ্বৈতসম্মত খণ্ডনপ্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

মাণবকের অধ্যয়ন আচার্য্যকরণবিধিপ্রযুক্ত, এইরূপ প্রাভাকর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন (পঞ্চপাদিকা ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬২১, ৬২২ ও ৬২৫ = মাদ্রাজ পৃঃ ২২৫-২৬), "আচার্য্যকরণবিধিরনিত্যঃ...উপনয়নাখ্যস্তু সংস্কারো নিত্যঃ, ...সংস্কারশ্চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নার্থঃ,...এবং চেৎ কথং নিত্যমনিত্যেন প্রযুজ্যতে ?" বিবরণাচার্য্যকে অনুসরণ করিয়া ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

বিবরণাচার্য্যের কথা এই, অধ্যাপনবিধি কাম্যবিধি বলিয়া অনিত্য, কিন্তু অধ্যয়ন নিত্যকর্ম। সুতরাং অধ্যয়ন যদি অধ্যাপনবিধিপ্রযোজ্য হয় তবে ঐরূপ অনিত্যবিধিপ্রেরিত অধ্যয়নের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে না ; কারণ অধ্যাপক যখন অধ্যাপন কামনা করিবেন না তখন অধ্যাপনপ্রযুক্ত অধ্যয়নও হইবে না। ফলে নিত্যকর্মের অকরণে মাণবকের প্রত্যবায় হইবে। এই প্রকার নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধবশতঃ অধ্যয়ন অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইবে, অধ্যাপনবিধি কাম্যবিধি হইবে কেন ?

উত্তর এই, কাম্যমান আচার্য্যত্ব স্বয়ং পুরুষার্থ নহে ; কারণ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারই স্বতঃ পুরুষার্থ। সুতরাং হিরণ্য, পশু প্রভৃতির ন্যায়ই আচার্য্যত্বও পরম্পরায় পুরুষার্থ। এক্ষণে আচার্য্যত্ব অথবা অধ্যাপনমাত্রের প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হইলে বলিতে হইবে যে দ্রব্যার্জনরূপ দৃষ্টফলই উহার প্রয়োজন, যেহেতু দৃষ্টফল সম্ভব হইলে অদৃষ্টকল্পনা অন্যায্য। অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ—ব্রাহ্মণের এই ষট্‌কর্মের (মনু সং ১।৮৮ ও ১০।৭৫) মধ্যে দ্রব্যার্জনের উপায়রূপে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহের ব্যবস্থা মানবসংহিতায় বিদ্যমান (মনু সং ১০।৭৬), "ষণ্ণাং তু কর্মণামস্য ত্রীণি কর্মাণি জীবিকা। যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্মের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও সৎপ্রতিগ্রহ তাহার জীবিকা বা জীবনধারণের উপায়। সুতরাং জীবনোপায়স্বরূপ অধ্যাপন কামতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় উহা অনিত্য, কারণ যাজন ও সৎপ্রতিগ্রহের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইলে কেহ অধ্যাপনে প্রবৃত্ত নাও হইতে পারেন।[১] শাস্ত্রে ভৃতকাধ্যাপক ও ভৃতকাধ্যাপিতের নিন্দা থাকায় অধ্যাপন দ্রব্যার্জনের নিমিত্ত নহে, ইহা বলা যাইবে না ; কারণ যিনি ভৃতি অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বেতনবিষয়ক ব্যবস্থাপূর্বক অধ্যাপনকে পণ্য করিয়া

১ বিবরণ ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬২১-২২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫০৬, "অনিত্যেন বিধিনা নিত্যস্যাধ্যয়নস্যানুষ্ঠানে তদুপরমে নিত্যমধ্যয়নং সম্পাদয়িতুং ন শক্যতে... । অয়মাশয়ঃ। কাম্যমানমাচার্য্যত্বং ন তাবৎ স্বয়মেব পুরুষার্থঃ, পরম্পরয়া চ সুখদুঃখপ্রাপ্তিনিবৃত্ত্যোরেব পুরুষার্থত্বাৎ। তত্রাচার্য্যত্বস্যাধ্যাপনমাত্রস্য বা প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষায়াং দৃষ্টে সত্যদৃষ্টকল্পনানুপপত্তের্দ্রব্যার্জনোপায়ত্বেন 'ষণ্ণাং তু কর্মণামস্য ত্রীণি কর্মাণি জীবিকা। যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥' (মনু সং ১০।৭৬ ; দ্রঃ ১।৮৮) ইতি স্মরণাৎ, মাণবকস্য চাধ্যয়নাঙ্গত্বেন গুরুদক্ষিণাদিবিধানাৎ, অস্মিন্নধ্যয়নেঽনুষ্ঠাপকস্যাধ্যাপনবিধের্দক্ষিণা-শুশ্রূষাদাবেবানুষ্ঠাপকত্বাৎ দ্রব্যার্জনমেব প্রয়োজনম্। তত্র প্রয়োজনবত্তয়া কাম্যত্বান্ন নিত্যবৎ প্রয়োক্তৃত্বসিদ্ধিরিতি।"

কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ১০৬, "ইত্থমনিত্যমধ্যাপনং যদা পিত্রাদয়ো নানুতিষ্ঠন্তি তদানিত্যমধ্যাপনপ্রযুক্তং মাণবকস্যাধ্যয়নং ন নিষ্পদ্যেত। তস্মান্নিত্যং গ্রহণাধ্যয়নং স্ববিধিপ্রযুক্তমেবেত্যবগন্তব্যম্।" অধ্যয়ন অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত হইলে স্ববিধিপ্রযুক্ত হয়, অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত অধ্যয়ন অন্যবিধিপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্ববিধিপ্রযুক্ত ও অন্যবিধিপ্রযুক্তের মধ্যে স্ববিধিপ্রযুক্তকল্পনায় লাঘব বিদ্যমান—অধ্যাপনবিধিতে অধিকার কল্পনা করিয়া অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত-অধ্যয়ন, এইরূপ কল্পনা অপেক্ষা বরং অব্যবধানবশতঃ অধ্যয়নবিধিবাক্যেই অধিকারী কল্পনা করিয়া অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত অধ্যয়ন কল্পনা লঘুভূত। দ্রঃ তত্ত্বদীপন ৩য় বর্ণক পৃঃ ৬১৪।

বেদাধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, তিনিই ভৃতকাধ্যাপক এবং যে-শিষ্য ইহা বুঝিয়া স্বয়ং বেতনদানপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনিই ভৃতকাধ্যাপিত। কিন্তু পূর্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বেতন-ব্যবস্থা না করিলে কেহই ভৃতকাধ্যাপক বা ভৃতকাধ্যাপিত হইবেন না।[২] বিশেষতঃ, অধ্যয়নের অঙ্গরূপে গুরুদক্ষিণাদিদানের বিধান বর্ত্তমান; সুতরাং অধ্যাপনবিধি অঙ্গিরূপঅধ্যয়নের অনুষ্ঠাপক হইলে অধ্যয়নের অঙ্গরূপ দক্ষিণাদানাদিরও অনুষ্ঠাপক হওয়ায় দ্রব্যার্জনই অধ্যাপনার প্রয়োজন। ইহা প্রাভাকরসম্প্রদায়ের সম্মতও বটে (প্রকরণপঞ্চিকা ১ম প্রকরণ পৃঃ ১৪), "তত্রার্থাদাচার্য্যীবুভূষতঃ এব অধিকারো ধনার্জননিয়মবৎ। তত্র শিষ্যং প্রতি বিহিততদ্বিতাচরণদক্ষিণাদানদর্শনাৎ তল্লিপ্সোরেব আচার্য্যভবনেচ্ছা।"[৩] অতএব সপ্রয়োজন হওয়ায় কাম্যত্ববশতঃ অনিত্য অধ্যাপনবিধি নিত্য অধ্যয়নের প্রযোজক হইতে পারে না।

তাহা হইলে উপনয়নের জন্য গুরুসমীপে উপগমন ও অধ্যয়ন এই উভয় কর্মও অনিত্য হউক, এইরূপ আপত্তি করা যাইবে না; কারণ উপনয়নাখ্য সংস্কারের অকরণে দোষশ্রবণ থাকায় উহা নিত্যকর্মই।[৪]

আপত্তি হইবে, অকরণে প্রত্যবায় হইলেই কর্ম নিত্য হইয়া যায় না, যেহেতু প্রায়শ্চিত্তরূপ কাম্যকর্মের অকরণেও দোষশ্রবণ বিদ্যমান, "অতীতে চিরকালে তু দ্বিগুণং ব্রতমর্হতি" অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের মুখ্যকাল অতীত হইলে দ্বিগুণ ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য।

উত্তর এই, উক্ত বাক্যে প্রায়শ্চিত্তের অকরণনিমিত্তদোষাপনয়নের জন্য দ্বিগুণ ব্রতপালন বিহিত হয় নাই, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নিরাকরণীয় পূর্বদোষই প্রায়শ্চিত্তীয় কাল অতীত হইলে দ্বিগুণব্রতপালনের দ্বারা নিরাকরণীয়, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য; অন্যথা প্রায়শ্চিত্তের অকরণনিমিত্ত দোষাপসারণের জন্য প্রায়শ্চিত্তান্তর স্বীকার করিলে, সেই দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্তের অকরণনিমিত্ত দোষক্ষালনের জন্য তৃতীয়

---

২ মনু সং ৩।১৫৬, "ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।" মেধাতিথিভাষ্য ঐ পৃঃ ২৫৭-৫৮ = পৃঃ ১৬৬, "ভৃতকাধ্যাপকঃ ভৃতকঃ সন্ যো স্থিতোঽধ্যাপকঃ। ভৃতক ইতি 'যদীয়ন্দদাসি বেদমধ্যাপয়ামি' ইতি যঃ প্রবর্ত্ততে পণেন স ভৃতকাধ্যাপকঃ। এষা হি ভৃতিঃ প্রসিদ্ধা কায়বাহাদিষু। যস্তু 'ইয়তা ধনেনেদমধ্যাপয়ামি' ইতি ন নিশ্চিত্য বচনব্যবস্থয়া পূর্বমধ্যাপয়তি লভতে চাধ্যাপনার্থং, নাসৌ ভৃতকাধ্যাপকঃ। অনিরূপিতপরিমাণপূর্বং চার্থদানে বিহিতমধ্যাপনম্। এবং ভৃতকাধ্যাপিতঃ। যো ব্যুৎপন্নবুদ্ধিঃ সত্যকামবৎ (ছাঃ উপঃ ৪।৪।৩) স্বয়ং ভৃতিং দত্ত্বা অধীতে স এবমুচ্যতে। যস্তু পিত্রাদিনা ভৃতিং দত্ত্বা উপাধ্যায়ান্তরাভাবে অধ্যাপ্যতে ন তস্য বিগর্হিতাচারত্বম্। বালো হি পিত্রা প্রতিষিদ্ধেভ্যঃ নিবর্ত্তনীয়ঃ।"

৩ তন্ত্ররহস্য ৫ম পরিঃ পৃঃ ৮১, "...ইয়মেবাধিকারমালোচ্য পিত্রাদয়ঃ অর্থদানাদিনা অধ্যাপকানানময্য পুত্রাদীনুপনায়য়ন্তি।"

মেধাতিথিভাষ্য ২।৪০ পৃঃ ২৩০, "কাম্যো হ্যয়মাচার্য্যস্য বিধিঃ। তত্র আচার্য্যত্বমকাময়মানো যদি কশ্চিন্ন প্রবর্ত্ততে তদা মাণবকেন প্রার্থয়িতব্যো দক্ষিণাদিনা। তথা চ শ্রুতিঃ (ছাঃ উপঃ ৪।৪।৩ ?), 'সত্যকামো জাবালঃ হারিদ্রুমতং গৌতমমিয়ায় ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বৎস্যামি ইতি' স্বয়মাচার্য্যমভ্যর্থিতবানুপনয়নার্থম্।" শ্রুতিপাঠ দ্রষ্টব্য। "কাম্যঃ" ইত্যাদি পংক্তি বসুমতী সংস্করণে মুদ্রিত হয় নাই।

কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ১০৬, "যস্তু গুরুদক্ষিণামনপেক্ষ্য মাণবকান্ অধ্যাপয়তি তস্য অধ্যাপনং বিদ্যাদানরূপত্বাৎ অদৃষ্টার্থমস্তু। ন চৈতাবতা এতস্য নিষিদ্ধত্বাৎ সিধ্যতি। দানস্য ধনবস্ত্রাদিনা সম্পাদয়িতুং শক্যত্বাৎ। ইত্থমনিত্যমধ্যাপনং যদা পিত্রাদয়ো নানুতিষ্ঠন্তি তদানিত্যমধ্যাপনপ্রযুক্তং মাণবকস্যাধ্যয়নং ন নিষ্পদ্যেত। তস্মান্নিত্যং গ্রহণাধ্যয়নং স্ববিধিপ্রযুক্তস্যৈবেত্যবগন্তব্যম্।"

৪ মনু সং ২।৩৯-৪০, "অত ঊর্ধ্বং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ। নৈতৈরপূতৈর্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ। ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধানাচরেদ্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥" তাৎপর্য্য এই, ব্রাহ্মণের পক্ষে পঞ্চদশ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একবিংশ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত ও বৈশ্যের পক্ষে ত্রয়োবিংশ বর্ষ তিন মাস পর্য্যন্ত উপনয়নের মুখ্য কাল। এই মুখ্য কাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি ব্রাহ্মণাদির যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন না হয় তবে সাবিত্রীভ্রষ্ট হওয়ায় উহারা ব্রাত্য। ঐরূপ শিষ্টনিন্দিত ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মসম্বন্ধ অর্থাৎ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহসম্বন্ধ এবং যোনিসম্বন্ধ অর্থাৎ কন্যার দান ও গ্রহণ আপৎকালেও নিষিদ্ধ। মেধাতিথিভাষ্য, ঐ পৃঃ ৯০-১ = পৃঃ ২২৯-৩০ দ্রষ্টব্য। মনুসংহিতা হইতে এই শ্লোকদ্বয় পঞ্চপাদিকায় (মেট্রোঃ পৃঃ ৬২২ = মাদ্রাজ পৃঃ ২২৫-২৬) উদ্ধৃত হইলেও দ্বিতীয় শ্লোকের চতুর্থ চরণে "আচরেদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ" এইরূপ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়।

প্রায়শ্চিত্ত স্বীকারে প্রায়শ্চিত্তের মূলক্ষতিকরী অনবস্থাপ্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।[৫]

আপত্তি হইবে,উপনয়নসংস্কার নিত্য হইলেও অধ্যয়নের নিত্যত্বে প্রমাণ নাই।

উত্তর এই, উপনয়নসংস্কার স্বাধ্যায়াধ্যয়নের নিমিত্ত হওয়ায় অধ্যয়নের অঙ্গ। এক্ষণে সেই অঙ্গকর্মই যদি নিত্য হয়, তবে অঙ্গিকর্মের নিত্যত্ব অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য—অধ্যয়নরূপ অঙ্গিকর্মের নিত্যত্বব্যতিরেকে উপনয়নরূপ অঙ্গকর্মের নিত্যত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় অধ্যয়নরূপঅঙ্গিকর্মের নিত্যত্ব কল্পনীয়।[৬] প্রভাবলীকার শম্ভুভট্ট পঞ্চপাদিকা ও বিবরণের এইরূপ যুক্তিই প্রতিধ্বনিত করিয়া শেষে অধ্যয়নের নিত্যত্বসিদ্ধিতে সাক্ষাৎ মনুবচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন (প্রভাবলী ১।২।১ম অধিঃ পৃঃ ১৬-৭, মনু সং ২।১৬৮), "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥" অর্থাৎ, যে-দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া বৃথা তর্কশাস্ত্রাদিপাঠে যত্ন করেন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সবংশ (পুত্রপৌত্রাদিসহ) অতিশীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং অনিত্য অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত নিত্য-অধ্যয়ন সম্ভব নহে, অন্যথা নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ দুষ্পরিহর।

শুধু তাহাই নহে, অধ্যাপনের পূর্বেই, অধিক কি অধ্যাপন ব্যতিরেকেও, আচার্য্যত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে—"তদ্ দ্বিতীয়ং জন্ম তদ্ যস্মাৎ স আচার্য্যঃ" অর্থাৎ উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্ম প্রদান করেন বলিয়াই তিনি আচার্য্য। সুতরাং উপনয়নমাত্রদ্বারা আচার্য্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং "আচারান্ গ্রাহয়তি" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতেও আচার্য্যত্ব পূর্বেই সিদ্ধ বলিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত হইতে পারে না। উক্তরূপে ব্যুৎপত্তিলভ্য আচার্য্যত্ব অলৌকিকও নহে যাহাতে আচার্য্যত্ব বিধির ফল হইতে পারে। "সম্মানন" ইত্যাদি পাণিনি-সূত্র-সহায়ে (পাঃ সূঃ ১।৩।৩৬) সিদ্ধ আচার্য্যত্ব আত্মনেপদমাত্রের দ্বারা অভিধেয় হওয়ায় বিধিরূপও নহে। "উপনয়ীত" ইত্যাদি শ্রুতিতে উপনয়ন ও অধ্যাপনমাত্র বিধেয় হওয়ায় আচার্য্যত্ব বিধেয়ও নহে। সুতরাং বিধির ফল, বিধিরূপ এবং বিধেয়, এই তিনের মধ্যে কোনটিই না হওয়ায় আচার্য্যকরণবিধি সিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ বিবরণাচার্য্য বিস্তৃতবিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে অধ্যাপনবিধিই সিদ্ধ নহে এবং "তমধ্যাপয়ীত" বাক্যও মাণবকের অধ্যয়নবিধিপর, অধ্যাপনবিধিপর নহে (বিবরণ ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬৩১= মাদ্রাজ পৃঃ ৫১৮-)। গ্রন্থবিস্তরভয়ে উহা আলোচিত হইল না।[৭]

গুরু প্রভাকর শ্রুত আত্মনেপদসামর্থ্যবশতঃ আচার্য্যকরণবিধিস্থাপনে যত্ন করিলেও আচার্য্য শালিকনাথ "উপনীয়" ইত্যাদি স্মৃতিবলে অধ্যাপন-বিধি অনুমান করিয়া অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত অধ্যয়ন সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বিবরণাচার্য্যের বক্তব্য এই, "উপনীয় তু যঃ শিষ্যম্" এইরূপ মানবস্মৃতিবলে "আচার্য্যত্বকামো মাণবকমুপনীয়াধ্যাপয়েৎ" ইত্যাকার বিধি নিষ্পন্ন করা যাইবে না; কারণ উক্ত মানববচন স্বয়ং অথবা মূলশ্রুতির অনুমানের দ্বারা আচার্য্যকরণকামের কিছুই বিধান করে না। বরং শ্লোকে "যৎ" শব্দের সম্বন্ধবশতঃ জানা যায় যে উক্ত বচনে উপনয়ন ও অধ্যাপনের অনুবাদ করিয়া উপনয়ন ও অধ্যাপন কর্ত্তার "আচার্য্য" সংজ্ঞা[৮] মাত্র (নামমাত্র) অভিহিত হইয়াছে।

৫ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬২২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫০৬, "ননু প্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যকরণে দোষঃ শ্রূয়তে, 'অতীতে চিরকালে তু দ্বিগুণং ব্রতমর্হতি' ইতি, তত্র কথং প্রত্যবায়শ্রবণাদুপনয়নস্য নিত্যতেতি ? উচ্যতে—ন প্রায়শ্চিত্তাকরণনিমিত্তদোষনিরাসায় দ্বিগুণং ব্রতমুচ্যতে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তেন নিরাকর্ত্তব্যস্য পূর্বদোষস্যৈবাতীতচিরকালে দ্বিগুণব্রতাপেক্ষয়ৈব নিরাস ইত্যুচ্যতে, অন্যথা প্রায়শ্চিত্তানবস্থাপ্রসঙ্গাৎ।"

৬ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬২২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫০৬-৭, "ননু উপনয়নসংস্কারস্য নিত্যত্বেঽপ্যধ্যয়নস্য কথং নিত্যতাসিদ্ধিরিতি ?...অঙ্গ্যুপাধিবিহিতত্বাদঙ্গস্যোপহিতাঙ্গনিত্যতা স্বোপাধেরধ্যয়নস্যাপি নিত্যত্বং কল্পয়তীতি।" অবশ্য আলোচ্যস্থলে গ্রহণাধ্যয়নের নিত্যত্বই বিবক্ষিত, কারণ অপর দুই প্রকার অধ্যয়নের ফলশ্রুতি বিদ্যমান—(কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ১০৬), "নিত্যস্য গ্রহণাধ্যয়নস্য কাম্যেনাধ্যাপনেন প্রযোজ্যত্বং ন সম্ভবতি। গ্রহণাধ্যয়নস্য নিত্যত্বমকরণে প্রত্যবায়স্মরণাদবগন্তব্যম্।...অধ্যাপনং তু কুটুম্বপোষণায় গুরুদক্ষিণাকামেনানুষ্ঠীয়তে ইতি তস্য কাম্যত্বম্। এতদপি স্মর্যতে...।" ইহার পর "ষণ্ণাং তু কর্মণামস্য" ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত মানববচন (মনু সং ১০।৭৬) উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭ কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় (পৃঃ ১০৬-৭) সায়ণাচার্য্য বিবরণোক্ত বিচার অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

৮ বর্ত্তমানকালে বাংলাভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিতে লক্ষণ অর্থে "সংজ্ঞা" শব্দের বহুল প্রয়োগ যথার্থ নহে।

"তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে" এইরূপ শ্লোকশেষের দ্বারাও বুঝা যায় যে উক্ত মানববচন সংজ্ঞামাত্রপর, বিধিপর নহে। মনু সংহিতার পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে (মনু সং ২।১৪৪ ইত্যাদি) আচার্য্যের পূজানমস্কারাদি উপদিষ্ট হওয়ায় "আচার্য্য" সংজ্ঞা পূজাদিবিধানের অঙ্গরূপে আলোচ্য শ্লোকে উল্লিখিত বলিয়া নিষ্ফল নহে।[৯] সুতরাং উক্ত মানববচনের তাৎপর্য্য, যিনি মাণবকের উপনয়ন ও অধ্যাপনকর্ত্তা, তিনি "আচার্য্য" পদবাচ্য। ফলে অধ্যাপনবিধান স্বীকারে "যিনি অধ্যাপয়িতা তাঁহাকে আচার্য্য বলে" শ্লোকের এই অংশের সহিত একবাক্যতাবিরোধ হয়।

আপত্তি হইবে, উক্ত বাক্যে "উপনীয়াধ্যাপয়েৎ" এইরূপে অধ্যাপন বিধান করিয়া পরে সেই বিধিসিদ্ধ অর্থ "যস্তু" বাক্যের দ্বারা অনুবাদপূর্ব্বক তাঁহার ("যঃ" পদবাচ্যের) আচার্য্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

উত্তর এই, উক্ত বাক্যে স্বরসতঃ বিধি প্রতীত না হওয়ায় কষ্টকল্পিত বিধিকে আশ্রয় করিয়া বাক্যভেদকল্পনায় কোনরূপ প্রমাণ নাই। একবাক্যত্ব সম্ভব হইলে বাক্যভেদকল্পনা অন্যায্য।[১০] সুতরাং যে-অর্থে স্মৃতিবচনের তাৎপর্য্য নাই, সেই অর্থে অনুমিতশ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যাইবে না এবং বিধিতে যে স্মৃতিবচনের তাৎপর্য্য নাই, তাহা সুস্পষ্টই। "যোঽধ্যাপয়েৎ" এইরূপে "যৎ" শব্দের প্রয়োগেও যে বিধিশক্তির হানি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আপত্তি হইবে, "যৎ" শব্দপ্রয়োগে যদি বিধিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, তবে "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ" (তৈত্তিঃ সং ২।৬।৩) ইত্যাদি শ্রুতিস্থলেও "যৎ" শব্দের প্রয়োগবশতঃ বিধিশক্তির হানি হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে; অথচ উক্ত বাক্যে যে বিধি শ্রুত হইয়াছে, তাহা মীমাংসাসিদ্ধান্ত।

উত্তর এই, ইহা সত্য যে উক্ত আগ্নেয়-বাক্যেও "যৎ" শব্দপ্রয়োগজন্য বিধিত্ব ক্ষুণ্ণই হইয়াছে। কিন্তু "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো ভবতি সুবর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যৈ" এইরূপ অর্থবাদবাক্যে লোকজয়রূপ ফলশ্রবণ করাইয়া "যৎ স্তূয়তে তদ্ বিধীয়তে" এইপ্রকার ন্যায়াবলম্বনে বিধি পরিকল্পিত হইয়াছে। আলোচ্যস্থলে উক্ত ন্যায়প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকায় বিধি কল্পিত হইতে পারিবে না। অতএব "উপনীয় তু যঃ শিষ্যম্" ইত্যাদি স্মৃতিবলে অনুমিতশ্রুতি আচার্য্যকরণবিধিতে প্রমাণ নহে।[১১]

"সংজ্ঞা" শব্দের চেতনা, নাম ও হস্তাদির দ্বারা সঙ্কেত, এই তিনটি অর্থই প্রসিদ্ধ (অমরকোষ নানার্থবর্গ ১০৫), "সংজ্ঞা স্যাচ্চেতনা নাম হস্তাদ্যৈশ্চার্থসূচনা।" অবশ্য সম্ সম্যক্ জ্ঞায়তে ইতরস্মাৎ ব্যবচ্ছিদ্যতে অনয়া ইতি সংজ্ঞা, এইরূপ কষ্টকল্পিত করণব্যুৎপত্তিতে লক্ষণ অর্থে "সংজ্ঞা" শব্দের ব্যবহার হইতে পারে।

৯ বিবরণ ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬১৯-২০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫০১-২, ৫০৪, "যত্তু মানবং বচনমুক্তম্, তৎ স্বয়মেব বা মূলশ্রুত্যনুমানেন বা নাচার্য্যকরণকামস্য কিঞ্চিদ্বিদধাতি, কিন্তু 'যস্ত্ব'দোপবন্ধাদুপনয়নাধ্যাপনানুবাদেন কর্ত্তুরাচার্য্য-সংজ্ঞামেব বিদধাতি, 'তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে' ইতি বচনাৎ; সংজ্ঞায়াশ্চ বক্ষ্যমাণনমস্কারপূজাদিবিধানাঙ্গত্বাৎ। তস্মাদাচার্য্যকরণবিধিপ্রযুক্তিরযুক্তা ইতি।"

১০ উক্ত মনুবচনে বাক্যভেদকল্পনাপ্রকার এইরূপ—"উপনীয়াধ্যাপয়েৎ" এইরূপ বাক্য অধ্যাপনবিধিপর এবং "যস্তু উপনীয়াধ্যাপয়েৎ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে", এইরূপ বাক্য "আচার্য্য"-সংজ্ঞাপর। যদিও মনুবচন স্মৃতিমাত্র বলিয়া পৌরুষেয় হওয়ায় উহাতে বাক্যভেদস্বীকারে অপৌরুষেয়ত্বহানির আশঙ্কা নাই, তথাপি উক্ত মানববচনবলে কল্প্য-শ্রুতিমধ্যে উক্ত বাক্যভেদপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়িবে।

১১ অথর্ববেদভাষ্যভূমিকা পৃঃ ১২৬, "আচার্য্যকরণবিধেরেব অভাবাৎ। নন্বুক্তম্ 'উপনীয় তু যঃ শিষ্যম্' ইত্যনয়া স্মৃত্যা 'উপনীয়াধ্যাপনেন আচার্য্যকং ভাবয়েৎ' ইত্যেবংরূপঃ আচার্য্যকরণবিধিরনুমীয়তে ইতি। তন্ন; এবংরূপায়াঃ শ্রুতেঃ অনেবংরূপয়া স্মৃত্যা অনুমাতুমশক্যত্বাৎ। তথাহি—ইয়ং স্মৃতিঃ উপনীয়াধ্যাপয়িতা আচার্য্য ইতি ব্রবীতি, ন পুনরধ্যাপনং বিদধাতি। তদ্বিধানে যোঽধ্যাপয়িতা 'তম্ আচার্য্যং প্রচক্ষতে' ইত্যংশেন একবাক্যতাবিরোধাৎ। ননু 'উপনীয়াধ্যাপয়েৎ' ইতি অধ্যাপনং বিধায় বিধিসিদ্ধমর্থম্ 'যস্তু' ইতি অনূদ্য তস্য আচার্য্যত্বং প্রতিপাদয়তি ইতি চেৎ ? ন; সারস্যেন বিধ্যপ্রতীতৌ তদাশ্রয়ণেন বাক্যভেদকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ। তদুক্তং 'সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদশ্চ নেষ্যতে।' কিঞ্চ 'যোঽধ্যাপয়েৎ' ইতি 'যৎ' শব্দযোগেঽপি বিধিশক্তিমপহন্তি। তর্হি 'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ' (তৈত্তিঃ সং ২।৬।৩) ইত্যাদাবপি 'যৎ'-শব্দযোগাৎ বিধিশক্তিরপহন্যতে ইতি চেৎ; সত্যম্, তত্রাপি 'যৎ' শব্দবৃত্তস্য বিধিত্বভঙ্গেন 'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো ভবতি সুবর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যৈ' ইত্যর্থবাদেন 'যৎ স্তূয়তে তদ্ বিধীয়তে' ইতি ন্যায়েন

বস্তুতঃ বিবরণাচার্য্য সর্বপ্রকার বিকল্প বিচারপূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন যে অধ্যয়ন স্ববিধিপ্রযুক্ত, অন্য বিধি অর্থাৎ অধ্যাপনবিধি প্রযুক্ত নহে এবং অধ্যাপন-বিধিই নাই।

ইহাতে প্রাভাকরসম্প্রদায় অধ্যয়নবিধিবাদীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত পূর্বোক্ত দোষ স্মরণ করাইয়া দিবেন,— অষ্টবর্ষীয় অপ্রবুদ্ধ বালকের কিরূপে স্বাধিকার প্রতিপত্তি হইবে অর্থাৎ কিরূপে বালকসুলভ ক্রীড়াদি পরিত্যাগ করিয়া বিধিতঃ অধ্যয়নে প্রবৃত্তি হইবে?

উত্তর এই, অষ্টবর্ষীয় বালক অজ্ঞ হইলেও পিত্রাদির উপদেশে যেমন সন্ধ্যোপাসনা, সমিদাহরণাদির কর্ত্তব্যতা বুঝিয়া ঐরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপভাবে পিত্রাদির উপদেশসামর্থ্যেই স্বাধ্যায়াধ্যয়নের কর্ত্তব্যতা বুঝিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবে।[১২] "অষ্টবর্ষো ব্রাহ্মণ উপগচ্ছেৎ, সোঽধীয়ীত" এইরূপ শ্রুতিমধ্যে "তৎ" পদের দ্বারা উপনয়নসংস্কৃত মাণবককে (কেবল মাণবককে নহে) গ্রহণ করিয়া শ্রুতি কন্ঠতঃই তাহাকে স্বাধ্যায়াধ্যয়নে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।[১৩] প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিয়াও বুঝা যায় যে উপনয়ন অধ্যয়নের অঙ্গ, কারণ বাজসনেয় সমস্ত স্মৃত্যনুমিতশ্রুতিতে উপনয়নকে প্রস্তাবিত করিয়া অধ্যয়ন বিহিত হওয়ায় ফলবৎ-অধ্যয়নপ্রকরণদ্বারা অনুগৃহীত উপনয়নবিধি অধ্যয়নের অঙ্গরূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ফলে "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" এই ন্যায়ে নিষ্ফল উপনয়ন ফলবৎ অধ্যয়নের অঙ্গমাত্র বলিয়া শ্রুতি ও অনুমিত স্মৃতিসমূহে অধ্যয়নই বিহিত হইয়াছে, আচার্য্যকরণ নহে।[১৪]

পরিকল্পিতস্য অনাস্যৈব বিধিত্বস্বীকারাৎ। তস্মাৎ "উপনীয় তু যঃ শিষ্যম্" ইত্যাদি স্মৃত্যনুমিতা শ্রুতিঃ নাচার্য্যকরণবিধৌ প্রমাণম্।"

১২ বিবরণ ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬২১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫০৫, "ননু বালকস্য কথং স্বাধিকারপ্রতিপত্তিঃ? সন্ধ্যোপাসনসমিদাহরণাদিকর্ত্তব্যতাপ্রতিপত্তিবদুপদেশসামর্থ্যাদধ্যয়নকর্ত্তব্যতাপ্রতিপত্তিরিতি ন বিরোধঃ।" অধ্যয়নবিধির সহিত মাণবকের সম্বন্ধই স্বাধিকার এবং "প্রতিপত্তি" পদের অর্থ জ্ঞান বা প্রতীতি। ব্যুৎপত্তিভেদে "অধিকার" পদের তিনটি অর্থ সম্ভব—অধিকরোত্যস্মিন্ ইতি অধিকারঃ বিধিপুরুষসম্বন্ধঃ, অর্থাৎ প্রের্য্য-প্রেরকতাদিরূপ সম্বন্ধ। অধিক্রিয়তেঽনেনেত্যধিকারো নিমিত্তম্ অর্থাৎ বিধি-পুরুষসম্বন্ধনিমিত্ত। অধিকৃতিরধিকারঃ প্রবৃত্তিঃ অর্থাৎ পুরুষপ্রবৃত্তি।

১৩ বিবরণাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে প্রাভাকরসম্প্রদায়কর্ত্তৃক উদ্ধৃত "তমধ্যাপয়ীত" শ্রুতির "অধ্যাপয়ীত" পদের দ্বারা তিনটি অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে—ধাত্বর্থ, ণিচ্ প্রত্যয়ার্থ ও বিধায়কবিভক্ত্যর্থ। এই অর্থত্রয়ের মধ্যে জীবনকামনার দ্বারাই ণিচ্ প্রত্যয়ার্থ প্রাপ্ত হওয়ায় উহা বিধেয় হইতে পারে না। অতএব কামতঃ প্রাপ্ত ণিচ্ প্রত্যয়ার্থকে অনুবাদ করিয়া এই বাক্যে অপ্রাপ্ত ধাত্বর্থ বিহিত হইয়াছে,—যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বাক্যে হোম বিধান করিয়া "দধ্না জুহোতি" বাক্যে পূর্বপ্রাপ্ত হোম অনুবাদ করিয়া অপ্রাপ্ত দধিগুণ বিহিত হইয়াছে। অতএব উক্ত বাক্য মাণবককর্ত্তৃক অধ্যয়নবিধিপর, আচার্য্যকরণবিধিরপর নহে। সুতরাং উক্ত বাক্যকে অধ্যয়নবিধিপরবাক্যরূপে পরিণত করিতে হইবে—"অষ্টবর্ষো ব্রাহ্মণ উপগচ্ছেৎ, সোঽধীয়ীত।" "সঃ" পদকেই "তৎ" পদ বলা হইয়াছে, কারণ পরামৃষ্টকে ক্লীবলিঙ্গ পদে নির্দ্দেশ করাই রচনাশৈলী। পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬৩০ ইত্যাদি = মাদ্রাজ পৃঃ ৫১৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৪ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬২৫ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫১১-১২।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্যাপনবিধিখণ্ডন নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ষোড়শ অধ্যায়

অধ্যয়নবিধি অক্ষরগ্রহণান্ত, অর্থাববোধান্ত নহে---
ভাট্টমতখণ্ডনপূর্বক বিবরণসিদ্ধান্তস্থাপন

পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে প্রাভাকরসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত হইয়াই মাণবক স্বাধ্যায়াধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, উহা আচার্য্যের নিকট কাম্যবিধি এবং আচার্য্যকরণত্ব শ্রুতিমাত্রবেদ্য হওয়ায় অলৌকিক। ভাট্ট ও বিবরণ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত হইয়াই মাণবক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, উহা নিত্য-বিধি এবং অধ্যয়নের ফল দৃষ্ট, অদৃষ্ট বা অলৌকিক নহে। কিন্তু সেই দৃষ্টফল কি, এই বিষয়ে ভাট্ট ও বিবরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বিদ্যমান। ভাট্টমতে অধ্যয়নবিধি অর্থাববোধান্ত, কিন্তু পঞ্চপাদিকা ও বিবরণমতে অধ্যয়ন অক্ষরগ্রহণান্ত (পঞ্চপাদিকা ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ২২২), "সা [অধ্যয়নক্রিয়া] হি অধীয়মানাবাপ্তিফলত্বাদক্ষরগ্রহণান্তা।" এক্ষণে ভাট্টমত খণ্ডন করিয়া বিবরণসিদ্ধান্ত স্থাপন করা যাইতেছে।

ভাট্ট-সম্প্রদায়কে প্রশ্ন এই, অধ্যয়নের নিশ্চয়রূপ দৃষ্টফল কি অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ ? অথবা, অর্থনিশ্চয়কে উদ্দেশ্য করিয়া অধ্যয়ন বিহিত হওয়ায় অর্থনিশ্চয় শাস্ত্রসিদ্ধ ফল ? অথবা, বিধিমাত্রের প্রয়োজনপর্য্যন্ততাসামর্থ্য থাকায় সেই সামর্থ্যবশতঃই অর্থনিশ্চয় লাভ করা যাইবে ?

প্রথম পক্ষে পুনরায় প্রশ্ন এই, অধ্যয়নমাত্রদ্বারা কি অর্থনিশ্চয় উৎপন্ন হয় ? অথবা, আবৃত্তিগুণসহিত অধ্যয়ন হইতে অর্থনিশ্চয় হইয়া থাকে ? উভয় পক্ষই অযথার্থ, কারণ কেবল অধ্যয়ন হইতে অথবা আবৃত্তিসহিত অধ্যয়ন হইতে অর্থনিশ্চয় হয় না। আপাতদর্শনরূপ অর্থজ্ঞান বিচার ব্যতিরেকেই সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং বিচারদ্বারা অর্থনিশ্চয় স্বীকার করিলে উহা বিচারেরই ফল হইবে, অধ্যয়নের ফল হইবে না। যদি আপাতদর্শনকেই অধ্যয়নের ফলরূপে স্বীকার করা হয়, তবে বিচার অধ্যয়ন-প্রযোজ্য হইবে না, যেহেতু সাঙ্গবেদাধ্যয়নের দ্বারাই আপাতদর্শন সিদ্ধ হইয়া থাকে।[১]

তাহা হইলে দ্বিতীয় বিকল্পই স্বীকৃত হউক, অর্থাৎ বিধিবলেই অর্থনিশ্চয় শাস্ত্রীয় ফল হউক। ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

"অধ্যেতব্যঃ" এই পদে শ্রুত "তব্য" প্রত্যয়ের দ্বারা স্বব্যাপার[২]রূপ শব্দভাবনা বিধিরূপে[৩] অভিহিত হইয়াছে। এই শব্দভাবনা অর্থভাবনাকে আকাঙ্ক্ষা করে বলিয়া ফলবদর্থাববোধরূপ পুরুষার্থকে ভাব্যরূপে কল্পনা করিয়া থাকে। অপুরুষার্থে পুরুষ প্রবৃত্ত না হওয়ায় সমানপদোপাত্ত হইয়াও যেমন অধ্যয়ন ভাব্য নহে, সেইরূপ অপুরুষার্থ বলিয়া সমানবাক্যোপাত্ত হইয়াও স্বাধ্যায়ও ভাব্য নহে। বিশেষতঃ, যদি অধ্যয়নই ভাব্যরূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বিবরণ-স্বীকৃত অধ্যয়নের অক্ষরপ্রাপ্তিরূপ ফলও সিদ্ধ হইবে না। অতএব শাস্ত্রীয় বিধিবলেই সিদ্ধ হয় যে অর্থাববোধরূপ ফলই অধ্যয়নরূপকরণের ভাব্য। সুতরাং অধ্যয়নের অর্থাববোধ শাস্ত্রীয় ফল।[৪]

---

১ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৭ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৫, "ন তাবৎ দৃষ্টং ফলম্, অধ্যয়নমাত্রাদাবৃত্তিগুণকাদপ্যর্থনিশ্চয়ানুদয়াৎ, আপাতদর্শনস্য চ বিচারানপেক্ষত্বাৎ। অতো নার্থনিশ্চয়দৃষ্টফেলাধ্যয়নক্রিয়া স্যাদিতি।"

২ তব্যপ্রত্যয়ই "স্ব" পদের অর্থ।

৩ "অধ্যেতব্যঃ" বাক্যে কি হেতু শব্দভাবনা অভিহিত হইয়াছে ? ইহারই উত্তর, যেহেতু উহা বিধিরূপ অর্থাৎ অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তক।

৪ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৭-৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৫, "ননু তব্যপ্রত্যয়েন স্বব্যাপারঃ শব্দভাবনা বিধিরূপতয়াঽভিধীয়তে, সা চ শব্দভাবনা অধ্যয়নকরণিকামর্থভাবনাং নিষ্পাদয়ন্তী ফলবদর্থাববোধং পুরুষার্থমর্থভাবনাভাব্যত্বেন কল্পয়তি, অপুরুষার্থে পুরুষপ্রবৃত্ত্যযোগাৎ; ততশ্চ, ভাব্যান্তরলাভাৎ সমানপদোপাত্তমধ্যয়নং ভাবনায়াঃ করণতামাপন্নং ভাব্যস্যার্থাববোধস্য নির্বর্ত্তকতয়া করণং ভবতি, কুঠারাদীনামপি ক্রিয়াভাব্যদ্বৈধীভাবনির্বর্ত্তনদ্বারেণ ছিদিভাবনাকরণত্বদর্শনাৎ। অতোঽধ্যয়নবিধেঃ প্রবর্ত্তকত্বান্যথানুপপত্ত্যেবার্থভাবনাকরণস্যাধ্যয়নস্যার্থাববোধঃ ফলমিতি সিদ্ধম্, অন্যথা সমানপদোপাত্তস্যাধ্যয়নস্যৈব

ইহাতে বিবরণাচার্য্যের উত্তর এই, তাঁহাদের মতে অধ্যয়ন যেমন ভাব্য নহে, সেইরূপ অর্থাববোধও ভাব্য নহে ; কারণ কর্মাভিধায়ী "তব্য" প্রত্যয়ের দ্বারা কর্মভূত স্বাধ্যায়গতপ্রাপ্তিরূপ ভাব্য অভিহিত হইলে ভাব্যান্তরকল্পনা সঙ্গত নহে ; বিশেষতঃ স্বাধ্যায় সমানবাক্যোপাত্ত, অর্থনিশ্চয় বা অর্থাববোধ বাক্যোপাত্তও নহে।

আপত্তি হইবে, তাহা হইলে সমানপদোপাত্ত বলিয়া অন্তরঙ্গ অধ্যয়নকে পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নপদোপাত্ত হওয়ায় বহিরঙ্গ স্বাধ্যায়ের প্রাপ্তি কিরূপে ভাব্য হইবে?

উত্তর এই, অধ্যয়ন সমানপদোপাত্ত হইলেও স্বাধ্যায় কর্মাভিধায়ী "তব্য" প্রত্যয়ের অর্থ হওয়ায় প্রত্যয়ার্থভূতভাবনার নিকট প্রকৃত্যর্থ অধ্যয়ন অপেক্ষা অন্তরঙ্গই, অন্যথা ভাবনাকর্মাভিধায়ী তব্য প্রত্যয়ের সহিত বিরোধ অপরিহার্য্য। অগত্যা শব্দবিরোধ পরিহারের নিমিত্ত কর্মকারক স্বাধ্যায়ই ভাব্য, অর্থজ্ঞান নহে।[৫]

তাহা হইলে তৃতীয় বিকল্পই গৃহীত হউক্ অর্থাৎ অর্থনিশ্চয় বিধির প্রয়োজনপর্য্যন্ততাসামর্থ্যলভ্য ফলই হউক্। পূর্বপক্ষীর আশয় এইরূপ।

বিবরণসম্প্রদায় বলিয়াছেন যে বেদাক্ষরগ্রহণরূপ স্বাধ্যায়ই অধ্যয়নবিধির প্রয়োজন ; ইহা স্বীকার না করিলে ভাবনাকর্মাভিধায়ী তব্যপ্রত্যয়রূপ শব্দের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে বক্তব্য এই, শব্দবিরোধ পরিহারের জন্য যদি স্বাধ্যায়কে ভাব্যরূপে স্বীকার করা হয় তবে তব্যপ্রত্যয়নিষ্ঠ শব্দভাবনা পুরুষের প্রবর্ত্তক হইতে পারিবে না ; কারণ বিধিবলে ভাব্যমাত্রে পুরুষের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু পুরুষার্থভাব্যকে অপেক্ষা করিয়াই পুরুষপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অক্ষরগ্রহণ স্বয়ং অপুরুষার্থ, বিবরণসম্প্রদায়মতে অর্থাববোধও বিধির প্রয়োজন নহে, আবার কর্মকারকগত অন্যকোন ফলও নাই ; সুতরাং ভাব্যের অভাবে শব্দভাবনাই অনুপপন্ন হইয়া যায়। অগত্যা শব্দবিরোধসত্ত্বেও ভাবনানিষ্পত্তির জন্য অর্থাববোধই ভাব্যরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত।[৬]

ভাট্টসম্প্রদায়ের এইরূপ বক্তব্যের বিরুদ্ধে কেহ বলিতে পারেন, অধ্যয়নমাত্রের দ্বারা যখন অর্থনিশ্চয় হয় না, শ্রূয়মাণ স্বাধ্যায়ও যখন নিষ্প্রয়োজন এবং অধ্যয়নমাত্রও যখন অপ্রয়োজন হওয়ায় ভাব্য নহে, তখন সক্তুন্যায়ে স্বাধ্যায়ের শ্রুত-কর্মপ্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বজিন্ন্যায়ে "স্বাধ্যায়াধ্যয়নেন স্বর্গং ভাবয়েৎ" এইরূপ বিধি-বিপরিণাম কল্পনীয়।[৭]

ভাব্যতয়া স্বাধ্যায়াবাপ্তেরপি বিধিফলত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ।" পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য্য এই, অপুরুষার্থে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না এবং অধ্যয়ন ও স্বাধ্যায় উভয়ই অপুরুষার্থ, তখন উভয়ই ভাব্য হইতে না পারায় ভাব্যান্তর কল্পনা করিতে হইবে। অর্থাববোধই সেই ভাব্যান্তর।

৫ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৫, "তব্যপ্রত্যয়েন ভাবনাকর্মকারকেঽভিধীয়মানে স্বাধ্যায়ে স্বাবাপ্তিফলে চ ন ভাব্যান্তরং কল্পনীয়ম্, ভাবনাকর্মাভিধায়িশব্দবিরোধাদিতি।" তত্ত্বদীপন ঐ, "অধ্যয়নস্য প্রকৃত্যুপাত্তত্বাৎ স্বাধ্যায়স্য কর্মকারকস্য ভাবনাবাচিতব্যপ্রত্যয়েনোপাত্তত্বাৎ তস্যৈব ভাব্যত্বম্, অন্যথা তব্যপ্রত্যয়বিরোধঃ ইত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই, তব্যপ্রত্যয়ের দ্বারা শব্দভাবনা বুদ্ধিতে উপস্থিত হইলে প্রথমেই ভাব্যের আকাঙ্ক্ষা হয়—কিং ভাবয়েৎ ? যেহেতু কর্মবাচ্যে তব্য প্রত্যয় হইয়াছে এবং ঈপ্সিততম বলিয়া কর্মই বুদ্ধিতে প্রধান, সেইজন্য কর্মকারকরূপ স্বাধ্যায়ই বুদ্ধিতে প্রথমে উপস্থিত হয় বলিয়া উহাই শব্দভাবনার অন্তরঙ্গ। অনন্তর "কেন ভাবয়েৎ" এইরূপে করণাকাঙ্ক্ষা বুদ্ধিতে উপস্থিত হইলে অধি পূর্বক ইঙ্ ধাতুরূপ প্রকৃতির অর্থরূপ অধ্যয়ন ভাবনার করণরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হওয়ায় উহা শব্দভাবনার বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ স্বাধ্যায়ের সহিত শব্দভাবনার অন্বয় সম্ভব হইলে বহিরঙ্গ অধ্যয়ন অথবা বাক্যবহির্ভূত অর্থাববোধ বা অর্থনিশ্চয়ের সহিত শব্দভাবনার অন্বয়কল্পনা অন্যায্য। অন্যথা "তব্য"প্রত্যয়রূপ শব্দের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য। ইহাকেই শব্দবিরোধ বলা হইয়াছে।

৬ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৫, "ননু ন ভাব্যমাত্রেণ পুরুষপ্রবৃত্তির্বিধিনা জন্যতে, কিন্তু পুরুষার্থভাব্যাপেক্ষয়ৈব ; ততশ্চ শব্দবিরোধেঽপি ভাবনানিষ্পত্তয়ে অর্থাববোধো ভাব্যঃ ইতি।"

৭ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬, "অর্থনির্ণয়স্যাধ্যয়নমাত্রাদনিষ্পত্তেঃ, শ্রূয়মাণস্য স্বাধ্যায়স্য চাফলত্বাৎ, অধ্যয়নমাত্রস্য চাপ্রয়োজনতয়া ভাব্যত্বাযোগাৎ স্বাধ্যায়াধ্যয়নেন স্বর্গং ভাবয়েৎ ইতি কল্প্যতে ইতি।" সক্তুন্যায়ে শ্রূয়মাণ কর্মপ্রাধান্য পরিত্যাগ ও বিধিপরিণাম এবং বিশ্বজিন্ন্যায়ে স্বর্গফলকল্পনা—এইভাবে উভয় ন্যায়ের প্রয়োগভেদ বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এইরূপ পক্ষ পঞ্চপাদিকা-বিবরণসম্মত নহে ; ইহা ভাট্ট ও বিবরণ

কোন পূর্বপক্ষীর এইরূপ সমাধানের বিরুদ্ধে ভাট্টসম্প্রদায়ের কথা এই যে এইরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া অদৃষ্ট স্বর্গফলকে ভাব্যরূপে স্বীকার করা অপেক্ষা বরং "দৃষ্টে সতি অদৃষ্টকল্পনা ন ন্যায্যা" এই ন্যায় অনুসারে অর্থাববোধকেই বিধির প্রয়োজনরূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। অর্থাববোধের হেতু ব্যাকরণ বেদাঙ্গ হওয়ায় বিহিত সাঙ্গবেদাধ্যয়ন হইতে অর্থনিশ্চয় হইয়া থাকে এবং বিচার ব্যতিরেকে অর্থগতবিরোধ পরিহার সম্ভব না হওয়ায় বিচারশাস্ত্রও ব্যর্থ নহে। অতএব অক্ষরসমূহ হইতে পুরুষার্থভূত ফলবদর্থাববোধই বিধির প্রয়োজন, অক্ষরগ্রহণমাত্র নহে।[৮]

ভাট্টসম্প্রদায়ের এইরূপ বক্তব্যের বিরুদ্ধে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন (পঞ্চপাদিকা মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ২২২-২৩), "ন তর্হি নিষ্প্রয়োজনান্যক্ষরাণি, অতস্তৎপর্য্যন্তমধ্যয়নং ন নিষ্ফলম্।" তাৎপর্য্য এই, ভাট্টসম্প্রদায় যে অক্ষরগ্রহণকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়াছেন ইহা যথার্থ নহে, ফলে অক্ষরগ্রহণপর্যন্ত অধ্যয়নও নিষ্ফল নহে। ভাট্টসিদ্ধান্তে অর্থাববোধও স্বয়ং অপুরুষার্থ; কর্মানুষ্ঠানে অর্থাববোধ প্রযুক্ত হইলেই তবে উহা সপ্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্লেশকর কর্মানুষ্ঠানও অপুরুষার্থ, স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করিয়াই কর্মানুষ্ঠান সপ্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অর্থাববোধ সাক্ষাৎভাবে সপ্রয়োজন না হইলেও পরম্পরায় সপ্রয়োজন হওয়ায় ভাট্টসিদ্ধান্তে অধ্যয়নবিধি পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী। অনুরূপভাবে অর্থাববোধের হেতুরূপে অক্ষরগ্রহণও পরম্পরায় পুরুষার্থ হইবে। জগতে ইহাই দৃষ্ট হয় যে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহার, এই দুই মুখ্য-পুরুষার্থের যাহা সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরায় সাধন, সেই সাধনও পুরুষকর্তৃক প্রার্থ্যমান হওয়ায় পুরুষার্থসাধনসমূহও ভাব্যমান, যেমন পুরুষার্থের সাধনরূপ পশু, অন্ন প্রভৃতিও ভাব্য—ফলভূতক্ষীরাদির হেতুরূপ গবাদি পশুও পুরুষকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইবে, ভাট্ট ও বিবরণ উভয়সম্প্রদায়মতেই যখন অর্থাববোধও পরম্পরায় পুরুষার্থ, তখন উভয়মতের মধ্যে প্রভেদ কি?

উত্তরে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে অক্ষরগ্রহণ হইতে ফলবদর্থাববোধ নিষ্পন্ন হইলেও অক্ষরাবাপ্তিতেই অধ্যয়নবিধির পর্য্যবসান, কিন্তু ভাট্টমতে অক্ষরগ্রহণদ্বারা অর্থাববোধেই অধ্যয়নবিধির পর্য্যবসান।

প্রশ্ন হইবে, অধ্যয়নবিধি অর্থাববোধান্ত নহে, অক্ষরগ্রহণান্ত, এইরূপ পক্ষপাতিত্বের হেতু কি?

উত্তর এই, স্বাধ্যায়ের কর্মত্ব শ্রুত, কিন্তু অর্থাববোধের কর্মত্ব শ্রুত নহে। সুতরাং অধ্যয়নবিধি অক্ষরগ্রহণমাত্রে উপক্ষীণ হওয়ায় অর্থাববোধান্ত নহে।[৯]

আপত্তি হইবে, বিধির ব্যাপার যদি অক্ষরগ্রহণপর্য্যন্তরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ফলবদর্থাববোধ নির্নিমিত্ত বা আকস্মিক হইয়া যাইবে—অর্থাৎ অক্ষরগ্রহণের পর অর্থাববোধ হইতেও পারে, অথবা না-ও হইতে পারে। সুতরাং ফলবদর্থাববোধ অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় অর্থাববোধ বিধির ফলরূপেই গ্রহণীয় হউক।[১০]

উভয় সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন তৃতীয় কোন পূর্বপক্ষীর সম্মত।

৮ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৮-৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬, "ননু ব্যাকরণস্যাপ্যঙ্গত্বাৎ সাঙ্গাদধ্যয়নাৎ বিধীয়মানাৎ অর্থনিশ্চয়ো দৃষ্টফলতয়া জায়তে, তস্য চ [অর্থ-] বিরোধপরিহারায় বিচারঃ প্রযুজ্যতে; অতো দৃষ্টে সত্যদৃষ্টকল্পনা ন ন্যায্যা ইতি।"

৯ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬, "শ্রূয়মাণস্বাধ্যায়লক্ষণাৎ কর্মণঃ এব অধ্যয়নভাবনয়া ভাব্যমানাৎ ফলবদর্থাববোধসিদ্ধেঃ পশ্বন্নাদীনাং প্রয়োজনং প্রতি পরম্পরয়া সাধনানামপি ভাব্যত্বদর্শনাৎ শ্রূয়মাণস্বাধ্যায়াবাপ্তিপর্য্যন্ত এব বিধিব্যাপারঃ ইতি ভাবঃ।" অবাপ্তি, আপ্তি, প্রাপ্তি ও গ্রহণ সমার্থক। সায়ণাচার্য্য তাঁহার ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় বিবরণসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে পুরুষার্থানুশাসনের প্রথম সিদ্ধান্তসূত্র উপস্থাপন করিয়াছেন (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪২)." 'প্রাপ্তেস্তু গবাদিবৎ পুমর্থত্বাদ্ বিধিস্তদন্তঃ' ইতি। যথা ফলভূতস্য ক্ষীরাদের্হেতবো গবাদয়োঽপি পুরুষৈরর্থ্যন্তে, তথা ফলবদর্থাববোধহেতোরক্ষরপ্রাপ্তেরপি পুরুষার্থত্বাৎ অধ্যয়নবিধিরক্ষরপ্রাপ্ত্যবসানোঽবগন্তব্যঃ।"

১০ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬, "ননু অক্ষরগ্রহণপর্য্যন্তে বিধিব্যাপারে ফলবদর্থাববোধস্য

উত্তরে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন (পঞ্চপাদিকা মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ২২৩), "অতোঽক্ষরগ্রহণাদেব নিয়োগসিদ্ধেঃ ফলপ্রযুক্ত এবার্থাববোধঃ।" বিবরণ অনুসারে এই সন্দর্ভের গূঢ় আশয় ব্যক্ত করা যাইতেছে।

ভাট্টসম্প্রদায় যে বলিয়াছেন, ফলবদর্থাববোধ অন্যথা অনুপপন্ন বলিয়া অর্থাববোধের বিধিফলত্ব আশ্রয়ণীয়, ইহা যথার্থ নহে ; কারণ অর্থাববোধ অন্যথা উপপন্ন হইতে পারে। এক্ষণে ভাট্টসম্প্রদায়কে জিজ্ঞাস্য এই, অর্থাববোধকে যে বিধির ফল বলা হইয়াছে উহা কি সার্বত্রিক অথবা কাচিৎক ?[১১]

প্রথম বিকল্প গ্রহণ করা যায় না ; কারণ বিধিব্যতিরেকেও লৌকিক আপ্তবাক্যসমূহ ফলবদর্থাববোধ উৎপন্ন করিতে সমর্থ, ইহা দেখা যায়।[১২] যেমন "নদ্যাস্তীরে ফলানি সন্তি" এইরূপ বিধিবিরহিতবাক্যশ্রবণ করিয়াও অর্থাববোধ হইতে দেখা যায়, সেইরূপভাবে আলোচ্যস্থলেও বিধিব্যতিরেকেই অর্থাববোধ হইবে। এই তাৎপর্য্যেই পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন যে অধ্যয়নজন্য অক্ষরগ্রহণের পর যে অর্থাববোধ হইয়া থাকে তাহা ফলপ্রযুক্ত, বিধিপ্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ অধ্যয়ন হইতে যে অর্থাববোধ উৎপন্ন হয় তাহা বিধিতঃ প্রাপ্ত নহে, কিন্তু অন্যতঃ প্রাপ্ত। কিন্তু অধ্যয়ন হইতে যে অক্ষরগ্রহণ হইয়া থাকে, তাহাই অধ্যয়নবিধিপ্রাপ্ত।

আপত্তি হইবে, অধ্যয়ন হইতে অক্ষরগ্রহণের ভেদ সিদ্ধ হইলেই তবে উহাদের মধ্যে হেতুফলভাবসম্বন্ধ সম্ভব ; কিন্তু অধ্যয়ন হইতে অক্ষরগ্রহণের মধ্যে কোন বিশেষ বা প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তালু, ওষ্ঠপুট ইত্যাদির দ্বারা অক্ষরসমূহের উচ্চারণই অধ্যয়ন এবং তাহাই অক্ষরসমূহের অবাপ্তি বা গ্রহণ ; সুতরাং উহাদের মধ্যে বিশেষ নাই, ফলে কার্য্যকারণভাবও নাই।

উত্তরে বিবরণাচার্য্য অধ্যয়নরূপকারণ হইতে অক্ষরগ্রহণরূপ ফলের পার্থক্য প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে স্বাধীন উচ্চারণের যোগ্যতারূপ অক্ষরগত ধর্মই অক্ষরাবাপ্তি বা অক্ষরগ্রহণ এবং সেই অবাপ্তি বা গ্রহণের নিমিত্ত যে বাক্য ও মনের ব্যাপার বা ক্রিয়া, তাহাই অধ্যয়ন।[১৩] এইজন্য পঞ্চপাদিকাকার অধ্যয়নকে ক্রিয়া বলিয়াছেন (পঞ্চপাদিকা মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ২২২)। শারীর ক্রিয়ার ন্যায় বাক্ ও মনের ক্রিয়াও স্বীকৃত। সুতরাং অধ্যয়ন ও অক্ষরগ্রহণের মধ্যে হেতুফলভাব সিদ্ধই।

ভাট্টসম্প্রদায় দ্বিতীয় বিকল্প স্বীকার করিয়া বলিতে পারেন যে অর্থাববোধ সর্বত্র বিধিফল না হইলেও কোন কোন স্থলে বিধিফল হউক্।

নির্নিমিত্তা স্যাদিতি।"

১১ যাহা সর্বত্র হয় তাহা যেমন সার্বত্রিক, সেইরূপ যাহা ক্বচিৎ হয় অর্থাৎ কোনস্থলে হয়, কোনস্থলে হয় না, তাহা কাচিৎক।

১২ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬, "লৌকিকাপ্তবাক্যানাং বিধিমন্তরেণাপি ফলবদর্থাববোধকত্বদর্শনাৎ।" ন্যায়াদি সিদ্ধান্তে বেদবাক্য ও লৌকিক বাক্য উভয়ই পৌরুষেয় বাক্য বা আপ্তবাক্য হওয়ায় বিবরণাচার্য্য "লৌকিক" বিশেষণপদ যোগ করিয়াছেন। লোকসিদ্ধ যে আপ্ত সেই আপ্তের বাক্যই লৌকিক-আপ্তবাক্য। এইস্থলে "আপ্তবাক্য" ও "আপ্তোপদেশ" পদ ষষ্ঠীসমাসসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—আপ্তপুরুষের বাক্য বা আপ্তপুরুষের উপদেশ। আপ্ত যে বাক্য, অথবা আপ্ত যে উপদেশ, এইরূপভাবে কর্মধারয়সমাসসিদ্ধরূপে "আপ্তোপদেশ"পদ গ্রহণ করিলে বেদের ন্যায়াদিসম্মত পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য নিরীশ্বর সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সাংখ্যকারিকার (কাঃ ৫) "আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু" শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় যুক্তিদীপিকাকার (পৃঃ ৩৯) ও তত্ত্বকৌমুদীকার (পৃঃ ২৭) উভয়ই কর্মধারয় সমাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—(তত্ত্বকৌমুদী কাঃ ৫ পৃঃ ২৭), "আপ্তা প্রাপ্তা যুক্তা ইতি যাবৎ, আপ্তা চাসৌ শ্রুতিশ্চ ইতি আপ্তশ্রুতিঃ।" অবশ্য যুক্তিদীপিকায় অন্যান্য সমাসও প্রদর্শিত হইয়াছে। মীমাংসা ও বিবরণসিদ্ধান্তে বেদ উপদেশ হইলেও (মীঃ সূঃ ১।১।৫) আপ্তপুরুষের উপদেশ নহে, যেহেতু উভয়মতেই বেদ অপৌরুষেয়।

১৩ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৭, "ননু অধ্যয়নাদক্ষরাবাপ্তেঃ কো বিশেষঃ ? অস্ত্যত্র বিশেষঃ, স্বাধীনোচ্চারণক্ষমত্বং নাম অক্ষরধর্মোঽবাপ্তিঃ, তদর্থো বাঙ্-মনসব্যাপারোঽধ্যয়নমিতি।" স্বাধীন উচ্চারণ অর্থাৎ পিতা, গুরু প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে যে উচ্চারণ। ক্ষমত্ব অর্থাৎ যোগ্যত্ব ; এইরূপ যোগ্যত্ব অক্ষরনিষ্ঠ ধর্ম, কারণ অক্ষরসমূহেই উচ্চরিতত্বরূপধর্ম বিদ্যমান। অপরদিকে বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা ক্রিয়া ও মনোব্যাপার পুরুষনিষ্ঠ ধর্ম। অধ্যয়নের ইহাই বিবরণসম্মত অর্থ। অধ্যয়নের অন্য অর্থও প্রসিদ্ধ—গুরুমুখাৎ

বিবরণাচার্য্য এই কাচিৎক-বিকল্পও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে কোনস্থলেই অর্থাববোধরূপ দৃষ্টফল বিধিপ্রযুক্ত ফল নহে। কারণ সর্বত্রই বিধীয়মান সাঙ্গকর্ম হইতে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এইরূপ নিয়ম থাকায় দৃষ্ট অর্থাববোধ বিধিফল নহে। যেমন, অবঘাতাদিবিধিস্থলে অবহনন বিধেয় এবং বিতুষীকৃত তণ্ডুলে নিয়মাপূর্বরূপ অদৃষ্ট অতিশয় উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত নিয়মাদৃষ্ট বিধিপ্রযুক্ত ফল হইলেও তুষবিমুক্তি বিধিপ্রযুক্ত ফল নহে, কারণ উহা অন্যতঃ অর্থাৎ অন্বয়-ব্যতিরেক প্রাপ্ত। অনুরূপভাবে অধ্যয়নই বিধেয় এবং স্বাধ্যায় বা অক্ষরগ্রহণই বিধিপ্রযুক্ত ফল, কিন্তু অর্থাববোধ স্বীকৃত স্বাধ্যায়মাত্রজন্যফল, তুষবিমুক্তির ন্যায় উহাও বিধিফল নহে।[১৪]

আপত্তি হইবে, বিধি যদি অদৃষ্টফলের অবিনাভূতই হয়, তাহা হইলে অধ্যয়নের স্বতন্ত্র অদৃষ্টফলই কল্পিত হউক্, দৃষ্ট অক্ষরগ্রহণ বিধিপ্রযুক্ত ফল হইবে কেন? বিশেষতঃ, অধ্যয়ন করিলে অক্ষরগ্রহণ হয়, না করিলে হয় না, এই প্রকার অন্বয়-ব্যতিরেকবলেই অধ্যয়নের অক্ষরগ্রহণত্বসিদ্ধ হওয়ায় অক্ষরগ্রহণার্থ অধ্যয়নবিধি ব্যর্থই।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬), "বিধেস্তু দৃষ্টসমবায়াদৃষ্টমেব কিঞ্চিৎ ফলম্ ইতি দৃষ্টফলাবিরোধেন অদৃষ্টসিদ্ধৌ ন তদ্বিরোধিস্বতন্ত্রাদৃষ্টং কল্পয়িতুং যুক্তমিতি।" ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

শ্রুতিমধ্যে যে ব্রীহির অবঘাত বিহিত হইয়াছে তাহা নিয়মার্থ অর্থাৎ অবঘাতদ্বারাই বৈতুষ্য কর্তব্য, নখবিদলনাদির দ্বারা নহে। এক্ষণে অবঘাত করিলে যে বৈতুষ্য হয়, তাহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ হওয়ায় বৈতুষ্য বিধিরূপ নহে, বিধেয়ও নহে, বিহিত ফলও নহে। বিতুষীকৃত তণ্ডুলে অদৃষ্টবিশেষরূপ অতিশয় উৎপত্তির জন্যই অবহনন বিহিত হইয়াছে। অবহননদ্বারা অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যে অবহননের বৈতুষ্যরূপ দৃষ্টফলের হানি হইয়াছে, তাহা নহে। এই তাৎপর্যে মহানৈয়ায়িক আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন (কুসুমাঞ্জলি ৫।৪), "...নাদৃষ্টং দৃষ্টঘাতকম্।" অর্থাৎ অদৃষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া যে দৃষ্টকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নহে। এক্ষণে অবহননের দৃষ্টফল ও অদৃষ্টফলের মধ্যে যদি বিরোধ হইত, তাহা হইলেই "দৃষ্টে সত্যদৃষ্টং ন কল্প্যম্" এইরূপ ন্যায় অনুসারে দৃষ্টফলই স্বীকৃত হইত, অদৃষ্ট ফল নহে। কিন্তু ঐরূপ ন্যায়াবলম্বনে অবহননের দৃষ্টফলমাত্র স্বীকৃত হইলে অবঘাতবিষয়ক বিধিবাক্য অজ্ঞাতজ্ঞাপক হইবে না; কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধিমাত্র অজ্ঞাতজ্ঞাপক। এই কারণে বৈতুষ্যরূপ দৃষ্টফলকে আশ্রয় করিয়াই দৃষ্টফলের অবিরোধে নিয়মাপূর্বরূপ অদৃষ্টফল কল্পিত হইয়া থাকে। যে-স্থলে স্বতন্ত্র অদৃষ্টফল কল্পিত হয়, সেইস্থলেই "দৃষ্টে সতি" ন্যায়ের প্রয়োগচিন্তা করা হয়। কিন্তু যে-স্থলে দৃষ্টফলসমবেতরূপে অদৃষ্টফলের কল্পনা, সেইস্থলে উক্ত ন্যায়-প্রয়োগ অনবসরগ্রস্ত। বিবরণাচার্য্য সামান্যতঃ এইরূপ নিয়মই উক্ত সন্দর্ভে উপস্থাপন করিয়াছেন—দৃষ্টসমবায়ী অদৃষ্টই বিধির ফল, এইজন্য দৃষ্টফলের অবিরোধে অদৃষ্টফল সিদ্ধ হইলে দৃষ্টফলের বিরোধী স্বতন্ত্র অদৃষ্টফল কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আলোচ্যস্থল বুঝিতে হইবে। অধ্যয়নক্রিয়া হইলে অক্ষরগ্রহণ হয়, ইহা অন্বয়-ব্যতিরেক সিদ্ধ হওয়ায় অক্ষরগ্রহণ বিধিরূপ অথবা বিধেয় অথবা বিধিফল নহে। অধ্যয়নক্রিয়া অবহননক্রিয়ার ন্যায় নিয়মার্থ অর্থাৎ অধ্যয়নদ্বারাই অক্ষরগ্রহণ বিহিত হইয়াছে, লিখিতপাঠাদির দ্বারা নহে। অধ্যয়ন করিলে যে অতিশয়রূপ অদৃষ্টফল উৎপন্ন হয়, তাহা অক্ষরগ্রহণরূপ দৃষ্টফলের বিরোধী না হওয়ায় উহা যেমন দৃষ্টফলের ঘাতক নহে, সেইরূপ "দৃষ্টে সতি" ন্যায়প্রয়োগের স্থলও নহে। অধ্যয়নজন্য অদৃষ্টফলের উৎপত্তি স্বীকার না করিয়া দৃষ্টফলমাত্র স্বীকার করিলে অধ্যয়নবিধির অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব তথা বিধিত্বেরই হানি হয়। সুতরাং অক্ষরগ্রহণরূপদৃষ্টফলকে আশ্রয় করিয়াই দৃষ্টফলের অবিরোধে অধ্যয়নজন্য অদৃষ্টফল অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ স্বীকার করিলে

অপূর্বশ্রবণমধ্যয়নম্। কিন্তু অধুনা দৃষ্ট সর্বতঃ অনধিকারী বৈদিকম্মন্যের গৃহে বসিয়া মুদ্রিত বেদগ্রন্থপাঠ কোন অর্থেই বেদাধ্যয়ন নহে।

১৪ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬, "সাঙ্গাচ্চ কর্মণো বিধীয়মানাদবঘাতাদিষুইব অদৃষ্টজন্মনিয়মাৎ ন বিধিফলমর্থাববোধঃ, কিন্তু স্বীকৃতস্বাধ্যায়মাত্রজন্যং ফলমিতি।"

অধ্যয়নবিধির বিধিত্ব যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে, সেইরূপ "দৃষ্টে সতি" ন্যায়প্রয়োগও দূরীভূত করা যায়। যাঁহারা অর্থাববোধকেই অধ্যয়নের বিহিত ফল বলিয়া থাকেন, সেই ভাট্টসম্প্রদায়ও অধ্যয়নে নিয়মবিধিই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অধ্যয়নে নিয়মবিধি স্বীকার করিলেই তবে বিশ্বজিন্ন্যায়ে অধ্যয়নের স্বর্গফলকল্পনা খণ্ডন করা সম্ভব। অধ্যয়নে অপূর্ববিধিস্বীকারপক্ষে সক্তুন্যায় ও বিশ্বজিন্ন্যায়ের কল্পনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। স্মরণ রাখিতে হইবে, অধ্যয়ন অক্ষরগ্রহণদ্বারা অর্থাববোধফলক, ইহাও অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ, বিধিতঃ সিদ্ধ নহে। ভাট্ট ও বিবরণ উভয় সম্প্রদায় মতেই গুরুপূর্বক অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায় সংস্কৃত হইলে সেই সংস্কৃত-স্বাধ্যায় হইতে যে অর্থাববোধ হয়, সেইরূপ অর্থাববোধপূর্বক যাগাদির অনুষ্ঠানই সফল বা পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী। যেন তেন প্রকারেণ বেদার্থজ্ঞান করিয়া যাগাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহা নিষ্ফল।

প্রশ্ন হইবে, অধ্যয়নবিধির অক্ষরগ্রহণান্তত্বপক্ষের ন্যায় অর্থাববোধান্তত্বপক্ষও যদি সমান-ন্যায়ে উপপন্ন করা যায়, তাহা হইলে উভয়পক্ষের উপপত্তি-সাম্যসত্ত্বেও বিবরণসম্প্রদায়ের অক্ষরগ্রহণেই পক্ষপাতিত্ব কেন ? উক্ত প্রথমপক্ষগ্রহণে বিনিগমনা কি ? শুধু তাহাই নহে। বিবরণসিদ্ধান্তে অক্ষরগ্রহণ পুরুষার্থ হইলেও উহা গৌণ পুরুষার্থ, কারণ উহা হইতে অর্থাববোধ না হইলে কর্মানুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ফলবদর্থাববোধপ্রযুক্তই যদি অক্ষরগ্রহণের পুরুষার্থত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ফলবদর্থাববোধ মুখ্য-পুরুষার্থ হওয়ায় অধ্যয়নবিধি অর্থাববোধান্তই বা হইবে না কেন ?

পঞ্চপাদিকা অনুসরণে বিবরণাচার্য্যের উত্তর এইরূপ।

সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন যে আধান-বিধি সংস্কারবিধি বলিয়া আধান যেমন পরবর্ত্তীকালে অনুষ্ঠেয় ক্রতুর উপযোগী, সেইরূপ অধ্যয়নবিধিও সংস্কারবিধি হওয়ায় অধ্যয়ন উত্তরক্রতুর উপকারক, অন্যথা পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী না হওয়ায় আধান ও অধ্যয়ন উভয়ই নিষ্ফল। এক্ষণে যদি অধ্যয়নবিধির প্রয়োজনবদর্থাববোধপর্যান্ততা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বিহিত কৃৎস্নবেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই, মনুসংহিতায় সমগ্র বেদেরই অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে (মনু ২।১৬৫), "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা ॥" কিন্তু শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট সকলপ্রকার যাগে সকল ত্রৈবর্ণিকের অধিকার নাই। যেমন ব্রাহ্মণের বৃহস্পতিসবে অধিকার থাকিলেও রাজসূয় ও বৈশ্যস্তোমযাগে অধিকার নাই ; আবার ক্ষত্রিয়ের রাজসূয়াদিযাগে অধিকার থাকিলেও বৃহস্পতিসবে অথবা বৈশ্যস্তোমে অধিকার নাই এবং বৈশ্যের বৈশ্যস্তোমে অধিকার থাকিলেও বৃহস্পতিসবে ও রাজসূয়াদিতে অধিকার নাই। অথচ বিধি এই যে ত্রৈবর্ণিকমাত্র সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিবেন। এক্ষণে অধ্যয়ন যদি অর্থাববোধান্ত বিহিত হয়, তবে যে-বর্ণের যে-কর্মে অধিকার সেই বর্ণের সেই কর্মবিষয়ক জ্ঞান সপ্রয়োজন হইলেও যে-বর্ণের যে-কর্মে অধিকার নাই সেই কর্মবিষয়কবেদার্থাববোধ সেই বর্ণের নিকট ব্যর্থ। তাহা হইলে যাঁহার যে-কর্মে অধিকার, তাঁহার পক্ষে সেই কর্মপ্রকাশকশ্রুতিবাক্যই অধ্যেয় হইবে ; বাক্যান্তর অধ্যয়ন করিবার প্রসঙ্গই নাই, কারণ তাঁহার বাক্যান্তরাববোধ প্রবৃত্ত্যাদিরূপফলের জনক হয় না। ফলে কৃৎস্নবেদাধ্যয়ন সিদ্ধও হয় না। এইরূপ তাৎপর্য্যে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন (পঞ্চপাদিকা ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ২২৩), "অপি চ অক্ষরগ্রহণান্তো বিধির্নিষ্প্রয়োজনঃ ইতি ন সর্বত্র প্রয়োজনবদর্থাববোধপর্যান্ততা কল্পয়িতুমপি শক্যতে। তত্রাবশ্যং কল্পনীয়া অক্ষরগ্রহণান্ততা। তদ্‌যথা রাজন্যস্য সত্র-বৈশ্যস্তোমবৃহস্পতিসবানামাম্নানং, বৈশ্যস্য চাশ্বমেধরাজসূয়সত্রাণাং পাঠঃ। ন চ তেষামনধ্যয়নমেব, 'স্বাধ্যায়'শব্দেন সকলবেদবাচিনা অধ্যয়নস্য বিহিতত্বাৎ।"[১৫] এই সন্দর্ভে লক্ষণীয়

১৫ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৯-১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬, "কিঞ্চ, ফলবদর্থাববোধফলেঽধ্যয়নবিধৌ যস্য যস্মিন্ কর্মণ্যধিকারঃ, তস্য তদ্বাক্যাধ্যয়নমেব স্যাৎ, ন বাক্যান্তরাধ্যয়নম্ ; তত্র প্রবৃত্ত্যাদিফলাভাবাৎ ইতি [হেতোঃ] ন কৃৎস্নবেদাধ্যয়নসিদ্ধিরিতি।" সায়ণাচার্য্য তাঁহার ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় বিবরণসিদ্ধান্তের সমর্থনে পুরুষার্থানুশাসনের সূত্র উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪২), "ননু অক্ষরপ্রাপ্তেঃ পুরুষার্থত্বং ফলবদর্থাববোধপ্রযুক্তং চেৎ তর্হি তদ্‌বোধস্য মুখ্যপুরুষার্থত্বাৎ বোধান্তঃ এব বিধিঃ কিং ন স্যাদিত্যত আহ—'ফলবদ্‌বোধান্তত্বেঽধ্যয়নাকার্ৎস্ন্যম্' ইতি। বোধস্য হি ফলং কর্মানুষ্ঠানম্। তথা সতি যস্য ব্রাহ্মণাদের্যস্মিন্ বৃহস্পতিসবাদৌ অধিকারঃ তস্য তদ্বাক্যমাত্রাধ্যয়নং স্যাৎ, ন তু রাজসূয়াদিবাক্যাধ্যয়নং, তত্র

যে পঞ্চপাদিকাকার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেও ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন নাই। তাহার কারণ এইরূপ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বেদাধ্যয়ন ও যজনে অধিকার থাকিলেও অধ্যাপনে ও যাজনে অধিকার নাই, শেষোক্ত দুই কর্মে ব্রাহ্মণেরই অধিকার।[১৬] সুতরাং ক্ষত্রিয় রাজাকে রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং বৈশ্যকে বৈশ্যস্তোম যজ্ঞ ব্রাহ্মণই করাইয়া থাকেন। ফলে রাজসূয়াদি যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার না থাকিলেও ঐ সমস্ত যজ্ঞে ঋত্বিক্-কর্ম করিতে ব্রাহ্মণকে অবশ্যই ঐ সমস্ত যজ্ঞপ্রতিপাদক শ্রুতিও অধ্যয়ন করিতে হয় এবং সম্প্রদায়ক্রমে ব্রাহ্মণশিষ্যকে অধ্যাপনও করিতে হয়। অতএব পঞ্চপাদিকাকার ভাট্টমত খণ্ডন করিতে যে কৃৎস্নবেদাধ্যয়নের অপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বেদাধ্যয়নের ক্ষেত্রে গমন করে না। স্বয়ং কর্মানুষ্ঠানের জন্য না হউক, অন্যের কর্মানুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণের কৃৎস্নবেদাধ্যয়ন সার্থক। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধ্যাপন ও যাজনে অধিকার না থাকায় তাঁহাদের কৃৎস্নবেদাধ্যয়ন অপ্রাপ্তই।[১৭] এই কারণে পঞ্চপাদিকায় ব্রাহ্মণ-দৃষ্টান্ত গৃহীত হয় নাই।[১৮] পঞ্চপাদিকাকার "স্বাধ্যায়" পদে স্বকুলপরম্পরায় অধীত বেদশাখাবিশেষ যে বুঝেন নাই, সমগ্র বেদই বুঝিয়াছেন, তাহা " 'স্বাধ্যায়'শব্দেন সকলবেদবাচিনা" গ্রন্থাংশের দ্বারাই স্পষ্টীকৃত।[১৯]

বিবরণপন্থানুসরণে সায়ণাচার্য্য তাঁহার কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় (পৃঃ ১০৯) অধ্যয়নবিধির অর্থাববোধান্ততা খণ্ডন করিতে ভাট্টসম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অর্থাববোধ কি স্বয়ং অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে স্বর্গরূপ পুরুষার্থের হেতু ? অথবা, পরম্পরায় অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিকর্মানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গহেতু ? প্রথম বিকল্প স্বীকার করিলে কর্মানুষ্ঠানের ব্যর্থতাপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য। দ্বিতীয় বিকল্প স্বীকারে

প্রবৃত্ত্যাদিফলাভাবাৎ।" কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় (পৃঃ ১০৯) অনুরূপ যুক্তিই স্থাপিত হইয়াছে।

১৬ মনুসংহিতায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে ব্রাহ্মণের জীবিকাকর্ম অর্থাৎ অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে (মনু সং ১০।৭৭-৭৮), "ত্রয়ো ধর্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি। অধ্যাপনং যাজনং চ তৃতীয়শ্চ পরিগ্রহঃ॥ বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ। ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥" অধ্যাপন বলিতে অবশ্যই বেদের অধ্যাপন বুঝিতে হইবে, কারণ উহাই প্রকরণপ্রাপ্ত। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধনুর্বেদ, শিল্পকলাবিদ্যাসমূহের শিক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। মহাভারতে বনপর্বের নলোপাখ্যানপর্বে বর্ণিত হইয়াছে (বনপর্ব ৭২।২৫-২৯ পৃঃ ১১৭ = ৫৯।২৫-২৯ পৃঃ ৬২৯-৩০), রাজা ঋতুপর্ণ ও নল পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে অক্ষবিদ্যা ও অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মনু সংহিতা ১৮৯-৯০ দ্রষ্টব্য।

১৭ তন্ত্ররহস্য, ৫ম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৮, "যদ্যপি ব্রাহ্মণস্য কথঞ্চিৎ যাজনোপযোগিত্তানার্থমধ্যয়নং স্যাৎ, তথাপি ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োঃ বৈশ্যস্তোমাশ্বমেধাধ্যয়নমনর্থকমেব।" ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যস্তোম-অধ্যয়ন ও বৈশ্যের অশ্বমেধ-অধ্যয়ন অনর্থকই—এইরূপভাবে যথাযোগ অন্বয় করিয়া বুঝিতে হইবে। বৈশ্যস্তোম-অধ্যয়ন ও অশ্বমেধ-অধ্যয়ন কথার তাৎপর্য্য—বৈশ্যস্তোমবিধায়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অশ্বমেধযাগবিধায়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন।

১৮ মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের শেষভাগে (শ্লোঃ ৮১-১৩১) আপদ্ধর্মবর্ণনপ্রসঙ্গে ভগবান মনু বলিয়াছেন যে আপৎকালে অর্থাৎ স্বধর্মপালনদ্বারা জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হইলে কেবল জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণাদি অন্য বর্ণের ধর্ম পালন করিতে পারেন। সুতরাং পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে আপৎকালে অধ্যাপন ও যাজনে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার থাকায় তাঁহাদের পক্ষেও কৃৎস্নবেদাধ্যয়ন সার্থক। কিন্তু পূর্বপক্ষী এইরূপ কথা বলিতে পারেন না; কারণ ভগবান মনু আপৎকালেও জ্যায়সী বৃত্তি গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন (মনু সং ১০।৯৫) "ন ত্বেব জ্যায়সীং বৃত্তিমভিমন্যেত কর্হিচিৎ॥" নিজ বর্ণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণের বৃত্তিই জ্যায়সী বৃত্তি। সুতরাং আপৎকালে জীবিকানির্বাহের জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ধর্ম ও তদভাবে বৈশ্যধর্ম যেমন পালন করিবেন, সেইরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্যধর্ম ও বৈশ্য শূদ্রধর্ম পালন করিবেন, কদাপি ব্রাহ্মণের অসাধারণধর্ম পালন করিবার কথা চিন্তাও করিবেন না—(মনু ১।১০৩ দ্রঃ কুল্লুককৃত মন্বর্থমুক্তাবলীটীকা পৃঃ ৪৯-৫০ = পৃঃ ১৩৪), "শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যঙ্নান্যেন কেনচিৎ॥" সম্ভবপক্ষে পরধর্মপালন সর্বথা পরিহরণীয় (মনু সং ১০।৯৭)। আপৎকালে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারীর ক্ষত্রিয় ও তদভাবে বৈশ্যের নিকট বিদ্যাগ্রহণ মানব সংহিতায় অনুমোদিত হইলেও (মনু সং ২।২৪১) উহা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের অধ্যাপন নহে। মেধাতিথিভাষ্য ২।২৩৮, ২৪১-২৪২ পৃঃ ১৮১-৮৩ = পৃঃ ৪৬৭, ৪৭০-৭১, ৪৭২ এবং বৃহঃ উপঃ ২।১।১৪-১৫ আঃ টীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪৭৭-৭৯, ৪৮০-৮১ দ্রষ্টব্য।

১৯ মনু সংহিতার "বেদঃ কৃৎস্নঃ" শ্লোকাংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে "কৃৎস্ন" শব্দের সার্থকতা প্রদর্শন করিতে বহু মত উপস্থাপন করিয়া মেধাতিথি বলিয়াছেন যে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধিবাক্যে ষড়ঙ্গসহিত সমগ্র বেদের অধ্যয়নই বিহিত হইয়াছে (মেধাতিথি-ভাষ্য ২।১৬৫ পৃঃ ১৫১ = পৃঃ ৩৮৯)।

বক্তব্য এই, কর্মানুষ্ঠানের হেতুরূপ অর্থাববোধ যদি পরম্পরায় পুরুষার্থের হেতু হইতে পারে, তাহা হইলে অর্থাববোধের হেতুভূত অক্ষরপ্রাপ্তিও পরম্পরায় পুরুষার্থের হেতু হওয়ায় অধ্যয়নবিধি অক্ষরগ্রহণেই উপক্ষীণ হউক, অর্থাববোধ পর্য্যন্ত অনুধাবনের প্রয়োজন কি?[২০] বিশেষতঃ, অধ্যয়নবিধির অক্ষরগ্রহণান্তত্বপক্ষে শ্রুত স্বাধ্যায়কর্মত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং উপস্থিতিকৃতলাঘবও বিদ্যমান। অর্থাববোধে অধ্যয়নবিধিপর্য্যবসানপক্ষে অক্ষরগ্রহণকল্পনা, অক্ষরগ্রহণের দ্বারত্বকল্পনা এবং অর্থাববোধকল্পনা আবশ্যক, বিবরণসম্প্রদায়পক্ষে অক্ষরগ্রহণমাত্রের কল্পনা প্রয়োজন।

শুধু তাহাই নহে, ভাট্টসম্প্রদায়ও সর্বত্র অক্ষরগ্রহণের দ্বারত্ব স্বীকার করিতে পারিবেন না। বেদমধ্যে হুং, ফট্, বৌষট্ ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ আম্নাত হইলেও ঐ সমস্ত মন্ত্রের কোন অর্থ নাই,[২১] অথচ উহাদের অধ্যয়নও কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। অগত্যা স্বীকার্য্য যে বেদাধ্যয়নবিধি অর্থাববোধে পর্য্যবসিত নহে, অক্ষরগ্রহণমাত্রে পরিসমাপ্ত। হুং, ফট্ প্রভৃতি হইতে ভিন্ন স্থলে অধ্যয়নবিধি দৃষ্ট অর্থাববোধফলক এবং হুং, ফট্ ইত্যাদি স্থলে অধ্যয়নবিধি অদৃষ্টফলক, এইরূপভাবে একই বিধির অপ্রামাণিক কষ্টকল্পিত দ্বৈরূপ্য স্বীকার করা অপেক্ষা অধ্যয়নবিধির সার্বত্রিক দৃষ্ট অক্ষরগ্রহণফলকত্ব স্বীকারে কল্পনালঘুত্ব ও বিধির একরূপত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

আপত্তি হইবে, অধ্যয়নবিধির অক্ষরগ্রহণান্তত্বপক্ষেও কৃৎস্নবেদাধ্যয়নের অসিদ্ধি সমান। সুতরাং "যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ" ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে[২২] ভাট্টসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পর্য্যনুযোগ করা উচিত নহে। পূর্বপক্ষীর গূঢ় তাৎপর্য্য এইরূপ।

ভাট্ট ও বিবরণ উভয় সম্প্রদায়ই অধ্যয়নে নিয়মবিধি স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাট্টপক্ষে বিধি ও অর্থবাদাত্মক স্বাধ্যায় হইতে উৎপন্ন অর্থাববোধদ্বারা অপূর্বের উৎপত্তিতে নিয়মাদৃষ্টের উপযোগ বর্ত্তমান, কারণ বিধির ফলরূপে স্বীকৃত দৃষ্টফলসমবেত অদৃষ্ট স্বরূপতঃ পুরুষার্থের সাধন না হওয়ায় অর্থবোধ ও কর্মানুষ্ঠানদ্বারা পরমাপূর্ব উৎপন্ন করিয়া স্বর্গাদি-ফলপর্য্যবসায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু অনধিকৃতকর্মবিষয়কবাক্যাধ্যয়নজন্য অদৃষ্টের ঐরূপ গতি না থাকায় কৃৎস্নবেদাধ্যয়ন অসিদ্ধ হইয়া যায়। বিবরণপক্ষেও অনধিকৃতকর্মবাক্যাধ্যয়নজন্য অদৃষ্ট কর্মানুষ্ঠানের অভাবে পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী না হওয়ায় অনধিকৃতকর্মবাক্যাধ্যয়ন নিরর্থক, ফলে বিবরণোক্ত অক্ষরগ্রহণান্তত্বপক্ষেও

২০ কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপঃ পৃঃ ১০৯, "...তস্মাৎ ফলবদর্থাববোধে পর্য্যবস্যত্যয়মধ্যয়নবিধিঃ, ন তু অক্ষরপ্রাপ্তিমাত্র ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কিময়মর্থাববোধঃ স্বয়মেব পুরুষার্থস্য স্বর্গহেতুঃ? উতাগ্নিহোত্রাদ্যনুষ্ঠানদ্বারেণ? নাদ্যঃ, অনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়ে তু যথার্থাববোধস্যানুষ্ঠানহেতোঃ পরম্পরয়া পুরুষার্থহেতুত্বম্, এবমর্থাববোধহেতুভূতায়া অক্ষরপ্রাপ্তেরপি পরম্পরয়া পুরুষার্থহেতুত্বাদ্বিধিরক্ষরপ্রাপ্তৌ পর্য্যবস্যতু।"

২১ কোন কোন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক হুং, ফট্-জাতীয় মন্ত্রসমূহকে উপহাস করিয়া কাব্য-নাটকাদি রচনা করিয়াছেন এবং বলা বাহুল্য, বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিষয়ে অজ্ঞ পাঠকদের নিকট ঐ সমস্ত কাব্যাদি সমাদৃতও হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সমস্ত সাহিত্যিকই বেদের অন্যান্য মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে বক্তৃতামালাও রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং অনুরূপভাবেই অজ্ঞভক্তজনকর্ত্তৃক পূজিতও হইয়াছেন। একই বেদের মন্ত্রসমূহ কিরূপে যুগপৎ উপহসিত ও আদৃত হয়, তাহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। রুদ্রযামলে গৌরীতন্ত্রে শিবপার্বতীসংবাদে যে কুঞ্জিকা-স্তোত্র আছে, তাহাও অর্থহীন মন্ত্রসমষ্টিমাত্র এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের পূর্বে কুঞ্জিকাস্তোত্র পাঠ করিয়াই অর্গলাস্তোত্রাদিপাঠ বিহিত হইয়াছে। বহু দীক্ষামন্ত্রই অর্থহীন। কিন্তু কোন সাধারণ ব্যক্তিই ঐ সমস্ত মন্ত্র লইয়া পরিহাস সহ্য করিবেন না, ইহা বড়ই বিচিত্র। অবশ্য বেদ লইয়া বেদে অনধিকারীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চার্বাকজাতীয় ব্যক্তিগণ প্রাচীনকাল হইতেই করিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানে "সাহিত্যে" এই প্রকার পরিহাস বঙ্গদেশে "নবজাগরণে"র বিশেষ "অবদান।"

২২ পরিপূর্ণ শ্লোক এইরূপ—"যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচারণে॥" মহাভাষ্যোদ্ধৃত পাঠ (মহাভাষ্য ৬।১।১ "দ্বিত্বাধিকরণম্" পৃঃ ৬৮২). "যশ্চোভয়োর্দোষো ন তমেকশ্চোদ্যো ভবতি।" শাবরভাষ্যের পাঠ (শাবরভাষ্য ৮।৩।১৪ পৃঃ ১১৮ = পৃঃ ১৬১৯). "যশ্চোভয়োর্দোষো নাসাবেকস্য বাচ্যঃ।" উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে নিত্য দ্বিবচনান্ত "উভ" শব্দের সপ্তমীর রূপ উভয়োঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। "উভয়" শব্দ ব্যবহৃত হইলে উভয়য়োঃ হইত, ফলে ছন্দঃপতন হইত।

কৃৎস্নবেদাধ্যয়নের অসিদ্ধি সমানই।[২৩]

উত্তরে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে তাঁহাদের পক্ষে কৃৎস্নবেদাধ্যয়নের অসিদ্ধিরূপ দোষ নাই। কারণ অনধিকৃতকর্মবোধকবেদবাক্যসমূহ প্রায়শ্চিত্তকর্মে অথবা জপাদিকর্মে বিনিযুক্ত হইয়া সার্থক। তাৎপর্য্য এই, মনু প্রভৃতি স্মৃতিসমূহের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পাপের নিবৃত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীকে বৈদিক মন্ত্রসমূহের পাঠ প্রায়শ্চিত্তকর্মরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।[২৪] শুধু তাহাই নহে, স্মৃতিসমূহে নিত্যজপের বিধিও বর্ত্তমান। ঐ সমস্ত মন্ত্রের অর্থাববোধব্যতিরেকেই কেবল পাঠদ্বারা নির্দ্দিষ্ট ফললাভ সম্ভব হওয়ায় ঐরূপ বেদবাক্যসমূহ সার্থক। সুতরাং অক্ষরপ্রাপ্তিফলবাদিপক্ষে কৃৎস্নবেদাধ্যয়নের অপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গ নাই। বস্তুতঃ যাঁহার অশ্বমেধযাগে অধিকার নাই, সেই ব্রাহ্মণ অথবা বৈশ্য যেমন অশ্বমেধকর্মবিষয়কজ্ঞানের দ্বারাই অশ্বমেধযাগের ফললাভ করিয়া থাকেন ; সেইরূপ যে-ত্রৈবর্ণিকের যে-কর্মে অধিকার নাই সেই ত্রৈবর্ণিক সেই কর্মবোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের কাম্য-জপ অথবা নিত্য-জপের দ্বারা সেই সেই কর্মানুষ্ঠানের যে ফললাভ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ।[২৫] ভগবান মনু বলিয়াছেন, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বিধিযজ্ঞের দ্বারা যে ফললাভ হয়, মন্ত্রজপরূপ জপযজ্ঞের দ্বারা তাহার দশগুণ অধিক ফললাভ হইয়া থাকে (মনু সং ২।৮৫), "বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।" শুধু তাহাই নহে, যে-ব্রাহ্মণ অন্য কোন যাগ করুন অথবা নাই করুন কেবল জপের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, প্রাণিহিংসা না থাকায় তিনি সর্বপ্রাণীর মিত্র হওয়ায় তাঁহাকে মৈত্র-ব্রাহ্মণ বলে (মনু সং ২।৮৭)।[২৬] প্রায়শ্চিত্তীয় জপ ও নিত্যজপ অপূর্বোৎপত্তিপূর্বক স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে ; উহার

২৩ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৭, "ননু কৃৎস্নস্বাধ্যায়াধ্যয়নস্য নিত্যতয়া বিধেয়ত্বেঽপি সকলস্বাধ্যায়াবাপ্তিসমবেতস্যাদৃষ্টস্যানধিকৃতকর্মবাক্যগতস্যার্থাববোধানুষ্ঠানাদিদ্বারেঽপি কথমপূর্বসিদ্ধিহেতুতা ইতি ?" স্বাধ্যায়াবাপ্তি দৃষ্টফল, তৎসমবেত অদৃষ্ট অনধিকৃতকর্মবোধকবাক্যের অধ্যয়ন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভাট্টমতে অর্থাববোধ বিধিফল, বিবরণমতে উহা বিধিফল নহে ; তথাপি উভয়মতেই ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নজন্য অর্থাববোধ হয়, তাহার পর বিচারদ্বারা অর্থনিশ্চয় হইলে ঐরূপ অর্থনিশ্চয় কর্মানুষ্ঠানের জনক হইয়া থাকে। কর্মানুষ্ঠানজন্য পরমাপূর্ব উৎপন্ন হয়। সুতরাং উভয়মতেই পরমাপূর্বের উৎপত্তিতে অর্থাববোধ ও কর্মানুষ্ঠান দ্বার বা ব্যাপার। ফলে কর্মানুষ্ঠান না হইলে অনধিকৃতকর্মবিষয়কবাক্যের অধ্যয়নজন্য নিরর্থক অদৃষ্টের উৎপত্তি হওয়ায় উক্ত অধ্যয়ন পুরুষার্থপর্যবসায়ী হয় না। ইহাকেই উভয়পক্ষে কৃৎস্নবেদাধ্যয়নের অসিদ্ধি বলা হইয়াছে।

২৪ মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের শ্লোঃ ২৪৮ হইতে অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহে প্রায়শ্চিত্তরূপে পঠনীয় মন্ত্রসমূহের প্রতীকমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। মেধাতিথিভাষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রের আকর নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

২৫ বৃহঃ উপঃ প্রথম অধ্যায়ের শাঙ্করভাষ্যভূমিকা পৃঃ ১৫-৬, "অস্য তু অশ্বমেধকর্মসম্বন্ধিনো বিজ্ঞানস্য প্রয়োজনং ; যেষাম্ অশ্বমেধে নাধিকারঃ, তেষাম্ অস্মাদেব বিজ্ঞানাৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ, 'বিদ্যয়া বা কর্মণা বা', 'তদ্ধৈতল্লোকজিদেব' ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। কর্মবিষয়ত্বমেব বিজ্ঞানস্যেতি চেৎ ; ন, 'যোঽশ্বমেধেন যজতে, য উ চৈনমেবং বেদ' ইতি বিকল্পশ্রুতেঃ। বিদ্যাপ্রকরণে চ আম্নানাৎ, কর্মান্তরে চ সম্পাদনদর্শনাৎ বিজ্ঞানাৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ অস্তীতি অবগম্যতে। সর্বেষাঞ্চ কর্মণাং পরং অশ্বমেধঃ সমষ্টি-ব্যষ্টিপ্রাপ্তিফলত্বাৎ।" আনন্দগিরির টীকা দ্রষ্টব্য।

কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপঃ পৃঃ ১০৯, "কিঞ্চ, অনুষ্ঠানদ্বারস্বর্গফলোপেতেঽর্থাববোধে বিধিপর্য্যবসানং বদতঃ [ভাট্টস্য মতে] কৃৎস্নবেদাধ্যয়নং ন সিধ্যেৎ। রাজসূয়াশ্বমেধাদাবনধিকারিণো ব্রাহ্মণস্য তৎফলত্বপর্য্যন্তার্থাববোধাসম্ভবাৎ। অক্ষরপ্রাপ্তিফলবাদিনস্তু [মতে] কৃৎস্নবেদাধ্যয়নং সিধ্যতি। অক্ষরপ্রাপ্তির্ব্রহ্মযজ্ঞে জপহেতুত্বাৎ। তত্র ব্রাহ্মণোঽপি রাজসূয়াশ্বমেধাদিবেদবিভাগে ভাগোত্তরব্রহ্মযজ্ঞজপং করোত্যেব।"

২৬ মনু সং ২।৮৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি বলিয়াছেন (মেধাতিথিভাষ্য ২।৮৫ পৃঃ ১১৪ = পৃঃ ২৯২) যে প্রকৃতপ্রস্তাবে জপযজ্ঞের দশগুণ ফল বক্তব্য নহে, উহা অর্থবাদমাত্র ; কারণ যদি জপমাত্রের দ্বারা অধিকফললাভ হয়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি শরীর, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি ক্ষয় করিয়া অধিকতর দুঃখপ্রদ যাগে প্রবৃত্ত হইত ! অতএব "পূর্ণাহুত্যা সর্বান্ কামানবাপ্নোতি" এই স্থলের ন্যায় উক্ত মনুবচন জপপ্রশংসাপর। তবে জপের দ্বারা স্বর্গাদিফলপ্রাপ্তি হইলেও "সাধনভূয়স্ত্বে ফলভূয়স্ত্বম্" এই ন্যায়ানুসারেই ন্যূনাধিক ফল লাভ হইবে। কিন্তু মনুসংহিতার ২।৮৭ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি স্বয়ং অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন (মেধাতিথিভাষ্য ২।৮৭ পৃঃ ১১৪ = পৃঃ ২৯৪), "জপেনৈব সিদ্ধিং কাম্যফলাবাপ্তিং ব্রহ্মপ্রাপ্তিং বা প্রাপ্নুয়াৎ। নাত্র হৃদি শঙ্কা কর্তব্যা যৎ 'জ্যোতিষ্টোমাদিভ্যো মহাপ্রয়াসেভ্যো ভাবনাভ্যশ্চ যল্লব্ধব্যং তজ্জপেন কথং সিধ্যতি' ইতি। সিদ্ধত্যেব।" বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্রের বিধুরাধিকরণভাষ্যে আচার্য্যপাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে-ত্রৈবর্ণিক দ্রব্যাদিসম্পদরহিত, অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত এবং অনাশ্রমী, তিনি ব্রহ্মবিদ্যার হেতুভূত আশ্রমকর্মসমূহ পালন করিতে অসমর্থ হইলেও কেবল জপ, উপবাস প্রভৃতির

জন্য অর্থাববোধ নিষ্প্রয়োজন।[২৭]

আপত্তি হইবে, কোন বেদবাক্য যদি অর্থাববোধ উৎপন্ন না করে অর্থাৎ অবোধক হয়, তাহা হইলে অর্থাববোধই কদাপি সিদ্ধ হইতে পারিবে না।

উত্তর এই, প্রমাণমাত্রের স্বভাবই এইরূপ যে উহা প্রমেয়ের বোধ অবশ্যই উৎপন্ন করিবে। কিন্তু এই অর্থাববোধ যে বিধিব্যতিরেকেই সিদ্ধ হইতে পারে তাহা লৌকিকবাক্য হইতে অর্থাববোধের উৎপত্তি দেখিয়া বুঝা যায়। কাব্যনাটকাদিগ্রন্থে কোনরূপ বিধিব্যতীতই যেমন অর্থাববোধ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বৈদিকবিধিব্যতিরেকেই অধ্যয়নজন্য অক্ষরগ্রহণের পর অর্থাববোধ হইবে।[২৮]

আপত্তি হইবে, অর্থাববোধ যদি বিধির ফল হয়, তাহা হইলে অর্থাববোধকামপুরুষকে উদ্দেশ্য করিয়া অধ্যয়নের বিধান হওয়ায় অতি সহজেই অধিকারী সুলভ হইবে—"অধ্যয়নেনার্থাববোধং ভাবয়েদর্থাববোধকামঃ।" ফলে অধ্যয়নবিধিতে নির্নিয়োজ্যতাপত্তি হইবে না।

এইরূপ আপত্তির বিরুদ্ধে প্রকৃত উত্তর প্রদানের পূর্বে প্রতিবন্দি এইরূপ।[২৯] অক্ষরপ্রাপ্তিপক্ষেও অক্ষরপ্রাপ্তিকাম উপনীত অষ্টবর্ষব্রাহ্মণবালক অধিকারিরূপে সুলভই হইবে—"অধ্যয়নেনাক্ষরগ্রহণং ভাবয়েদক্ষরগ্রহণকামঃ।"

প্রকৃতপক্ষে ইহা উত্তর নহে, প্রতিবন্দিমাত্র ; কারণ বিবরণসিদ্ধান্তে অকরণে প্রত্যবায় শ্রুত হওয়ায় অধ্যয়নবিধি কাম্যবিধি নহে, কিন্তু নিত্যবিধি।[৩০] অধ্যয়নে কাম্যবিধি স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ

দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যালাভে সমর্থ হইয়া থাকেন (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৩৮ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৯০৭), "তেষামপি চ বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভিঃ জপোপবাসদেবতারাধনাদিভিঃ ধর্মবিশেষৈঃ অনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ সম্ভবতি। তথা চ স্মৃতিঃ (মনু সং ২।৮৭), 'জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥' ইতি অসম্ভবদাশ্রমকর্মণোঽপি জপ্যে অধিকারং দর্শয়তি।" বেদবিধিবাক্যপ্রতিপাদিত,শাস্ত্রমধ্যে "যজেত" ইত্যাকারে বিহিত, বাহ্য অনুষ্ঠানসাপেক্ষ এবং ঋত্বিক্ প্রভৃতি সর্বাঙ্গসমবায়ে সম্পাদিত কর্মই "বিধিযজ্ঞ" পদের অর্থ। জপ এইরূপ যজ্ঞ নহে, কিন্তু প্রশংসানিমিত্ত জপে "যজ্ঞ" পদের ঔপচারিক প্রয়োগ করা হইয়াছে (মেধাতিথিভাষ্য ২।৮৫ পৃঃ ১১৪ = পৃঃ ২৯২)। ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৭, "ন চ বেদনমাত্রেণ ফলসিদ্ধৌ অনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যমিতি শঙ্কনীয়ম্, ফলভূয়স্ত্বেন পরিহৃতত্বাৎ [তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যভূমিকা পৃঃ ৪]।" "সাধনভূয়স্ত্বে ফলভূয়স্ত্বম্"-ন্যায় মহর্ষি জৈমিনি সমর্থিত (মীঃ সূঃ ১।২।১৭), "ফলস্য কর্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ [সারতো বা] ফলবিশেষঃ স্যাৎ।" তাৎপর্য্য এই, ফল কর্মদ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া কর্মসমূহের পরিমাণবশতঃ ফলবিশেষ অর্থাৎ ফলের অল্পতা বা আধিক্য হয় ; যেমন লৌকিকভাবে ভূমির অল্পকর্ষণ ও অধিককর্ষণরূপ পরিমাণভেদে কৃষিফলের অল্পতা বা আধিক্য হইয়া থাকে। শাবরভাষ্য, তন্ত্রবার্ত্তিক, ন্যায়সুধা ও ভাষ্যবিবরণ দ্রষ্টব্য (মীঃ সূঃ ১।২।১৭ পৃঃ ১২৪-২৬)।

২৭ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৭, "নৈষ দোষঃ, প্রায়শ্চিত্তজপাদ্যুপযোগকারিত্বোপপত্তেঃ।" প্রায়শ্চিত্তীয় জপ কাম্যজপ ; সুতরাং "প্রায়শ্চিত্তীয় জপ" পদসন্নিধানে পঠিত "আদি" পদ নিত্যজপকেই বুঝাইবে ; অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সায়ণাচার্য্য তাঁহার ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় পুরুষার্থানুশাসনের সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪২), "স্বপক্ষে তু নায়ং দোষ ইত্যাহ—'কৃৎস্নপ্রাপ্তির্জপার্থা' ইতি। "কৃৎস্ন" অর্থাৎ সমগ্র বেদাধ্যয়নের যে উপদেশ মানবসংহিতাদিতে দৃষ্ট হয় তাহা জপাদির নিমিত্ত। সুতরাং সমগ্রবেদাক্ষরগ্রহণ ব্যর্থ নহে।

২৮ ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪২, "ন চ অবোধকত্বে অর্থাববোধ এব ন সিধ্যেৎ ইতি শঙ্কনীয়ম্, প্রমাণস্য প্রমেয়বোধকত্বস্বাভাব্যাৎ, লৌকিকাগুবাক্যানামন্তরেণৈব বিধিং বোধকত্বদর্শনাৎ।" কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপঃ পৃঃ ১০৯, "[অধ্যয়ন-] বিধেরর্থাববোধপর্য্যন্তত্বাভাবে কথমর্থাববোধসিদ্ধিরিতি চেৎ ? কাব্যনাটকাদিগ্রন্থেষু বৈদিকবিধিমন্তরেণ যথা অর্থাববোধঃ তদ্বৎ ভবিষ্যতি।"

২৯ যে-স্থলে বাদি-প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই সংশয় ও সংশয়ের সমাধান সমানবল, সেইস্থলে প্রতিপক্ষকে বাগ্‌রোধ করিয়া দিবার জন্য প্রতিবন্দি প্রয়োগ করা হয়—সমানবিরোধিদোষান্তরপ্রদর্শনং প্রতিবন্দিঃ, অথবা চোদ্যপরিহারসাম্যং প্রতিবন্দিঃ। এইজন্য বলা হয় যে প্রতিবন্ধি উত্তর নহে—প্রতিবন্দেঃ অনুত্তরত্বাৎ।

৩০ ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪২, "ননু বোধস্য বিধিফলত্বে বোধকামমুদ্দিশ্য বিধাতুং শক্যত্বাৎ সুলভোঽধিকারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রাপ্তিপক্ষেঽপি প্রাপ্তিকাম উপনীতাষ্টবর্ষব্রাহ্মণোঽগ্রাধিকারী সুলভঃ এব ইতি পরিহারং স্পষ্টত্বাৎ উপেক্ষ্য বোধস্য কাম্যত্বং দূষয়তি—'সোঽকাম্যঃ প্রাগ্‌বোধ্যভানাভানয়োঃ' ইতি।" এইস্থলে পরিহার প্রতিবন্দিন্যায়ে বুঝিতে হইবে। "সোঽকাম্যঃ" ইত্যাদি পুরুষার্থানুশাসনের সূত্র।

অপরিহার্য্য—অর্থাববোধ হইলে বেদাধ্যয়নে কামনা জন্মিবে, কারণ কামনামাত্র জ্ঞানজন্য এবং বেদাধ্যয়নে কামনা থাকিলে তবে ষড়ঙ্গোপেতবেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত পুরুষের অর্থাববোধ হইবে। বিশেষতঃ, অধ্যাপনবিধিবাদী প্রাভাকরসম্প্রদায় অধ্যাপনবিধিকে কাম্যবিধিরূপে স্বীকার করিলেও[৩১] ভাট্টসম্প্রদায়মতে অধ্যয়নবিধি নিত্যই।

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে অষ্টবর্ষীয় অজ্ঞ বালকের কিরূপে ক্রীড়াদি হইতে নিবৃত্তিপূর্ব্বক অধ্যয়নে প্রবৃত্তি হইবে? ভাট্ট ও বিবরণ এই উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রাভাকরসম্প্রদায়ের আপত্তি এইস্থলে স্মর্ত্তব্য।

উত্তরে বিবরণাচার্য্য সদ্যোপনীত বালকের স্বাধিকার-প্রতিপত্তি উপপন্ন করিতে বলিয়াছেন যে পিতা বা গুরুর[৩২] উপদেশ হইতে বালকের যেমন সন্ধ্যোপাসন, সমিদাহরণ প্রভৃতি বিষয়ে কর্ত্তব্যতাবুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ পিত্রাদির উপদেশবশেই মাণবকের অধ্যয়নকর্ত্তব্যতাবুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ায় অক্ষরপ্রাপ্তিপক্ষে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই।[৩৩] মাণবকের অধ্যয়নকর্ত্তব্যতাবুদ্ধি পরপ্রযুক্ত হইলেও উহা অধ্যাপনবিধি অথবা অন্য কোন শ্রৌতবিধিপ্রযুক্ত নহে। যে-মাণবক পিত্রাদির উপদেশ হইতে বঞ্চিত, কিন্তু শুভসংস্কারসম্পন্ন, তিনি সত্যকাম-জাবালের ন্যায় স্বয়ং গুরুর নিকট অধ্যয়নার্থ উপস্থিত হইবেন—(ছাঃ উপঃ ৪।৪।৩), "স [সত্যকামঃ] হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি।"[৩৪]

৩১ প্রাভাকরসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বাক্যকে অনুবাদমাত্র বলিয়া থাকেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা অধ্যাপনবিধির অতিরিক্তরূপে উক্ত বাক্যকে বিধিবাক্যরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে উহা ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নপর—(কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপঃ পৃঃ ১০৬), "এবং তর্হি 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইত্যস্য বিধেঃ কা গতিরিতি চেৎ? ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নমনেন বিধীয়তে ইতি ব্রূমঃ। অতএব তৈত্তিরীয় 'ব্রহ্মযজ্ঞেন যক্ষ্যমাণঃ প্রাচ্যাং দিশি গ্রামাৎ' (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১১) ইত্যারভ্য তস্মিন্নেব প্রকরণে স্বাধ্যায়স্য মহিমানম্ 'অপহতপাপ্মা স্বাধ্যায়ঃ' (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫) ইত্যাদিনা বহুধা প্রপঞ্চ্য তস্মাদেবমামনন্তি (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫), 'তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যো যং যং ক্রতুমধীতে তেন তেনাস্যেষ্টং ভবতি' ইতি। তস্মাদধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তং মাণবকাধ্যয়নমিত্যেবং প্রভাকরমতম্।" উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় আরণ্যকের উপর সায়ণভাষ্যে (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫ পৃঃ ১৮৬-৮৮) গ্রহণাধ্যয়নেরও অনুরূপ ফল ("অগ্নের্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি"—পৃঃ ১৮৬) বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় প্রপাঠকের পঞ্চদশ অনুবাকের উপর সমগ্র সায়ণভাষ্য (পৃঃ ১৮২-৮৯) দ্রষ্টব্য। অধ্যায়ের শেষভাগে উহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৩২ পিতাই প্রথম আচার্য্য। পিতার অভাবে অথবা আচার্য্যত্বে অশক্তি হইলে আচার্য্যান্তরগ্রহণ বিহিত হইয়াছে (মেধাতিথিভাষ্য ৩।৩ পৃঃ ১৯১ = পৃঃ ৯), "যস্য পিতা বিদ্যতে তস্য স এবাচার্য্যঃ। অভাবে পিতুরশক্তৌ বা অন্যস্যাধিকারঃ। আচার্য্যান্তরোপাদানেন পিতুরধিকারো নিবর্ত্তত এব।"

৩৩ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬২১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫০৫, "ননু বালকস্য কথং স্বাধিকার-প্রতিপত্তিঃ? সন্ধ্যোপাসনসমিদাহরণাদিকর্ত্তব্যত্বপ্রতিপত্তিবদুপদেশসামর্থ্যাদধ্যয়নকর্ত্তব্যতাপ্রতিপত্তিরিতি ন বিরোধঃ।" ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪২, "বোধ্যস্য অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণবেদার্থস্য অধ্যয়নাৎ প্রাক্ সন্ধ্যোপাসনাদিবৎ পিত্রাদ্যুপদেশত এব জ্ঞানে সিদ্ধত্বাদেব সোঽর্থবোধো ন কাম্যঃ। অজ্ঞানে কাময়িতুমশক্যঃ, জ্ঞাতে এব বিষয়ে কামনানিয়মাৎ।" এই স্থলে সায়ণাচার্য্য প্রাভাকরসম্মত কাম্যত্বপক্ষে "উভয়তঃ পাশা রজ্জুঃ" ন্যায় প্রয়োগ করিতেছেন। যদি অধ্যয়নের পূর্ব্বেই সন্ধ্যোপাসনাদির ন্যায় অগ্নিহোত্রাদিরূপ বেদার্থের জ্ঞানও পিতা প্রভৃতির উপদেশ হইতে মাণবক প্রাপ্ত হয় ("জ্ঞানে"), তবে বেদার্থাববোধ বিধিতঃ কাম্য নহে। অপরদিকে, যদি বেদার্থের জ্ঞান না থাকে ("অজ্ঞানে"), তাহা হইলেও অর্থাববোধ কাম্য হইতে পারে না, যেহেতু অজ্ঞাতবিষয়ে কামনার উদয় হয় না। "প্রাক্" অর্থাৎ অধ্যয়নাৎ প্রাক্, "বোধ্য" অর্থাৎ বেদার্থ, তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়পক্ষেই, "সঃ" অর্থাৎ বেদার্থাববোধ, "অকাম্যঃ" অর্থাৎ কামনার যোগ্য নহে। যে-স্থলে উভয়বিকল্পেই দোষপ্রসক্তি হয়, সেই স্থলে এই ন্যায়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। "উভয়তঃ পাশা রজ্জুঃ" ন্যায়ের নানাবিধ প্রয়োগের জন্য দ্রষ্টব্য মহাভাষ্য ৬।১।৬৮ পৃঃ ৭১৯; তন্ত্রবার্ত্তিক ৩।৬।৪২ পৃঃ ৫৩৫; এবং চার্বাকের বিরুদ্ধে কুসুমাঃ ৩।৬ পৃঃ ৩৩৪-৩৫ যদিও কণ্ঠতঃ উক্ত ন্যায় প্রযুক্ত হয় নাই।

৩৪ শ্রুতির অর্থ এইরূপ। সেই বালক সত্যকাম হারিদ্রুমত (হরিদ্রুমানের পুত্র) নামক গৌতমবংশীয় ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া ("এত্য") বলিলেন, "আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্য বাস করিব ("ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্যামি"), এই কারণবশতঃ পূজনীয় ("ভগবতি") আপনার নিকট শিষ্যভাবে উপস্থিত হইয়াছি ("উপেয়াং ভগবন্তম্")। বিবরণ ৩য় বর্ণক (মেট্রোঃ পৃঃ ৬৩০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫১৭), "তথাচ মাণবকস্যোপনয়নাদিসিদ্ধ্যর্থং

আপত্তি হইবে, অর্থাববোধকে উদ্দেশ্য করিয়াই শব্দোচ্চারণের তাৎপর্য্য লৌকিকভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; সুতরাং বৈদিকস্থলেও যদি অর্থাববোধকে উদ্দেশ্য করিয়া বেদোচ্চারণ করা না হয়, তাহা হইলে বেদের স্বার্থে (স্বপ্রতিপাদ্য অর্থে) তাৎপর্য্যই থাকিবে না।

উত্তর এই, শব্দোচ্চারণে তাৎপর্য্যনিমিত্তত্ব দৃষ্ট হয়, এই যে বলা হইয়াছে, ইহাতে প্রশ্ন এই—শ্রোতার উচ্চারণ কি তাৎপর্য্যনিমিত্ত ? অথবা বক্তার উচ্চারণ তাৎপর্য্যনিমিত্ত ?

প্রথম বিকল্প গ্রহণীয় নহে ; কারণ বক্তার বাক্যপ্রয়োগের পূর্বে বাক্যার্থপ্রতিপত্তিই না হওয়ায় বাক্যার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রোতার উচ্চারণ সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ অপৌরুষেয় বেদের বক্তা না থাকায় বেদের তাৎপর্য্যাভাবপ্রসঙ্গ দুর্নিবার।

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে লোকে যে জ্ঞানোদ্দেশে শব্দোচ্চারণে তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহার কি গতি হইবে ?

উত্তরে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন, শব্দের স্বভাবই এইরূপ যে উহা অর্থপ্রতিপাদনে সমর্থ। শব্দের নিজস্ব কোন দোষ নাই; পুরুষসম্বন্ধবশতঃই শব্দ দোষযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ পুরুষসম্বন্ধকৃতদোষরূপ প্রতিবন্ধকের পরিহারের নিমিত্তই অর্থজ্ঞানকে উদ্দেশ্য করিয়া শব্দোচ্চারণ করা হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ন্যায়াদিমতে তাৎপর্য্য পুরুষনিষ্ঠ অভিপ্রায়বিশেষ হইলেও বিবরণসিদ্ধান্তে উহা শব্দধর্ম—তদভিব্যক্তিজননযোগ্যত্বই শব্দনিষ্ঠ তাৎপর্য্যধর্ম। ঐ তাৎপর্য্যও উপক্রম-উপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গগম্য, ইহা সমন্বয়াধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ১।১।৪) ভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।[৩৫] অতএব অধ্যয়নবিধি অর্থাববোধফলব্যাপারান্ত নহে।[৩৬]

আপত্তি হইবে, অধ্যয়নবিধি যদি অর্থাববোধান্ত না হয় তাহা হইলে অর্থাববোধরূপ প্রয়োজকের অভাবে অর্থবিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্র প্রবর্তিত হইতে পারিবে না।

উত্তর এই, বিচার উত্তরক্রতুবিধিপ্রযুক্ত হইলেই উপপন্ন হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই, সাঙ্গবেদাধ্যয়নদ্বারা ক্রতুবোধকবিধিসমূহ আপাতপ্রতিপন্ন হইবার পর অর্থবিরোধপরিহারপূর্বক নির্ণয়জ্ঞান না হইলে অনুষ্ঠান সম্ভব না হওয়ায় অর্থনির্ণয়ের জন্যই ক্রতুবিধিসমূহ পুরুষকে ক্রতুবিচারে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। কিন্তু "শ্রোতব্যঃ" এইরূপ শ্রুতিবিহিত শ্রবণবিধি সাক্ষাৎভাবেই পুরুষকে ব্রহ্মবিচারে প্রবর্ত্তিত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রবণবিধি স্ববিধেয়ের প্রয়োজক অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে শ্রবণই (বিবরণসিদ্ধান্তে ব্রহ্মবিচারই) বিধান করিয়া থাকে। কিন্তু ক্রতুবিধিসমূহ বিধেয়ের উপকারীর প্রয়োজক অর্থাৎ ক্রতুবিধির বিধেয় যে ক্রতু সেই ক্রতুর অনুষ্ঠানের উপকারক যে অর্থনির্ণয় সেই অর্থনির্ণয়ের প্রয়োজক; ফলে অর্থনির্ণয়ের সাধন বিচারেরও প্রয়োজক। কিন্তু অর্থাববোধ যদি অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তরূপে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে অধ্যয়নবিধি ক্রতুদ্বারা স্বর্গাদিসিদ্ধি পর্য্যন্ত

স্বয়মেবাচার্য্যগমনং শ্রূয়তে (ছাঃ উপঃ ৪।৪।৩), 'সত্যকামো হ বৈ জাবালো ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তম্' ইত্যাদি শ্রুতৌ।" উপনিষদের পাঠভেদ লক্ষণীয়। মনে হয়, আচার্য্য প্রথম ও তৃতীয় শ্রুতি মিশ্রিত করিয়া উদ্ধার করিতেছেন। তাহা হইলে 'সত্যকামো হ [বৈ] জাবালো...ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি" এইরূপে বিবরণপংক্তি মুদ্রণ করা উচিত ছিল এবং মাদ্রাজ সংস্করণে তাহাই আছে।

৩৫ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬১৩ = ৪৯৩, "ননু অর্থাববোধমুদ্দিশ্য শব্দোচ্চারণায়াং তাৎপর্য্যং লোকে দৃশ্যতে। ন তাবৎ শ্রোতুরুচ্চারণা তাৎপর্য্যনিমিত্তম্, লোকে তদভাবাৎ, ন বক্তুরুচ্চারণা [তাৎপর্য্যনিমিত্তম্], বেদেঽপৌরুষেয়ে তাৎপর্য্যাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ স্বভাবত এবার্থপ্রতিপাদনসমর্থস্য শব্দস্য পুরুষসম্বন্ধকৃতদোষপরিহারায় অর্থজ্ঞানমুদ্দিশ্য শব্দোচ্চারণাপেক্ষ্যতে, তাৎপর্য্যমপি শব্দধর্ম এব ষড়্‌বিধলিঙ্গগম্যঃ, ন পুরুষধর্মঃ ইতি বক্ষ্যতে [সমন্বয়াধিকরণে]।"

৩৬ ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৩, "ননু অর্থাববোধমুদ্দিশ্য উচ্চারণাভাবে বেদস্য স্বার্থে তাৎপর্য্যং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য উপক্রমাদিলিঙ্গগম্যং তাৎপর্য্যং শব্দবলাদেব সিধ্যতি ইত্যাহ—'তাৎপর্য্যং শব্দাৎ' ইতি। তর্হি অর্থজ্ঞানমুদ্দিশ্য শব্দোচ্চারণং লোকে ব্যর্থং স্যাৎ ইতি চেৎ, ন, পুরুষসম্বন্ধকৃতদোষাখ্যপ্রতিবন্ধপরিহারার্থত্বাৎ—'উদ্দিশ্য উচ্চারণং দোষয়ং লোকে' ইতি।" "তাৎপর্য্যং" ও "উদ্দিশ্য" ইত্যাদি বাক্যদ্বয় পুরুষার্থানুশাসনের সূত্র।

ব্যাপ্ত হওয়ায় ক্রতুর অনুষ্ঠানও অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত হইয়া পড়িবে। ফলে ক্রতুবিধিসমূহের ব্যর্থতাপ্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।[৩৭]

আপত্তি হইবে, অর্থাববোধ যদি বিধ্যর্থ না হয় তাহা হইলে অর্থাববোধপ্রযুক্ত কোন অদৃষ্টও উৎপন্ন হইতে পারিবে না; অথচ অধ্যয়নে নিয়মবিধি স্বীকৃত হওয়ায় অদৃষ্টোৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য।

উত্তরে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে অর্থাববোধ অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত না হইলেও বিধ্যন্তরপ্রযুক্ত হওয়ায় অর্থাববোধপ্রযুক্ত অদৃষ্টোৎপত্তি সিদ্ধ হইবে। কি সেই বিধ্যন্তর?—এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিকল্পে সায়ণাচার্য্য পূর্বে আলোচিত "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণঃ" ইত্যাদি এবং "যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে" ইত্যাদি নিরুক্তোদ্ধৃত (নিরুক্ত ১।১৮ পৃঃ ৪৮) শ্রুতিদ্বয় উত্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং অধ্যয়নবিধি পাঠমাত্রপর্য্যবসায়ী, কিন্তু বেদার্থাববোধ বিধ্যন্তরপ্রযুক্ত অর্থাৎ অধ্যয়নবিধি হইতে ভিন্ন বিধি-প্রযুক্ত, ইহা সিদ্ধ হইল।[৩৮]

প্রশ্ন হইবে, অর্থজ্ঞানরহিত কেবল বেদাধ্যয়নে নিন্দাশ্রুতি থাকায় কিরূপে অধ্যয়নবিধি পাঠমাত্রপর্য্যবসায়ী হইবে?—(নিরুক্ত ১।১৮ পৃঃ ৪৮), "যদ্গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥" অর্থাৎ—যাহা গুরুমুখ হইতে শব্দতঃ শ্রুতমাত্র হইয়াছে, কিন্তু অর্থতঃ বিজ্ঞাত নহে, পাঠমাত্রদ্বারা যাহা নিত্য উচ্চরিত হইয়া থাকে, কিন্তু অর্থতঃ বিচারিত হয় না; অগ্নিহীন স্থানে কাষ্ঠ যেমন দীপ্যমান হয় না, সেইরূপ অর্থানভিজ্ঞ অধ্যেতার অধীত বেদ নিষ্ফল।[৩৯]

উত্তর এই, শ্রুতিমধ্যে সর্বত্রই জ্ঞানের ফল পৃথক্‌রূপে বিহিত হওয়ায় অধ্যয়ন পাঠমাত্রে পর্য্যবসিত। মহাভাষ্যোদ্ধৃত "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণঃ" আগমবাক্যে "জ্ঞেয়শ্চ" বলিয়া সমুচ্চয়ার্থ "চ"কারের দ্বারা জ্ঞানের পৃথক্ বিধানই করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানের অন্যথা (অর্থাৎ অনুষ্ঠানবিষয়কনিশ্চয়জ্ঞানব্যতিরেকে) অনুপপত্তিবশতঃ ক্রতুবিধিসমূহের দ্বারাই বেদার্থজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ায় জ্ঞানের পৃথক্ বিধান স্বীকার করা যায় না, ইহা বলা যাইবে না; কারণ কর্মবিধিবলে যেমন কর্মজন্য অপূর্বের উৎপত্তি স্বীকৃত হয়, সেইরূপ পৃথক্ জ্ঞানবিধিবলে (অর্থাৎ জ্ঞানসাধনবিধিবলে) জ্ঞানমাত্রের দ্বারা স্বতন্ত্র অপূর্ব উৎপন্ন হউক্। বিশেষতঃ, অনুষ্ঠান ও জ্ঞানের স্বতন্ত্র পৃথক্ ফল শ্রুত হইয়াছে (তৈত্তিঃ সং ৫।৩।১২।২), "তরতি মৃত্যুং, তরতি

৩৭ ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৩, "ননু অধ্যয়নবিধের্বোধান্তত্বাভাবে বিচারশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তেত, প্রযোজকাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—'বিচার উত্তরবিধিপ্রযুক্ত উপপদ্যতে' ইতি। ক্রতুবোধবিধয়ঃ সাঙ্গবেদাধ্যয়নাৎ আপাতপ্রতিপন্না বিরোধপরিহারেণ প্রতিষ্ঠিতং নির্ণয়জ্ঞানমন্তরেণ অনুষ্ঠাপয়িতুমশক্নুবন্তস্তন্নির্ণয়ায় ক্রতুবিচারং প্রয়োজয়ন্তি। শ্রবণবিধিস্তু (বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫ ও ৪।৫।৬) সাক্ষাদেব ব্রহ্মবিচারং বিধত্তে। এবং চ সতি শ্রবণবিধেঃ স্ববিধেয়প্রয়োজকত্বম্, ক্রতুবিধীনাং চ বিধেয়োপকারিপ্রয়োজকত্বম্ ইত্যুপপদ্যতেতরাম্। অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তিপক্ষে তু তদ্বিধেঃ ক্রতুদ্বারা স্বর্গসিদ্ধিপর্য্যন্তত্বাৎ ক্রত্বনুষ্ঠানস্যাপি তৎপ্রযুক্তৌ ক্রতুবিধিবৈয়র্থ্যমাপদ্যেত।" "বিচার" ইত্যাদি বাক্য পুরুষার্থানুশাসনের সূত্র।

৩৮ কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপঃ পৃঃ ১০৯, "বিধ্যর্থাভাবে অর্থাববোধপ্রযুক্তমদৃষ্টং কিঞ্চিদপি ন সিধ্যতি ইতি চেৎ? মৈবম্, অর্থাববোধস্য অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত্যভাবেঽপি বিধ্যন্তরপ্রযুক্তত্বেন তস্য অদৃষ্টস্য সিদ্ধেঃ। বিধ্যন্তরং চৈবমাম্নায়তে [মহাভাষ্যে নিরুক্তে চ], 'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ', 'যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে। নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥' (নিরুক্ত ১।১৮ পৃঃ ৪৮)। তস্মাদধ্যয়নবিধিঃ পাঠমাত্রপর্য্যবসায়ী। অর্থাববোধস্তু বিধ্যন্তরপ্রযুক্ত ইতি সিদ্ধম্।" মহাভাষ্যের ব্যাখ্যাতৃগণকে অনুসরণ করিয়া সায়ণাচার্য্য "ব্রাহ্মণেন" বাক্যকে আম্নায় অর্থাৎ শ্রুতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ভট্টপাদকে অনুসরণ করিয়া স্মৃতি বলেন নাই। উভয় শ্রুতিই পূর্বে ব্যাখ্যাত হওয়ায় এইস্থলে উহাদের পুনরায় ব্যাখ্যা করা হইল না।

৩৯ নিরুক্তবিবৃত্তি ১।১৮ পৃঃ ৪৮, "*যৎ গৃহীতম্* শ্রুতং গুরুমুখাৎ শব্দতঃ, অর্থতশ্চ *অবিজ্ঞাতম্*। কিঞ্চ, *নিগদেন* পাঠমাত্রেণ *এব* নিত্যং *শব্দ্যতে* উচ্চার্য্যতে, ন পুনরর্থতো বিচার্য্যতে। তস্য কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যথা *শুষ্কমেধঃ* কাষ্ঠম্ *অনগ্নৌ* অগ্নিরহিতপ্রদেশে *ন জ্বলতি* ন দীপ্যতে। জ্বল দীপ্তৌ, এবমর্থানভিজ্ঞেঽধ্যেতরি, তৎ অধীতমপি নিষ্ফলং ভবতি।" গদ ব্যক্তায়াং বাচি, এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে পুংলিঙ্গ "নিগদ" পদের অর্থ শব্দ বা কথন। ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৫, "কিঞ্চ, যদ্বেদবাক্যম্ আচার্য্যাদ্গৃহীতম্ অর্থজ্ঞানরহিতং পাঠরূপেণ এব পুনঃ পুনরুচ্চার্য্যতে, তৎ কদাচিদপি ন জ্বলতি স্বার্থং ন প্রকাশয়তি। যথা অগ্নিরহিতপ্রদেশে প্রক্ষিপ্তং শুষ্ককাষ্ঠং ন জ্বলতি তদ্বৎ। তথা সতি তস্য বাক্যস্য বেদত্বমেব মুখ্যং ন স্যাৎ।" ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৩-৮ দ্রষ্টব্য।

পাপ্মানং, তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে, য উ চ এনমেবং বেদ", অর্থাৎ—যিনি অশ্বমেধযজ্ঞ করেন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তিনি সমস্ত পাপ অতিক্রম করেন, ব্রহ্মহত্যা (-জনিত পাপ) অতিক্রম করেন এবং যিনি অশ্বমেধযাগকে এইরূপে জানেন, তিনিও অশ্বমেধযাগের ফললাভ করিয়া থাকেন। এইজন্য রাজন্যবর্গ অশ্বমেধযাগ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হন, অশ্বমেধযাগে অনধিকারী ব্রাহ্মণ অশ্বমেধযাগবিজ্ঞানবলে সেই ফলই লাভ করেন, ইহা পূর্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যকভাষ্যে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, ভাট্টসম্প্রদায়ও স্বীকার করিয়া থাকেন যে কেবল কর্মানুষ্ঠানের ফল অপেক্ষা কর্মবিজ্ঞানসহিত অনুষ্ঠানের ফল অধিক (ছাঃ উপঃ ১।১।১০), "যদেব বিদ্যয়া করোতি...তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" অর্থাৎ যাহা বিদ্যাসংযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়...তাহাই অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই ছান্দোগ্য উপনিষদ্বাক্যই "যদেব বিদ্যয়েতি হি" এই ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য শ্রুতি বা বিষয়বাক্য। ব্রহ্মসূত্রের যদেবাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৮) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ব্রহ্মবিদ্যার জনক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহ বিদ্যাযুক্ত (উপাসনাযুক্ত) হইলে অধিকতর ফল শীঘ্র প্রদান করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে বিদ্যাবিহীনকর্মও ফলপ্রদ, তবে উহার ঐরূপ অতিশয় নাই।[৪০] অনুরূপভাবে বলা যাইতে পারে যে যিনি অধ্যয়নবিধির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া বেদাক্ষরগ্রহণমাত্র করেন তাহাতে যে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হয় যিনি "জ্ঞেয়শ্চ" ইত্যাদি বিধি-প্রবর্ত্তিত হইয়া বেদার্থাববোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার দ্বারা স্বাধ্যায়বিধির অক্ষরগ্রহণান্তত্বপক্ষ খণ্ডিত হইয়া যায় না।[৪১] গীতী, শীঘ্রী, শিরঃকম্পীর ন্যায় অনর্থজ্ঞও পাঠকাধমমাত্র।[৪২]

বস্তুতঃ সায়ণাচার্য্য তাঁহার তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যভূমিকায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে (তৈত্তিঃ সং ১।৬।৯) "য এবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি", "য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে", "য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ "য এবং বিদ্বান্" বলিয়া সর্বত্র বেদনের স্বতন্ত্র ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন। কর্মবিধিসমূহের সমীপেও "য এবং বেদ" এইরূপ বচনে বেদন হইতেই ফলের উৎপত্তি আম্নাত হইয়াছে। এই সমস্ত বাক্য অর্থবাদ হওয়ায় স্বার্থপর নহে, ইহা বলা যাইবে না ; কারণ পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অর্থবাদসমূহের বিধেয়বিষয়ত্বে মহাতাৎপর্য্য থাকিলেও স্বার্থবিষয়ে মহাতাৎপর্য্যের অবিরোধী অবান্তর-তাৎপর্য্যও বর্ত্তমান। অন্যথা মন্ত্রার্থবাদের দ্বারা দেবতাবিগ্রহাদি সিদ্ধ হইবে না।[৪৩] বেদনের স্বতন্ত্রফলের ন্যায় কেবল অধ্যয়নের স্বতন্ত্র ফলও বেদমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

---

৪০ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৪।১।১৮ পৃঃ ৯৬৩, "...বিদ্যাসংযুক্তস্য কর্মণঃ অগ্নিহোত্রাদেঃ বীর্য্যবত্তরত্বাভিধানেন স্বকার্য্যং প্রতি কঞ্চিৎ অতিশয়ং ব্রুবাণা [শ্রুতিঃ] বিদ্যাবিহীনস্য তস্যৈব [অগ্নিহোত্রাদেঃ] তৎ [ব্রহ্মজ্ঞানরূপং] প্রয়োজনং প্রতি বীর্য্যবত্ত্বং দর্শয়তি।"

৪১ তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যভূমিকা পৃঃ ৪, "'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মো ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ' ইতি। এবং তর্হি জ্ঞানস্য পৃথগ্‌বিধানাৎ অধ্যয়নং পাঠমাত্রমিতি চেৎ, অস্তু নাম, বর্ণয়ন্ত্যেব শাক্করদর্শনানুসারিণঃ। ক্রতুবিধিভিরেবানুষ্ঠানান্যথানুপপত্ত্যা বেদার্থজ্ঞানস্য প্রাপিতত্বাৎ নৈতৎ বিধেয়মিতি চেৎ, তর্হি তদ্বিধিবলাদ্বেদনমাত্রেণ স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদপূর্বমস্তু। শ্রূয়তে হ্যনুষ্ঠানজ্ঞানয়োঃ স্বতন্ত্রং পৃথক্ ফলম্—'সর্বং পাপ্মানং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ' ইতি।...যত্তু কর্মানুষ্ঠানকালীনং বেদনং, তৎকর্মফল এবাতিশয়ং দর্শয়তি, 'উভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ' ইতি বিদ্বদবিদ্বৎপ্রয়োগৌ প্রস্তুত্য 'যদেব বিদ্যয়া করোতি...তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি' ইত্যাম্নায়াৎ। অঙ্গোপাস্তিবিষয়মেতদ্বাক্যমিতি চেৎ ; ন, ন্যায়স্য সমানত্বাৎ" ইত্যাদি। এই সন্দর্ভদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে শ্রুতি দুইভাবে বেদনের ফলকীর্ত্তন করিতেছেন—প্রথমতঃ, স্বতন্ত্র কর্মের স্বতন্ত্র ফলের ন্যায় স্বতন্ত্র বেদনের স্বতন্ত্র ফল, ইহার দৃষ্টান্ত অশ্বমেধযাগানুষ্ঠান ও তজ্জন্য ফল এবং অশ্বমেধযাগবিজ্ঞান ও তজ্জন্য ফল। দ্বিতীয়তঃ, কেবল কর্মানুষ্ঠানের ফল অপেক্ষা জ্ঞানসহকৃত কর্মানুষ্ঠানের অধিকতর ফল।

৪২ পাঃ শিঃ ৩৩ পৃঃ ১৮, "গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ। অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥" অর্থাৎ—যে-স্থলে গান বিহিত নহে সেইস্থলে যিনি গান করিয়া পাঠ করেন, যিনি দ্রুত পাঠ করেন, যিনি শিরঃকম্পন করিয়া পাঠ করেন, যিনি লিখিত পাঠক অর্থাৎ যিনি স্বহস্ত লিখিত পুঁথি পাঠ করেন, যিনি অর্থ বুঝেন না এবং যাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু—এই ছয়জন অধম পাঠক।

৪৩ তৈত্তিঃ সং ভাষ্যভূমিকা পৃঃ ৫, "'...য এবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, যাবদগ্নিষ্টোমেনোপাপ্নোতি তাবদুপাপ্নোতি।

অধ্যয়ন নিত্য-কর্ম বলিয়া অনধ্যয়নজনিত পাতিত্যরূপ ফল যেমন উৎপন্ন হয়, সেইরূপভাবে অধ্যয়নজন্য ফলও অদ্বৈতবেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে—(তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫), "অপহতপাপ্মা স্বাধ্যায়ো দেবপবিত্রং বা এতৎ, তং যোঽনূৎসৃজত্যভাগো বাচি ভবত্যভাগো নাকে।" এই ব্রাহ্মণবাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য এইরূপ। সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন হইয়াই অগ্নি সমস্ত পাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেহেতু পাপীর পাপশোধনের নিমিত্তই অগ্নির উৎপত্তি। এইজন্য ভাগুাদি স্মৃতিকারগণ পুনঃপাকের (অগ্নিস্পর্শ) দ্বারা পদার্থশুদ্ধির কথা বলিয়া থাকেন। যেমন লোকে দৃষ্ট হয় যে অল্পজলে অত্যন্ত মলিন বস্ত্র প্রক্ষালন করিলে বস্ত্রগত সমস্ত মালিন্যই জলে প্রবেশ করে, সেইরূপ শোধনীয় বস্তুগত পাপও শোধক অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। দেবগণ আহুতির (দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাদির বৈধ প্রক্ষেপের) দ্বারা অগ্নিগত সেই পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। ফলে সেই পাপ আহুতিমধ্যে প্রবেশ করে। তখন আহুতিগত সমস্ত পাপ যজ্ঞের দ্বারা, যজ্ঞগত সেই পাপ দক্ষিণার দ্বারা, দক্ষিণাগত সেই পাপ প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণের দ্বারা, ব্রাহ্মণগত সেই পাপ তত্তৎমন্ত্রগত গায়ত্র্যাদিছন্দঃ সমূহের দ্বারা এবং ছন্দোগত সেই পাপ স্বকীয়শাখারূপ স্বাধ্যায়ের দ্বারা দূরীভূত হয়। কিন্তু স্বাধ্যায়গত সেই পাপের নিবর্ত্তকরূপে পদার্থান্তর অন্বেষ্টব্য নহে। যেহেতু আলোচ্য

য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে, যাবদুক্থ্যেনোপাপ্নোতি তাবদুপাপ্নোতি। য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে, যাবদতিরাত্রেণোপাপ্নোতি তাবদুপাপ্নোতি' ইতি। তদেতদ্বেদনস্য সর্বত্র স্বতন্ত্রফলকত্বং লিঙ্গম্। কিঞ্চ, তত্তদ্বিধিসমীপে 'য এবং বেদ' ইতি বচনানি বেদনাদেব ফলং ব্রুবতে। তান্যর্থবাদরূপাণীতি চেৎ, অস্তু নাম। সহামহে বৈতমপরাধং তেষাং বচনানাং বিধেয়ার্থপ্রশংসাপরত্বাৎ। তর্হি 'যৎ পরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ' ইতি ন্যায়েন স্বার্থে প্রামাণ্যং নাস্তীতি চেৎ; ন, মহাতাৎপর্য্যস্য বিধেয়বিষয়ত্বেঽপি অবান্তরতাৎপর্য্যস্য স্বার্থবিষয়তানিবারণাৎ। 'গ্রাবাণঃ প্লবন্তে' ইত্যর্থবাদস্যাপি স্বার্থপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেতেতি চেৎ; ন, প্রমাণান্তরবাধিতত্বাৎ। 'দ্বিঃ সংবৎসরস্য সস্যং পচ্যতে' ইত্যাদ্যর্থবাদস্য তু বাধাভাবেঽপি অনুবাদত্বাৎ ন স্বার্থে প্রামাণ্যম্। বেদনফলবচনানি তু নানুবাদকানি, নাপি বাধ্যানি। তস্মাদর্থবাদত্বেঽপ্যন্তেষাং স্বার্থে প্রামাণ্যম্; অন্যথা মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমত্ত্বং ন সিধ্যেৎ।" সায়ণাচার্য্যের তাৎপর্য্য এইরূপ।

শ্রুতিমধ্যে কাম্যকর্মপ্রকরণে যেমন অগ্নিহোত্রাদি যাগ ও তাহার ফল আম্নাত হইয়াছে, সেইরূপ বিদ্যা বা উপাসনাপ্রকরণে "য এবং বিদ্বান্", "য এবং বেদ" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে কর্মবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র ফলও কীর্তিত হইয়াছে। কর্মবেদনের স্বতন্ত্রফলকত্বে এইরূপ শ্রুতিসমূহই লিঙ্গ প্রমাণ। এক্ষণে পূর্বপক্ষী মীমাংসকের আপত্তি এই যে এইরূপ শ্রুতি অর্থবাদমাত্র, সুতরাং স্বার্থে অপ্রমাণ। ইহাতে সায়ণাচার্য্য সোপহাস উক্তি করিতেছেন—এই সমস্ত শ্রুতিবচন যে যাগাদিরূপ বিধেয়ার্থের প্রশংসাপর, তাহাদের সেই অপরাধ আমরা অদ্বৈতীরা সহ্য করিতে পারি, অর্থাৎ তাহারা প্রশংসাপর হইলেও আমাদের সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত হইয়া যায় না। ইহাতে মীমাংসকের আপত্তি এই, শব্দ যাহাকে বুঝাইবে, তাহাই শব্দের অর্থ; অতএব ঐ সমস্ত অর্থবাদ যদি প্রশংসা বুঝায়, তবে প্রশংসাই উহাদের অর্থ হওয়ায় উহাদের ঔপচারিক অর্থব্যতিরেকে স্বার্থে (যথাশ্রুতার্থে) কোনরূপ প্রামাণ্যই নাই। উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে অর্থবাদসমূহের মহাতাৎপর্য্য বিধেয় যাগাদিবিষয়ক হইলেও মহাতাৎপর্য্যের অবিরোধে এবং মহাতাৎপর্য্যের দ্বাররূপে অবান্তর তাৎপর্য্যের স্বার্থবিষয়কত্ব মীমাংসকগণ নিবারণ করিতে পারেন না। ইহাতে মীমাংসক বলিতে পারে, তাহা হইলে "গ্রাবাণঃ প্লবন্তে" (শিলাসমূহ জলে ভাসিতেছে), এইরূপ অর্থবাদও স্বার্থে প্রমাণ হউক। উত্তর এই, এইরূপ অর্থবাদের স্বার্থ বা যথাশ্রুতার্থ নির্দ্দোষ প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরোধে অগ্রহণীয়। "দ্বিঃ সংবৎসরস্য" ইত্যাদি অর্থবাদ প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ না হইলেও অনুবাদমাত্র বলিয়া (অর্থাৎ প্রমাণান্তরসিদ্ধ বলিয়া) স্বার্থে অপ্রমাণ। কিন্তু কর্মবেদনফলবচনরূপ অর্থবাদসমূহ প্রমাণান্তরবিরুদ্ধও নহে, প্রমাণান্তরসিদ্ধও নহে বলিয়া স্বার্থে অবশ্যই প্রমাণ। ইহা অস্বীকৃত হইলে ব্রহ্মসূত্রের দেবতাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রার্থবাদদ্বারা সিদ্ধ দেবতার বিগ্রহাদি অনুপপন্ন হইয়া যাইবে। দেবতাধিকরণ-ন্যায় পূর্বেই বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই ভাষ্যভূমিকাসন্দর্ভের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে কর্মবিধির দ্বারা প্রবর্ত্তিত পুরুষের কর্মজন্য অপূর্বোৎপত্তির ন্যায় কর্মবেদনবিধিপ্রবর্ত্তিত পুরুষের কর্মবিজ্ঞানজন্য অপূর্বোৎপত্তি হইয়া থাকে; অনুরূপভাবে অধ্যয়নবিধিপ্রবর্ত্তিত পুরুষের বেদাক্ষরগ্রহণজন্য নিয়মাপূর্বোৎপত্তি এবং বেদার্থবেদনবিধিপ্রযুক্ত পুরুষের বেদার্থবেদনজন্য স্বতন্ত্র অপূর্বোৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য—ইহাই বিবরণসিদ্ধান্ত। সর্বত্র বেদনবিধি যে বেদনসাধনবিধিতে পর্য্যবসিত হইবে, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিমধ্যে ব্যবহৃত "উক্থে"র লক্ষণ দিতে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন (ঐতঃ আরঃ ২।১।২ সায়ণভাষ্য পৃঃ ১০৬), "উক্থং শস্ত্রম্, উত্তিষ্ঠতি অনেন দেবতাপ্রসাদঃ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ।" অর্থাৎ, যাহার দ্বারা দেবতার প্রসাদ (প্রসন্নতা) আবির্ভূত হয়, এইরূপ করণব্যুৎপত্তিতে সিদ্ধ "উক্থ" পদ শস্ত্রবিশেষকেই বুঝায়। যে ঋক্মন্ত্রে সুর সংযুক্ত করিয়া দেবতার গুণবর্ণনা করা হয়, সেই গেয় বা প্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তবকে স্তোত্র এবং অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তবকে শস্ত্র বলে। শস্ত্র প্রধানতঃ হোতৃকর্ম। বেদনের স্বতন্ত্রফলকত্ববিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনার জন্য অধ্যায়ান্তে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি কণ্ঠতঃই বলিতেছেন যে স্বাধ্যায় অপহতপাপ্মা, অর্থাৎ স্বাধ্যায়কে কোন পাপই স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। যেহেতু দেবগণকেও শোধন করা স্বাধ্যায়ের স্বভাব (স্বরূপ) এবং দেবতাগণও পূর্বকল্পে মনুষ্যজন্মে স্বাধ্যায় অধ্যয়নপূর্বক স্বাধ্যায়গত অর্থ অর্থাৎ যাগাদি অনুষ্ঠান করিয়াই শুদ্ধ হইয়া এইকল্পে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইহেতু ঈদৃশ স্বাধ্যায়কে যে-ব্যক্তি পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ প্রথমে আরম্ভ করিয়া পরে ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহার বাকে (কথাতে) মঙ্গল থাকে না, স্বর্গেও তাঁহার অধিকার থাকে না। তাৎপর্য্য এই, বাঙ্‌মাত্রদ্বারা সম্পাদনীয় বলিয়া অত্যল্প আয়াসসাধ্য স্বাধ্যায়াধ্যয়ন (মোক্ষরূপ) মহাফলের হেতু (প্রযোজক) হইলেও স্বাধ্যায়-ত্যাগীর ভাগ্যে তাহা নাই; সুতরাং মহাপ্রয়াসসাধ্য জ্যোতিষ্টোমাদিযাগজন্য স্বর্গে যে তাঁহার ভাগ্য নাই, ইহা বলাই বাহুল্যমাত্র। যে-ব্যক্তি হস্তস্থিত চিন্তামণি অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করেন, তিনি যে নিতান্তই ভাগ্যহীন, এই বিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই। চিন্তামণিপরিত্যাগসদৃশ এই স্বাধ্যায়পরিত্যাগবিষয়ে শ্রুতি স্বয়ং ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছেন (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫), "তদেষাভ্যুক্তা—(ঋক্ সং ১০।৭১।৬), 'যস্তিত্যাজ সখিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি। যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি ন হি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থামিতি' ইতি।" তাৎপর্য্য এইরূপ। যে-পুরুষ বেদের বাঙ্‌মাত্রদ্বারা নিষ্পাদনীয় অধ্যয়ন করেন, বেদ সেই পুরুষকে সমস্ত পাপক্ষয়দ্বারা মোক্ষ পর্য্যন্ত উত্তমগতি প্রদান পূর্বক প্রিয় সখার ন্যায় পরিপালন করিয়া থাকেন। এইজন্য অধ্যেতাকে বেদ সখারূপেই জ্ঞান করিয়া থাকেন বলিয়া স্বাধ্যায় বা বেদকে সখিবিদ্ বলা হয়। বহুদ্রব্য ও বহু প্রয়াসসাধ্য যজ্ঞের ফল অধ্যয়নমাত্রদ্বারা সম্পাদনই অধ্যেতার পরিপালন। নিরন্তর অধ্যেতৃকে স্বাধ্যায় কদাপি পরিত্যাগ করে না, কিন্তু দিনে দিনে তাহার অধীন হইয়া যায়। এইরূপ সখিবিদ্‌কে যে ব্যক্তি স্বয়ং পরিত্যাগ করেন, সেই পরিত্যক্তার আয়াসশূন্য মহাফলক পাঠেও ভাগ্য নাই; সুতরাং মহা আয়াসসাধ্য অনুষ্ঠানে বা তাহার ফলে যে ভাগ্য নাই, এ বিষয়ে অধিক কি বলিবার আছে! যদি বা স্বাধ্যায়ত্যাগী কদাচিৎ বিদ্বৎসভায় উপবেশন করিয়া বহু শাস্ত্র শ্রবণও করেন, তথাপি পুরুষার্থপর্য্যবসানের অভাবে তিনি অলীক অর্থাৎ মিথ্যাই শ্রবণ করিয়া থাকেন। সমস্ত দেবতা, ধর্ম ও পরব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদক বেদ উচ্চারণ না করিয়া যে ব্যক্তি পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, কলহ প্রভৃতির হেতুভূত লৌকিক বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার বাক্যে মঙ্গলের অভাব সুস্পষ্ট। অতএব বৃহদারণ্যক উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২১), "নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ইতি॥" অর্থাৎ—বহু বা প্রভূত শব্দের অনুধ্যান বা চিন্তা করিবে না, যেহেতু বহু শব্দাভিধ্যান বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকরমাত্র। বেদব্যতিরিক্ত শব্দজাল কণ্ঠশেষমাত্রপর্য্যবসায়ী, ইহাই বক্তব্য। যেহেতু এই বেদত্যাগী পুরুষ সুকৃত পন্থা অর্থাৎ পুণ্যানুষ্ঠানমার্গ জানেন না, সেইহেতুই কণ্ঠশেষমাত্রপর্যবসান, ইহা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ পুরুষ দুই প্রকার পদার্থ প্রার্থনা করিয়া থাকে—লৌকিক ভোগ ও পারলৌকিক মুক্তি। তন্মধ্যে কাব্যনাটকাদিশ্রবণ ও কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম যদি জীবনসাধন হয় হউক্। কিন্তু পারলৌকিকমার্গ বেদব্যতিরেকে জ্ঞাত হওয়া যায় না। সুতরাং কাব্যনাটকাদিশ্রবণ এবং বৃথাতর্কশাস্ত্রাদির অনুশীলন কণ্ঠশেষমাত্রপর্য্যবসায়ী। ঐরূপ বৃথা চর্চ্চা যে শুধু সুকৃতমার্গজ্ঞানাভাবশতঃ নিরর্থকই, তাহা নহে, প্রত্যুত মহৎ পাপসম্পাদক। এইজন্যই ভগবান মনু বলিয়াছেন (মনু সং ২।১৬৮), যে-ত্রৈবর্ণিক বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ বেদভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, যিনি জীবদ্দশাতেই অতি শীঘ্র সবংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপে স্বাধ্যায়পরিত্যাগে বাধ প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি তদনুষ্ঠানে শ্রেয়ঃ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫), "তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যো যং যং ক্রতুমধীতে তেন তেনাস্যেষ্টং ভবতি, অগ্নের্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি...।" তাৎপর্য্য এইরূপ। যেহেতু স্বাধ্যায়ব্যতিরেকে সুকৃতমার্গের জ্ঞান সম্ভব নহে, সেইহেতু স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য। গ্রহণাধ্যয়ন ও ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়ন উভয়ই যে পরমপুরুষার্থের সাধন, ইহা উপনিষদ্‌সমূহে বহুধা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। অত্যন্তরহস্যদর্শী মৌদ্‌গল্য ঋষির "তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ" বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সায়ণাচার্য্য তাঁহার তৈত্তিরীয় আরণ্যকভাষ্যে (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫ সায়ণভাষ্য পৃঃ ১৮৭) বলিয়াছেন যে নিরন্তর অধ্যেতার মিথ্যাভাষণের অবকাশই নাই, তাঁহার তপস্যা অর্থসিদ্ধ এবং বাহ্য বিষয়ের চিন্তামাত্র নাই। এইরূপ অধ্যেতার যাগানুষ্ঠানের অভাবে স্বাধ্যায়ের পাঠমাত্রদ্বারা কিরূপে

পুরুষার্থ লাভ হইবে?—এই প্রকার আশঙ্কা অনুচিত; কারণ অধ্যেতামাত্র অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, অশ্বমেধাদির মধ্যে যে যে ক্রতু অর্থাৎ ক্রতুমন্ত্রসমূহ সাঙ্গ (বেদাঙ্গসহ) অধ্যয়ন করেন, সেই অধ্যেতৃপুরুষের সেই সেই ক্রতুর দ্বারা ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই, যাগ ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানস। তন্মধ্যে বাচিক অধ্যেতার অধ্যয়ননিষ্পত্তিবিষয়ে কোনরূপ বিবাদ নাই। যদি অধ্যেতার অর্থজ্ঞানও হয়, তাহা হইলে অর্থানুসন্ধানবশতঃ মানস অধ্যয়নও নিষ্পন্ন হইয়া যায়। যদি কেহ বলেন যে তাহা হইলে কায়িক ব্যাপারের অবকাশই নাই, তাহাতে উত্তর এই, দ্রব্যার্জনরহিতের কর্মে অধিকার নাই। যাঁহার অধিকার বর্ত্তমান, তিনি কায়িক ব্যাপারও নিষ্পন্ন করুন, ক্ষতি নাই; কিন্তু অন্য পুরুষ বাচিক অধ্যয়নমাত্রদ্বারাই সেই ফলই লাভ করিবেন। অতএব অধ্যেতা অগ্নি, আদিত্য ও বায়ুদেবতারাই যে সাযুজ্যলাভ[৪৪] করেন তাহা নহে, সমস্ত দেবতাই বেদবিৎ ব্রাহ্মণে বাস করেন। প্রাভাকরসম্প্রদায়ের মধ্যে

৪৪ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে সগুণব্রহ্মবিদ্গণের পঞ্চপ্রকার মুক্তির কথা বলা হইয়াছে (শ্রীমদ্ভাগঃ ৩।২৯।১৩ কাপিলেয়োপাখ্যান, পৃঃ ১৫১). "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।" ঈশ্বরের সহিত একই লোকে বাস সালোক্যমুক্তি। ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিই সার্ষ্টিমুক্তি। ঈশ্বরের পার্শ্বচররূপে নিকটবর্ত্তিত্ব সামীপ্যমুক্তি। ঈশ্বরের চতুর্ভুজাদিরূপ সমানরূপতাপ্রাপ্তি সারূপ্যমুক্তি। এই মুক্তিচতুষ্টয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মুক্তি একত্ব বা সাযুজ্য (শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থবোধিনী টীকা পৃঃ ১৫১ দ্রষ্টব্য)। উপাসনার তারতম্যের জন্যই মুক্তির এইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে, ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে ও আনন্দগিরির টীকায় বলা হইয়াছে (বৃহঃ উপঃ ১।৫।২৩, "এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি।" শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪৪১). "...এবং তেনানেন [প্রাণ-] ব্রতধারণেন এতস্যা এব প্রাণদেবতায়াঃ সাযুজ্যং সযুগ্ভাবমেকাত্মত্বং ["সমানদেহেন্দ্রিয়াভিমানত্বম্"—বৃহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ ১।৩।২২ পৃঃ ১৫৩], সলোকতাং সমানলোকতাং বা একস্থানত্বং, বিজ্ঞানমান্দ্যাপেক্ষমেতৎ জয়তি প্রাপ্নোতি ইতি।" এবং ঐ আঃ টীঃ পৃঃ ৪৪২, "বিজ্ঞানপ্রকর্ষাপেক্ষং সাযুজ্যং, তন্নিকর্ষাপেক্ষং চ সালোক্যম্।" বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণের চারিটি কণ্ডিকাতেই (৫।১৩।১-৪) বলা হইয়াছে যে উক্থ বা প্রাণবিদ্যার দ্বারা উক্থের সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বিদ্যার প্রকর্ষ-নিকর্ষদ্বারাই একই বিদ্যা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রাপ্তি সম্ভব। ব্রহ্মসূত্রের সর্বশেষ অধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১৭-২২ "জগদ্ব্যাপারাধিকরণম্") ভাষ্যে ও তাহার ভামতী প্রভৃতি টীকা-উপটীকায় বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সগুণপরব্রহ্ম উপাসকের সাযুজ্যপ্রাপ্তিদ্বারা ক্রমমুক্তি হইয়া থাকে। সগুণপরব্রহ্মবিদ্গণ নির্গুণপরব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই পরিশেষে অনাবৃত্তি বা পরামুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সর্বশেষ ব্রহ্মসূত্রের (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ") ইহাই তাৎপর্য্য (ঐ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১০২০), "সম্যগ্দর্শনবিধ্বস্ততমসাং তু নিত্যসিদ্ধনির্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তিঃ। তদাশ্রয়ণেনৈব হি সগুণশরণানামপ্যনাবৃত্তিসিদ্ধিরিতি।" সাযুজ্য উপাসনালভ্য হইলেও পরা মুক্তি উপাসনালভ্য নহে; কিন্তু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যশ্রবণজন্য জীবব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারমাত্রলভ্য। সমগ্র অদ্বৈতশাস্ত্রের চরম তাৎপর্য্য নির্গুণ ব্রহ্মে, উপাসনার নিমিত্ত অবান্তরতাৎপর্য্য সগুণ ব্রহ্মে স্বীকৃত হইয়াছে (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪ ভাষ্যশেষ পৃঃ ৪৬২)। ঈশ্বরসাযুজ্যবিষয়ে বহুমত বিদ্যমান। ব্রহ্মসূত্র ও তদ্ভাষ্যাদি অনুসারে অতীব সংক্ষেপ কথা এইরূপ।

মুক্তিপঞ্চকের মধ্যে সাযুজ্য সর্বোৎকৃষ্ট হইলেও পরমেশ্বরের সমগ্র ঐশ্বর্য্য সাযুজ্যপ্রাপ্তের হয় না। তিনি ঈশ্বরের অধীন হইয়াই সমস্ত ভোগ করেন, কিন্তু জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় তাঁহার অধীন নহে, ইহা "জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ" ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৪।৪।১৭ পৃঃ ১০১৬-১৮) প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বর এক ও নিত্যসিদ্ধ, সাযুজ্যপ্রাপ্ত অনেক এবং উপাসনার দ্বারা সিদ্ধ। ঈশ্বরের মায়োপাধিক লীলাবিগ্রহ হইতে ভিন্ন কিন্তু তৎসদৃশ ধর্মবিশিষ্ট হইয়াই সাযুজ্যপ্রাপ্তগণ ব্রহ্মলোকে (সত্যলোকে) বাস করিয়া থাকেন। "যুগ্" শব্দের অর্থ ধর্ম—যুজ্যতে ইতি যুগ্। সমানঃ যুগ্ যস্য স সযুক্। সযুজো ভাবঃ সাযুজ্যম্ অর্থাৎ সাধর্ম্য। কোন কোন সম্প্রদায়মতে এই অবস্থাই চরম মুক্তি হইলেও অদ্বৈতমতে সাযুজ্য উপাসনাকর্মজন্য হওয়ায় সাতিশয়, নিরতিশয় নির্বাণমুক্তি নহে।

আমাদের আলোচ্য "যং যং ক্রতুমধীতে" ইত্যাদি শ্রুতিস্থলে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপ পরিচ্ছিন্ন দেবতার সাযুজ্যের কথাই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরসাযুজ্য নহে। অদ্বৈতদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইরূপ।

একই ব্রহ্ম বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহা বেদমধ্যে বহুস্থলে ঘোষিত হইয়াছে—(ঋগ্বেদ সং ১।১৬৪।৪৬), "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ", (তৈত্তিঃ আরঃ ৩।১৪।১) "একো দেবো বহুধা নিবিষ্টঃ", (তৈত্তিঃ আরঃ ৩।১৪।৬ষ্ঠী ঋক্) "ত্বমেকোঽসি বহুননুপ্রবিষ্টঃ" ইত্যাদি। সুতরাং ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই সর্বদেবময় হওয়ায় যে-কোনও দেবতার পূজা, আরাধনা প্রভৃতি বস্তুতঃ ঈশ্বরেরই পূজা, আরাধনা। ঈশ্বরই অন্যদেবতারূপে পূজিত হইয়া পূজককে কর্মানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন, যেহেতু ঈশ্বরই ফলদাতা, অন্য কেহ নহে। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের আরাধনা এবং ঈশ্বর হইতে ভিন্নবুদ্ধিতে অগ্ন্যাদিদেবতার আরাধনা সমান আয়াসসাধ্য হইলেও উহাদের ফলভেদ বিদ্যমান। যেহেতু অগ্ন্যাদিদেবতা অন্তবিশিষ্ট, সেই হেতু পরিচ্ছিন্ন দেবতার

যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বিধিবাক্য ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নপর এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রকরণবলে বুঝা যায় যে সাযুজ্যাদিলাভ ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নেরই ফল, গ্রহণাধ্যয়নের ফল নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য করিয়া সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে যদিও "যং যং ক্রতুমধীতে" শ্রুতি ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নফলপর, তথাপি গ্রহণার্থ অধ্যয়নব্যতিরেকে ব্রহ্মযজ্ঞও অসম্ভব বলিয়া গ্রহণাধ্যয়নেরও অগ্ন্যাদিদেবতাসাযুজ্যরূপফল স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বেদার্থবেদনের ন্যায় বেদাক্ষরাধ্যয়নও স্বতন্ত্রফলক।[৪৫] অতএব অক্ষরগ্রহণাত্মক অধ্যয়নমাত্রের স্বতন্ত্র ফল, কর্মের ফল হইতে স্বতন্ত্ররূপে কর্মবেদনমাত্রের ফল এবং বেদনসহিতকর্মের অধিকতর ফল শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হওয়ায় বিবরণপক্ষে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই।[৪৬]

আরাধনার ফলও অন্তবিশিষ্ট বা অনিত্য। কিন্তু যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরযাজী তাঁহারা অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের আরাধনানিমিত্ত পরিণামে অপরিচ্ছিন্ন ফলই অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব ঈশ্বরযাজী ও দেবযাজী উভয়েরই আরাধনা সকাম ও সম আয়াসসাধ্য হইলেও ঈশ্বরযাজী ঈশ্বরসাযুজ্যাদি ও দেবযাজী দেবসাযুজ্যাদিরূপ বিলক্ষণ ফল লাভ করিয়া থাকেন। বস্তুবিবেক ও বস্তুঅবিবেকনিবন্ধনই এইরূপ ফলবৈষম্য হইয়া থাকে। এইরূপ তাৎপর্য্যেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন (গীতা ৭।২৩), "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্। দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥" (৯।২৫), "যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥" উক্ত শ্লোকদ্বয়ের উপর সটীক ভাষ্য ও গূঢ়ার্থদীপিকা (৭।২৩ পৃঃ ৩৬৮ ও ৯।২৫ পৃঃ ৪৩৪) দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গীতার (১৪।২) "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ" শ্লোকার্ধের অন্তর্গত "সাধর্ম্য" পদের সমানধর্মতা বা সারূপ্য অর্থ নহে, কারণ সারূপ্য উপাসনার ফল, জ্ঞানের ফল নহে। শ্রীভগবান "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" বলিয়া জ্ঞানের ফলই উপদেশ করিতেছেন। সুতরাং "সাধর্ম্য" পদের সারূপ্য অর্থগ্রহণে প্রস্তাবিত জ্ঞানফলকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রস্তাবিত ধ্যানফলস্বীকারে অপ্রাসঙ্গিক উপদেশের আপত্তি হইবে। অতএব আলোচ্য শ্লোকে "সাধর্ম্য" পদের অর্থ ঈশ্বরস্বরূপতা বা জীবব্রহ্মৈক্যরূপ মুক্তি।

৪৫ ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৩৮, "...তচ্চাধ্যয়নং ন কাম্যং, কিন্তু নিত্যম্। অতএব পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিতম্—'বেদস্যাধ্যয়নং নিত্যমনধ্যয়নে পাতাৎ' ইতি। পাতিত্যাঞ্চৈবমাম্নায়তে...।" ইহার পর "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিসমূহ উদ্ধৃত করিয়া সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন (ঐ), 'যদ্যপি এতদ্ ব্রহ্মযজ্ঞস্বাধ্যায়ফলং তথাপি গ্রহণার্থাধ্যয়নমন্তরেণ ব্রহ্মযজ্ঞাসম্ভবাৎ তদীয়ফলমপি সম্পদ্যতে। ঈদৃশং সখিবিদং বেদরূপং সখায়ং যঃ পুমান্ অধ্যয়নমকৃত্বা পরিত্যজতি তস্য বাচ্যপি ভাগ্যং নাস্তি, ফলে ভাগ্যং নাস্তি ইতি কিমু বক্তব্যম্। সকলদেবতানাং ধর্মস্য পরব্রহ্মতত্ত্বস্য চ প্রতিপাদকং বেদমনুচ্চার্য্য পরনিন্দানৃতকলহাদিহেতুং লৌকিকীং বার্ত্তাং সর্বত্রোচ্চারয়তঃ স্পষ্টঃ এব বাচি ভাগ্যাভাবঃ। অতএব আম্নায়তে (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২১), 'নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ইতি' ইতি। যদ্যপ্যসৌ [পুরুষঃ] কাব্যনাটকং শৃণোতি তথাপি নিরর্থকমেব তচ্ছ্রবণং, তেন সুকৃতমার্গজ্ঞানাভাবাদিত্যর্থঃ। স্মৃতিরপি (মনু সং ২।১৬৮), 'যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥' ইতি। এবমন্যান্যপি বহূনি বচনান্যত্র উদাহর্ত্তব্যানি।" উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও মনুবচনসহ এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যা পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় প্রপাঠক (বেদের গদ্যাংশবিশেষ) স্বাধ্যায়ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত, কারণ এইস্থলে প্রধানতঃ স্বাধ্যায়ই বিহিত হইয়াছে। শুদ্ধ পুরুষই স্বাধ্যায়ে অধিকারী। এইজন্য শুদ্ধির হেতুরূপে এই প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে (বেদের গানশূন্য অর্থাৎ ঋক্ ও যজুর বিভাগবিশেষে) অধ্যয়নের অঙ্গস্বরূপ যজ্ঞোপবীত, দ্বিতীয় অনুবাকে সন্ধ্যাবন্দন ইত্যাদি বিহিত হইয়াছে। নবম অনুবাকে স্বাধ্যায়বিধানপূর্বক ব্রহ্মযজ্ঞবিধি প্রস্তাবিত করিয়া শ্রুতি দশম অনুবাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বিধান করিতেছেন। পঞ্চদশ অনুবাকে সেই ব্রহ্মযজ্ঞের ফলই বহুধা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পঞ্চদশ অনুবাকের উপর সায়ণভাষ্য অবলম্বন করিয়াই উপরি উল্লিখিত আলোচনা করা হইয়াছে (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫ সায়ণভাষ্য পৃঃ ১৮১-৮৯)। সায়ণাচার্য্য তাঁহার তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যভূমিকায় (পৃঃ ৪), ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় (পৃঃ ৩৮, ৪৪) ও কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় (পৃঃ ১০৬) তৈত্তিরীয় আরণ্যকের এই অনুবাকই অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তরভয়ে ঐ সমস্ত সন্দর্ভাংশ উদ্ধৃত করা হইল না। কেবল লক্ষণীয় এই, মুদ্রিত ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় উদ্ধৃত শ্রুতির "যদীং শৃণোত্যলীকং" পাঠ থাকিলেও (পৃঃ ৬৮) শ্রুতিমধ্যে (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫ পৃঃ ১৮৫) "অলকং" পাঠই বিদ্যমান এবং তাহাই সায়ণভাষ্যে ধৃত হইয়াছে। সেই স্থলে (পৃঃ ১৮৫) "অলকমলীকমনৃতমেব" এইরূপ ব্যাখ্যাই বর্ত্তমান।

৪৬ সায়ণাচার্য্য তাঁহার ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় বৃহদারণ্যক শ্রুতি উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন যে অক্ষরগ্রহণাত্মক অধ্যয়নের ন্যায় অর্থজ্ঞানও পৃথক্রূপে বিহিত হওয়ায় অর্থজ্ঞানের নিমিত্ত বেদবিচার কর্তব্য (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৭-৮), "কুতস্তব এতাবতী বেদনে ভক্তিরিতি চেৎ? কুতো বা তব এতাবান্ প্রদ্বেষঃ? প্রশংসা তু অস্মাভিঃ ভূয়সী দর্শিতা, নিন্দা তু ন ক্বাপি উপলভামহে। কিন্তু কর্মজন্যমপূর্বং যথা মরণাদূর্ধ্বং জীবেন সহ গচ্ছতি, তথা বিদ্যাজন্যমপি অপূর্বং গচ্ছতি। তথা চ বাজসনেয়িনঃ আমনন্তি (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২), 'তং বিদ্যাকর্মণী

সুতরাং স্বাধ্যায়-বিধি অক্ষরগ্রহণান্ত, অর্থাববোধান্ত নহে। এইস্থলে স্বাধ্যায়-বিধির আলোচনার সমাপ্তির সহিত মীমাংসা উপক্রমণিকা সমাপ্ত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

বেদার্থজ্ঞানের স্বতন্ত্র ফল

বেদাক্ষরগ্রহণরূপ অধ্যয়ন হইতে বেদার্থজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র, পূর্ব মীমাংসার বিরুদ্ধে এইরূপ বিবরণসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে সায়ণাচার্য্য তাঁহার ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় নৈরুক্তবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। মহর্ষি যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ পাদে অর্থজ্ঞানপ্রশংসাপ্রকরণে (পৃঃ ৪৭-৫১) "অথাপি জ্ঞানপ্রশংসা ভবত্যজ্ঞাননিন্দা চ" বলিয়া একাধিক ঋক্ উদ্ধারপূর্বক বেদার্থজ্ঞের প্রশংসা এবং বেদার্থাজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "স্থাণুরয়ং" এবং "যদ্গৃহীতমবিজ্ঞাতম্" এই নৈরুক্তশ্লোকদ্বয় পূর্বে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে সায়ণাচার্য্য ব্রাহ্মণ-বচন ও আচার্য্য সুরেশ্বরের শ্লোক উদ্ধৃতিপূর্বক ভাট্টমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৬-৭), "ইত্থং যাস্কেন (নিরুক্ত ১।১৮-২০ পৃঃ ৪৭-৫২) জ্ঞানস্তুত্যজ্ঞাননিন্দোদাহরণস্য প্রপঞ্চিতত্বাৎ। 'যচ্চ স্তূয়তে তদ্ বিধীয়তে' ইতি ন্যায়েন অধ্যয়নবদর্থস্যাপি বিধিরভ্যুপগন্তব্যঃ। কিঞ্চ, নক্ষত্রেষ্টিকাণ্ডে (তৈত্তিঃ ব্রাঃ তৃতীয়কাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকে চতুর্থ অনুবাকে) প্রতীষ্টিফলবাক্যং যাগস্তদ্বেদনয়োঃ সমানমেব আম্নায়তে 'যথা হ বা অগ্নির্দেবানামন্নাদঃ। এবং হ বা এষ মনুষ্যাণাং ভবতি। য এতেন হবিষা যজতে। য উ চৈনদেবং বেদ' (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ৩।১।৪।১) ইতি। অতো যাগবৎ ফলায় স্ববেদনমপি বিধীয়তে। অনেন ন্যায়েন সর্বেম্বপি ব্রাহ্মণেষু বেদনবিধয়ো দ্রষ্টব্যাঃ। ননু 'বিদ্যাপ্রশংসা' (মীঃ সূঃ ১।২।১৫) ইতি সূত্রে বেদনফলানাং প্রশংসারূপত্বং জৈমিনিনা সূত্রিতমিতি চেৎ, অস্তু নাম। বিদ্যমানেনাপি ফলেন প্রশংসিতুং শক্যত্বাৎ। দর্শযাগস্য পূর্ণমাসযাগস্য চ অতিপাতে সতি প্রায়শ্চিত্তরূপাং বৈশ্বানরেষ্টিং বিধাতুং বিদ্যমানেনৈব স্বর্গফলেন স্তুতিঃ ক্রিয়তে (তৈত্তিঃ সং ২।২।৫।৪), 'সুবর্গায় হি লোকায় দর্শপূর্ণমাসাবিজ্যেতে' ইতি। এতচ্চাচার্য্যৈঃ [সুরেশ্বরৈঃ] ব্রহ্মজ্ঞানফলবাক্যস্য স্বার্থেঽপি তাৎপর্য্যং দর্শয়িতুমুদাহৃতম্—(বৃহঃ সম্বন্ধ বাঃ শ্লোঃ ১২৭-১২৮ পৃঃ ৪৭ = পৃঃ ৪৪), 'ইচ্ছাম্যেবার্থবাদত্বং

সম্ভবারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ' ইতি। তস্মাৎ অধ্যয়নবৎ অর্থজ্ঞানস্যাপি বিহিতত্বাৎ অর্থজ্ঞানায় বেদো ব্যাখ্যাতব্যঃ।" সায়ণাচার্য্যের তাৎপর্য্য এইরূপ।

পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করিতেছেন, "বেদার্থবেদনবিধিতে অদ্বৈতীর এইরূপ ভক্তি কেন ?" ইহাতে অদ্বৈতীও সমভাবে প্রশ্ন করিতেছেন, "তোমারই বা এই বিষয়ে এইরূপ বিদ্বেষ কেন ?" এইরূপ অবস্থায় কোন্ পক্ষ স্বীকার্য্য ? ইহার সমাধানে সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন, বেদার্থজ্ঞানবিষয়ে বহু প্রশংসা বেদমধ্যে শ্রুত হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি তদ্বিষয়ে নিন্দা শ্রুত হয় নাই। সুতরাং "যৎ স্তূয়তে তদ্বিধীয়তে" এই ন্যায়ানুসারে বেদার্থবেদনও স্বতন্ত্রভাবে বিহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, মরণের পর জীবের উৎক্রান্তিকালে যেমন তাঁহার কর্মজন্য অপূর্ব তাঁহাকে অনুগমন করে, সেইরূপ বিদ্যাজন্য অপূর্বও পরলোকগামী জীবকে অনুসরণ করিয়া থাকে এবং ইহা শ্রুতিসিদ্ধও বটে, "উৎক্রমণকালে সেই জীবের অর্জিত বিদ্যা, কর্ম ও প্রাক্তনকর্মফলানুভবজনিতবাসনা তাঁহাকে অনুসরণ করে।" এই বাজসনেয় শ্রুতিমধ্যে "বিদ্যা" ও "কর্ম" পদে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ এবং অবিহিত ও অপ্রতিষিদ্ধ—সর্বপ্রকার বিদ্যা ও কর্ম বুঝিতে হইবে (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২ শাঃ ভাঃ ও আঃ টীঃ পৃঃ ১১৯৮). "তং পরলোকায় গচ্ছন্তম্ আত্মানং বিদ্যাকর্মণী, বিদ্যা চ কর্ম চ বিদ্যাকর্মণী। বিদ্যা সর্বপ্রকারা—বিহিতা [বিদ্যা ধ্যানাত্মিকা], প্রতিষিদ্ধা চ [অসচ্ছাস্ত্রাধিগম-নগ্নস্ত্রীসহযোগেন মন্ত্রজপাদিরূপা], অবিহিতা [ঘটাদিবিষয়া], অপ্রতিষিদ্ধা চ [পথি পতিততৃণাদিবিষয়া]। তথা কর্ম—বিহিতম্ [যাগাদি], প্রতিষিদ্ধং চ [ব্রহ্মহননাদি], অবিহিতম্ [গমনাদি], অপ্রতিষিদ্ধং চ [নেত্রপক্ষ্মবিক্ষেপাদি]... ।" ব্রহ্মসূত্রের পুরুষার্থাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১-১৭) পঞ্চম ও একাদশ সূত্রভাষ্যে ব্রহ্মবিদ্যার কর্মাঙ্গত্ববিচারপ্রসঙ্গে এই বৃহদারণ্যক শ্রুতির বিশেষ বিচার আছে।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্যয়নবিধির অক্ষরগ্রহণান্তত্বরূপ বিবরণসিদ্ধান্তস্থাপন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত

বচসোঽন্যপরত্বতঃ। যথাবস্থভিধায়িত্বান্ন ভূতার্থবাদতা॥ ইজ্যেতে স্বর্গলোকায় দর্শাদর্শৌ যথা তথা। ন ত্বভূতার্থবাদত্বং পাপশ্লোকা শ্রুতির্যথা॥' ইতি।" সম্বন্ধবার্ত্তিকের দুইটি প্রকাশনেই 'যথাশ্রুতার্থবাদিত্বাৎ" পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, সায়ণাচার্য্যধৃত "যথাবস্থভিধায়িত্বাৎ" পাঠ নাই। অবশ্য উভয় পাঠেরই তাৎপর্য্য অভিন্ন। এক্ষণে সমগ্র উদ্ধৃতির তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে।

এই কল্পে যিনি অগ্নিদেবতা তিনি পূর্বকল্পে মনুষ্যজন্মে কামনা করিয়াছিলেন যে তিনি যেন দেবগণের মধ্যে বহু অন্নের ভক্ষক হইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নক্ষত্রস্বামী অগ্নি ও কৃত্তিকা নক্ষত্রকে যুগপৎ মিলিতরূপে অষ্টাকপাল পুরোডাশের দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই দেবনক্ষত্রেষ্টিযাগের ফলেই তিনি এই কল্পে অগ্নিদেবতা হইয়াছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয়কাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকে চতুর্থ অনুবাকে এইরূপ বহুবিধ দেবনক্ষত্রেষ্টি বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত অনুবাকে যে প্রথম নক্ষত্রেষ্টি "যথা হ বা" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে বিহিত হইয়াছে, সেই শ্রুতিই ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় সায়ণাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে-যজমান এইরূপ অগ্নি-কৃত্তিকাদেবতাক হবিঃ দ্বারা যাগ করেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে রোগরহিত অন্নভক্ষকরূপে বিরাজ করেন। যেমন অগ্নি দেবতাগণের মধ্যে অন্নভক্ষক, ইহা যিনি জানেন অর্থাৎ কর্মোক্তপ্রকারে জানেন, সেই বেদনকর্ত্তাও যজমানের (যাগকর্ত্তার) ন্যায় অন্নভক্ষক হইয়া থাকেন—ইহাই উক্ত শ্রুতির সায়ণভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যা (ঐ পৃঃ ৮৮৫)। এই শ্রুতিমধ্যে কর্মকর্ত্তা ও কর্মবেত্তার সমানফলভোক্তৃত্ব আম্নাত হইয়াছে—"য এতেন হবিষা যজতে। য উ চৈনদেবং বেদ।" ফলোদ্দেশে যাগের ন্যায় যাগবেদনও বিধেয়—এইরূপ ন্যায় সমস্ত ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বেদনবিধিসমূহে প্রয়োগ করিতে হইবে।

ইহাতে পূর্বপক্ষী মীমাংসাসম্প্রদায় আপত্তি করিয়াছেন যে বেদনের বা জ্ঞানের ফলকথন প্রশংসারূপ হওয়ায় অর্থবাদমাত্র, অতএব স্বার্থে অপ্রমাণ। ইহা "বিদ্যাপ্রশংসা" মীমাংসাসূত্রে (১।২।১৫) ও তদ্‌ভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

উত্তরে অদ্বৈতীর বক্তব্য এই, অবিদ্যমান ফলের দ্বারা যেমন বিধেয়ের প্রশংসা করা হয়, সেইরূপ বিদ্যমান ফলের দ্বারাও প্রশংসা করা হইয়া থাকে। যেমন, দর্শ ও পূর্ণমাস যাগের অতিপাত (লঙ্ঘন) হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বৈশ্বানরেষ্টিযাগ বিধান করিতে শ্রুতি স্বর্গরূপ বিদ্যমান ফলের দ্বারাই দর্শপূর্ণমাসযাগদ্বয়ের প্রশংসা করিতেছেন, "সুবর্গলোক অর্থাৎ স্বর্গলোকের জন্য দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে।" সুতরাং প্রশংসাপর হইলেও শ্রুতির যথাশ্রুতার্থ অসৎ হইয়া যায় না। এই তাৎপর্য্যেই সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন, "অস্তু নাম"—অর্থাৎ অর্থবাদবাক্য প্রশংসাপর হয় হউক্, কিন্তু সেই অপরাধে বেদনের শ্রৌতফল অস্বীকার করা যায় না। বিহিত কর্মের অকরণ বা অসমাপন, বিশেষতঃ শাবরভাষ্যানুসারে যথাকালে কর্মের অনারম্ভই, কর্মের অতিপাত বা অতিপাতন (ভাট্টদীপিকা ও প্রভাবলী ৪।১।২য় অধিঃ পৃঃ ৩০৭-৮ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ অতিপাতনজন্য বৈশ্বানরেষ্টি প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত", এই প্রধানযাগবিধায়কবাক্যে দর্শপূর্ণমাসযাগদ্বয়ের স্বর্গফলকত্ব পূর্বেই সিদ্ধ হওয়ায় "সুবর্গায়" শ্রুতি অনুবাদ বলিয়া অর্থবাদমাত্র। কিন্তু "সুবর্গায়" শ্রুতি অর্থবাদ হইলেও বিদ্যমান স্বর্গফলের দ্বারাই দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রশংসাপর হওয়ায় উক্ত অর্থবাদবাক্য স্বার্থোপস্থাপকও বটে। সুতরাং দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে "সুবর্গায়" ইত্যাদি ফলবচন যেমন ভূতার্থবাদ, সেইরূপভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের ফলবাক্যও ভূতার্থবাদ বলিয়া উহার স্বার্থে তাৎপর্য্য অবশ্য স্বীকরণীয়; কারণ উহা "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি" ইত্যাদির ন্যায় অভূতার্থবাদ নহে। এই প্রকার বিচার হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্যের শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। আচার্য্যের বক্তব্য এইরূপ।

কর্মের দ্বারাই মুক্তি সম্ভব, আত্মাববোধ মুক্তিফলক নহে, এইরূপ কর্মবাদীর পক্ষ খণ্ডন করিতে অদ্বৈতাচার্য্যগণ বলেন যে "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই মুণ্ডক শ্রুতিমধ্যে (মুঃ উপঃ ৩।২।৯) ব্রহ্মবেদনের ব্রহ্মভবনরূপ ফল কীর্ত্তিত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির হেতু। অনুরূপভাবে "নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" (কঠোপঃ ১।৩।১৫—"ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া মৃত্যুর অধিকারস্থ অবিদ্যাকামকর্মাদি হইতে জীব বিমুক্ত হইয়া থাকে"), "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেতঃ উপঃ

৩।৮; ৬।১৫—"সেই সর্বব্যাপী স্বপ্রকাশ অজ্ঞানাতীত পুরুষকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে") ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে মুক্তিকে আত্মবিজ্ঞানেরই ফল বলা হইয়াছে। ইহাতে কর্মবাদীর আপত্তি এই যে জ্ঞানফলশ্রুতি প্রশংসাপর হওয়ায় অর্থবাদমাত্র বলিয়া স্বার্থে অপ্রমাণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত "দ্রব্যসংস্কারকর্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ" এই জৈমিনি সূত্রে (৪।৩।১) প্রসাধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "যস্য পর্ণময়ী"-শ্রুতি দ্রব্যে ফলশ্রুতি, "যদাঙ্‌ক্তে"-শ্রুতি সংস্কারে ফলশ্রুতি এবং "যৎ প্রযাজানুযাজা"-শ্রুতি কর্মে ফলশ্রুতি পরার্থত্বহেতু অর্থবাদমাত্ররূপে স্বার্থে অপ্রমাণ। "ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদি উদাহৃত শ্রুতিসমূহের গতিও অনুরূপ, কারণ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান কর্মাঙ্গ বলিয়া "অঙ্গেষু ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ"-ন্যায়ে স্বার্থে অপ্রমাণ। কর্মবাদীর এইরূপ পক্ষ আচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার সম্বন্ধবার্তিকের "ননু চাত্মাববোধস্য 'নিচায্যে'তি ফলং শ্রুতম্" ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে (শ্লোঃ ৪৩-৪৫ পৃঃ ২১-৩ = পৃঃ ২১-২) প্রসাধিত করিয়া "নৈবং" ইত্যাদি শ্লোকে (শ্লোঃ ৪৬) উক্ত অদ্বৈতপরশ্রুতিসমূহের অর্থবাদত্ব অস্বীকারপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত বিচার আমাদের আলোচ্য নহে। এক্ষণে উক্ত শ্রুতিসমূহের অর্থবাদত্বপক্ষ স্বীকার করিয়াই আচার্য্য "ইচ্ছাম্যেবার্থবাদত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে কর্মবাদীর আপত্তির পরিহারান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।

পূর্বপক্ষীকে প্রশ্ন এই, ফলশ্রুতির অর্থবাদত্বমাত্র কি পূর্বপক্ষীর বিবক্ষিত, অথবা অভূতার্থবাদত্ব অর্থাৎ ভূতার্থবাদভিন্ন অন্য দুই প্রকার অর্থবাদত্ব বিবক্ষিত? প্রথম বিকল্প অদ্বৈতীর স্বীকৃত; কারণ অদ্বৈতমতে জীবব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদক "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যই প্রধান বা অঙ্গী, যেহেতু ঐরূপ ঐক্যসাক্ষাৎকারের ফল মোক্ষ। এইরূপ সফল প্রধান বাক্যের সন্নিধিতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে পঠিত "ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত প্রধানশ্রুতির অঙ্গরূপে অর্থবাদই। "সুবর্গায়" শ্রুতি যেমন বিদ্যমান স্বর্গফলের দ্বারা দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রশংসা করিয়া অর্থবাদ, সেইরূপ "ব্রহ্ম বেদ" শ্রুতি বিদ্যমান মোক্ষফলের দ্বারা "তত্ত্বমসি" শ্রুতির প্রশংসাপর হইয়া অর্থবাদ। এই তাৎপর্য্যে আচার্য্য বলিতেছেন "ইচ্ছাম্যেবার্থবাদত্বং বচসোঽন্যপরত্বতঃ। যথাশ্রুতার্থবাদিত্বাৎ", অর্থাৎ—"ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদি ফলশ্রুতি অন্যপর অর্থাৎ "তত্ত্বমসি"-রূপ ফলবৎপ্রধানবাক্যপর হওয়ায় উহা যথাশ্রুতার্থবাদী (বা পাঠান্তরে যথাবস্তভিধায়ী—ব্রহ্মরূপবস্তুর যাথাতথ্যের অভিধায়ক) বলিয়া উহাকে ভূতার্থবাদরূপে স্বীকার করি। কিন্তু "ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি" এইরূপ শ্রুতির ন্যায় "ব্রহ্ম বেদ" শ্রুতিকে অভূতার্থবাদরূপে স্বীকার করি না, "ন ত্বভূতার্থবাদতা ॥" আচার্য্য "ইজ্যেতে স্বর্গলোকায়" বলিয়া "সুবর্গায়" শ্রুতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ছন্দোরক্ষার্থ অর্থবাদবাক্যের শেষ পদকেই প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "সুবর্গায়" পদেরই ব্যাখ্যা "স্বর্গলোকায়।" "অদর্শ" পদে পূর্ণমাসযাগ গ্রহণ করিতে হইবে। আচার্য্য "যথা" পদের দ্বারা "সুবগায়" শ্রুতিকে অন্বয়দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—মীমাংসকগণ যেমন "সুবর্গায়" শ্রুতিকে দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রশংসাপররূপে গ্রহণ করিয়াও স্বার্থে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমরা অদ্বৈতীরাও "ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদি শ্রুতিকে ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারের ভূতার্থবাদরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার স্বার্থে প্রামাণ্যও স্বীকার করি। কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকের চতুর্থ চরণে আচার্য্য "যথা" পদের দ্বারা "পাপশ্লোক" শ্রুতিকে অর্থাৎ "ন স পাপং" ইত্যাদি শ্রুতিকে ব্যতিরেকদৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়াছেন—"যস্য পর্ণময়ী" শ্রুতি যেমন প্রমাণান্তরসিদ্ধার্থবিষয়ক অনুবাদাত্মক অভূতার্থবাদ, "ব্রহ্ম বেদ"শ্রুতি কিন্তু সেইরূপভাবে অভূতার্থবাদ নহে। জীব-ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারের অনন্তর মোক্ষরূপ ফল অনুভূয়মান হওয়ায় "ব্রহ্ম বেদ"-শ্রুতি প্রমাণান্তরসিদ্ধও নহে, আবার প্রমাণান্তরবিরুদ্ধও নহে বলিয়া স্বার্থপ্রমাপক ভূতার্থবাদ। এই কারণেই "সুবর্গায়" শ্রুতিকে অন্বয়দৃষ্টান্তরূপে ও "ন স পাপং" শ্রুতিকে ব্যতিরেকদৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করা হইয়াছে। আর্থবাদিক ফলমাত্র অস্বীকার করিলে মীমাংসাসম্প্রদায়সিদ্ধ রাত্রিসত্রন্যায়কে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। অদ্বৈতীর প্রকৃত কথা এই যে আত্মজ্ঞান কর্মাঙ্গ নহে। জ্ঞান ও কর্ম স্বতন্ত্রফলক হওয়ায় জ্ঞানী ও কর্মীর অধিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমন কি বিরুদ্ধও বটে। শরীরেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত পূর্বাপরকালস্থায়ী পরলোকগামী কর্তা এবং ভোক্তাই আত্মা—এইরূপে যে আত্মজ্ঞান, তাহা বৈদিক ক্রিয়াকলাপানুষ্ঠানের অনুকূল হওয়ায় উক্তরূপে আত্মজ্ঞান কর্মোপকারকরূপে অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহাই যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডপ্রসিদ্ধ উষস্তের জিজ্ঞাসিত আত্মা যাহার বন্ধন ও বন্ধনের হেতুভূত

কর্ম উষস্ত-ব্রাহ্মণে (বৃহঃ উপঃ ৩।৪র্থ ব্রাঃ) প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সেই আত্মাকেই যদি অশনায়াপিপাসার অতীতরূপে কেহ দর্শন করেন তবে অকর্ত্তা অভোক্তারূপে আত্মদর্শন হইলে সমস্ত কর্মই বিগলিত হইয়া যায়। তখন সেই জ্ঞানী পুরুষের কর্মাধিকারও লুপ্ত হয়—(ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১২ "অধ্যয়নমাত্রবতঃ", শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৭৫), "ন বয়মধ্যয়নপ্রভবং কর্মাববোধনম্ [কর্মণি] অধিকারকারণং বারয়ামঃ। কিং তর্হি? ঔপনিষদমাত্মজ্ঞানং স্বাতন্ত্র্যেণৈব [মোক্ষরূপ-] প্রয়োজনবৎ প্রতীয়মানং ন কর্মাধিকারকারণতাং প্রতিপদ্যতে ইতি এতাবৎ প্রতিপাদয়ামঃ।" অর্থাৎ—বেদাধ্যয়নজন্য কর্মবিষয়ক জ্ঞান কর্মাধিকারের কারণ হওয়ায় তাহা আমরা নিষেধ করি না। তাহা হইলে নিষেধ্য কি? উপনিষন্মাত্রপ্রতিপাদ্য আত্মবিজ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে মোক্ষরূপপ্রয়োজনের সম্পাদক হওয়ায় তাহা কর্মাধিকারের কারণ হয় না, ইহামাত্র প্রতিপাদন করি। এইরূপ ঔপনিষদ্ আত্মতত্ত্বই কহোলের জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম, ইহা কহোল-ব্রাহ্মণে (বৃহঃ উপঃ ৩।৫ম ব্রাঃ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে কর্মে যাঁহাদের অধিকার ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহাদের অধিকার না থাকায় ভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্ন শাস্ত্র ও তাহার অনুশীলন প্রয়োজন। এইজন্য অদ্বৈতাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে মীমাংসাসূত্রে সমগ্র বেদার্থের বিচার করা হয় নাই, ধর্মরূপ বেদার্থাংশবিশেষই বিচারিত হইয়াছে এবং এই কারণেই কর্মকাণ্ডাত্মক বেদভাগের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্মই মীমাংসাসূত্রে বিচার্য্য বলিয়া মহর্ষি জৈমিনি "অথাতো বেদার্থজিজ্ঞাসা" এইরূপ সূত্র রচনা না করিয়া "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ সূত্রই রচনা করিয়াছেন। ঔপনিষদর্থ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদভাগের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মই বেদান্তসূত্রে বিচার্য্য বলিয়া জৈমিনিগুরু বেদব্যাস "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ সূত্র রচনা করিয়াছেন। সুতরাং একশত এক নবতিসংখ্যক অধিকরণাত্মক পাঁচশত পঞ্চান্ন সংখ্যক সূত্রসমষ্টিরূপ বেদান্তসূত্রের নির্ণয়ফলক বিচারই স্বতন্ত্র ফলের উদ্দেশে ভিন্ন অধিকারীর আরম্ভণীয়।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্যয়নবিধির অক্ষরগ্রহণান্তত্বরূপ বিবরণসিদ্ধান্তস্থাপন নামক ষোড়শ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট সমাপ্ত

মীমাংসা উপক্রমণিকা সমাপ্ত

হরি ওঁ তৎসৎ

"কথঞ্চিদ্ বা দৈববশাৎ কুতূহলাদ্বা বহুশ্রুতত্ববুদ্ধ্যা বা
প্রবৃত্তোঽপি ন নির্বিচিকিৎসং ব্রহ্ম তত্ত্বেনাবগন্তুং শক্নোতি,
যথোক্তসাধনসম্পত্তিবিরহাৎ অনন্তর্মুখচেতা বহিরেবাভিনিবিশমানঃ।"

—পঞ্চপাদিকা, ৩য় বর্ণক

দ্বিতীয় ভাগ

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ

অদ্বৈতদর্শনের প্রস্থানত্রয় বিশেষতঃ বিবরণ
অবলম্বনে মাধুকরী নামক বাংলা ব্যাখ্যান সহ

বিদ্যারণ্যমুনিবিরচিত

বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ

স্বমাত্রয়ানন্দয়দত্র জন্তূন্ সর্বাত্মভাবেন তথা পরত্র।
যচ্ছঙ্করানন্দপদং হৃদব্জে বিভ্রাজতে তদ্‌যতয়ো বিশন্তি ॥ ১ ॥
ভাষ্যটীকা-বিবরণং তন্নিবন্ধনসংগ্রহঃ।
ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়ভাবক্লেশহানায় রচ্যতে ॥ ২ ॥
নিত্যস্বাধ্যায়বিধিতোঽধীত্য বেদান্তমস্য যে।
সংশেরতেঽর্থে তে সূত্রভাষ্যাদিষ্বধিকারিণঃ ॥ ৩ ॥

নিত্যো হি 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইত্যধ্যয়নবিধিঃ, 'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ' ইতি বচনাৎ। কাম্যত্বে হি বেদাধ্যয়নস্যান্যোন্যাশ্রয়তা; অর্থাববোধে সতি কামনা, কামনায়াং সত্যাং ষড়ঙ্গোপেতবেদাধ্যয়নপ্রবৃত্তস্যার্থাববোধ ইতি। অতঃ সর্বোঽপি নিত্যবিধিবলাদেব ষড়ঙ্গসহিতং বেদমধীত্যার্থং জানাতি। তত্র কশ্চিৎপুণ্যপুঞ্জপরিপাকবশান্নিরতিশয়পুরুষার্থপ্রেপ্সায়াং তদুপায়ং বেদে অন্বিষ্যেদম-বগচ্ছতি—'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি' ইতি আত্মশেষতয়ৈব অন্যস্য সর্বস্য প্রিয়ত্বোক্তেরাত্মব্যতিরিক্তাৎ সর্বস্মাদ্বিরক্তোঽধিকারী; 'আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিজ্ঞাতম্' ইত্যুপক্রম্য 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্' ইত্যুপসংহারাৎ পরমপুরুষার্থভূতস্যামৃতত্বস্যাত্মদর্শনোপায়ত্বং প্রতিপাদ্য, দর্শনস্য চাপুরুষতন্ত্রস্যাবিধেয়ত্বাৎ 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাত্মদর্শনমনূদ্য তদুপায়ত্বেন 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইতি মননিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলোপকার্যঙ্গাভ্যাং সহ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে ইতি।

ননু ষড়ঙ্গোপেতবেদাধ্যায়িনঃ সত্যপি বেদার্থাবগমে বিচারমন্তরেণ তাৎপর্যানবগমান্ন তেনাবগতোঽর্থঃ শ্রুত্যভিপ্রেতো ভবিতুমর্হতি ইতি চেৎ; মৈবম্, এতচ্ছ্রুতিতাৎপর্যস্যৈব পুরাণেষু প্রতিপাদিতত্বাৎ। তথা হি—

'শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
জ্ঞাত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥
তত্র তাবন্মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রবণং নাম কেবলম্।
উপক্রমাদিভির্লিঙ্গৈঃ শক্তিতাৎপর্যনির্ণয়ঃ॥
সর্ববেদান্তবাক্যানামাচার্যমুখতঃ প্রিয়াৎ।
বাক্যানুগ্রাহকন্যায়শীলনং মননং ভবেৎ॥
নিদিধ্যাসনমৈকাগ্র্যং শ্রবণে মননেঽপি চ।
নিদিধ্যাসনসংজ্ঞং চ মননং চ দ্বয়ং বুধাঃ॥
ফলোপকারকাঙ্গং স্যাত্তেনাসম্ভাবনা তথা।
বিপরীতা চ নির্মূলং প্রবিনশ্যতি সত্তমাঃ॥'
'প্রাধান্যং মননাদস্তি নিদিধ্যাসনতোঽপি চ।
উৎপত্তাবন্তরঙ্গং হি জ্ঞানস্য শ্রবণং বুধাঃ॥

তটস্থমন্যব্যাবৃত্ত্যা মননং চিন্তনং তথা।
ইতিকর্তব্যকোটিস্থাঃ শান্তিদান্ত্যাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥
ততঃ সর্বাঙ্গনিষ্ঠস্য প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যগোচরা।
যা বৃত্তির্মানসী শুদ্ধা জায়তে বেদবাক্যতঃ ॥
তস্যাং যা চিদভিব্যক্তিঃ স্বতঃসিদ্ধা চ শাঙ্করী।
তদেব ব্রহ্মবিজ্ঞানং তদেবাজ্ঞাননাশকম্ ॥'
'প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যরূপা যা বৃত্তিঃ পূর্ণাভিজায়তে।
শব্দলক্ষণসামগ্র্যা মানসী সুদৃঢ়া ভৃশম্ ॥
তস্যাশ্চ দ্রষ্টৃভূতস্তু প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপ্রভঃ।
স্বস্য স্বভাবভূতেন ব্রহ্মভূতেন কেবলম্ ॥
স্বয়ং তস্যামভিব্যক্তস্তদ্রূপেণ মুনীশ্বরাঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাসমাখ্যং সদজ্ঞানং চিৎপ্রকাশিতম্ ॥
প্রতীত্যা কেবলং সিদ্ধং দিবাভীতান্ধকারবৎ।
অভূতং বস্তুগত্যৈব স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম্ ॥
স্বাত্মনাজ্ঞানতৎকার্য্যং গ্রসন্নাত্মা স্বয়ং বুধাঃ।
স্বপূর্ণব্রহ্মরূপেণ স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥
এবংরূপাবশেষস্তু স্বানুভূত্যেকগোচরঃ।
যেন সিধ্যতি বিপ্রেন্দ্রাস্তদ্ধি বিজ্ঞানমৈশ্বরম ॥'

উপরি উদ্ধৃত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের উপজীব্য বিবরণ-সন্দর্ভ (মেট্রোঃ পৃঃ ২৮-৩০ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৯, ২৬, ২৯-৩০) নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কঃ পুনরস্য সূত্রস্য প্রসঙ্গঃ? উচ্যতে,—নিত্যেনৈবাধ্যয়নবিধিনাধীতস্বাধ্যায়ো বেদান্তবাক্যেঽবাপাতদর্শনেনেদমবগচ্ছতি, 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ম্' ইত্যুপক্রমাৎ সর্বতো বিরক্তস্যাত্মপ্রেপ্সোঃ 'আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতম্', 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্' ইত্যুপসংহারাদমৃতত্বসাধনমাত্মদর্শনং 'দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যনূদ্য তাদর্থ্যেন মনননিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলোপকার্যঙ্গাভ্যাং সহ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়ত ইতি।

হরি ওঁ তৎসৎ

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলশ্লোক-বিচার

প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা

স্বমাত্রয়ানন্দয়দত্র জন্তূন্ সর্বাত্মভাবেন তথা পরত্র।
যচ্ছঙ্করানন্দপদং হৃদব্জে বিভ্রাজতে তদ্ যতয়ো বিশন্তি ॥ ১ ॥

গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য এবং শিষ্টাচারাদি পরিপালনের নিমিত্ত[১] বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর তাঁহার "বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে পরব্রহ্ম এবং স্বীয় গুরু শঙ্করানন্দকে বন্দনার ছলে ইষ্টদেবতা ও গুরুস্মরণরূপ মঙ্গল আচরণ করিতেছেন—"স্বমাত্রয়া" ইত্যাদি। শ্লোকের যথাশ্রুতার্থ এইরূপ—যে-শঙ্করানন্দপদ সর্বাত্মভাববশতঃ ইহলোকে ও পরলোকে সমস্ত প্রাণীকে নিজ অংশদ্বারা অথবা, যে-শঙ্করানন্দপদ ইহলোকে নিজ অংশ দ্বারা ও পরলোকে সর্বাত্মতার দ্বারা প্রাণিসমূহকে আনন্দিত করিয়া হৃৎপদ্মে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেই পদেই সমস্ত সন্ন্যাসী প্রবেশলাভ করেন। শ্লোকের এইরূপ স্বারসিক অর্থ গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে এই শ্লোকে অদ্বৈতবেদান্তের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয় অথবা অদ্বৈতদর্শনের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয় নাই। কারণ ভেদবাদিগণও স্বীকার করিয়া থাকেন যে শঙ্করানন্দপদরূপ ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজমান এবং সর্বাত্মক অর্থাৎ সর্বব্যাপকও বটে।[২] মুক্তিকালে সন্ন্যাসিগণ সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দর্শন করিয়া থাকেন, অথবা সর্বদুঃখাভাববশতঃ ঈশ্বরতুল্য হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ, এইরূপ যথাশ্রুতার্থ গ্রহণে অদ্বৈতশাস্ত্রের অনুবন্ধ-চতুষ্টয়েরও লাভ হয় না। ইহলোক ও পরলোকের পৃথক্‌রূপে গ্রহণের তাৎপর্য্যও বুঝা যায় না। এই সমস্ত কারণে অদ্বৈতশাস্ত্রের মহাবিষয়ত্বলাভ ও গূঢ় তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পিত হইলেও উক্ত শ্লোকের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণীয়। সুধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

"শঙ্করানন্দ" পদের যৌগিকার্থগ্রহণে পরব্রহ্ম ও রূঢ়্যর্থগ্রহণে বিদ্যারণ্য মুনির গুরু শঙ্করানন্দ বুদ্ধিস্থ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে যে গ্রন্থকার একই শ্লোকে ব্রহ্মস্মরণ ও গুরুস্মরণ করিতেছেন। যদিও পদের রূঢ়্যর্থ প্রথমে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় বলিয়া "রূঢ়ির্যোগমপহরতি" এই ন্যায়ানুসারে যৌগিকার্থ অপেক্ষা রূঢ়্যর্থই প্রবল, তথাপি গ্রন্থারম্ভে প্রথমে ঈশ্বর বা ব্রহ্মপ্রণাম ও পরে গুরুপ্রণাম শিষ্টাচারসম্মত ও বহুলব্যবহৃত হওয়ায় এইস্থলে রূঢ়িভঞ্জক বিদ্যমান। এইজন্য প্রথমে ব্রহ্মপক্ষে এবং পরে গুরুপক্ষে মঙ্গলশ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইবে।

পরব্রহ্মপ্রণামপক্ষে প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা

শ্লোকের "শঙ্করানন্দ" পদ কর্মধারয় সমাসসিদ্ধ—শঙ্করশ্চ অসৌ আনন্দশ্চেতি। যিনিই শঙ্কর, তিনিই আনন্দ। যদিও অমরকোষাদিগ্রন্থে "আনন্দ" পদের পর্য্যায়রূপে শম্ অব্যয় গৃহীত হইয়াছে (অমরকোষ, অব্যয়বর্গ ২৯), তথাপি এই স্থলে "আনন্দ"-পদসন্নিধানে পঠিত হওয়ায় অর্থপুনরুক্তিভয়ে "শম্" অব্যয়ের কল্যাণ বা মঙ্গল অর্থই গ্রহণীয়। মম্ অশুভং গালয়তি ইতি মঙ্গলম্ অর্থাৎ যাহা দুঃখরূপ অশুভ দূর করে তাহাই মঙ্গল বা শম্। যিনি জীবের দুঃখ দূর করেন তিনিই মঙ্গলকর শঙ্কর—অদ্বৈতসম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা। তিনি শুধু দুঃখই দূরীভূত করেন না, তিনি সকল প্রাণীর আনন্দকরও বটে। শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন (তৈত্তিঃ উপঃ ২।৭), "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" অর্থাৎ (এই পরমাত্মা বিদ্যমান), যেহেতু তিনিই আনন্দিত করিয়া থাকেন। "শঙ্করানন্দ" পদের দ্বারা

১ বর্ত্তমান লেখককর্তৃক শীঘ্র প্রকাশিতব্য বেদান্ত-পরিভাষার বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা-গ্রন্থে অদ্বৈতশাস্ত্রে মঙ্গলবাদ অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হওয়ায় এইস্থলে পুনরুক্তিভয়ে মঙ্গলবিষয়কবিচার পরিত্যক্ত হইল।

২ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সর্বাত্মকত্ব সর্বব্যাপকত্ব বা সর্বগতত্ব নহে। অঃ দীঃ ১ম পরিঃ পৃঃ ২২-৩। ন্যায়াদিমতে আকাশ সর্বব্যাপক বা সর্বগত হইয়াও যাহাদের ব্যাপন করিয়া বিদ্যমান তাহাদের হইতে তত্ত্বতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অদ্বৈতশাস্ত্রে ব্রহ্ম সর্বাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতিরেকে কেহই সৎ নহে।

অদ্বৈতদর্শনের ব্রহ্মরূপবিষয় যেমন উপস্থাপিত হইয়াছে, সেইরূপ "শঙ্কর"পদের দ্বারা সমূল অনর্থের নিবৃত্তি ও "আনন্দ"পদদ্বারা নিরতিশয়ানন্দরূপ প্রয়োজনও সূচিত হইয়াছে, ইহা পরে আলোচিত হইবে। জগতের সমস্ত প্রাণীই যে স্ব স্ব কর্মানুসারে ব্রহ্মস্বরূপ পূর্ণানন্দের মাত্রা বা অংশমাত্র অনুভব করিয়া থাকেন তাহাও বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৩।৩২) বিদ্যমান, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি", অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণী এই (ব্রহ্মরূপ পূর্ণ-) আনন্দেরই অল্পাংশ অনুভব করতঃ জীবন ধারণ করিয়া থাকে।[৩] এইরূপ শ্রুতিসমূহ স্মরণ করিয়া গ্রন্থকার বলিলেন, "যচ্ছঙ্করানন্দপদং স্বমাত্রয়া আনন্দয়ৎ অত্র জন্তূন্।" অদ্বৈতসিদ্ধান্তে এই পূর্ণানন্দস্বরূপের আচ্ছাদক অবিদ্যাই মূলাবিদ্যা যাহা সমগ্র জগতের মূল পরিণামী উপাদান। যে-সাধক জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া এই মূলাবিদ্যা বিনষ্ট অর্থাৎ অদর্শনপ্রাপ্ত[৪] হয় এবং সেই অবস্থায় ব্রহ্মাভিন্ন সাধক সমগ্র জগৎকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতিমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে তত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা সর্বপ্রকার ভেদের মূলীভূত মূলাবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হওয়ায় বামদেব ঋষির সর্বাত্মতার অনুভব হইয়াছিল (বৃহঃ উপঃ ১।৪।১০), "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে 'অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ' ইতি", অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মকে ("আমিই ব্রহ্ম" এইরূপে) দর্শন করিয়া ঋষি বামদেব অবগত হইয়াছিলেন, "আমিই মনু হইয়াছিলাম, আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম।" ব্রহ্মসূত্রে (১।১।৩০) বাদরায়ণ মুনি বামদেব ঋষির দৃষ্টান্ত অবলম্বনে সর্বাত্মতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপ শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র স্মরণ করিয়াই গ্রন্থকার বলিলেন, "সর্বাত্মভাবেন তথা পরত্র।" শ্লোকমধ্যে "তথা" শব্দের অনুরোধে "তথা" শব্দের পরিপূরক "যথা" শব্দ অধ্যাহার বা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা কেবল "তথা" পদ সাকাঙ্ক্ষ রহিয়া যাইবে। "যথা অত্র, তথা পরত্র"—ইহাই বক্তব্য। সমগ্র শ্লোকের অন্বয় এইরূপ হইবে—যৎ শঙ্করানন্দপদং (যথা) অত্র জন্তূন্ স্বমাত্রয়া আনন্দয়ৎ তথা পরত্র সর্বাত্মভাবেন (আনন্দয়ৎ), তৎ (শঙ্করানন্দপদং যেষু) হৃদব্জে বিভ্রাজতে (তে) যতয়ঃ (তস্মিন্ পদে) বিশন্তি। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রের বাক্যান্বয়াধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ১।৪।১৯-২২) "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ" এই সিদ্ধান্তসূত্রে (১।৪।২২) সূত্রকার বাদরায়ণ মুনি কাশকৃৎস্ন ঋষির মত অবলম্বন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে (বৃহঃ উপঃ ২।৪র্থ ব্রাহ্মণ ও ৪।৫ম ব্রাহ্মণ) জীবাভিন্ন ব্রহ্মই উপদিষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মই অবিদ্যাকর্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত নাম ও রূপের দ্বারা রচিত দেহাদিরূপ উপাধিতে জীবরূপে অবস্থান করিয়া সুখদুঃখাদিভোগ করিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রহ্মভিন্নরূপে জীব শ্রুতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে।[৫] সুতরাং জীব-ব্রহ্মের ভেদদৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম জীবকে স্বমাত্রানন্দদ্বারা আনন্দিত করিয়া থাকেন। অভেদদৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে যে শঙ্করানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই জীবরূপে মাত্রানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

যদিও "অত্র" অব্যয়ের অর্থ এইস্থানে এবং "পরত্র" অব্যয়ের অর্থ পরলোকে, তথাপি শ্লোকস্থ উক্ত দুই পদের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইবে না, কারণ পরলোকও সংসারের অন্তর্গত হওয়ায় ঐ স্থানাধিকারী প্রাণিগণও অবিদ্যাধিকারবশতঃ সর্বাত্মভাব অনুভব করিতে পারেন না। সুতরাং শ্লোকের "অত্র" পদের অর্থ হইবে, এই অবস্থায় অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পূর্বাবস্থায়। ফলে "পরত্র" পদের অর্থ হইবে পরবর্তী অবস্থায় অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অনন্তর। অতএব জীবের তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বকালে বিষয়ানন্দরূপ আনন্দাংশের ও তত্ত্বজ্ঞানকালে পূর্ণানন্দের অনুভব হইয়া থাকে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মস্বভাব

৩ পরমহংসোপঃ পঃ ১৫১ (এবং পরমহংসপরিব্রাজকোপঃ পৃঃ ৪২০), "যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি।"

৪ "বিনষ্ট" পদ নশ ধাতুঘটিত এবং অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী নশ ধাতুর অর্থ অদর্শন—নশ অদর্শনে।

৫ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।৪।২২ পৃঃ ৪১৭, "কাশকৃৎস্নস্যাচার্য্যস্যাবিকৃতঃ পরমেশ্বরো জীবো নান্যঃ ইতি মতম্।" পৃঃ ৪১৮, ৪২০, "অতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপরচিতদেহাদ্যুপাধিনিমিত্তো ভেদো ন পারমার্থিকঃ...।" শারীরকভাষ্যে আশ্মরথ্য ঋষি ও ঔডুলোমি ঋষির মত উপস্থাপিত হইয়া (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২০ ও ১।৪।২১) খণ্ডিত হইয়াছে।

না হইলে এইরূপে কালভেদে বা অবস্থাভেদে মাত্রানন্দ ও পূর্ণানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ নহে বলিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপস্থাপন করিতে গ্রন্থকার বলিলেন, "শঙ্করানন্দপদম্।" শঙ্করশ্চ অসৌ আনন্দশ্চেতি, এই প্রকার কর্মধারয়সমাসসিদ্ধ "শঙ্করানন্দ"পদের অর্থ প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা) হইতে অভিন্ন পরমাত্মা। "শঙ্করানন্দ" পদের এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে মাত্রানন্দ ও পূর্ণানন্দ ভিন্ন পদার্থ হইয়া যাইবে, ইহাতে শ্রুতি-সূত্রবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী "পদ" ধাতুর অর্থ গতি—পদ্যতে অর্থাৎ গম্যতে। যে-ধাতু গতিকে বুঝায় সেই ধাতু প্রাপ্তিকেও বুঝায় এবং জ্ঞানকেও বুঝাইয়া থাকে—যে যে গত্যর্থাঃ তে তে প্রাপ্ত্যর্থাঃ তে তে জ্ঞানার্থাঃ। সুতরাং পদ্যতে গম্যতে প্রাপ্যতে জ্ঞায়তে,[৬] ইহা বুঝিতে হইবে। শঙ্করানন্দরূপ পরব্রহ্মই সেই পদ অর্থাৎ গম্য বা গন্তব্যস্থান। কিন্তু যেহেতু ব্রহ্ম দেশবিশেষে অবস্থিত নহেন বলিয়া গম্য নহেন, জীবাত্মারই স্বরূপ, সেই হেতু ব্রহ্মগমনের অর্থ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি।[৭] কিন্তু যেহেতু জীব ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় ব্রহ্ম নিত্যপ্রাপ্তই—স্বরূপের অপ্রাপ্তি অসম্ভব, সেই হেতু ব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রাপ্তের প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে এবং প্রাপ্তের প্রাপ্তির অর্থ অপ্রাপ্তি-ভ্রমের নিবৃত্তিমাত্র। এইরূপ ভ্রমের মূলীভূত কারণ বা উপাদান অজ্ঞান এবং জ্ঞানভিন্ন অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান বা অনুভব আবশ্যক। এই শঙ্করানন্দপদরূপ ব্রহ্ম সাধক কোথায় অনুভব করিয়া থাকেন?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন (কঠোপঃ ১।৩।১), "গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে" অর্থাৎ শরীরের মধ্যে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণই পরব্রহ্মের উত্তম উপলব্ধিস্থান। কঠোপনিষদের অন্যত্র (১।২।১২, ২।১।৬), মুণ্ডক উপনিষদে (২।১।১০, ২।২।১) ইত্যাদি স্থলে ব্যবহৃত "গুহা" পদের অর্থ যে বুদ্ধি বা হৃদয় (অন্তঃকরণ) তাহা ব্রহ্মসূত্রের গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ১।২।১১-১২, ৩য় অধিঃ) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "যচ্ছঙ্করানন্দপদং হৃদব্জে বিভ্রাজতে তদ্ যতয়ো বিশন্তি।" অধোমুখ পদ্মকোরকসদৃশ বলিয়া বক্ষোমধ্যে অবস্থিত হৃদয়রূপ মাংসখণ্ডবিশেষকে হৃৎ-পদ্ম (অব্জ) বলা হয়। যদিও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অন্তঃকরণ বা মন সমগ্র শরীরব্যাপী, তথাপি হৃদয়ই মনের প্রধান নিবাসস্থান বা অধিষ্ঠান বলিয়া "হৃদব্জ" পদে হৃদয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণই বুঝিতে হইবে—(পঞ্চদশী ২।১২ পৃঃ ৩৫), "মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎ-পদ্মগোলকে স্থিতম্" অর্থাৎ দশেন্দ্রিয়ের প্রবর্তক (নিয়ন্তা) মনের হৃৎ-পদ্মই গোলক বা আশ্রয়স্থল। জ্ঞানী নিজ হৃদয়ে অর্থাৎ অন্তঃকরণেই পরব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া থাকেন, অন্যত্র নহে, যেহেতু জ্ঞানী ব্রহ্মস্বরূপই। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী ভ্রাজ্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি বা প্রকাশ—ভ্রাজ্ দীপ্তৌ। যদিও ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ তথাপি অবিদ্যাধিকৃত পুরুষের নিকট আচ্ছাদিত হওয়ায় উক্ত আবরণনিবৃত্তির জন্য (বিবরণমতে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণজন্য) অধিকারী পুরুষের অন্তঃকরণ অখণ্ডব্রহ্মাকারবৃত্তিরূপে পরিণত হইলে সেই অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিম্বিতচৈতন্যই সবাসন

৬ মেধাতিথিভাষ্য ২।১৬৫ পৃঃ ১৪৯ = পৃঃ ৩৮৬, "সর্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থা ইতি স্মৃতম্।"

৭ ব্রহ্মসূত্রের কার্য্যাধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।৭-১৪) বিস্তৃত বিচারপূর্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে নির্গুণব্রহ্মবিদের কুত্রাপি গতি হয় না এবং সগুণব্রহ্মবিদেরই কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রুতির যে যে স্থলে নির্গুণব্রহ্মবিদের প্রসঙ্গে গতি শ্রুত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে গত্যর্থক ধাতুর অর্থ স্বরূপপ্রাপ্তিমাত্র। ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৪।৩।১৪ পৃঃ ৯৯৮, "...গন্তব্যত্বানুপপত্তেঃ ব্রহ্মণঃ। যৎ সর্বগতং সর্বান্তরং সর্বাত্মকং চ পরং ব্রহ্ম 'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ', 'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম' (বৃহঃ উপঃ ৩।৪।১), 'য আত্মা সর্বান্তরঃ' (বৃহঃ উপঃ ৩।৪।১), 'আত্মৈবেদং সর্বম্' (ছাঃ উপঃ ৭।২৫।২), 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্' (মুঃ উপঃ ২।২।১১) ইত্যাদি শ্রুতি নির্ধারিতবিশেষং, তস্য গন্তব্যতা ন কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। ন হি গতমেব গম্যতে। অন্যো হি অন্যৎ গচ্ছতি ইতি প্রসিদ্ধং লোকে।" ঐ পৃঃ ৯৯৯, "...অতশ্চ গন্তব্যত্বানুপপত্তিঃ। 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।৬) ইতি চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গতিং নিবারয়তি। তদ্ ব্যাখ্যাতং 'স্পষ্টো হ্যেকেষাম্' (ব্রঃ সূঃ ৪।২।১৩) ইত্যত্র।" ঐ পৃঃ ১০০১, "ন কচিৎ পরব্রহ্মবিষয়া গতিঃ শ্রাব্যতে, যথা গতিপ্রতিষেধঃ শ্রাবিতঃ 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' ইতি, 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' (তৈত্তিঃ উপঃ ২।১।১) ইত্যাদিষু তু সত্যপি আপ্নোতেঃ গত্যর্থত্বে বর্ণিতেন ন্যায়েন [ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৪।৩।১৪ পৃঃ ৯৯৮ 'যৎ সর্বগতং সর্বান্তরং' ইত্যাদিপূর্বোদ্ধৃতসন্দর্ভেন] দেশান্তরপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ স্বরূপপ্রতিপত্তিরেব ইয়মবিদ্যাধ্যারোপিতনামরূপপ্রবিলয়াপেক্ষয়া অভিধীয়তে 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইত্যাদিবৎ ইতি দ্রষ্টব্যম্।"

অবিদ্যার নাশ করিয়া থাকে। এই তাৎপর্যোই গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে শঙ্করানন্দপদরূপপরব্রহ্ম হৃদব্জে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।[৮] ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তিই সাধকের নিকট "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকাররূপে নিজের নিত্য-সিদ্ধ-ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রকাশ। যেহেতু অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নসন্ন্যাসীই অদ্বৈতশাস্ত্রে মুখ্য অধিকারী এবং পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাস বিদ্যাঙ্গ[৯], সেইহেতু গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে যতি বা সন্ন্যাসিগণ বেদান্তবিচারজনিতব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা (মুঃ উপঃ ৩।২।৬) সেই পরব্রহ্মপদে প্রবেশ করিয়া থাকেন—"তদ্‌যতয়ো বিশন্তি।" "বিশ প্রবেশনে" এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে তুদাদিগণীয় বিশ্‌ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা। বস্তুতঃ "বিশন্তি" পদে অপ্রাপ্তদেশবিশেষের প্রাপ্তি যে বুঝাইবে না তাহা পূর্ব আলোচনায় গতার্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ, সর্বাত্মক ব্রহ্ম সন্ন্যাসিগণেরও আত্মস্বরূপ হওয়ায় তাঁহাতে প্রবেশের প্রসঙ্গই নাই,—এক পদার্থই অপর পদার্থে প্রবেশ করিতে পারে, যেমন দেবদত্তের গৃহপ্রবেশ। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে উপাধির অপগমে প্রতিবিম্ব যেমন বিম্বে প্রবেশ করে অর্থাৎ বিম্বস্বরূপমাত্রে অবস্থান করে, সেইরূপ অবিদ্যারূপ উপাধির অপগমে জীব অবিদ্যাকল্পিত জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপমাত্ররূপে অবস্থান করেন। গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকাংশের দ্বারা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শ্লোকাংশ (গীতা ৮।১১) স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, "বিশন্তি যদ্‌ যতয়ো বীতরাগাঃ।" বলা বাহুল্য, গ্রন্থারম্ভে যিনি এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছেন সেই গ্রন্থকারের চিত্তে শ্লোকার্থরূপে পরব্রহ্মস্বরূপ উদিত হওয়ায় গ্রন্থকার যে স্বীয় গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য ইষ্টদেবতাস্মরণরূপ মঙ্গল করিয়াছেন এবং শিষ্যশিক্ষার্থে যে তাহা গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই। পরব্রহ্মপক্ষে ইহাই প্রথম শ্লোকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য।

গুরু-প্রণামপক্ষে প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা

গুরুবন্দনাপক্ষে উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় অর্থ এইরূপ।

শঙ্করানন্দ বিদ্যারণ্য মুনির (সম্ভবতঃ সন্ন্যাস-) গুরু ছিলেন, ইহা বিদ্যারণ্যমুনির অপরগ্রন্থ পঞ্চদশীর প্রথম শ্লোক হইতে জানা যায়, "নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে।" ক্লীবলিঙ্গ "অম্বুজন্মন্‌" শব্দের অর্থ পদ্ম—অম্বু অর্থাৎ জল হইতে জন্মন্‌ অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার, তাহাই অম্বুজন্মন্‌। পদ্মে উক্ত শব্দের রূঢ়ি প্রয়োগ হইয়াছে। সেই গুরু শঙ্করানন্দের চরণকমল যাঁহার হৃদয়ে শোভা পাইতেছে অর্থাৎ যে-গুরুভক্ত শিষ্য গুরুর চরণ স্বীয় অন্তঃকরণে ধ্যান করেন, তিনি গুরুর কৃপায় তৎ-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গ্রন্থকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে গুরু যখন পরব্রহ্মস্বরূপ এবং পরব্রহ্মই যখন নরাকার ধারণ করিয়া গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন পরব্রহ্মসম্বন্ধে(প্রথম ব্যাখ্যায়) যাহা বলা হইয়াছে

৮ এই স্থলেও গ্রন্থকার ভেদ-দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই বলিয়াছেন যে শঙ্করানন্দপদ হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তৈত্তিরীয় উপনিষদে শ্রুত হইয়াছে যে পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট পদার্থে স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছিলেন (তৈত্তিঃ উপঃ ২।৬), "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" সুতরাং অভেদদৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে যে সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপব্রহ্মই অন্তঃকরণরূপ হৃদয়-গুহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং অবিদ্যার উচ্ছেদে অবিদ্যোপাদান অন্তঃকরণের প্রবিলয়ে বিম্বরূপে প্রকাশিত হন, (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।৪।২২ পৃঃ ৪২১), "ন হি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্‌' (তৈত্তিঃ উপঃ ২।১) ইতি কাঞ্চিদেবৈকাং গুহামধিকৃত্যোতদুক্তম্‌। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যো গুহায়াং নিহিতোঽস্তি, 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' (তৈত্তিঃ উপঃ ২।৬) ইতি স্রষ্টুরেব প্রবেশ-শ্রবণাৎ।" ভামতী ঐ, "যথা হি বিম্বস্য মণিকৃপাণাদয়ো গুহা, এবং ব্রহ্মণোঽপি প্রতিজীবং ভিন্না অবিদ্যা গুহা ইতি।" লক্ষণীয় ভামতীকার প্রতি জীবে অবিদ্যাভেদ স্বীকার করিয়া (ভামতী ১।৪।৩ পৃঃ ৩৭৭) প্রতিপুরুষপ্রপঞ্চভেদবাদ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা বিবরণাদিগ্রন্থে খণ্ডিত হইয়াছে। যাঁহারা ভামতীকারকে প্রতিবিম্ববাদ-দ্বেষী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা উপরি উদ্ধৃত ভামতী-সন্দর্ভ লক্ষ্য করিবেন। ভামতী ও বিবরণমতে জীবের লক্ষণ যে ভিন্ন, তাহা পরে বলা হইবে।

৯ ব্রহ্মসূত্রের পরামর্শাধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১৮-২০ ; "যদ্যপি পরামর্শ এব" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভ হইতে অধিকরণসমাপ্তি পর্য্যন্ত ভাষ্যসন্দর্ভ দ্বিতীয় বর্ণক, ৩।৪।২০ পৃঃ ৮৮০-৮৪) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সর্বকর্মত্যাগী সন্ন্যাসীই অদ্বৈতশাস্ত্রে মুখ্য অধিকারী—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৩।৪।২০ পৃঃ ৮৮৪, "ব্রহ্মজ্ঞানপরিপাকাঙ্গত্বাচ্চ পারিব্রাজ্যস্য...।" বিবরণ ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬৯৫ = পৃঃ ৫৪৯, "সর্বত্র আত্মজ্ঞানপ্রকরণে সন্ন্যাসস্য বিহিতত্বাৎ শ্রবণাদ্যঙ্গতয়া আত্মজ্ঞানফলতা চ সন্ন্যাসস্য সিদ্ধা।"

গুরুসম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সর্বশেষ মন্ত্রে[১০] (৬।২৩) বলা হইয়াছে, 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" অর্থাৎ—যাঁহার পরমেশ্বরে যেরূপ ভক্তি আছে গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি বিদ্যমান, সেই মহাত্মার নিকট এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত বিষয়সমূহ প্রকাশিত অর্থাৎ স্বানুভবযোগ্য হইয়া থাকে (অন্যের নিকট নহে)। উপনিষৎ অনুসারেই গুরুগীতা প্রভৃতি গ্রন্থে গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরব্রহ্ম (গুরুগীতা, শ্লোঃ ২৫), শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব (ঐ শ্লোঃ ১০০) ইত্যাদি বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার "যতয়ো বিশন্তি" বলিয়া যে-বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা "মন্নাথো শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ", এই ন্যায়ে (গুরুগীতা শ্লোঃ ৩৬) বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আমার প্রভু যেমন জগতের প্রভু, জগতের ভিন্ন কোন প্রভু নাই, সেইরূপ আমার গুরুই জগদ্‌গুরু ; যেহেতু গুরু জগন্নাথ হইতে ভিন্ন নহেন। সুতরাং আমার গুরু শঙ্করানন্দের পাদপদ্মে যে সকল যতি প্রবেশ করিবেন তাহাতে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই। কেবল এই স্থলে একটি বিশেষ মনে রাখিতে হইবে যে তিন লোকে সমস্ত পদার্থের সহিত অদ্বৈতবুদ্ধি (সর্বাত্মতা) অনুমোদিত হইলেও গুরুর সহিত অদ্বৈতবুদ্ধি সর্বথা বর্জনীয় ; কারণ অপকৃষ্ট শিষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুরু ভিন্নরূপে অনুভূত না হইলে গুরুসেবার দ্বারা জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে (শঙ্করাচার্যরচিত সারতত্ত্বোপদেশ, শ্লোঃ ৩), "অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।" সুতরাং পরব্রহ্ম ও গুরু অভিন্ন হইলেও ব্রহ্মরূপে অদ্বৈতভাব কাম্য, কিন্তু গুরুরূপে অদ্বৈতবুদ্ধি কাম্য নহে। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পর জীবন্মুক্তি অবস্থায় জগৎসংসারের ন্যায় গুরুও নাই, গুরুর উপদেশও নাই—(অবধূতগীতা ১।৫৪ পৃঃ ২১), "ন গুরুর্নোপদেশশ্চ।" কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা।

শাস্ত্রারম্ভে অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের পরিচয় প্রদান না করিলে কাহারও শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্তি হয় না। যাহা নিজজ্ঞানের দ্বারা পুরুষকে প্রেরণ করে, তাহাই অনুবন্ধ—(বালবোধিনী কণ্ডিকা ৫ পৃঃ ২) "পুরুষমনুবধ্নাতি স্বজ্ঞানেন প্রেরয়তীত্যনুবন্ধঃ।" অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধকে অনুবন্ধচতুষ্টয় বলা হয়, কারণ ইহাদের জ্ঞান হইলেই পুরুষ শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যদিও সাধারণতঃ পঠন-পাঠনে, এমন কি গ্রন্থাদিতেও, অধিকারীর সর্বশেষে উল্লেখ করা হইয়া থাকে[১১] তথাপি ব্রহ্মসূত্রকে অনুসরণ করিয়া সর্বপ্রথম অধিকারীর উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকার-বিচার যে সমগ্র শাস্ত্রের উপোদ্‌ঘাতস্বরূপ এবং অধিকার সর্বপ্রথম নিরূপিত না হইলে অন্যান্য বিচার যে দৃঢ়ীকৃত হয় না, তাহা মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধিকার-বিধি আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনধিকারীর শাস্ত্রচর্চা যে শুধু নিষ্ফল তাহা নহে, সকলের পক্ষেই অনর্থকরও বটে। এই কারণে প্রথম ব্রহ্মসূত্রের প্রথম পদ "অথ" অধিকারী নিরূপণ করিয়া সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রকে সার্থক করে। স্বাধ্যায়-বিধি বিচার-প্রসঙ্গে বেদান্ত-শাস্ত্রে অধিকার নিরূপিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই যে অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয়, ইহা শ্লোকের প্রথম ব্যাখ্যার দ্বারাই সূচিত হইয়াছে। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য ব্রহ্মস্বরূপই হওয়ায় প্রথম ব্রহ্মসূত্রের "ব্রহ্ম"রূপ দ্বিতীয় পদের দ্বারা অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয় উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম মীমাংসাসূত্রের "ধর্ম"রূপ দ্বিতীয় পদের দ্বারা যেমন বুঝা যায় যে ধর্ম ও অধর্ম উভয়ই মীমাংসা-দর্শনের বিষয়, সেইরূপ "ব্রহ্ম"পদের দ্বারা নির্গুণ ও সগুণ উভয়রূপেই ব্রহ্ম অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয়, ইহা বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মেই অদ্বৈতদর্শনের চরম তাৎপর্য্য এবং উপাসনায় সবিশেষ ব্রহ্মের উপযোগ বিদ্যমান, ইহা ব্রহ্মসূত্রের উভয়লিঙ্গাধিকরণ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১১-২১ ৫ম অধিঃ) প্রভৃতি স্থলে (যেমন ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪ পৃঃ ৪৬২ ভাষ্যশেষ) প্রতিপাদিত হইয়াছে।[১২] অদ্বৈতশাস্ত্রের প্রয়োজন অনর্থহেতুর প্রহাণ (অধ্যাসভাষ্য পৃঃ ৪৫, "অস্যানর্থহেতোঃ

---

১০ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ঈশ প্রভৃতি উপনিষদের ন্যায় সংহিতা বা মন্ত্রভাগের অন্তর্গত বলিয়া উহাকে মন্ত্রোপনিষৎ বলা হয়। এইজন্য ইহার প্রতিটি শ্লোককে মন্ত্র, এমন কি বর্ণকেও মন্ত্রবর্ণ বলা হইয়া থাকে।

১১ বেদান্তসার ইহাদের মধ্যে অন্যতম ব্যতিক্রম। বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী কণ্ডিকা ৫, পৃঃ ১২, "স্বার্থপ্রতিপত্তারমনাশ্রিত্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্ত্যযোগাৎ আদৌ অধিকার্যানুবন্ধাপেক্ষা, তস্য চ বিষয়বোধমন্তরেণাপ্রবৃত্তের্বিষয়স্য তদানন্তর্য্যং, বিষয়স্য চ শক্যপ্রতিপাদ্যত্বসিদ্ধয়ে সম্বন্ধস্য বিষয়ানন্তর্য্যং, প্রয়োজনস্য চরমত্বং প্রসিদ্ধমিত্যুদ্দেশপাঠক্রমো [মূলে] বিবক্ষিতঃ।"

১২ বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫১৫- = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১৬- ; ৫ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৮৬৯- = মাদ্রাজ পৃঃ

প্রহাণায়")। প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়-কর্তৃ-কর্ম-কার্য্য-ভোক্তৃ-ভোগ-ভোগ্যত্ব—এইরূপ নববিধ পদার্থই অনর্থ[১৩] এবং উহার হেতু বা মূল উপাদানরূপ অবিদ্যার প্রহাণ বা নিবৃত্তি এবং ঐরূপ নিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত নিরতিশয়ানন্দরূপ ব্রহ্মই অদ্বৈতশাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহাই শ্লোকের যথাক্রমে "শঙ্কর" ও "আনন্দ" পদ দুইটির দ্বারা সূচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে অদ্বৈতদর্শনে ব্রহ্মই বিষয় এবং ব্রহ্মই প্রয়োজন, ব্রহ্মস্বরূপমোক্ষ ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রয়োজন নাই—(মুণ্ডক উপঃ ৩।২।৯) "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" অর্থাৎ, ব্রহ্মই বেদনের বিষয় এবং ব্রহ্মভবনই ব্রহ্মবেদনের ফল হওয়ায় ব্রহ্মভবনই মুমুক্ষুর পরম প্রয়োজন। বস্তুতঃ অদ্বৈতদৃষ্টিতে (বিবরণসিদ্ধান্তে) অন্তঃকরণ ও তৎসংস্কারাবচ্ছিন্ন অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিতরূপে জীবভাবাপন্ন ব্রহ্মই অধিকারী ; মূলাবিদ্যার দ্বারা আবৃত অজ্ঞাতরূপে ব্রহ্মই প্রমেয় বা বিষয় এবং পূর্ণানন্দৈকরসরূপে প্রকাশমান ব্রহ্মই প্রয়োজন।

অধিকারী, বিষয় ও প্রয়োজন জানিলে উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধও বুঝা যাইবে, ফলে সম্বন্ধ বহুবিধ। অধিকারী ও প্রয়োজনের মধ্যে স্বস্বামিভাবসম্বন্ধ অথবা কাম্য-কামকভাবসম্বন্ধ বিদ্যমান। প্রয়োজন বিষয়জ্ঞানসাধ্য এবং বিষয়জ্ঞান প্রয়োজনসাধন হওয়ায় বিষয় ও প্রয়োজনের মধ্যে জ্ঞানদ্বারা সাধ্যসাধনভাবরূপসম্বন্ধ বর্ত্তমান। বিষয় ও শাস্ত্রের মধ্যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবসম্বন্ধ এবং শাস্ত্র ও প্রয়োজনের মধ্যে স্বজন্যজ্ঞানসাধ্যত্ব-স্বজনকজ্ঞানজনকত্বাদিরূপ সম্বন্ধ অনুসন্ধেয়। প্রথম "স্ব" পদে শাস্ত্র ও দ্বিতীয় "স্ব" পদে প্রয়োজন ধর্ত্তব্য। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"রূপ প্রথম ব্রহ্মসূত্রের চারিটি পদের দ্বারা যথাক্রমে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারী, সম্বন্ধ, বিষয় ও প্রয়োজন সূচিত হওয়ায় অদ্বৈতশাস্ত্রের অনুবন্ধ-চতুষ্টয় সুপরিজ্ঞাত।[১৫] বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের অন্তর্গত "শঙ্করানন্দপদ" পদের দ্বারা বিষয়, "আনন্দ"পদের দ্বারা প্রয়োজন এবং "যতয়ঃ" পদের দ্বারা অধিকারী সূচিত হইয়াছে। উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বয়ং উহনীয় ; আশীর্বাদ, নমস্কার ও বস্তুনির্দেশভেদে ত্রিবিধ মঙ্গলই আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বিদ্যমান—শিষ্যাদির প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষাবচনরূপ আশীর্বাদ, গ্রন্থের

৬২২-।

১৩ বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৪২৩ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩৪৩। পদ্যবার্ত্তিক ১ম বর্ণক পৃঃ ৮১ ও পৃঃ ৪৮৫। পুঃ দীঃ ৫।১৫ পৃঃ ২৬৩।

১৪ অধ্যাসভাষ্যশেষে "অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়, আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে" ভাষ্যাংশের উপর সটীক পঞ্চপাদিকা (১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৪৮৬- = মাদ্রাজ পৃঃ ১৬২-) ও সটীক বিবরণ (মেট্রোঃ পৃঃ ৪৮৬- = মাদ্রাজ পৃঃ ৩৭২-) দ্রষ্টব্য। যদিও ভাষ্যে প্রথমে অনর্থহেতুপ্রহাণ ও পরে আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি পঠিত হইয়াছে, তথাপি মীমাংসা-ন্যায় অনুসারে পাঠক্রম অপেক্ষা আর্থক্রম প্রবল হওয়ায় প্রথমে আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি ও পরে অনর্থহেতুপ্রহাণ বুঝিতে হইবে— যেমন শ্রুতিমধ্যে (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২।১।২।৮ ; ২।১।৩।৭) প্রথমে "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ও পরে (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২।১।৯।৮) "ওদনং পচতি" থাকিলেও প্রথমে ওদনপাক না করিয়া অগ্নিহোত্রহোমকর্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব হওয়ায় ব্যুৎক্রমে সম্বন্ধ করিতে হয়, সেইরূপ। বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৪৯৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩৯০-৯১ এবং শাবরভাষ্য ৫।১।২ ক্রমস্য কচিদার্থিকত্বাধিকরণম্ পৃঃ ৫৮৯ = পৃঃ ১১০। অদ্বৈতদর্শনে নিরতিশয়ব্রহ্মানন্দস্ফুরণ স্বতঃপুরুষার্থরূপে স্বীকৃত হইলেও অবিদ্যানিবৃত্তি এবং দুঃখাভাব স্বতঃপুরুষার্থ কি না, এই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। যেমন চিৎসুখাচার্য্যমতে উহারা স্বতঃপুরুষার্থ নহে। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ও কৃষ্ণালঙ্কারটীকা ৪।৩ পৃঃ ৫০৬-৯ এবং বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী ও প্রকাশটীকা ৪র্থ পরিচ্ছেদ শ্লোঃ ৮-৯, পৃঃ ১২৫-২৬ দ্রষ্টব্য।

১৫ বিঃ প্রঃ সং ৪র্থ বর্ণক শ্লোঃ ১-২ পৃঃ ২২৫, "তৃতীয়বর্ণকে সূত্রপদবাক্যার্থ ঈরিতঃ। অধিকার্যথশব্দেন তত্র সাক্ষাৎ প্রসাধিতঃ ॥ সূত্রিতং ত্রিতয়ং ত্বেতৎ সম্বন্ধো বিষয়ঃ ফলম্।" ঈরিত অর্থাৎ কথিত। পদ্যবার্ত্তিক, অধ্যাসভাষ্য পৃঃ ২১, "যদ্ধি প্রয়োজনবৎ সবিষয়ং সম্বদ্ধং সাধিকারিকং চ, তৎ পরীক্ষ্যতে লোকে। যথা, ধর্মপ্রমাণম্ ; যন্নৈবং তন্নৈবং, যথা জরদ্গবাদিবাক্যম্।" ঐ পৃঃ ২৮, " 'অথ'শব্দেন সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নোঽধিকারী সূচিতঃ। 'অতঃ'শব্দেন সম্বন্ধঃ, 'ব্রহ্ম'শব্দেন প্রত্যগাত্মনঃ সচ্চিদানন্দানন্তাদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপমিতি বিষয়ঃ। 'জিজ্ঞাসা'পদেন চ সর্বানর্থনিবৃত্তিরানন্দাবাপ্তিশ্চ প্রয়োজনমিতি।" নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থফলোপভোগবিরাগ, শম-দম-তিতিক্ষা-উপরতি-শ্রদ্ধা-সমাধানরূপ ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব—ইহারাই সাধন চতুষ্টয়। ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ৭১ এবং বিবরণ ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৭২৬- = মাদ্রাজ পৃঃ ৫৫৮-। বিভিন্ন উপনিষদে সাধনচতুষ্টয়ের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। বেদান্তপরিভাষার বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইহাদের বিশেষ পরিচয় আছে।

নির্বিঘ্নপরিসমাপ্তির জন্য স্বাপকর্ষবোধানুকূলব্যাপাররূপ নমস্কার এবং ব্রহ্মরূপ বস্তুর নির্দেশ। সুতরাং বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম মঙ্গলশ্লোক অনবদ্য।[১৬]

১৬ "অশীর্বাদনমস্কারবস্তুনির্দেশভেদতঃ। মঙ্গলং ত্রিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রাদীনাং মুখাদিষু॥" এই শ্লোকে "মুখ" পদের অর্থ আদিতে বা প্রথমে। "আদি" পদে মধ্য ও অন্ত্যও বুঝিতে হইবে, কারণ মহাভাষ্যে মধ্যে ও অন্ত্যেও মঙ্গল বিহিত হইয়াছে। শুভাশংসনম্ আশীঃ, অর্থাৎ শিষ্যাদির প্রতি শুভ কামনাই "আশীঃ" পদের অর্থ। অদাদিগণীয় আত্মনেপদী বস্ ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন—বস আচ্ছাদনে। ব্রহ্ম জগৎসংসারকে সত্তা ও স্ফূর্তির দ্বারা আচ্ছাদন বা ব্যাপন করিয়া থাকেন বলিয়া "বস্তু" পদে ব্রহ্মই বুদ্ধিস্থ হয় — (বেদান্তসংজ্ঞাবলী শ্লোঃ ৫ পৃঃ ২ ; শ্লোক ২৩৫ পৃঃ ৮৮) "বস্তু ব্রহ্ম চিদানন্দমজ্ঞানাদ্যমবস্তুকম্॥" "বস্তু ব্রহ্মেতি তৎপ্রোক্তং প্রপঞ্চস্তদ্বিবর্তকঃ। ততশ্চাস্য প্রপঞ্চস্য বুধ্যতাং বস্তুমাত্রতা॥"

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রী অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে মঙ্গলশ্লোকবিচার নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রন্থকার-প্রতিজ্ঞা

দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা

ভাষ্যটীকা-বিবরণং তন্নিবন্ধনসংগ্রহঃ।
ব্যাখ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাবক্লেশহানায় রচ্যতে ॥ ২ ॥

প্রশ্ন হইবে, গ্রন্থকার যে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেই গ্রন্থের প্রামাণ্য কি যাহাতে তাহা সুধীসমাজে আদরণীয় হইবে? গহনসম্প্রদায়হীন নির্মূল স্বকল্পিতরচনা কি কাকদন্তপরীক্ষাগ্রন্থের ন্যায় উপেক্ষণীয় নহে? গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের দ্বারা এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহকার বলিলেন, "ভাষ্যটীকা" ইত্যাদি। ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যদিও এই স্থলে সামান্যতঃ "ভাষ্য"পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি প্রকরণবলে "ভাষ্য"পদ ব্রহ্মসূত্রের উপর ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিত শারীরকভাষ্যকেই বুঝাইবে।[1] আচার্য্যকৃত শারীরকভাষ্যের উপর টীকারূপে দুইটি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ—আচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্যবিরচিত "পঞ্চপাদিকা" এবং বাচস্পতিমিশ্রকৃত "ভামতী"।[2] সুতরাং শ্লোকের "টীকা"পদে কোন্ টীকা গ্রহণীয়?

উত্তর এই, "বিবরণ"পদসন্নিধানে "টীকা" পদ পদ্মপাদাচার্য্যবিরচিত "পঞ্চপাদিকা" নামক টীকাকেই বুঝাইবে। প্রকাশাত্ম যতি বিরচিত "বিবরণ" নামক গ্রন্থ পঞ্চপাদিকার উপর টীকা। যদিও "বিবরণ" পদের অর্থ "তৎসমানার্থবোধকপদান্তরেণ তদর্থকথনম্" অথবা "পূর্বোচ্চরিতবাক্যস্যোত্তরবাক্যেনার্থকথনম্", তথাপি আলোচ্যস্থলে "বিবরণ"পদ অদ্বৈতসম্প্রদায়ের অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থবিশেষে রূঢ়।

গ্রন্থকার এই তিনটি গ্রন্থের নামোল্লেখের দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে তিনি এই গ্রন্থত্রয়ের বিষয়সমূহকেই সংগ্রহ করিয়া "বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত গ্রন্থসমূহের প্রামাণ্যই তাঁহার গ্রন্থের প্রামাণ্য; তিনি কল্পনামাত্র করেন নাই।

প্রশ্ন হইবে, উক্ত গ্রন্থসমূহ থাকিতে অভিনব একটি গ্রন্থরচনার প্রয়োজন কি?

১ ভাষ্যলক্ষণবিচারের জন্য অধ্যায়ান্তে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২ টীকার লক্ষণ এইরূপ—"মূলগ্রন্থস্য অপ্রতিপত্তিবিপ্রতিপত্ত্যন্যথাপ্রতিপত্তিনিবারণেন তৎকর্তুরভিপ্রেতার্থস্য শব্দান্তরেণ বিবরণম্।" অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ মূলগ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থের অগ্রহণ, বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ গ্রন্থের প্রতিপাদ্যবিষয়ে সংশয় এবং অন্যথাপ্রতিপত্তি অর্থাৎ গ্রন্থের অভিপ্রেত অর্থের বিপরীত অর্থগ্রহণ বা ভ্রম। মূলগ্রন্থবিষয়ে এইরূপ অগ্রহণ, সংশয় ও ভ্রমই সেই গ্রন্থের টীকাকার দূরীভূত করিয়া যথার্থগ্রহণে সহায়তা করিয়া থাকেন। কিরূপে করিয়া থাকেন?—উত্তর এই, শব্দান্তরের সাহায্যে করিয়া থাকেন। মূল-গ্রন্থের পদপ্রয়োগে ও অর্থ-গভীরতায় সাধারণ পাঠকের প্রবেশ না হওয়ায় টীকাকার পদান্তরপ্রয়োগদ্বারা ও বিস্তৃত বিবরণের দ্বারা মূলগ্রন্থকে উপাদেয় (গ্রহণ-যোগ্য) করিয়া থাকেন। বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৪৬ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮, "...শাস্ত্রার্থে অপ্রতিপত্ত্যন্যথাপ্রতিপত্তিবিপ্রতিপত্তিসম্ভবাৎ।" অধ্যেতার মলিনচিত্তদর্পণের পরিমার্জনের জন্যই টীকাগ্রন্থের প্রয়োজন। এইস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে পদ্মপাদাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থকে কুত্রাপি "টীকা" বা "পঞ্চপাদিকা" নামে অভিহিত করেন নাই, স্বীয় গ্রন্থকে ভাষ্যের ব্যাখ্যামাত্র বলিয়াছেন (পঞ্চপাদিকা মঙ্গলাচরণের পঞ্চম শ্লোক মেট্রোঃ পৃঃ ২০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৬), "ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তদ্ব্যাখ্যাং শ্রদ্ধয়ারভে ॥" কিন্তু দার্শনিকসমাজে উক্ত গ্রন্থ টীকারূপেই প্রসিদ্ধ এবং অন্যান্য গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থের "পঞ্চপাদিকা" নাম (বিবরণ ৭ম শ্লোক মেট্রোঃ পৃঃ ১৪ = মাদ্রাজ পৃঃ ৯ "ব্যাখ্যাস্যে পঞ্চপাদিকাম্") ও "পঞ্চপাদী" নাম (কল্পতরু ১।২।২৬ পৃঃ ২৬৪, "পঞ্চপাদীকৃতস্তু"; ১।৩।১৭ পৃঃ ২৯৮ "পঞ্চপাদ্যাং তু") উভয়ই দৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভামতী টীকারূপে প্রসিদ্ধ হইলেও ভামতীর মধ্যে অন্ততঃ তিনটি স্থলে ভাষ্য-বিরোধ সুস্পষ্ট হওয়ায় ভামতীর টীকা কল্পতরুতে অমলানন্দ ভামতীগ্রন্থকে টীকা না বলিয়া বার্ত্তিক বলিয়াছেন—কল্পতরু ২।৪।১৯ পৃঃ ৬৪৯। বেদান্ত-পরিভাষার বাংলাব্যাখ্যায় এই বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

উত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন, "ব্যাখ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাব" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই, পঞ্চপাদিকা শারীরকভাষ্যের উপর এবং বিবরণ পঞ্চপাদিকার উপর টীকা হওয়ায় উহাদের মধ্যে ব্যাখ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাব বিদ্যমান। যে-স্থলে ব্যাখ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাব বিদ্যমান, সেইস্থলে মূলগ্রন্থের প্রতীক উদ্ধার, তাহার ব্যাখ্যা, সঙ্গতি প্রভৃতি প্রদর্শন, পদযোজনা, অক্ষরযোজনা ইত্যাদি বহুবিধ ক্লেশকর কর্ম অবশ্যম্ভাবী। ফলে মন্দবুদ্ধি ও মধ্যমবুদ্ধিগণ সেই ভাষ্যাদি দুরূহগ্রন্থে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। গ্রন্থকার ঐরূপ ব্যাখ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাবরূপ ক্লেশহানির নিমিত্তই কেবল প্রমেয়সমূহ গ্রহণ করিয়াই মন্দ-মধ্যমবুদ্ধির জন্য গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। সুতরাং একটি অভিনব গ্রন্থ-রচনা নিরর্থক নহে। বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের সর্বশেষে গ্রন্থের প্রয়োজন প্রদর্শন করিতে গ্রন্থকার অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সং পৃঃ ৩৪০), "সংগৃহীতং বিবরণং সহানেকৈর্নিবন্ধনৈঃ। টীকায়াসং বিনা লোকাঃ ক্রীড়ান্ত্বত্র যথাসুখম্ ॥" তাৎপর্য্য এই, অন্যান্য অদ্বৈতাচার্য্যের গ্রন্থসমূহে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের সহিত "বিবরণ"গ্রন্থে প্রতিপাদিত প্রমেয় বা বিষয়সমূহ গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে সমন্বয়পূর্বক[৩] সংগ্রহ করিয়াছেন যাহাতে টীকা ব্যতিরেকে অনায়াসে অধ্যেতা অদ্বৈতশাস্ত্রে যথাসুখ বা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন। টীকাদ্বারা অর্থবোধ করিতে হইলে মূলগ্রন্থের সহিত টীকা অধ্যয়ন করিতে হয় বলিয়া উহা ক্লেশকর। গ্রন্থকার সাধারণ পাঠকের অনুগ্রহার্থ একটি সহজবোধ্য গ্রন্থ রচনা করায় উহা সার্থক। টীকা বা ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ পূর্বে বোদ্ধব্য ছিল কি না তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে বর্ত্তমানকালীন সহৃদয় পাঠক টীকা বা ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ" গ্রন্থে যথাসুখ ক্রীড়া করিতে পারেন কি না, তাহা নিজ নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিবেন। "নিবন্ধ" পদের অর্থ গ্রন্থরচয়িতা বা টীকাকার ; তাঁহার রচিত গ্রন্থ বা টীকাই আলোচ্য শ্লোক দুইটিতে ব্যবহৃত কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন "নিবন্ধন" পদের অর্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

ভাষ্য-লক্ষণ-বিচার

বিবরণাচার্য্য এইরূপ ভাষ্য-লক্ষণ উপস্থাপন করিয়াছেন (মেট্রোঃ পৃঃ ২০-১ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৩), "সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুকারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥" অর্থাৎ, যে-গ্রন্থে সূত্রানুসারী বাক্যসমূহের দ্বারা সূত্রার্থের বর্ণন থাকে এবং স্বপদবর্ণন থাকে, সেই গ্রন্থকেই ভাষ্যবিদ্‌গণ ভাষ্য বলিয়া জানেন। উক্ত লক্ষণ-বাক্যের পদব্যাবৃত্তি এইরূপ।

"বর্ণ্যতে যত্র কিঞ্চিত্তদ্ভাষ্যম্" এইমাত্র ভাষ্যের লক্ষণ বলিলে শব্দবর্ণনও ভাষ্য হইয়া যাইবে, এইজন্য ভাষ্য-লক্ষণবাক্যশরীরে "অর্থ" পদ নিবিষ্ট হইয়াছে। "অর্থো বর্ণ্যতে যত্র তদ্ভাষ্যম্" ভাষ্যের এইরূপ লক্ষণ-স্বীকারে লক্ষণের শব্দবর্ণনে অতিব্যাপ্তি বারিত হইলেও সূত্র অথবা সাগরাদিবর্ণনও ভাষ্য-লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় "সূত্র" বিশেষণ যোগ করিতে হইবে। সূত্রে বা সাগরাদিবর্ণনে সূত্রার্থবর্ণন নাই। "সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র তদ্ভাষ্যম্" এইমাত্র বলিলেও পদবৃত্তিতে (টিপ্পনী বা চূর্ণিকায়) ভাষ্য-লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ হওয়ায় "বাক্যৈঃ" পদ সার্থক। "সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ তদ্ভাষ্যম্" এইরূপ ভাষ্য-লক্ষণ স্বীকার করিলেও বার্ত্তিকে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে, কারণ বার্ত্তিকেও বাক্যদ্বারা সূত্রার্থবর্ণন থাকে ; এইজন্য "সূত্রানুকারিভিঃ" পদ আবশ্যক। বার্ত্তিকে উক্তানুক্তদুরুক্তচিন্তন বর্ত্তমান,

৩ বস্তুতঃ "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ" বিবরণসম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইলেও উহার মধ্যে ভামতীসম্প্রদায়ের বহু সিদ্ধান্ত, এমন কি বিবরণ-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তও স্থান পাইয়াছে। ইহার ফলে আদৌ সমন্বয় হইয়াছে কি না, অথবা বিবরণবিরোধে গ্রন্থকারের ন্যূনতা প্রকাশ পাইয়াছে কি না, তাহা সেই সেই স্থলে স্পষ্টতঃ প্রদর্শিত হইবে।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে দ্বিতীয় শ্লোকবিচারে
গ্রন্থকার-প্রতিজ্ঞা নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

কিন্তু ভাষ্যে দুরুক্তচিন্তন থাকে না : বস্তুতঃ বার্ত্তিকে সূত্রপ্রতিকূলবর্ণনও সম্ভব, কারণ ভাষ্যের উপর যেমন বার্ত্তিক বিদ্যমান, সেইরূপ সূত্রগ্রন্থের উপরও বার্ত্তিক বর্ত্তমান। কিন্তু ভাষ্য সর্বদাই সূত্রানুকারী—সূত্রম্ অনুকরোতি অনুসরতি ইতি সূত্রানুকারী। দুরুক্তচিন্তনরাহিত্যাই সূত্রানুকারিত্ব। "সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুকারিভিঃ তদ্‌ভাষ্যম্" এইরূপ ভাষ্যলক্ষণগ্রহণে বৃত্তিগ্রন্থে অতিব্যাপ্তি হওয়ায় "স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে" অংশ যোগ করিতে হইবে। বৃত্তিগ্রন্থে সূত্রানুকারী বাক্যদ্বারা সূত্রার্থবর্ণন থাকিলেও স্বপদবর্ণন নাই। বস্তুতঃ স্বপদবর্ণন ভাষ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহা ভাষ্যগ্রন্থভিন্ন অন্যপ্রকার গ্রন্থে সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। সংগ্রহবিবরণাত্মক প্রকরণগ্রন্থে কদাচিৎ স্বপদবর্ণন থাকায় "স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে যত্র তদ্‌ভাষ্যম্" এইরূপ ভাষ্য-লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া "সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র" বাক্যাংশ সার্থক।

আপত্তি হইবে, আচার্য্যকৃত উপনিষদ্‌ব্যাখ্যাসমূহে সূত্রার্থবর্ণন না থাকায় উহারা ভাষ্য-পদবাচ্য হইতে পারে না ; তাহা হইলে উহাদের ভাষ্যত্ব-প্রসিদ্ধির কি গতি হইবে ? তাঁহার রচিত গীতাব্যাখ্যাকেই বা কিরূপে ভাষ্য বলা যাইবে ?

উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে উক্ত ভাষ্য-লক্ষণ-বাক্যে ভাষ্যের দুইটি লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে—একটি সূত্রার্থবর্ণন যাহা শারীরকভাষ্যে বিদ্যমান, অপরটি স্বপদবর্ণন যাহা উপনিষদ্ভাষ্যে ও গীতা-ভাষ্যে বিদ্যমান। সুতরাং ভাষ্যলক্ষণে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই। সম্প্রদায়ক্রমে এইরূপ উত্তরই বর্ত্তমান লেখক তাঁহার পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট পড়িয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, ভগবদ্‌গীতার (১৩।৪) "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" শ্লোকার্দ্ধে "ব্রহ্মসূত্র"পদের দ্বারা আচার্য্য "আত্মত্যেব উপাসীত" (বৃহঃ উপঃ ১।৪।৭), "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈত্তিঃ উপঃ ২।১) ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসমূহ যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদি বেদান্ত-সূত্রসমূহকেও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা উক্ত গীতাশ্লোকের উপর ভাষ্যে ও আনন্দগিরির টীকাতে সুস্পষ্ট (গীতাভাষ্য ১৩।৪ পঃ ৫৪০-৪১), "কিঞ্চ, ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব ব্রহ্মণঃ সূচকানি বাক্যানি ব্রহ্মসূত্রাণি, তৈঃ পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ব্রহ্ম ইতি তানি পদানি উচ্যন্তে।...'আত্মেত্যেবোপাসীত' ইত্যাদিভির্হি ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ আত্মা জ্ঞায়তে। হেতুমদ্ভিঃ যুক্তিযুক্তৈঃ বিনিশ্চিতৈঃ, ন সংশয়রূপৈঃ, নিশ্চিতপ্রত্যয়োৎপাদকৈঃ ইত্যর্থঃ।"(ঐ, আঃ টীঃ পৃঃ ৫৪০-৪১), "'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদীন্যপি সূত্রাণি অত্র গৃহীতানি, অন্যথা 'ছন্দোভিঃ' ইত্যাদিনা পৌনরুক্ত্যাৎ।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে উপনিষৎসমূহও সূত্রপদবাচ্য এবং ভগবদ্‌গীতা উপনিষৎসমূহেরই সারসংগ্রহস্বরূপ (গীতাভাষ্যোপক্রমণিকা ও আঃ টীঃ পৃঃ ৫) বলিয়া উহাও সূত্রপদবাচ্য। তন্মধ্যে উপনিষৎ অপৌরুষেয় সূত্র, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র পৌরুষেয় সূত্র। সুতরাং ভাষ্যলক্ষণ-বাক্যে ভাষ্যের একটি লক্ষণই বিদ্যমান, এইরূপ মত গ্রহণ করিলেও আচার্য্যকৃত উপনিষৎ ও গীতার ব্যাখ্যাসমূহ ভাষ্য-লক্ষণাক্রান্ত।

প্রকৃতপ্রস্তাবে আচার্য্য স্বয়ং তাঁহার রচিত উপনিষদ্‌ব্যাখ্যানসমূহকে অথবা গীতাব্যাখ্যাকে ভাষ্য বলেন নাই। তাঁহার বৃহদারণ্যক উপনিষদের ব্যাখ্যা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইলেও উপক্রমণিকায় আচার্য্য বলিয়াছেন (বৃহঃ উপঃ পৃঃ ২), "তস্যা ইয়মল্পগ্রন্থা বৃত্তিরারভ্যতে।" তাঁহার পূর্বাচার্য্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ বৃহদারণ্যক উপনিষদের মাধ্যন্দিনশাখা অবলম্বনে বিশাল ভাষ্য-গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর কাণ্বশাখা অবলম্বনে বৃত্তি-গ্রন্থমাত্র রচনা করিতেছেন। টীকাকার আনন্দগিরি তথায় "বৃত্তিশব্দো ভাষ্যবিষয়ঃ" (আঃ টীঃ পৃঃ ২) বলিলেও তিনিও সূত্রানুকারিবাক্যসমূহের দ্বারা সূত্রার্থবর্ণন ও স্বপদবর্ণনরূপ ভাষ্য-লক্ষণ প্রদর্শন করেন নাই। "সূচনাৎ সূত্রম্" এইরূপ যৌগিকার্থ গ্রহণ করিলে উপনিষৎসমূহ ও গীতাশাস্ত্র "সূত্র" পদবাচ্য হইলেও উহাদের সূত্রত্ব প্রসিদ্ধ নহে। ঐরূপ যৌগিকার্থ গ্রহণ করিয়া যুক্তিদীপিকাকারও সাংখ্য-কারিকাসমূহকে সূত্র বলিয়াছেন (যুঃ দীঃ উপোদ্‌ঘাত, পৃঃ ২)। সুতরাং কোনরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যাদ্বারা উহাদের ভাষ্যত্ব রক্ষা করা অপেক্ষা বরং এইরূপ বলা শ্রেয়ঃ যে প্রশস্তপাদরচিত "পদার্থধর্মসংগ্রহ" গ্রন্থ যেমন বৈশেষিকসূত্রের উপর রাবণ-ভাষ্যাদির (প্রঃ বিঃ ২।২।১১ পৃঃ ৪৯১ দ্রষ্টব্য) অভাবে ভাষ্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ আচার্য্যকৃত উপনিষদ্‌ব্যাখ্যানসমূহও ভাবগাম্ভীর্য্যবশতঃ স্বমহিমায় "ভাষ্য"রূপে জগতে প্রসিদ্ধ। আচার্য্যের গীতাভাষ্যসম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলিতে হইবে ; কারণ আচার্য্য স্বয়ং গীতার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন

(পৃঃ ৫-৬), "তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞেয়ার্থং তদর্থাবিষ্করণায় অনেকৈঃ বিবৃতপদার্থবাক্যার্থন্যায়মপি অত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈঃ গৃহ্যমাণমুপলভ্য অহং বিবেকতঃ অর্থনির্ধারণার্থং সংক্ষেপতঃ বিবরণং করিষ্যামি।" এই সন্দর্ভাংশের উপর ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার আনন্দগিরি বলিয়াছেন যে গীতাশাস্ত্রার্থ প্রকটীকরণের নিমিত্ত বৃত্তিকার (উপবর্ষ ? বোধায়ন ?) অতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেও তাহা নানাবিধ দোষযুক্ত হওয়ায় আচার্য্য অল্পগ্রন্থবিবরণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন (আঃ টীঃ পৃঃ ৬), "...কিঞ্চ, অনপেক্ষিতাধিকগ্রন্থসদ্ভাবাৎ ন প্রাচীনে ব্যাখ্যানে শ্রোতৄণাং প্রবৃত্তিঃ, অত্র তু অপেক্ষিতাল্পগ্রন্থে বিবরণে প্রায়শঃ সর্বেষাং প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ।" সুতরাং স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে আনন্দগিরি বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপর আচার্য্যকৃত "অল্পগ্রন্থা বৃত্তি"কে ভাষ্যারূঢ় করিতে প্রয়াসী হইলেও গীতার উপর আচার্য্যকৃত "সংক্ষেপ বিবরণ"কে ভাষ্য বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সুধীবৃন্দ ভাবিয়া দেখিবেন।

এইস্থলে মীমাংসাসূত্রভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের একটি বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন এবং এই বৈশিষ্ট্য ন্যায়ভাষ্যাদিতে অবর্ত্তমান। ন্যায়ভাষ্যাদিতে কুত্রাপি সূত্রবিরোধিতা দৃষ্ট হয় না; কিন্তু পূর্বোত্তরমীমাংসাভাষ্যদ্বয়ের একাধিক স্থলে সূত্রবিরোধিতা বর্তমান। যেমন, "লোকে সন্নিয়মাৎ প্রয়োগসন্নিকর্ষঃ স্যাৎ" এই মীমাংসাসূত্রের (মীঃ সূঃ ১।১।২৬) ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আচার্য্য শবরস্বামী সূত্রবাক্যঘটকপদসমূহের সমাস ও বিভক্তি ব্যত্যয় করিয়া সূত্রকে এইভাবে যোজনা করিয়াছেন—"লোকে প্রয়োগঃ সন্নিয়মঃ সন্নিকর্ষাৎ।" আবার, তিনি "তুল্যঃ সর্বেষাং পশুবিধিঃ প্রকরণাবিশেষাৎ" এই মীমাংসাসূত্রের (মীঃ সূঃ ৩।৬।১৮) যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্যথা পরবর্তী সূত্রসমূহই শুধু অসঙ্গত হয় না, শ্রুতিবিরোধও হইয়া যায়। পুনরায়, "ন শ্রুতিবিপ্রতিষেধাৎ" এই মীমাংসা-সূত্রের (মীঃ সূঃ ৩।৬।২৪) ভাষ্যেও অন্যথাকরণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাষ্যকার শবরস্বামী যে যে স্থলে বেদের যথাশ্রুতার্থের সহিত সূত্রের যথাশ্রুতার্থে বিরোধ দেখিয়াছেন, সেই স্থলেই বেদের যথাশ্রুতার্থরক্ষার্থে সূত্রের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিপরিণাম, অনুষঙ্গ, অধ্যাহার, গুণকল্পনাপ্রয়োগ এবং ব্যবধারণকল্পনা অর্থাৎ অর্থান্যথাকরণপূর্বক সূত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন (শ্লোঃ বাঃ প্রতিজ্ঞাসূত্র, শ্লোঃ ৪৭-৪৯ পৃঃ ১৫), "বৈদিকং জৈমিনীয়ং চ যত্র বাক্যং বিরুধ্যতে ॥ যথাশ্রুতগৃহীতেঽর্থে তত্রেদমুপদিশ্যতে। অধ্যাহারাদিভিঃ সূত্রং বৈদিকং তু যথাশ্রুতম্ ॥ নেয়ং...।" পার্থসারথিমিশ্রকৃত ন্যায়রত্নাকরটীকা (পৃঃ ১৫) ও ভট্ট উম্বেককৃত তাৎপর্যটীকা (পৃঃ ১৩) অবশ্য দ্রষ্টব্য। অবশ্য এই স্থলে কুমারিলভট্টের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। অনুরূপভাবে শ্রুতিবিরোধবশতঃ আচার্য্য শঙ্করও "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রের (১।১।১২) "ইদং ত্বিহ বক্তব্যম্" ইত্যাদি দ্বিতীয়বর্ণকভাষ্যে (পৃঃ ১৮৪) বৃত্তিকারমত পরিত্যাগ করিয়া সূত্রের অন্যথাকরণই করিয়াছেন। পরেও "সূত্রাণি ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ানি" এই ভাষ্যসন্দর্ভের (পৃঃ ১৮৮) ব্যাখ্যায় ভামতীকার স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন (ভামতী ১।১।১৯ পৃঃ ১৮৮), "বেদসূত্রয়োর্বিরোধে 'গুণে ত্বন্যায্যকল্পনা' (সমগ্র মীঃ সূঃ ৯।৩।১৫ "বিপ্রতিপত্তৌ বিকল্পঃ স্যাৎ সমত্বাৎ গুণে ত্বন্যায্যকল্পনৈকদেশত্বাৎ") ইতি সূত্রাণ্যন্যথা নেতব্যানি।"

এই প্রকার সূত্রবিরোধিতা সত্ত্বেও উভয় মীমাংসাভাষ্যই ভাষ্যপদবাচ্য। তাহার কারণ এই যে উভয়মীমাংসাই বাক্য-শাস্ত্র—বেদবাক্যের মীমাংসা বা বিচারই তাহাদের অসাধারণ কৃত্য। এইজন্য উভয়শাস্ত্রেই অধ্যায়সঙ্গতি ও পাদসঙ্গতির ন্যায় শ্রুতিসঙ্গতিও প্রদর্শন করিতে হয়। ন্যায়সূত্রাদি বাক্য-শাস্ত্র না হওয়ায় শ্রুতিসঙ্গতি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় না। শ্রুতিনিরপেক্ষ তর্কাদিদ্বারাই ঐ সমস্ত শাস্ত্রে তত্ত্ব নিরূপণের আগ্রহ দৃষ্ট হয়; অপরদিকে উভয় মীমাংসাদর্শনের প্রতি অধিকরণে একটি বৈদিকবাক্য অথবা একটি বৈদিক পদই বিচার্য্য। ফলে অপৌরুষেয়বেদবাক্যবিরোধে পৌরুষেয় সূত্রের যথাশ্রুতার্থের অন্যথাকরণ যুক্তিযুক্তই (শাবরভাষ্যের প্রভা টীকা ১।১।১ পৃঃ ৩), "যত্র শ্রুতিসূত্রয়োর্বিরোধাভাবঃ তত্র সূত্রপদানি প্রসিদ্ধার্থকান্যেবাঙ্গীকরণীয়ানি, ন ত্বধ্যাহারাদিভিরর্থান্তরপরাণি কল্পয়িতব্যানি। ইতরথা বেদবাক্যানি সূত্রপদানি চ ব্যাখ্যেয়ানীতি প্রযত্নগৌরবং প্রসজ্যেত। যত্র তু বেদবিরোধঃ সূত্রস্য তত্রাধ্যাহারাদিনান্যথাত্বপরিকল্পনং ন দোষমাবহতীতি সূচয়িতুং ভাষ্যে 'সতি সম্ভবে' ইত্যুক্তম্।"

প্রভাটীকাকারের বক্তব্য এই যে শ্রুতি ও সূত্রের মধ্যে বিরোধ হইলেই সূত্রের অন্যথাকরণ করা হইবে, নচেৎ নহে, এই তাৎপর্য্যেই আচার্য্য শবর স্বামী তাঁহার ভাষ্যগ্রন্থ এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন (শাবরভাষ্য ১।১।১ পৃঃ ১ = পৃঃ ১-২), "লোকে যেষু অর্থেষু প্রসিদ্ধানি পদানি তানি সতি সম্ভবে তদর্থান্যেব সূত্রেষু ইতি অবগন্তব্যম্, ন অধ্যাহারাদিভিঃ এষাং পরিকল্পনীয়োঽর্থঃ, পরিভাষিতব্যো বা। এবং বেদবাক্যান্যেব এভিঃ ব্যাখ্যায়ন্তে ; ইতরথা বেদবাক্যানি ব্যাখ্যেয়ানি, স্বপদার্থাশ্চ ব্যাখ্যেয়াঃ ইতি প্রযত্নগৌরবং প্রসজ্যেত।"

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে দ্বিতীয় শ্লোকবিচারে গ্রন্থকার-প্রতিজ্ঞা
নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

অদ্বৈতশাস্ত্রারম্ভ ঃ তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা

অদ্বৈতশাস্ত্রে মুখ্য ও গৌণ অধিকারী নির্ণয়

নিত্যস্বাধ্যায়বিধিতোঽধীত্য বেদান্তমস্য যে।
সংশেরতেঽর্থে তে সূত্রভাষ্যাদিষ্বধিকারিণঃ ॥ ৩ ॥

গ্রন্থকার তৃতীয় ও সর্বশেষ শ্লোকে বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যাদিতে অধিকারী নির্ণয় করিতে বলিলেন, "নিত্যস্বাধ্যায়" ইত্যাদি। শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ এইরূপ। যে-সমস্ত ব্যক্তি'র ("স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই) নিত্যস্বাধ্যায়বিধি অনুসারে বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার পর বেদান্তের অর্থাবধারণে অর্থাৎ তাৎপর্যে সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সমস্ত ব্যক্তিই ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য প্রভৃতি নিবন্ধে অধিকারী। গ্রন্থকার স্বয়ং "নিত্যো হি" ইত্যাদি অব্যবহিত পরবর্তী সন্দর্ভ হইতে "বিরক্তোঽধিকারী" ইত্যন্ত সন্দর্ভে স্বরচিত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেও এই স্থলে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন ! ভাট্টসম্প্রদায়ের ন্যায় বিবরণসম্প্রদায়ও "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিবাক্যকে ত্রৈবর্ণিকের বেদাধ্যয়নে প্রবর্ত্তকরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং উভয় সম্প্রদায়মতেই উক্ত বিধি নিত্যবিধি। সমগ্র বেদই অধ্যেতব্য হওয়ায় (পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ২২৩ ও পৃঃ ৪৮৭) বেদের অন্ত্যভাগ বা উপনিষদ্‌সমূহও[১] অধ্যেতব্য। বেদার্থের আপাতজ্ঞান হইলেই তবে বেদার্থবিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে, কারণ সংশয়-শরীরের উপপত্তির নিমিত্তই সামান্য-জ্ঞান বা ধর্মি-জ্ঞান আবশ্যক ; সর্বথা অজ্ঞাতবিষয়ে সংশয় উপপন্ন হয় না। কিন্তু এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে বিবরণসিদ্ধান্তে বেদার্থের আপাতজ্ঞান স্বাধ্যায়বিধিলভ্য নহে, যেহেতু অক্ষরাবাপ্তিপর্যন্তব্যাপারই অধ্যয়নক্রিয়ার ফল। সুতরাং বেদান্ত বা উপনিষদ্ অধ্যয়নজন্য উপনিষদের অক্ষরাবাপ্তিমাত্র অধ্যয়ন-বিধির অভিপ্রেত ফল। এই তাৎপর্যেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন "অধীত্য বেদান্তম্" অর্থাৎ বেদের অন্যান্য অংশের ন্যায় বেদান্ত-অংশের অধ্যয়নজন্য বেদান্তাক্ষরপ্রাপ্তি হইলে। বেদান্তার্থের আপাতজ্ঞান অন্যতঃ প্রাপ্তব্য। সেই আপাতজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের যদি বেদান্তার্থবিষয়ে সংশয় হয় তবে তাঁহার বেদান্তার্থনির্ণয়ের জন্য বেদান্তবাক্যসমূহের বিচার কর্ত্তব্য। ব্রহ্মসূত্রের চারিটি অধ্যায়ে চারিটি তর্কাত্মক বিচারই[২] উপস্থিত হওয়ায় যিনি বেদান্ত-বাক্যবিচারে প্রবৃত্ত হইবেন তিনি অবশ্যই সূত্রভাষ্যাদি গ্রন্থসমূহের অধ্যয়নে প্রকৃত অধিকারী। বস্তুতঃ যাঁহারই ঐরূপ সংশয় হইবে তিনিই অধিকারী নহেন ; তাঁহাকে অবশ্যই স্বাধ্যায়-বিধির নিয়োজ্য বা অধিকারী হইতে হইবে। এইজন্য গ্রন্থকার প্রথমেই বলিলেন, "নিত্যস্বাধ্যায়বিধিতঃ।" সুতরাং যিনি অধ্যয়নবিধির নিয়োজ্য হইবেন তাঁহার যদি বেদান্তাধ্যয়নজন্য বেদান্তার্থে সংশয় হয় এবং তাঁহার যদি বুদ্ধিপ্রতিভাদি থাকে তবেই তিনি বেদান্ত-বাক্যবিচারে তথা ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যাদি অধ্যয়নে অধিকারী হইবেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে এইরূপ অধিকারীও গৌণ অধিকারী মাত্র[৩] ; কারণ বিবরণসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে

১ "উপনিষদ্"পদের অর্থের জন্য অধ্যায়ান্তে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২ সিঃ বিঃ ৮।৫৩-৫৪ পৃঃ ৬৩২-৩৪, "তস্য চতুর্বিধান্বয়ব্যতিরেকাদিতর্করূপত্বাৎ। দৃগ্‌দৃশ্যান্বয়ব্যতিরেকঃ, সাক্ষিসাক্ষ্যান্বয়ব্যতিরেকঃ, আগমাপায়িতদবধ্যন্বয়ব্যতিরেকঃ, দুঃখিপরমপ্রেমাস্পদান্বয়ব্যতিরেকঃ ইতি সমন্বয়াধ্যায়োঽবিরোধাধ্যায়-সাধনাধ্যায়-ফলাধ্যায়াঃ। অনুবৃত্তব্যাবৃত্তান্বয়ব্যতিরেকঃ পঞ্চমঃ। এতৎ চ সর্বেষাং বেদান্তানুকূলতর্কাণাং চতুর্লক্ষণীমীমাংসাপ্রতিপাদিতানাম্ উপলক্ষণমিতি অভিযুক্তাঃ।" এইস্থলে "অভিযুক্ত" পদের অর্থ পণ্ডিত অথবা শাস্ত্রজ্ঞ।

৩ সংক্ষেপ-শারীরককার বলিয়াছেন যে পরিব্রাজকের (সন্ন্যাসীর) অতিরিক্ত বানপ্রস্থী, গৃহস্থ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ত্রৈবর্ণিকমাত্র স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্মাবসরে শ্রবণ অর্থাৎ বেদান্তবাক্যবিচার করিতে পারেন, যেহেতু উহা শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত আচার্য্যপাদেরও সম্মত (আত্মানাত্মবিবেক ৩, বসুমতী ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৫৪), "সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্তু অতীব শ্রেয়ো ভবতি। 'দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাদ্‌ভক্তিসংযুতাৎ। গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং লভেৎ ॥' ইত্যুক্তেঃ।"

সন্ন্যাসীই, বিশেষতঃ পরমহংস পরিব্রাজকই, অদ্বৈতশাস্ত্রে মুখ্য অধিকারী এবং ব্রহ্মবিচার তাঁহার নিত্য কর্ম। এই তাৎপর্য্যে সায়ণাচার্য্য পুরুষার্থানুশাসনের সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে বেদের কর্মকাণ্ডোক্ত যাগাদিবিষয়ক বাক্যসমূহের বিচার (বা সংক্ষেপে ক্রতু-বিচার) ত্রৈবর্ণিকমাত্রের নিত্যকর্ম হইলেও উপনিষদ্বাক্যসমূহের বিচার (সংক্ষেপে ব্রহ্ম-বিচার) কাম্যকর্মমাত্র; কিন্তু পরমহংস-পরিব্রাজকের পক্ষে উহা নিত্য-কর্ম।[4] কেন আচার্য্যগণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ব্যতিরেকে সাধারণভাবে অদ্বৈতশাস্ত্রচর্চা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে হইলে প্রথম ব্রহ্মসূত্রের "অথ" পদের উপর ভাষ্য, পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ অধ্যয়ন করিতে হইবে। অদ্বৈত সিদ্ধান্ত এই যে যাঁহারা কর্মে অধিকারী, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারী এবং যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী তাঁহারা সর্বকর্মত্যাগ করিবেন, ইহাই নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি। সর্বকর্মত্যাগই "সন্ন্যাস" পদের মুখ্যার্থ, কাম্যকর্মপরিত্যাগ অথবা সর্বকর্মফলত্যাগ বা ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ

অর্থাৎ—সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তির অভাবসত্ত্বেও গৃহস্থ যদি আত্মানাত্মবিচার করেন, তাহাতে তাঁহার প্রত্যবায় হইবে না, বরং প্রভূত মঙ্গল হইবে। এই তাৎপর্য্যে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যে-ব্যক্তি গুরুশুশ্রূষালব্ধভক্তিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ বেদান্তবিচার করেন, তিনি অশীতিসংখ্যক প্রাজাপত্যব্রতের ফললাভ করিয়া থাকেন। অবশ্য তিনি ঐরূপ বিচারের ফল ইহজন্মে লাভ করিবেন না, জন্মান্তরে লাভ করিবেন (সারসংগ্রহ ৩।৩৫৮ পৃঃ ৩৪৯), "ননু শ্রবণাদাবন্তরঙ্গসাধনে প্রব্রাজকশ্চেদধিকারী তর্হি অন্যেষাং গৃহস্থাদীনাং তত্র প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ, তত্র তেষামধিকারাভাবেন তদধীনফলভাক্ত্বাযোগাদিত্যাশঙ্ক্য শ্রবণাদের্দৃষ্টফলত্বাৎ, দৃষ্টফলে চ কর্মণি সতি সামর্থ্যে প্রতিষেধাভাবে চ সত্যধিকারস্য নিরপবাদত্বাৎ গৃহস্থাদীনামপ্যাবশ্যককর্মকালাবশিষ্টসময়েষু শ্রবণাদ্যনুষ্ঠানসম্ভবাৎ 'শূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্‌লৃপ্তঃ' (তৈত্তিঃ সং ৭।১।১।৬) ইতিবৎ প্রতিষেধাভাবাচ্চ তেষামপি তত্র অধিকারোঽস্ত্যেব; পরং তু তেষাং ন তস্মিন্ জন্মনি পরিপক্বজ্ঞানং ততো ভবতি, কিন্তু জন্মান্তর ইত্যাহ—"বানপ্রস্থগৃহস্থনৈষ্ঠিকজনৈরন্যৈশ্চ বর্ণাশ্রমৈঃ কর্মব্যাধ্বনিষেবিতং ভবতি বৈ জন্মান্তরে পাচকম্। বিদ্যায়াঃ শ্রবণাদিলক্ষণমিদং নহ্যেতদেষাং ক্বচিৎ শাস্ত্রেণ প্রতিষিদ্ধমীক্ষিতমিদং শূদ্রস্য দৃষ্টং যথা ॥'" ফলোন্মুখতাই "পরিপাক" পদের অর্থ। নিকৃষ্ট পথবাচক "ব্যধ্ব" পুংলিঙ্গ পদের অর্থ কুপথ (অমরকোষ ভূমিবর্গ ৩৭), "ব্যধ্বো দুরধ্বো বিপথঃ কদধ্বা কাপথঃ সমাঃ ॥" গৃহস্থের সংসারপথ অশেষ দুঃখদায়ক বলিয়া কুপথই। ব্রহ্মসূত্রের ঐহিকাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৫১, "ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ") প্রতিপাদিত হইয়াছে (ঐ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৯২৩-২৫) যে বিদ্যার সাধনসমূহ অনুষ্ঠিত হইলে উক্ত সাধনসমূহ চিত্রাযাগন্যায়ে ইহজন্মেই বিদ্যা উৎপন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকিলে জন্মান্তরে বিদ্যা উৎপন্ন করে। প্রব্রাজক, পরিব্রাজক ও পরমহংস সমার্থক শব্দ। যে-ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া আমৃত্যু গুরুগৃহে বাসপূর্বক গুরুশুশ্রূষাদি করেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে (মনু সং ২।২৪৪)। সং শারীঃ ও সারসংগ্রহ ৩।৩৫৯-৩৬০ পৃঃ ৩৫০-৫১ দ্রষ্টব্য। নৈষ্ঠিকের অপর নাম বৃহন্ এবং তিনি চতুর্বিধ ব্রহ্মচারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ (প্রঃ বিঃ ৩।৪।১৮ পৃঃ ৯৪০-৪১)। বেদাধ্যয়নসমাপ্তি পর্য্যন্ত যিনি গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তাঁহাকে উপকুর্বাণ বা ব্রাহ্ম ব্রহ্মচারী বলে (প্রঃ বিঃ ৩।৪।১৮ পৃঃ ৯৪১)। সংক্ষেপশারীরক হইতে উদ্ধৃত শ্লোক শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত।

৪ ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৩, "ননু অধ্যয়নবিধেস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রং প্রতি নিত্যত্বাৎ তৎপ্রযুক্তো বিচারস্যাপি তদ্বদ্ভবেত, নান্যথেতি চেৎ,—ক্রতুবিচারস্য ত্রৈবর্ণিকমাত্রেঽপি নিত্যত্বসিদ্ধিঃ? কিংবা ব্রহ্মবিচারস্য? তত্রাদ্যোঽস্মন্মতেঽপি সম ইত্যাহ [পুরুষার্থানুশাসনকারঃ]—'অতো নিত্যঃ ক্রতুবিচারস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রস্য' ইতি। যতোঽকরণে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ ক্রতবস্ত্রৈবর্ণিকানাং নিত্যা অত ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়োঽনিষ্ট ইত্যাহ [পুরুষার্থানুশাসনকারঃ]—'ব্রহ্মবিচারঃ পুনঃ পরমহংসস্যৈব' ইতি। নিত্য ইত্যনুষঙ্গঃ।" শেষপংক্তির অর্থ এই যে পূর্বসূত্রের "নিত্য" পদ এই সূত্রে যোজনা করিয়া বুঝিতে হইবে।

মহাভারতের অনুশাসনপর্বে চতুর্বিধ ব্রহ্মচারী, চতুর্বিধ গৃহস্থ ও চতুর্বিধ বানপ্রস্থীর ন্যায় চতুর্বিধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর কথা বলা হইয়াছে (মহাভাঃ অনুঃ ১৪১।৮৯ পৃঃ ২৮৩), "চতুর্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ। হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥" তন্মধ্যে কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসী শিখা, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ধারণ করিবেন (নারদপরিব্রাজক উপঃ ৫ম উপদেশ পৃঃ ২৭২)। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ভাষ্যে আচার্য্যপাদ এই দুই সন্ন্যাস অবস্থাকে পারিব্রাজ্যান্তর, আশ্রমরূপ পারিব্রাজ্য, অবিদ্বৎ পারিব্রাজ্য, অমুখ্য পারিব্রাজ্য প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে এইরূপ পারিব্রাজ্যের ফল ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিমাত্র, অমৃতত্বপ্রাপ্তি নহে (বৃহঃ উপঃ ৩।৫ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮২৫, ৮২৭)। প্রকটার্থবিবরণের পরামর্শাধিকরণে (৩।৪।২০ পৃঃ ৯৫১) বহু শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণবচন উদ্ধারপূর্বক এইরূপ মতই সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসী শিখা, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ত্যাগ করিবেন, ফলে তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মেও অধিকার নাই (গীতা ২।২১ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭১, ৭৫; ৫।১৩ শাঃ ভাঃ

ত্যাগত্বধর্মসাম্যবশতঃ "সন্ন্যাস" পদের গৌণার্থমাত্র।[৫] এক্ষণে গ্রন্থ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ গ্রন্থের আরম্ভ হইতে বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের আরম্ভ ভিন্ন কেন

পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ গ্রন্থের আরম্ভ হইতে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ গ্রন্থের আরম্ভ ভিন্ন। পঞ্চপাদিকা ভাষ্যের উপর টীকাগ্রন্থ বলিয়া পদ্মপাদাচার্য্য প্রথমেই অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজননির্দ্দেশচ্ছলে "যুষ্মদস্মৎ" ইত্যাদিভাষ্য যোজনাপূর্বক প্রথমব্রহ্মসূত্র ও অধ্যাসভাষ্যের মধ্যে সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবরণগ্রন্থ টীকার উপর টীকা হওয়ায় "ননু নেদং ভাষ্যং ব্যাখ্যানপদবীমুপারোঢুমর্হতি, ভাষ্যলক্ষণাভাবাৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভে (মেট্রোঃ পৃঃ ২০ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৩) প্রথমে ভাষ্যের বিরুদ্ধে আক্ষেপপূর্বক পূর্বপক্ষস্থাপন করিয়া পরে পঞ্চপাদিকা অনুসরণে প্রথম ব্রহ্মসূত্রের সহিত অধ্যাসভাষ্যের সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ গ্রন্থে ব্যাখ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাব না থাকায় প্রথমে শ্রুতি-সূত্রের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়া শ্রবণাদিতে বিধিবিচার করা হইয়াছে; তাহার পর অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয়প্রয়োজন বিচারিত হইয়াছে।

বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকারের গূঢ় অভিসন্ধি এইরূপ। গৌতমাদি মুনিগণ যেমন ন্যায়সূত্রাদি রচনা করিয়াছেন সেইরূপ মহর্ষি বাদরায়ণও ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে মহর্ষি বাদরায়ণই তত্ত্বজ্ঞ, গৌতমাদি মুনিগণ তত্ত্বজ্ঞ নহেন, ইহা বলা যাইবে না; কারণ শাস্ত্রাধ্যয়নের পূর্বে অতত্ত্বজ্ঞ অধ্যেতার পক্ষে

পৃঃ ৫৭ ইত্যাদি)। প্রাজাপত্যেষ্টি অথবা আগ্নেয় যাগ অথবা ত্রৈধাতবীয় যাগ করিয়া পরমহংস সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয় (জাবালোপঃ ৪ পৃঃ ১৩০)। শ্রুতিস্মৃতিমধ্যে পরমহংসসন্ন্যাসীর লক্ষণ এইরূপ—একদণ্ডধর, কন্থা ও কৌপীনবস্ত্রধারী, অব্যক্তলিঙ্গ (যাঁহার আশ্রমচিহ্ন নাই), অব্যক্তাচার (যাঁহার আচরণ দেখিয়া আশ্রম নির্ণয় করা যায় না), যিনি ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিক্য (ঝুলি), জলপবিত্র (জল ছাঁকিবার জন্য বস্ত্রখণ্ড), পাদুকা, আসন, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছেন, শূন্যগৃহে অথবা দেবালয়ে বসবাসকারী, সর্বকর্মত্যাগী ও আত্মনিষ্ঠ (জাবালোপঃ ৬ পৃঃ ১৩১; নারদপরিব্রাজক উপঃ ৫ম উপদেশ পৃঃ ২৭২)। এইরূপ লক্ষণ-লক্ষিত পরমহংস সন্ন্যাসীকেই ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (২।২৩।১) ব্রহ্মসংস্থ বলিয়াছেন এবং আচার্য্যপাদ তাঁহার উপনিষদ্ভাষ্যসমূহে পরমহংস সন্ন্যাসীকে অত্যাশ্রমী, পরিব্রাজক, বিদ্বৎ সন্ন্যাসী ইত্যাদি বলিয়াছেন (বৃহঃ উপঃ কহোল-ব্রাহ্মণ ৩।৫, মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ ৪।৫, শারীর-ব্রাহ্মণ ৪।৪।২২; ছাঃ উপঃ ২।২৩।১ ইত্যাদি ভাষ্যসহ)। শাঙ্কর-প্রস্থানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও সন্ন্যাসে অধিকার নাই। তবে কাম্যকর্মপরিত্যাগরূপ গৌণ-সন্ন্যাসে ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় শূদ্র ও স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে। বিশেষকারণবশতঃ "প্রৈষ" উচ্চারণপূর্বক দণ্ডধারণাদিরূপ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অসমর্থ ব্রহ্মচারী, গৃহী বা বানপ্রস্থীর পক্ষে কর্মাদির মানসিক ত্যাগরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণে বাধা নাই, যেমন নারদ, বশিষ্ঠ, জনক, বিদুর ইত্যাদি। যাঁহার জন্মান্তরে কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয় নাই, তাঁহার ইহজন্মে প্রতিবন্ধকাভাবে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তজ্জন্য বিদ্বৎসন্ন্যাস স্বতঃসিদ্ধ। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ব্রহ্মবাদিনী গার্গী। জাবালোপনিষদ্, আরুণিকোপনিষদ্, পরমহংসোপনিষদ্, সন্ন্যাসোপনিষদ্, ভিক্ষুকোপনিষদ্ প্রভৃতি উপনিষদে, বিশেষতঃ নারদপরিব্রাজক উপনিষদে সন্ন্যাসাশ্রমের লক্ষণ ও বহুবিধ অবান্তর ভেদ অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের পরামর্শাধিকরণের উপর কল্পতরু (৩।৪।২০ পৃঃ ৮৮৫-৮৯) ও প্রকটার্থবিবরণ (৩।৪।২০ পৃঃ ৯৪৬-৫৭) বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

৫ ছাঃ উপঃ ৫।১০।১ আঃ টীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৫৩৭-৪১, বিশেষতঃ "অপূতা হি তে" ইত্যাদি ভাষ্য (পৃঃ ৫৩৮) দ্রষ্টব্য। পঞ্চপাদিকা ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৭৪০, ৭৪৩ = মাদ্রাজ পৃঃ ২৫২, "ততো মুমুক্ষুত্বং তৎসাধনশমদমোপরম-তিতিক্ষা-সমাধানসম্পন্নো ভূত্বা যাবন্নালম্বতে, তাবদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং কঃ প্রতিপদ্যেত? কথঞ্চিদ্ বা দৈববশাৎ, কুতূহলাদ্বা, বহুশ্রুতত্ববুদ্ধ্যা বা প্রবৃত্তোঽপি ন নির্বিচিকিৎসং ব্রহ্ম তত্ত্বেন (আত্মত্বেন) অবগন্তুং শক্নোতি, যথোক্তসাধনসম্পত্তিবিরহাৎ, অনন্তর্মুখচেতা বহিরেবাভিনিবিশমানঃ।" তাৎপর্য্য এই, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সন্ন্যাসীই অদ্বৈতশাস্ত্রের মুখ্য অধিকারী। সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিহীন আত্মচিন্তাশূন্য বাহ্যবিষয়ে অভিনিবিষ্টচিত্ত অনধিকারীর মধ্যে কেহ দৈবদুর্বিপাকবশে, কেহ কৌতূহলী হইয়া, কেহ বা বহুশাস্ত্রাভিমানী হইয়া ব্রহ্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের ইষ্টসিদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক অনর্থপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে। বিবরণ ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬৯৫-৯৬ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫৪৯, "সর্বত্রাত্মজ্ঞানপ্রকরণে সন্ন্যাসস্য বিহিতত্বাৎ শ্রবণাদ্যঙ্গতয়া আত্মজ্ঞানফলতা চ সন্ন্যাসস্য সিদ্ধা।...কিয়ৎ পুনরত্র পরিত্যজ্যতে? স্বশরীরব্যতিরিক্তং সর্বম্।" সন্ন্যাস যে শ্রবণাদির অঙ্গ তাহা পরে বুঝা যাইবে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান যে ভোগবিলাসে মগ্ন গৈরিকবর্ণরঞ্জিতবস্ত্রধারী মুক্তকচ্ছ "আশ্রম"বাসী ভোগানন্দস্বামিগণ সন্ন্যাসী নহেন।

কে তত্ত্বজ্ঞ তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে—"কণাদো যদি বেদজ্ঞঃ কপিলো নেতি কা প্রমা। উভৌ তু যদি বেদজ্ঞৌ ব্যাখ্যাভেদস্তু কিং কৃতঃ ॥"[৬] সুতরাং ব্রহ্মসূত্রাধ্যয়নে বিনিগমনা কি?

উত্তর এই, যদিও সমস্ত বৈদিক দার্শনিকসম্প্রদায় বেদকেই স্ব স্ব দর্শনের মূলরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের শাস্ত্রারম্ভে শ্রুতিসঙ্গতি প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু অদ্বৈতশাস্ত্র এইরূপ নহে। সূত্রভাষ্যাদির প্রতি অধিকরণের প্রারম্ভে অধিকরণের বিষয়বাক্যরূপে এক বা একাধিক উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত হওয়ায় প্রতি অধিকরণের সহিত শ্রুতির সম্বন্ধ অতীব পরিস্ফুট। কিন্তু কোন্ শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে "প্রমাণ-প্রমেয়" ইত্যাদি প্রথম ন্যায়সূত্র অথবা "অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" প্রথম বৈশেষিক-সূত্র রচিত হইয়াছে, তাহা তত্তৎ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ অধ্যেতার কোন পৌরুষেয় সূত্রগ্রন্থে পক্ষপাতিত্ব থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি কোন ব্যক্তির কোন দর্শনসম্প্রদায়ে পক্ষপাতিত্ব থাকে তবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধিপ্রতিভাদির বৈচিত্র্যবশতঃ কোন তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। জগতের অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকালের সমস্ত তার্কিককে যদি এককালে একত্র করিয়া বিচার করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে হয়ত কোন একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাইত; কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। বিশেষতঃ ইহাই দৃষ্ট হয় যে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি সূক্ষ্মযুক্তিবলে অতীব যত্নের সহিত যাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা কোন পণ্ডিততর ব্যক্তি সূক্ষ্মতর যুক্তিসহায়ে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তর্কে অনবস্থা অবশ্যম্ভাবী। এই সমস্ত কারণে অদ্বৈতাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে যে-স্মৃতি শ্রুত্যনুসারী তাহাই গ্রহণীয়। শ্রুতিই বা কেন আদরণীয়, তাহা উভয়মীমাংসাশাস্ত্রে বিচারপূর্বক স্থাপিত হইয়াছে।[৭] এইজন্য অদ্বৈতশাস্ত্রের আরম্ভ যে শ্রুতিবিহিত তাহা সর্বপ্রথম প্রতিপাদন করিতে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পৃঃ ১), "**নিত্যো হি 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইত্যধ্যয়নবিধিঃ 'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ' ইতি বচনাৎ।**" তাৎপর্য্য এই, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এইরূপ বৈদিক বিধি যখন নিত্য তখন ত্রৈবর্ণিকের নিকট বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। শুধু তাহাই নহে, বেদার্থজ্ঞানব্যতিরেকে যখন বেদগ্রহণ নিষ্ফল তখন বেদার্থও অবশ্যই জ্ঞাতব্য এবং বেদার্থজ্ঞানের জন্য বেদাধ্যয়নের পর[৮] ষড় বেদাঙ্গও অবশ্যই অধ্যেয়। গ্রন্থকার দুইটি পৃথক্ আগমবচন উদ্ধৃত করিয়া ইঙ্গিত দিতেছেন যে বেদাক্ষরগ্রহণফলক বেদাধ্যয়নবিধিবাক্য হইতে ভিন্ন বিধিবাক্যে বেদার্থজ্ঞান বিহিত হইয়াছে এবং পরে তৃতীয় বর্ণকে (বিঃ প্রঃ সং পৃঃ ১৯৭) কণ্ঠতঃই তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[৯]

৬ এই অতি প্রসিদ্ধ শ্লোকের আকর জানা নাই। আত্মতত্ত্ববিবেকে উদ্ধৃত শ্লোকে (আঃ তঃ বিঃ ৪র্থ পরিঃ আম্নায়প্রামাণ্য ৪র্থ প্রকরণ পৃঃ ৩৭৭ = পৃঃ ৮২৪) কণাদের স্থলে জৈমিনি পাঠ দৃষ্ট হয়।

৭ দ্রষ্টব্য ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১ পৃঃ ৪৩৫. "পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি নাকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ। কস্যচিৎ ক্বচিৎ পক্ষপাতে সতি পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ তস্যাপি স্মৃতিবিপ্রতিপত্ত্যুপন্যাসেন শ্রুত্যনুসারাননুসারবিষয়বিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া।" "মতি" শব্দের অর্থ বুদ্ধি এবং "বৈশ্বরূপ্য" শব্দের অর্থ বৈচিত্র্য। মুক্তির উপায়ীভূত পথই সন্মার্গ এবং তত্ত্বজ্ঞানই সেই পথ বা মার্গ। অতত্ত্বসমূহ হইতে তত্ত্বমাত্রে বুদ্ধির প্রতিষ্ঠাই প্রজ্ঞার সংগ্রহ। ঋষিগণ যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই স্মরণপূর্বক সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া সূত্রগ্রন্থসমূহও স্মৃতিশাস্ত্র। ব্রহ্মসূত্রের স্মৃত্যধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ২।১।১-২ পৃঃ ৪৩২-৩৬) যে-রীতিতে কপিলের তথা কাপিল-স্মৃতির প্রামাণ্য খণ্ডিত হইয়াছে, সেই রীতিতে ন্যায়াদি আস্তিকসম্প্রদায় ও চার্বাকাদি নাস্তিকসম্প্রদায়ও যে খণ্ডনীয় তাহা বুঝিতে হইবে। সাংখ্য প্রবলতম পূর্বপক্ষ বলিয়া প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়ে সাংখ্যই স্মৃতিপাদে প্রধানতঃ খণ্ডিত হইয়াছে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।৪।২৮ পৃঃ ৪৩০)। ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১১ পৃঃ ৪৪৯, "ন চ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানাস্তার্কিকাঃ একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং যেন তন্মতিরেকরূপৈকার্থবিষয়া সম্যঙ্‌মতিরিতি স্যাৎ।" ঐ পৃঃ ৪৪৮, "ইতশ্চ আগমগম্যেঽর্থে" হইতে "কপিলকণভুকপ্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ" পর্য্যন্ত ভাষ্যসন্দর্ভ ও ভামতী দ্রষ্টব্য। স্মৃতিপাদের উপর বর্ত্তমান লেখককর্তৃক বাংলা ব্যাখানগ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার থাকায় এই স্থলে উহার পুনরুক্তি করা হইল না।

৮ ভগবান মনু বেদাধ্যয়নের পরই বেদাঙ্গ অধ্যয়নের নির্দ্দেশ করিয়াছেন (মেধাতিথিভাষ্য ২।১৬৮ পৃঃ ১৫২ = পৃঃ ৩৯৩)।

৯ ঋগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৩-৪, "ননু উক্তরীত্যা অধ্যয়নস্য অক্ষরগ্রহণান্তত্বে অর্থজ্ঞানমবিহিতং স্যাৎ? নৈবম্, বাক্যান্তরেণ তদ্বিধানাৎ—'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ' ইতি তদ্বিধিঃ। তত্র

অধ্যয়নবিধি ও অধ্যাপনবিধিবিচার

আপত্তি হইবে, বেদাধ্যয়ন অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত না হইয়া অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত হউক, ক্ষতি কি?

উত্তর এই, অধ্যাপনবিধি কাম্য বা অনিত্যবিধি বলিয়া এবং অধ্যয়ন নিত্যকর্ম হওয়ায় অনিত্যবিধি নিত্যকর্মের প্রবর্ত্তক হইতে পারিবে না, কারণ উহাতে নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নিত্য বেদাধ্যয়ন স্ববিধিপ্রযুক্তই হইবে, অন্যবিধিপ্রযুক্ত নহে। প্রাভাকরসম্প্রদায়সম্মত অধ্যাপনবিধি নিরাস করিতেই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে "নিত্যো হি" বলা হইয়াছে। এইস্থলে "এব"কার অর্থে অর্থাৎ অবধারণ অর্থে "হি" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (অমরকোষ নানার্থবর্গ ৭৯৩ "হি হেতাববধারণে")। উক্ত "হি" অব্যয় ভিন্নক্রমে "অধ্যয়নবিধিঃ" পদের সহিত অন্বয় করিলে অর্থ হইবে অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তই অধ্যয়ন, অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত নহে। এব অর্থে "হি"কারের দ্বারা অধ্যাপনবিধিকে ব্যবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বিবরণের "নিত্যেনৈবাধ্যয়নবিধিনা" (মেট্রোঃ পৃঃ ২৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ২৯) পংক্তিকেই অনুসরণ করিয়াছেন এবং উক্ত পংক্তিতেও ভিন্নক্রমে "বিধিনা" পদের সহিত অবধারণার্থে প্রযুক্ত "এব"কারের অন্বয় করিতে হইবে।

আপত্তি হইবে, বেদাধ্যয়ন অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তই হউক্, কিন্তু বেদাধ্যয়নবিধি নিত্য হইবে কেন, উহা কাম্যই হউক্। ফলে বেদান্তর্গত বলিয়া উপনিষদ্বাক্যবিচারও কাম্য হউক্ এবং উভয় বিধিবাক্যে ফলকীর্ত্তন না থাকায় বিশ্বজিন্ন্যায়ে উভয়ই স্বর্গফলক হউক্। সুতরাং মোক্ষকাম ব্যক্তি ব্রহ্মবিচার করিতে আগ্রহী হইবেন না।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে উভয়বিধির কাম্যত্ব খণ্ডন করিয়া নিত্যত্ব স্থাপন করিতে গ্রন্থকার বলিলেন (পৃঃ ১), **"কাম্যত্বে হি বেদাধ্যয়নস্যান্যোন্যাশ্রয়তা,—অর্থাববোধে সতি কামনা, কামনায়াং সত্যাং ষড়ঙ্গোপেতবেদাধ্যয়নপ্রবৃত্তস্য অর্থাববোধ ইতি।"** তাৎপর্য্য এই, বেদাধ্যয়ন কাম্যকর্ম হইলে অন্যোন্যাশ্রয়তাদোষগ্রস্ত হওয়ায় বেদাধ্যয়নই হইবে না। "অর্থাববোধে সতি" ইত্যাদি পংক্তিতে সেই অন্যোন্যাশ্রয়তাদোষই পরিস্ফুট হইয়াছে। জ্ঞান না হইলে কামনা বা ইচ্ছার উদয় না হওয়ায় বেদাধ্যয়নকামনাবিশিষ্টপুরুষের অবশ্যই বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্তির পূর্বে বেদার্থজ্ঞান প্রয়োজন। পুনরায়, বেদাধ্যয়ন কাম্যকর্ম হওয়ায় বেদাধ্যয়নে কামনা থাকিলেই তবে ষড়ঙ্গসহিতবেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত পুরুষের বেদার্থাববোধ হইবে। সুতরাং যদ্বিষয়ক অর্থাববোধ তদ্বিষয়ক কামনা এবং যদ্বিষয়ক কামনা তদ্বিষয়ক অর্থাববোধ হওয়ায় অনবস্থাপ্রসঙ্গের উদয় না হইলেও জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয়তাদোষ অনিবার্য্য। যদিও এইস্থলে অন্যোন্যাশ্রয়ের উভয়পক্ষ জ্ঞানস্থল নহে, একটি জ্ঞানস্থল হইলেও অপরটি কামনার স্থল[১০] তথাপি অর্থাববোধের পূর্বে কামনার উৎপত্তিই সম্ভব না হওয়ায় বেদাধ্যয়নকামপুরুষই অনুপপন্ন বলিয়া বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্তিও অনুপপন্ন; ফলে স্বাধ্যায়-বিধি অপ্রবর্ত্তক হইয়া নিষ্ফল হইবে।

আপত্তি হইবে, অধ্যয়নবিধি কাম্য না হয় নাই হউক্; কিন্তু উহা নিত্যও নহে, কারণ স্বাধ্যায়বিধিবাক্যে অধ্যয়নের অকরণে প্রত্যবায় শ্রুত হয় নাই। অধ্যয়ন নৈমিত্তিক কর্মও নহে, কারণ

'নিষ্কারণ'শব্দে অধ্যয়নজ্ঞানয়োঃ কাম্যত্বং নিবার্য্যতে। অর্থজ্ঞানে পুরুষপ্রবৃত্তিকরং বচনদ্বয়ং শাখান্তরগতং নিরুক্তকারো যাস্কঃ (নিরুক্ত ১।১৮ পৃঃ ৪৭) এবমুদাজহার—'অথাপি জ্ঞানপ্রশংসা ভবত্যজ্ঞাননিন্দা চ'" ইত্যাদি। এইস্থলে পূর্বব্যাখ্যাত "স্থাণুরয়ং ভারহারঃ" ও "যদ্‌গৃহীতমবিজ্ঞাতম্" বচনদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে। বিঃ প্রঃ সং ৩য় বর্ণক পৃঃ ১৯৭, "তর্হ্যক্ষরাবাপ্তিপূর্বকার্থাববোধ এবাবৃত্তিহেতুঃ ইতি চেৎ; ন, শাখান্তরীয়েভ্যঃ পৌরুষেয়েভ্যো বা বাক্যেভ্যোঽস্বীকৃতেভ্যোঽনাবৃত্তেভ্যোঽপ্যর্থাববোধদর্শনাৎ।" সুতরাং শাখান্তরীয় বাক্যদ্বারা অর্থাববোধ বিহিত হইতে পারে।

১০ ক এর জ্ঞান হইলে খ এর জ্ঞান হয়, আবার, খ এর জ্ঞান হইলে ক এর জ্ঞান হয়—এইরূপভাবে উভয় পক্ষই জ্ঞানস্থল হওয়ায় জ্ঞপ্তিগত পরস্পরাশ্রয়দোষ বিদ্যমান। ক এর জ্ঞান হইলে খ এর কামনা হয় এবং খ এর কামনা হইলে ক এর জ্ঞান হয়—এই স্থলে উভয় পক্ষ জ্ঞান বা জ্ঞপ্তিস্থল নহে। তথাপি প্রথমোক্ত স্থলে যেমন জ্ঞানই হয় না, সেইরূপ দ্বিতীয় স্থলে কামনাই হয় না। সুতরাং ফলতঃ উহা অন্যোন্যাশ্রয়দোষই।

গৃহদাহাদির ন্যায় কোনরূপ নিমিত্ত শ্রুত হয় নাই। অধ্যয়ন প্রায়শ্চিত্তীয় কর্মও নহে, কারণ "ব্রহ্মচর্য্যাবকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দভমালভেত" (আপঃ ধর্মঃ ১৷৯৷২৬৷৮) এইরূপ শ্রুতিতে অবকীর্ণী ব্রহ্মচারীর দোষসম্বন্ধবশতঃ প্রায়শ্চিত্তের বিধান হইলেও অধ্যয়নবিধিস্থলে কোনরূপ দোষসংযোগ শ্রুত হয় নাই।[১১] সুতরাং অধ্যয়ন নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রায়শ্চিত্তীয় কর্ম না হওয়ায় উহা শাস্ত্রবিহিত কর্মই নহে। ফলতঃ ব্রহ্মবিচারকর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রীয় নহে।

উত্তর এই, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে উদ্ধৃত দ্বিতীয় আগমবচনের "নিষ্কারণঃ" পদের দ্বারাই অধ্যয়নবিধির নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবকার অর্থে প্রযুক্ত "হি" পদের সহিত "নিত্যঃ" পদের অন্বয় করিলে অর্থ হইবে, অধ্যয়ন নিত্যই, নৈমিত্তিকাদি নহে। বস্তুতঃ মানবসংহিতায় বেদের অনধ্যয়নে নিন্দাবচন রহিয়াছে (মনু সং ২৷১৬৮), "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥" অর্থাৎ যে-ত্রৈবর্ণিক বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য কর্ম করিয়া থাকেন, তিনি জীবিত অবস্থাতেই সবংশ (সান্বয়ঃ) শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।[১২] গ্রন্থকার স্বয়ং কিছু পরেই (পৃঃ ৪) এই মনুবচনই উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর গ্রন্থকার অধ্যয়নবিধির নিত্যত্ব নিগমন করিতে বলিলেন (পৃঃ ১), "অতঃ সর্বোঽপি নিত্যবিধিবলাদেব ষড়ঙ্গসহিতং বেদমধীত্যার্থং জানাতি।" অর্থাৎ, অতএব বেদাধ্যয়নে অধিকারী সমস্ত পুরুষ "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এইরূপ নিত্যবিধিসামর্থ্যেই ষড়ঙ্গসহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ জানিয়া থাকেন। "অতঃ" অর্থাৎ যেহেতু অধ্যয়ন কাম্যাদি কর্ম নহে এবং "নিষ্কারণ" পদোদিত অধ্যয়নের নিত্যত্বই বুদ্ধিস্থ, সেইহেতু। "সর্বোঽপি" অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে অধিকারী উপনীত ত্রৈবর্ণিকমাত্র ; বাধক থাকায় "সর্ব" পদের সকল বর্ণ অর্থ হইবে না, কিন্তু "সর্বশুক্লা সরস্বতী" বাক্যে "সর্ব" পদের ন্যায় সঙ্কোচনীয়।[১৩] "এব"কার দ্বারা কাম্যবিধি ব্যবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। ফলতঃ অধ্যাপনবিধি কাম্যবিধি বলিয়া উহাও "এব"কারের দ্বারা ব্যবচ্ছেদ্য। "অধীত্য" পদে ল্যপ্ প্রত্যয়দ্বারা অধ্যয়নক্রিয়া ও অর্থজ্ঞানক্রিয়ার ভেদ তথা উভয়ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যের ভেদ, অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞানের পৌর্বাপর্য্য এবং উভয় ক্রিয়ার সমানকর্তৃকত্ব বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে। এইরূপভাবেই গ্রন্থকারকর্তৃক উদ্ধৃত দ্বিতীয় আগমবচনের "অধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ" অংশ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

ধর্মবিচারের ন্যায় ব্রহ্মবিচার আরম্ভণীয় নহে—পূর্বপক্ষ

প্রশ্ন হইবে, স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধি নিত্য হয় হউক্, কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধান্তে যখন উক্ত বিধি-প্রবর্ত্তিত ত্রৈবর্ণিকমাত্র ব্রহ্মবিচারে বৈধ অধিকারী নহেন, তখন শ্রুতি-সূত্রের সঙ্গতি কিরূপে রক্ষিত হইবে? পূর্বপক্ষীর গূঢ় অভিসন্ধি এইরূপ।

১১ "কামতো রেতসঃ সেকং ব্রতস্থস্য দ্বিজন্মনঃ" ইত্যাদি মনুবচনের (মনু সং ১১৷১২১) দ্বারা জানা যায়, যে-ব্রহ্মচারীর ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রী-সংসর্গ হইয়াছে তাহাকে অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী বলে। শাস্ত্রে অবকীর্ণী ব্রহ্মচারীর প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে—অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী নিশাকালে চতুষ্পথে নির্ঋতি দেবতার (নৈর্ঋতং) উদ্দেশ্যে কাণ গর্দভ বধ করিবে অর্থাৎ গর্দভমাংসদ্বারা যাগ করিবে এবং সেই গর্দভচর্ম পরিধান করিয়া "আমি অবকীর্ণী" এইরূপে নিজ পাপ ঘোষণা করিয়া সপ্তগৃহে ভিক্ষা করিবে ইত্যাদি। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্মচারীর স্ত্রী-সংসর্গরূপ দোষসংযোগ থাকায় প্রায়শ্চিত্তকর্ম বিহিত হইয়াছে ; কিন্তু কোনরূপ দোষসংযোগ ব্যতিরেকেই অধ্যয়ন বিহিত হওয়ায় অধ্যয়ন প্রায়শ্চিত্তীয় কর্ম নহে। মনু সংহিতায় (১১৷১১৭-১২১) অবকীর্ণীর প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে এবং মীমাংসাদর্শনের "অনাহিতেঽগ্নাববকীর্ণী পশ্বনুষ্ঠানাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৬৷৮৷২২) ইহার বিচার আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ব্রহ্মসূত্রের অধিকারাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৩৷৪৷৪১-৪২) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি অবকীর্ণী (ভ্রষ্টরেতা) হয়, তবে উহা উপপাতক হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে ; তাহা হইলেই ভ্রষ্টোর্ধ্বরেতার কৃত কর্মসমূহ ব্রহ্মবিদ্যার সাধন হইবে, নচেৎ নহে।

১২ অবশ্য বেদাধ্যয়নে অসমর্থপক্ষে অথবা আপৎকালে দ্বিজগণ গায়ত্রীমাত্র জপ করিলেই হইবে (মনু সং ২৷১০৪, ১১৮)।

১৩ দেবী সরস্বতীর বর্ণনায় "সর্বশুক্লা" পদ থাকিলেও দেবীর কেশ, অক্ষিগোলক, করতল, পদতল প্রভৃতি যেমন শুক্লবর্ণ নহে বলিয়া "সর্ব" পদের অর্থ সঙ্কুচিত করা হইয়া থাকে, সেইরূপ আলোচ্যস্থলে "সর্ব" পদ বর্ণমাত্রকে না বুঝাইয়া ত্রৈবর্ণিক অর্থে সঙ্কুচিত করিতে হইবে। প্রায়িক অর্থে "সর্ব" শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

পূর্বমীমাংসাসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম মীমাংসাসূত্রের অন্তর্গত "অথ" পদ আনন্তর্য্য অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। আনন্তর্য্য সাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় প্রশ্ন হইবে, কাহার অনন্তর? অর্থাৎ কাহার অনন্তর ধর্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য? উত্তরে মীমাংসাসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে বেদাধ্যয়নের অনন্তরই ধর্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য (প্রভাটীকাসহ শাবরভাষ্য ১।১।১ পৃঃ ১-৮)। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই নিত্য অধ্যয়নবিধির দ্বারা প্রবর্ত্তিত ত্রৈবর্ণিকমাত্র বেদার্থাববোধপূর্বক কর্মানুষ্ঠানের উপযোগী বেদার্থনির্ণয়ের জন্য ধর্মবিচার অর্থাৎ সমগ্র বেদের অর্থবিচার করিবেন। সুতরাং তাঁহারা বলিতে পারেন যে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই শ্রৌত বিধিবাক্যই সমগ্রবেদার্থবিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্রের প্রসঞ্জক বা বিধায়কবাক্য। অতএব শ্রুতির সহিত প্রথম মীমাংসাসূত্রের (শ্রুতি-) সঙ্গতি অতীব স্পষ্ট। ফলে মীমাংসাশাস্ত্র বিধিতঃ আরম্ভণীয়। কিন্তু অদ্বৈতসম্প্রদায় প্রথম ব্রহ্মসূত্রস্থ "অথ" পদের আনন্তর্য্যার্থ গ্রহণ করিলেও বলিতে পারেন না যে স্বাধ্যায়বিধি ব্রহ্মবিচারাত্মক অদ্বৈতশাস্ত্রের প্রসঞ্জক বা প্রবর্ত্তক। কারণ পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রে "ধর্ম" শব্দ বেদার্থমাত্রের উপলক্ষণ; ফলে সমগ্রবেদেরই বিচার মীমাংসাশাস্ত্রে গতার্থ হওয়ায় বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্বাক্যসমূহের বিচারও গতার্থ বলিয়া ব্রহ্মসূত্ররচনাই ব্যর্থ।[১৪] যদি ধর্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে পৃথক্‌রূপেও গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও বলা যায় না যে স্বাধ্যায়বিধিবোধিত বেদাধ্যয়নের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই নিয়মতঃ হইয়া থাকে, কারণ ধর্মজিজ্ঞাসাতেও বেদাধ্যয়ন নিয়মতঃ অপেক্ষিত।

বেদাধ্যয়নের অনন্তর না হউক্, কর্মাববোধের অনন্তরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হউক্, ইহাও অদ্বৈতী স্বীকার করিবেন না; কারণ ধর্মবিচারের পূর্বেই যিনি উপনিষদ্‌সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহার কর্মাববোধ ব্যতিরেকেই ব্রহ্মবিচার হইতে পারে। বিশেষতঃ পঞ্চপ্রযাজযাগ যেমন দর্শপূর্ণমাসরূপ অঙ্গিযাগের অঙ্গ, সেইরূপ ধর্মবিচার ব্রহ্মবিচারের অঙ্গ নহে, যাহাতে অঙ্গকর্ম সমাপন না করিলে অঙ্গিকর্ম সিদ্ধ হইবে না। আবার, দর্শপূর্ণমাসযাগে যিনি অধিকারী তিনিই দর্শপূর্ণমাসযাগ নিষ্পন্ন করিবার পর সোমযাগ করিবেন (তৈত্তিঃ সং ২।৫।৬, "দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেত"), এইরূপে যে অধিকৃতাধিকার (অর্থাৎ কর্মবিশেষে অধিকার থাকিলেই পরে কর্মান্তরে যে অধিকার বিদ্যমান) দেখা যায় তাহাও ধর্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যে নাই।[১৫] শুধু তাহাই নহে, ধর্মজ্ঞান অভ্যুদয়ফলক এবং স্বর্গাদিসুখরূপ অভ্যুদয় কর্মানুষ্ঠানসাপেক্ষ। অপরদিকে ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তিফলক এবং ব্রহ্মস্বরূপ-মুক্তি উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য বা সংস্কার্য্য না হওয়ায় অনুষ্ঠাননিরপেক্ষ। ধর্মজিজ্ঞাসাতে সাধ্য ধর্মই জিজ্ঞাস্য হওয়ায় উহা পুরুষব্যাপারতন্ত্র; ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে সিদ্ধবস্তুরূপব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য বলিয়া উহা পুরুষতন্ত্র নহে।[১৬]

অতএব কোনরূপেই যখন স্বাধ্যায়বিধিবাক্যের সহিত প্রথম ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গতি হইতে পারে না তখন শ্রুতি-সূত্রের সঙ্গতি না থাকায় ব্রহ্মবিচার অবিহিত, সুতরাং অনারম্ভণীয়। ফলে "নিত্যেনৈবাধ্যয়নবিধিনা" ইত্যাদি বিবরণবাক্যানুসারে রচিত "নিত্যো হি 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' " ইত্যাদি বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বাক্য অপ্রাসঙ্গিক।

প্রকৃতপ্রস্তাবে, স্বাধ্যায়-বিধিবাক্যের সহিত প্রথম ব্রহ্মসূত্রের অসঙ্গতিপ্রদর্শনই পূর্বপক্ষীর একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। বিবরণাচার্য্য স্বয়ং চতুর্বিধ অসঙ্গতির ইঙ্গিত দিয়াছেন। উহা এইরূপ।

প্রথমতঃ, যাহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে তাহাই সূত্রকারকর্তৃক সূত্রণীয় অর্থাৎ সূত্রাকারে রচিত হওয়া উচিত। জ্ঞাতবিষয়েই জিজ্ঞাসার উদয় হয়, অজ্ঞাতবিষয়ে নহে। আবার, শাস্ত্রশ্রবণ ব্যতিরেকেও শাস্ত্রীয়-জ্ঞান সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়নের পূর্বে ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলেই তবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হওয়ায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসাবোধক প্রথম ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গতিই থাকিতে পারে না—ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, আবার ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাবোধক প্রথম ব্রহ্মসূত্র স্বরূপতঃই অসঙ্গত। ইহাই স্বরূপাসঙ্গতিনামক প্রথমপ্রকার অসঙ্গতি।

১৪ ভামতী ১।১।১ পৃঃ ৪৯, ৫১, "ধর্মজিজ্ঞাসায়া ইব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অপি" ইত্যাদি সন্দর্ভ হইতে "বেদাধ্যয়নানন্তর্য্যোপদেশসাম্যাদিত্যর্থঃ" পর্য্যন্ত সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

১৫ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ৫১, "নন্বিহ কর্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

১৬ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ৬৯, "ফল-জিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ, অদ্বৈতসম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রসমূহকে শ্রুতিমূল বলিয়া সর্বদাই শ্রুতিসঙ্গতিপ্রদর্শনে সচেষ্ট। কিন্তু উপরে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে প্রথম মীমাংসাসূত্রের ন্যায় প্রথম ব্রহ্মসূত্র স্বাধ্যায়বিধিবাক্যমূল নহে। তাহা হইলে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্গত "আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যস্থ "শ্রোতব্যঃ" বিধি-পদই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রসঞ্জক হউক,—কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ শ্রবণ অর্থাৎ বেদান্তবাক্যবিচার না করিলে প্রত্যবায় হইবে, এইরূপ অকরণে প্রত্যবায় শ্রুত না হওয়ায় "শ্রোতব্যঃ" নিত্যবিধি নহে। বিশেষতঃ সমস্ত ত্রৈবর্ণিকেরই ব্রহ্মবিচার কর্ত্তব্য, ইহা অদ্বৈতীর নিকট অপসিদ্ধান্ত। কোনরূপ নিমিত্ত শ্রুত না হওয়ায় গৃহদাহেষ্টির ন্যায় শ্রবণ নৈমিত্তিক কর্মও নহে। কোন দোষবিশেষের নিরাকরণের নিমিত্তও শ্রবণ বিহিত না হওয়ায় উহা প্রায়শ্চিত্তীয় কর্মও নহে। বিধির উদ্দেশ্যে কোনরূপ ফলশ্রুতি না থাকায় শ্রবণ কাম্যকর্মও নহে। সুতরাং "শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মবিচারের প্রসঞ্জক না হওয়ায় প্রথম ব্রহ্মসূত্রের মূলাসঙ্গতি নামক দ্বিতীয় প্রকার অসঙ্গতি স্পষ্টই।

তৃতীয়তঃ, অদ্বৈতসম্প্রদায় শ্রুতিসঙ্গতি ব্যতিরেকে শাস্ত্রসঙ্গতি প্রদর্শনেও যত্ন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসূত্ররূপ শাস্ত্রের সহিত ঐ শাস্ত্রের মধ্যবর্ত্তী প্রতি অধিকরণের সম্বন্ধই শাস্ত্রসঙ্গতি। অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হওয়ায় ব্রহ্মসূত্রের সর্বস্থলে হয় ব্রহ্ম, অথবা ব্রহ্মসম্বন্ধ অথবা ব্রহ্মবোধের অনুকূল কোন বিষয়ের বিচার অবশ্য থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, অদ্বৈতী অধ্যায়সঙ্গতিও স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে উপনিষদ্বাক্যসমূহের সমন্বয় বা চরম তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই বিদ্যমান। সুতরাং সমন্বয়াধ্যায়ের প্রতি পাদেই সমন্বয়ই প্রদর্শনীয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্মৃতি ও স্মৃত্যুক্ত ন্যায়াদির সহিত অবিরোধই বক্তব্য। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার বহিরঙ্গসাধনসমূহই বিচার্য্য। চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার অন্তরঙ্গসাধন ও মুক্তিই বিচার্য্য। কিন্তু প্রথম ব্রহ্মসূত্রে সমন্বয়, অবিরোধ (বা বিরোধ-পরিহার), সাধন বা ফল (মুক্তি) কোনটিই প্রতিপাদিত না হওয়ায় প্রথম ব্রহ্মসূত্রে শাস্ত্রাসঙ্গতি নামক তৃতীয়প্রকার অসঙ্গতি অতীব সুস্পষ্ট।

চতুর্থতঃ, প্রথম ব্রহ্মসূত্র সমন্বয়াখ্য প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্র[illegible] সূত্রে অবশ্যই সমন্বয় প্রতিপাদিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া প্রথম সূত্রে শাস্ত্রাদিত্বাসঙ্গতি নামক চতুর্থ প্রকার অসঙ্গতি অবশ্যই বিদ্যমান।[১৭]

অতএব আদি ব্রহ্মসূত্রের প্রসঞ্জক বা প্রবর্ত্তক বাক্য না থাকায় অতি সঙ্গত কারণেই পূর্বপক্ষী আক্ষেপ করিতেছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ২৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৯), "কঃ পুনরস্য সূত্রস্য প্রসঙ্গঃ ?" সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই বলিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার এই আকারে পূর্বপক্ষ স্থাপন না করিলেও পূর্বপক্ষীর প্রদর্শিত চতুর্বিধ অসঙ্গতি যে গূঢ়ভাবে তাঁহার গ্রন্থে উপস্থিত তাহা বুঝিতে হইবে, অন্যথা পরবর্ত্তী সন্দর্ভের প্রকৃত আশয় হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

ব্রহ্মবিচার আরম্ভণীয়—সিদ্ধান্ত ঃ
প্রথম প্রকার অসঙ্গতির উত্তর

বিবরণ অনুসারে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে এই চারিপ্রকার অসঙ্গতির উত্তর ক্রমশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে স্বরূপাসঙ্গতি নামক প্রথম প্রকার অসঙ্গতির উত্তর এইরূপ।

বেদার্থনির্ণয়ের জন্য বিচার আবশ্যক। সংশয় বিচারের পূর্বাঙ্গ বলিয়া প্রথমে বিচার্য্য বিষয়ে সংশয় প্রয়োজন।[১৮] যে-বিষয়ের সামান্য-জ্ঞান এবং বিশেষের অজ্ঞান থাকে, সেই বিষয়েই সংশয় হইতে পারে।[১৯] সুতরাং ব্রহ্মনির্ণয়ার্থ ব্রহ্মবিচারের জন্য ব্রহ্ম-সংশয় এবং ব্রহ্মবিষয়কসংশয়ের জন্য

১৭ তত্ত্বদীপন (মেট্রোঃ পৃঃ ২৮) অনুসারে চতুর্বিধ অসঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তত্ত্বদীপনের পংক্তিসমূহ উদ্ধৃত হইল না।

১৮ অদ্বৈতসিদ্ধিতে মাধ্বসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সংশয় ন্যায়াঙ্গ না হইলেও অবশ্যই বিচারাঙ্গ। অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "বিপ্রতিপত্তিবাক্যস্য বিচারাঙ্গত্বনিরূপণপ্রকরণম্" পৃঃ ১৬-৭।

১৯ ন্যাঃ সূঃ ১।১।২৩ ও তদ্ভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মবিষয়ক সামান্যজ্ঞান ও বিশেষের অজ্ঞান আবশ্যক। এক্ষণে স্বাধ্যায়বিধিদ্বারা প্রবর্ত্তিত ত্রৈবর্ণিক বেদ অধ্যয়ন-কালে বেদাংশ উপনিষদ্‌সমূহও অধ্যয়ন করেন বলিয়া সমস্ত উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিষয়ক সামান্য-জ্ঞানমাত্র আহরণ করিয়া থাকেন।[২০] এক্ষণে যে-ত্রৈবর্ণিক জন্মান্তরীয় পুণ্যপুঞ্জপরিপাকবশে পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রুতিমধ্যে তাহার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তিনি উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া জানিতে পারেন যে জগতে পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত ইত্যাদি যাহা কিছু প্রিয় বলিয়া অনুভূত হয়, সেই সমস্তই বস্তুতঃ আত্মপ্রীতির জন্যই প্রিয়রূপে অনুভূত হইয়া থাকে।[২১] সকল প্রাণীর আত্মাতেই মুখ্য প্রীতি এবং আত্মার সহিত পতি প্রভৃতির (আধ্যাসিক) সম্বন্ধ থাকায় পতি প্রভৃতিতে ঔপাধিক প্রীতি বর্ত্তমান (রামকৃষ্ণকৃতটীকাসহ পঞ্চদশীর ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ নামক দ্বাদশ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং প্রিয়তম আত্মার অঙ্গরূপেই যখন সর্ব বস্তু প্রিয়রূপে অনুভূত হয়, তখন জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে বৈরাগ্যবান পুরুষই ব্রহ্মবিচারে তথা নিরতিশয়পুরুষার্থস্বরূপ মোক্ষে অধিকারী হইয়া থাকেন' এইজন্য সকল ত্রৈবর্ণিক ব্রহ্মবিচারে অধিকারীও নহেন এবং প্রবৃত্তও হন না। সুতরাং অধ্যয়ন ত্রৈবর্ণিকমাত্রের নিত্য-কর্ম হইলেও ব্রহ্ম-বিচার কাম্য কর্ম। মোক্ষসাধনকাম পুরুষই ব্রহ্মবিচার করিবেন। প্রথম ব্রহ্মসূত্রের "অথ" পদের আনন্তর্য্য অর্থ উপপাদন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে বেদাধ্যয়নের অনন্তর নহে, কর্মাববোধেরও অনন্তর নহে, কিন্তু নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন পুরুষই ব্রহ্মবিচারে মুখ্য অধিকারী। বস্তুতঃ ইহা আচার্য্যের স্বকপোলকল্পিত নহে, উপনিষদ্‌সমূহ ইহা কণ্ঠতঃ ঘোষণা করিয়াছেন (মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষদ্ ২য় ব্রাহ্মণ পৃঃ ৩০১), "স এব সংসারতারণায় গুরুমাশ্রিত্য কামাদি ত্যক্ত্বা বিহিতকর্মাচরন্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ..." ইত্যাদি। সুতরাং স্বাধ্যায়-বিধিদ্বারা প্রবর্ত্তিত ত্রৈবর্ণিক বেদের অন্যান্য অংশের সহিত উপনিষদ্‌সমূহ অধ্যয়ন করিয়া প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে আপাতজ্ঞান লাভ করেন। এইরূপ আপাতজ্ঞানবিশিষ্ট ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে যিনি জন্মান্তরীয় পুণ্যবশে নিরতিশয়পুরুষার্থকাম হইয়া থাকেন, তিনি মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উপনিষদ্ হইতে জানিতে পারেন যে আত্মপ্রীতির নিমিত্তই সমস্ত পদার্থ প্রিয় হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মার অঙ্গরূপে অন্য সমস্ত পদার্থের প্রিয়ত্ব ঘোষিত হওয়ায় বুঝা যায় যে আত্মব্যতিরিক্ত সর্ব পদার্থে রাগশূন্য ব্যক্তিই ব্রহ্মবিচারে মুখ্য অধিকারী। বিচার বিনা উৎপন্ন জ্ঞানই আপাতদর্শন এবং উহা অনিশ্চয়াত্মক হওয়ায় ব্রহ্মনিশ্চয়ার্থ ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র ব্যর্থ নহে, যেহেতু বিচারদ্বারাই অর্থনিশ্চয় বা অর্থনির্ণয় হইয়া থাকে। অতএব

২০ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ৭৮-৮১, "তৎ পুনর্ব্রহ্ম প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ। যদি প্রসিদ্ধং, ন জিজ্ঞাসিতব্যম্। অথাপ্রসিদ্ধং, নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুমিতি। উচ্যতে—অস্তি তাবদ্‌ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং, সর্বজ্ঞং, সর্বশক্তিসমন্বিতম্; ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে, বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ। সর্বস্য আত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ।...আত্মা চ ব্রহ্ম। যদি তর্হি লোকে ব্রহ্মাত্মত্বেন প্রসিদ্ধমস্তি, ততো জ্ঞাতমেবেত্যজিজ্ঞাস্যত্বং পুনরাপন্নম্। ন, তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ।..." শাবরভাষ্যে ধর্মবিষয়ে অনুরূপ আপত্তি আলোচিত হইয়াছে—(শাবরভাষ্য ১।১।১ পৃঃ ৩-৪ = পৃঃ ১০), "ধর্মঃ প্রসিদ্ধো বা স্যাৎ, অপ্রসিদ্ধো বা? স চেৎ প্রসিদ্ধঃ, ন জিজ্ঞাসিতব্যঃ। অথাপ্রসিদ্ধঃ, নতরাম্।..." ধর্ম ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য এই, ধর্ম অতিপরোক্ষ বলিয়া শ্রুতিমাত্রগম্য, ব্রহ্ম সামান্যতঃ "অহং"প্রতীতির বিষয় এবং মুক্তিকালে পূর্ণানন্দরূপে অনুভূত। শাবরভাষ্যের বহু পংক্তি অথবা অনুরূপ পংক্তি শাঙ্করভাষ্যে বিদ্যমান।

২১ বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫; ৪।৫।৬, "স [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] হোবাচ—ন বা অরে [মৈত্রেয়ি] পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।...ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।" শ্রুতির তাৎপর্য্য এই, জগতের কোন বস্তুই স্বরূপতঃ বা নিরুপাধিকরূপে প্রিয় হয় না। পুত্রাদি যদি স্বরূপতঃই প্রিয় হইত তাহা হইলে শত্রুপুত্রও প্রিয় হইত। অতএব আত্মপ্রীতির সাধন বলিয়াই সমস্ত প্রিয়, কিন্তু আত্মপ্রীতি মুখ্য। বৃহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ ২।৪।৫, পৃঃ ৬১৯, "অমৃতত্বসাধনং বৈরাগ্যমুপদিদিক্ষুঃ জায়াপতিপুত্রাদিভ্যো বিরাগমুৎপাদয়তি তৎসন্ন্যাসায়।...তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধমেতৎ—আত্মৈব প্রিয়ঃ, নান্যৎ। ...তস্মাদাত্মপ্রীতি-সাধনত্বাৎ গৌণী অন্যত্র প্রীতিঃ, আত্মন্যেব মুখ্যা।" ঐ আঃ টীঃ, "জায়াদীনামাত্মার্থত্বেন প্রিয়ত্বম্, আত্মনশ্চানৌপাধিকপ্রিয়ত্বেন পরমানন্দত্বম্।"

ব্রহ্মবিষয়কসামান্যজ্ঞানবান মুমুক্ষু ব্রহ্মবিষয়ক বিশেষদর্শনের অভিলাষে ব্রহ্মসূত্রাত্মক বিচারশাস্ত্র অধ্যয়নে যত্ন করিবেন। যদিও নির্বিশেষ ব্রহ্মে সামান্যবিশেষভাব নাই, তথাপি ব্রহ্মকে সৎস্বরূপমাত্ররূপে জ্ঞানই ব্রহ্মবিষয়ক সামান্য-জ্ঞান বা আপাতদর্শন এবং ব্রহ্মকে নিরতিশয় পূর্ণানন্দরূপে জ্ঞানই ব্রহ্মবিষয়ক বিশেষজ্ঞান বা ব্রহ্মনির্ণয় অথবা ব্রহ্মাবগতি যাহা বিচারশাস্ত্র অধ্যয়নের ফল। সুতরাং পূর্বপক্ষীর উদ্ভাবিত পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার স্বরূপাসঙ্গতি নাই। এইরূপ তাৎপর্য্যেই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পৃঃ ১), **"তত্র কশ্চিৎ পুণ্যপুঞ্জপরিপাকবশাৎ নিরতিশয়পুরুষার্থপ্রেপ্সায়াং তদুপায়ং বেদেঽন্বিষ্যেদমবগচ্ছতি 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি' ইতি আত্মশেষতয়ৈবান্যস্য সর্বস্য প্রিয়ত্বোক্তেঃ আত্মব্যতিরিক্তাৎ সর্বস্মাৎ বিরক্তঃ অধিকারী।"** "তত্র" পদের অর্থ অধীতস্বাধ্যায়ত্রৈবর্ণিকগণের মধ্যে। যেহেতু বহুজন্মার্জিত অশেষপুণ্যবশে ঈশ্বরানুগ্রহে অদ্বৈতবাসনা জন্মিয়া থাকে[২২] সেইহেতু গ্রন্থকার বলিলেন "পুণ্যপুঞ্জপরিপাকবশাৎ।" কর্মসমূহের ফলোন্মুখতাই কর্মবিপাক বা পরিপক্বতা। ধর্ম, অর্থ ও কাম,—এই ত্রিবর্গ সাতিশয়, মোক্ষই নিরতিশয় পুরুষার্থ।[২৩] এইরূপ পুরুষার্থপ্রেপ্সু লৌকিকভাবে মুক্তির উপায় জানিতে পারেন না বলিয়া ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায়স্বরূপ বেদেই মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকেন। "কশ্চিৎ তদুপায়ং বেদে অন্বিষ্য ইদমবগচ্ছতি", এইরূপ অন্বয়। "ইদম্" পদের দ্বারা পরামৃষ্ট অর্থ প্রকাশ করিতে গ্রন্থকার বলিলেন "আত্মনস্তু" ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের (বৃহঃ উপঃ ২।৪র্থ ব্রাহ্মণ ও ৪।৫ম ব্রাহ্মণ) "ন বা অরে" শ্রুতি-প্রবাহে ইহাই সর্বশেষ শ্রুতি (বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬)। "আত্মনস্তু" শ্রুতির তাৎপর্য্য কি? ইহারই উত্তরে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন, "আত্মশেষতয়ৈবান্যস্য সর্বস্য প্রিয়ত্বোক্তেঃ" অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত পদার্থের প্রিয়ত্ব আত্মার অঙ্গরূপেই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইস্থলে "অঙ্গ" শব্দের অর্থ অধীন—অঙ্গ যেমন অঙ্গীর অধীন, সেইরূপ। কিন্তু প্রযাজাদিরূপযাগসমূহ যেমন দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রধান যাগের অঙ্গ, সেইরূপ নহে; কারণ কর্মস্থলে প্রধান বা অঙ্গিযাগই নিজ স্বরূপনির্বাহের নিমিত্ত অঙ্গযাগসমূহের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বুঝিতে হইবে, পরিচ্ছিন্ন ঘটাকাশ যেমন অপরিচ্ছিন্ন আকাশের অধীন, অথবা, প্রতিবিম্বিতসূর্য্য যেমন আকাশস্থ বিম্ব-সূর্য্যের অধীন; সেইরূপ পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন প্রিয়ত্ব বস্তুতঃ নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দরূপ অপরিচ্ছিন্ন প্রিয়ত্বের অধীন। অথবা পতি, জায়া প্রভৃতি মলিন উপাধিসমূহে প্রতিবিম্বিত প্রিয়ত্ব বিম্ব-ব্রহ্মানন্দরূপপ্রিয়ত্বের অধীন। উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন পদার্থ অবচ্ছেদ্য পদার্থের অঙ্গ বা অংশরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। জানুমাত্র গভীরজলে প্রতিবিম্বিত আকাশ এক সর্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন বিম্বাকাশের অঙ্গ বা অংশরূপেই কল্পিত। বস্তুতঃ হস্তপদাদি যেমন শরীরের অঙ্গ এবং শরীর হইতে বিচ্ছিন্নরূপেও অবস্থান করিতে পারে, ঘটাকাশ বা প্রতিবিম্বিত আকাশ সেইরূপ অর্থে অপরিচ্ছিন্ন আকাশের অঙ্গ নহে, কিন্তু অঙ্গসদৃশ; এবং অবচ্ছেদ্য বা বিম্বকে পরিত্যাগ করিয়া অবচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত পদার্থ থাকিতে পারে না। উপাধিসমূহ মিথ্যা বলিয়া সেই মিথ্যা-উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা মিথ্যা-উপাধিতে প্রতিবিম্বিত পদার্থমাত্রের স্বতন্ত্র সত্তা নাই; অপরিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদ্য ব্যতিরেকে তাহারা অসৎ বা কল্পিত, ইহা বুঝাইতেই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের উপরি উদ্ধৃত সন্দর্ভে "আত্মশেষতয়ৈব" পদে "এব"কার প্রযুক্ত হইয়াছে। আত্মব্যতিরিক্ত সত্তাই "এব"কারের দ্বারা ব্যবচ্ছেদ্য। বৃহদারণ্যক শ্রুতি (বৃহঃ উপঃ ১।৪।৮) অনুসরণ করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অধ্যাসব্যবধানের তারতম্যবশতঃই প্রেমতারতম্য হইয়া থাকে—বিত্ত অপেক্ষা পুত্র, পুত্র অপেক্ষা নিজ শরীর, শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ (অর্থাৎ অন্তঃকরণ) উত্তরোত্তর প্রিয় এবং আত্মাই প্রিয়তম (বৃহঃ ভাঃ

২২ দত্তাত্রেয় প্রণীত অবধূতগীতা ১।১ পৃঃ ১১. "ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা।"

২৩ মহাভারতে শান্তিপর্বের অন্তর্গত ষড়জ গীতায় (শান্তিপর্ব, অধ্যায় ১৬৭ পৃঃ ২৮০-৮২) আছে যে বিদুর, ভীম, অর্জুন, সহদেব ও নকুল নিজ নিজ অনুভব অনুসারে ধর্ম, অর্থ ও কামকে শ্রেষ্ঠ বলিলে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে ত্রিবর্গহীন পুরুষও যখন মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন ত্রিবর্গ নহে, মুক্তিই শ্রেষ্ঠ (শ্লোঃ ৪৮ পৃঃ ২৮২), "ত্রিবর্গহীনোঽপি বিন্দতেঽর্থং তস্মাদহো লোকহিতায় গুহ্যম্॥"

বার্ত্তিক ১।৪।১০২৯ পৃঃ ৬৪০), "বিত্তাৎ পুত্রঃ প্রিয়ঃ পুত্রাৎ পিণ্ডঃ পিণ্ডাৎ তথেন্দ্রিয়ম্। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রিয়ঃ প্রাণঃ প্রাণাৎ আত্মা পরঃ প্রিয়ঃ ॥"[২৪]

প্রশ্ন হইবে, আত্মপ্রীতিই মুখ্য হউক্ এবং অন্যান্য পদার্থে প্রীতি আত্ম-প্রীতির অঙ্গই হউক্, কিন্তু বেদান্ত-শাস্ত্রে অধিকারীকে আত্মব্যতিরিক্ত অন্যান্য পদার্থ হইতে বিরক্ত হইতে হইবে কেন ?

ইঁহারই উত্তরে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ত্বোক্তেঃ !" অর্থাৎ, যেহেতু জগতের সমস্ত পদার্থের প্রিয়ত্ব আত্মপ্রিয়ত্বের অঙ্গ, সেইহেতু আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থমাত্রে বৈরাগ্যবান পুরুষই অধিকারী। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ।

লৌকিকভাবে ইহা দৃষ্ট হয় যে কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জলাশয়ের দ্বারাই লোকের স্নান-পানাদিরূপ ক্ষুদ্র প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে ; ক্ষুদ্র প্রয়োজন সম্পাদনের নিমিত্ত লোকে বৃহৎ আয়োজনে যত্ন করে না। কিন্তু কেহ যদি অতি বৃহৎ জলাশয় প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহার ক্ষুদ্র প্রয়োজনসমূহও তাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ; তখন তাঁহার ক্ষুদ্র প্রয়োজনসাধনে কূপাদির প্রয়োজন হয় না। বৃহৎ জলাশয়েই তাহা সম্পন্ন হওয়ায় ক্ষুদ্রপ্রয়োজনরূপ অযত্নপ্রাপ্য বস্তুবিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রযত্ন দৃষ্টচর নহে। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে বেদের কর্মকাণ্ডে উপদিষ্ট কর্মসমূহের স্বর্গাদিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কর্মজন্য ক্ষুদ্রফলসমূহ লাভ করিতে পৃথক্ প্রযত্ন করেন না। স্বর্গাদিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ ব্রহ্মানন্দের অংশবিশেষ হওয়ায় যাঁহার ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনি সকলপ্রকার কর্ম হইতে বিরত থাকেন (গীতা ২।৪৬), "যাবানর্থ উদপানে সর্বতো সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥" উদপানে অর্থাৎ কূপাদিরূপ পরিচ্ছিন্ন জলাশয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন প্রয়োজন সংপ্লুতোদক বা মহাহ্রদের দ্বারা যেমন নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ সংপ্লুতোদকস্থানীয় মোক্ষসাধনজ্ঞানের ফলে কর্মকাণ্ডোক্ত ফলসমূহ অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এইস্থলে "সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" এইরূপ গীতাবচনও (৪।৩৩) উদ্ধৃত করিয়াছেন। কর্মফলসমূহ সগুণব্রহ্মজ্ঞানের ফলে যেমন অন্তর্ভুক্ত, সেইরূপ নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানের ফলেও অন্তর্ভূত (গীতা ২।৪৬ আঃ টীঃ পৃঃ ১০৬)। যেহেতু অর্জুনের এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে নাই অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা উৎপন্ন হয় নাই, সেইহেতু তাঁহার কর্মেই অধিকার, ইহাই পরবর্তী শ্লোকের (গীতা ২।৪৭) তাৎপর্য্যার্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাঁহার কূপাদিতে প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়, তিনি সংপ্লুতোদকের অনুসন্ধান করেন না এবং যাঁহার সংপ্লুতোদক প্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহার কূপাদিতে বিতৃষ্ণাই উৎপন্ন হইয়াছে ! অতএব যে মুমুক্ষু "আত্মনস্তু" শ্রুতিদ্বারা অবগত হইবেন যে সমস্ত কর্মফল ব্রহ্মবিদ্যার ফলে অন্তর্ভুক্ত[২৫] তিনি অল্পে সন্তুষ্ট না হইয়া ভূমাকেই লাভ করিতে ব্যগ্র হইবেন (ছাঃ উপঃ ৭।২৩), "যো বৈ ভূমা, তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে যেহেতু সমস্ত

২৪ ন্যাঃ রঃ ১।৯২ পৃঃ ৪৩৫, "অধ্যাসৈঃ আনন্দস্য ব্যবধানাধিক্যে প্রেম্নঃ অনুৎকটত্বং, তন্ন্যূনত্বে প্রেম্ন উৎকটত্বম্। সুষুপ্তৌ কার্য্যপ্রপঞ্চলয়েন আনন্দাভিব্যক্তিদর্শনেন স্বপ্ন-জাগ্রতোশ্চ তদপেক্ষয়া আনন্দাল্পত্বদর্শনেন অধ্যাসাধিক্যস্য আনন্দাপকর্ষপ্রয়োজকত্বেন ক্‌প্তত্বাদিতি ভাবঃ।" বৃহঃ ভাঃ বাঃ ১।৪।১০৩০ ইত্যাদি শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য। অধ্যাসের অল্পাধিক্যবশতঃ যে ব্রহ্মস্বরূপানন্দের অনুভবে তারতম্য হয়, তাহা বিবরণসিদ্ধান্ত (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৩২৩-২৪ = মাদ্রাজ পৃঃ ২৬২-৬৩), "ননু তদপি সুখমবিদ্যাবৃতং ন প্রকাশমর্হতি ; ন, অনাবৃতসাক্ষিচৈতন্যসুখাংশস্য প্রকাশোপপত্তেঃ। জাগরণে তর্হি কিমিতি নাবভাসতে ? ভাসত এব পরমপ্রেমাস্পদত্বলক্ষণং সুখম্, তীব্রবায়ুবিক্ষিপ্তপ্রদীপপ্রভাবৎ মিথ্যাজ্ঞানবিক্ষিপ্ততয়া ন স্পষ্টমবভাসতে, সুষুপ্তৌ তু তদভাবাদধিকং ব্যজ্যত ইতি।"

২৫ বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১২৮৩, "...কৃৎস্নস্য চ কর্মফলস্য বিদ্যাফলে অন্তর্ভাবাৎ। ন চ অযত্নপ্রাপ্যে বস্তুনি বিদ্বান্ যত্নমাতিষ্ঠতি। 'অক্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ। ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ ॥' 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥' ইতি গীতাসু (৪।৩৩)। ইহাপি (বৃহঃ উপঃ ৪।৩।৩২) চ এতস্যৈব পরমানন্দস্য ব্রহ্মবিৎ-প্রাপ্যস্য 'অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইত্যুক্তম্। অতো ব্রহ্মবিদাং ন কর্মারম্ভঃ।" বলা বাহুল্য, ইহা বিবিদিষা-সন্ন্যাসের অবস্থা।

পদার্থগতপ্রিয়ত্ব এক নিরুপাধি ব্রহ্মগতপ্রিয়ত্বের অঙ্গ, সেইহেতু আত্মব্যতিরিক্তপদার্থমাত্রে বিতৃষ্ণ বিবিদিষা বা প্রত্যক্‌প্রবণতাবিশিষ্ট সন্ন্যাসীই মোক্ষশাস্ত্রে অধিকারী।[২৬]

দ্বিতীয় প্রকার অসঙ্গতির উত্তর

আপত্তি হইবে, অদ্বৈতবিচারশাস্ত্রে স্বরূপাসঙ্গতি না থাকে নাই থাকুক, কিন্তু মূলাসঙ্গতি বিদ্যমান ; কারণ ব্রহ্মবিচারের প্রসঞ্জক বা প্রবর্ত্তক শ্রুতিবাক্য নাই।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতশাস্ত্রের শ্রুতিমূলত্ব প্রদর্শন করিতে বিবরণাচার্য্যকে অনুসরণ করিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পৃঃ ১), " **'আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্'[২৭] ইত্যুপক্রম্য 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্' ইত্যুপসংহারাৎ...।"** এক্ষণে এই খণ্ডিত সন্দর্ভের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ নামক পঞ্চম ব্রাহ্মণে মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় বর্ণন প্রসঙ্গে আত্মসাক্ষাৎকারের ফলকীর্ত্তন করিতে উক্ত বাক্যদ্বয় উপদেশ করিয়াছেন। ইহার বিবরণসম্মত ব্যাখ্যা এইরূপ।

কোন সন্দর্ভের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইলে ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গের শরণাপন্ন হইতে হয় (বৃহৎ সংহিতা), "উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥" বিচার্য্যবাক্যের আদ্যন্তভাগদ্বয়ের একার্থপর্য্যবসানত্বই উপক্রমোপসংহারিত্ব। অর্থাৎ, বিচার্য্যসন্দর্ভের প্রথমে যে অর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সন্দর্ভের সর্বশেষে যদি সেই অর্থই প্রতিপাদিত হয়, তবে উক্ত সন্দর্ভের সেই অর্থে তাৎপর্য্য বিদ্যমান ; অন্যথা উপক্রম ও উপসংহার বাক্যদ্বয়ের ঐক্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অনন্যপর পুনঃ পুনঃ শ্রূয়মাণপদত্বই অভ্যাসত্ব। অর্থাৎ বিচার্য্যসন্দর্ভের অন্তর্গত একই পদ বা বাক্য যদি একই অর্থে পুনঃ পুনঃ শ্রুত হয়, তবে সেই সন্দর্ভের সেই পদার্থে বা বাক্যার্থে তাৎপর্য্য অবশ্য স্বীকার্য্য ; অন্যথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ অর্থাৎ পদ বা বাক্যের অভ্যাস (আবৃত্তি) ব্যর্থ হইয়া যায়। বিচার্য্য সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত অর্থবাদ যদি কোন একটি অর্থের প্রাশস্ত্য জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে সেই

২৬ ছাঃ উপঃ ৪।১।৩ আঃ টীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৭৮ ; বৃহঃ উপঃ ৪।৩।৩২ ও ৩৩ আঃ টীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১১৬১-৬২ ও পৃঃ ১১৬৬-৬৯ ; বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২২ আঃ টীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১২৮৩ দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে সন্দর্ভসমূহ উদ্ধৃত হইল না।

ঊনবিংশ শতকের কোন স্বঘোষিত "সন্ন্যাসী" গীতার "যাবানর্থ" শ্লোকের আচার্য্যকৃতব্যাখ্যা গ্রহণের পরও স্বকপোলকল্পিত একাধিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিয়া পরিশেষে স্বকৃতব্যাখ্যাকে অধিক মহিমা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে বক্তব্য এই, আচার্য্যপাদ কুত্রাপি শ্রুতি-স্মৃতি-সূত্র লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধিপ্রতিভাবলে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। তিনি উক্ত গীতাশ্লোকের ব্যাখ্যায় কেবল অন্য গীতাশ্লোকই নহে (গীতা ৪।৩৩), ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৪।১।৪, ৬) ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৪।৩।৩২, ৩৩ ; ৪।৪।২২) উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় লিখিলেও তাহাতে মহিমার উদয় হয় না।

২৭ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের মুদ্রিত পুস্তকে "বিজ্ঞাতম্" পাঠ থাকিলেও "বিদিতম্" কাণ্বশাখীয় পাঠ। বিবরণের প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকে "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতম্" (মেট্রোঃ পৃঃ ২৯-৩০ = মাদ্রাজ পৃঃ ২৯) উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পাঠমাত্র। উপনিষদের "ইদং সর্বং" স্থলে বিবরণে "সর্বমিদং" পাঠ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুইটি মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের (বৃহঃ উপঃ ২।৪ ও ৪।৫) মধ্যে স্বল্প ভেদ থাকিলেও উভয়স্থলেই "ইদং সর্বং বিদিতম্" এইরূপ কাণ্বশাখীয় পাঠই বিদ্যমান। যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্লযজুর্বেদেরই অন্য নাম বাজসনেয়। শুক্ল যজুর্বেদের বহু শাখার মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামক দুইটি শাখা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। উভয় শাখাতেই দুইটি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ—শতপথব্রাহ্মণ—বিদ্যমান। কাণ্বশাখীয় ব্রাহ্মণ সপ্তদশ কাণ্ডে ও মাধ্যন্দিন শাখীয় ব্রাহ্মণ পঞ্চদশ কাণ্ডে সমাপ্ত। এই কাণ্ডেরই অপর নাম আরণ্যক। কাণ্বশাখীয় শতপথ ব্রাহ্মণের সপ্তদশ কাণ্ডের শেষ ছয় অধ্যায়ই বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (বৃহঃ উপঃ ভাঃ ভূঃ পৃঃ ৩), "সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্, বৃহত্ত্বাৎ পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্।" শুধু পরিমাণতঃ নহে, অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া এই উপনিষদ্ অর্থতঃও সুবৃহৎ (ঐ আঃ টীঃ পৃঃ ৪)। শাখাভেদে পাঠভেদ বর্ত্তমান। "দ্বয়া হ" ইত্যাদি মাধ্যন্দিনশাখীয়শ্রুতি অবলম্বন করিয়া ভর্তৃপ্রপঞ্চ অধুনালুপ্ত বিশাল ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য্যপাদ "উষা বা অশ্বস্য" ইত্যাদি কাণ্বশাখীয়শ্রুতি অবলম্বন করিয়া অল্পগ্রন্থবৃত্তি রচনা করিয়াছেন।

সন্দর্ভের সেই অর্থে তাৎপর্য্য স্বীকরণীয়, অন্যথা অর্থবাদের প্রাশস্ত্যজ্ঞাপকত্বই ব্যর্থ। যদিও অর্থবাদের ন্যায় অভ্যাসও আদরজ্ঞাপনদ্বারা তাৎপর্য্যবোধক, তথাপি উহারা দুইটি ভিন্ন তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গ, একটি নহে। অভ্যাস (অনভ্যস্ত) অর্থান্তর হইতে উৎকৃষ্টত্বরূপ প্রাশস্ত্য এবং অর্থবাদ বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্টজনকত্বরূপ প্রাশস্ত্যই জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এই তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গত্রয় শব্দঘটিত হওয়ায় শব্দনিষ্ঠ। বিচার্য্য সন্দর্ভের প্রয়োগের পূর্বে অজ্ঞাতবিষয়ত্বই অপূর্বত্ব বা প্রমাণান্তরানধিগতত্ব। উক্ত অর্থের জ্ঞান যদি সপ্রয়োজন হয়, তবে ঐরূপ প্রয়োজনবত্ত্বই ফলত্ব। ঐরূপ জ্ঞানের বিষয় যদি অবাধিত হয়, তবে ঐ প্রকার প্রমাণান্তরাবাধিতত্বই উপপত্তিত্ব। শেষোক্ত তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গত্রয় প্রমাত্বের ঘটক হওয়ায় অর্থনিষ্ঠ।[২৮]

এক্ষণে উপরি উদ্ধৃত মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণবাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় যে শ্রুতি উপক্রমে (বৃহঃ উপঃ ৪।৫।৬) "আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ম্" বলিয়া সমস্ত বস্তু অপেক্ষা আত্মার প্রিয়তমত্বই ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং উপক্রমবাক্যে সমস্ত পদার্থ হইতে বিরক্ত আত্মপ্রেপ্সুই উপস্থাপিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতিই (৪।৫।৬) সর্বশেষে বা উপসংহারে "আত্মনি...বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্" বলিয়া আত্মবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ সর্ববিজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছেন। উক্ত উপক্রমবাক্য ও উপসংহারবাক্যের ঐক্য বা একার্থ-প্রতিপাদকত্ব এই যে, "ইদম্" ও "সর্বম্" পদোদিত পরিদৃশ্যমান ("ইদম্") সমস্ত পদার্থ ("সর্বম্") যদি আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন হইত, তবে আত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান উপপন্ন হইত না, যেহেতু ঘটের বিজ্ঞানদ্বারা পট জানা যায় না। সুতরাং আত্মব্যতিরেকে অনুভূয়মান পদার্থমাত্র অসৎকল্প হওয়ায় আত্মব্যতিরেকে সর্বতো বিরক্ত আত্মপ্রেপ্সুর নিকট আত্মাই জ্ঞাতব্য বা দ্রষ্টব্য। অতএব মুমুক্ষুর নিকট আত্মাই একমাত্র বিচার্য্য বা বিজিজ্ঞাসিতব্য।

শুধু তাহাই নহে, মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের সর্বশেষে (৪।৫।১৫) "মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" এইরূপ উপসংহারবাক্যদ্বারা বুঝা যায় যে পূর্বে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে সে-সমস্তই অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃতত্বসাধন। পূর্বে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশ থাকায় এবং শ্রবণাদিত্রয় অমৃতত্ব বা মুক্তি না হওয়ায় "অমৃতত্ব" পদে লক্ষণা করিয়া "লাঙ্গলং জীবনম্"-ন্যায়ে[২৯] শ্রবণাদিকে অমৃতত্বসাধন বা মুক্তির উপায়রূপে বুঝিতে হইবে। কিন্তু শ্রবণাদি পরম্পরায় মুক্তির সাধন, সাক্ষাৎভাবে নহে; কারণ অদ্বৈতশাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যসাক্ষাৎকারই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। ঐরূপ ঐক্য-সাক্ষাৎকারের করণ অবশ্যই কোন প্রমাণ হইবে। শ্রবণ ও মনন উভয়ই বিচারাত্মক হওয়ায় এবং নিদিধ্যাসন ধ্যানাত্মক বলিয়া প্রমার করণ হইতে পারে না; কারণ তর্কাত্মক বিচার স্বয়ং প্রমাণ নহে, প্রমাণের সহকারী মাত্র এবং ধারাবাহিকচিন্তনরূপ ধ্যানও ছয়টি প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত নহে। বিবরণসিদ্ধান্তে "অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের করণ বা প্রমাণ। এক্ষণে ব্রহ্মবিচারাত্মক শ্রবণব্যতিরেকে মহাবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণ ব্রহ্মাবধারণে (ব্রহ্মনির্ণয়ে) সমর্থ না হওয়ায় বুঝা যায় যে উক্ত মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাবগতিফলক ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্বাক্যসমূহের বিচারই বিধান করিতেছে—ব্রহ্মাবগতি মহাবাক্যরূপশ্রুতিকরণক ও বিচারদ্বারক, করণ ও দ্বারের ফল অভিন্নই হইয়া

২৮ লঘুঃ, ১ম পরিঃ "আগমবাধোদ্ধারপ্রকরণম্" পৃঃ ৪২৫-২৬ ও "প্রত্যক্ষস্যাগমবাধ্যত্বপ্রকরণম্" পৃঃ ৩৭৪।
২৯ যে-স্থলে সাধ্য-সাধনের অভেদোপচারবশতঃ সাধনে সাধ্য-বাচক পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সেইস্থলে এইরূপ ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "লাঙ্গল" ও "জীবন" এই শব্দ দুইটিতে সমানবিভক্তিকতারূপ শব্দ-সামানাধিকরণ্য থাকায় লাঙ্গল ও জীবনের মধ্যে অভেদ শব্দতঃ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ লাঙ্গল জীবন নহে, জীবনের নিমিত্ত বা সাধনমাত্র, এবং জীবন উহার সাধ্য। এক্ষণে লাঙ্গলকে জীবন বলায় বুঝা যায় যে সাধন লাঙ্গল বুঝাইতে সাধ্যবাচক "জীবন" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে অভেদোপচার অর্থাৎ অভেদ অর্থে উপচার বা লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। "জীবন" শব্দের মুখ্যার্থ প্রাণ-ধারণ, ঔপচারিক অর্থ লাঙ্গল। এইস্থলে আধ্যাসিক অভেদ বক্তব্য নহে, শব্দশ্রবণজন্য ঔপচারিক অভেদই বক্তব্য। কারণ ঔপচারিক অভেদপ্রতীতিস্থলে ভেদজ্ঞান থাকে এবং ভেদজ্ঞানব্যতিরেকে ঔপচারিক প্রয়োগই হয় না। কিন্তু ভেদজ্ঞান অধ্যাসের প্রতিবন্ধক হওয়ায় "ইদং রজতম্"রূপ আধ্যাসিক অভেদপ্রতীতিস্থলে ভেদজ্ঞান থাকিতে পারে না। গৌণপ্রতীতি ও মিথ্যাপ্রতীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রঃ সূঃ ১।১।৪ শাঙ্করভাষ্যশেষ পৃঃ ১৫৪-৫৫।

থাকে। এইরূপ তাৎপর্য্যেই বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ২৯-৩০ = মাদ্রাজ পৃঃ ২৯), "...'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ম্' ইত্যুপক্রমাৎ সর্বতো বিরক্তস্য আত্মপ্রেপ্সোঃ 'আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতম্' 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্' ইত্যুপসংহারাৎ অমৃতত্বসাধনমাত্মদর্শনম্...।" শ্রবণাদিত্রয় কিরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বার হইয়া থাকে তাহা পরে আলোচিত হইবে।

এইস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে যদিও এইস্থলে বিবরণ ও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে অভিন্নই, তথাপি বিবরণে "আত্মনস্তু" বাক্যকে উপক্রমবাক্য বলিয়া "আত্মনি বিজ্ঞাতে" ও "এতাবদরে" এই দুই বাক্যকে উপসংহারবাক্য বলা হইয়াছে ; কিন্তু বিবরণের অন্যতম টীকাকার চিৎসুখমুনির তাৎপর্য্যদীপিকা টীকা[৩০] অনুসরণে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার "আত্মনি খল্বরে" বাক্যকে উপক্রমবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়া "এতাবদরে" বাক্যকে উপসংহারবাক্যরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু তাৎপর্য্য-দীপিকায় ও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে যে বিবরণ লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। এই দুই গ্রন্থে "আত্মনি বিজ্ঞাতে" বাক্যকে উপক্রম-বাক্য বলা হইলেও বস্তুতঃ উক্ত-বাক্য কণ্ডিকার সর্বশেষে (বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫ ও ৪।৫।৬) শ্রুত হওয়ায় উহা উপসংহার বাক্যই, উপক্রম-বাক্য নহে। বিবরণে দুইটি উপসংহারবাক্যের উদ্ধৃতির তাৎপর্য্য এইরূপ।

আত্মজ্ঞান হইলে অর্থাৎ মহাবাক্যশ্রবণজন্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাক্ষাৎকার হইলে অমৃতত্ব বা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। "এতাবদরে" বাক্য ব্রাহ্মণের সর্বশেষে (৪।৫।৬) শ্রুত হওয়ায় বুঝা যায় যে মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের চরম তাৎপর্য্য মুক্তিতেই উপসংহৃত এবং ব্রহ্মসূত্রের বাক্যাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ১।৪।১৯-২২) ভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে জীবাভিন্ন ব্রহ্মই মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য বিষয় ও এইরূপেই ব্রহ্ম শ্রবণাদির বিষয়। চরম উপসংহার-বাক্যের মহাতাৎপর্য্য এই যে জীব-ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারের ফল অমৃতত্ব বা মুক্তি এবং ইহাই মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের সর্বপ্রথমে মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসিত বিষয় (বৃহঃ উপঃ ৪।৫।৪), "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি" অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমি অমৃতা বা মরণরহিতা হইব না তাহার অর্থাৎ সেই বিত্তের দ্বারা আমি কি করিব ? পূজনীয় আপনি যাহা অমৃতত্বলাভের নিশ্চিতসাধনরূপে অবগত আছেন, তাহাই আমাকে বলুন। এক্ষণে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে মুক্তি দ্বিবিধ হওয়ায় জীবন্মুক্তের সর্ববিজ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্যবর্ণন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানীর স্তুতি করিতেই কণ্ডিকার শেষে (৪।৫।৬ ও ২।৪।৫) অবান্তর উপসংহার-বাক্য শ্রুত হইয়াছে। যেহেতু আত্মব্যতিরেকে পদার্থমাত্র কল্পিত, সেইহেতু আত্মতত্ত্বজ্ঞানী আত্মাভিন্নরূপেই পরিদৃশ্যমান জগতের অনুভব করিয়া থাকেন, যেমন বামদেব ঋষির সর্বাত্মদর্শন হইয়াছিল (বৃহঃ উপঃ ১।৪।১০), "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে 'অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি'।" অর্থাৎ, বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া বুঝিয়াছিলেন 'আমি মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম'। সুতরাং চরম উপসংহার-বাক্যের মহাতাৎপর্য্য যেমন মুক্তিতে, সেইরূপ অবান্তর উপসংহার-বাক্যের অবান্তর তাৎপর্য্য সর্ববিজ্ঞান বা সর্বাত্মদর্শনে।[৩১] অতএব উভয়বাক্যই

৩০ তাঃ দীঃ পৃঃ ২৯, " 'আত্মনো বা অরে দর্শনেন' (বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫) ইত্যুপক্রম্য 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্' ইত্যুপসংহারাৎ আত্মদর্শনমমৃতত্বসাধনমিতি প্রতিপাদ্য...।" কিন্তু টীকাকারের উদ্ধৃত প্রথম শ্রুতি বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে নাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণেই বর্তমান। বস্তুতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুইটি মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ (বৃহঃ উপঃ ২।৪ ও ৪।৫) থাকিলেও উভয় ব্রাহ্মণের শ্রুতি-মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। বিশেষতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে কুত্রাপি "এতাবদরে" শ্রুতি না থাকায় তাৎপর্য্যদীপিকায় উদ্ধৃত উপসংহারবাক্য লাভ করা যাইবে না ; কারণ "এতাবদরে" শ্রুতি চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের সর্বশেষেই বিদ্যমান। এক মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের শ্রুতিকে উপক্রম-বাক্যরূপে গ্রহণপূর্বক ব্রাহ্মণ-ভঙ্গ করিয়া বহু ব্যবধানে শ্রুত দ্বিতীয় মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের বাক্যকে উপসংহারবাক্য বলা যায় না। এইজন্য বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার "আত্মনো বা অরে দর্শনেন" শ্রুতি গ্রহণ না করিয়া দ্বিতীয় মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের "আত্মনি খল্বরে" বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব অতীব দুরবগাহ্য বলিয়া একই বিষয়ে একাধিক শ্রুতি থাকিলেও আনর্থক্য শঙ্কা নাই ; কারণ বিভিন্ন অধিকারীকে বিভিন্নভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। সুতরাং দ্বিতীয় মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ ব্যর্থ নহে। কিন্তু কর্মকাণ্ডে একই বিষয়ে একাধিক শ্রুতি থাকিলে উহাদের অনুবাদত্বপ্রসঙ্গভয়ে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্যে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

৩১ গীতা ৭।১৯, "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥" অর্থাৎ,

আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলকীর্তন করায় উভয়ই ফলবোধক বাক্য বলিয়া উহাদের মধ্যে উপক্রম-উপসংহারভাবসম্বন্ধ নাই।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ব্রহ্মসূত্রে তথা অদ্বৈতশাস্ত্রবিচারে মূলাসঙ্গতিদোষ নাই, মূলসঙ্গতিই বিদ্যমান। "শ্রোতব্যঃ" বাক্য ব্রহ্মবিচারের প্রসঞ্জক বা বিধায়কবাক্য কিনা, তাহা এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে বিচারিত হইবে। এই গ্রন্থের যে-খণ্ডে অধ্যাস আলোচিত হইবে, সেই খণ্ডে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার অসঙ্গতির উত্তর প্রদান করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

"উপনিষদ্" পদের অর্থবিচার

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যভূমিকার প্রারম্ভেই আচার্য্যপাদ সংক্ষেপে "উপনিষদ্" পদের অর্থপ্রকাশ করিতে বলিয়াছেন (বৃহঃ উপঃ ভাঃ ভূঃ পৃঃ ২-৩) যে যাঁহারা সংসারনিবৃত্তিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই সংসারের মূলীভূত অবিদ্যার নিবৃত্তির সাধন ব্রহ্মাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তি বা ব্রহ্মবিদ্যার নিমিত্ত তিনি অল্পকলেবরবিশিষ্ট বৃত্তিগ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন। এই ব্রহ্মবিদ্যাই "উপনিষদ্" শব্দের বাচ্যার্থ (ভাঃ ভূঃ পৃঃ ৩), "সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসাদনাৎ। উপ-নি-পূর্বস্য সদেঃ তদর্থত্বাৎ, তাদর্থ্যাৎ গ্রন্থোঽপি উপনিষদুচ্যতে।" অর্থাৎ, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনপর তাঁহাদের সংসার ও সংসারের হেতুভূত অবিদ্যার আত্যন্তিক উচ্ছেদ করে বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা "উপনিষদ্" পদে কথিত হয়, কারণ উপ ও নি পূর্বক সদ্ ধাতুর উহাই অর্থ। উক্ত প্রয়োজনের সম্পাদকরূপে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদকগ্রন্থও "উপনিষদ্" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বৃহদারণ্যকভাষ্যভূমিকায় জ্ঞান ও কর্মের তথা বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধই বিচারিত হওয়ায় উহাকে সম্বন্ধভাষ্যও বলা হয়। আচার্য্যপাদের সাক্ষাৎ শিষ্য ভগবৎপাদ সুরেশ্বরাচার্য্য উক্ত সম্বন্ধভাষ্য অবলম্বন করিয়া (বর্ত্তমানে উপলব্ধ ১১৩৬ সংখ্যক শ্লোকসমন্বিত) যে বার্তিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাই "সম্বন্ধবার্তিক" নামে সম্প্রদায়সিদ্ধ। ইহা সমগ্র বার্তিক যাহা বৃহদ্বার্তিক বা বার্তিকামৃত নামেও অতি প্রসিদ্ধ তাহার প্রথমাংশমাত্র। উপরি উদ্ধৃত ভাষ্যসন্দর্ভ অবলম্বন করিয়াই আচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার সম্বন্ধবার্তিকের ছয়টি শ্লোকে (শ্লোঃ ৩-৮ পৃঃ ৮-১০ = পৃঃ ৭-৯) "উপনিষদ্" শব্দের গূঢ় তাৎপর্য্যার্থ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। "উপনিষদ্" পদের অভিধা অর্থ বা যৌগিকার্থ ব্রহ্মবিদ্যা। অবয়বসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকেই অভিধার্থ বা যৌগিকার্থ বলে। আপত্তি হইবে, "উপনিষদ্" পদ বেদের অংশবিশেষে রূঢ় বা আজানসিদ্ধ হওয়ায় "রূঢ়ির্যোগমপহরতি" (অর্থাৎ একই পদের যৌগিকার্থ অপেক্ষা রূঢ্যর্থ প্রবল), এই ন্যায়ানুসারে উক্ত পদের ব্রহ্মবিদ্যারূপ অবয়বার্থ গৃহীত হইতে পারে না। উত্তরে আচার্য্য সুরেশ্বর বলিয়াছেন যে "উপনিষদ্" পদের কোনরূপ সমুদায়শক্তি না থাকায় রূঢ্যর্থের প্রসঙ্গই নাই, ফলে যৌগিকার্থের সহিত বিরোধও নাই (সম্বন্ধ বাঃ শ্লোঃ ৩ পৃঃ ৮ = পৃঃ ৭), "অত্র চোপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মবিদ্যৈকগোচরঃ। তত্রৈব চাস্য সদ্ভাবাদভিধার্থস্য তৎ কুতঃ ॥" সেই অভিধার্থ কিরূপে লাভ করা

জন্মজন্মান্তর পুণ্যকর্মানুষ্ঠানজনিত বুদ্ধিশুদ্ধি হইলে অন্তিম জন্মে যে জ্ঞানী "সমস্তই বাসুদেব" এইরূপে আমাকে (পরব্রহ্মকে) জানেন, সেই মহাপুরুষ অতি দুর্লভ। সুতরাং বাসুদেবকে বসুদেবের পুত্ররূপে, সত্যভামাদির পতিরূপে, পাণ্ডবদের সখারূপে যে-জ্ঞান অর্জুনের বিদ্যমান, তাহা সর্বাত্মদর্শন নহে। ব্রহ্মসূত্রের বাক্যান্বয়াধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।৪।২২ পৃঃ ৪২০) আচার্য্য গীতার এই শ্লোককে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপররূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং গীতাভাষ্যে (৭।১৯ পৃঃ ৩৬৫) সর্বাত্মদর্শনকে জ্ঞানীর স্তুতিরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "জ্ঞানী পুনরপি স্তূয়তে—*বহূনামিতি*।" দ্রষ্টব্য ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্ ২২ পৃঃ ১২৮।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে তৃতীয় শ্লোক বিচারে
অদ্বৈতশাস্ত্রারম্ভ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

যাইবে ? উত্তর এই, উপ পূর্বক নি পূর্বক্ সদ্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা "উপনিষদ্" পদ নিষ্পন্ন হওয়ায় উপ উপসর্গের অর্থ, সদ্ ধাতুর ত্রিবিধ অর্থের সহিত নি উপসর্গের স্বার্থাভিধানদ্বারা বিশেষণরূপে অন্বয় করিয়া এবং ক্বিপ্ প্রত্যয়ের অর্থবলে "উপনিষদ্" পদের তিনটি অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে উপ উপসর্গের অর্থ সামীপ্য বা অব্যবহিতত্ব এবং সামীপ্যের চরম উৎকর্ষ অভেদ হওয়ায় "অনন্তরোঽবাহ্যঃ" (বৃহঃ উপঃ ৪।৫।১৩) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে "উপ" উপসর্গের লক্ষ্যার্থ অন্তর্বহির্বিভাগশূন্য ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মা। ভ্বাদিগণীয় সদ্ ধাতুর অর্থ তিনটি—বিশরণ বা শিথিলীকরণ, গতি বা প্রাপ্তি এবং অবসাদন বা উচ্ছেদ—ষদ্‌৯ বিশরণগত্যবসাদনেষু। নি উপসর্গ স্বার্থাভিধানদ্বারা এই ত্রিবিধ অর্থেরই বিশেষণ হইবে (সম্বন্ধ বাঃ শ্লোঃ ৪ পৃঃ ৯ = পৃঃ ৭), "উপোপসর্গঃ সামীপ্যে তৎপ্রতীচি সমাপ্যতে। ত্রিবিধস্য সদর্থস্য নি-শব্দোঽপি বিশেষণম্।" প্রথমে সদ্ ধাতুর বিশরণ অর্থ গ্রহণ করা হইতেছে।

"উপনিষদ্' পদের বাচ্যার্থ ব্রহ্মবিদ্যা, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা আত্মাকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করাইয়া অবিদ্যা ও অবিদ্যাপ্রযুক্ত সংসার শিথিলীকরণ অর্থাৎ বিনষ্ট করে (শ্লোক ৫ পৃঃ ৯ = পৃঃ ৮), "উপনীয়েমমাত্মানং ব্রহ্মাপাস্তদ্বয়ং যতঃ। নিহন্ত্যবিদ্যাং তজ্জং চ তস্মাদুপনিষদ্ভবেৎ ॥" শ্লোকের "ইমম্ আত্মানম্ অপাস্তদ্বয়ং ব্রহ্ম" এই পদচতুষ্টয়ের দ্বারা "উপ" উপসর্গের অর্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে। দ্বয় অর্থাৎ ভেদ অপাস্ত অর্থাৎ বিগত হইয়াছে যাহাতে তাহাই অপাস্তদ্বয়ম্, ফলে উহা ব্রহ্মস্বরূপই। শ্লোকের "উপনীয়" পদে নি-উপসর্গের অর্থ বলা হইয়াছে এবং "নিহন্তি" পদে বিশরণকর্তৃত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এক্ষণে সদ্ ধাতুর গতি বা প্রাপ্তি অর্থ গ্রহণ করা যাইতেছে। যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা প্রমাতৃত্বপ্রমুখ নববিধ অনর্থের মূল এবং আত্মার অব্রহ্মত্বপ্রত্যয়ের হেতুভূত অবিদ্যাকে নিরাস করিয়া ভেদাভাবোপলক্ষিত পরমাত্মাকে প্রত্যক্‌রূপে প্রাপ্ত করাইয়া থাকে, সেইহেতু ব্রহ্মবিদ্যা "উপনিষদ্" পদের বাচ্যার্থ (শ্লোঃ ৬ পৃঃ ১০ = পৃঃ ৮), "নিহত্যানর্থমূলং স্বাবিদ্যাং প্রত্যক্তয়া পরম্। গময়ত্যস্তসংভেদমতো বোপনিষদ্ভবেৎ ॥" "স্বাবিদ্যাম্" অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যা। সংভেদ অর্থাৎ ভেদ অস্ত বা বিনষ্ট হইয়াছে যাহাতে তাহাই অস্ত-সংভেদ। পরম্ অর্থাৎ পরব্রহ্ম। ভেদরহিত পরব্রহ্ম, ইহাই অর্থ। "প্রত্যক্তয়া অস্তসংভেদং পরম্" এই শ্লোকাংশে "উপ" উপসর্গের অর্থ, "নিহত্যানর্থমূলং স্বাবিদ্যাং" এই শ্লোকাংশে নি-উপসর্গের অর্থ এবং "গময়তি" শ্লোকাংশে সদ্ ধাতুর অর্থ বলা হইয়াছে।

সর্বশেষে সদ্ ধাতুর অবসাদন অর্থ গ্রহণ করা যাইতেছে।

শুভ, অশুভ ও শুভাশুভ সমস্ত প্রবৃত্তির হেতুভূত রাগদ্বেষাদির মূল অবিদ্যাকে উচ্ছেদ করে বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা "উপনিষদ্" পদের অভিধার্থ (সম্বন্ধ বাঃ শ্লোঃ ৭ পৃঃ ১০ = পৃঃ ৮), "প্রবৃত্তিহেতূন্নিঃশেষাংস্তন্মূলোচ্ছেদকত্বতঃ। যতোঽবসাদয়েদ্বিদ্যা তস্মাদুপনিষন্মতা ॥" শ্লোকের "নিঃশেষান্ প্রবৃত্তিহেতূন্" অংশে নি-উপসর্গের অর্থ এবং "অবসাদয়েৎ" পদে সদ্ ধাতুর অর্থ বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে উপ উপসর্গের অর্থ বলা না হইলেও উপ উপসর্গের প্রত্যগাত্মতা বা ব্রহ্মস্বরূপতারূপ অর্থ পূর্ব শ্লোক হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। "লাঙ্গলং জীবনম্" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে সাধ্য ও সাধনের অভেদ উপচারবশতঃ যেমন সাধনে সাধ্যশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্যুৎপাদক ও ব্যুৎপাদ্যের অভেদোপচারবশতঃ ব্রহ্মবিদ্যার বাচক "উপনিষদ্" শব্দের ব্রহ্মবিদ্যার ব্যুৎপাদক গ্রন্থবিশেষে ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে (সম্বন্ধ বাঃ শ্লোঃ ৮ পৃ ১০ = পৃঃ ৯), "যথোক্তবিদ্যাবোধিত্বাদ্‌গ্রন্থোঽপি তদভেদতঃ। ভবেদুপনিষন্নামা 'লাঙ্গলং জীবনং' যথা ॥" আনন্দগিরির শাস্ত্র-প্রকাশিকা টীকা ও আনন্দপূর্ণবিদ্যাসাগরের কল্পলতিকা টীকা দ্রষ্টব্য।

উপনিষদের সংখ্যা কত ? বেদের এক একটি শাখায় একটি করিয়া উপনিষদ্ বর্ত্তমান। চারিবেদের মধ্যে ঋগ্বেদের একবিংশতি শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা, যজুর্বেদের একশত নয়টি শাখা এবং অথর্ববেদের পঞ্চাশৎ শাখার প্রতি শাখায় একটি করিয়া উপনিষদ্ থাকিলে একসহস্র একশত অশীতিসংখ্যক (১১৮০) উপনিষদ্ বর্ত্তমান। তন্মধ্যে মুক্তিকোপনিষদে (১।৩০-৪০ পৃঃ ৫৫৭) ঈশাদি অষ্টোত্তরশত উপনিষদের নাম থাকায়, ইহারাই প্রধান। ইহাদের মধ্যে অত্যুত্তম অধিকারীর পক্ষে

মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ মাত্র, উত্তম অধিকারীর পক্ষে ঈশাদি দশোপনিষদ্, মধ্যম অধিকারীর পক্ষে দ্বাত্রিংশ সংখ্যক উপনিষদ্ এবং বিদেহমুক্তিকাম পুরুষের পক্ষে অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্ পঠনীয় : এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতব্য মুক্তিকোপনিষদে অনুসন্ধেয়। মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে (১।১।১ শব্দবিষয়প্রদর্শনাধিকরণ পৃঃ ৫৪) যজুর্বেদের একশত এক সংখ্যক শাখা ও অথর্ববেদের নয়টি শাখা উল্লিখিত হওয়ায় সমগ্র বেদের শাখার সংখ্যা একসহস্র একশত একত্রিশ হইবে। মুক্তিকোপনিষৎ ও মহাভাষ্যের মধ্যে বেদশাখার সংখ্যাবিষয়ে বিপ্রতিপত্তি বিজ্ঞজন সমাধান করিবেন।

সমস্ত উপনিষদের একমাত্র বিষয় ব্রহ্ম ও একমাত্র প্রয়োজন মুক্তি যাহা ব্রহ্মস্বরূপও বটে।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে অদ্বৈতশাস্ত্রারম্ভ নামক
তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

উপনিষদ্বাক্যবিচার-বৈধত্ব

প্রশ্ন হইবে, জ্ঞান অমৃতত্বসাধন, ইহা শাস্ত্রকারগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তে আত্মদর্শনই যদি অমৃতত্বসাধন হয় হউক্, কিন্তু ইহার দ্বারা উপনিষদ্বাক্যসমূহের বিচার কিরূপে বৈধ হইবে ?

উত্তরে বিবরণের পংক্তি প্রতিধ্বনিত করিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পৃঃ ১-২), **"...পরমপুরুষার্থভূতস্যামৃতত্বস্যাত্মদর্শনোপায়ত্বং প্রতিপাদ্য[১], দর্শনস্য চাপুরুষতন্ত্রস্যাবিধেয়ত্বাৎ, 'আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ' (বৃহঃ উপঃ ৪।৫।৬) ইতি আত্মদর্শনমনূদ্য তদুপায়ত্বেন 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃহঃ উপঃ ৪।৫।৬) ইতি মনন-নিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলোপকার্যঙ্গাভ্যাং সহ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে ইতি।"**[২] এই সন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

আত্মদর্শন পরমপুরুষার্থরূপ মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন হইলেও মোক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া আত্মদর্শন বিধেয় হইতে পারে না, যাহাতে "স্বর্গকামো যজেত" এইরূপ বিধিবাক্যের ন্যায় "অমৃতত্বকামঃ আত্মদর্শনং কুর্য্যাৎ" ইত্যাকার বিধিবাক্য গ্রহণ করা যাইবে।[৩] দর্শন বা জ্ঞানমাত্র বস্তুতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র না হওয়ায় বিধেয় নহে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিলেন, "দর্শনস্য চাপুরুষতন্ত্রস্য অবিধেয়ত্বাৎ।" "অপুরুষতন্ত্রস্য" "দর্শনস্য"-এর হেতুগর্ভ বিশেষণ—যেহেতু অপুরুষতন্ত্র, সেইহেতু অবিধেয়। "অপুরুষতন্ত্র" পদে নঞ্ ক্রিয়ান্বয়ী—পুরুষতন্ত্রং ন ভবতি। ত্রিলিঙ্গ "তন্ত্র" পদের অর্থ অধীন। ব্রহ্মসূত্রের "অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে" ইত্যাদি সমন্বয়াধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।৪, পৃঃ ১০৮ দ্বিতীয় বর্ণকে) প্রতিপত্তি-বিধি স্থাপিত ও খণ্ডিত হইয়াছে।[৪]

আপত্তি হইবে, আত্মদর্শনেও বিধি স্বীকৃত হউক্, কারণ "আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি[৫] শ্রুতিমধ্যে দৃশ্ ধাতুর উত্তর তব্যপ্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন "দ্রষ্টব্য" পদ শ্রুত হওয়ায় দর্শনও বিধেয়।

১ অব্যবহিত পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত খণ্ডিত গ্রন্থ-সন্দর্ভে আত্ম-দর্শনকে অমৃতত্বের উপায়রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার বলিলেন, "প্রতিপাদ্য।" ধর্ম, অর্থ ও কাম পুরুষার্থ হইলেও পরমপুরুষার্থ নহে। মোক্ষই পরমপুরুষার্থ,—নিরতিশয়ত্ব ও নিত্যত্বই মোক্ষরূপ পুরুষার্থের পরমত্ব। "ভূত" পদের অর্থ স্বরূপ—পরমপুরুষার্থস্বরূপ অমৃতত্ব। "অমৃতত্বস্য" পদে ষষ্ঠীর অর্থ নিষ্ঠত্ব—অমৃতত্বনিষ্ঠ। কি অমৃতত্বনিষ্ঠ ?—আত্মদর্শনোপায়ত্বই অমৃতত্বনিষ্ঠ। কিন্তু অমৃতত্ব আত্মদর্শনের উপায় নহে, বরং আত্মদর্শনই অমৃতত্ব বা মুক্তির উপায়। অতএব ষষ্ঠীসমাস পরিত্যাগ করিয়া বহুব্রীহিসমাসই গ্রহণীয়—আত্মদশন উপায় বা সাধন যাহার অর্থাৎ অমৃতত্বের, তাহাই আত্মদর্শনোপায়। "অমৃত" ও "অমৃতত্ব" পদ দুইটি মোক্ষের সমার্থক (অমরকোষ ধীবর্গ ২৪৮)। পূর্ব অধ্যায়ে "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত "অমৃতত্ব" পদে লক্ষণা করিয়া অমৃতত্ব-সাধন অর্থ গ্রহণ করা হইলেও এইস্থলে বিবরণবাক্যে "পরমপুরুষার্থভূত" পদসন্নিধানে পঠিত "অমৃতত্ব" পদের মুক্তিরূপ মুখ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা পরমপুরুষার্থভূত অমৃতত্বের বিশেষণ হইতে পারিবে না।

২ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ২৯-৩০ = মাদ্রাজ পৃঃ ২৯-৩০, "...সর্বতো বিরক্তস্য আত্মপ্রেপ্সোঃ... অমৃতত্বসাধনমাত্মদর্শনং 'দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যনূদ্য তাদর্থ্যেন মনননিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলোপকার্যঙ্গাভ্যাং সহ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে ইতি।" আত্মপ্রেপ্সোঃ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে, এইরূপ অন্বয়। "তাদর্থ্যেন" অর্থাৎ দর্শনার্থত্বেন অর্থাৎ "দর্শনপ্রতিবন্ধাসম্ভাবনাদিবিগমায় নির্ণয়জ্ঞানায় চ"—আত্মদর্শনের প্রতিবন্ধকরূপ অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনার নিরাসের নিমিত্ত ও নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানলাভের জন্য আত্মপ্রেপ্সুর প্রতি শ্রবণ নামক অঙ্গিসাধন বিহিত হইয়াছে।

৩ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।৪, পৃঃ ১১৮-১২, "সতি চ বিধিপরত্বে যথা স্বর্গাদিকামস্যাগ্নিহোত্রাদিসাধনং বিধীয়তে, এবমমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়তে ইতি যুক্তম্।" ইহা পূর্বপক্ষভাষ্য।

৪ ভাষ্যকারেরও পূর্ববর্তী বেদান্তাচার্য্য ব্রহ্মদত্ত জ্ঞান ও উপাসনার ভেদ স্বীকার না করিয়া আত্মজ্ঞানেও বিধি স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদ্ভাষ্যসমূহে, বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে ও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে এইরূপ অদ্বৈতমত খণ্ডিত হইয়াছে। "প্রতিপত্তি" পদের অর্থ জ্ঞান।

৫ প্রতিপত্তিবিধিবাদিমতে "য আত্মাঽপহতপাপ্মা ..সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ উপঃ ৮।৭।১), "আত্মেত্যেবোপাসীত" (বৃহঃ উপঃ ১।৪।৭), "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" (বৃহঃ উপঃ ১।৪।১৫), "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ উপঃ ৩।২।৯) ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও আত্মপ্রতিপত্তিবিধিপর। শেষোক্ত শ্রুতিকে "ব্রহ্মভাবকামো

উত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন, " 'আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাত্মদর্শনমনূদ্য।" তাৎপর্য্য এই, দর্শনমাত্র যখন প্রমাণপরতন্ত্র এবং বস্তুপরতন্ত্র, কর্ত্তৃপরতন্ত্র নহে, তখন কেবল "তব্য"-প্রত্যয়বলে বস্তুর স্বভাব উচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানে বিধি স্বীকার করা যায় না। প্রমাণান্তরের অবিরোধে বুদ্ধিতে বস্তুর উপস্থাপন করাই শব্দ-মর্য্যাদা ; সেই মর্য্যাদা বা সীমা[৬] লঙ্ঘন করিয়া শব্দ বস্তুস্বভাবের অন্যথাকরণ করিতে পারে না। প্রমাণ উপস্থিত হইলেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ; প্রমাণ প্রমাতার ইচ্ছাকে অপেক্ষা করিয়া জ্ঞান উৎপন্ন করে না, অন্যথা প্রমাতার অনিচ্ছাবশতঃ দুর্গন্ধাদির জ্ঞান উৎপন্ন হইত না।

তাহা হইলে শ্রুত "তব্য" প্রত্যয়ের কি গতি হইবে ?

উত্তর এই, কেবল বিধি বুঝাইতেই "তব্য" প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় না, অর্হত্ব বা যোগ্যত্ব বুঝাইতেও "তব্য"-প্রত্যয়-প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত। এইজন্য "দ্রষ্টব্যঃ" পদ ব্যাখ্যা করিতে আচার্য্য তাঁহার বৃহদারণ্যকভাষ্যে বলিয়াছেন (বৃহঃ উপঃ ২।৪।৫ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৬১৯), "তস্মাৎ আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ দর্শনার্হঃ, দর্শনবিষয়মাপাদয়িতব্যঃ।" এক্ষণে আত্মাকে দর্শনবিষয়ের যোগ্য করিতে হইলে আত্মদর্শনের সাধনসমূহের অনুসন্ধান করিতে হইবে, যেমন পুরোবস্থিত ঘটাদি পদার্থকে চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয় করিতে হইলে চক্ষুর উন্মীলনরূপ সাধনের শরণ লইতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানের সাধনসমূহই বিধেয়, জ্ঞান নহে। কিন্তু সাধনসমূহকে বিধান করিতে হইলে জ্ঞানকে উদ্দেশ্য করিয়াই বিধান করিতে হইবে, যেমন চাক্ষুষজ্ঞানকে উদ্দেশ্য করিয়া চক্ষুর উন্মীলনরূপ ক্রিয়ার বিধান করা হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্য কদাপি বিধেয় হয় না, যেমন স্বর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া যাগের বিধানস্থলে স্বর্গ বা স্বর্গকামনা অন্যতঃ প্রাপ্ত বলিয়া বিধেয় নহে। অতএব বৃহদারণ্যক শ্রুতি "দ্রষ্টব্য" পদে দর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া দর্শনের সাধনসমূহেরই বিধান করিতেছেন। এই তাৎপর্য্যে গ্রন্থকার বলিলেন, " 'দ্রষ্টব্যঃ' ইতি অনূদ্য তদুপায়ত্বেন।" "তদুপায়ত্বেন" অর্থাৎ দর্শনার্থত্বেন। সুতরাং দর্শন বিহিত হয় নাই, অনূদিত হইয়াছে মাত্র, যেমন "দধ্না জুহোতি" বাক্যে হোম বিহিত হয় নাই, কিন্তু পূর্বপ্রাপ্ত হোমকে অনুবাদ করিয়া দধিগুণের বিধান করা হইয়া থাকে।[৭]

আপত্তি হইবে, চন্দনবনিতাদিবিষয়ক প্রেপ্সার (প্রাপ্তির ইচ্ছার) ন্যায় কাহারও আত্মপ্রেপ্সা হয় না।

ইহারই উত্তরে গ্রন্থকার পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভে বলিয়াছেন, "আত্মব্যতিরিক্তাৎ সর্বস্মাৎ বিরক্তোঽধিকারী" এবং এই বিষয়ে "আত্মনস্তু" শ্রুতিই প্রমাণ। আত্মব্যতিরিক্ত সমস্তই হেয়,[৮] এইরূপ অনুভবিতাই বিশিষ্ট অধিকারী, ত্রৈবর্ণিকমাত্র নহে। এইরূপ বিরক্ত (বৈরাগ্যবান) অধিকারীর প্রতিই শ্রবণ নামক অঙ্গিসাধন বিহিত হইয়াছে—এইরূপভাবে পূর্বাপর সম্বন্ধ করিয়া গ্রন্থসন্দর্ভ বুঝিতে হইবে।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিবেন, জ্ঞানে উদ্দেশ্যত্বই না থাকায় জ্ঞানকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণাদিরূপ জ্ঞান-সাধনসমূহের বিধান হইতে পারে না। পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য্য এই, "সিদ্ধং সাধ্যং ফলঞ্চেতি প্রবৃত্তের্বিষয়স্ত্রিধা", এইরূপ নিয়ম অনুসারে প্রবৃত্তিবিষয়ত্ব ত্রিবিধ—সিদ্ধত্বাখ্যবিষয়তা, সাধ্যত্বাখ্যবিষয়তা ও ফলত্বাখ্য বা উদ্দেশ্যত্বাখ্যবিষয়তা। যেমন, "মৃদং ঘটং সুখায় কুরু" বলিলে মৃত্তিকায় সিদ্ধত্বাখ্যবিষয়তা, ঘটে সাধ্যত্বাখ্যবিষয়তা ও ঘটজন্যসুখে ফলত্বাখ্যবিষয়তা বা উদ্দেশ্যত্বাখ্যবিষয়তা বর্ত্তমান। মৃত্তিকা সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া মৃত্তিকায় সিদ্ধত্বাখ্য, ঘট উৎপদ্যমান বলিয়া ঘটে সাধ্যত্বাখ্য এবং সুখের নিমিত্তই ঘটের উৎপত্তি বিহিত বলিয়া সুখরূপ ফলে ফলত্বাখ্য বা উদ্দেশ্যত্বাখ্যবিষয়তা স্বীকার্য্য। এক্ষণে দেখা যায় যে সুখ অথবা দুঃখাভাবকে উদ্দেশ্য করিয়াই লোকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞান

ব্রহ্মবেদনং কুর্য্যাৎ" এইরূপ বিধি আকারে বিপরিণাম করিতে হইবে।

৬ ন্যায়পথে স্থিতির নাম মর্য্যাদা—অমরকোষ, ক্ষত্রিয়বর্গ ৫৬, "সংস্থা তু মর্য্যাদা ধারণা স্থিতিঃ॥"

৭ শুধু পার্থক্য এই, "দধ্না" বাক্যে হোম বিহিত না হইলেও "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এইরূপ উৎপত্তি-বাক্যে হোমের বিধান করা হইয়াছে ; কিন্তু জ্ঞান কদাপি বিহিত হয় না।

৮ অধ্যায়ান্তে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সুখ বা দুঃখাভাব না হওয়ায় আত্মজ্ঞানে উদ্দেশ্যত্বাখ্যবিষয়তা নাই। সুতরাং গ্রন্থকার কিরূপে বলিলেন, "আত্মদর্শনমমৃদ্য তদুপায়ত্বেন...শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে ?"

এইরূপ আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন, "পরমপুরুষার্থভূতস্যামৃতত্বস্য আত্মদর্শনোপায়ত্বং প্রতিপাদ্য...।" তাৎপর্য্য এই, আত্মজ্ঞানে স্বরূপতঃ উদ্দেশ্যত্ব না থাকিলেও অমৃতত্বের সাধনরূপে উদ্দেশ্যত্ব বিদ্যমান। লোকে সর্বদা সর্বত্র ফল অথবা ফলসাধনকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রবর্তিত হইয়া থাকে ; অন্যথা সুখ বা দুঃখাভাবমাত্র উদ্দেশ্য হইলে লোকে অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হইত না, যেহেতু অর্থ বা অর্থোপার্জন সুখও নহে, দুঃখাভাবও নহে। কিন্তু দেখা যায় যে সুখ বা দুঃখনিবৃত্তির সাধনরূপে লোকে অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বৈদিক বিধিস্থলেও দেখা যায় যে ফল ও ফলসাধন উভয়ই প্রবৃত্তির বিষয় হইতে পারে। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" বাক্যে স্বর্গরূপ সুখকে উদ্দেশ্য করিয়া অগ্নিহোত্রযাগের বিধান করা হইয়াছে, সেইরূপ "দধ্না জুহোতি" বাক্যে হোমকে উদ্দেশ্য করিয়া দধির বিধান করা হইয়াছে, যদিও হোম ফল নহে, ফলসাধনমাত্র।

প্রশ্ন হইবে, আত্মদর্শনে উদ্দেশ্যত্ব থাকুক্, কিন্তু আত্মদর্শন যে অমৃতত্বসাধন, ইহাতে প্রমাণ কি ?

উত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন, " 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্' ইত্যুপসংহারাৎ।" আত্মজ্ঞানই অমৃতত্বসাধন, অন্য কিছুই অমৃতত্বসাধন নহে, ইহা বুঝাইতেই শ্রুতি আত্মজ্ঞানের প্রাধান্যবিবক্ষায় প্রধানভূত অমৃতত্বের[৯] সহিত আত্মজ্ঞানের অভেদ বুঝাইতে আত্মজ্ঞানে "অমৃতত্ব" পদের ঔপচারিক প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাধান্য বুঝাইতে অভেদোপচারপ্রয়োগ লৌকিকভাবেও দৃষ্ট হয় ; যেমন, রাজার ঘনিষ্ঠ পুরুষের আগমন হইলে লোকে সেই রাজপুরুষের প্রাধান্যবিবক্ষায় তাঁহাকে "রাজপুরুষ" না বলিয়া "রাজা আসিতেছেন" বলিয়া থাকে, সেইরূপ।

প্রশ্ন হইবে, আত্মদর্শনই বা একমাত্র অমৃতত্বসাধন হইবে কেন ? আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থের দর্শনও অমৃতত্বসাধন হউক্।

উত্তরে গ্রন্থকার "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকশ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই, আত্মব্যতিরিক্তরূপে প্রতীয়মান পদার্থমাত্র আত্মোপাদানক[১০] এবং উপাদানব্যতিরেকে উপাদেয়ের অভাব

৯ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যানিবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ বা অমৃতত্ব (অঃ সিঃ ৪র্থ পরিঃ "অবিদ্যানিবৃত্তিনিরূপণম্" পৃঃ ৮৮৪-৮৫ ; বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৬৮ পৃঃ ১৭৫) এবং অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছার অবিষয়ত্বই মুখ্যত্ব বা প্রধানত্ব হওয়ায় (লঘুঃ পৃঃ ৮৮৪) ব্রহ্মরূপ সুখই বুদ্ধিতে প্রধান। জিজ্ঞাসার কর্মরূপেও ব্রহ্ম প্রধান। সুতরাং তদভিন্ন অমৃতত্বও প্রধান।

১০ "জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা। অবিদ্যা-তৎ-চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ ॥" অর্থাৎ জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধ চৈতন্য, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে (কাল্পনিক) ভেদ, অবিদ্যা এবং শুদ্ধচৈতন্যের সহিত অবিদ্যার (আধ্যাসিক) সম্বন্ধ,—এই ছয় পদার্থ অদ্বৈতশাস্ত্রে অনাদিরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং পদার্থমাত্র কিরূপে আত্মোপাদানক হইবে ? অনাদিপদার্থের উপাদান প্রসিদ্ধ নহে, যেহেতু অনাদি পদার্থ জন্য হয় না। উত্তর এই, জীবের জীবভাব, ঈশ্বরের ঈশ্বরভাব, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে আবিদ্যক ভেদ এবং শুদ্ধচৈতন্য ও অবিদ্যার আধ্যাসিক তাদাত্ম্য অবিদ্যাজন্য না হইলেও অবিদ্যাপ্রযুক্ত বা আচার্য্যের ভাষায় (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।৪।২২ পৃঃ ৪২০) "অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত।" সুতরাং উহাদের মধ্যে জ্ঞৈমিকজন্যতা বিদ্যমান—অবিদ্যা থাকিলে জীবভাব থাকে, নচেৎ থাকে না, ইত্যাদিরূপে বুঝিতে হইবে। জীবভাবাদি কল্পিত এবং কল্পিতমাত্র অবিদ্যা-প্রযুক্ত। সুতরাং কল্পিত হইলেই তাহা সাদি হইবে, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "অজ্ঞানলক্ষণনিরুক্তিপ্রকরণম" পৃঃ ৫৪৪), "কল্পিতত্বমাত্রং হি ন দোষজন্যধীমাত্রশরীরত্বে সাদিত্বে বা, তন্ত্রম্।" "তন্ত্র" পদ ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে। এইরূপে অনাদিপদার্থেরও অবিদ্যোপাদানকত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মা অবিদ্যার অধিষ্ঠান হওয়ায় যাহা অবিদ্যোপাদানক, তাহাই আত্মোপাদানক। মনে রাখিতে হইবে, অবিদ্যা পরিণামী উপাদান এবং আত্মা অপরিণামী উপাদান। অবিদ্যার অধিষ্ঠানত্বই আত্মার উপাদানত্ব। পরিণামী ও অপরিণামী উভয় উপাদান অনুগত লক্ষণ এইরূপ (অঃ সিঃ ২য় পরিঃ "ব্রহ্মণোঽভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বোপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৭৫৭), "ন চোপাদানলক্ষণাভাবঃ, আত্মনি [স্বতাদাত্ম্যবতি] কার্য্যজনিহেতুত্বস্যৈব উপাদানলক্ষণত্বাৎ, তস্য চ পরিণাম্যপরিণাম্যুভয়সাধারণত্বাৎ।" "আত্মনি" অর্থাৎ নিজেতে ; "জনি" পদের অর্থ উৎপত্তি।

অদ্বৈতসিদ্ধান্ত হওয়ায় আত্মজ্ঞানদ্বারা সর্ববিষয়কজ্ঞান উপপন্ন হইয়া থাকে ; ফলে আত্মব্যতিরিক্ত তত্ত্বই না থাকায় আত্মজ্ঞানই অমৃতত্বসাধন। "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"[১১] এই ছান্দোগ্যশ্রুতি (ছাঃ উপঃ ৬।১।৪) অবলম্বনে রচিত ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভণাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪-২০) ব্রহ্মব্যতিরেকে জগৎ-প্রপঞ্চের অভাব শ্রুতিতঃ ও যুক্তিতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ছান্দোগ্যশ্রুতিমধ্যেও একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে (ছাঃ উপঃ ৬।১।২-৩), "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ ॥ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ।"[১২] মুণ্ডক উপনিষদেও দেখা যায় যে গৃহস্থশ্রেষ্ঠ ("মহাশালঃ") শৌনক ঋষিঅঙ্গিরার নিকট বিধিবৎ উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন (মুঃ উপঃ ১।১।৩), "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি"—অর্থাৎ, হে ভগবন্ ! কোন্ বস্তু বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ? এইরূপ তাৎপর্যেই গীতামধ্যে ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন (গীতা ১৩।১৩), "জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম।" অর্থাৎ, যাহা জ্ঞাতব্য, যাহার জ্ঞান হইলে অমৃতত্বলাভ হয়, সেই অনাদি পর-ব্রহ্মই তোমাকে বলিব—ব্রহ্মব্যতিরেকে অন্য কিছুই তত্ত্ব না হওয়ায় জ্ঞাতব্য নহে বলিয়া তোমাকে বলিব না। আলোচ্য বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রসিদ্ধিদ্যোতক "খলু" পদের দ্বারা আত্মজ্ঞানই যে অমৃতত্বসাধনরূপে প্রসিদ্ধ তাহা বলিতেছেন। আত্মাই একমাত্র প্রমেয়, এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

আত্মাই প্রমেয় বা জ্ঞাতব্য, অনাত্মা নহে

দর্শনশাস্ত্রসমূহের প্রস্থান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে মুক্তির উপায়রূপে প্রমেয়াবধারণই মুখ্য। এইজন্য সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ ন্যায়দর্শনের পৃথক্ প্রস্থান হওয়া সত্ত্বেও ন্যায়দর্শন উপনিষদের ন্যায় অধ্যাত্মবিদ্যামাত্র না হইলেও অধ্যাত্মবিদ্যা বটে (ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ৩৪-৫), অন্যথা উহা মোক্ষশাস্ত্র হইবে না। এইস্থলে জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় পদার্থমাত্রকে প্রমেয়রূপে গণ্য করা হয় নাই। যাহা প্র—মেয় অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে মেয় বা জ্ঞেয়, তাহাই প্রমেয়। অপবর্গসাধনত্বই মেয়ের প্রকৃষ্টত্ব। এই তাৎপর্যেই তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে যাহা তত্ত্বতঃ জ্ঞানের বিষয় হইয়া অপবর্গের সাধন হয়, তাহাই প্রমেয়, জ্ঞানের বিষয়মাত্র প্রমেয় নহে (তাঃ টীঃ ১।১।৯ পৃঃ ১৮১), "ন প্রমেয়পদং প্রমেয়মাত্রে

১১ পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের উপদেশ দিতে বলিলেন, হে সোম্য একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড বা মৃন্ময়পদার্থ জ্ঞাত হইলেই সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ যেমন জ্ঞাত হয়, কারণ মৃত্তিকাই সত্য বা তত্ত্ব এবং বিকার বা কার্য্যমাত্র বাক্যারব্ধ বা শব্দমাত্র।

১২ পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি কি তোমার আচার্য্যকে সেই আদেশ অর্থাৎ কেবলশাস্ত্রাচার্য্যোপদেশগম্য ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহা শ্রবণ করিলে অন্য অশ্রুত পদার্থও শ্রুত হয়, অতর্কিত পদার্থও তর্কিত হয় এবং অনিশ্চিত পদার্থও নিশ্চিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, অন্য পদার্থের শ্রবণাদিতে অন্য পদার্থের শ্রবণাদি গতার্থ হয় না। বিদ্যারণ্য মুনিকৃত অনুভূতিপ্রকাশে শ্বেতকেতু-বিদ্যাপ্রকাশ নামক তৃতীয় অধ্যায় (পৃঃ ২৮) দ্রষ্টব্য।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে উপনিষদ্বাক্যবিচারবৈধত্ব নামক
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

[জ্ঞানবিষয়মাত্রে] বর্ত্ততে, কিন্তু যৎ তত্ত্বতো জ্ঞায়মানমপবর্গসাধনং তস্মিন্ [প্রমেয়পদং বর্ত্ততে]।"

প্রমেয়বিষয়ে ন্যায়াদি সম্প্রদায় হইতে অদ্বৈতশাস্ত্রের ভেদ অতীব স্পষ্ট। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য ; কিন্তু ন্যায়মতে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব (পুনর্জন্ম), ফল (সসাধন সুখদুঃখ), দুঃখ ও অপবর্গরূপ দ্বাদশবিধ প্রমেয় স্বীকৃত। অনুরূপভাবে বৈশেষিক-সিদ্ধান্তে দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যই তত্ত্ব এবং সাংখ্য-যোগমতে প্রকৃতি ও পুরুষের অন্যতা বা বিবেকই (ভেদ) তত্ত্ব। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে কোন একটি দর্শনশাস্ত্রে শ্রদ্ধাজড়তাবশতঃ প্রমেয়জ্ঞানে বিষয়বিশেষের অবধারণ তত্ত্বজ্ঞান নহে। এই তাৎপর্য্যে শারীরকভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণের সর্বশেষে আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১৷১৷১ পৃঃ ৮৩), "তত্র অবিচার্য্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যমানো নিঃশ্রেয়সাৎ প্রতিহন্যেত, অনর্থং চ ইয়াৎ [প্রাপ্নুয়াৎ]।" অর্থাৎ—ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের মধ্যে বিচার না করিয়া যে-ব্যক্তি সিদ্ধান্তবিশেষকে গ্রহণ করেন, তিনি মোক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন এবং সংসাররূপ অনর্থও প্রাপ্ত হন।

এক্ষণে অদ্বৈতশাস্ত্রে আনন্দস্বরূপ আত্মা প্রিয়তম বলিয়া উপাদেয় হইলেও ন্যায়সম্প্রদায়ের নিকট প্রমেয়মাত্র উপাদেয় নহে। আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে আত্মা শরীরাদিযুক্তরূপে হেয়, স্বস্বরূপেই উপাদেয়। শরীরাদি দশবিধ প্রমেয় হেয়মাত্র এবং চরম প্রমেয় অপবর্গ উপাদেয়মাত্র (তাঃ টীঃ ১৷১৷৯ পৃঃ ১৮২), "আত্মনি অয়ং বিশেষঃ যদনেনরূপেণ হেয়ঃ, কেবলেন চ উপাদেয়ঃ। শরীরাদীনি তু হেয়ান্যেব। অপবর্গ উপাদেয় এবেতি।" ন্যায়সিদ্ধান্তে আত্মায় শরীরাদির যোগ সত্য বা যথার্থ বলিয়াই আত্মাকে একরূপে হেয় ও অন্যরূপে উপাদেয় বলা হইয়াছে এবং দুঃখাভাবরূপ অপবর্গ আত্মব্যতিরিক্ত হওয়ায় অপবর্গকে পৃথক্‌রূপে কেবল উপাদেয় বলা হইয়াছে। কিন্তু অদ্বৈতদৃষ্টিতে আত্মার শরীরাদিযোগ মিথ্যা হওয়ায় সচ্চিদানন্দরূপ ভিন্ন আত্মার অন্য কোন রূপই তত্ত্বতঃ নাই এবং পূর্ণানন্দরূপমুক্তি আত্মস্বরূপ বলিয়া অপবর্গ বা মুক্তি আত্মা হইতে পৃথক্ প্রমেয় নহে। সুতরাং অদ্বৈতশাস্ত্রে আত্মাই উপাদেয় ও জ্ঞাতব্য এবং আত্মব্যতিরিক্তরূপে প্রতিভাত পদার্থমাত্র হেয় বলিয়া জ্ঞাতব্যই নহে (গীতা ১৩৷১২), "জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম...।" বিশেষতঃ, যাহা অজ্ঞাত বা অজ্ঞানের বিষয়, তাহাই জ্ঞেয় বা প্রমেয় হইতে পারে। এইজন্য আচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিকে ঐকাত্ম্য বা অনুভবাত্মক ব্রহ্মকেই একমাত্র মেয় বা বিষয় বলিয়াছেন, যেহেতু ব্রহ্মই অজ্ঞানের বিষয় (সম্বন্ধবার্ত্তিক ১৭২ পৃঃ ৬২ = পৃঃ ৫৮ এবং ১০০২ পৃঃ ৩১৩ = পৃঃ ৩১১), "ঐকাত্ম্যস্যৈব মেয়ত্বং তস্যৈবাপ্রতিবোধতঃ।" "অতোঽনুভব এবৈকো বিষয়াজ্ঞাতলক্ষণঃ।" স্বপ্রকাশ চৈতন্যই অজ্ঞানের দ্বারা আবরিত হইতে পারে ; অনাত্মপদার্থমাত্র জড় এবং জড়ের আবরণে প্রমাণও নাই, প্রয়োজনও নাই (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ১০৪- = মাদ্রাজ পৃঃ ৯৩-)। ফলে জড়পদার্থ প্রমেয় বা জ্ঞাতব্য নহে।

প্রশ্ন হইবে, অদ্বৈতশাস্ত্রে আত্মব্যতিরিক্তরূপে পদার্থমাত্র মিথ্যা বলিয়া হেয় এবং প্রমেয় নহে, কিন্তু ন্যায়সম্প্রদায় আত্মভিন্ন শরীরাদি পদার্থকে হেয় বলিয়াও প্রমেয় বলিলেন কেন? বিশেষতঃ, নব্য-নৈয়ায়িকগণ যাহাই বলুন না কেন, প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য মহানৈয়ায়িক উদয়ন অদ্বৈতসম্প্রদায়ের সহিত একমত হইয়া সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন পুরুষকেই ন্যায়শাস্ত্রে অধিকারী বলিয়াছেন (তাঃ পঃ ১৷১৷১ পৃঃ ৭২), "...তস্য চ রূপাণি শমদমাদিসম্পত্তিঃ নিত্যানিত্যবিবেকঃ ঐহিকামুষ্মিকভোগবৈরাগ্যং মুমুক্ষুতা চেতি। যস্তু অনধিকার্য্যেব প্রবর্ত্ততে, কর্মকাণ্ডে ইব ব্রহ্মকাণ্ডে স ন ফলভাগ্ ভবতি।" শুধু তাহাই নহে। আচার্য্য উদয়ন স্বীকার করিয়াছেন যে যদিও বিশ্ব সত্যই তথাপি আত্মভিন্ন বিশ্বের প্রয়োজন মুমুক্ষুর নিকট তুচ্ছ হওয়ায় উপেক্ষণীয় (আঃ তঃ বিঃ ২য় পরিঃ সর্বশেষসন্দর্ভ পৃঃ ৩১৯ = পৃঃ ৭০৯), "তস্মাৎ তথ্যমেব বিশ্বম্, মন্দপ্রয়োজনত্বাৎ তু সদ্বরৈর্মুমুক্ষুভিঃ (সত্বরৈর্মুমুক্ষুভিঃ) উপেক্ষিতম্ ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ।" কিন্তু নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাই যদি যথোক্তসাধনসম্পন্ন পুরুষের নিকট উপাদেয় বলিয়া জ্ঞাতব্য হয়, তাহা হইলে জগদ্বিচারে (বা জগতের সত্যত্বরক্ষায়) নৈয়ায়িকগণের এতাদৃশ অত্যাগ্রহ (অভিনিবেশ) কেন?—(আঃ তঃ বিঃ ঐ), "তর্হি নৈয়ায়িকানাং জগৎ-পরীক্ষণে

(জগৎ-পরিরক্ষণে) কোঽয়মভিনিবেশাতিশয়ঃ ইতি চেৎ।"

উত্তরে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে মোক্ষের উপায়জ্ঞানকালেই যদি বিশ্ব উপেক্ষিত হয়, তবে আশ্রয়াসিদ্ধ প্রভৃতি ন্যায়াভাসের দ্বারা কলুষিত হওয়ায় প্রমাণ দ্বারা তত্ত্বব্যবস্থাই হইতে পারিবে না এবং ন্যায়মার্গে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় ন্যায়দ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন না, এই ভয়েই বিশ্বকে উপেক্ষা করা হয় নাই (আঃ তঃ বিঃ ঐ), "সহসৈব তদুপেক্ষায়াং ন্যায়াভাসাবকাশে ন্যায়মার্গবিপ্লবো (প্রমাণমাত্রবিপ্লবো) ভবেৎ, তথা চ ন্যায়রুচিঃ (ন্যায়রুচিঃ) প্রেক্ষাবান্ ন তত্ত্বমধিগচ্ছেৎ ইতি ভিয়া ইতি [ন বিশ্বোপেক্ষা]।" যাহার উদয় হইলে অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান নাশপ্রাপ্ত হয়, বিবেককারিণী সেই বুদ্ধিকেই প্রেক্ষা বলা হয়—"যস্যামুৎপদ্যমানায়ামবিদ্যানাশমর্হতি। বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্যভিধীয়তে॥"

উদয়নাচার্য্যকে অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিকারের প্রায় সমসাময়িক নৈয়ায়িক শঙ্কর মিশ্র তাঁহার ভেদরত্নে বলিয়াছেন যে যদি প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চান্তর্গত রাসভাদির সহিত ব্রহ্ম সত্ত্ব, অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহের দ্বারা তুল্যই হয়, তাহা হইলে প্রপঞ্চ অপেক্ষা ব্রহ্ম কিরূপে অভ্যর্হিত (শ্রেষ্ঠ বা পূজিত) হইবেন যাহাতে উপনিষৎসমূহ পুনঃ পুনঃ "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন?

উত্তরে শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই সাক্ষাৎভাবে দুঃখোচ্ছেদরূপ পরম পুরুষার্থের উপযোগী, কিন্তু প্রপঞ্চসাক্ষাৎকার উপযোগী নহে,—ইহা বুঝাইবার জন্যই উপনিষদে ঐরূপ ঘোষণা; কিন্তু ব্রহ্মই সাক্ষাৎভাবে প্রপঞ্চ অর্থাৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মাতিরিক্তরূপে সৎ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য ঐরূপ অভ্যাস নহে। যদি উপনিষৎসমূহের এইরূপই তাৎপর্য্য হয়, তবে মহামতি ব্যাস কি তাহা জানিতেন না যাহাতে তিনি ঐরূপ সূত্র রচনা করিয়াছিলেন?—এই প্রকার আপত্তির উত্তরে শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসূত্রসমূহ ব্রহ্মস্তুতিপর। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের (ভেদরত্ন পৃঃ ৭১ পং ৪) স্তুতিতে নৈয়ায়িকের কোনরূপ দ্বেষ নাই। তাঁহারা শুধু বিশ্বের মিথ্যাত্বসাধনই সহ্য করিতে পারেন না।[১]

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বশ্রুতি, অদ্বৈতশ্রুতি ও আনন্দশ্রুতিসমূহের কি গতি হইবে?

উত্তরে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন যে নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাই মুমুক্ষুর জ্ঞেয়, ইহাই প্রপঞ্চমিথ্যাত্বশ্রুতির তাৎপর্য্য। অর্থাৎ দেহাদিপ্রপঞ্চসম্বন্ধরহিত আত্মাই ধ্যেয়, ইহাই শ্রুতির বক্তব্য; বাস্তবিকই প্রপঞ্চ মিথ্যাস্বরূপ, ইহা বক্তব্য নহে। অনুরূপভাবে, অদ্বিতীয় নিজ আত্মাই অপবর্গের সাধনরূপে জ্ঞেয়, ইহাই অদ্বৈতশ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য; দ্বিতীয় আত্মা নাই, এইরূপ তাৎপর্য্য নহে। আত্মাই উপাদেয়, ইহাই আনন্দশ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য; বাস্তবিকই আত্মা আনন্দস্বরূপ নহে, কিন্তু আনন্দধর্মক। অর্থাৎ, যদিও মোক্ষকালে আত্মার আনন্দরূপ বিশেষ গুণের উচ্ছেদ হয়, তথাপি আনন্দ যেমন উপাদেয়, সেইরূপ আত্মাই উপাদেয়, ইহাই তাৎপর্য্য।[২]

কিন্তু ন্যায়াচার্য্যগণের এইরূপ ব্যাখ্যা স্বব্যাঘাতক বলিয়া শ্রদ্ধেয় নহে। যথোক্তসাধনসম্পন্ন পুরুষের নিকট নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাই যদি জ্ঞেয় বা ধ্যেয় হয় এবং এইরূপেই যদি প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্ব-শ্রুতি ব্যাখ্যাত হয়, তবে "যৎ পরঃ শব্দঃ স এব শব্দার্থঃ" এই ন্যায়ে অবশ্য স্বীকার্য্য যে জগতের সত্যত্বপ্রতিপাদনে শ্রুতির

১ ভেদরত্ন, পৃঃ ৪২-৩, "ননু যথা ব্রহ্ম তথা প্রপঞ্চোঽপি রাসভাদিঃ।...তর্হি প্রপঞ্চাৎ ব্রহ্ম কথমভ্যর্হিতং যেনোপনিষদাং ব্রহ্ম ব্রহ্ম ইতি ঘোষণেতিচেৎ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ সাক্ষাদেব দুঃখোচ্ছিত্তিরূপপরমপুরুষার্থোপযোগী, ন তু প্রপঞ্চসাক্ষাৎকারঃ ইতি বোধয়িতুম্। ন তু ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ প্রপঞ্চ ইতি খ্যাপয়িতুমিত্যলমভিনিবেশেন। ননু যদি শ্রুতেস্তথৈব তাৎপর্য্যং তদা ব্যাসঃ কথমেবং নাজ্ঞাসীদ্ যথাঽসূত্রয়দিতি চেৎ—ব্রহ্মস্তুতিত্বেন। ন হি ব্রহ্মস্তুতাবপি মম বিদ্বেষঃ। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বসাধনং পরং ন সহামহে।"

২ আঃ তঃ বিঃ ৪র্থ পরিঃ ৪র্থ প্রকরণ "আম্নায়প্রামাণ্যপ্রকরণম্" পৃঃ ৩৭৬ = পৃঃ ৮২৩, "নিষ্প্রপঞ্চ আত্মা জ্ঞেয়ো মুমুক্ষুভিঃ ইতি (হি) তাৎপর্য্যং প্রপঞ্চমিথ্যাত্বশ্রুতীনাম্, আত্মন এবৈকস্য জ্ঞানমপবর্গসাধনমিতি অদ্বৈতশ্রুতীনাম্...আত্মৈবোপাদেয় ইতি আনন্দশ্রুতীনাম্...।" একমাত্র নারায়ণী টীকায় (পৃঃ ৩৭৬-৭৭) উক্ত সন্দর্ভের ব্যাখ্যাপ্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। শঙ্কর মিশ্র, ভগীরথ ঠক্কুর অথবা রঘুনাথ শিরোমণিকৃত টীকাত্রয়ে (পৃঃ ৮২৪-২৫) ইহার ব্যাখ্যার প্রয়াসমাত্র নাই।

তাৎপর্য্য নাই। শুধু তাহাই নহে, উপাস্য-তত্ত্বমাত্র প্রতিপাদনের নিমিত্ত শ্রুতিমধ্যে সৃষ্টিবাক্যসমূহের কোনওরূপ প্রয়োজনও নাই ; কারণ জগৎ-সৃষ্টিকে অপেক্ষা না করিয়াই বহু উপাসনা শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপদেশকালে শ্রুতি যথাক্রমে দ্যুলোক, পর্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষাকে (স্ত্রী) অগ্নিরূপে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন (ছাঃ উপঃ ৫।৪।১, ৫।৫।১, ৫।৬।১, ৫।৭।১ ও ৫।৮।১), "অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ", "পর্জ্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিঃ", "পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিঃ", "পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিঃ" ও "যোষা বাব গৌতমাগ্নিঃ",—অর্থাৎ, রাজা প্রবাহণ জৈবলি গৌতমকে বলিলেন, হে গৌতম ! এই দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎই অগ্নি। এই শ্রুতিমধ্যে দ্যুলোকাদিকে অগ্নিরূপে উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, বাস্তবিকই দ্যুলোকাদি অগ্নি নহে। অনুরূপভাবে ছান্দোগ্য উপনিষদেই সপ্তম অধ্যায়ে যথাক্রমে (ছাঃ উপঃ ৭।১।৫, ৭।২।২, ৭।৩।২, ৭।৪।৩, ৭।৫।৩ ইত্যাদি) নাম, বাক্, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত প্রভৃতিকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিতে উপদেশ করা হইয়াছে ; কিন্তু ঐরূপ উপাসনাপর শ্রুতিসমূহের দ্বারা নামাদি ব্রহ্ম হইয়া যায় না, কারণ নামাদির সহিত ব্রহ্মের অভেদ তাৎপর্য্যে যে উক্ত শ্রুতিসমূহ আম্নাত হয় নাই তাহা "নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" (ছাঃ উপঃ ৭।১।৫) ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে "ইতি" পদের দ্বারাই বুঝা যায়।[৩] সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার জ্ঞান অথবা পূর্বাপরকালস্থায়ী অদ্বিতীয় নিজ আত্মার জ্ঞানই যদি অপবর্গসাধন হয়, তবে নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাকে অথবা অদ্বিতীয় নিজ আত্মাকেই তত্ত্ব বলিতে হইবে ; কারণ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে, অতত্ত্বজ্ঞান নহে। ফলে আত্মার সপ্রপঞ্চত্ব এবং আত্মার দ্বিতীয়ত্ব বা ভেদ অবশ্যই মিথ্যা হইবে। প্রপঞ্চ এবং আত্মভেদ সত্য, কিন্তু উহাদের জ্ঞান মোক্ষের সাধন নহে, ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে শ্রুতি মোক্ষপ্রকরণে বা আত্মজ্ঞানপ্রকরণে নিষ্প্রয়োজন উপদেশ করিয়াছেন।[৪] অপরদিকে, নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার ধ্যানকেই যদি অপবর্গসাধনরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ধ্যেয় পদার্থের সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব কোনটিই অপেক্ষিত না হওয়ায় উপাসনাপর প্রপঞ্চমিথ্যাত্বশ্রুতিবলে যেমন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না, সেইরূপ প্রপঞ্চের সত্যত্বও সিদ্ধ হইবে না, কারণ উপাস্য বা ধ্যেয় পদার্থের সত্যত্ব-মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনে উপাসনাপর-শ্রুতি উদাসীন। অনুরূপভাবে, আত্মাই উপাদেয়, ইহাই যদি আনন্দশ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য হয়, তবে (তৈত্তিঃ উপঃ ৩।৫।১) "আনন্দ আত্মা", (তৈত্তিঃ উপঃ ৩।৬) "আনন্দঃ ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের ন্যায়সম্প্রদায়কর্ত্তৃক কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। সুতরাং শাব্দন্যায় অনুসারে অবশ্য স্বীকার্য্য যে শ্রুতি যৎপর, তাহাই শ্রুতির অর্থ ; ফলে আত্মা বা ব্রহ্মভিন্ন বস্তুতে শ্রুতির তাৎপর্য্যও নাই এবং প্রয়োজনও নাই বলিয়া অদ্বৈতমতই আস্থেয়।

ভেদরত্নকার শঙ্কর মিশ্রের মত খণ্ডন করিতে আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈতরত্নরক্ষণে বলিয়াছেন, যদি প্রপঞ্চসাক্ষাৎকার পরম পুরুষার্থের হেতু না হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই হেতু হয়, তাহা হইলে তাঁহারই (শঙ্কর মিশ্রের) রীতি অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পুরুষার্থের হেতু বলিয়া ব্রহ্মই উপাদেয় হউক্ ; ব্রহ্মভিন্নপ্রপঞ্চের স্বীকার ব্যর্থই। যদি বলা হয় যে প্রপঞ্চ সত্য বলিয়াই স্বীকার্য্য, তাহাতে উত্তর এই যে নিষ্প্রয়োজন হইলেও পদার্থের স্বীকার অবশ্যই ভ্রান্তিমাত্র। এইজন্য যথার্থদর্শী বৈদিক পুরুষ নিষ্প্রয়োজন দুঃখমাত্রহেতুক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বই স্বীকার করিয়া থাকেন।[৫] বিশেষতঃ সর্বসম্প্রদায়ই

৩ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও নামব্রহ্মোপাসনার মধ্যে প্রভেদ এই যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা কর্মের অনঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা অব্রহ্মবিদ্যা এবং নামব্রহ্মোপাসনা কর্মের অনঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম তিন পাদে বহুপ্রকার বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে।

৪ বিবরণের পঞ্চম বর্ণকে "ননু মিথ্যাসৃষ্টিবিষয়ত্বে" ইত্যাদি সন্দর্ভ হইতে "অন্যাভাববিশিষ্টবস্তন্তরজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ" পর্য্যন্ত সন্দর্ভে বিবরণাচার্য্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সৃষ্টিপ্রকরণে আম্নাত সৃষ্টিশ্রুতিসমূহ সৃষ্টির সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে উদাসীন, বরং "নাসদাসীৎ" (ঋক্ সং ১০।১২৯।১ ; তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২।৮।৯।৩) ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে সৃষ্টির মিথ্যাত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সত্য-সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন হওয়ায় সৃষ্টিতে শ্রুতি তাৎপর্য্যহীন ; কিন্তু মিথ্যা-সৃষ্টিশ্রুতির প্রয়োজন বিদ্যমান। দ্রষ্টব্য সটীক বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৮৮৬-৮৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৬৩৬-৩৮। এতদ্ব্যতীত ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১৪ পৃঃ ৪৬২ ; ২।১।২৭ পৃঃ ৪৭৭ ; ২।১।৩৩ পৃঃ ৪৮১ ; ৪।৩।১৪ পৃঃ ৯১৮।

৫ অঃ রঃ রঃ "প্রপঞ্চসত্যত্বানুমানভঙ্গপ্রকরণম্" পৃঃ ৩৬ পং ৫, "অথ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ সাক্ষাদেব

জীবের ভোগ ও অপবর্গসাধনের নিমিত্তই আত্মভিন্ন পদার্থসমূহ স্বীকার করেন। কিন্তু ভেদবাদী ন্যায়সম্প্রদায়কে স্বীকার করিতে হয় যে সর্বজীবের মুক্তির পরও পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, মন প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ তৎকালে কোন জীবেরই ব্যবহারের বিষয়ীভূত না হইয়াও বিদ্যমান থাকিবে। ব্যবহারসিদ্ধিমাত্রের নিমিত্ত যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ব্যবহারের বিষয় না হইয়াও পূর্ববৎ অবস্থান করিবে, এইরূপ নিষ্প্রয়োজনপদার্থকল্পনা সম্পূর্ণরূপে অনুভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ। অদ্বৈতমতে অচেতনের ভোগাপবর্গ সম্ভব না হওয়ায়, চেতনজীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্মের ভোগাপবর্গ না থাকায় ভোগাপবর্গই মিথ্যা; ফলে মিথ্যা ভোগাপবর্গের নিমিত্ত সৃষ্টিও মিথ্যা।[৬] স্বপ্নদৃষ্টরাজ্যাভিষেক মিথ্যা হইলে ঐরূপ রাজার রাজ্যোপকরণ কি পরমার্থসৎ হইতে পারে?[৭]

যদিও পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থসমূহ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও আত্মাতে অন্তঃকরণাধ্যাসের নিবৃত্তিতে প্রমাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভাববশতঃ এবং আত্ম-চৈতন্যে স্বতঃ বিষয়োপরাগ না থাকায় মুক্ত পুরুষের দ্বৈত বা ভেদদর্শন হয় না, যেমন রূপাদি বর্তমান থাকিলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়রহিত পুরুষের রূপদর্শন হয় না—এইরূপ একটি পক্ষ বিবরণাচার্য্য স্বয়ং প্রদর্শন করিয়াছেন; তথাপি শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি ও বিদ্বদনুভববলে সর্বদ্বৈতনিবৃত্তিই আচার্য্যপাদ সমন্বয়াধিকরণভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া ঐরূপ দ্বিতীয় পক্ষই অদ্বৈতাচার্য্যগণের নিকট আদরণীয়। সুতরাং কেবল কর্তৃত্বাদ্যধ্যাসের উপাদানরূপে নহে, সমস্ত কর্তৃত্বাদির অধ্যাস বা জগতের উপাদানরূপে অজ্ঞান স্বীকার করিলেই তবে সমস্ত উপনিষদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হইতে পারে।[৮] বস্তুতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ কন্ঠতঃ তাহাই ঘোষণা করিতেছেন

দুঃখোচ্ছিত্তিরূপপরমপুরুষার্থোপযোগী, ন তু প্রপঞ্চসাক্ষাৎকারঃ ইতি বোধয়িতুং তথা প্রতিপাদনমিতি চেৎ, হন্ত তর্হি তবৈব রীত্যা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্যৈব পুরুষার্থহেতুত্বেন ব্রহ্মৈব উপাদেয়ম্ ইতি আগতম্। তথাচ ইতরস্য প্রপঞ্চস্য স্বীকারো বৃথৈব। সত্যত্বাৎ স্বীকার ইতি চেৎ, ভ্রান্তোঽসি নিতরাম্, যতো নিষ্প্রয়োজনমপি সত্যং স্বীকরোষি। যথার্থদর্শী তু বৈদিকো নিষ্প্রয়োজনং দুঃখৈকহেতুং প্রপঞ্চং মিথ্যা মন্যতে। তস্মাৎ ব্রহ্মৈব সৎ, প্রপঞ্চস্তু 'নাসীদস্তি ভবিষ্যতি' ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ।" "হন্ত" অব্যয়ের অর্থ হর্ষ, করুণা, বাক্যারম্ভ ও বিষাদ—অমরকোষ, নানার্থবর্গ ৭৫৬, "হন্ত হর্ষেঽনুকম্পায়াং বাক্যারম্ভ-বিষাদয়োঃ॥" আচার্য্য পূর্বপক্ষীর অজ্ঞতায় অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছেন। "নিতরাম্" অব্যয়ের অর্থ অত্যন্ত এবং অবশ্য। "নাসীদস্তি" ইত্যাদি সম্বন্ধবার্তিকের একটি শ্লোকের চতুর্থ চরণ। পরিপূর্ণ শ্লোক এইরূপ—(সম্বন্ধ বাঃ ১৮৩ পৃঃ ৬৬ = পৃঃ ৬২), "তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থসম্যগ্ধীজন্মমাত্রতঃ। অবিদ্যা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি॥" "নাসীদস্তি ভবিষ্যতি" শ্লোকাংশের দ্বারা ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বই বক্তব্য।

৬ গীতাভাষ্য ৯।১০ পৃঃ ৪২০, "তত্ত্বৈকস্য দেবস্য সর্বাধ্যক্ষভূতচৈতন্যমাত্রস্য পরমার্থতঃ সর্বভোগানভি-সম্বন্ধিনোঽন্যস্য চেতনান্তরস্যাভাবে ভোক্তুরন্যস্যাভাবাৎ 'কিং নিমিত্তেয়ং সৃষ্টিঃ' ইত্যত্র প্রশ্নপ্রতিবচনে অনুপপন্নে। 'কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ। কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ' (ঋক্ সং নাসদাসীয় সূক্ত ১০।১২৯।৬) ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণেভ্যঃ।" আঃ টীঃ ঐ, "কিং নিমিত্তা পরস্য [ঈশ্বরস্য] ইয়ং সৃষ্টিঃ? ন তাবৎ ভোগার্থা, পরস্য পরমার্থতঃ ভোগাসম্বন্ধিত্বাৎ, তস্য সর্বসাক্ষিভূতচৈতন্যমাত্রত্বাৎ। ন চ অন্যঃ ভোক্তা, চেতনান্তরাভাবাৎ, ঈশ্বরস্য একত্বাৎ, অচেতনস্য অভোক্তৃত্বাৎ। ন চ স্রষ্টুঃ অপবর্গার্থা [ইয়ং সৃষ্টিঃ,] তদ্বিরোধিত্বাৎ নৈবং প্রশ্নো বা তদনুরূপং প্রতিবচনং বা যুক্তং, পরস্য মায়ানিবন্ধনে সর্গে তস্য [সৃষ্টিবিষয়ক-প্রশ্নস্য বা প্রতিবচনস্য বা] অনবকাশত্বাৎ ইত্যর্থঃ।" ভাষ্যোদ্ধৃতঋকের ব্যাখ্যারজন্য ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকাটীকা(পৃঃ ৪২০-২১) দ্রষ্টব্য। সায়ণাচার্য্য তাঁহার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-ভাষ্যে (২।৮।৯ পৃঃ ৮৫২) উপরি উদ্ধৃত ষষ্ঠী ঋক্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথায় তিনি "ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব। যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্। সো অঙ্গং বেদ যদি বা ন বেদ" এইরূপ সপ্তমী ঋকেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২।৮।৯ সায়ণভাষ্য পৃঃ ৮৫৩)।

৭ পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ১৩৫ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩২, "যদৈব অহঙ্কর্ত্তা অধ্যাসাত্মকঃ তদৈব তদুপকরণস্যাপি তদাত্মকত্বসিদ্ধিঃ। ন হি স্বপ্নাবাপ্তরাজ্যাভিষেকস্য মাহেন্দ্রজালনির্মিতস্য বা রাজ্ঞঃ রাজ্যোপকরণং পরমার্থসৎ ভবতি।"

৮ বিবরণ ৪র্থ বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৮৬৪-৬৬, ৮৬৭ = মাদ্রাজ পৃঃ ৬২০-২১, "...কিং তৎ নিঃশ্রেয়সম্? কর্তৃত্বভোক্তৃত্বদোষসংযোগাধ্যাসপ্রবাহোপাদানস্য অজ্ঞানস্য নিবৃত্তিঃ ইতি চেৎ; ন, নিবৃত্তেঽপ্যজ্ঞানে দ্বৈতদর্শনস্য অনপায়াৎ। ন হি পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চঃ [পারমার্থিকত্বাৎ] কর্তৃত্বাদ্যধ্যাসনিবৃত্তিমাত্রাৎ নিবর্ততে। উচ্যতে, সৎসু অপি পৃথিব্যাদিষু অন্তঃকরণাধ্যাসনিবৃত্তৌ প্রমাতৃত্বাভাবাৎ আত্মচৈতন্যস্য স্বতো বিষয়োপরাগাভাবাৎ দ্বৈতদর্শনং ন প্রাপ্নোতি, অনিন্দ্রিয়স্য ইব রূপাদিদর্শনম্ ইত্যেকঃ পক্ষঃ। ইতরস্তু সর্বদ্বৈতনিবৃত্তিপক্ষঃ সমন্বয়সূত্রে বক্ষ্যতে

(বৃহঃ উপঃ ২।৪।৬ ও ৪।৫।৭), "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ" ইত্যাদি। অর্থাৎ—যিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতির দ্বারা উপলক্ষিত জগৎকে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র সত্ত্ববিশিষ্টরূপে দর্শন করেন, সেই মিথ্যাদর্শীকে তাহার সেই মিথ্যাদৃষ্ট ব্রহ্মক্ষত্রাদিরূপ জগৎই পরাভূত করে, অর্থাৎ "এই ব্যক্তি আমাকে অনাত্মস্বরূপে দর্শন করিতেছে" এই অপরাধে মিথ্যাদর্শীকে পরম পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত করে।[৯] এইরূপ শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারেই মহর্ষি বাদরায়ণ প্রথম ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মমাত্রকে প্রমেয় বা বিচারের বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সমগ্র ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্মস্তুতিপরমাত্র, এইরূপ কথা নিতান্তই অদ্বৈতমতপ্রদ্বেষপ্রসূত অতিসাহসমাত্র।[১০]

অপ্রমেয়, অতর্ক্য ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞানের তথা বিচারের বিষয় হইবেন, নির্গুণ অথবা সগুণ কোন্ ব্রহ্ম বিষয় হইতে পারেন, ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্য অথবা ফলব্যাপ্যও বটে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা যথাস্থলে করা হইবে।

[আচার্য্যেণ]। তস্মাৎ নিরস্তসকলকর্ত্তৃত্বাদ্যধ্যাসম্ অপাকৃতদ্বৈতদর্শনম্ অনতিশয়ানন্দপ্রকাশমানব্রহ্ম-স্বরূপাবস্থানং নিঃশ্রেয়সং বেদান্তবিচারস্য প্রয়োজনমিতি রমণীয়ম্।" "অনিন্দ্রিয়" পদ "রূপাদিদর্শন" পদসন্নিধানে পঠিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে কোন একটি বা দুইটি ইন্দ্রিয়হীন পুরুষই "অনিন্দ্রিয়" পদের অর্থ, সর্ব ইন্দ্রিয়রহিত পুরুষ নহে। বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য ঋজুবিবরণ ও তত্ত্বদীপন দ্রষ্টব্য।

৯ বৃহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ ২।৪।৬ পৃঃ ৬২২, "ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ তং পুরুষং পরাদাৎ পরাদধ্যাৎ পরাকুর্য্যাৎ। কম্? যোঽন্যত্রাত্মনঃ আত্মস্বরূপব্যতিরেকেণ আত্মৈব ন ভবতি ইয়ং ব্রাহ্মণজাতিরিতি তাং যো বেদ, তং পরাদধ্যাৎ 'সা ব্রাহ্মণজাতিরনাত্মস্বরূপেণ মাং পশ্যতি' ইতি; পরমাত্মা হি সর্বেষামাত্মা। তথা ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ...।" ঐ ৪।৫।৭ পৃঃ ১৩১৯, "তম্ অযথার্থদর্শিনং পরাদাৎ পরাকুর্য্যাৎ কৈবল্যাসম্বন্ধিনং কুর্য্যাৎ—'অয়ম্ [পুরুষঃ] অনাত্মস্বরূপেণ মাং পশ্যতি' ইতি অপরাধাৎ ইতি।" ব্রহ্মসূত্রের বাক্যান্বয়াধিকরণভাষ্যের উপর ভামতী প্রভৃতি টীকা, উপটীকা দ্রষ্টব্য (ব্রঃ সূঃ ১।৪।১৯ পৃঃ ৪১৮)।

১০ অঃ রঃ রঃ "প্রপঞ্চসত্যত্বানুমানভঙ্গপ্রকরণম্" পৃঃ ৩৬ পং ৯, "কিঞ্চ, সকলমুনিবরমূর্ধন্যভগবদ্বেদব্যাসপ্রণীত-সূত্রকলাপপৌর্বাপর্য্যালোচনয়া ব্রহ্মাদ্বৈতমেব প্রতীয়তে, নান্যৎ; তথাচ যদি শ্রুতের্নাভেদে তাৎপর্য্যং স্যাৎ, কথং তথা বর্ণয়েৎ? অথযদি ভেদে শ্রুতেস্তাৎপর্য্যং ন স্যাৎ কথমক্ষপাদকণভুক্প্রভৃতিভিস্তথাভিবর্ণিতম্? কথং বা সুরগুরুণা [বৃহস্পতিনা] চার্বাকশাস্ত্রমভাণি? ন হি বেদব্যাসাৎ তে নিকৃষ্টপ্রজ্ঞা ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুম্ ["জৈমিনির্যদি বেদজ্ঞঃ" ইতি ন্যায়াৎ—আঃ তঃ বিঃ পৃঃ ৩৭৭ = পৃঃ ৮২৪]। যদিচ তে পাষণ্ডান্ ব্যামোহয়িতুং তথা কৃতবন্তঃ ইতি মন্যসে, তথা প্রকৃতেঽপি তদ্বক্তুং শক্যত এব ইতি চেৎ; ন, শিষ্টপরিগ্রহাপরিগ্রহাভ্যাং বিশেষাৎ, বেদস্যাপি প্রামাণ্যে শিষ্টপরিগ্রহ এব হেতুঃ। তথাচ বৃহস্পতিপ্রণীতস্যাপ্রামাণ্যমেব, শিষ্টাপরিগ্রহাৎ। গৌতমাদিপ্রণীতস্য যদ্যপি অধুনাতনশিষ্টাভাসপরিগ্রহোঽস্তি, তথাপি ন পূর্বেষামস্তি, বিগীতত্বশ্রবণাৎ। তথাচ শ্রূয়তে মোক্ষধর্মে (মহাভারত শান্তিপর্ব) 'আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থকম্। তস্যৈবং ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং বনে মম॥' মনুরপ্যাহ (মনু সং ৪।৩০), 'হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ॥' ইতি। ব্যাসোঽপ্যাহ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১২) 'এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ' ইতি। শিষ্টাশ্চ মনুপ্রোক্তাঃ (মনু সং ১২।১০৯) 'ধর্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ। তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ॥' ইতি।...কিঞ্চ, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্। কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ভবেৎ॥" (বিঃ পুঃ ৩।৪।৫ পৃঃ ২২৯ পাঠভেদ লক্ষণীয়), 'দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী জনার্দনঃ' (বিঃ পুঃ ৩।৩।৫ পৃঃ ২২৫ পাঠভেদ লক্ষণীয়) ইত্যাদি বচনশতৈঃ ঈশ্বর এব ব্যাস ইত্যবগম্যতে। তথাচ না তস্য ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাদয়ঃ সম্ভাব্যন্তে। তদ্বচনাদাম্নায়প্রামাণ্যং তন্মে প্রমাণং শিব ইতি চ তবৈবাঙ্গীকারাৎ তদুক্তৌ বিশ্বাসঃ, অন্যেষাং চ ভ্রমাদয়ঃ সম্ভাবিতা ইতি ন তদুক্তৌ সমাশ্বাসঃ। তদুক্তং 'ভ্রান্তেঃ পুরুষধর্মত্বাৎ' ইতি।" অদ্বৈতরত্নরক্ষণে ভেদরত্নের অক্ষরশঃ খণ্ডন বিদ্যমান। অদ্বৈতরত্নরক্ষণের একটি স্থল (বিশেষতঃ পৃঃ ৪১ পং ৭-১১) দেখিয়া মনে হয় যে উক্ত গ্রন্থরচনার সময় শঙ্কর মিশ্র অতিবৃদ্ধ ছিলেন।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে উপনিষদ্বাক্যবিচারবৈধত্ব নামক
চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে তর্কের স্বরূপ ও উপযোগ নিরূপণ

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে মতত্রয়ের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ

প্রশ্ন হইবে, আত্মজ্ঞান অমৃতত্বসাধন হয় হউক্ এবং প্রমাণপরতন্ত্র আত্মজ্ঞান বিধেয় নাই হউক্ ; কিন্তু আত্মজ্ঞানের যাহা করণ তাহা বিহিত না হইয়া শ্রবণাদিত্রয় বিহিত হইবে কেন?

উত্তরে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পৃঃ ১-২) "আত্মদর্শনমনূদ্য তদুপায়ত্বেন 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইতি।" গ্রন্থকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এইরূপ।

অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মবিষয়ক অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার (বা পূর্বোক্ত ভাষায় আত্মদর্শন) মুক্তির কারণ।[১] এক্ষণে উক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ কি হইবে, এই বিষয়ে অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি মত দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, ব্রহ্মবিষয়ক অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ-প্রত্যয়ের অভ্যাস বা আবৃত্তি হইতেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যয়াবৃত্তির অপর নাম নিদিধ্যাসন বা প্রসংখ্যান। আচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধিগ্রন্থে এবং অমলানন্দের কল্পতরুতে (১।১।১ পৃঃ ৫৫-৬) প্রসংখ্যানবাদ স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, নিদিধ্যাসন বা প্রসংখ্যানসহকৃত অন্তঃকরণরূপ ইন্দ্রিয়ই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ প্রমার করণ। এইরূপ মনঃকরণতাবাদ ভামতীমধ্যে (১।১।১ পৃঃ ৫৭ ও ৪।১।৩ পৃঃ ৯৩০-) বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ। এইরূপ শাব্দাপরোক্ষবাদই পঞ্চপাদিকা ও বিবরণে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিবরণসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াই বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের পূর্বোক্ত পংক্তি অনুধাবন করিতে হইবে। এইস্থলে গ্রন্থব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে প্রথম দুইটি মতের আলোচনা করা হইল না। পরে শ্রবণের অঙ্গিত্বনিরূপণাবসরে প্রসংখ্যানবাদ ও মনঃকরণতাবাদ বিস্তৃতভাবে স্থাপনপূর্বক খণ্ডন করা হইবে। এক্ষণে এই অধ্যায় হইতে ক্রমশঃ শ্রবণাদির লক্ষণ, প্রয়োজন ও অঙ্গাঙ্গিত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

অধ্যাসভাষ্যের "আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি" পদের তাৎপর্য্য

আচার্য্যপাদ অধ্যাসভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন (পৃঃ ৪৫), "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে",—অর্থাৎ প্রমাতৃত্বপ্রমুখ নববিধ অনর্থের হেতুভূত অবিদ্যার নাশনিমিত্ত এবং অবিদ্যানাশের উপায়ভূত আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির জন্য সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র আরম্ভ করা যাইতেছে। প্রশ্ন হইবে, আচার্য্য স্বয়ং যখন আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত শ্রবণাদি উত্থাপন করেন নাই, তখন শ্রবণাদির প্রসঙ্গ কোথায়?

উত্তরে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন যে আত্মৈকত্ববিদ্যার প্রতিপত্তির নিমিত্তই শ্রবণাদির প্রয়োজন বিদ্যমান। ভামতীকার "প্রতিপত্তি" পদের অর্থ করিয়াছেন প্রাপ্তি (ভামতী পৃঃ ৪৫)। এক্ষণে দেখা যায় যে "প্রতিপত্তি" পদের দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ—জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান এবং প্রাপ্তি।[২] কিন্তু এইস্থলে "প্রতিপত্তি" পদের জ্ঞপ্ত্যর্থ গ্রহণ করা যায় না ; কারণ প্রমাণ-জন্য অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ বিদ্যা স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া গবাদির ন্যায় অজ্ঞাতরূপে উৎপন্ন হইতে পারে না যাহাতে তাহার জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান পৃথক্‌রূপে সিদ্ধ হইতে পারে। "প্রতিপত্তি" পদের প্রাপ্ত্যর্থ গ্রহণ করিলে প্রশ্ন হইবে—বিদ্যার আশ্রয়প্রাপ্তিই কি বক্তব্য? অথবা, বিদ্যার বিষয়প্রাপ্তিই বক্তব্য?—যেহেতু আশ্রয় ও বিষয়ভেদে

১ শুদ্ধ ব্রহ্ম কি বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে, অথবা বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হয় ; "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যশ্রবণজন্য কি অখণ্ডাকারবৃত্তি উৎপন্ন হয়, অথবা অন্য প্রমাণজন্য হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয়ে অদ্বৈতাচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও উপরি লিখিত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত।

২ যে-ধাতু গতি বুঝায় সেই ধাতু প্রাপ্তি ও জ্ঞানকেও বুঝায়। সুতরাং পদ্যতে গম্যতে প্রাপ্যতে জ্ঞায়তে, এইরূপভাবে পদ্ ধাতুর গতি, প্রাপ্তি ও জ্ঞপ্তি অর্থত্রয় বুঝিতে হইবে।

প্রাপ্তিও দ্বিবিধ। প্রথম বিকল্প গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ বিদ্যা জ্ঞাতায় আশ্রিত হইয়াই উৎপন্ন হয়, গবাদির ন্যায় তটস্থ বা সমীপস্থ নহে যাহাতে তাহার আপ্তি বা গ্রহণ পৃথক্‌রূপে উপপন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয় বিকল্পও সম্ভব নহে, কারণ বিদ্যামাত্র বিষয়ের প্রকাশরূপেই উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিদ্যা বস্তুতঃ (অর্থাৎ স্বরূপতঃ) ও প্রতীতিতঃ জ্ঞাতৃকর্তৃক প্রাপ্তই, অপ্রাপ্ত নহে।[৩] অতএব ভাষ্যের "প্রতিপত্তি" পদই ব্যর্থ হইয়া যায়।

পঞ্চপাদিকাকারের উত্তর এই, ইহা সত্য যে ঘটাদিবিষয়ক সম্যক্ অপরোক্ষজ্ঞান ঘটাদিবিষয়কে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত করিয়া থাকে, অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়ে সম্যক্ প্রাকট্য উৎপন্ন করিয়াই উদিত হয়; কিন্তু এমন কোন কোন বিষয় বর্তমান যদ্বিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও তদ্বিষয়ক সংশয়-বিপর্যায় বিনষ্ট হয় না। লৌকিকভাবেও ইহা দেখা যায় যে কাহারও যদি কোনবিষয়ে দৃঢ় ভাবনা থাকে যে এই দেশে এই কালে এই বস্তু সম্ভবই নহে, তবে দৈবযোগে যদি তাহার সেই বিষয়ে প্রত্যক্ষও হয়, তাহা হইলেও তাহার তদ্বিষয়ে নিশ্চয় হয় না যতক্ষণ পর্যান্ত তদ্বিষয়ক সম্ভাবনাবুদ্ধি জাগ্রত না হয়।[৪] বিবরণাচার্য্য দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে মহারাষ্ট্রাদিদেশে উৎপন্ন আর্দ্রমরীচফল যে-ব্যক্তি বারাণসী-প্রদেশে থাকিয়া কখনও দেখে নাই, সেইরূপ ব্যক্তি উক্তফলদর্শনসংস্কারশূন্য ও বিপরীতসংস্কারবিশিষ্ট হওয়ায় তাহার উক্ত ফলবিষয়ে সহসা প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার আর্দ্রতাবিশেষাংশে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা থাকায় উক্ত প্রত্যক্ষ যেন পরোক্ষই থাকে, প্রত্যক্ষরূপে দৃঢ়নিশ্চয় হয় না।[৫] এইরূপ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানও স্ববিষয়ে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে। এই স্থলে "প্রতিষ্ঠা" পদের অর্থ স্থিতি নহে; স্ববিষয়ে নিশ্চয়াত্মক আপরোক্ষ্যই বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। এইরূপ অপ্রতিষ্ঠ জ্ঞান যেন অনাপ্তই; কারণ উহা ফলপর্য্যবসায়ী হয় না। সুতরাং এইরূপ জ্ঞান বস্তুতঃ ও প্রতীতিতঃ সর্বদা স্বতঃপ্রাপ্ত হইলেও ফলতঃ অপ্রতিষ্ঠ হওয়ায় যেন অপ্রাপ্তই। এই তাৎপর্য্যে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে অধ্যাসভাষ্যের "বিদ্যা" পদের অর্থ শক্তিতাৎপর্য্যবিচারসহকৃত[৬] "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি ঔপনিষদ্বাক্য হইতে উৎপন্ন প্রমাজ্ঞান এবং স্ববিষয়ের সহিত আপরোক্ষ্যনিশ্চয়ই উক্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি।[৭] ব্রহ্মভিন্ন অন্যবিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও ব্রহ্ম অতীব সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয় পদার্থ হওয়ায় অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাভিভূতব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যা সন্দেহফলা ও বিপর্য্যয়ফলা বলিয়া সম্যক্‌ফলা না

৩ পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫০১-২ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭০, "ন হি বিদ্যা গবাদিবৎ তটস্থা সিধ্যতি, যেনাপ্তিঃ পৃথগুপাদীয়েত। সা হি বেদিত্রাশ্রয়া বেদ্যং তস্মৈ প্রকাশয়ন্ত্যেবোদেতি।" বিবরণ ঐ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০১-২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩৯৩, "জ্ঞানং হি বস্তুতঃ প্রতীতিতশ্চ জ্ঞাতুরুৎপত্ত্যৈবাপ্তমেবেত্যর্থঃ।"

৪ পঞ্চপাদিকা মেট্রোঃ পৃঃ ৫০২ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭০-৭১, "সত্যমেবমন্যত্র। প্রকৃতে পুনর্বিষয়ে বিদ্যোদিতা বৈ (অপি) ন প্রতিষ্ঠাং লভতে, অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাভিভূতবিষয়ত্বাৎ। তথাচ লোকে অস্মিন্ দেশে কালে চ ইদং বস্তু স্বরূপতঃ এব ন সম্ভবতি ইতি দৃঢ়ভাবিতম্, যদি তৎ কথঞ্চিদ্ দৈববশাৎ উপলভ্যেত, তদা স্বয়মীক্ষমাণোঽপি তাবন্নাধ্যবস্যতি যাবৎ [তর্কেণ] তৎসম্ভবং নানুসরতি। তেন সম্যগ্‌জ্ঞানমপি স্ববিষয়ে অপ্রতিষ্ঠিতমনবাপ্তমিব ভবতি।" "ইব"-কার লক্ষণীয়। পঞ্চপাদিকার উপর অপর দুইটি টীকা বিজ্ঞানাত্মকৃত তাৎপর্য্যার্থদ্যোতনী (পৃঃ ১৭০) ও আত্মস্বরূপরচিত প্রবোধপরিশোধিনী (পৃঃ ১৭০) দ্রষ্টব্য।

৫ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩৯৪, "যথা দূরদেশবর্ত্তিন্যার্দ্রমরীচফলাদৌ তথাবিধবস্তুদর্শনসংস্কারশূন্যতয়া বিপরীতসংস্কারবত্তয়া চ প্রত্যক্ষদৃষ্টেঽপি ন নিশ্চিনোতি। অসম্ভাবিতবিশেষাংশাপরোক্ষনিশ্চয়ো নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ।" আর্দ্রতাবিশিষ্টমরীচিফলত্ব "বিশেষাংশ" শব্দের অর্থ। মহারাষ্ট্র ও বারাণসী প্রদেশের উল্লেখ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহাদি গ্রন্থে বিদ্যমান।

৬ এই পদের এই বিষয়েই সামর্থ্য এবং এই বাক্যের এইরূপ অর্থেই সামর্থ্য—এই প্রকার বিচারই যথাক্রমে শক্তিবিচার ও তাৎপর্য্যবিচার।

৭ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩৯৩, "তত্র [ঘটাদিবিষয়ক-] প্রত্যক্ষাস্তরেষু স্ববিষয়েণ সহাপরোক্ষাবভাসা বিদ্যা ভবতি, 'আপ্তি'শব্দেন চ বিষয়েণ সহাপরোক্ষ্যনিশ্চয়ো বিবক্ষ্যতে, তদিহ [ব্রহ্মবিষয়ে] ন সম্ভবতি...। অত্র [অধ্যাসভাষ্যে] "বিদ্যা" ইতি শক্তিতাৎপর্য্যবিচারসহকৃতাৎ শব্দাৎ যৎ প্রমাণজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদভিধীয়তে। তস্য প্রতিষ্ঠা স্ববিষয়েণ সহাপরোক্ষ্যমিতি।" এইস্থলে "প্রমাণ" শব্দের অর্থ প্রমাজ্ঞান, ভাববাচ্যে ল্যুট্

হওয়ায় ফলতঃ অপ্রাপ্তই। অতএব উক্ত বিদ্যার প্রতিপত্তি বা প্রাপ্তি বা প্রতিষ্ঠা বা সম্যক্‌ফলতা বা আপরোক্ষ্যনিশ্চয় প্রয়োজন বলিয়া ভাষ্যে "প্রতিপত্তি" পদ সার্থক, ব্যর্থ নহে।[৮]

প্রশ্ন হইবে, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের শক্তিতাৎপর্য্যবিচারকালেই অসম্ভাবনাদি নিরাকৃত হইয়াছে। সুতরাং শব্দশ্রবণজন্যজ্ঞানকালে পুনরায় অসম্ভাবনাদির প্রসঙ্গ কোথায়? অতএব উক্ত মহাবাক্যশ্রবণোত্তরকালে যে প্রমাজ্ঞান হইবে তাহা অসম্ভাবনাদিশূন্যই। ফলে উক্তজ্ঞান অপ্রতিষ্ঠ হইবে কেন?

উত্তরে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে চিত্তের একাগ্রবৃত্তির[৯] অযোগ্যতাই অসম্ভাবনা এবং শরীরাদিবিষয়ক অধ্যাসসংস্কারপ্রাচুর্য্যই বিপরীতভাবনা। ব্রহ্মের আত্মরূপে যে পরিভাবনা, সেই পরিভাবনাপ্রকর্ষনিমিত্তই চিত্তের স্থৈর্য্য বা একাগ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্যা শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে উত্থিত হইলেও চিত্তের ঐরূপ একাগ্রবৃত্তির অযোগ্যতারূপ দোষ ও অনাত্মসংস্কারপ্রাচুর্য্যরূপ দোষ থাকায় ব্রহ্মবিদ্যা এই উভয়বিধ চিত্তদোষের দ্বারা প্রতিবদ্ধ[১০] হওয়ায় জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইয়াও অভিমান করে "অনন্তদুঃখশালী আমাতে নিরতিশয় আনন্দব্রহ্মরূপতা সম্ভব নহে, বরং আমি অব্রহ্মই।" এই কারণে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যশ্রবণজন্য ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপতঃ ও বিষয়তঃ অপরোক্ষ হইলেও উহা অপরোক্ষরূপে বা অবগত্যাত্মকরূপে নিশ্চয় না হইয়া পরোক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া অবিদ্যানিবৃত্তিফলক হয় না। এইরূপ প্রতিবন্ধনিরাকরণমাত্রের জন্য তর্করূপ উপকরণ বা সহকারীর প্রয়োজন। বস্তুতঃ অপ্রমাণ-তর্ক প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না; ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে শব্দই করণ। আলোক যেমন স্বয়ং অপ্রমাণ হইয়াও রূপদর্শনে চক্ষুঃরূপ প্রমাণের সহকারী, সেইরূপ তর্ক স্বয়ং অপ্রমাণ হইয়াও শব্দপ্রমাণের সহকারী। এই প্রকার তর্করূপ সহায়কে অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্রপ্রমাণ পরে স্ববিষয়কে অপরোক্ষরূপে নিশ্চয় করিয়া থাকে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রমাণাদিতত্ত্বে সম্ভব-অসম্ভব-প্রত্যয়-বিশেষই তর্ক, ইহা নিশ্চয়রূপ নহে।[১১] এক্ষণে "তত্ত্বমসি" বাক্যোত্থ জ্ঞানে কিরূপে তর্কবলে আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হয় তদ্বিষয়ে বিবরণে দুইটি মত প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম মত বুঝিতে হইলে বিষয়ের আপরোক্ষ্যের ঘটকসামগ্রী বুঝা প্রয়োজন।

(অনষ্ট্) প্রত্যয় হইয়াছে।

৮ প্রঃ পরিঃ পৃঃ ১৭০, "অপরোক্ষসম্যগ্‌বিদ্যা বিষয়ান্তরেষু সম্যক্ প্রাকট্যং কুর্বন্ত্যেবোৎপদ্যতে ইত্যুক্তমুপেত্য ব্রহ্মণ্যসম্ভাবনাদ্যভিভূতবিষয়ত্বাৎ সন্দেহফলা বিপর্য্যয়ফলা বোৎপদ্যতে, ন সম্যক্‌ফলা; ততঃ ফলতোঽপ্রাপ্তেঃ ন ব্যর্থম্।"

৯ যোগসম্প্রদায়মতে চিত্ত বা অন্তঃকরণের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা আছে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে প্রথম তিন অবস্থায় যোগ সম্ভব হয় না, একাগ্ররূপ চতুর্থভূমি হইতেই যোগ সম্ভব হইয়া থাকে। যোঃ ভাঃ ১।১ পৃঃ ২-৩ = পৃঃ ৭-৯, "ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তম্, একাগ্রং, নিরুদ্ধম্ ইতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ সমাধিঃ ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ (যোঃ সূঃ ২।৩), কর্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ (যোঃ সূঃ ১।৪৬) ইতি আখ্যায়তে।" ক্ষিপ্তাদি তিনটি ভূমির লক্ষণের জন্য তত্ত্ববৈশারদী (পৃঃ ৩ = পৃঃ ৭) ও যোগভাষ্যবিবরণ (পৃঃ ৫-৮) দ্রষ্টব্য। "একাগ্র" শব্দের অর্থ একতান অর্থাৎ একবিষয়স্থিত সত্ত্বপ্রধান চিত্তের রজোবৃত্তি ও তমোবৃত্তিনিরোধপূর্বক সাত্ত্বিকবৃত্তিবিশেষের উদয়ে সম্প্রজ্ঞাত যোগ অবস্থা। চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থায় সাত্ত্বিকবৃত্তিও থাকে না, উহা সংস্কারমাত্রশেষ নিরোধলক্ষণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। যোগমণিপ্রভা ইত্যাদি যোগসূত্রবৃত্তিসমূহ দ্রষ্টব্য।

১০ বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫০২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩৯৩, "তত্রাসম্ভাবনেতি চিত্তস্য ব্রহ্মাত্মপরিভাবনাপ্রচয়নিমিত্ততদেকাগ্রবৃত্ত্যযোগ্যতোচ্যতে, বিপরীতভাবনেতি শরীরাদ্যধ্যাসসংস্কারপ্রচয়ঃ।"

১১ পঞ্চপাদিকা মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৩ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১। অত্র পরেই অদ্বৈতমতে তর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইবে।

বিষয়গত আপরোক্ষ্য-বিচার

পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন (মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১) যে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যশ্রবণজন্য প্রথমে অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনার দ্বারা অভিভূত ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তর্কের দ্বারা ঐরূপ প্রতিবন্ধ দূরীভূত হইবার পর উক্ত জ্ঞানে আপরোক্ষ্যনিশ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী প্রধানতঃ দুইটি আপত্তি করিতেছেন। প্রথমতঃ, পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করাই শব্দের স্বভাব হওয়ায় শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, শব্দপ্রমাণ যদি তর্ককে অপেক্ষা করিয়া অর্থনিশ্চয় করে তবে প্রমাণের স্বতস্ত্বহানি হওয়ায় অদ্বৈতপক্ষে অপসিদ্ধান্ত অনিবার্য্য।

প্রথম প্রকার আপত্তির বিরুদ্ধে বিবরণাচার্য্যের উত্তর এইরূপ।

কোথায় অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কোথায় বা হয় না, ইহা বুঝিতে হইলে অপরোক্ষজ্ঞানের সামগ্রী কি, তাহা জানা প্রয়োজন। সুতরাং প্রথমে অনাত্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহা অত্যন্ত স্থূলভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

এইস্থলে বিবরণাচার্য্য অপরোক্ষজ্ঞানসামগ্রীবিষয়ে তিনটি মত উপস্থাপন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, সংবিদভেদবশতঃই বিষয়ে অপরোক্ষতা দৃষ্ট হয়। ইহাই পঞ্চপাদিকা-বিবরণ সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়তঃ, যে-স্থলে বিষয় অব্যবধানে অর্থাৎ জ্ঞান বা সংস্কারের দ্বারা ব্যবহিত না হইয়া স্বজ্ঞানের জনক হয়, সেইস্থলে অব্যবধানে স্বসংবিজ্জনকত্ববশতঃই বিষয়ে অপরোক্ষতা দৃষ্ট হয়। অপরোক্ষজ্ঞানস্থলে বিষয় যে স্বজ্ঞানের জনক, তাহা সিদ্ধই আছে। ইহা প্রকৃত বিবরণসিদ্ধান্ত না হইলেও বিবরণাচার্য্য এই দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিয়াও শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বসামর্থ্য সমর্থন করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, যে-স্থলে ইন্দ্রিয় প্রমার করণ হয়, সেই স্থলে প্রমা অপরোক্ষ হইয়া থাকে এবং অপরোক্ষপ্রমাবিষয়ত্ববশতঃই বিষয়ে অপরোক্ষত্ব দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, ইহাই ন্যায়বৈশেষিকাদিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। এই তৃতীয় মত সর্বথা হেয় হওয়ায় বিবরণাচার্য্য এই তৃতীয় মত গ্রহণ করিয়া স্বসিদ্ধান্তস্থাপনে যত্ন করেন নাই। বিবরণভাবপ্রকাশিকাটীকায় (পৃঃ ৪০৩-৫) আচার্য্য নৃসিংহাশ্রম অতি বিস্তৃতভাবে গঙ্গেশাবধি ন্যায়-মত খণ্ডন করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বিষয়মহিমায় অপরোক্ষত্ব সংঘটিত হয়, করণমহিমায় নহে,—এইরূপ সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান লেখক তাঁহার প্রকাশিতব্য বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া এইস্থলে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হইল। বিবরণাচার্য্য অতীব সংক্ষেপে উক্ত মতত্রয় প্রকাশ করিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৩), "লোকে তাবৎ বিষয়স্যাপরোক্ষতা সংবিদভেদাদ্বা, বিষয়স্যাব্যবধানতয়া স্বসংবিজ্জনকত্বাদ্বা, প্রমাণকারণেন্দ্রিয়সংপ্রযুক্তত্বাদ্বা ভবতি। উক্ত কারণত্রয়হীনেঽনুমেয়াদৌ পরোক্ষতাদর্শনাৎ।" এই সন্দর্ভে "প্রমাণ" পদের অর্থ প্রমা। "কারণত্রয়" অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়সম্মত বিষয়গত অপরোক্ষত্বের সামগ্রীত্রয়। এই তিন প্রসিদ্ধ সামগ্রীর মধ্যে কোনও একটি সামগ্রীও যদি উপস্থিত না হয়, তবে বিষয় অনুমেয় হয়, ফলে উহাতে পরোক্ষত্বই থাকে। এক্ষণে বিষয়গত অপরোক্ষত্ববিষয়ে প্রথম দুইটি মত গ্রহণ করিয়া বিবরণাচার্য্য শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজননসামর্থ্য উপপাদন করিতে বলিলেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৬), "তত্র ব্রহ্মণ এব সর্বসংবিদুপাদানত্বাদ্ ব্রহ্মাকারশব্দপ্রমাণজন্যসংবেদনেঽপি তদভিন্নতয়া বা, তজ্জনকতয়া বা ব্রহ্মাপি প্রথমমেবাপরোক্ষতয়া অবভাসতে।" বিবরণাচার্য্য বিষয়গত অপরোক্ষত্বের প্রথম প্রকার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া "তদভিন্নতয়া বা" এবং দ্বিতীয় প্রকার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া "তজ্জনকতয়া বা" বলিয়াছেন। আচার্য্য "প্রথমমেব" বলিয়া প্রথম মত উপস্থাপন করিতেছেন—"তত্ত্বমসি" বাক্য শ্রবণের অনন্তর প্রথমেই ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ প্রমা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিরূপে ইহা সম্ভব ?—তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

ভাষ্যের "প্রতিপত্তি" পদের ব্যাখ্যা—বিবরণোক্ত প্রথম মত

প্রতিকর্মব্যবস্থা উপপন্ন করিতে বিবরণাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ

৩৫৫-৬৬, বিশেষতঃ পৃঃ ৩৬৫-৬৬ = মাদ্রাজ পৃঃ ২৯৭-৩১৭, বিশেষতঃ পৃঃ ৩১১-১৭) যে ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভেদমাত্রের দ্বারা বিষয়প্রকাশ হয় না, অন্যথা সমস্ত বিষয়ই সর্বদা ভাসমান হইত। কিন্তু যে-বিষয়ের আকারে অন্তঃকরণ পরিণত হইয়াছে সেই বিষয়াকারপরিণত অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিম্বিতচৈতন্যই বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে।[১২] তন্মধ্যে বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তির সহিত বিষয় সংসৃষ্ট হইলে প্রমাতৃগত অসত্ত্বাপাদক অজ্ঞান ও বিষয়নিষ্ঠ অভানাপাদক অজ্ঞান উভয়ই বিনষ্ট হয়। তখন ভগ্নাবরণ বিষয়-চৈতন্য অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ বিষয়-সংসৃষ্ট-বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিম্বিত ভগ্নাবরণ বিষয়-চৈতন্যই বিষয়ের অপরোক্ষ প্রকাশ।[১৩] এক্ষণে বিবরণাচার্য্য বলিতেছেন যে এক সর্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপাদান হওয়ায় ব্রহ্ম অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিম্বিতচৈতন্যেরও উপাদান। মৃত্তিকা যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থের উপাদান, সেই অর্থে বিবরণাচার্য্য "ব্রহ্মণ এব সর্বসংবিদুপাদানত্বাৎ" বলেন নাই, কারণ চৈতন্যের পরিচ্ছিন্নত্ব ও বহুত্ব আবিদ্যক, বাস্তবিক নহে এবং চৈতন্যের উপাদানত্বও প্রসিদ্ধ নহে। কিন্তু "যস্মিন্ সতি অগ্রিমক্ষণে যস্য সত্ত্বং, অসতি চ অসত্ত্বম্, তৎ তজ্জন্যম্", এইরূপ নিত্যানিত্যসাধারণ-জন্যতা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মরূপ-বিম্ব-চৈতন্যকে অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের উপাদান বলা হইয়াছে, কারণ অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য বিম্ব-চৈতন্যাগ্রিমক্ষণসত্তাক— অগ্রিমক্ষণে ব্রহ্মরূপবিম্বচৈতন্য থাকিলে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য থাকে, নচেৎ থাকে না। প্রতিবিম্ব যে বিম্বাধীন, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃত কথা এই যে বস্তুতঃ এক সর্বাত্মক ব্রহ্ম সংবিৎস্বরূপ বলিয়াই উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান সমস্ত সংবিদের সহিত অভিন্নই, যেমন এক মহাকাশ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান সমস্ত খণ্ডাকাশের সহিত অভিন্ন। সুতরাং অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা সংবিদভেদই হউক্, অথবা বিম্ব-চৈতন্য প্রতিবিম্ব-চৈতন্যের উপাদান বলিয়াই হউক্, অনাত্মবিষয়মাত্রের অপরোক্ষপ্রকাশের নিমিত্ত বিষয়চৈতন্যের সহিত অভিব্যক্তব্রহ্ম-চৈতন্যের অভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব বিম্বভূতব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হইলে যদি অনাত্মা ঘটদ্যাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তি-প্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ ঘটজ্ঞানের অপরোক্ষতা সম্ভব হয়, তবে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণজন্য ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সংবিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত স্বতঃই অভিন্ন হওয়ায় বাক্যার্থ ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্র সর্বদা অপরোক্ষই হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে, অনাত্মস্বরূপ ঘটাদি স্বরূপতঃ অপরোক্ষ নহে, সংবিদভেদ প্রাপ্ত হইলেই অপরোক্ষ হইয়া থাকে বলিয়া অনাত্মবিষয়মাত্রের অপরোক্ষত্ব গৌণই। কিন্তু "যদ্ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম" শ্রুতি (বৃহঃ উপঃ ৩।৫) ব্রহ্মের স্বতঃ অপরোক্ষত্বই ঘোষণা করায় ব্রহ্মগত অপরোক্ষত্ব মুখ্য। সুতরাং যদি "তত্ত্বমসি" বাক্যশ্রবণজন্য অপরোক্ষস্বভাব ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে অপরোক্ষ ব্রহ্ম উক্তজ্ঞানে পরোক্ষরূপে ভাসিত হওয়ায় উক্তজ্ঞান ভ্রম হইয়া যাইবে; ফলে "তত্ত্বমসি" শ্রুতিকে ভ্রমজনক বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত শ্রুতির অপ্রামাণ্যাপত্তি অবশ্যম্ভাবী।

"তত্ত্বমসি" বাক্য শ্রবণমাত্র অর্থাৎ প্রথম শ্রবণেই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও চিত্তদোষবশতঃ উহা যেন পরোক্ষরূপে প্রতিভাসিত হয় বলিয়া স্বরূপে অপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা আপরোক্ষ্যনিশ্চয়াভাবে অবিদ্যানিবর্ত্তক হয় না। চিত্তগতদোষদ্বারা বিরোধই ব্রহ্মবিদ্যার ফলাভাবে কারণ। এইরূপ প্রতিবন্ধকের অপসারণ কিরূপে সম্ভব?

১২ প্রতিকর্মব্যবস্থা অতীব গহন। এইস্থলে অত্যন্ত স্থূলভাবে কথা বলা হইয়াছে। লেখক কর্তৃক বেদান্ত-পরিভাষার ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১৩ যে-স্থলে বিষয়ের সহিত বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তি সংসৃষ্ট হয় না, সেই স্থলে বিষয়চৈতন্যনিষ্ঠ অভানাপাদক অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না, কেবল প্রমাতৃ-চৈতন্যনিষ্ঠ অসত্ত্বাপাদক অজ্ঞানই দূরীভূত হয়। ফলে বিষয়ের পরোক্ষ প্রকাশ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সর্বস্থলে চৈতন্যই আবৃত ও প্রকাশিত হয় এবং চৈতন্যের আবরণে ও প্রকাশেই চৈতন্যে অভেদে অধ্যস্ত বিষয়েরও আবরণ ও প্রকাশ হইয়া থাকে। যাহা হউক্, পরোক্ষপ্রকাশ আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। প্রতিকর্মব্যবস্থাবিষয়ে বিবরণের প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানিতে হইলে লঘুচন্দ্রিকাসহ অদ্বৈতসিদ্ধি, "প্রতিকর্মব্যবস্থোপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৪৭৮-৯০ দ্রষ্টব্য।

বিবরণসম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ।

মোক্ষরূপফলপর্য্যন্তব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশ্যে বিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকের প্রতিবন্ধক যে চিত্তদোষ, তাহার নাশ হইয়া থাকে। তাহার পর নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হইলে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়মাত্রে বিতৃষ্ণার প্রতিবন্ধক চিত্তদোষ দূরীভূত হয়। সর্বতো বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হইলে শমদমাদির প্রতিবন্ধক চিত্তদোষ অপসারিত হয়। অনন্তর উপনিষদ্বাক্যবিচারে প্রবৃত্ত শমাদিযুক্ত মুমুক্ষুর চিত্তে শ্রুতিপ্রমাণবিষয়ে অসম্ভাবনার উদ্রেক হয়—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" ইত্যাদি পূর্বমীমাংসায় উক্ত হেতুসমূহ কি সমগ্র শ্রুতিকে ক্রিয়াপররূপে স্থাপন করে, অথবা উপনিষদ্সমূহ সিদ্ধবস্তুপরও হইয়া থাকে? সমগ্র বেদের বিচার কি পূর্বমীমাংসায় গতার্থ হইয়াছে, অথবা হয় নাই? সিদ্ধবস্তুপর হইলেও উপনিষদ্সমূহ কি স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানকে স্থাপন করে, অথবা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করে? এইরূপে শ্রুতিপ্রমাণগত বহুবিধ অসম্ভাবনার উদয় হইলে উপনিষদ্বাক্যবিচারাত্মক শ্রবণাখ্য তর্কই প্রমাণগত ঐ সমস্ত অসম্ভাবনার নাশ করিয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়াখ্য প্রথম অধ্যায়ে শ্রবণাখ্য তর্কই ন্যায়তঃ উপস্থিত করা হইয়াছে। সমগ্র বেদের নির্গুণ ব্রহ্মেই পরম তাৎপর্য্য বা সমন্বয়, ইহাই ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রথম অধ্যায়ের নাম সমন্বয়াধ্যায়।

শ্রবণের দ্বারা শ্রুতি-প্রমাণগত অসম্ভাবনা দূরীভূত হইলেও প্রমেয়গত অর্থাৎ ব্রহ্মগত অসম্ভাবনা থাকায় শ্রবণের উত্তরাঙ্গরূপে মননের প্রয়োজন বিদ্যমান। শ্রুতি শক্তিতাৎপর্য্যবিচারসহকারে ব্রহ্ম স্থাপন করিলেও সংশয় হয়—শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বলিতেছেন, কিন্তু আমি নিজেকে অব্রহ্ম অর্থাৎ অসর্বজ্ঞ, অসর্বশক্তিমান সংসারিরূপেই অনুভব করি, সুতরাং জীব-ব্রহ্মৈক্য কিরূপে সম্ভব? ইন্দ্রিয়াদির অবিষয় ব্রহ্ম বিদ্যমান অথবা বিদ্যমান নহে? বুদ্ধিই কি আত্মা অথবা বুদ্ধির অতিরিক্ত বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপই আত্মা? ইত্যাদি। শ্রুতির অনুকূল মননাখ্য তর্কদ্বারাই প্রমেয়গত অসম্ভাবনা দূরীভূত হইতে পারে। ব্রহ্মসূত্রের বিরোধ-পরিহার বা অবিরোধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রুতির অবিরোধী মননাখ্য তর্কই নিরূপিত হইয়াছে।

এইরূপ দ্বিবিধ তর্কসত্ত্বেও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার অবিদ্যা-নাশে অসমর্থ, কারণ অনাদিকাল হইতে জন্মজন্মান্তরার্জিত বিপরীতভাবনা বা অনাত্মসংস্কার অতীব দৃঢ়মূল হইয়া থাকে। জ্ঞানের দ্বারা সূক্ষ্মসংস্কারের নাশ হইতে পারে না। এইজন্য শ্রবণ ও মননের বিষয়ীভূত অর্থকে পুনঃ পুনঃ চিন্তনের দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্যবিষয়ক সংস্কার সুদৃঢ় হইলে কালক্রমে উহা ভ্রমসংস্কারকে ক্ষয় করিবে। জ্ঞান যেমন অজ্ঞানকে নাশ করে, সেইরূপ প্রমাজ্ঞানজনিত সংস্কার ভ্রমসংস্কারকে নাশ করিয়া থাকে। অতঃপর মহাবাক্যশ্রবণজনিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিশ্চলরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ নৈশ্চল্যই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপত্তি বা প্রতিষ্ঠা অথবা আপরোক্ষ্য-নিশ্চয়।[১৪] ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে নানাবিধ ধ্যান বা উপাসনা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফল বা মুক্তি নিরূপিত হওয়ায় উহাদের যথাক্রমে সাধনাধ্যায় ও ফলাধ্যায় বলা হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে "শ্রোতব্যঃ", "মন্তব্যঃ" ও "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এইরূপ বিধিশ্রুতিত্রয় যথাক্রমে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম তিনটি অধ্যায়ের উপজীব্য এবং যে-আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণাদিত্রয় বিহিত হইয়াছে, সেই আত্মদর্শনবোধক "দ্রষ্টব্যঃ" শ্রুতিই চতুর্থ অধ্যায়ের উপজীব্য।

ভাষ্যের "প্রতিপত্তি" পদের ব্যাখ্যা—বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মত

অদ্বৈতাচার্য্যগণ ভিন্নরূপেও আত্মৈকত্ব-বিদ্যার প্রতিপত্তি উপপন্ন করিয়াছেন। বিবরণোক্ত সেই

১৪ বিবরণের প্রথম বর্ণকের প্রায় শেষভাগে (মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮-১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৭-৯) "তত্র ব্রহ্মণ এব সর্বসংবিদুপাদনত্বাৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভ হইতে "সম্যগবগতিত্বাদিতি" ইত্যন্ত সন্দর্ভে এইরূপ প্রথমমত যুক্তিতঃ স্থাপিত হইয়াছে। তদনুসারে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (১ম বর্ণক পৃঃ ১২৮), "ন হ্যপরোক্ষে ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানং সম্ভবতি। ততঃ প্রথমতঃ এব শব্দাদুৎপন্নমপরোক্ষজ্ঞানং প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চান্নিশ্চলং ভবতি।" উপরি উদ্ধৃত উভয় সন্দর্ভের বিস্তৃত ব্যাখ্যা যথাস্থলে করা হইবে।

দ্বিতীয় মত এইরূপ।

"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণের পর প্রথমেই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষবিদ্যা উৎপন্ন হয় না ; শব্দমর্য্যাদানুসারে প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপরোক্ষস্বভাব ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান পরোক্ষ হইলে উক্ত জ্ঞান ভ্রমই হইবে, ইহা বলা যাইবে না ; কারণ পুরুষান্তরস্থ জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও অন্যপুরুষের তদ্বিষয়ক অনুমিতিরূপ পরোক্ষপ্রমাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরোক্ষত্বমাত্র অপরাধের জন্য জ্ঞান ভ্রম হইয়া যায় না, যেহেতু পরোক্ষজ্ঞানত্ব ভ্রান্তিত্বে কারণ নহে ; বিষয়ের অসত্যত্বই অথবা বাধিতবিষয়ত্বই ভ্রান্তিত্বে হেতু। এই তাৎপর্য্যে পঞ্চদশী গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন (পঞ্চদশী, ধ্যানদীপপ্রকরণ, শ্লোঃ ১৭, ১৯ পৃঃ ৩১৩-১৪), "পরোক্ষত্বাপরাধেন ভবেন্নাতত্ত্ববেদনম্ ।...শাস্ত্রোক্তেনৈবমার্গেণ সচ্চিদানন্দনিশ্চয়াৎ। পরোক্ষমপি তজ্জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ন তু ভ্রমঃ ॥" অর্থাৎ—জ্ঞান পরোক্ষ, এইমাত্র অপরাধে উহা অতত্ত্বজ্ঞান বা ভ্রম হইয়া যায় না। শাস্ত্রোক্ত উপায়দ্বারাই সচ্চিদানন্দব্রহ্মের নিশ্চয় বা নির্ণয় হওয়ায়, সেই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানই বা প্রমারূপ, ভ্রম নহে। সুতরাং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তর প্রথমেই ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে পূর্ববর্ণিত শ্রবণাদিরূপ সহকারী কারণকে অপেক্ষা করিয়া "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বিতীয় শ্রবণ ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। সহকারী সহায়তা থাকিলেও শব্দ কিরূপে স্বীয় পরোক্ষজ্ঞানজননস্বভাব পরিত্যাগ করিবে, এই প্রকার আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে ; যেহেতু ইহাই দেখা যায় যে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগমাত্র অভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করিলেও পুনরায় পূর্বানুভবজন্যসংস্কারকে অপেক্ষা করিয়া প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষও উৎপন্ন করিতে পারে। "ত্বং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" এই বৃহদারণ্যক শ্রুতির (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।১৬) "ঔপনিষদ্" পদে তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা ("উপনিষৎস্বেব বিজ্ঞেয়ঃ, নান্যপ্রমাণগম্যঃ"—বৃহঃ উপঃ ঐ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৯৪৯) শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজননসামর্থ্যও অবগত হওয়া যায়।[১৫]

এক্ষণে বিবরণাচার্য্যের বক্তব্য এই যে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তরই অপরোক্ষজ্ঞানই হউক্ অথবা পরোক্ষজ্ঞানই হউক্, উভয় বিকল্পেই ব্রহ্মবিদ্যার আপরোক্ষ্যনিশ্চয় প্রযত্নান্তরলভ্য ; সুতরাং ভাষ্যের "প্রতিপত্তি" পদ ব্যর্থ নহে।[১৬]

তর্কের স্বরূপ—ন্যায় ও অদ্বৈতবেদান্তমত

পঞ্চপাদিকা ও বিবরণে শ্রবণ ও মননকে তর্করূপ বলা হইয়াছে। এক্ষণে তর্ক কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন।

১৫ বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৯-১০, "অন্যন্মতম্। ন প্রথমোৎপন্নং শাব্দজ্ঞানমেব প্রতিবন্ধবিগমাপেক্ষয়া অপরোক্ষাবভাসং ভবতি ; কিন্তু শব্দ এব প্রথমং ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদ্য পুনর্বর্ণিতচিত্তদর্পণসহকারিকারণাপেক্ষয়া দ্বিতীয়মপরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদয়তি। শব্দাদীনাং তদ্ধিতপ্রত্যয়াদিনা অপরোক্ষজ্ঞানে বিনিয়োগসামর্থ্যাৎ। যথা সম্প্রয়োগঃ অভিজ্ঞামুৎপাদ্য পুনঃ পূর্বানুভবসংস্কারাপেক্ষয়া প্রত্যভিজ্ঞামুৎপাদয়তি, তদ্বৎ। ন চ স্বয়ম্প্রকাশে ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানং বিভ্রমঃ ; স্বয়ম্প্রকাশেঽপি পুরুষান্তরসংবেদনে পরোক্ষানুমানদর্শনাদিতি।" বিবরণোক্ত "চিত্তদর্পণ" পদের অর্থবিষয়ে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও বিবরণাচার্য্য স্বয়ং পঞ্চপাদিকার "তর্ক" পদে লক্ষণা করিয়া শ্রবণাদির দ্বারা সুসংস্কৃত দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ চিত্তই বুঝিয়াছেন। মনে হয় বিবরণাচার্য্য আচার্য্য সুরেশ্বরের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হইতে উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১।৪৮ পৃঃ ৩২), "...বিধূতাশেষকল্মষং প্রত্যঙ্মাত্রপ্রবণং চিত্তদর্পণমবতিষ্ঠতে।" বিবরণের ভাবপ্রকাশিকা টীকায় "চিত্তদর্পণে"র অর্থ মননাখ্য তর্ক। বিবরণোক্ত দৃষ্টান্ত ভিন্নভাবেও যোজনা করা যাইতে পারে—কেবল সংস্কার স্মৃতিরূপ পরোক্ষজ্ঞানমাত্রের হেতু, কিন্তু উক্ত সংস্কারই ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগসহকারিসহায়ে প্রত্যভিজ্ঞারূপ অপরোক্ষ প্রমার উৎপাদক হইয়া থাকে। এই প্রকার ব্যাখ্যায় দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে বিবক্ষিত সাম্য লাভ করা যাইবে—যাহা অপ্রমা ও পরোক্ষজ্ঞানের জনক, তাহা বিশিষ্টসহকারিসামর্থ্যে অপরোক্ষপ্রমাজনক হইতে পারে। কিন্তু বিবরণের বাক্য হইতে এইরূপ অর্থ লাভ করা যাইবে না। "চিত্তদর্পণ"পদের প্রকৃত আশয় কি, তাহা বহু মত উপস্থাপনপূর্বক পরে আলোচনা করা হইবে।

১৬ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১০, "সর্বথাপ্যাপরোক্ষ্যস্য প্রযত্নান্তরলভ্যত্বাৎ যুক্তং পৃথক্প্রতিপত্তিশব্দগ্রহণম্ [ভাষ্যে]।"

আচার্য্য উদয়ন তাঁহার তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি গ্রন্থে যে পঞ্চবিধ তর্কের কথা বলিয়াছেন (তাঃ পঃ ১।১।৪০ পৃঃ ৫৮৮) তন্মধ্যে প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গরূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গাত্মক তর্কই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু ন্যায়ভাষ্যাদি গ্রন্থে "তর্ক" পদ অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তর্কের স্বরূপ প্রকাশ করিতে ন্যায়ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে সামান্যতঃ জ্ঞাত ও বিশেষতঃ অজ্ঞাত কোন পদার্থবিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসা জন্মিলে সেই পদার্থবিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধধর্মদ্বয়ের জ্ঞানবশতঃ যে সংশয় জন্মে, সেই সংশয় তর্কপ্রবৃত্তির অঙ্গ। এইরূপ সংশয়ের পর যে সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই তর্ক বা উহ। প্রমাণ স্ববিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াও যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রমাণবিষয়ক বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণ স্ববিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। তর্ক প্রমাণের সেই বিষয়বিশেষকেই অনুগ্রহ করে অর্থাৎ "এই বিষয়ই সম্ভব, অন্য বিষয় সম্ভব নহে" ইত্যাকার সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান সেই বিপর্য্যয়াশঙ্কা দূরীভূত করিলে প্রমাণ স্বচ্ছন্দে স্বীয় বিষয় নিশ্চয় করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এইরূপ তর্ক সংশয়োচ্ছেদি হওয়ায় সংশয় নহে, আবার প্রমাণ না হওয়ায় নির্ণয়ও নহে ; কিন্তু লক্ষণ ও প্রমাণপ্রবৃত্তির মধ্যবর্ত্তী প্রমাণবিষয়ীভূত তত্ত্বের "ইহা এই প্রকার হইতে পারে, অন্যপ্রকার নহে" ইত্যাকার অনুজ্ঞামাত্র।[১৭] এইরূপ তর্ক প্রমাণমাত্রের অনুগ্রাহক, কেবল অনুমান প্রমাণের অনুগ্রাহক নহে।

ন্যায়ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চপাদিকাকার তর্কস্বরূপ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন (পঞ্চপাদিকা, মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৩ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১), "তেন তৎস্বরূপপ্রতিষ্ঠায়ৈ তর্ক সহায়ীকরোতি। অতএব 'প্রমাণানামনুগ্রাহকস্তর্কঃ' ইতি তর্কবিদঃ। অথ কোঽয়ং তর্কো নাম? যুক্তিঃ। ননু পর্য্যায় এষঃ। স্বরূপমভিধীয়তাম্। ইদমুচ্যতে—প্রমাণশক্তিবিষয়তৎসম্ভবাসম্ভবপরিচ্ছেদাত্মা প্রত্যয়ঃ [তর্কঃ]।"[১৮] সুতরাং প্রমাণাদিতত্ত্বে সম্ভব-অসম্ভব-প্রত্যয়ই তর্ক ; উহা নিশ্চয়রূপও নহে, সংশয়রূপও নহে, কিন্তু সম্ভাবনারূপ। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ তর্কসমূহের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতেছে।

১৭ তাঃ টীঃ ১।১।৪০ পৃঃ ৩২০-২১, "যদ্যপি সংশয়স্য পশ্চাদেব জিজ্ঞাসা ভবতি তথাপি জিজ্ঞাসায়াঃ পরস্তাদপি সংশয়ো ভবতি, স চ অত্র [তর্কলক্ষণসূত্রে] বিবক্ষিতস্তর্কপ্রবৃত্ত্যঙ্গত্বাৎ। তর্কেণ হি প্রসঙ্গাপরনাম্না দ্বয়োঃ পক্ষয়োঃ একতরনিষেধেন একতরঃ প্রমাণবিষয়তয়া অভ্যনুজ্ঞাতব্য ইতি বিষয়প্রত্যাসত্ত্যা তর্কপ্রবৃত্তিং প্রত্যঙ্গতা সংশয়স্য ইতি।...যস্মিন্ বিষয়ে প্রমাণং প্রবর্ত্তিতুমুদ্যতং তদ্বিপর্য্যয়াশঙ্কায়াং ন তাবৎ প্রবর্ত্ততে ন যাবদনিষ্টাপত্ত্যা বিপর্য্যয়াশঙ্কাপনীয়তে, তদপনয় এব চ স্ববিষয়ে প্রমাণসত্ত্বে ইতি চোপপত্তিরিতি ব্যাখ্যায়তে।" সুতরাং তর্ক, উহ, উপপত্তি, প্রসঙ্গ, সম্ভব ও সম্ভাবনা পর্য্যায়শব্দ। ন্যায়মঞ্জরী, তর্কপ্রকরণ পৃঃ ১৪৫, "অয়ং সূত্রার্থঃ—অবিজ্ঞাততত্ত্বে সামান্যতো জ্ঞাতে ধর্মিণ্যেকপক্ষানুকূলকারণদর্শনাৎ তস্মিন্ সম্ভাবনাপ্রত্যয়ো ভবিতব্যতাবভাসঃ তদিতরপক্ষশৈথিল্যাপাদনে তদ্গ্রাহকপ্রমাণমনুগৃহ্য তান্ সুখং প্রবর্ত্তয়ন্ তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্ক ইতি।"

১৮ অধুনা ন্যায়ভাষ্যপাঠ এইরূপ (ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ৫৩), "প্রমাণানামনুগ্রাহকস্তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে [সমর্থো ভবতি]।" মনে হয় পঞ্চপাদিকাকার ন্যায়ভাষ্যের অন্যরূপ পাঠ দেখিয়াছিলেন। সাধারণতঃ "পরিচ্ছেদ" শব্দের নিশ্চয় অর্থ হইলেও পঞ্চপাদিকায় উহা জ্ঞানমাত্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঃ টীঃ ১।১।১, পৃঃ ৫৪, "এতদুক্তং ভবতি, প্রমাণং তত্ত্বাবধারণায় প্রযুক্তং করণতয়েতিকর্ত্তব্যতামপেক্ষতে। তর্কশ্চ প্রমাণবিষয়যুক্তাযুক্তবিচারাত্মা প্রমাণং যুক্তে তত্ত্বে প্রবর্ত্তমানমনুজ্ঞানন্ প্রমাণমনুগৃহ্ণাতি। তদনুগৃহীতং প্রমাণং তত্ত্বনির্ণয়ায় পর্য্যাপ্তম্ [সমর্থম্]। ন চ, প্রমাণবিষয়ে চেৎ তর্কঃ প্রবর্ত্ততে কৃতমস্য প্রমাণানুজ্ঞয়া নন্বয়মেব নিশ্চায়কঃ কস্মান্ন ভবতি, ইতি সাম্প্রতম্, তস্য প্রসঙ্গতয়া পারতন্ত্র্যেণ স্বয়মসাধনত্বাৎ।" তাঃ পঃ ১।১।১ পৃঃ ১৪১-৪২, "প্রসঞ্জনীয়স্য প্রমাণবিরুদ্ধত্বেনানিষ্টত্বমযুক্তত্বম্।...সম্ভাবনা চেহাবিরোধমাত্রম্, ন তু সংশয়ঃ, অযুক্তাংশস্যাপি সংশয়াস্পদত্বাৎ। অনুজ্ঞা চেয়মেব যৎ প্রবর্ত্তমানপ্রমাণানুকূলত্বেনাবস্থানম্।...অনুজানন্ তদ্বিরুদ্ধধর্মব্যুদাসরূপেণাবিরোধয়ন্ ইত্যর্থঃ। অনুগৃহ্ণাতি স্বব্যাপারীকরোতি ইত্যর্থঃ।" দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ৫৩-৫।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে তর্কস্বরূপাদিনিরূপণ নামক
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ তর্কের স্বরূপ নিরূপণ

তর্কের স্বরূপবিষয়ে প্রাচীন ন্যায়সম্প্রদায়ের সহিত পঞ্চপাদিকাবিবরণসম্প্রদায়ের সাদৃশ্য থাকিলেও শ্রবণ ও মননরূপ তর্কের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন।

শ্রবণরূপ তর্কের স্বরূপ—বিবরণ-সিদ্ধান্ত

শ্রবণ ও মনন উভয়বিধ তর্কই অসম্ভাবনাবুদ্ধি দূরীভূত করিয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রবণ প্রমাণগত অসম্ভাবনা দোষ অপসারণ করে। এক্ষণে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে শ্রুতিপ্রমাণগত কোনরূপ দোষই থাকিতে পারে না, কারণ শ্রুতি অপৌরুষেয় বলিয়া পুরুষগত কোন দোষই শ্রুতিকে স্পর্শ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ হওয়ায় অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। যদিও মীমাংসাসম্প্রদায়ের ন্যায় অদ্বৈতমতে বেদে পদ-পদার্থের সম্বন্ধ নিত্য নহে, তথাপি উক্ত সম্বন্ধ কাহারও অধীন না হওয়ায় শ্রুতিরূপ শব্দসমূহের স্বাভাবিক কোন দোষের আশঙ্কাই নাই। সুতরাং বিচারকে অপেক্ষা করিয়া যদি বেদ অর্থ প্রতিপাদন করে, তবে উহা সাপেক্ষ হওয়ায় উহার অনপেক্ষত্বই বাধিত হইয়া যাইবে, ইহাই পূর্বপক্ষীর পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রধান আপত্তি ছিল। শ্রুতি যে অনপেক্ষ প্রমাণ তাহা পূর্বোত্তরমীমাংসাসম্মত (মীঃ সূঃ ১।১।৫)। এইজন্য আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার বেদান্তকল্পলতিকায় বলিয়াছেন যে "ক্রিয়ার্থত্বাৎ" (মীঃ সূঃ ১।২।১) ইত্যাদি হেত্বাভাসসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত "ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে উপনিষদ্‌সমূহের তাৎপর্য্য সম্ভব নহে" এইরূপ আকারের চিত্তদোষই প্রমাণগত অসম্ভাবনারূপ দোষ। বস্তুতঃ নিত্যনির্দোষ শ্রুতিপ্রমাণগত কোনরূপ দোষই নাই। ঐরূপ ব্রহ্মাত্মৈক্যপ্রামাণ্যবিষয়ে চিত্তদোষ থাকিলে উহা বেদান্তশক্তিতাৎপর্য্যনিশ্চয়ফলক শ্রবণাখ্য তর্কবলে অপসারণীয়।[1] শ্রবণাখ্য তর্কের আকার এইরূপ—"তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং যদি ব্রহ্মাত্মৈক্যপরং ন স্যাৎ, তদা উপক্রমোপসংহারাদিকম্ অদ্বৈতব্রহ্মবোধকং ন স্যাৎ।"[2] কিন্তু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য ও "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিঃ উপঃ ২।১।৩) ইত্যাদি লক্ষণবাক্যসমূহ যে ব্রহ্মাত্মৈক্যপর তাহা বহুধা প্রপঞ্চিত হওয়ায় ইষ্টাপত্তি বলা যাইবে না। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী যে "বেদান্তশক্তিতাৎপর্য্য-

১ বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৬৭ পৃঃ ১৭২, "ততোঽদ্বিতীয়ব্রহ্মৈক্যবিষয়বেদান্তশক্তিতাৎপর্য্যনিশ্চয়ফলকেন শ্রবণাখ্য-তর্কেণ 'ক্রিয়ার্থত্বাদি'ভির্হেত্বাভাসৈর্বা অদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মৈক্যে বেদান্তানাং প্রামাণ্যাসম্ভবকল্পিতচিত্তদোষঃ [অপসার্য্যতে]।" ততঃ অর্থাৎ শমদমাদির দ্বারা অনাত্মবিষয়কপ্রবৃত্তির হেতুভূত চিত্তদোষ অপসারিত হইলে। উক্ত সন্দর্ভের তাৎপর্য্য এইরূপ।

জৈমিনিসম্প্রদায় "ক্রিয়ার্থত্বাৎ" (মীঃ সূঃ ১।২।১) ইত্যাদি হেতুর দ্বারা সমগ্র বেদকে ক্রিয়াপররূপে ব্যাখ্যা করিলে অদ্বৈতসম্প্রদায়সম্মত ব্রহ্ম সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং অদ্বৈতীকে স্বীকার করিতেই হইবে যে জৈমিনিসূত্রোক্ত "ক্রিয়ার্থত্ব" হেতু হেত্বাভাসমাত্র। যাঁহাদের মলিনচিত্তদর্পণে "ক্রিয়ার্থত্ব" প্রভৃতি হেত্বাভাসসমূহ সৎ হেতুরূপে প্রতিভাত হয়, তাঁহারা উপনিষদ্‌সমূহ অধ্যয়ন করিলেও উপনিষদের অদ্বিতীয়-ব্রহ্মাত্মৈক্যতাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না এবং চিত্ত-মালিন্যের আধিক্যে তাঁহাদের তাৎপর্য্য-বিপর্য্যয় (অর্থাৎ প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিপরীত তাৎপর্য্যগ্রহণ) ও চিত্তমালিন্যের স্বল্পতায় উক্ত তাৎপর্য্যে সংশয় হইয়া থাকে। মালিন্য যখন চিত্তগত (প্রমাণগত বা প্রমেয়গত নহে) তখন চিত্তের মলাপকর্ষণই প্রয়োজন। চিত্তমল দূরীভূত হইলে স্বচ্ছ চিত্ত-দর্পণে উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য্যনিশ্চয় হইয়া থাকে—যেমন জলে চাঞ্চল্য ও মালিন্যের তারতম্যবশতঃ চন্দ্রপ্রতিবিম্বের তারতম্য হইয়া থাকে (পঞ্চদশী, "ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দপ্রকরণম্" শ্লোঃ ৮ পৃঃ ৪৯৪) এবং স্থির স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্ব তদনুরূপ হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে সাংখ্য ও যোগসম্প্রদায়ের ন্যায় অদ্বৈতসম্প্রদায়ও স্বীকার করেন যে চিত্তে রজোগুণের ও তমোগুণের আধিক্যই যথাক্রমে চিত্তের চাঞ্চল্য ও মালিন্য এবং সত্ত্বগুণের আধিক্যই চিত্তের স্থৈর্য্য ও স্বচ্ছতা। সুতরাং অদ্বৈততত্ত্বের অনুভবের জন্য যোগসম্প্রদায়সিদ্ধ সাধনসমূহের প্রয়োজন। অদ্বৈতশাস্ত্র কেবল তর্ক-বিতর্কের মল্লযুদ্ধক্ষেত্র নহে। যাহা হউক, আচার্য্যের তাৎপর্য্য এই যে শ্রবণাখ্য তর্কই চিত্তের মলাপকর্ষক হওয়ায় উহা অদ্বৈতব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে উপনিষদের শক্তিতাৎপর্য্যনিশ্চয়ফলক।

২ ন্যায়রত্নাবলী ৮।৫৩ পৃঃ ৬৩২। সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর ব্রহ্মানন্দের গুরু নারায়ণ তীর্থকৃত লঘুব্যাখ্যা (পৃঃ ১৭২) দ্রষ্টব্য।

নিশ্চয়ফলক" বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ।

স্বাধ্যায়বিধিপ্রবর্ত্তিত পুরুষ বেদান্তাক্ষরসমূহ গ্রহণ করিবার পর তাঁহার যে বেদান্তার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই আপাতজ্ঞানের জন্য পদের শক্তিজ্ঞান আবশ্যক এবং সামান্যতঃ বেদান্তার্থাবগমের দ্বারা সামান্যতঃ তাৎপর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে, অন্যথা অন্বয়-যোগ্য নানা অর্থের উপস্থাপক পদের কোন অর্থ-বিশেষে বিনিগমনাই হইবে না। সুতরাং আপাতবেদার্থজ্ঞানকালে তাৎপর্য্যজ্ঞানও আপাততঃ প্রাপ্ত। যদিও বিবরণসিদ্ধান্তে তাৎপর্য্যজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ নহে, তথাপি যেস্থলে তাৎপর্য্য-সংশয় অথবা তাৎপর্য্য-বিপর্য্যয়ের পরবর্ত্তীকালে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়, সেই স্থলে তাৎপর্য্যনিশ্চয় অবশ্যই শাব্দবোধের হেতুরূপে স্বীকার্য্য ; অন্যথা তাৎপর্য্য-সংশয় বা তাৎপর্য্য-বিপর্য্যয় বিনষ্ট না হওয়ায় শাব্দবোধ হইবে না,—যেমন সংশয়-বিপর্য্যয়ের উত্তরকালীন প্রত্যক্ষে বিশেষদর্শনের হেতুতা অবশ্য স্বীকার করা হইয়া থাকে, সেইরূপ।[৩] সুতরাং আপাততাৎপর্য্যজ্ঞানের পর বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য সংশয় বা বিপর্য্যয়গ্রস্ত হইলে অবশ্যই পদবিচার ও বাক্যবিচার করিতে হইবে, কারণ সংশয়-বিপর্য্যয়ের উত্তরকালীন নিশ্চয় অবশ্যই বেদান্তবাক্যবিচারসাপেক্ষ। বেদান্তবাক্যবিচার যে সন্দংশন্যায়প্রাপ্ত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে পরে (পৃঃ ৭) বলা হইবে। বেদান্তশক্তি-তাৎপর্য্যবিচারই শ্রবণাখ্য তর্ক বলিয়া শ্রবণকে বেদান্তশক্তিতাৎপর্য্যনিশ্চয়ফলক বলা হইয়াছে,—বেদান্ত বা উপনিষদের অন্তর্গত পদসমূহের শক্তিনিশ্চয় ও বাক্যসমূহের তাৎপর্য্যনিশ্চয়ই ফল বা কার্য্য যাহার, অর্থাৎ যাহা ঐরূপ নিশ্চয় উৎপন্ন করে, তাহাই শ্রবণাখ্য তর্ক। এইরূপেই শ্রবণ প্রমাণগত অসম্ভাবনা নিবৃত্ত করে,—অর্থাৎ "ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে উপনিষদ্‌সমূহের তাৎপর্য্য কি সম্ভব ?" ইত্যাকার সংশয়, অথবা "ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে উপনিষদ্‌সমূহের তাৎপর্য্য সম্ভব নহে" ইত্যাকার বিপর্য্যয়, এই উভয়বিধ চিত্তদোষ অপসারিত করিয়া থাকে। সংশয় ও বিপর্য্যয় যে চিত্তগত বা প্রমাতৃগত দোষ, প্রমাণগত বা প্রমেয়গত দোষ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য বিবরণাচার্য্য পঞ্চপাদিকায় উক্ত "তর্ক" পদে যৌক্তিক সম্ভাবনা-অসম্ভাবনানিবর্ত্তক তর্কসমূহকে গ্রহণ করেন নাই, কারণ ঐরূপ তর্কসমূহ প্রথমজ্ঞানেই অর্থাৎ জ্ঞানসাধনসমূহের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই তাৎপর্য্যেই বিবরণাচার্য্য পঞ্চপাদিকার "তর্ক" পদের স্বারসিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি, শমাদি ও শ্রবণাদির দ্বারা সুসংস্কৃত চিত্তকে "তর্ক" পদের লাক্ষণিক অর্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মলাপকর্ষণ ও গুণাধানদ্বারা সংস্কৃত চিত্তদর্পণবিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে।[৪]

আপত্তি হইবে, শ্রবণাখ্য তর্কের দ্বারা চিত্তগত দোষ দূরীভূত হয় হউক্, কিন্তু তর্ক স্বীকারের ফলে শ্রুতিপ্রমাণের স্বতস্ত্বহানির কি গতি হইবে ? বিশেষতঃ, ব্রহ্মনির্ণয়ে শ্রুতিকে করণ ও তর্ককে উপকরণ[৫]

৩ অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ, "মননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্বোপপত্তিপ্রকরণম্", পৃঃ ৮৬০, "...সামান্যতোঽর্থাবগমনেন তাৎপর্য্যগ্রহসম্ভবাৎ, অন্যথা নানার্থাদৌ বিনিগমনাদিকং চ ন স্যাৎ। তথাচ সর্বত্র তাৎপর্য্যজ্ঞানস্যাজনকত্বেঽপি যত্র তাৎপর্য্য-সংশয়-বিপর্য্যয়োত্তরং শাব্দধীঃ, তত্র তাৎপর্য্যজ্ঞানস্য হেতুতা গ্রাহ্যা, সংশয়বিপর্য্যয়োত্তরপ্রত্যক্ষে বিশেষদর্শনস্যেব। অতএব ন বিবরণবিরোধোঽপি।" আচার্য্যের অভিপ্রায় এইরূপ। "গো" পদের ধেনু, পৃথিবী, জল প্রভৃতি নানা পদার্থে শক্তি থাকায় "গাং দেহি" বাক্যশ্রবণজন্য শাব্দবোধস্থলে ধেনু, পৃথিবী (ভূমি) ও জল, এই তিনের সহিতই দানকর্মত্বের অন্বয়যোগ্যতা থাকিলেও ঐরূপ যোগ্যতা "গো"পদের কোন একটি বিশেষ অর্থের বিনিগমিকা নহে, কিন্তু তাৎপর্য্যই বিনিগমক। "গো" পদের দশটি পদার্থে শক্তি কোষপ্রসিদ্ধ (অমরকোষ নানার্থবর্গ ৭৫), "স্বর্গেষু পশুবাগ্বজ্রদিঙ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে। লক্ষ্যদৃষ্ট্যা স্ত্রিয়াং পুংসি গৌঃ...।" "ঘৃণি" শব্দের অর্থ কিরণ। "লক্ষ্যদৃষ্ট্যা" পদের অর্থ প্রয়োগানুসারে। বিবরণবিরোধ অর্থাৎ বিবরণে উক্ত শ্রবণাঙ্গিত্ববিরোধ। শ্রবণের অঙ্গিত্ব পরে আলোচিত হইবে।

৪ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৯-১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৮, " 'তর্ক'শব্দেন চ অত্র [পঞ্চপাদিকায়াং] এতাদৃশং সর্বপ্রতিবন্ধনিরাসি চিত্তদর্পণমুচ্যতে, যৌক্তিকাসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনানিরাসিতর্কাণাং প্রথমজ্ঞানে [জ্ঞানসাধনে] অন্তর্ভূতত্বাৎ।"

৫ ব্রঃ সূঃ ১।১।১ শাঃ ভাঃশেষ পৃঃ ৮৩, "তস্মাদ্‌ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্তবাক্যমীমাংসা তদবিরোধিতর্কোপকরণা নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনা প্রস্তূয়তে।" পঞ্চপাদিকা ৪র্থ বর্ণকশেষ মেট্রোঃ পৃঃ ৮৬৪, ৮৬৭ = মাদ্রাজ পৃঃ ২৯১-৯২, "তৈঃ বেদান্তৈঃ, অবিরোধী তর্কঃ যুক্তিঃ, উপকরণম্ ইতিকর্ত্তব্যতা সহকারিকারণমিতি

বলায় বুঝা যায় যে তর্কও ব্রহ্মকে বিষয় করিয়া থাকে, যেহেতু করণ ও উপকরণের, ব্যাপারী ও ব্যাপারের একবিষয়ত্ব স্বীকার্য্য। কিন্তু অদ্বৈতশাস্ত্রে ব্রহ্মকে অতর্ক্য বলা হইয়া থাকে এবং ইহার সমর্থনে অদ্বৈতী কঠোপনিষদের (১।২।৯) "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"[৬] ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধার করিয়া থাকেন।

এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিতে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন (পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১), "ননু এবং তর্কসাপেক্ষং স্বমর্থং সাধয়তোঽনপেক্ষত্বহানেরপ্রামাণ্যং স্যাৎ, ন স্যাৎ। স্বমহিম্নৈব বিষয়াধ্যবসায়হেতুত্বাৎ।" তাৎপর্য্য এই, তর্ক প্রমাণ নহে বলিয়া তাহার দ্বারা বিষয়নিশ্চয় হয় না। প্রমাণ বিষয়-নিশ্চায়ক বলিয়া প্রমাণই স্বমহিমায় অর্থাৎ অন্য কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া অর্থপ্রমিতি উৎপন্ন করিয়া থাকে। তাহা হইলে তর্কের উপযোগ কোথায়? উত্তরে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন যে প্রমাণ স্বমহিমায় বিষয়নিশ্চয়ের হেতু হইলেও দোষদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইতে পারে, যেমন বহ্নি স্বভাবতঃ দাহজনক হইলেও চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা বহ্নির দহনশক্তি প্রতিবদ্ধ হইয়া থাকে। প্রতিবন্ধকসত্ত্বে কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় না; কিন্তু ইহার দ্বারা কারণ অকারণ হইয়া যায় না। চন্দ্রকান্তমণির অপসারণে বহ্নি পুনরায় দহন করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে প্রমাণবিষয়ক অসম্ভাবনাশঙ্কা উদিত হইলে বিষয়ের নিশ্চয়রূপ ফল উৎপন্ন হইতে না পারায় প্রমাণের সম্ভাবনাপ্রদর্শনমুখে বিষয়নিশ্চয়রূপ ফলের উৎপত্তিতে প্রতিবন্ধকের অপসারণেই তর্কের উপযোগ। সুতরাং তর্ক প্রতিবন্ধকনিরাসমাত্রে উপক্ষীণ হওয়ায় শ্রুতিপ্রমাণের স্বতন্ত্রের হানি হয়

যাবৎ। অথবা, তর্কঃ অনুমানং বেদান্তৈরবিরুদ্ধম্, তদর্থপ্রতীতেরেব দৃঢ়ত্বহেতুতয়োপকরণমস্যা ইত্যর্থঃ।" পঞ্চপাদিকাকার প্রথম বর্ণকে "তর্ক"পদের অর্থ বলিয়াছেন যুক্তি এবং "যুক্তি" পদের অর্থ বলিয়াছেন "প্রমাণশক্তিবিষয়তৎসম্ভবাসম্ভবপরিচ্ছেদাত্মা প্রত্যয়ঃ" (মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৩ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১)। তদনুসারে তিনি এই স্থলেও তর্কের ঐরূপ অর্থই প্রথমে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জন্মাদ্যধিকরণভাষ্যে আচার্য্য স্বয়ং "তর্ক"পদে অনুমান বুঝিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ১।১।২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৯ = মেট্রোঃ পৃঃ ৯২২), "সৎসু তু বেদান্তবাক্যেষু জগতো জন্মাদিকারণবাদিষু তদর্থগ্রহণদার্ঢ্যায় অনুমানমপি বেদান্তবাক্যাবিরোধি প্রমাণং ভবন্ন নিবার্য্যতে; শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন [আত্মনঃ] তর্কস্য অভ্যুপেতত্বাৎ। তথাহি—'শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' ইতি শ্রুতিঃ...।" মনে হয়, এইজন্য পঞ্চপাদিকাকার অথবাকল্পে "তর্ক" পদের অনুমান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ "তর্ক" পদের অর্থ যুক্তিই হউক অথবা অনুমানই হউক, উহাকে অবশ্যই শ্রুতির অবিরোধী হইতে হইবে, ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। "ন বিলক্ষণত্বাধিকরণে"র (ব্রঃ সূঃ ২।১।৪-১১) ভাষ্যে আচার্য্য স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে যে-তর্ক শ্রুতিমূল নহে, সেই তর্ক মূলাভাবে শুষ্কতর্কমাত্র এবং ইহাই কুতর্ক (ব্রঃ সূঃ ২।১।৬ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪৪৪-৪৫), "যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধৎ শব্দ এব তর্কমপ্যাদর্তব্যং দর্শয়তি ইত্যুক্তম্ [পূর্বপক্ষিণা], নানেন মিষেণ শুষ্কতর্কস্যাত্রাত্মলাভঃ সম্ভবতি। শ্রুত্যনুগৃহীত এব হ্যত্র তর্কোঽনুভবাঙ্গত্বেনাশ্রীয়তে।" ইহার পর আচার্য্য তিনটি শ্রুত্যনুসারী তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি সূত্রভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১১ পৃঃ ৪৪৮-৪৯) কেবল-তর্কের দোষসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। স্মৃতিপাদের বাংলা ব্যাখ্যানগ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার থাকায় এই স্থলে উহাদের পুনরাবৃত্তি করা হইল না। এক্ষণে পূর্বপক্ষীর আপত্তি এই যে শ্রুত্যনুগৃহীত তর্কও যখন শ্রুতিপ্রমাণের অতিরিক্ত তখন শ্রুতিপ্রমাণের স্বতন্ত্রত্বহানি অবশ্যম্ভাবী এবং ব্রহ্ম তর্কের বিষয় হওয়ায় অপসিদ্ধান্ত দুষ্পরিহর। উদ্ধৃত ভাষ্যে ক্লীবলিঙ্গ "মিষ" পদের অর্থ ছল। "বেদান্তবাক্যমীমাংসা তদবিরোধিতর্কোপকরণা" ভাষ্যাংশের উপর নারায়ণ সরস্বতীকৃত বিশেষব্যাখ্যা পরে প্রদত্ত হইবে।

৬ কঠোপঃ ১।২।৯ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪১, "অতোঽনন্যপ্রোক্তে আত্মনি উৎপন্না যেয়মাগমপ্রতিপাদ্যা আত্মমতিঃ, নৈষা তর্কেণ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহমাত্রেণ আপনেয়া (নাপনীয়া) ন প্রাপণীয়েত্যর্থঃ। নাপনেতব্যা বা ন হাতব্যা (নোপহন্তব্যা)।" আচার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রুতির "মতিরাপনেয়া" শব্দের পদচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। মতিঃ + আপনেয়া,—ইহা প্রথম প্রকার পদচ্ছেদ। সুতরাং "নৈষা" শ্রুতির অর্থ হইবে, ব্রহ্মবিষয়ক মতি বা জ্ঞান স্ববুদ্ধিপরিকল্পিত বিচাররূপ তর্কের দ্বারা প্রাপণীয় নহে। শ্রুতির এইরূপ প্রথম প্রকার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার বলিলেন, "নাপনীয়া ন প্রাপণীয়া ইত্যর্থঃ।" মতিঃ + আ + অপনেয়া—ইহা দ্বিতীয় প্রকার পদচ্ছেদ। ইহাতে "নৈষা" শ্রুতির অর্থ হইবে, ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান তর্কের দ্বারা সম্যকরূপে বাধনীয় নহে। শ্রুতির এইরূপ দ্বিতীয় প্রকার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার বলিলেন, "নাপনেতব্যা বা নোপহন্তব্যা।" "বা"- কারের দ্বারা বিকল্প ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হইলেও উভয় ব্যাখ্যাই অদ্বৈতীর অভিপ্রেত। সমুচ্চয়ার্থেও "বা" শব্দের প্রয়োগ কোষপ্রসিদ্ধ। প্রথম ব্যাখ্যায় আত্মবিষয়ক জ্ঞান তর্কের দ্বারা জননীয় নহে; দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় আগমজনিতব্রহ্মজ্ঞান কুতর্কের দ্বারা অপনীত করা উচিত নহে। উক্ত কঠমন্ত্রের ভাষ্যের উপর আনন্দগিরির টীকা না থাকিলেও গোপাল যতীন্দ্রের টীকা দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪১-২। পুংলিঙ্গ "অভ্যূহ" পদের অর্থ তর্ক বা অনুমান।

না। অতএব প্রমাণের বিষয় তর্কের বিষয়ই নহে—বিষয়াধ্যবসায়ই প্রমাণের কৃত্য, কিন্তু প্রতিবন্ধকবিগমই তর্কের কৃত্য।[৭] তাৎপর্য্যটীকাকারও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন[৮] এবং তাহার ব্যাখ্যায় আচার্য্য উদয়ন স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে প্রমাণের বিষয় তর্কের বিষয় নহে (তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি ১।১।১ পৃঃ ১৪২), "তদ্বিষয়প্রমাণানুকূল্যেন তর্কস্যাপি তদ্বিষয়ত্বমিতি ভ্রান্তিমাশঙ্ক্য নিরাকরোতি [তাৎপর্য্যটীকাকারঃ]।" বস্তুতঃ প্রমাণ প্রমাণান্তরের সহকারী হইতে পারে না, অপ্রমাণই প্রমাণের সহকারী হইয়া থাকে, ইহাই দৃষ্ট হয়। ফলে একই বিষয়ে প্রমাণদ্বয়ের প্রবৃত্তি না হওয়ায় অপ্রমাণ তর্ক শ্রুতিপ্রমাণের বিষয় ব্রহ্মকে বিষয় করে না বলিয়া ব্রহ্মের শ্রুতিসিদ্ধ (কঠোপঃ ১।২।৮ "অতর্ক্যম্") অতর্ক্যত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে।

আপত্তি হইবে, বাহ্যবিষয়ে প্রমাণের প্রতিবন্ধক সম্ভব হওয়ায় ঐরূপ প্রতিবন্ধক অপসারণের নিমিত্ত তর্কের প্রয়োজন হয় হউক, কিন্তু আত্মবিষয়ে তর্কের প্রয়োজন নাই ; কারণ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মবিষয়ে প্রতিবন্ধক সম্ভব নহে।

উত্তরে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন যে স্বপ্রকাশেও প্রতিবন্ধ সম্ভব। "তত্ত্বমসি" বাক্যে ত্বংপদার্থজীব তৎপদার্থ-ব্রহ্মস্বরূপরূপে প্রতিপাদিত হইলেও নিজেতে তদ্বিষয়ে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা থাকায় জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তর্কের দ্বারা উক্ত বিরোধ দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে জীবের ব্রহ্মরূপতা সম্ভব না হওয়ায় উক্ত জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক হয় না।[৯]

মননরূপ তর্কের স্বরূপ—বিবরণসিদ্ধান্ত

মননকে প্রমেয়গত অসম্ভাবনারূপ দোষের নিবর্ত্তক তর্ক বলা হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্যস্থলে প্রমেয়গত দোষই সম্ভব নহে। উপনিষদ্রূপ প্রমাণের প্রমেয় নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ দোষশূন্য হওয়ায় প্রমেয়গত দোষের আশঙ্কামাত্র নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে বেদান্তবাক্যসমূহ ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তুপর হইলেও ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ বিষয়ে জীবের নিজ কর্ত্তৃত্বাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষবিরোধবশতঃ "জীব-ব্রহ্মৈক্য কি সম্ভব ?" ইত্যাকার সংশয় অথবা "জীব-ব্রহ্মৈক্য সম্ভব নহে" ইত্যাকার বিপর্য্যয়রূপ চিত্তদোষকেই প্রমেয়গত অসম্ভাবনাদোষরূপে উপ্থাপিত করা হইয়াছে। উক্ত চিত্তদোষ দূরীকরণে সমর্থ মননাখ্য তর্কের আকার এইরূপ—"যদি জীবব্রহ্মণোরভেদো ন স্যাৎ, তদা ষড়্বিধতাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গেন সমস্বভাবতয়া প্রতিপত্তির্ন স্যাৎ।" এই স্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে বিবরণসিদ্ধান্তে ব্রহ্মাত্মৈক্যসিদ্ধির অনুকূল তর্কাদি শ্রবণের অন্তর্ভুক্ত। বিবরণাচার্য্যের মতে বাক্যজন্যজ্ঞানের পরোক্ষনিশ্চয়ভাবসম্পাদক তর্কই মনন। সংক্ষেপশারীরককারের সিদ্ধান্তে ব্রহ্মাত্মৈক্যসিদ্ধির অনুকূল তর্কই মনন।[১০]

৭ পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭২, "ক তর্হি তর্কস্যোপযোগঃ ? বিষয়াসম্ভবাশঙ্কায়াং তথাহনুভবফলানুৎপত্তৌ তৎসম্ভবপ্রদর্শনমুখেন ফলপ্রতিবন্ধবিগমে [তর্কস্য উপযোগঃ]।" পঞ্চপাদিকার অপর দুই টীকা প্রবোধপরিশোধিনী ও তাৎপর্য্যার্থদ্যোতনী (পৃঃ ১৭১-৭২) দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপশারীরক ১।১৫ পৃঃ ২১, "পুরুষাপরাধবিগমে তু পুনঃ প্রতিবন্ধকব্যুদসনাৎ সফলা। মণিমন্ত্রয়োরপগমে তু যথা সতি পাবকান্তবর্তি ধূমলতা ॥" সারসংগ্রহটীকা, ঐ, "মণিমন্ত্রয়োর্ধূমোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকয়োরপগমে সত্যেব লতাকারো ধূম উদ্ভবতি পাবকাৎ সদা ধূমজননসমর্থান্নান্যথা যথা, তথেহাপীত্যর্থঃ।" উক্ত শ্লোক প্রমিতাক্ষরা ছন্দে রচিত।

৮ তাৎপর্য্যটীকা ১।১।১ পৃঃ ৫৪, "ন চ প্রমাণবিষয়ে চেৎ তর্কঃ প্রবর্ত্ততে কৃতমস্য প্রমাণানুজ্ঞয়া, নন্বয়মেব নিশ্চায়কঃ কস্মান্ন ভবতীতি সাম্প্রতম্, তস্য প্রসঙ্গতয়া পারতন্ত্র্যেণ স্বয়মসাধনত্বাৎ।" "পারতন্ত্র্যেণ" অর্থাৎ "বিপর্য্যয়পরতন্ত্রতয়া।"

৯ পঞ্চপাদিকা মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১, "তথাচ 'তত্ত্বমসি'-বাক্যে ত্বংপদার্থো জীবঃ তৎপদার্থে ব্রহ্মস্বরূপতামাত্মনোহসম্ভাবয়ন্ বিপরীতং চ রূপং মন্বানঃ সমুৎপন্নেহপি জ্ঞানে তাবন্নাধ্যবস্যতি, যাবৎ তর্কেণ বিরোধমপনীয় তদ্রূপতামাত্মনো ন সম্ভাবয়তি।" "অসম্ভাবয়ন্" পদে আপরোক্ষ্যাভাব ও "বিপরীতম্" পদে পারোক্ষ্য অর্থ বুঝিতে হইবে।

১০ ন্যায়রত্নাবলী ৮।৫৩ পৃঃ ৬৩২, "ব্রহ্মাত্মৈক্যসিদ্ধ্যনুকূলতর্কাদয়োহপি শ্রবণে অন্তর্ভবন্তি। মননং তু বাক্যজন্যজ্ঞানস্য পরোক্ষ-নিশ্চয়ভাবসম্পাদকঃ তর্কঃ।...অথবা, ব্রহ্মাত্মৈক্যসিদ্ধ্যনুকূলঃ তর্কো মননম্।" আচার্য্য

সংক্ষেপ-শারীরককারের মত

উপনিষদ্‌রূপ প্রমাণ ও ব্রহ্মরূপ প্রমেয় নির্দ্দোষ হওয়ায় অগত্যা পরিশেষবশতঃ উভয়বিধ অসম্ভাবনাকে প্রমাতৃগত দোষই বলিতে হইবে। এইরূপ প্রমাতৃগতদোষই তত্ত্বনির্ণয়রূপ ফলের প্রতিবন্ধক হওয়ায় তর্কমাত্র প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিমাত্রে উপক্ষীণ।[১১] প্রমাণ ও প্রমেয় নির্দ্দোষ হইলেও প্রমাতৃগত দোষ যে ফলপ্রতিবন্ধক হয়, তাহা সংক্ষেপশারীরকে সদৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে (সং শারীঃ ১।১৪ পৃঃ ১৯-২০), "পুরুষাপরাধমলিনা ধিষণা নিরবদ্যচক্ষুরুদয়াপি যথা। ন ফলায় ভর্চ্ছুবিষয়া ভবতি শ্রুতিসম্ভবাপি তু তথাত্মনি ধীঃ।"[১২] ভর্চ্ছু (বা ভর্ৎসু) কাহিনী এইরূপ।

ভর্চ্ছু নামক কোন এক ব্রাহ্মণ রাজার অত্যন্ত প্রিয় হইলে রাজার অন্যান্য পার্শ্বচর বিদ্বেষবশতঃ তাহাকে বনে চক্ষুঃ বন্ধনপূর্বক রাখিয়া আসে এবং রাজাকে ভর্চ্ছু মৃত বলিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করে। অতঃপর দৈবযোগে রাজা বনে ভর্চ্ছুকে দেখিয়াও পূর্বসংস্কারবশতঃ তাহাকে ব্রহ্মরাক্ষস বলিয়া মনে

মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যাশিষ্য পুরুষোত্তমরচিত বিন্দুসন্দীপনটীকা (পৃঃ ১২৯-৩০) ও নারায়ণ তীর্থকৃত লঘুব্যাখ্যা পৃঃ ১২৮) দ্রষ্টব্য।

১১ সারসংগ্রহটীকা ১।১৫ পৃঃ ২০-১, "মানমেয়য়োরুপনিষদ্‌ব্রহ্মণোর্নির্দ্দোষত্বাৎ পরিশেষাৎ প্রমাতৃদোষ এব ফলপ্রতিবন্ধক ইতি শাস্ত্রীয়েণ বিচারেণ তস্যাপগমে সতি অপ্রামাণ্য-শঙ্কারূপপ্রতিবন্ধাভাবাৎ পুনস্তস্মাদেব নির্দ্দোষবেদবাক্যাৎ সফলা ধীরুদেতি।" ব্রহ্মাপরোক্ষনিশ্চয় মুক্তিফলক বলিয়া উহাই সফলা ধী। সং শারীঃ ১।১৬ পৃঃ ২১, "পুরুষাপরাধবিনিবৃত্তিফলঃ সকলো বিচার ইতি বেদবিদঃ। অনপেক্ষতামনুপরুধ্য গিরঃ ফলবত্ত্বেৎ প্রকরণং তদতঃ॥" সারসংগ্রহটীকা ঐ, "*সকল* ইতি। ধর্মবিষয়ো ব্রহ্মবিষয়শ্চ ইত্যর্থঃ। *বেদবিদঃ* শবরস্বামিপ্রভৃতয়ঃ আহুঃ ধর্মজিজ্ঞাসাসূত্রব্যাখ্যায়াম্, অর্থাদিতি শেষঃ। তেষামেতদভিপ্রায়ে প্রমাণমাহ—*অনপেক্ষতামিতি*। প্রথমতন্ত্রে হি 'ঔৎপত্তিক'-সূত্রে (মীঃ সূঃ ১।১।৫) লোকে শব্দস্য প্রমাণান্তরমূলস্যৈব প্রামাণ্যাৎ তদভাবে অনাপ্তবাক্যবৎ বেদাপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্য অনাপ্তবাক্যস্যাপ্রামাণ্যং ন মূলাভাবকৃতং, কিন্তু দুষ্টপুংমূলতয়া দুষ্টত্বেন স্বভাবপ্রযুক্তপ্রামাণ্যপ্রতিবন্ধাৎ। বেদে তু [মীমাংসামতে] পদপদার্থসম্বন্ধস্য নিত্যতয়া তত এব বাক্যার্থসম্বন্ধেঽন্যানপেক্ষণাৎ বেদস্বরূপস্যাপৌরুষেয়ত্বাচ্চ ন পুরুষমূলতা ইতি অনপেক্ষত্বেন স্বতঃপ্রামাণ্যমুক্তম্। তদ্‌যদি বিচারাদিকমপেক্ষ্য বেদোঽর্থং প্রতিপাদয়েৎ, তর্হি সাপেক্ষতয়া তস্যানপেক্ষত্বং বাধিতং স্যাৎ ইতি [হেতোঃ] সর্বোঽপি বিচারঃ প্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রহেতুরিতি সর্ববেদবিৎসম্মতমিত্যর্থঃ। *গিরো* বেদস্যানপেক্ষতাম্ 'অর্থেঽনুপলব্ধে তৎ প্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ' (মীঃ সূঃ ১।১।৫) ইত্যত্র প্রতিপাদিতামনুপরুধ্যাবাধিত্বা সকলো বিচারঃ পুরুষাপরাধবিনিবৃত্তিফল ইতি বেদবিদঃ আহুঃ ইতি সম্বন্ধঃ।" এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই যে পূর্বপক্ষ উত্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার সমাধান হইল বুঝিতে হইবে।

১২ সারসংগ্রহটীকা ১।১৪ পৃঃ ১৯-২০, "তচ্চ [নির্বিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপং জ্ঞানং] শ্রোতুরসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিচিত্তদোষৈঃ প্রমাণমপ্যপ্রামাণ্যশঙ্কাকলঙ্কিতমিত্যনভ্যাসদশাপন্নজলজ্ঞানবৎ ফলায় ন ভবতীতি ততো বিচারপ্রয়োজিকা শিষ্যস্য জিজ্ঞাসোপপদ্যতে ইতি...। *পুরুষাপরাধেতি*। পুরুষস্য প্রমাতুরসম্ভাবনাদিলক্ষণেনাপরাধেন মলিনা অপ্রামাণ্যশঙ্কয়া কলঙ্কিতা, ন তু প্রমাণস্যাপরাধেন, তস্য দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তিকে চ নির্দ্দোষত্বাৎ। ননু নির্দুষ্টপ্রমাণজন্যং জ্ঞানম্ অপ্রামাণ্যশঙ্কাবশাদধ্যাসং ন নিবর্ত্তয়তীতি ক্ব দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তমাহ—*নিরবদ্যেতি*।" উক্ত সন্দর্ভের "অনভ্যাসদশাপন্নজলজ্ঞানবৎ" পদের তাৎপর্য্য এইরূপ। "অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান" পদের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ, প্রাথমিক জ্ঞানই অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান। যেমন, ইদং জলজ্ঞানং প্রমা সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ, এইস্থলে প্রাথমিক জলজ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষের অদর্শনজনিত জ্ঞান; যেমন "স্থাণুর্বা পুরুষো বা" এইরূপ সংশয়। আলোচ্য সন্দর্ভে "অপ্রামাণ্যশঙ্কাকলঙ্কিতম্" পদ থাকায় মনে হয় যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থই আচার্য্যের অভিপ্রেত। কিন্তু চিত্তদোষবশতঃ শ্রোতার ব্রহ্মজ্ঞান অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান নহে, কিন্তু অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞানসদৃশ; কারণ উক্ত সন্দর্ভে "প্রমাণমপি" পদও বিদ্যমান। "স্থাণুর্বা" জ্ঞান প্রমা নহে। উভয় জ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য কি? ইহারই উত্তর "ফলায় ন ভবতি", অর্থাৎ অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান যেমন সফল নহে, সেইরূপ চিত্তদোষকলুষিতব্রহ্মজ্ঞানও সফল নহে অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ নহে। কিন্তু প্রথম অর্থে অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান সফল হইতে পারে। দ্বিতীয় অর্থে উক্ত জ্ঞান বিশেষদর্শনকে অপেক্ষা করে—ব্রহ্মজ্ঞান বিচার দ্বারা এবং জলজ্ঞান নির্দুষ্ট ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিশেষদর্শনফলক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, "অভ্যাসদশা" পদেরও দুইটি অর্থ বিদ্যমান। প্রথমতঃ, প্রাথমিকজ্ঞানসমানাকারজ্ঞানান্তরাধিকরণকাল; যেমন, দ্বিতীয়াদিজলজ্ঞানকাল। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষদর্শনাধিকরণ কাল। এই সমস্ত কথা ন্যায়বৈশেষিক[illegible]প্রসিদ্ধ।

করেন। এই স্থলে চক্ষুঃ প্রমাণ নির্দ্দোষ হওয়া সত্ত্বেও এবং ভর্ত্তৃ জীবিত হইলেও চিত্তদোষবশতঃ নির্দ্দোষ প্রমাণ নির্দুষ্ট প্রমেয় সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।[১৩] যজ্ঞাদি-কর্ম যেমন চিত্তগত পাপ ক্ষালন করে, শমদমাদি যেমন চিত্তের অনাত্মবিষয়ে প্রবৃত্তিরূপ দোষকে নির্মূল করে, সেইরূপভাবে শ্রবণ ও মননরূপ তর্কদ্বয়ও চিত্তের মলাপকর্ষক। অথবা, মননাখ্য তর্ক প্রমেয়ের সম্ভাবনারূপ গুণের আধান করে, ইহাও বলা যাইতে পারে।[১৪] বিবরণ-সিদ্ধান্তে মনন যে বাক্যজন্যজ্ঞানে পরোক্ষনিশ্চয়ভাবসম্পাদক, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার বেদান্তকল্পলতিকায় (কণ্ডিকা ৬৭ পৃঃ ১৭২-৭৩) বলিয়াছেন যে উপনিষদ্‌সমূহের প্রামাণ্যে অসম্ভাবনাপ্রাচুর্য্যের হেতুভূত চিত্তের একাগ্রতার প্রতিবন্ধক চিত্তদোষ প্রমেয়ের সম্ভাবনাফলক মননাখ্যতর্কদ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে।

"বেদান্তবাক্যমীমাংসা তদবিরোধিতর্কোপকরণা" ভাষ্যের নারায়ণ সরস্বতী কৃত ব্যাখ্যা

এক্ষণে পূর্বপক্ষী শ্রবণ ও মনন বিষয়ে অন্যরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। তর্ক শ্রুতিপ্রমাণের সহকারী হয় হউক্, কিন্তু তর্ক কিরূপে তর্কান্তরের সহকারী হইবে? পূর্বপক্ষীর গূঢ় তাৎপর্য্য এইরূপ।

জিজ্ঞাসাধিকরণভাষ্যশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে বেদান্তের অবিরোধী তর্ক বেদান্তবাক্যমীমাংসার উপকরণ বা সহকারিকারণ। পঞ্চপাদিকা-বিবরণের ব্যাখ্যা অনুসারে অদ্বিতীয়ব্রহ্মৈক্যবিষয়ে বেদান্তবাক্যের শক্তি-তাৎপর্য্যনিশ্চয়ফলক তর্কই বিচারাত্মক শ্রবণ বা বেদান্তবাক্যমীমাংসা। ইহাই শ্রবণাখ্য তর্ক। তাহার অবিরোধী তর্ক বলিলে বুঝিতে হইবে, শ্রবণের ফল যে বাক্যার্থাবধারণ সেই অবধারণের অনুকূল বেদান্তবাক্যের প্রমেয়বোধক মননাখ্য তর্ক। এইরূপ প্রমেয়বোধক মননাখ্য তর্ক যে শ্রবণের সহকারী তাহা বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৩০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩০) "মনননিদিধ্যাসনাভ্যাংফলোপকার্য্যঙ্গাভ্যাং সহশ্রবণংসমাপ্নি বিধীয়তে।" এক্ষণে পূর্বপক্ষীর আপত্তি এই যে দার্শনিক সম্প্রদায় তর্ককে প্রমাণের সহাকারিরূপে স্বীকার

১৩ সারসংগ্রহটীকা ১।১৪ পৃঃ ২০, "ভর্ত্তুর্নাম কশ্চিৎ কস্যচিৎ রাজ্ঞঃ অত্যন্তং বল্লভো [প্রিয়ো] ব্রাহ্মণো রাজোপজীবিভির্মাৎসর্য্যাৎ দ্বিষ্যমাণ আসীৎ। স কদাচিদ্ দৈবযোগাৎ নেত্রে পিধায়ারণ্যে ক্ষিপ্তশ্চিরং তত্র স্থিতো দৈবযোগেন আরণ্যকৈঃ সহ পুরসমীপমাগতোঽপি বিদ্বেষিরাজকীয়াবরুদ্ধপুরমার্গঃ পুরং প্রবেষ্টুং ন শশাক। রাজা চ 'ভর্ত্তুর্মৃতঃ প্রেতো জাতঃ' ইতি তৈঃ [রাজোপজীবিভিঃ] প্রবোধিতঃ সন্ তথৈব নিশ্চয়মকরোৎ। দৈবাৎ কদাচিৎ বহির্গতো বাহ্যোপবনে তং দৃষ্ট্বাঽপি ব্রহ্মরাক্ষসং মেন ইতি।...যথা ভর্ত্তুবিষয়া নির্দ্দোষচক্ষুর্জনিতা প্রমাণভূতাঽপি মতিঃ 'মৃতো ভর্ত্তুর্দ্রষ্টুমযোগ্য এব, কিন্তু প্রেত এবায়ং দৃশ্যতে' ইতি অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনারূপপুরুষদোষেণা-ভিভূতা 'ভর্ত্তুরেবায়ম্' ইতি নিশ্চয়ফলায় পর্য্যাপ্তা [সমর্থা] ন ভবতি, তথা নির্দ্দোষবেদান্তমহাবাক্যজন্যা প্রমাণভূতাঽপি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি ধীঃ 'বেদান্তা ব্রহ্মপরা ন ভবন্ত্যেব', 'অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ন সম্ভবত্যেব', 'সংসার্যসংসারিণোরৈক্যং ন সম্ভবত্যেব' ইতি অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনারূপপুরুষদোষাভিভূতা বিচারাৎ প্রাগজ্ঞানাদিনিবৃত্তিফলায় ন পর্য্যাপ্তা ভবতি ইত্যর্থঃ।" আচার্য্য প্রথম প্রকার জ্ঞানের দ্বারা শ্রবণনিবর্ত্ত্য প্রমাণবিষয়ক অসম্ভাবনা, দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের দ্বারা মনননিবর্ত্ত্য প্রমেয়বিষয়ক অসম্ভাবনা এবং তৃতীয় প্রকার জ্ঞানের দ্বারা নিদিধ্যাসননিবর্ত্ত্য অনাত্মসংস্কাররূপ বিপরীতভাবনা, এই ত্রিবিধ চিত্তদোষের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

১৪ এই তাৎপর্য্যে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৭-৮), "...যজ্ঞাদিনিবর্হিতকল্মষপ্রতিবন্ধম্, শমাদিনিরুদ্ধবিপরীতপ্রবৃত্তিদোষম্, মননসন্দর্শিতপ্রমেয়াদিসম্ভাবনাগুণ-প্রদীপোজ্জ্বলিতম্...[চিত্তম্] পারোক্ষ্যবিভ্রমনিমিত্তপ্রতিবন্ধনিরাসেন শব্দাদেবাপরোক্ষনিশ্চয়নিমিত্তং ভবতীতি গম্যতে।" সমস্তপদসমূহ এইরূপভাবে বুঝিতে হইবে—যজ্ঞাদিনা নিবর্হিতঃ উচ্ছিন্নঃ কল্মষলক্ষণঃ প্রতিবন্ধো যস্মিন্, তত্তথোক্তম্। শমাদিনিরুদ্ধৌ বিপরীতপ্রবৃত্তিদোষৌ যত্র, তথোক্তম্। বিপরীত-প্রবৃত্তি অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ক প্রবৃত্তি। দোষ অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষ। অথবা, বিপরীতপ্রবৃত্তিই দোষ। অসম্ভাবনাপ্রতিবন্ধবশতঃ অনাত্মবিষয়ের ন্যায় মুক্তিতেও প্রবৃত্তি না হউক্—এইরূপ আপত্তির উত্তরই "মনন" ইত্যাদি সন্দর্ভে বিদ্যমান। মননেন সন্দর্শিতঃ প্রমেয়াদিসম্ভাবনালক্ষণো যো গুণঃ, স এব প্রদীপঃ ইতি মননসন্দর্শিতপ্রমেয়াদিসম্ভাবনাগুণপ্রদীপঃ, তেনোজ্জ্বলিতং প্রতিবন্ধকনিবর্ত্তকত্বেন প্রদীপসমম্। এ-সমস্তই চিত্তের বিশেষণ। ঋজুবিবরণ (পৃঃ ৫০৯) ও তত্ত্বদীপন (পৃঃ ৫০৯) দ্রষ্টব্য। পাঃ টীঃ ২৭ দ্রষ্টব্য।

করিয়া থাকেন, কিন্তু তর্ককে তর্কান্তরের সহকারিরূপে স্বীকার করেন না; স্বীকার করিলে তর্কের অনবস্থাদোষপ্রসঙ্গ হইবে। ফলে তত্ত্বব্যবস্থাই হইবে না।

উত্তরে অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে মহাতার্কিক নারায়ণ সরস্বতী তাঁহার গদ্যবার্ত্তিকে[১৫] বলিয়াছেন, ইহা সত্য যে তর্ক প্রমাণের সহকারী হইয়া থাকে এবং এই অর্থে মীমাংসাসংজ্ঞক তর্ক শ্রুতিপ্রমাণের সহকারী। কিন্তু তর্কও তর্কের সহকারী হইতে পারে এবং শ্রবণাখ্যতর্ক ও মননাখ্য তর্কের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান বলিয়া উহাদের মধে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ সম্ভব। শ্রবণরূপতর্ক তাৎপর্য্যাবধারণদ্বারা শ্রুতিপ্রমাণের স্বরূপোপকারক। উপক্রম-উপসংহারের ঐক্য প্রভৃতি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গদ্বারাই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ গৃহীত হয় বলিয়া শ্রবণ বা মীমাংসাখ্যতর্ক ফলতঃ শ্রুতিপ্রমাণই; কারণ ঐরূপ ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গের মধ্যে উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস ও অর্থবাদ এই গ্রাহকলিঙ্গত্রয় শ্রুতিরূপ শব্দগত এবং অজ্ঞাতত্বরূপ অপূর্বত্ব, ফল ও অবাধিতত্বরূপ উপপত্তি, এইরূপ অপর গ্রাহকলিঙ্গত্রয় শ্রুত্যার্থরূপবিষয়গত।[১৬] সুতরাং মীমাংসারূপ তর্ক তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গরূপে প্রবৃত্ত হইলেও প্রমেয়াবধারণে শ্রুতিরূপই। এইরূপভাবে শ্রুতির স্বরূপোপকারক বলিয়াই মীমাংসারূপতর্ককে "শ্রবণ" নামে অভিহিত করা হয়। লবণাক্ত সমুদ্রে পতিত কাষ্ঠ যেমন লবণরসসিক্ত হয়, সেইরূপ সমগ্রবেদ হইতে সমুদ্ভূত মীমাংসারূপতর্ক শ্রুতিস্বরূপই। এইরূপ তাৎপর্য্যেই তন্ত্রবার্ত্তিককার বলিয়াছেন (গদ্যবার্ত্তিক, ৪র্থ বর্ণকশেষ পৃঃ ৮৬৫), "মীমাংসাসংজ্ঞকস্তর্কঃ সর্ববেদসমুদ্ভবঃ। সোঽহতো বেদো রুমাপ্রাপ্তকাষ্ঠাদিলবণং যথা॥"[১৭] অতএব শ্রুতি যেমন প্রমেয়াবধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রুতিগত ও শ্রুত্যর্থগত ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গরূপ মীমাংসা বা শ্রবণাখ্য তর্ক প্রমেয়াবধারণ করিয়া থাকে বলিয়া শ্রুতিস্বরূপই।

আপত্তি হইবে, তাহা হইলে ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।১।৪-৬) যে মৃত্তিকাদিদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, মননও মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তরূপ হওয়ায় শ্রৌত বলিয়া শ্রুতির অন্তর্গত হউক্; ফলে মনন শ্রবণের সহকারী হইতে পারিবে না।

উত্তরে গদ্যবার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে তথাপি শ্রবণ ও মননের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি (ছাঃ উপঃ ৬।২।১) শ্রুতি তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গ হইলেও স্বার্থে সাক্ষাৎভাবে শ্রুতিরূপপ্রমাণ অর্থাৎ নিজের অর্থাববোধের নিমিত্ত অন্য কোন পদকে অপেক্ষা করে না (পঞ্চপাদিকা ৫ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৯২৪ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩০৫), "শ্রুতিঃ পদান্তরনিরপেক্ষঃ শব্দঃ।"[১৮] কিন্তু মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত শ্রৌত হইলেও লিঙ্গরূপে প্রমাণ—(বিবরণ ৫ম বর্ণক, মেট্রোঃ পৃঃ ৯২৪ = মাদ্রাজ পৃঃ ৬৬৭), "লিঙ্গং শ্রুতস্যার্থস্যার্থান্তরেণাবিনাভাবঃ।" সুতরাং শ্রুতিরূপ-প্রমাণ হইতে লিঙ্গরূপপ্রমাণ দূরবর্ত্তী হওয়ায় অপ্রধান। এই তাৎপর্য্যে জিজ্ঞাসাধিকরণভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে ধর্মজিজ্ঞাসার ন্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে শ্রুত্যাদিও প্রমাণ।[১৯]

১৫ গোবিন্দানন্দ সরস্বতীর শিষ্য নারায়ণানন্দ সরস্বতী ষোড়শ শতকের শেষভাগে শারীরকভাষ্যের উপর বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে ন্যায়সিদ্ধান্তখণ্ডনপ্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় বলিয়া তাঁহাকে মহাতার্কিক বলা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে গদ্যবার্ত্তিক তর্কপাদপর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর বিদ্যাশিষ্য বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী চতুঃসূত্রী-শারীরকভাষ্যের উপর পদ্যময় বার্ত্তিক রচনা করেন। এইজন্য এই গ্রন্থকে পদ্যবার্ত্তিক বলা হয়। গ্রন্থকারের স্বরচিত গদ্য-বিবরণও বর্ত্তমান।

১৬ লঘু ১ম পরিঃ, "প্রত্যক্ষস্যাগমবাধ্যত্বপ্রকরণম্" পৃঃ ৩৭৪-৭৫; ঐ "আগমবাধোদ্ধারপ্রকরণম্" পৃঃ ৪২৫-২৬।

১৭ বহু অনুসন্ধান করিয়াও বর্ত্তমানে মুদ্রিত তন্ত্রবার্ত্তিকে উক্ত শ্লোক দৃষ্ট হয় নাই। হয়ত বর্ত্তমানে শ্লোকের পদবিন্যাস ভিন্নরূপ। গদ্যবার্ত্তিকে উদ্ধৃত শ্লোকে "রুমা" পদের স্থলে "নুমা" মুদ্রিত হইয়াছে। "রুমা" শব্দের অর্থ সমুদ্র (অমরকোষ ভূমিবর্গ, প্রক্ষিপ্ত শ্লোক?), "রুমা স্যাল্লবণাকরঃ।" শ্লোকটি তাৎপর্য্যটীকায় (১।১।১ পৃঃ ৫৫) উদ্ধৃত হইয়াছে। সেইস্থলে শেষচরণের পাঠ "কাষ্ঠাদিলবণাত্মবৎ॥"

১৮ মীমাংসাশাস্ত্রের প্রকরণগ্রন্থসমূহে শ্রুতির লক্ষণ এইরূপ, "নিরপেক্ষঃ রবঃ শ্রুতিঃ।"

১৯ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।২ পৃঃ ৮৯ = মেট্রোঃ পৃঃ ৯২৪, "ন ধর্মজিজ্ঞাসায়ামিব শ্রুত্যাদয় এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াম্, কিন্তু শ্রুত্যাদয়ঃ অনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্।" এই ভাষ্যসন্দর্ভের "শ্রুত্যাদি" পদে পঞ্চপাদিকাকার ও

শুধু তাহাই নহে, তাদ্রূপ্যবিবক্ষাতেও মনন বিচারে অন্তর্ভুক্ত ; কারণ ষড়্বিধতাৎপর্য্যগ্রাহক-লিঙ্গানুসন্ধানরূপ বিচারের মধ্যে উপপত্তিরূপে মনন অন্তর্ভুক্ত। এই তাৎপর্য্যেই বলা হইয়া থাকে যে চতুর্লক্ষণী ব্রহ্ম-মীমাংসায় অবিরোধলক্ষণ মনন বিদমান।

আপত্তি হইবে, তাহা হইলে মনন ও শ্রবণের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ সম্ভব নহে, কারণ উভয়ই একই বিচারে অন্তর্ভুক্ত।

উত্তর এই, ন্যায়মতে পঞ্চাবয়ব বা মীমাংসামতে ত্র্যবয়ব বাক্যরূপন্যায়ে প্রতিজ্ঞাদিবাক্য যেমন অঙ্গ, যোগসম্প্রদায়সিদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগে যম-নিয়মাদি যেমন অঙ্গরূপে অভিন্ন, সেইরূপ ভাগকল্পনার দ্বারা অঙ্গাঙ্গিভাব অবিরুদ্ধ হওয়ায় মননও শ্রবণের অঙ্গ।

আপত্তি হইবে, উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে অবান্তরব্যাপারভেদ থাকায় অঙ্গাঙ্গিভাব কল্পনা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

উত্তরে গদ্যবার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে আলোচ্যস্থলেও অবান্তরব্যাপারভেদ বিদ্যমান। ন্যায়ভাষ্যাদিসম্মত পঞ্চাবয়বাত্মক পরম-ন্যায় যেমন অবয়বিরূপে সমুদায়াত্মক, সেইরূপ শ্রুতিবাক্যের মহাতাৎপর্য্যাবধারণদ্বারা প্রমাণস্বরূপে ব্যাপৃত শ্রবণও সমুদায়াত্মক। আবার, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যের প্রতি বাক্য যেমন বাক্যসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া অবয়ব বা অঙ্গ, সেইরূপ উপপত্তিরূপ তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গরূপে মননও একদেশ বা অঙ্গ। প্রতিজ্ঞাদিবাক্য যেমন আগম প্রভৃতি প্রমাণচতুষ্টয়মূলক হইয়া পঞ্চাবয়বীর উপকারক, সেইরূপ তৎ ও ত্বম্ পদার্থের শোধকরূপে[২০] প্রবর্ত্তমান উপপত্তিরূপমনন শ্রুতির পরমতাৎপর্য্যাবধারণে উপকারক। প্রতিজ্ঞাদিবাক্য ও মনন উভয়ই সমুদায়ের একদেশ ও উপকারক বলিয়া যথাক্রমে পঞ্চাবয়বী ও শ্রবণের অঙ্গ। সুতরাং এক একটি অবয়ব ও পঞ্চাবয়বীর মধ্যে ব্যাপারভেদের[২১] ন্যায় মনন ও শ্রবণের ব্যাপারভেদ থাকায় উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ উপপন্নই। বলা বাহুল্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও তাহার যমনিয়মাদি অঙ্গসমূহের ব্যাপারভেদ যোগসূত্রভাষ্যাদিতে অতীব স্পষ্ট।[২২]

পূর্বে যে আপত্তি করা হইয়াছে, মননাখ্য তর্ক শ্রবণাখ্য তর্কের সহকারী হইলে তর্কে অনবস্থাদোষপ্রসঙ্গ হইবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। অদ্বৈতাচার্য্যগণ স্বকপোলকল্পিত তর্কের

বিবরণাচার্য্য মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা বুঝিয়াছেন (মেট্রোঃ পৃঃ ৯২৪-২৫)। কিন্তু ভামতীকার "শ্রুত্যাদয়ঃ" পদে শ্রুতি, ইতিহাস, পুরাণ ও স্মৃতিসমূহ বুঝিয়াছেন (ভামতী ১।১।২ পৃঃ ৮৯ = মেট্রোঃ পৃঃ ৯২৪)।

২০ "তৎ" পদের বাচ্যার্থ সর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট ঈশ্বর এবং "ত্বম্" পদের বাচ্যার্থ অসর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট জীব। শ্রুতি "অসি" পদের দ্বারা উহাদের ঐক্য বলিতেছেন। কিন্তু "সর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টাভিন্ন- অসর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট" এইরূপ শাব্দবোধ হইতে পারে না, কারণ পরস্পরবিরুদ্ধধর্মদ্বয়ের দ্বারা বিশিষ্ট পদার্থদ্বয়ের মধ্যে ঐক্য সম্ভব নহে। সুতরাং ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে উহাদের বিরুদ্ধ বিশেষণদ্বয়কে পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ পরিত্যাগই তৎ ও ত্বং পদার্থের শোধন। বিচারের দ্বারা শোধন করিতে হয়।

২১ ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ৪৭-৮, ৫৯-২, "সাধনীয়ার্থস্য যাবতি শব্দসমূহে সিদ্ধিঃ পরিসমাপ্যতে তস্য পঞ্চাবয়বাঃ প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সমূহমপেক্ষ্যাঽবয়বা উচ্যন্তে। তেষু প্রমাণসমবায়ঃ। আগমঃ প্রতিজ্ঞা। হেতুরনুমানম্। উদাহরণং প্রত্যক্ষম্। উপনয়নমুপমানম্। সর্বেষামেকার্থসমবায়ে সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি। সোঽয়ং পরমো ন্যায়ঃ ইতি।" ন্যাঃ বাঃ ঐ পৃঃ ৫২ "কঃ পুনঃ পরমার্থঃ ? বিপ্রতিপন্নপুরুষপ্রতিপাদকত্বম্।" "বিপ্রতিপন্ন পুরুষ" অর্থাৎ যে-পুরুষের প্রকৃতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান বিদ্যমান। সমবায়ি-কারণ অর্থে "অবয়ব" শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই ; "অবয়ব" পদের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে (তাঃ টীঃ ঐ পৃঃ ৪৯), "অবয়বা ইব অবয়বাঃ, ন পুনঃ সমবায়ি-কারণম্। যথা হি অবয়বাঃ সমুদায়িনঃ একস্মিন্ অবয়বিনি কার্য্যে ধারয়িতব্যে, এবমেকস্মিন্ বিবক্ষিতার্থে প্রতিজ্ঞাদয়োঽবয়বা বাক্যস্য সমুদায়স্য সমুদায়িনঃ ইতি।"

২২ যোঃ সূঃ ২।২৯, "যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি" এই অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে প্রথম পাঁচটি অঙ্গ বহিরঙ্গসাধন এবং শেষ তিনটি অন্তরঙ্গসাধন। পরবর্ত্তী যোগসূত্রসমূহে যমাদির লক্ষণ বিদ্যমান এবং বিভূতিপাদের প্রথমেই ধারণাদিত্রয়ের লক্ষণ বর্ত্তমান। কখনও বা প্রথম দুইটি বর্জন করিয়া ষড়ঙ্গযোগ (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪৩৮ পংক্তি ৫-৬) এবং প্রথম তিনটি বর্জন করিয়া পঞ্চাঙ্গযোগও বলা হয়।

অনবস্থার কথাই বলিয়া থাকেন এবং এইরূপ তর্কেরই প্রতিষ্ঠা স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রবণ ও মনন উভয়বিধ তর্কই শ্রুতিমূল হওয়ায় উহারা শুষ্ক তর্ক নহে ; ফলে অনবস্থা-প্রসঙ্গও নাই।

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে শাস্ত্রাতিরিক্ত কোন মননাখ্য তর্কই কি অদ্বৈততত্ত্বনিরূপণে উপযোগী নহে ?

উত্তর এই, মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রে যে-সমস্ত তর্ক প্রদত্ত হইয়াছে সেই সমস্ত তর্ক শ্রুতির অবিরোধী হইলে অবশ্যই অদ্বৈতশাস্ত্রে গ্রহণীয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের কহোল-ব্রাহ্মণে (৩।৫ম ব্রাঃ) শ্রবণের অতিরিক্তরূপে মননই বিহিত হইয়াছে (বৃহঃ উপঃ ৩।৫), "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ।" এই শ্রুতিতে আচার্য্যতঃ ও আগমতঃ প্রাপ্ত আত্মবিজ্ঞানই "পাণ্ডিত্য" পদের অর্থ (বৃহঃ উপঃ ৩।৫ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮২৭) এবং মনন "বাল্য" পদের অর্থ।[২৩] গদ্যবার্ত্তিককার নারায়ণ সরস্বতী (গদ্যবার্ত্তিক ৪র্থ বর্ণকশেষ পৃঃ ৮৬৮) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।১৩) ও "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২১) শ্রুতি উদ্ধার করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন।

এই স্থলে অদ্বৈতবেদান্তের একটি বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। অদ্বৈতসম্প্রদায় স্বসিদ্ধান্তস্থাপনের নিমিত্ত কোন স্বতন্ত্র পদশাস্ত্র, অথবা বাক্যশাস্ত্র, অথবা প্রমাণশাস্ত্র রচনা করেন নাই। পাণিনীয় ব্যাকরণরূপ পদশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াই স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অনুরূপভাবে ভাট্ট-মীমাংসাশাস্ত্রানুসারেই তাঁহারা বেদবাক্য বিচার করিয়াছেন, স্বতন্ত্র বাক্যশাস্ত্ররচনায় যত্ন করেন নাই। "ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ", ইহা অদ্বৈতীই বলিতে পারেন। আবার তার্কিকসম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রমাণশাস্ত্রও অদ্বৈতী নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন, প্রমাণবিষয়ে চিত্তকে আকুলিত করিয়া তর্ককর্কশবিচারচাতুর্য্যপ্রদর্শনে ব্যাকুল হন নাই (অঃ রঃ রঃ পৃঃ ৩৬ পং ১৪-২৩ অবশ্য দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, এই সিদ্ধান্তত্রয় অনুভব করিতে যে-অধিকারী যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবেন, সেই প্রক্রিয়াই তাঁহার নিকট সাধু (বৃহঃ উপঃ ভাঃ বাঃ ১।৪।৪০২ পৃঃ ৫১২ = পৃঃ ২৩৪), "যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি। সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ সাধ্বী সা চানবস্থিতা॥" তাৎপর্য্য এই, বিভিন্ন পুরুষের বুদ্ধি অবস্থিত বা একরূপ নহে, বরং অনবস্থিত অর্থাৎ তাঁহাদের বুদ্ধির তারতম্যই বিদ্যমান। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যগাত্মবিষয়ে ব্যুৎপত্তি বা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করিতে যে যে প্রক্রিয়া অবলম্বনীয়, সেই সেই প্রক্রিয়াই তাহাদের নিকট সাধু বা ফলবান।

নিদিধ্যাসনরূপ তর্কের স্বরূপ---বিবরণসিদ্ধান্ত

কিন্তু শ্রবণ ও মননমাত্রের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অজ্ঞাননিবৃত্তিফলক হয় না ; কারণ অনাদিকাল হইতে "আমি ব্রহ্ম নহি, কিন্তু জীব", "সংসারী ও অসংসারীর ঐক্য সম্ভব নহে" ইত্যাকার বিপরীত সংস্কারপ্রাচুর্য্য বিদ্যমান। বিপরীতসংস্কারপ্রাচুর্য্যবশতঃ যেমন রাজার জীবিত ভর্ত্তৃবিষয়ক নিশ্চয় হয় নাই, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত দেহাত্মজ্ঞানজনিতসংস্কারপ্রাচুর্য্যরূপ চিত্তদোষবশতঃ অতীব সূক্ষ্ম ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হয় না। ব্রহ্ম যে অতীব সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুরধিগম্য তাহা শ্রুতি-স্মৃতিমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।[২৪] পূর্ব পূর্ব ভ্রমজন্য রজত-সংস্কার যে শুক্তির অপরোক্ষজ্ঞানসত্ত্বেও নাশপ্রাপ্ত হয় না, ইহা দেখা যায়।[২৫] এইজন্যই শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরও "এতাবন্তং কালং মিথ্যৈব রজতমভাৎ"

২৩ কহোলব্রাহ্মণের এই শ্রুতির বিচার অতীব কঠিন। শ্রবণাদিতে বিধিসমর্থনে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে (পৃঃ ৫-৬) এই শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের সেই সন্দর্ভের ব্যাখ্যাকালে কহোলব্রাহ্মণভাষ্য এবং ব্রহ্মসূত্রের "সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণ" (৩।৪।৪৭-৪৯) ও "অনাবিষ্কারাধিকরণে"র (৩।৪।৫০) ভাষ্যাদি অনুসারে উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্‌ঘাটিত হইবে।

২৪ কঠোপঃ ১।৩।১২, "এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢোঽত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" আঃ টীঃ ও গোঃ যঃ টীকাদ্বয়সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭০-২ দ্রষ্টব্য। মুণ্ডকোপঃ ৩।১।৭, "বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।" শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য। গীতা ১৩।১৫, "সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্" ; ৭।২৫, "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।" ইত্যাদি।

২৫ ভামতীর মঙ্গলশ্লোকের "অনির্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য" পদে মূলাবিদ্যা ব্যতিরেকে পূর্ব পূর্ব ভ্রমজন্য প্রবাহরূপে

ইত্যাকার প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব উক্ত প্রকার সংস্কারপ্রাচুর্য্যরূপ চিত্তদোষের নিবর্ত্তক মহাবাক্যজন্য জ্ঞানে অপরোক্ষত্বনিশ্চয়ত্বের সম্পাদক তর্কাত্মক নিদিধ্যাসন প্রয়োজন[২৬] এবং ঐ তর্কের আকার এইরূপ—"তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানং যদি পরোক্ষং স্যাৎ, তর্হি আত্মবিষয়কং ন স্যাৎ" অথবা, "তর্হি 'নাহং ব্রহ্ম, কিন্তু জীবঃ' ইত্যাকারাপরোক্ষভ্রমস্য নিবর্ত্তকং ন স্যাৎ।" পরোক্ষজ্ঞান পরোক্ষভ্রমের নিবর্ত্তক হইলেও অপরোক্ষভ্রমের যে নিবর্ত্তক নহে, তাহা দিঙ্মোহাদিস্থলে দৃষ্ট হয়। অথবা, শ্রবণ ও মননের বিষয়ীভূত ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক তৈলধারাবৎ নিরন্তরোৎপন্ন বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিত চিত্তবৃত্তিপ্রবাহবিশেষবশতঃ ঐকাগ্র্যাত্মকবৃত্তিরূপগুণবিশিষ্ট চিত্তই বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক। বলা বাহুল্য, এই স্থলে নিদিধ্যাসন একাগ্রতারূপগুণের আধানই করিয়া থাকে। অতি সূক্ষ্মবস্তুনির্ধারণে যে চিত্তের একাগ্রতাবিশেষের অপেক্ষা আছে, তাহা লৌকিকভাবেও দৃষ্ট হয়।[২৭] রত্নপরীক্ষকের রত্নপরীক্ষাস্থলই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন চিত্তের মলাপকর্ষণ ও গুণাধান করিলে চিত্ত মার্জিত-দর্পণের ন্যায় অতি উজ্জ্বল হয় অর্থাৎ অবিকৃতভাবে প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকে। এইরূপ সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণকেই আচার্য্য "চিত্তদর্পণ" পদে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং পঞ্চপাদিকার "তর্ক" পদে লক্ষণা করিয়া এই প্রকার চিত্তদর্পণই বুঝিয়াছেন। দোষসমূহ চিত্তনিষ্ঠ হওয়ায়

অনাদি ভ্রমসংস্কারকেও অবিদ্যা বলা হইয়াছে (কল্পতরু পৃঃ ৩)। অবশ্য বিবরণ ও সংক্ষেপশারীরকে অবিদ্যাসংস্কার অবিদ্যাতিরিক্তরূপে স্বীকৃত না হওয়ায় এইরূপভাবে একাধিক অবিদ্যা স্বীকৃত হয় নাই।

২৬ ন্যায়রত্নাবলী ৮।৫৩ পৃঃ ৬৩২, "নিদিধ্যাসনম্ অপরোক্ষনিশ্চয়ত্বসম্পাদকঃ তর্কঃ।..অথবা...নিদিধ্যাসনং তু শ্রবণমননয়োঃ ঐকাগ্র্যং পৌনঃপুন্যরূপম্।" প্রথম বিকল্প বিবরণসম্মত, দ্বিতীয় বিকল্প সংক্ষেপশারীরকসম্মত। উভয় বিকল্পেই মননের ন্যায় নিদিধ্যাসনও শ্রবণের অঙ্গ। শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিচার দশম ও একাদশ অধ্যায়ে কর' হইবে।

২৭ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৭, "...অতি সূক্ষ্মতরব্রহ্মাত্মবিষয়নিদিধ্যাসনপ্রচয়পরিনির্মিত-তদেকাগ্রবৃত্তিগুণং চিত্তেন্দ্রিয়ং পারোক্ষ্যবিভ্রমনিমিত্তপ্রতিবন্ধনিরাসেন..." ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভ (পাঃ টীঃ ১৪) দ্রষ্টব্য। ব্যাখ্যা এইরূপ। অতিসূক্ষ্মতরং যদ্ ব্রহ্ম, তদাত্মবিষয়নিদিধ্যাসনম্। অথবা, অতিসূক্ষ্মতরং ব্রহ্ম আত্মত্বেন প্রত্যগ্‌রূপমেব বিষয়ো যস্য, তদতিসূক্ষ্মতরব্রহ্মাত্মবিষয়ম্, ব্রহ্মাত্মবিষয়ং চ তন্নিদিধ্যাসনং ব্রহ্মাত্মবিষয়নিদিধ্যাসনম্। নিদিধ্যাসনস্য প্রচয়ঃ প্রকর্ষঃ নিদিধ্যাসনপ্রচয়ঃ, নিদিধ্যাসনপ্রচয়েন পরিনির্মিততদেকাগ্রবৃত্তীতি, তস্মিন্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বে একাগ্ররূপা বৃত্তিঃ একাগ্রবৃত্তিঃ, একাগ্রবৃত্তিরেব গুণঃ একাগ্রবৃত্তিগুণঃ, প্রচয়েন পরিনির্মিতঃ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ঃ একাগ্রবৃত্তিরূপো গুণো যস্মিন্ চিত্তে, তদেবং ভূতম্—এইরূপ বিগ্রহ। আচার্য্য যে "চিত্তেন্দ্রিয়ং" বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে "ইন্দ্রিয়" শব্দের দ্বারা শব্দপ্রমাণের সহকারিরূপে চিত্তের অপরোক্ষপ্রত্যয়হেতুত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ, পরমতে ইন্দ্রিয় যেমন অপরোক্ষপ্রতীতির হেতু, সেইরূপ চিত্তও শব্দের অপরোক্ষপ্রতীতির উৎপত্তিতে সহকারিহেতু। বাস্তবিকই চিত্ত ইন্দ্রিয় বা প্রমাণ নহে, কারণ প্রমাণ কদাপি প্রমাণান্তরের সহকারী হয় না—ভেদধিক্কার পৃঃ ১৩, "ইন্দ্রিয়সহকারিত্বাদিত্বস্যাপ্যভাবতঃ। ন প্রমাণং মনোঽস্মাকং প্রমাদেরাশ্রয়ত্বতঃ॥" এই শ্লোক পরে ব্যাখ্যাত হইবে। বেদান্তপরিভাষার বাংলা ব্যাখ্যা-গ্রন্থে মনের ইন্দ্রিয়ত্বখণ্ডনপ্রসঙ্গে এই শ্লোকের বিস্তৃত বিচার আছে।

দোষবিশিষ্ট চিত্ত যদি ব্রহ্মজ্ঞানে আপরোক্ষ্যনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে মলাপকর্ষণ ও গুণাধানও চিত্তনিষ্ঠ হওয়ায় ঐরূপ সুসংস্কৃত চিত্তদর্পণই সর্বপ্রতিবন্ধনিরাসি তর্করূপ।[২৮]

২৮ বিবরণের টীকাকারগণ এইস্থলে "তর্ক" পদের প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বারা চিত্তদর্পণকেই "তর্ক" পদের ঔপচারিক অর্থে গ্রহণ করিলেও বিবরণের অন্যতম টীকাকার আচার্য্য নৃসিংহাশ্রম বিবরণোক্ত "চিত্তদর্পণ" পদের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া মননাখ্যতর্করূপ প্রসিদ্ধ তর্ককেই "তর্ক" পদে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্যের তাৎপর্য্য এই, চিত্তদর্পণ স্বয়ং তর্ক হইতে পারে না, কারণ উহা প্রতিবন্ধনিরাসক নহে। তৎসত্ত্বেও বিবরণাচার্য্য যে মননরূপতর্কবিশিষ্টচিত্তকে "তর্ক" পদে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে বস্তুতঃ মননাখ্যতর্করূপ বিশেষণাংশই প্রসিদ্ধ তর্ক। এইরূপ তর্কদ্বারা সংস্কৃত বলিয়া চিত্তকে "তর্ক" পদে ব্যপদিষ্ট করা হইলেও বিশিষ্টের তর্কত্ব ফলতঃ বিশেষণাংশেই পর্য্যবসিত। তর্কত্ব মননরূপবিশেষণাংশমাত্রস্পর্শী, চিত্তরূপ বিশেষ্যাংশস্পর্শী নহে (ভাবপ্রকাশিকা ১ম বর্ণক, পৃঃ ৪০৮), "চিত্তদর্পণস্য প্রতিষ্ঠাহেতুর্মননাখ্যস্তর্কঃ ইত্যর্থঃ; ন তু চিত্তদর্পণমেব তর্কঃ, তস্য প্রতিবন্ধানিরাসকত্বাৎ, বিশিষ্টস্য তস্য তর্কত্বমপি বিশেষণাংশ এব পর্য্যবসন্নমিতিভাবঃ।" আচার্য্যের অভিপ্রায় এই, পঞ্চপাদিকার (মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৩ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১) "প্রমাণশক্তিবিষয়তৎসম্ভবাসম্ভব-পরিচ্ছেদাত্ম প্রত্যয়ঃ [তর্কঃ]", (মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৭২) "বিষয়াসম্ভবাশঙ্কায়াং তথাঽনুভবফলানুৎপত্তৌ তৎসম্ভবপ্রদর্শনমুখেন ফলপ্রতিবন্ধবিগমে [তর্কস্যোপযোগঃ]" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বুঝা যায় যে সম্ভবাসম্ভবপ্রত্যয়কেই পদ্মপাদাচার্য্য "তর্ক" পদে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং "তর্ক" পদের পদ্মপাদাচার্য্যকর্ত্তৃক অভিহিত অর্থ ও লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অপেক্ষা বিবরণের "চিত্তদর্পণ" পদের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করা বরং শ্রেয়ঃ। সুধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপতর্কস্বরূপনিরূপণ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ-নিরূপণ ঃ প্রসংখ্যানবাদবিচার

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে মতত্রয়

প্রশ্ন হইবে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধন হয় হউক্ ; কিন্তু শ্রবণ অঙ্গী, মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গই বা হইবে কেন ? বিবরণ-সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে এই বিষয়ে প্রথমেই অন্যান্য মত বুঝা প্রয়োজন।

যাহা প্রধান তাহাকে অঙ্গী বলা হয়, কারণ যাহা অঙ্গ তাহা অঙ্গীর নিমিত্তই প্রবৃত্ত হওয়ায় অঙ্গমাত্র উপকারক বা পরার্থ। সুতরাং অন্যোচ্ছাধীনেচ্ছা-বিষয়ত্বরূপ অপ্রাধান্য অঙ্গমাত্রে বর্ত্তমান। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধনসমূহের মধ্যে যাহা করণ হইবে, তাহাই প্রধান বা অঙ্গী এবং যাহা অবান্তরব্যাপার হইবে, তাহা অপ্রধান বা অঙ্গ হইবে ; যেহেতু করণের করণত্বের নিষ্পত্তির জন্যই ব্যাপার প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে অদ্বৈতাচার্য্যগণের মধ্যে বহু মতভেদ থাকিলেও প্রধানতঃ তিনটি মতই সমধিক প্রসিদ্ধ---প্রসংখ্যানবাদ, মনঃকরণতাবাদ ও শাব্দাপরোক্ষবাদ।[1] প্রসংখ্যানবাদ অতীব সংক্ষেপে এইরূপ।

মণ্ডন মিশ্রাদি সমর্থিত প্রসংখ্যানবাদ---পূর্বপক্ষ

"প্রসংখ্যান" পদ যোগসম্প্রদায় প্রসিদ্ধ (যোঃ সূঃ ৪।২৯) ; ইহার অপর নাম নিদিধ্যাসন বা ধ্যান।[2] প্রসংখ্যানবাদীর কথা এই, শ্রুতি যখন "দ্রষ্টব্যঃ" পদে আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ ও মননের পরও নিদিধ্যাসনের বিধান করিতেছেন তখন বুঝা যায় যে আত্মসাক্ষাৎকারে নিদিধ্যাসনই প্রধান বা অঙ্গী, অতএব করণ। শ্রবণকে অঙ্গী বলিলে মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যায়। শ্রুতির স্বারসিক তাৎপর্য্য এই---"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তর ব্রহ্মস্বরূপের পরোক্ষজ্ঞান হইলে ব্রহ্মবিষয়ে অসম্ভাবনানিবর্ত্তকতর্করূপ মননের দ্বারা প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইবার পর শ্রুতিবাক্যার্থে একাগ্রতাফলকনিদিধ্যাসন সম্পন্ন করিতে হইবে।[3] এইরূপে নিদিধ্যাসনের প্রাধান্য স্বীকার করিলে শ্রবণ ও মনন পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি ও অসম্ভাবনানিবর্ত্তনরূপ দৃষ্টদ্বারে নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকার করিতে পারে, যেমন বৈধ অবহনন বিতুষীকৃত ব্রীহিদ্বারে হবনীয় পুরোডাশের স্বরূপোপকার করিয়া থাকে। কিন্তু

১ বেঃ সিঃ সূঃ মঃ ৩।১৯-২০ পৃঃ ১১১, "ননু কিং করণং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেঽত্র কেচন। প্রত্যয়াবৃত্তিমাচখ্যুঃ সাংখ্যে যোগে চ সম্ভবাৎ ॥ অন্যে তু মন এবাহুরেনাং তৎসহকারিণীম্। মহাবাক্যং পরে প্রাহুর্মনসঃ প্রতিষেধতঃ ॥" প্রত্যয়াবৃত্তি অর্থাৎ নিদিধ্যাসন বা ধ্যান। সাংখ্যমার্গ ও যোগমার্গ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাইবে না। ব্যাখ্যার জন্য সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের উপর কৃষ্ণানন্দ তীর্থের কৃষ্ণালঙ্কার টীকা (৩।৮ পৃঃ ৪৪৫-৫২) দ্রষ্টব্য। অতি সংক্ষেপ কথা এই, প্রতিবন্ধকরহিত পুরুষের শ্রবণাদিদ্বারা ঝটিতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, ইহাই সাংখ্যমার্গরূপ মুখ্যকল্প। উপাসক প্রথম হইতেই ধ্যানাভ্যাসদ্বারা বিলম্বে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, ইহাই যোগমার্গরূপ অনুকল্প।

২ প্রসংখ্যানের লক্ষণের জন্য দ্রষ্টব্য নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ৩।৯০ পৃঃ ১৬২ ; সম্বন্ধবার্ত্তিক শ্লোঃ ৮০৩ ও আঃ টীঃ পৃঃ ২৫৭-৫৮। ব্রহ্মসিদ্ধি, নিয়োগকাণ্ড পৃঃ ৭৪, "...অন্যা শব্দাৎ প্রতিপদ্য তৎসন্তানবতী ধ্যানভাবনোপাসনাদিশব্দবাচ্যা... ।"

৩ ব্রহ্মসিদ্ধির উপর শঙ্খপাণিকৃত টীকা, নিয়োগকাণ্ড কাঃ ১৮২ পৃঃ ২৯৩, "তথাচ 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত' (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২১) ইত্যত্র 'বিজ্ঞায়' ইতি ক্ত্বাপ্রত্যয়েন আত্মতত্ত্বজ্ঞানস্য বেদান্তজস্য প্রজ্ঞাকরণাৎ পূর্বসিদ্ধতাং দর্শয়তি ।...যদি স্বর্গাদিবৎ মুক্তিরদৃষ্টফলং স্যাৎ, ততস্তৎফলানুচিন্তনমদৃষ্টার্থত্বাদপ্রাপ্তং বিধীয়েত ; কিন্তু স্বরূপাবির্ভাবমাত্রং মুক্তিরিতি বর্ণিতম্। স্বরূপাবির্ভাবশ্চ শব্দাৎ পরোক্ষতয়াবগতস্যাদ্বয়াত্মনঃ সাক্ষাদ্ভাবঃ। স চানুচিন্তনস্য ভোজনস্যেব তৃপ্তির্দৃষ্টং ফলম্, জ্ঞানাভ্যাসেন প্রত্যয়প্রকর্ষদর্শনাৎ।" প্রসংখ্যানবাদিগণের মধ্যেও সূক্ষ্ম মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁহার নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে (নৈঃ সিঃ ১।৬৭ পৃঃ ৪০) "কেচিৎ স্বসম্প্রদায়বলাবষ্টম্ভাদাহুঃ" বলিয়া আচার্য্য ব্রহ্মদত্তকে এবং "অপরে তু ব্রুবতে" ইত্যাদি সন্দর্ভে আচার্য্য মণ্ডনমিশ্রকে পূর্বপক্ষিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকের উপর শাস্ত্রপ্রকাশিকা টীকায় আনন্দগিরি নামতঃ ঐরূপ পক্ষদ্বয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তরভয়ে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম বিচার পরিত্যক্ত হইল।

শ্রবণের প্রাধান্য স্বীকার করিলে মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের পশ্চাদ্ভাবী বলিয়া শ্রবণের স্বরূপ মননাদির পূর্বেই নিষ্পন্ন হওয়ায় মনন ও নিদিধ্যাসন দৃষ্টদ্বারে শ্রবণের স্বরূপোপকারক হইতে পারে না ; ফলে অদৃষ্টের উৎপত্তির দ্বারা মননাদি শ্রবণের অঙ্গরূপে স্বীকার্য্য হওয়ায় দৃষ্টদ্বার সম্ভবপক্ষে অদৃষ্টদ্বার কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু ইহা "দৃষ্টে সম্ভবতি" ন্যায়বিরুদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, বিবরণসিদ্ধান্তে শ্রবণ শব্দশক্তিতাৎপর্য্যবিচারাত্মক তর্কবিশেষ হওয়ায় অপ্রমাণ বলিয়া স্বয়ং অবগতি পর্যন্ত জ্ঞান উৎপন্ন করিতে সমর্থ নহে ; অগত্যা বিবরণসম্প্রদায়কেও শ্রবণের করণত্ব পরিহার করিয়া শ্রবণসহকৃত (অর্থাৎ শক্তিতাৎপর্য্যবিচারসহকৃত) শব্দকেই আত্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাও সম্ভব নহে, কারণ শব্দের অপরোক্ষবিজ্ঞানহেতুত্ব দৃষ্টচর নহে। শব্দ পরোক্ষজ্ঞানেরই হেতু, ইহাই লোকসিদ্ধ হওয়ায় বেদস্থলে ঐরূপ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া অলৌকিক কল্পনা করিলে অতিপ্রসঙ্গদোষ অবশ্যম্ভাবী।[8]

আপত্তি হইবে, বিচারাত্মক শ্রবণ অপ্রমাণ হওয়ায় যদি প্রমার করণ না হয়, তবে প্রত্যয়-প্রবাহরূপ নিদিধ্যাসনও প্রসিদ্ধ প্রমাণসমূহের মধ্যে পরিগণিত না হওয়ায় অপ্রমাণ নিদিধ্যাসনজন্য জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না, প্রমাজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারাত্মকজ্ঞানের উৎপত্তি বহু দূরবর্তী।

উত্তর এই যে কামাতুর ব্যক্তির বিপ্রকৃষ্ট কামিনীবিষয়ক নিরন্তর চিন্তাজনিত যে কামিনী-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, ইহা ক্৯প্ত বা অতি প্রসিদ্ধ—(শাবরভাষ্য ১।১।৫ পৃঃ ২০ = পৃঃ ৫৮), "নাস্তি দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম।" বিপ্রকৃষ্ট কামিনীর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংসর্গ না হওয়ায় এবং (বিধিবিবেক শ্লোঃ ১৭ পৃঃ ৮১) "পরতন্ত্রং বহির্মনঃ" এই ন্যায় অনুসারে বাহ্যবিষয়ে মনের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় অগত্যা পরিশেষন্যায়ে প্রসংখ্যান বা ধ্যানকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা অবিদ্যাবিধ্বংসি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন না হওয়ায় অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ তথা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

আপত্তি হইবে, নিদিধ্যাসনজন্য প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হইলে অপ্রমাণজন্যও প্রমা-জ্ঞান স্বীকৃত হওয়ায় অতিপ্রসঙ্গ হইবে।

উত্তর এই, কদাচিৎ অপ্রমাণ হইতেও প্রমার উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। "হস্তে কয়টি কড়ি আছে ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক একটি সংখ্যার উল্লেখ করিলে উহা কাকতালীয়ভাবে সংবাদিজ্ঞান হয়, তবে ঐরূপ আহার্য্যজ্ঞান যেমন অবাধিতবিষয়ক বলিয়া প্রমা, সেইরূপ নিদিধ্যাসনস্থলেও বুঝিতে হইবে। কেবল প্রমাণজন্যত্বই প্রমাত্ব নহে, অবাধিতার্থবিষয়কত্বই প্রমাত্ব।

আপত্তি হইবে, উক্ত দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ, কারণ কড়ির সংখ্যাবিষয়ক আহার্য্যবৃত্তিতে ক্৯প্তপ্রমাণজন্যত্ব না থাকায় জ্ঞানত্বই নাই, প্রমাত্ব বহু দূরবর্তী। অবাধিতার্থজ্ঞানত্বই প্রমাত্ব, অবাধিতার্থত্বমাত্র প্রমাত্ব নহে, অন্যথা অতিপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য—ইচ্ছাদি অবাধিতার্থবিষয়ক হইলেও ইচ্ছাদিকে কেহ প্রমারূপে স্বীকার করেন না। সুতরাং আহার্য্যবৃত্তি, উপাসনাবৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ ইচ্ছাদির ন্যায় অবাধিতার্থবিষয়ক জ্ঞানভিন্নমানসক্রিয়াবিশেষ হইলেও প্রমাণ নহে (সিঃ বিঃ ও ন্যাঃ রঃ ৮।৫২-৫৩ পৃঃ ৬৩০-৩১)। কিন্তু পূর্বপক্ষী শব্দকে অন্ততঃ পরোক্ষজ্ঞানজনক বলিয়া প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন।

৪ এই পর্য্যন্ত পূর্বপক্ষ তত্ত্বশুদ্ধির শ্রবণাদিসাধননিরূপণপ্রকরণ (পৃঃ ২৮২-৮৩) হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার পরই আচার্য্য জ্ঞানঘন মনঃকরণতাবাদ পূর্বপক্ষরূপে স্থাপন করিয়াছেন। যদিও প্রসংখ্যানবাদ ও মনঃকরণতাবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্ত, তথাপি উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে উভয়সিদ্ধান্তেই শ্রবণাদিত্রয়ের মধ্যে নিদিধ্যাসনই প্রধান, শ্রবণ নহে। শুধু পার্থক্য এই, প্রথমমতে নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে প্রধান, দ্বিতীয়মতে মন করণ হইলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অন্যান্য সাধনের মধ্যে নিদিধ্যাসনই প্রধান। ব্রহ্মসিদ্ধি, ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা ২ পৃঃ ৩৫, "...নির্বিচিকিৎসাদাম্নায়াৎ অবগতাত্মতত্ত্বস্য অনাদিমিথ্যাদর্শনাভ্যাসোপচিতবলবৎসংস্কারসামর্থ্যাৎ মিথ্যাবভাসানুবৃত্তিঃ, তন্নিবৃত্তয়েঽন্ত্যান্যাদপেক্ষ্যম্। তচ্চ তত্ত্বদর্শনাভ্যাসো লোকসিদ্ধঃ।...অভ্যাসো হি সংস্কারং দ্রঢয়ন্ পূর্বসংস্কারং প্রতিবধ্য স্বকার্য্যং সন্তনোতি।"

এইরূপ আপত্তি উত্তরে প্রসঙ্খ্যানবাদী দুই প্রকার সমাধান প্রদান করিয়াছেন। প্রথম সমাধান এইরূপ।

প্রসঙ্খ্যানবাদীর প্রথম সমাধান ঃ
নিদিধ্যাসনরূপ অপ্রমাণকরণক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অবাধিতার্থবিষয়করূপে প্রমা

যদি প্রমাণমাত্রজন্যত্বই প্রমাত্বরূপে স্বীকৃত হয়, তবে ঈশ্বরের "যঃ সর্বজ্ঞঃ" (মুঃ উপঃ ১।১।৯) ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ সর্বজ্ঞত্বের হানি হইবে ; কারণ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে মায়াবৃত্তিই ঈশ্বরের জ্ঞান এবং উহা প্রমাণজন্য নহে। সুতরাং অবাধিতার্থবিষয়কত্বমাত্র জ্ঞাধাত্বর্থ না হইলে ঈশ্বরীয় মায়াবৃত্তি জ্ঞান তথা প্রমা হইবে না।

প্রসঙ্খ্যানবাদীর বিরুদ্ধে আপত্তি হইয়াছিল যে ভাবনাজন্য জ্ঞান অপ্রমাই হইয়া থাকে, যেমন ব্যবহিতকামিনীর ভাবনাজন্য কামিনীসাক্ষাৎকার অপ্রমাই হয়। ইহাতে প্রসঙ্খ্যানবাদীর উত্তর এই, কামাতুর ব্যক্তির বিপ্রকৃষ্ট কামিনী-চিন্তনজনিত কামিনী-সাক্ষাৎকার বাধিতার্থবিষয়ক বলিয়া অপ্রমা হউক্, কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বিষয় ব্রহ্ম অবাধিত হওয়ায় ব্রহ্মচিন্তনজনিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঈশ্বরীয় মায়াবৃত্তির ন্যায় অবাধিতার্থবিষয়ক বলিয়া প্রমাই হইবে। সুতরাং ভাবনাজন্যত্ব অপ্রামাণ্যের প্রযোজক নহে, কিন্তু বাধিতবিষয়ত্বই অপ্রমাত্বের প্রযোজক ; কারণ ভাবনাব্যতিরেকেও শুক্তিরজতাদিভ্রমে কেবল বাধদ্বারাই অপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতিমাত্রগোচর ব্রহ্ম অন্য প্রমাণের বিষয়ই না হওয়ায় তাহার বাধের সম্ভাবনাই নাই ; ফলে ব্রহ্মভাবনাজন্যজ্ঞানের প্রামাণ্যের ব্যাহতিও নাই। সুতরাং ব্রহ্মভাবনাপরিপাকজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রমাই হইবে।

আপত্তি হইবে, ব্যবহিতকামিনীসাক্ষাৎকার প্রমাতৃগত কামাদিদোষবশতঃই ভ্রম হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ ; অনুরূপভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারও দোষজন্য বলিয়া অপ্রমা হউক্। বাধিতবিষয়ত্বের ন্যায় দোষজন্যত্বও যে ভ্রমত্বের প্রযোজক তাহা সর্বসম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। এইজন্য আচার্য্য শবর স্বামী করণদোষকেও মিথ্যোজ্ঞানের কারণ বলিয়াছেন (শাবরভাষ্য ১।১।৫ পৃঃ ৯-১০ = পৃঃ ৩৮), "যস্য চ দুষ্টং করণং যত্র চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনঃ প্রত্যয়ঃ, নান্যঃ।" ভট্ট কুমারিলও শ্লোকবার্ত্তিকে বলিয়াছেন (শ্লোঃ বাঃ চোদনাসূত্র শ্লোঃ ৫৩ পৃঃ ৬১), "তস্মাদ্ বোধাত্মকত্বেন প্রাপ্তা বুদ্ধেঃ প্রমাণতা। অর্থান্যথাত্বহেতূত্থদোষজ্ঞানাদপোদ্যতে ॥"[৫] সুতরাং অপ্রমাণ্যের প্রযোজকদ্বয় (অর্থাৎ বাধিতবিষয়কত্ব ও দোষজন্যত্ব) তুল্যবল বলিয়া ব্রহ্মের বাধ না হইলেও ভাবনাজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দোষজন্য হওয়ায় অপ্রমা !

প্রসঙ্খ্যানবাদীর উত্তর এইরূপ। কোন কোন স্থলে ভাবনা দোষযুক্ত হইলেও সর্বত্রই ভাবনা দোষকলুষিত, এইরূপভাবে শপথনির্ণয় করা যায় না ; অন্যথা "শঙ্খঃ পীতঃ" ইত্যাকার ভ্রমের কারণীভূত পীতদ্রব্য স্ববিষয়কজ্ঞানস্থলেও অপ্রামাণ্যের প্রযোজক হউক্। সুতরাং স্থলবিশেষেই দোষ বিদ্যমান, সর্বত্র নহে।

শুধু তাহাই নহে। বিষয়বাধের দ্বারা দোষজন্যত্ব কল্পিত (অনুমিত) হইয়া থাকে। জাগরণে স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের বাধ হয় বলিয়াই নিদ্রাকে স্বাপ্নভ্রমের দোষাত্মক কারণরূপে কল্পনা করা হয়। সুতরাং

৫ শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ। বোধাত্মক বলিয়াই জ্ঞানমাত্র প্রমা। জ্ঞানের এইরূপ স্বাভাবিক প্রমাত্ব অথবা বিষয়ের অসাধারণ ধর্মস্বরূপ তথার্থত্বের অবধারণক্ষমতা কেবল দোষজ্ঞানদ্বারা অবরুদ্ধ হইতে পারে, যেহেতু দোষজ্ঞান অর্থের অন্যথাত্বের কারণ। অর্থাৎ দোষ থাকিলে জ্ঞান বিষয়ের সেই রূপই প্রকাশ করিয়া থাকে যেরূপ বিষয়ে নাই। যেমন, সাদৃশ্যাদি দোষ থাকায় শুক্তি রজতরূপে প্রকাশিত হয় ; বস্তুতঃ রজতত্ব শুক্তিগত ধর্ম নহে। অতএব জ্ঞানগত প্রামাণ্য স্বতঃই। ভাট্টসিদ্ধান্তে অপ্রামাণ্য তিনপ্রকার—(শ্লোঃ বাঃ চোদনাসূত্র শ্লোঃ ৫৪ পৃঃ ৬১) মিথ্যাত্ব বা বিপর্য্যয়, অজ্ঞান বা অবিজ্ঞান এবং সংশয়। ইহাদের মধ্যে মিথ্যাত্ব ও সংশয় ভাবাত্মক হওয়ায় দোষঘটিতজ্ঞানোৎপাদকসামগ্রী হইতে উহাদের উৎপত্তি হইতে পারে এবং দোষজ্ঞানদ্বারা অপ্রামাণ্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং অপ্রামাণ্যের প্রযোজক দ্বিবিধ—অর্থান্যথাত্ব ও হেতূত্থদোষ। শ্লোকবার্ত্তিকের পরবর্তী শ্লোকসমূহ (চোদনাসূত্র শ্লোক ৫৪-) এবং উহাদের উপর তাৎপর্য্যটীকা (ঐ পৃঃ ৫৭-) ও ন্যায়রত্নাকর (পৃঃ ৬৯-) দ্রষ্টব্য।

বাধিতবিষয়ত্বকে পরিত্যাগ করিয়া দোষজন্যত্ব থাকে না বলিয়া দোষজন্যত্ব অপ্রামাণ্যের স্বতন্ত্র প্রযোজক হইতে পারে না। মীমাংসাভাষ্য-বার্ত্তিকাদিতেও বাধিতবিষয়ব্যাপ্যত্বরূপেই দুষ্টকরণজন্যত্বকে অপ্রামাণ্যের প্রযোজকরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, স্বতন্ত্ররূপে নহে। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভাবনাজন্য হইলেও বিষয়ের বাধাভাববশতঃ প্রমাই।[৬]

প্রসঙ্খ্যানবাদীর দ্বিতীয় সমাধান ঃ

নিদিধ্যাসনরূপ অপ্রমাণকরণক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রমাত্ব শ্রুতিপ্রমাণপ্রযোজিত

প্রসঙ্খ্যানবাদীর দ্বিতীয় সমাধান এইরূপ।

প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্তবাক্যই বা তজ্জন্যপ্রমাই ব্রহ্মপ্রসঙ্খ্যানজনিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের মূলপ্রমাণ। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিই অথবা উক্ত শ্রুতিশ্রবণজন্য ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষপ্রমাই নিদিধ্যাসিতব্য পদার্থের অস্তিত্বসাধক হওয়ায় বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞানভাবনাপ্রসূত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সাক্ষাৎভাবে প্রমাণজন্য না হইলেও অবশ্যই প্রমাণ-প্রযোজিত। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিদিধ্যাসনরূপ অপ্রমাণকরণক হইলেও অবাধিতার্থবিষয়ক এবং বেদান্তবাক্যপ্রমাণ-প্রযোজিত হওয়ায় প্রমাই। এই তাৎপর্য্যে প্রসঙ্খ্যানবাদ সমর্থন করিতে কল্পতরুকার বলিয়াছেন (কল্পতরু ১।১।১ পৃঃ ৫৬), "বেদান্তবাক্যজজ্ঞানভাবনাজাঽপরোক্ষধীঃ। মূলপ্রমাণদার্ঢ্যেন ন ভ্রমত্বং প্রপদ্যতে ॥" অনাশ্বাবোধশূন্যপ্রামাণ্যই বেদান্তবাক্যের বা বেদান্তবাক্যজনিত প্রমার দৃঢ়তা।

আপত্তি হইবে, নিদিধ্যাসনজন্য ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান স্বীয় প্রমাত্বসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রুতিকে অপেক্ষা করিলে উক্ত অপরোক্ষজ্ঞানে স্বতঃ প্রামাণ্যের[৭] হানি হইবে।

প্রসঙ্খ্যানবাদীর উত্তর এই, আলোচ্যস্থলে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের হানি হয় নাই; কারণ প্রসঙ্খ্যানজনিতসাক্ষাৎকারনিষ্ঠপ্রামাণ্য সাক্ষাৎকারের গ্রাহক সাক্ষীর দ্বারাই নিয়মতঃ ভাস্য হওয়ায় সাক্ষাৎকারনিষ্ঠপ্রামাণ্যের জ্ঞপ্তির নিমিত্ত মূলপ্রমাণের অনুসরণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রসঙ্খ্যানজন্যব্যবহিতকামিনী সাক্ষাৎকারের অপ্রমাত্বদর্শন করিয়া প্রসঙ্খ্যানজন্যব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও কদাচিৎ অপ্রামাণ্যশঙ্কা সম্ভব; সুতরাং অপ্রামাণ্যশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত মূলপ্রমাণানুসরণ স্বতঃ প্রামাণ্যবাদিমাত্রের সম্মত হওয়ায় কোনরূপ অপসিদ্ধান্ত হয় নাই। এই তাৎপর্য্যে কল্পতরুকার বলিয়াছেন (কল্পতরু ১।১।১ পৃঃ ৫৬), 'ন চ প্রামাণ্যপরতস্ত্বাপত্তিস্তু প্রসজ্যতে। অপবাদনিরাসায় মূলশুদ্ধ্যনুরোধনাৎ ॥"[৮]

৬ বেদান্তকল্পলতিকা কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১২৮-৩১, "অত্র কেচিৎ তার্কিকেভ্যো বিভ্যতঃ শব্দাৎ পরোক্ষজ্ঞানমেবাঙ্গীকৃত্য ভাবনাসহকৃতান্মনসোঽপরোক্ষজ্ঞানমাচক্ষতে।...তত্র আদ্যঃ পক্ষস্তাবদযুক্তঃ, ভাবনাজন্যত্বে জ্ঞানস্যাপ্রামাণ্য-প্রসঙ্গাৎ, কামাতুরস্য (সর্বদা) কামিনীং ভাবয়তো ব্যবহিতকামিনীসাক্ষাৎকারবৎ। ননু ন ভাবনাজন্যত্বং তত্র অপ্রামাণ্যপ্রযোজকম্, কিন্তু বাধিতবিষয়ত্বম্। ভাবনানপেক্ষেঽপি শুক্তিরজতাদিভ্রমে বাধাদেব অপ্রামাণ্য-স্বীকারাৎ। ব্রহ্মণি তু সর্বমানাগোচরে বাধাসম্ভবাৎ তদ্ভাবনাজন্যজ্ঞানস্যাপি প্রামাণ্যং ন ব্যাহন্যতে। ন চ, ব্যবহিতকামিনীবিভ্রমাদৌ দোষত্বেন ভাবনায়াঃ কৢপ্তত্বাৎ তজ্জন্যত্বে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য দোষজন্যত্বেন ভ্রমত্বং ভবিষ্যতি, বাধিতবিষয়ত্ববৎ দোষজন্যত্বস্যাপি ভ্রমত্বপ্রযোজকত্বাৎ। তথা চ মীমাংসাভাষ্যকৃদ্ভিঃ... তদ্বার্ত্তিককারৈশ্চ...তুল্যবদেব অপ্রামাণ্যপ্রযোজকদ্বয়মুক্তম্। তস্মাৎ বাধাভাবেঽপি দোষজন্যত্বাৎ অপ্রামাণ্যমেব, ইতি বাচাম্। ভাবনায়াঃ ক্বচিৎ দোষত্বেঽপি সর্বত্র দোষত্বানিশ্চয়াৎ, অন্যথা শঙ্খপীতত্বভ্রমকারণীভূতস্য পীতদ্রব্যস্য স্ববিষয়জ্ঞানেঽপি অপ্রামাণ্যপ্রযোজকত্বং স্যাৎ। ক্বচিৎ কশ্চিৎ দোষঃ ইত্যেবাঙ্গীকারাৎ, বিষয়বাধেনৈব দোষজন্যত্ব প্রকল্পনাচ্চ। দুষ্টকরণজন্যস্যাপি অনুমানাদের্বিষয়াবাধেন প্রামাণ্যাভ্যুপগমাচ্চ, অন্যথা পরিভাষামাত্রাপত্তেঃ। মীমাংসাভাষ্যবার্ত্তিককারাভ্যামপি বাধিতবিষয়ব্যাপ্যত্বেনৈব, দুষ্টকরণজন্যত্বমপ্রামাণ্যপ্রযোজকত্বমুক্তম্, ন স্বাতন্ত্র্যেণ [প্রযোজকত্বমুক্তম্]। তস্মাৎ ভাবনাজন্যমপি ব্রহ্মজ্ঞানমবাধাৎ প্রামাণ্যং লপ্স্যতাম্ ইতি [প্রসঙ্খ্যানবাদিনঃ]।" বেদান্তকল্পলতিকাকার যে "আদ্যঃ পক্ষঃ" বলিয়াছেন, বস্তুতঃ উহা দ্বিবিধ— নিদিধ্যাসনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ এবং নিদিধ্যাসনসহকৃতমনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ। প্রথমে প্রথম মত (পৃঃ ১২৮-) ও পরে দ্বিতীয়মত (পৃঃ ১৩৩-) আলোচিত হইয়াছে, ইহা পরবর্ত্তী সন্দর্ভাংশ দেখিলেই বুঝা যায়।

৭ অধ্যায়ের প্রায় শেষভাগে স্বতঃপ্রামাণ্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৮ মুদ্রিত কল্পতরুতে "ন চ প্রামাণ্যপরতস্ত্বাপাতঃ অপবাদনিরাসায় মূলশুদ্ধ্যনুরোধাৎ" এইরূপ পাঠ থাকিলেও

যাঁহারা প্রসংখ্যানবাদ সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২১) "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত", (মুঃ উপঃ ৩।১।৮) "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদি শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্রের "বিকল্পাধিকরণ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৯) ও "আপ্রায়ণাধিকরণ" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১২), এমন কি উক্ত অধিকরণের উপর শাঙ্করভাষ্যও সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। আচার্য্যপাদেরও পূর্ববর্ত্তী আচার্য্য ব্রহ্মদত্ত ও সমকালীন আচার্য্য মণ্ডন মিশ্র প্রসিদ্ধ প্রসংখ্যানবাদী ছিলেন।[৯] বস্তুতঃ সাংখ্য, যোগ ও ভাট্টসম্প্রদায়ও প্রসংখ্যানবাদী।[১০] মহানৈয়ায়িক আচার্য্য উদয়ন তাঁহার

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে উদ্ধৃত কল্পতরুর শ্লোকাকার পাঠই যথার্থ। "অপবাদ" শব্দের অর্থ অপ্রামাণ্যশঙ্কা। কল্পতরুর "অপি সংরাধনে সূত্রাৎ" ইত্যাদি শ্লোক (কল্পতরু ১।১।২৮ পৃঃ ২১৮) দ্রষ্টব্য। "অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" ইহা ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪। "সংরাধন" শব্দের অর্থ ভক্তি, ধ্যান ও প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭২১), "সংরাধনং চ ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্।" যোঃ ভাঃ ১।২৩ পৃঃ ২৬ = পৃঃ ৬৩-৪, ২।১ পৃঃ ৫৯ = পৃঃ ১৩৮-৩৯ ; ২।৩২ পৃঃ ১০৭-৮ = পৃঃ ২৫২-৫৪ ; ২।৪৫ পৃঃ ১১৩ = পৃঃ ২৬৫-৬৬ দ্রষ্টব্য।

৯ ব্রহ্মসূত্রের ও ছান্দগ্যোপনিষদের ভাষ্যকার বলিয়া প্রসিদ্ধ আচার্য্য ব্রহ্মদত্তের অদ্বৈতবাদ প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ হইতে ভিন্ন ছিল, কারণ তিনি জীবের উৎপত্তি ও মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মে লয় স্বীকার করিতেন এবং জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন। তাঁহার মত কোন কোন বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রে উল্লিখিত (ব্রঃ সূঃ ১।২।২৯ ও ১।৪।২০) মহর্ষি আশ্মরথ্যের ন্যায় ছিল। কিন্তু মহর্ষি আশ্মরথ্য ভেদাভেদবাদী ছিলেন অর্থাৎ সংসারকালে জীব-ব্রহ্মের ভেদ ও মুক্তিতে অভেদ স্বীকার করিতেন। অপরদিকে আচার্য্য ব্রহ্মদত্তের সিদ্ধান্তে জীব জন্য বলিয়া সংসারকালে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও তৎকালেও ব্রহ্মাভিন্নই। আচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে (নৈঃ সিঃ ১।৬৯ পৃঃ ৪১), তাহার উপর জ্ঞানোত্তমকৃত চন্দ্রিকা টীকায় (চন্দ্রিকা ১।৬৯ পৃঃ ৪১), যামুনাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধিত্রয়ে (সিদ্ধিত্রয়, আত্মসিদ্ধি পৃঃ ৫-৬, "...বিস্তৃতানি চ তানি গম্ভীরন্যায়সাগরভাষিণা ভগবতা শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্রেণাপি তথাপি আচার্য্য টঙ্ক-ভর্তৃপ্রপঞ্চ-ভর্তৃমিত্র-ভর্তৃহরি-ব্রহ্মদত্ত-শঙ্কর-শ্রীবৎসাঙ্ক-ভাস্করাদিবিরচিত...") ব্রহ্মদত্তকে অদ্বৈতাচার্য্যগণের মধ্যেই পরিগণনা করিয়াছেন। আচার্য্য ব্রহ্মদত্তের গ্রন্থ লভ্য না হইলেও বৃহদারণ্যক ভাষ্য-বার্ত্তিকে (সম্বন্ধবার্ত্তিক শ্লোঃ ৭০২, ৭৯৭, ৮৪০, ৮৪৫ ; বৃহঃ ভাঃ বাঃ ২।৪।২০২-২০৯ ; ৪।১।২৭) ও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে (১।৬৭ পৃঃ ৪০-১) এবং উহাদের টীকাসমূহে উক্ত মত খণ্ডিত হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্করের প্রায় সমসাময়িক মণ্ডন মিশ্র তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধিগ্রন্থে বিস্তৃতভাবে প্রসংখ্যানবাদ স্থাপনে যত্ন করিয়াছেন—ব্রহ্মসিদ্ধি, ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা ২ পৃঃ ৩৫ ; নিয়োগকাণ্ড, কারিকা ১, পৃঃ ৭৪ ; কাঃ ১০৭ পৃঃ ১৩৪ ; কাঃ ১৭৯ পৃঃ ১৫৩ ও শঙ্খপাণিকৃত টীকা পৃঃ ২৯৩ ; নিয়োগকাণ্ড কাঃ ১৮২ পৃঃ ১৫৪ এবং সিদ্ধিকাণ্ড কাঃ ১১, পৃঃ ১৫৯ ও শঙ্খপাণিকৃতটীকা পৃঃ ৩০০।

আচার্য্য সুরেশ্বর বিস্তৃতভাবে ব্রহ্মদত্ত ও মণ্ডনমিশ্রের মত খণ্ডন করিয়াছেন—সম্বন্ধবার্ত্তিক শ্লোঃ ৭৭৬-৮৪৯ পৃঃ ২৫০-৭৩ = পৃঃ ২৪৮-৬৬ ; বৃহঃ ভাঃ বাঃ ৪।৪।৭৯৬-৮১০ পৃঃ ১৮৫২-৫৪। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ৩।৮৯-৯৩ পৃঃ ১৬২-৬৪ ; ৩।১২৩-১২৫ পৃঃ ১৭৭-৭৮ ও ১।৬৭ পৃঃ ৪০ ; জ্ঞানোত্তমের চন্দ্রিকাটীকা অবশ্য দ্রষ্টব্য। সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁহার বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকে (৪।৪।৭৯৬ পৃঃ ১৮৫২ ; ৪।৪।৮৯১ পৃঃ ১৮৬৬ ; ৪।৪।৮১০ পৃঃ ১৮৫৩ ; ৪।৪।৮৭৬ পৃঃ ১৮৬৪) মণ্ডনমিশ্রকে পণ্ডিতম্মন্য ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপও করিয়াছেন। যাঁহারা সুরেশ্বরাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্রকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের জন্য বিশেষতঃ এই সমস্ত আকর গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল।

১০ সাঃ তঃ কৌঃ কাঃ ২ পৃঃ ১২, "শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেভ্যো ব্যক্তাদীন্ বিবেকেন শ্রুত্বা শাস্ত্রযুক্ত্যা চ ব্যবস্থাপ্য দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতাদ্ ধর্মাদ্ ভাবনাময়াদ্ বিজ্ঞানমিতি।" সাঃ কাঃ ৬৪ "এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্। অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥" এই সাংখ্য-কারিকার ব্যাখ্যায় অধিকাংশ টীকাকারই তত্ত্বাভ্যাস বা নিদিধ্যাসনজন্য বিবেকখ্যাতির উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। সাঃ তত্ত্বকৌঃ কাঃ ৬৪ পৃঃ ১০৯, "...উক্ত(রূপ)প্রকারতত্ত্ববিষয়জ্ঞানাভ্যাসাদাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালসেবিতাৎ সত্ত্বপুরুষান্যতা-সাক্ষাৎকারি জ্ঞানমুৎপদ্যতে যদ্বিষয়শ্চাভ্যাসস্তদ্বিষয়মেব সাক্ষাৎকারমুপজনয়তি, তত্ত্ববিষয়শ্চাভ্যাস ইতি তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারং জনয়তি।" বাচস্পতি মিশ্র স্পষ্টতঃই যোঃ সূঃ ১।১৪ হইতে "নৈরন্তর্য্য" ইত্যাদি সূত্রাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু নারায়ণতীর্থ তাঁহার সাংখ্য-চন্দ্রিকায় নিদিধ্যাসনসহকৃত মনকেই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের করণ বলিয়াছেন (সাঃ চঃ ৬৪ পৃঃ ৫৩), "...উক্তপ্রকারপুরুষগোচরাভ্যাসাৎ পুনঃ পুনশ্চিন্তনরূপান্নিদিধ্যাসনাদেব কেবলং পুরুষমাত্রগোচরং জ্ঞানং সাক্ষাৎকার উৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ। এতেন নিদিধ্যাসনসহকৃতেন মনসৈবাত্মগোচর-নির্বিকল্পকসাক্ষাৎকারো ভবতি।" মনে হয় নারায়ণতীর্থ যুক্তিদীপিকার (কাঃ ৬৪ পৃঃ ১৪৩) "তদেতদেবং তত্ত্বানামভ্যাসৈকাগ্রমনসো যতেঃ পুনঃ পুনরভ্যাসাৎ" সন্দর্ভের ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝিয়াছিলেন।

যোগসম্প্রদায়ও প্রসংখ্যানবাদী। "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা" এই যোগসূত্রের (১।৪৮) ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস আগমবচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে ধ্যানাভ্যাসের পরিপাকনিমিত্ত ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞাসংজ্ঞক বিবেকখ্যাতিজন্য

আত্মতত্ত্ববিবেকের অনুপলম্ভবাদ নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদে (আত্মধর্মনামক ৩য় প্রকরণ পৃঃ ৩৭৪ = পৃঃ ৮১৭) কণ্ঠতঃই প্রসঙ্খ্যানবাদ সমর্থন করিয়াছেন, "...তথাসতি ভাবনাক্রমেণ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধেঃ।" এই সন্দর্ভের কল্পলতাটীকায় শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন (ঐ পৃঃ ৮১৮) যে মননের পর ভাবনারূপ নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইলে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সেই ভাবনার স্বরূপ কি?—এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিকল্পে ভগীরথ ঠক্কুর তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন (ঐ পৃঃ ৮১৮) যে শরীরাদি হইতে ভিন্নরূপে আত্মবিষয়ক নিদিধ্যাসনই আত্মভাবনা। বলা বাহুল্য, ভেদবাদীর নিকট ভেদজ্ঞানই (আত্মবিবেক) তত্ত্বজ্ঞান। বৃহদ্বার্ত্তিকের মধ্যে সুরেশ্বরাচার্য্য বিভিন্নপ্রকার প্রসঙ্খ্যানবাদ স্থাপন করিয়া পরিশেষে খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত খণ্ডনপ্রকার এইরূপ বিস্তৃত ও গম্ভীর যে উহার আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নহে। মনঃকরণতাবাদবিচারকালে নিদিধ্যাসনবিষয়ে ভামতীকারের মত আলোচিত হইবে। এক্ষণে বিবরণপ্রদর্শিতপথে নিদিধ্যাসনের করণত্ব খণ্ডন করা যাইতেছে।

বিবরণ-প্রদর্শিত পথে প্রসঙ্খ্যানবাদখণ্ডন

বিবরণাচার্য্য নিদিধ্যাসনের প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়া তজ্জন্য প্রমার উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই (বিবরণ ১ম বর্ণক, মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১-১২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১২-১৩), "ন চ শব্দকরণমন্তরেণ নিদিধ্যাসনাদেবাপরোক্ষানুভবফলজন্ম সম্ভবতি, তস্য প্রামাণ্যাসিদ্ধেঃ।" বিবরণাচার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য এইরূপ।

পরোক্ষজ্ঞানজন্যভাবনা অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইতেই পারে না,—বহ্নিবিষয়ক অনুমিতিজ্ঞান সহস্রবার আবৃত্ত হইলেও বহ্নি-সাক্ষাৎকারের উদয় হয় না। কৢপ্তপ্রমাণসামগ্রীব্যতিরেকে জায়মান জ্ঞান অপ্রমাই হইবে, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম লঙ্ঘন করা যায় না; অন্যথা "চৈত্যং বন্দেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি পৌরুষেয়বাক্যসমূহও অপ্রমাণ না হউক্, কারণ চৈত্যবন্দন যে স্বর্গসাধন তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বাধিত না হওয়ায় বিষয়বাধ নাই। কিন্তু চৈত্যবন্দন যে স্বর্গসাধন, এই বিষয়ে কোনরূপ প্রমাণই নাই; কারণ অলৌকিকহিতাহিতসাধনমাত্র বেদৈকগম্য, উক্ত বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রসরই নহে। পুরুষরচিতবাক্যের প্রামাণ্য সর্বদাই প্রমাণান্তরমূলক, যেমন মন্বাদি রচিত স্মৃতিসমূহের প্রামাণ্য বেদমূলক, উহাদের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই। সুতরাং প্রমাণই প্রমার উৎপত্তিতে সমর্থ, অপ্রমাণ কদাপি নহে।[১১]

স্বরূপপ্রতিষ্ঠারূপ মুক্তি হইয়া থাকে (৪।৩৪)। ব্যাসভাষ্য ১।৪৮ পৃঃ ৫৪ = পৃঃ ১২৬-২৭, "তথা চোক্তম্—'আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥' ইতি।" তত্ত্ববৈশারদী ঐ পৃঃ ৫৪ = পৃঃ ১২৬-২৭, "আগমেন ইতি বেদবিহিতং শ্রবণমুক্তম্; অনুমানেন ইতি মননং; ধ্যানং চিন্তা, তস্যাভ্যাসঃ পৌনঃ পুন্যেনানুষ্ঠানং, তস্মিন্ রসঃ আদরঃ [যত্নঃ], তদনেন নিদিধ্যাসনমুক্তম্।" বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার যোগভাষ্যবার্ত্তিকে (১।৪৮ পৃঃ ১২৬-২৭) ও রাঘবানন্দ সরস্বতী তাঁহার পাতঞ্জল-রহস্যে (১।৪৮ পৃঃ ১২৬) অনুরূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

১১ বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১৩১-৩২, "নৈবম্, পরোক্ষজ্ঞানজন্যভাবনায়া অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বাসম্ভবাৎ। ন হি বহ্ন্যনুমিতিজ্ঞানং সহস্রকৃত্ব আবৃত্তমপি বহ্নিসাক্ষাৎকারায় কল্পতে [সমর্থো ভবতি]। কৢপ্তপ্রমাণসামগ্রীমন্তরেণ জায়মানস্যৈব জ্ঞানস্যাপ্রামাণ্যনিয়মাৎ। অন্যথা 'চৈত্যং বন্দেত স্বর্গকামঃ' ইত্যাদি পৌরুষেয়বাক্যানামপি বিষয়বাধাভাবাৎ অপ্রামাণ্যং ন স্যাৎ। ন হি চৈত্যবন্দনং স্বর্গসাধনং ভবতি ইত্যত্র কিঞ্চিন্মানমস্তি। অলৌকিকহিতাহিতসাধনতায়া বেদৈকমেয়ত্বাৎ, তত্র মানান্তরাপ্রসরাৎ, পুরুষবচসাং চ মানান্তরমূলত্বেনৈব প্রামাণ্যাৎ। তত্র মূলাভাবাৎ (এব) অপ্রামাণ্যম্, পুরুষস্য ভ্রমপ্রমাদাদিসম্ভবাৎ *ইতি চেৎ, প্রকৃতেঽপি তুল্যম্* (ভাবনায়াঃ)।"

বেদবিরোধে কাপিলশাস্ত্রের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে আচার্য্যপাদ যে যুক্তিসমূহের অবতারণা করিয়াছেন, সেই সমস্ত যুক্তি বুদ্ধশাস্ত্রের প্রামাণ্য-খণ্ডনেও তুল্যভাবে প্রযোজ্য (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১ পৃঃ ৪৩৪-৩৫), "ন চাতীন্দ্রিয়ানর্থান্ শ্রুতিমন্তরেণ কশ্চিদুপলভতে ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুম্, নিমিত্তাভাবাৎ। শক্যং কপিলাদীনাং সিদ্ধানামপ্রতিহতজ্ঞানত্বাদিতি চেৎ; ন, সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ। ধর্মানুষ্ঠানাপেক্ষা হি সিদ্ধিঃ, স চ ধর্মশ্চোদনালক্ষণঃ। ততশ্চ পূর্বসিদ্ধায়াশ্চোদনায়া অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেনাতিশঙ্কিতুং শক্যতে।" তাৎপর্য্য এই, কপিল অথবা বুদ্ধের সিদ্ধি ঈশ্বরীয়সিদ্ধির ন্যায় নিত্য নহে, কিন্তু নিমিত্তজন্য। সিদ্ধি ধর্মানুষ্ঠানসাপেক্ষ

উত্তরে প্রসংখ্যানবাদী বলিয়াছেন, বুদ্ধশাস্ত্রাদি অপ্রমাণ হয় হউক, কিন্তু আলোচ্য স্থলে শব্দপ্রমাণই মূল বলিয়া নিদিধ্যাসন অমূলক নহে। সুতরাং নিদিধ্যাসনজন্য সাক্ষাৎকারের ব্রহ্মরূপ বিষয় শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাই অবগত হওয়ায় শ্রুতিপ্রমাণদ্বারেই উক্ত সাক্ষাৎকারের প্রমাত্বনিশ্চয় হইবে (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১৩), "শব্দাবগতব্রহ্মাত্মবিষয়ত্বাদপরোক্ষস্য তদ্দ্বারেণ [শব্দদ্বারেণ] প্রামাণ্যনিশ্চয় ইতি চেৎ।"[১২]

ইহাতে বিবরণসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে ঐরূপ বলিলে পরতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকার করিতে হইবে[১৩] এবং কল্পনা-গৌরবও বিদ্যমান। ইহা প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব মীমাংসাসম্প্রদায়ের ন্যায় অদ্বৈতসম্প্রদায়ও প্রমাণের স্বতস্ত্ববাদী। এই স্থলে ভাবব্যুৎপত্তিতে "প্রমাণ"শব্দের অর্থ প্রমা এবং "প্রামাণ্য" পদের প্রমাত্ব অর্থ গ্রহণীয়।[১৪] প্রমার প্রমাত্ব স্বতঃ, এই বিষয়ে প্রধানতঃ দুইটি পক্ষ আছে—উৎপত্তিপক্ষ ও জ্ঞপ্তিপক্ষ।[১৫] প্রমাত্বের উৎপত্তি ও প্রমাত্বের জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান উভয়ই স্বতঃ। "স্বতঃ" পদের অর্থ স্বস্মাৎ অর্থাৎ নিজ হইতে। কিন্তু কেহ নিজ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না এবং কর্তৃকর্মবিরোধবশতঃ কেহ নিজেকে জ্ঞানের বিষয় করিতেও পারে না। সুতরাং "স্বতঃ" পদের অর্থ করিতে হইবে "আত্মীয়াৎ"। উৎপত্তিপক্ষে দোষাভাবসহকৃতজ্ঞানসামান্যসামগ্রীই আত্মীয় এবং জ্ঞপ্তিপক্ষে দোষাভাবসহকৃতজ্ঞানগ্রাহকসামগ্রীই আত্মীয়। তাৎপর্য্য এই, যে-জ্ঞানসামগ্রী হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানসামগ্রী হইতেই জ্ঞানোৎপত্তির সমকালেই সেই জ্ঞানের প্রমাত্বও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই উৎপত্তিপক্ষে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ। আবার, যে-গ্রাহক জ্ঞানকে গ্রহণ করে সেই জ্ঞানগ্রাহকই জ্ঞানগ্রহণসমকালেই সেই জ্ঞানের প্রমাত্বও গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাই জ্ঞপ্তি-পক্ষে প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব। জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রী বা জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী হইতে ভিন্ন সামগ্রী প্রমাত্বের জনক বা জ্ঞাপক হইলে প্রমাণের প্রামাণ্য পরতঃ হইবে। জনক ও জ্ঞাপকের আত্মীয়ত্ব অতি প্রসিদ্ধ হওয়ায় উহাদের আত্মীয় বলা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রসংখ্যানবাদপক্ষে প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বলিতে হইবে যে যে-প্রমাণসামগ্রী হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়াছে সেই সামগ্রী হইতেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রমাত্বও উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলা যায় না, কারণ নিদিধ্যাসন যে কেবল জ্ঞান-সামগ্রীই নহে, তাহা নহে,

হওয়ায় অবশ্যই বেদের শরণাপন্ন হইতে হইবে, কারণ বেদই ধর্মে প্রমাণ। কপিলবা বুদ্ধ সিদ্ধিপ্রাপ্তির পরই শাস্ত্ররচনা করিয়াছেন বলিয়া ধর্মবিষয়ে বা সাধনবিষয়ে কাপিলশাস্ত্র বা বুদ্ধশাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না। সিদ্ধিপ্রাপ্তির পূর্বেও তাঁহারা প্রামাণিক পুরুষ নহেন বলিয়া অসিদ্ধ অবস্থায় সিদ্ধির সাধনবিষয়ক জ্ঞান সম্ভবই নহে। অতএব তাঁহাদের সিদ্ধির নিমিত্ত ধর্মানুষ্ঠান স্বীকার্য্য হওয়ায় বেদের প্রামাণ্য পূর্বসিদ্ধ। ফলে বেদবিরোধে তাঁহাদের শাস্ত্রে উপজীব্য-বিরোধ অপরিহার্য্য—(ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১ পৃঃ ৪৩৫-৩৬), "বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে। পুরুষবচসাং তু মূলান্তরাপেক্ষং বক্তৃস্মৃতিব্যবহিতং চেতি বিপ্রকর্ষঃ। তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ।" "শাস্ত্রং চ স্বতো বোধকতয়া" ইত্যাদি ভামতী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য (ভামতী ২।১।১ পৃঃ ৪৩৬)। স্মৃতিপাদের বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বিদ্যমান।

১২ বিবরণভাবপ্রকাশিকা ১ম বর্ণক পৃঃ ৪১৩, "ননু শব্দস্যেব মনস এব নিদিধ্যাসনস্য বা সাক্ষাৎকারে করণত্বং কল্প্যতাম্, কল্পনায়া উভয়ত্রাবিশেষাৎ। ন চৈবং নষ্টপুত্রভাবনাজন্যসাক্ষাৎকারবৎ আত্মসাক্ষাৎকারস্য ভ্রান্তিত্বাপত্তিঃ, তস্য মূলপ্রমাণাভাবেন বাধিতার্থত্বাৎ, অত্র তু বাধকানামুপনিষদ্বিরোধেন আভাসত্বাদিতি শঙ্কতে—*শব্দাবগতেতি*।" একই যুক্তিতে মনঃকরণতাবাদ পরে খণ্ডিত হইবে। "নশ অদর্শনে" এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে "নষ্ট" পদের অর্থ মৃত অথবা অন্যত্র অবস্থানজন্য দর্শনের অযোগ্য। "বাধকানাম্" অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ব্রহ্মরূপ-বিষয়ের বাধক হেতুসমূহ। উক্ত হেতুসমূহ "সদেব" (ছাঃ উপঃ ৬।২।১) ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বাধিত হওয়ায় আগমবিরুদ্ধ ন্যায়াভাসমাত্র অর্থাৎ বাধিত হেত্বাভাস।

১৩ বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫২, পৃঃ ১৩২, "ন চাত্র শব্দপ্রামাণ্যস্য মূলত্বাৎ ন অমূলতেতি বাচ্যম্, সংবাদাৎ প্রামাণ্যাঙ্গীকারে পূর্বতন্ত্রোপপাদিতস্বতস্ত্বভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ।" পূর্বতন্ত্র অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে বহুল আলোচিত স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ।

১৪ প্রমার প্রমাত্ব সিদ্ধ হইলে তবে প্রমার করণরূপে প্রমাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ হওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণের প্রামাণ্য আলোচিত হয় না। তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি ১।১।১ পৃঃ ৭৯, "প্রমাকরণত্বং হি নানবধারিতায়াং প্রমায়ামধারয়িতুম্ শক্যম্।"

১৫ বাহুল্য ভয়ে সত্তাপক্ষরূপ তৃতীয় পক্ষ ধৃত হইল না।

প্রত্যুত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রমাত্ব নিদিধ্যাসন হইতে ভিন্ন শব্দ-প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় প্রমার উৎপত্তিগত স্বতস্ত্বের হানি অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন আচার্যগণ সাধারণতঃ জ্ঞপ্তিপক্ষ আলোচনা করিতেন বলিয়া বিবরণাচার্য্য প্রসংখ্যানবাদে জ্ঞপ্তিপক্ষেই দোষ দিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫১২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১৩), "উৎপন্নস্য হি [ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপস্য] বিজ্ঞানস্য [নিদিধ্যাসনাতিরিক্ত-শব্দরূপ-] প্রমাণান্তরাধীনবিষয়সম্ভাবনিশ্চয়াধীনপ্রামাণ্যকল্পনাৎ বরং স্বস্যৈব কৢপ্তপ্রমাণ-জন্যত্বকল্পনম্; অন্যথা পরতঃ প্রামাণ্যাৎ, ইতরত্র স্বতঃ প্রামাণ্যাৎ।" নিদিধ্যাসনাতিরিক্ত-শব্দরূপ-প্রমাণান্তরাধীনো যোঽয়ং ব্রহ্মরূপবিষয়সম্ভাবনিশ্চয়ঃ, তদধীনং যৎপ্রামাণ্যং তৎ কল্পনাৎ কৢপ্তপ্রামাণ্যশব্দজন্যত্বকল্পনং বরম্ [অপেক্ষাকৃতোৎকৃষ্টম্] —এইরূপভাবে অর্থ বুঝিতে হইবে। বিবরণাচার্য্যের গূঢ় আশয় এইরূপ।

নিদিধ্যাসন হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রমাত্বনিশ্চয়ের জন্য যে নিদিধ্যাসনগত প্রামাণ্যকল্পনা করিতে হইবে, সেই প্রামাণ্য-কল্পনা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বিষয়রূপ ব্রহ্মের সম্ভাবনিশ্চয়ের অধীন কল্পনা, কারণ নিদিধ্যাসিতব্য বিষয়ই সাক্ষাৎকারের বিষয় এবং বিষয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াই প্রমাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। এক্ষণে ঐরূপ বিষয়সম্ভাবনিশ্চয় শব্দরূপপ্রমাণান্তরের অধীন। ফলে উক্ত প্রামাণ্যকল্পনা গৌরবগ্রস্ত, কারণ ঐরূপ কল্পনার জন্য বুদ্ধিতে দূরবর্ত্তী শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। তদপেক্ষা লঘুকল্পনা এই যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার শব্দপ্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য কৢপ্ত বা পূর্ব হইতে প্রসিদ্ধ, কল্প্য নহে। নিদিধ্যাসনকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিলে নিদিধ্যাসনে জ্ঞানকরণত্ব ও সাক্ষাৎকারকরণত্ব এইরূপে উভয় কল্পনা করিতে হইবে। শব্দকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিলে শব্দে জ্ঞানকরণত্ব কৢপ্ত হওয়ায় কেবল সাক্ষাৎকারকরণত্ব কল্পনা করিতে হইবে[১৬]—এইরূপ তাৎপর্য্যেও উপরি উদ্ধৃত বিবরণ-সন্দর্ভ গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে করণ-মহিমায় জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধ হয় না, বিষয়মহিমায় জ্ঞানগতপ্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধ হওয়ায় নিত্য-অপরোক্ষস্বভাবব্রহ্মস্বরূপবিষয়ক শাব্দবোধ সর্বদাই অপরোক্ষ হইবে, ফলে শব্দে সাক্ষাৎকারকরণত্বও বস্তুর স্বভাব অনুসারেই সিদ্ধ। কিন্তু শব্দশ্রবণজন্য সর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টব্রহ্মের অপরোক্ষ প্রতীতি হইবে না, কারণ সর্বজ্ঞত্বাদিগুণ পরোক্ষ বলিয়া সর্বজ্ঞত্ববিশিষ্টব্রহ্মও পরোক্ষ। কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা। নিদিধ্যাসনের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকরণত্বপক্ষে যে কল্পনাগৌরব বিদ্যমান, তাহা মনের

---

১৬ তাৎপর্য্য এই, প্রসংখ্যানবাদী বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফল অন্যথা (অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়, অথবা অন্তরিন্দ্রিয় অথবা শব্দের দ্বারা) অনুপপন্ন হওয়ায় অগত্যা পরিশেষন্যায়ে অন্ততঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্থলে নিদিধ্যাসনের প্রামাণ্য কল্পনা করিতে হইবে। অগতিকগতিন্যায়ে অদৃষ্টকল্পনাই যুক্তিযুক্ত। কারণ ব্রহ্ম বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারেন না, শ্রুতিই ব্রহ্মকে বাহ্যেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়াছেন (কঠোপঃ ২।১।১), "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" অর্থাৎ, পরমেশ্বর শ্রোত্রাদি বহিরিন্দ্রিয়সমূহকে স্বভাবতঃই বহির্মুখরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া জীব বাহ্যবিষয়সমূহই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে নহে। শ্রুতি ব্রহ্মকে শব্দ ও মনেরও অগোচর বলিয়াছেন (তৈত্তিঃ উপঃ ২।৪) "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।" অর্থাৎ, মনের সহিত বাক্যসমূহ যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ মন ও বাক্য যাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না।

ইহাতে উত্তর এই, নিদিধ্যাসনরূপ অপূর্বপ্রমাণান্তরকল্পনায় কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ, কৢপ্তশব্দপ্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফল উপপন্ন করা যাইতে পারে বলিয়া অন্যথা উপপত্তিই বিদ্যমান, অন্যথানুপপত্তি নহে। পরোক্ষাত্মক ভাবনার অপরোক্ষবিষয়ত্ব এবং ভাবনার প্রমাণান্তরত্ব অন্যত্র দৃষ্টচর নহে। এইরূপ উভয় কষ্টকল্পনা অপেক্ষা বরং কৢপ্তপ্রামাণ্যশব্দের অপরোক্ষবিষয়ত্বকল্পনা লঘু; কারণ প্রসংখ্যানবাদে নিদিধ্যাসনরূপ প্রমাণান্তরকল্পনা ও তাহাতে অপরোক্ষবিষয়ত্বকল্পনা করিলে ধর্মী ও ধর্ম উভয় কল্পনাই করিতে হয়। অপরপক্ষে শব্দপ্রমাণরূপ ধর্মী পূর্বসিদ্ধ হওয়ায় ধর্মিকল্পনা নাই, কেবল কৢপ্ত ধর্মীতে অপরোক্ষবিষয়ত্বরূপ ধর্মকল্পনা বিদ্যমান। ধর্মিকল্পনা অপেক্ষা ধর্মকল্পনা যে লঘু, তাহা সর্বসম্প্রদায়সিদ্ধ। বেদান্তকল্পলতিকা, কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১৩২-৩৩, "আবশ্যকত্বেন শব্দস্যৈবাত্র প্রামাণ্যস্যোচিতত্বাচ্চ। অন্যত্র অদৃষ্টমপি ফলান্যথানুপপত্ত্যা অত্রৈব প্রামাণ্যং কল্প্যতে ইতি চেৎ; ন, অপূর্বপ্রমাণান্তরকল্পনে মানাভাবাৎ, [ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপস্য] ফলস্য চ কৢপ্তপ্রমাণেনৈ-বোপপত্তেঃ। পরোক্ষভাবনায়া অপরোক্ষবিষয়ত্বম্, তস্যাঃ প্রমাণান্তরত্বং চ, অন্যত্র অদৃষ্টচরমপি ত্বয়া [প্রসংখ্যানবাদিনা] কল্পনীয়ম্। তদুভয়কল্পনাৎ বরং কৢপ্তপ্রামাণ্যস্য, শব্দস্যৈবাপরোক্ষবিষয়ত্বমাত্রকল্পনম্; ধর্মিকল্পনাতো ধর্মকল্পনায়া লঘুত্বাৎ।" "বরং" পদের অর্থ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।

পক্ষেও বুঝিতে হইবে, কারণ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে মন বৃত্তিরূপ জ্ঞানের উপাদান হওয়ায় করণ হইতে পারে না—নিমিত্তকারণবিশেষই করণ হইয়া থাকে।[১৭] যাঁহারা ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের ন্যায় কার্য্যমাত্রের করণ স্বীকার করিয়া থাকেন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অভ্যুপগম করিয়াই এইরূপ বলা হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতী কার্য্যমাত্রের করণ তথা ব্যাপার স্বীকার করেন নাই।[১৮]

যদি উপরি আলোচিত লাঘব-গৌরবতর্কসহায়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে শব্দের করণত্ব ও নিদিধ্যাসনের অকরণত্ব স্বীকৃত না হয়, তবে নিদিধ্যাসনের করণত্বস্বীকারপক্ষে পরতঃ প্রামাণ্যপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য ; কিন্তু অন্যস্থলে অর্থাৎ শব্দের করণত্বস্বীকারপক্ষে স্বতঃপ্রামাণ্য অক্ষুণ্ণই থাকে। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সাক্ষাৎভাবে প্রমাণজন্য না হইলেও পরম্পরায় প্রমাণজন্য হওয়ায় উক্ত সাক্ষাৎকারে প্রমাত্ব থাকিবে, এইরূপে কল্পতরু-প্রদর্শিত পথে নিদিধ্যাসনের করণত্ব রক্ষা করা যাইবে না ; কারণ অপ্রমাণজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে অন্যতঃ প্রামাণ্যকল্পনায় উহা করণস্বভাবের দ্বারা অপ্রযুক্ত হওয়ায় প্রামাণ্যের পরতন্ত্ব অপরিহার্য্য। বিবরণাচার্য্য পরেও অভ্যাসের অপ্রমাণত্ব, পরোক্ষজ্ঞানমাত্রজনকত্ব এবং অভ্যাসজন্য জ্ঞানে মিথ্যা আপরোক্ষ্যের কথাও বলিয়াছেন (বিবরণ ২য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫৫৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৫১-৫২), "অথাপি কথঞ্চিৎ ['নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতৌ বাক্যভেদস্বীকারেণ] উপাসনবিধানং কল্প্যেত নিদিধ্যাসনবিধেঃ, তথাপি অপরোক্ষফলস্য অহেতুত্বাৎ উপাসনস্য ন শাব্দজ্ঞানাদ্বিশেষঃ...। অভ্যাসস্যাপ্রমাণত্বাৎ, বিষয়স্য [ইন্দ্রিয়-] অসম্প্রযুক্তত্বাচ্চ ন বস্ত্বাপরোক্ষ্যমভ্যাসাৎ, কিন্তু মিথ্যাপরোক্ষ্যম্।" ধ্যাননিয়োগবাদীর প্রদত্ত "ততস্তু তং পশ্যতে" (মুঃ উপঃ ৩।১।৮) ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও বিচার করিয়া বিবরণাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে প্রসংখ্যানবাদে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই (বিবরণ ঐ মেট্রোঃ পৃঃ ৫৫৮-৫৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৫২-৫৩)। কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা।

প্রসংখ্যানবাদী যে ঈশ্বরীয় মায়াবৃত্তির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা অদৃষ্টান্ত ; কারণ অবাধিতার্থবিষয়ক বলিয়া যদি মায়াবৃত্তি ভ্রম না হয়, তবে অজ্ঞাতার্থবিষয়কও নহে বলিয়া উহা প্রমাও নহে। ন্যায়াদি সম্প্রদায়মতে যেমন ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান গুণজন্য বা দোষজন্য না হওয়ায় তাঁহাদেরই স্বীকৃত নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের ন্যায় উহা ভ্রমপ্রমাবহির্ভূত, সেইরূপ অদ্বৈতশাস্ত্রেও ঈশ্বরের মায়াবৃত্তি অবাধিতার্থবিষয়ক ও অজ্ঞানানিবর্তক হওয়ায় সুখদুঃখাদিসাক্ষাৎকারের ন্যায় ভ্রমপ্রমাবহির্ভূত। উহা ভ্রমরূপ অপ্রমা নহে, এই অর্থে সুখাদিজ্ঞানের ন্যায়[১৯] ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রমা বলা হইয়া থাকে।[২০] কিন্তু ঐরূপ বৃত্তি অজ্ঞাননিবর্তক

১৭ বিঃ ভাঃ প্রঃ ১ম বর্ণক পৃঃ ৪১৩, "তর্হি করণত্বেন কৢপ্তশব্দ এব আত্মসাক্ষাৎকারকরণমস্তু, লাঘবাৎ ; ন তু মনঃ, তস্য জ্ঞানকরণত্ব-সাক্ষাৎকারকরণত্বয়োরুভয়োরপি কল্প্যত্বেন গৌরবাৎ।" আচার্য্য পূর্বপক্ষ উপস্থাপনকালে (ঐ পৃঃ ৪১৩) "ননু শব্দস্যেব মনস এব নিদিধ্যাসনস্য বা [আত্ম-] সাক্ষাৎকারে করণত্বং কল্প্যতাম্, কল্পনায়া উভয়ত্রাবিশেষাৎ" এইরূপে মনঃকরণতাবাদ ও প্রসংখ্যানবাদ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে যে আলোচ্য কল্পনাগৌরবদোষ উভয় পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধেই সমভাবে প্রসর।

১৮ লেখকের শীঘ্র প্রকাশিতব্য "বেদান্ত-পরিভাষা" গ্রন্থ-ব্যাখ্যায় মনের করণত্ব তথা ইন্দ্রিয়ত্ব বিস্তৃতরূপে খণ্ডিত হওয়ায় এই স্থলে উহার পুনরুক্তি করা হইল না।

১৯ অদ্বৈতগ্রন্থে কোন স্থলে সুখাকারবৃত্তি অস্বীকৃত হইয়াছে (সং শারীঃ সাঃ সং ১২৭ পৃঃ ৩৭ ; লঘুঃ পৃঃ ৪৮৩), কোনও স্থলে সুখাকারবৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে (লঘুঃ পৃঃ ২৯৫, ৩৯৫), কোনও স্থলে বা সুখাকারবৃত্তিকে প্রমারূপে স্বীকার করা হইয়াছে (লঘুঃ পৃঃ ৫৪৫)। প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই, সুখ-স্মৃতির উপপত্তির জন্য সুখাকারবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য (লঘুঃ পৃঃ ২৯৫, ৩৯৫ ; ন্যাঃ রঃ ১।১২২ পৃঃ ৪৭৫)। কিন্তু ইহা অবিদ্যাবৃত্তি হওয়ায় সুখপ্রতীতি প্রমা নহে, সুতরাং অবাধিতবিষয়করূপে উহার প্রমাত্ব-স্বীকার অভ্যুপগমসিদ্ধান্তমাত্র। অন্তঃকরণবৃত্তিব্যতিরেকে প্রতীতির প্রমাত্ব সম্ভব না হওয়ায় এবং একমাত্র অজ্ঞাতসৎ বিষয়ে অন্তঃকরণবৃত্তি সম্ভব বলিয়া জ্ঞাতৈকসৎ সুখদুঃখাদিবিষয়ে মণিপ্রভাকারের অন্তঃকরণবৃত্তিস্বীকার (মণিপ্রভা, প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫২) সম্পূর্ণরূপে প্রমাদগ্রস্ত।

২০ বাধিতবিষয়ত্ব ও দোষজন্যত্ববিষয়ে অদ্বৈতীর প্রকৃত চিন্তা এইরূপ।

অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অধ্যাসমাত্র বাধিতবিষয়ক। পুনরায়, অধ্যাসকে দোষজন্যও বলা হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, বাধিতবিষয়ক অধ্যাসমাত্র কি দোষজন্য ?

ইহাতে অদ্বৈতীর উত্তর এই, অধ্যাসত্ব ধর্ম লঘু এবং বুদ্ধিতে প্রথমোপস্থিত হইলেও দোষজন্যত্বের ব্যাপ্য নহে, কারণ অবিদ্যাধ্যাস অনাদি বলিয়া জন্য না হওয়ায় দোষজন্য নহে, কিন্তু অবশ্যই বাধিত। শুধু তাহাই নহে, দৃশ্যত্বধর্ম

না হওয়ায় মায়াবৃত্তির দৃষ্টান্তে ইচ্ছাপ্রসূত আহার্য্য-বৃত্তি যেমন প্রমা হইবে না, সেইরূপ নিদিধ্যাসনজনিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারও প্রমা না হওয়ায় অবিদ্যাধ্বংসি হইবে না। সুতরাং নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ নহে।

মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য হওয়ায় দোষও দৃশ্যরূপে অধ্যসনীয় বলিয়া দোষের অধ্যাসের নিমিত্ত দোষান্তরের অনুসন্ধান করিলে মূলক্ষতিকরী অনবস্থা অবশ্যম্ভাবী। নিত্যজ্ঞানবাদী ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে যেমন বাধক থাকায় জ্ঞানত্বমাত্র শরীরজন্যতাবচ্ছেদক নহে, অথবা গুণজন্যত্ব প্রামাণ্যের প্রযোজক নহে, জন্যজ্ঞানবিষয়েই যেমন ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয়; সেইরূপ অদ্বৈতীর নিকটও অধ্যাসমাত্র দোষজন্য নহে। কিন্তু জন্য-অধ্যাসের প্রতি দোষ অবশ্যই কারণ। সুতরাং অন্য সম্প্রদায়ের নিকট গুণাজন্য হইয়াও অবাধিতবিষয়করূপে নিত্যজ্ঞান যেমন প্রমা, সেইরূপ দোষাজন্য হইলেও বাধিতবিষয়করূপে অনাদি অধ্যাসের অপ্রামাণ্য উপপন্নই।

কেহ বলিতে পারেন যে অধ্যাস বাধিতবিষয়ক হইলেও দোষজন্যত্বই উহার অবচ্ছেদক, অর্থাৎ দোষজন্যত্বাবচ্ছেদেই অধ্যাস ভ্রম, বাধিতবিষয়কত্বাবচ্ছেদে নহে। সুতরাং অধ্যাসমাত্র দোষজন্য হওয়ায় অনাদি অধ্যাস অসিদ্ধ।

ইহাতে উত্তর এই, বাধিতবিষয়করূপে যদি অধ্যাসের ভ্রমত্ব (অপ্রামাণ্য) সিদ্ধ হয় না বলিয়া দোষজন্যত্বকে অবচ্ছেদকরূপে কল্পনা করা হয়, তবে দোষজন্যত্বও অন্য অবচ্ছেদককে অপেক্ষা করিয়া ভ্রমত্বের প্রয়োজক হউক্। বিনিগমনাবিরহে বাধিতবিষয়কত্বস্থলে অবচ্ছেদক স্বীকার এবং দোষজন্যত্বস্থলে অবচ্ছেদকান্তরের অস্বীকার অন্যায্য। কিন্তু অবচ্ছেদকান্তর অঙ্গীকার করিলে নিষ্প্রামাণিকী মূলক্ষতিকরী অনবস্থা অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং বাধিতবিষয়কত্বকে ভ্রমের স্বতন্ত্র প্রযোজকরূপে স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ, যাহা বাধিতবিষয়ক তাহা দোষজন্য না হইলেও দোষজন্যত্ব বাধিতবিষয়কত্বের ব্যাপ্য হইয়া থাকে—যে-স্থলে দোষজন্যত্ব, সেইস্থলে বাধিতবিষয়কত্ব। এইজন্য আচার্য্য শবরস্বামী অপ্রামাণ্যের (অপ্রমাত্বের) প্রযোজকরূপে দুষ্টকরণজন্যত্ব অর্থাৎ দোষযুক্ত ইন্দ্রিয়করণকত্ব (অদ্বৈতসিদ্ধিকারের ভাষায় দোষজন্যত্ব) ব্যতিরেকেও অর্থান্যথাত্বকে (অদ্বৈতসিদ্ধিকারের ভাষায় বাধিতবিষয়কত্বকে) অপ্রমাত্বের স্বতন্ত্র প্রযোজকরূপে স্বীকার করিয়াছেন। শাবরভাষ্যে "যস্য চ দুষ্টং করণম্" এবং "যত্র চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ" এইরূপভাবে অপ্রমাত্বের প্রযোজকদ্বয়ের পৃথক্ উল্লেখের ইহাই তাৎপর্য্য (শাবরভাষ্য ১।১।৫ পৃঃ ৯-১০ = পৃঃ ২৮), "যস্য চ দুষ্টং করণং, যত্র চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স এব অসমীচীনঃ প্রত্যয়ঃ, নান্যঃ ইতি।" আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধির "প্রতিকূলতর্কনিরাকরণপ্রকরণে" আচার্য্য শবর স্বামীর উপরি উদ্ধৃত "যস্য চ দুষ্টং করণম্" ইত্যাদি সন্দর্ভের এইরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়াছেন (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ প্রতিকূলতর্কঃ পৃঃ ৪৯৭), "...গুণাজন্যত্বেঽপ্যবাধিতবিষয়তয়া নিত্যজ্ঞানপ্রামাণ্যবৎ দোষাজন্যত্বেঽপি বাধিতবিষয়তয়া অনাদ্যধ্যাসস্যাপ্যপ্রামাণ্যোপপত্তিঃ। বাধিতবিষয়ত্বেঽপি ন দোষজন্যত্বমবচ্ছেদকম্; দোষজন্যত্বেঽপ্যবচ্ছেদকান্তরান্বেষণেঽনবস্থাপাতাৎ। বাধিতবিষয়ত্বস্য দোষাজন্যবৃত্তিত্বেঽপি দোষজন্যত্বস্য তদ্ব্যাপ্যত্বোপপত্তেঃ। অতএব শবরস্বামিনা 'যস্য দুষ্টং করণং যত্র চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনো নান্যঃ' ইতি বদতা দুষ্টকরণজন্যত্বমন্তরেণাপি অর্থান্যথাত্বমপ্রামাণ্যপ্রযোজকমুক্তম্।" সুতরাং সাদি অধ্যাসস্থলে দোষজন্যত্ব এবং সাদি-অনাদি উভয় অধ্যাসস্থলে বাধিতবিষয়কত্বই অপ্রমাত্বের প্রয়োজক হওয়ায় অনাদি অধ্যাস সিদ্ধই।

এইস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে শাবরভাষ্যে "দুষ্টং করণম্" থাকিলেও বিবরণসিদ্ধান্তে অধ্যাসের প্রতি করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কারণত্বই না থাকায় অদ্বৈতসিদ্ধিকার "দুষ্টকরণজন্যত্ব" না বলিয়া "দোষজন্যত্ব" বলিয়াছেন। শুক্তিরজত বা রজ্জু-সর্পাদি ও উহাদের প্রতীতি উভয়ই সাক্ষাৎ সাক্ষিভাস্য। প্রাতিভাসিক পদার্থের প্রতীতিতে করণ বা ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ ব্যাপারই নাই; কারণ শুক্তি-রজতাদি জ্ঞাতৈকসৎ, অজ্ঞাতসৎ নহে। ফলে শুক্তিরজতাদির প্রতীতির পূর্বে শুক্তিরজতাদিই উৎপন্ন না হওয়ায় শুক্তিরজতাদির সহিত ইন্দ্রিয়-সম্প্রয়োগের অবকাশই নাই। শুধু তাহাই নহে, শ্লোকবার্তিকের "অর্থান্যথাত্ব" পদে অন্যথাখ্যাতিবাদ সূচিত হওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধিকার উক্ত পদও পরিহার করিয়া "বাধিতবিষয়ত্ব" পদই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাই শাস্ত্র-রহস্য।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণনিরূপণে প্রসঙ্খ্যানবাদবিচার নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ-নিরূপণ ঃ

ভামতীসম্প্রদায়সমর্থিত মনঃকরণতাবাদস্থাপন

ভামতীপ্রদর্শিত পথে প্রসখ্যানবাদখণ্ডন

ভামতীকার বহু বিষয়ে ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডন মিশ্রকে অনুসরণ করিলেও ভামতীমধ্যে প্রসখ্যানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার কথা এই, অনুমানপ্রমাণর দ্বারা কোন অর্থ জানিয়া সেই অর্থের সহস্র চিন্তা করিলেও যেমন সেই অর্থবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ শব্দপ্রমাণদ্বারা অর্থকে জানিয়া তাহার পুনঃ পুনঃ চিন্তনজনিত সেই অর্থের সাক্ষাৎকার হয় না ; তাহা হইলে শীতাতুর ব্যক্তি বহ্নি অনুমান করিয়া চিন্তা করিলে তাহার বহ্নিসাক্ষাৎকার হইত।[১]

শুধু তাহাই নহে। ব্রহ্মোপাসনা হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, এই যে বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মোপাসনার স্বরূপ কি ? আপাতজ্ঞানাভ্যাসই কি উপাসনা ? অথবা, নিশ্চয়াভ্যাসই উপাসনা ? প্রথম পক্ষ যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ তাহা হইলে "স্থাণুর্বা পুরুষো বা" এইরূপ আকারের সংশয়াভ্যাস হইতে, অথবা "ইহা উচ্চতা ও বিস্তার-বিশিষ্ট দ্রব্য" ইত্যাকার সামান্যমাত্রদর্শনাভ্যাস হইতে বিশেষদর্শনব্যতিরেকেই "পুরুষ এব" এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান উৎপন্ন হইত।[২]

তাহা হইলে দ্বিতীয় বিকল্পই গৃহীত হউক্। শাব্দজ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মার পরমাত্মভাব জানিয়া মননের দ্বারা তাহা নিশ্চয় করিয়া সেই নিশ্চয়াত্মকশাব্দজ্ঞানপ্রবাহরূপ উপাসনা অবিদ্যার উচ্ছেদক হউক্।[৩] কিন্তু ইহা যুক্তিসহ নহে, কারণ "নিরতিশয়ানন্দরূপং ব্রহ্ম মমাপরোক্ষং ন প্রকাশতে" ইত্যাকার সাক্ষাৎকারাত্মক বিপর্য্যাস সাক্ষাৎকারাত্মক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই উচ্ছিন্ন হইতে পারে, পরোক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা নহে। যদিও "ইহা সর্প নহে, কিন্তু রজ্জু" ইত্যাকার আপ্তবচন হইতে উৎপন্ন রজ্জুবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারাও অপরোক্ষ রজ্জুসর্পভ্রম নিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়, তথাপি উহা নিরুপাধিক ভ্রমস্থলেই সম্ভব ; কিন্তু দিঙ্মোহ, অলাতচক্র ইত্যাদি সোপাধিক ভ্রমস্থলে দিগাদিতত্ত্ববিষয়ক অপরোক্ষ-জ্ঞানই ভ্রমনিবর্ত্তক হইয়া থাকে। আত্মাতে অন্তঃকরণের অধ্যাস নিরুপাধিক অধ্যাস হইলেও

১ ভামতী ১।১।১, পৃঃ ৫৪, "ন খল্বনুমানবিবুদ্ধং বহ্নিং ভাবয়তঃ শীতাতুরস্য শিশিরভরমন্থরতরকায়কাণ্ডস্য [পুরুষস্য] স্ফুরজ্জ্বালাজটিলানলসাক্ষাৎকারঃ প্রমাণান্তরেণ সংবাদ্যতে, বিসংবাদস্য বহুলমুপলম্ভাৎ।" "বিবুদ্ধম্" পদের অর্থ জ্ঞাতম্। "শিশিরভর" অর্থাৎ শৈত্যাধিক্য। "মন্থর" পদের অর্থ স্তিমিত। "স্তিমিত" পদের আর্দ্র অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও (অমরকোষ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গ ১৪৬) এই স্থলে উহার অর্থ নিশ্চল বা জড়। "কায়কাণ্ড" পদের অর্থ শরীর। স্ফুরন্ত্যো জ্বালা শিখা জটাকারা অস্য সন্তীতি জটিলঃ। ভামতীর আলঙ্কারিক ভাষা লক্ষণীয়।

২ ভামতী ১।১।১ পৃঃ ৫৪-৫, "কা পুনরিয়ং ব্রহ্মোপাসনা ? কিং শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিঃ, আহো নির্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানসন্ততিঃ ? যদি শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিঃ, কিমিয়মভ্যস্যমানাপ্যবিদ্যাং সমুচ্ছেত্তুমর্হতি। তত্ত্ববিনিশ্চয়স্তদভ্যাসো বা সবাসনং বিপর্য্যাসমুন্মূলয়েৎ, ন সংশয়াভ্যাসঃ, সামান্যমাত্রদর্শনাভ্যাসো বা। ন হি 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা' ইতি বা, 'আরোহপরিণাহবৎ দ্রব্যম্' ইতি বা, শতশোঽপি জ্ঞানমভ্যস্যমানং 'পুরুষ এব' ইতি নিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্তং, ঋতে বিশেষদর্শনাৎ।" "নির্বিচিকিৎসা" পদের অর্থ নিশ্চয়। "সবাসন" অর্থাৎ অনাদি ভ্রমসংস্কারসহিত। এই স্থলে "সবাসন" পদসন্নিধানে পঠিত "বিপর্য্যাস" পদের অর্থ অবিদ্যা, ভ্রমজ্ঞান নহে। "আরোহ" পদের অর্থ উচ্ছ্রয় বা উচ্চতা। "পরিণাহ" পদের অর্থ বিস্তার বা পরিমাণ। "পর্য্যাপ্তং" পদের অর্থ সমর্থ। "ঋতে" অব্যয়ের অর্থ বিনা বা ব্যতিরেকে।

৩ ভামতী ১।১।১ পৃঃ ৫৫, "ননূক্তং শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা যুক্তিময়েন চ ব্যবস্থাপ্যতে ইতি। তস্মান্নির্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানসন্ততিরূপোপাসনা কর্মসহকারিণ্যবিদ্যাদ্বয়োচ্ছেদহেতুঃ।" "শ্রুতময়েন জ্ঞানেন" অর্থাৎ শাব্দজ্ঞানেন। "যুক্তিময়েন" অর্থাৎ মননেন। ভামতীকার ভামতীর মঙ্গলশ্লোকে (পৃঃ ১) "অনির্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়" বলিয়া অনাদিভাবরূপ অবিদ্যা ও পূর্বপূর্ববিভ্রমসংস্কাররূপ অবিদ্যা, এইরূপে অবিদ্যাদ্বিতয় স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য তিনি এইস্থলে "অবিদ্যাদ্বয়" বলিয়াছেন।

অন্তঃকরণসন্নিধানে আত্মায় প্রমাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির অধ্যাস সোপাধিক। ফলে উহা দিঙ্মোহাদির ন্যায় অপরোক্ষজ্ঞানমাত্রনিবর্ত্ত্য।[৪] অতএব অপ্রমাণ পরোক্ষজ্ঞানাত্মক নিদিধ্যাসন সবাসন অবিদ্যার উচ্ছেদক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে না।

শাব্দাপরোক্ষবাদখণ্ডনপূর্বক মনঃকরণতাবাদস্থাপন

প্রশ্ন হইবে, যদি নিদিধ্যাসন অবিদ্যোচ্ছেদক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ না হয়, তবে উহার করণ কি? ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাকে অবশ্যই কোন প্রসিদ্ধ প্রমাণ হইতে উত্থিত হইতে হইবে, কারণ আলোকাদিরূপ অপ্রমাণসমূহ প্রমার সাধন হইলেও করণ হইতে পারে না। প্রমার করণই প্রমাণ হইয়া থাকে।

উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে নিদিধ্যাসন করণ না হয় না হউক্; কিন্তু শব্দ যখন প্রমাণরূপে প্রসিদ্ধ, তখন শব্দপ্রমাণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হউক্।

ইহাতে ভামতীসম্প্রদায়ের আপত্তি এই যে শব্দ পরোক্ষপ্রমামাত্র উৎপন্ন করে বলিয়া সামান্যমাত্রগ্রাহী, বিশেষগ্রাহী নহে। অথচ ব্রহ্মের পূর্ণানন্দাত্মকবিশেষাংশবিষয়ক অজ্ঞান (অর্থাৎ অনানন্দাপাদকাজ্ঞান—লঘুঃ পৃঃ ৩১০) বিশেষগ্রাহী অপরোক্ষপ্রমাভিন্ন নিবৃত্ত হইবে না। দিঙ্মোহাদিস্থলে দেখা যায় যে অপরোক্ষপ্রমাভিন্ন অপরোক্ষভ্রমের উচ্ছেদ হয় না এবং ব্রহ্মস্বরূপজীবের "নাহং ব্রহ্ম, কিন্তু জীবঃ" ইত্যাকার অব্রহ্মস্বরূপতাবভাস অপরোক্ষই। এইজন্য শাস্ত্র ও যুক্তির শত অভ্যাসসত্ত্বেও জীবের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, "নিরতিশয়ানন্দরূপং ব্রহ্ম মমাপরোক্ষং ন প্রকাশতে।" কিন্তু ঐ প্রকার নিরুপাধিব্রহ্মবিষয়ক নির্বিকল্পকপ্রমা ব্যতিরেকে সবাসন অবিদ্যার উচ্ছেদও সম্ভব নহে। আবার, ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকার অবিদ্যার প্রকাশক বলিয়া উহা অবিদ্যার বিরোধী নহে; উহা অবিদ্যার বিরোধী হইলে অবিদ্যার উদয়ই সম্ভব হইত না। অগত্যা স্বীকার্য্য, কোন প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মবিষয়ক আগন্তুক বৃত্তিই অবিদ্যার নাশ করিয়া থাকে।[৫] বস্তুতঃ

৪ ভামতী ১।১।১ পৃঃ ৫৫, "নচাসাবনুৎপাদিতব্রহ্মানুভবা তদুচ্ছেদায় পর্য্যাপ্তা [সমর্থা], সাক্ষাৎকাররূপো হি বিপর্য্যাসঃ সাক্ষাৎকাররূপেণৈব তত্ত্বজ্ঞানেনোচ্ছিদ্যতে, ন তু পরোক্ষাবভাসেন; দিঙ্মোহালাতচক্রচলদ্বৃক্ষমরুমরীচিসলিলাদিবিভ্রমেষ্বপরোক্ষাবভাসিষু অপরোক্ষাবভাসিভিরেব দিগাদিতত্ত্বপ্রত্যয়ৈর্নিবৃত্তিদর্শনাৎ, নো খল্বাপ্তবচনলিঙ্গাদিনিশ্চিতদিগাদিতত্ত্বানাং [পুরুষাণাং] দিঙ্মোহাদয়ো নিবর্ত্তন্তে। তস্মাৎ ত্বং-পদার্থস্য তৎ-পদার্থত্বেন [রূপেণ] সাক্ষাৎকার এষিতব্যঃ। এতাবতা হি ত্বং-পদার্থস্য দুঃখিশোকিত্বাদিসাক্ষাৎকারনিবৃত্তিঃ, নান্যথা।" "তদুচ্ছেদায়" পদান্তর্গত "তৎ" পদের অর্থ অবিদ্যাদ্বিতয়। নৌকাস্থিত পুরুষের তটগততরুসমূহে চলদ্বৃক্ষভ্রম হয়। জীবই ত্বং-পদার্থ এবং পরমাত্মা তৎ-পদার্থ। কল্পতরু ঐ, "ননু রজ্জুসর্পাদিভ্রমা অপরোক্ষাপি আপ্তবচনাদিজনিতপরোক্ষজ্ঞানৈর্নিবর্ত্তন্তে; সত্যম্, তে নিরুপাধিকাঃ, কর্ত্তৃত্বাদিস্তু সোপাধিক ইত্যভিপ্রেত্য তথাবিধমুদাহরতি।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে দিঙ্মোহ সোপাধিক অধ্যাস,—পুরুষবিশেষের অপরিশীলিত (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পরিচিত নহে) প্রদেশবিশেষের প্রাপ্তিই উপাধি। যে-পদার্থ নিজধর্ম অন্যপদার্থনিষ্ঠরূপে ভাসমান করায়, তাহাই উপাধি (গূঃ দীঃ ২।১৫ পৃঃ ৫২)। যেমন, অন্তঃকরণ স্বগত প্রমাতৃত্বাদি ধর্ম অপ্রমাতা, অকর্ত্তা, অভোক্তা আত্মায় প্রদান করিয়া উপাধিপদবাচ্য হইয়া থাকে। অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৫ বিবরণসম্প্রদায়ের ন্যায় ভামতীকারও জড় অন্তঃকরণবৃত্তিকে অজ্ঞানের নাশক বলেন নাই, কিন্তু অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেই অজ্ঞানঘাতক বলিয়াছেন (ভামতী ১।১।১ পৃঃ ৫৭), "...অন্যথা চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিং বিনা অন্তঃকরণবৃত্তেঃ স্বয়মচেতনায়াঃ স্বপ্রকাশত্বানুপপত্তৌ সাক্ষাৎকারত্বাযোগাৎ।" ভামতীকার অন্যত্রও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন (ভামতী ২।২।২৮ পৃঃ ৫৫১), "[অন্তঃকরণবৃত্তিরূপঃ] অনুভবস্তু জড়োঽপি স্বচ্ছতয়া চৈতন্যবিম্বোদ্‌গ্রহণায় নানুভবান্তরমপেক্ষতে, যেন অনবস্থা ভবেৎ।" ভামতীকার এইরূপ কথা আচার্য্যকৃত ভাষ্যানুসারেই বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।৫ পৃঃ ১৬৯), "...নাসাক্ষিকা সত্ত্ব [অন্তঃকরণ-] বৃত্তিঃ জানাতিনা অভিধীয়তে।" ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী জ্ঞা ধাতুর উত্তর লট্‌তি করিলে যে "জানাতি" ক্রিয়াপদ হয়, তাহাকে শব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে—"জানাতিনা" অর্থাৎ "জানাতি" এই শব্দের দ্বারা। যাঁহারা ভামতীকারকে প্রতিবিম্ববাদদ্বেষী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা ভামতীর উপরি উদ্ধৃত সন্দর্ভ দুইটি অনুধাবন করিবেন। বর্ত্তমান লেখক তাঁহার "বেদান্ত-পরিভাষা" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বিবরণসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে নিরুপাধিকব্রহ্মচৈতন্যই অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়। কিন্তু

প্রত্যক্ষপ্রমাণভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ বিশেষগ্রাহী না হওয়ায় কোন ইন্দ্রিয়বিশেষরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে। বহিরিন্দ্রিয়সমূহ রূপাদিহীন ব্রহ্মকে বিষয় করিতে পারে না। অগত্যা স্বীকার্য্য যে মন বা অন্তঃকরণরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে। ইন্দ্রিয়মহিমায় জ্ঞান যে অপরোক্ষ হইয়া থাকে, তাহা অতীব প্রসিদ্ধ।[৬] এই জন্য ভামতীকার পরিশেষন্যায়ে নিদিধ্যাসনরূপ অপ্রমাণকে অথবা পরোক্ষপ্রমামাত্রজনক শব্দপ্রমাণকে অথবা রূপাদিমাত্রগ্রাহক বাহ্যেন্দ্রিয়কে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ না বলিয়া অন্তঃকরণরূপ মনকেই করণ বলিয়াছেন।

আপত্তি হইবে, মনই যদি করণ হয় তবে বদ্ধজীবেরও তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যনিরপেক্ষই অন্তঃকরণদ্বারা জীবাত্মাভিন্নব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হউক্। শুধু তাহাই নহে, শ্রুতিও মনের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিষেধ করিতেছেন (কেনোপঃ ১৫) "যন্মনসা ন মনুতে"; (তৈত্তিঃ উপঃ ২।৪।২) "অপ্রাপ্য মনসা সহ।" সুতরাং মনই বা কিরূপে করণ হইবে?

ভামতীকারের উত্তর এই, কেবল মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ নহে: কিন্তু মহাবাক্যশ্রবণজনিত ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়কপরোক্ষজ্ঞান মননদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইবার পর উক্ত জ্ঞানপ্রবাহের দ্বারা উৎপন্ন সংস্কার জীবের অব্রহ্মস্বরূপতাবিষয়ক অনাদি সংস্কারসমূহ নাশ করিলে ঐরূপ পরিপক্বনিদিধ্যাসনসহকৃত মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে। ভাবনাপ্রচয়নিমিত্ত ফলোন্মুখতাই নিদিধ্যাসনের পরিপক্বতা। সুতরাং শ্রবণাদিত্রয় ব্যর্থ নহে। "যন্মনসা ন মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতি অসংস্কৃতমনোবিষয়ক। বস্তুতঃ শ্রুতিও তৃতীয়াভিধানদ্বারা মনকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিয়াছেন (কঠোপঃ ১।৩।১২) "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা", (মুঃ উপঃ ৩।১।৯) "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ", (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।১৯) "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইত্যাদি। প্রসংখ্যানসংস্কৃতত্বই বুদ্ধির অগ্র্যত্ব। ঐরূপ চেতস্ অর্থাৎ সুসংস্কৃত চিত্তের দ্বারাই অণু অর্থাৎ দুর্বিজ্ঞেয় আত্মার সাক্ষাৎকার কর্তব্য। তৃতীয় শ্রুতি কণ্ঠতঃই "এব"কারের দ্বারা মন ভিন্ন অন্য কাহারও করণত্ব ব্যবচ্ছিন্ন করিতেছেন।

আপত্তি হইবে, "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতি "উপনিষদ্" পদে তদ্ধিতপ্রত্যয়ের দ্বারা ব্রহ্মকে উপনিষন্মাত্রবেদ্য পুরুষ বলিয়াছেন—উপনিষৎস্বেব বিজ্ঞেয়ঃ, নান্যপ্রমাণগম্যঃ ইতি ঔপনিষদঃ। সুতরাং মনের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে ব্রহ্মের ঔপনিষদত্বহানি অবশ্যম্ভাবী।

ইহাতে ভামতী সম্প্রদায়ের উত্তর এই, মনকে করণ বলিলে ব্রহ্মের উপনিষন্মাত্রবেদ্যত্বের কোনরূপ হানি হয় না। শ্রুতির দ্বারাই জীবব্রহ্মৈক্যের পরোক্ষজ্ঞান হইলে তাহার পর সুসংস্কৃত অন্তঃকরণদ্বারা পরোক্ষাবগতব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। শ্রুতি যেমন "তং তু" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মকে উপনিষন্মাত্রবেদ্য বলিয়াছেন, সেইরূপ "মনসৈব" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মকে মনোমাত্রবেদ্যও বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতি ও অন্তঃকরণ উভয়ই যখন ব্রহ্মবিষয়ে প্রবৃত্ত, তখন এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উভয় শ্রুতির মধ্যে আপাতবিরোধ নিষ্পন্ন করিতে হইবে—শ্রুতি প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে, পরে শ্রবণাদিসংস্কৃত অন্তঃকরণ একাগ্রতাযুক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মবিষয়েই অপরোক্ষজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে মনই প্রধান হওয়ায় অপরোক্ষানুভবের

ভামতীসম্প্রদায়মতে সোপাধিক ব্রহ্মই বৃত্তির বিষয় হইতে পারেন, ব্রহ্ম অন্ততঃ অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা উপহিত হইলেই বৃত্তি-ব্যাপ্য বা বৃত্তির বিষয় হইতে পারেন, নিরুপাধি ব্রহ্ম বিষয়ই হন না। সুতরাং কল্পতরুর (১।১।১ পৃঃ ৫৭) "নিরুপাধিব্রহ্মেতি বিষয়ীকুর্বাণা বৃত্তিঃ" সন্দর্ভের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। অদ্বৈতসিদ্ধির "দৃশ্যত্বহেতূপপত্তিপ্রকরণে" (পৃঃ ২৫৩, ২৫৯-৬২) কল্পতরুকারের গূঢ় অভিপ্রায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অত্যন্ত কঠিন বলিয়া উহা এইস্থলে আলোচিত হইল না। বেদান্ত-পরিভাষার ব্যাখ্যাগ্রন্থে উহা প্রসঙ্গতঃ বিচারিত হইয়াছে।

৬ ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের ন্যায় ভামতীকারও করণমহিমায় জ্ঞানগতপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণসম্প্রদায় বিষয়মহিমায় জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা "বেদান্ত-পরিভাষা"র ব্যাখ্যাগ্রন্থে করা হইয়াছে।

করণভূতমনের ধর্ম বলিয়া একাগ্রতারূপ নিদিধ্যাসনের প্রাধান্যই যুক্তিযুক্ত, শ্রবণের প্রাধান্য নহে।[৭]

বিবরণসম্প্রদায় আপত্তি করিবেন, অনাত্মস্থলে শব্দ হইতে পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় হউক ; কিন্তু স্বতঃ অপরোক্ষব্রহ্মবিষয়ে শব্দ অপরোক্ষপ্রমাই উৎপন্ন করিবে, অন্যথা অপরোক্ষস্বরূপব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান ভ্রম হওয়ায় শব্দের অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে।[৮]

উত্তরে ভামতীসম্প্রদায়ের কথা এই, যদি ব্রহ্ম স্বতঃ অপরোক্ষ হওয়ায় তদ্বিষয়ক শব্দজন্যজ্ঞানও অপরোক্ষ হয়, তাহা হইলে শ্রুতবেদান্ত পুরুষের পুনরায় ব্রহ্মবিষয়ে পারোক্ষ্যভ্রমের অনুবৃত্তি হইবে না ; কিন্তু দেখা যায় যে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের পরও "নিরতিশয়ানন্দরূপং ব্রহ্ম মমাপরোক্ষং ন প্রকাশতে" ইত্যাকার পারোক্ষ্যভ্রম অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব শব্দ হইতে কদাপি অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হইতে পারে না, অন্তরিন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।[৯]

কেহ বলিতে পারেন, কেবল মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ না হওয়ায় যেমন ভামতীসম্প্রদায় শ্রবণাদিসংস্কৃত মনকে করণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ কেবল শব্দ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ না হউক, শ্রবণাদিসংস্কৃত শব্দই করণ হউক।[১০]

৭ তত্ত্বশুদ্ধি, "শ্রবণাদিসাধননিরূপণপ্রকরণম্" পৃঃ ২৮৩, "ন চৈতাবতা ব্রহ্মণঃ ঔপনিষদত্বহানিঃ, শব্দাদেব পরোক্ষাবগতে ব্রহ্মণি অন্তঃকরণাদপরোক্ষানুভবাভ্যুপগমাৎ। শ্রুতিশ্চ শব্দস্য ইব মনসোঽপি ব্রহ্মণি প্রবৃত্তিং দর্শয়তি (কঠোপঃ ২।১।১১) 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্', (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।১৯) 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্', 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা' ইত্যাদ্যা। 'যন্মনসা ন মনুতে', 'অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি পুনঃ অসংস্কৃতান্তঃকরণবিষয়ম্। তস্মাৎ শ্রুত্যন্তঃকরণয়োঃ উভয়োরপি ব্রহ্মণি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ ইত্থং ব্যবস্থা যুক্তা আশ্রয়িতুম্—শব্দঃ প্রথমং ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানং জনয়তি ; শ্রবণাদিসংস্কৃতমন্তঃকরণং পুনঃ একাগ্রতাযুক্তং তত্রৈবাপরোক্ষানুভবং জনয়তি ইতি। তস্মাদপরোক্ষানুভবং প্রতি কারণভূতমনোধর্মত্বাৎ একাগ্রতালক্ষণনিদিধ্যাসনস্যৈব প্রাধান্যং যুক্তমিতি [পূর্বপক্ষঃ]।" "কারণভূত" পদের স্থলে "করণভূত" পদই সমীচীন। মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিয়া প্রধান এবং মনোনিষ্ঠ নিদিধ্যাসন প্রধানসান্নিধ্যবশতঃ প্রধান, যেমন রাজাশ্রিত ব্যক্তি রাজসান্নিধ্যে প্রধান।

৮ কল্পতরুমধ্যে এইরূপ বিবরণপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে (কল্পতরু ১।১।১ পৃঃ ৫৫), "অপরোক্ষে ব্রহ্মণি শব্দ এবাপরোক্ষজ্ঞানহেতুঃ, অন্যথা তু তত্র পরোক্ষজ্ঞানস্য ভ্রমত্বাপাতাৎ।" পরিমলে ঐরূপ বিবরণসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা বর্তমান (পরিমল ঐ), " 'শব্দ এব' ইতি 'এব'-কারেণ প্রথমং শ্রবণজন্যে ব্রহ্মজ্ঞানে ক্৯প্তকরণভাবস্য শব্দস্যৈবাবিদ্যানিবর্তকে চরমসাক্ষাৎকারেঽপি করণত্বোপপত্তেঃ ন তত্র করণান্তরং কল্পনীয়মিতি সূচিতম্। ননু অপরোক্ষজীবাভেদতঃ শ্রুতেশ্চাপরোক্ষেঽপি ব্রহ্মণি পরোক্ষত্বাবগাহি জ্ঞানং লোকসিদ্ধমনুভূয়তে, অতএব "নিরতিশয়ানন্দরূপং ব্রহ্ম মমাপরোক্ষং ন প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারঃ ; এবং শ্রুতিতোঽপি ব্রহ্মণি পরোক্ষত্বাবগাহি পরোক্ষমেব জ্ঞানং ভবেৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—*অন্যথেতি*। লোকত ইব শ্রুতিতো নাপরোক্ষে ব্রহ্মণি পরোক্ষত্বাবগাহি ভ্রমরূপং জ্ঞানং যুক্তমিতিভাবঃ।" বিবরণসিদ্ধান্তে অভিব্যক্তচৈতন্যাভিন্নত্বই বিষয়গত আপরোক্ষ্য ; এইরূপ অর্থাপরোক্ষ্য নিত্যাভিব্যক্তজীবচৈতন্যাভিন্নব্রহ্মে স্বাভাবিক, কিন্তু ঘটাদি অনাত্মবিষয়নিষ্ঠ অপরোক্ষত্ব অপরোক্ষস্বভাবচৈতন্যাভেদাধ্যাসোপাধিক হওয়ায় আগন্তুক। বিষয়গত, জ্ঞানগত ও প্রমাণগত অপরোক্ষত্ব বেদান্তপরিভাষার ব্যাখ্যায় বর্তমান লেখক কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এইস্থলে আলোচিত হইল না।

৯ কল্পতরুকার বিবরণসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন (কল্পতরু ঐ পৃঃ ৫৫), "স্বতোঽপরোক্ষস্যাপি ব্রহ্মণঃ পারোক্ষ্যং ভ্রমগৃহীতম্। তত্রাপরোক্ষপ্রমাকরণাদেব তৎসাক্ষাৎকারঃ।" পরিমলে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ (পরিমল ঐ পৃঃ ৫৫), "যদি ব্রহ্ম স্বতোঽপরোক্ষমিতি [হেতোঃ] তদ্বিষয়শব্দজন্যমপি জ্ঞানমপরোক্ষং ভবেৎ, তদা শ্রবণজন্যজ্ঞানমপ্যপরোক্ষমিতি [হেতোঃ] শ্রুতবেদান্তস্য পুংসঃ তস্মিন্ [ব্রহ্মণি] পারোক্ষ্যভ্রমানুবৃত্তির্ন স্যাৎ। অনুবর্ততে চ তদনন্তরমপি ভ্রমগৃহীতং ব্রহ্মণি পারোক্ষ্যমিতি ন শব্দাদপরোক্ষজ্ঞানম্। তস্মাদপরোক্ষজ্ঞান-জননসমর্থাৎ অন্যতঃ এব তদেষ্টব্যম্।"

১০ বেদান্তকল্পলতিকায় স্পষ্টতঃ উভয় পক্ষই ধৃত হইয়াছে (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১২৮), "অত্র কেচিৎ তার্কিকেভ্যো বিভ্যতঃ শব্দাৎ পরোক্ষজ্ঞানমেবাঙ্গীকৃত্য ভাবনাসহকৃতাৎ মনসোঽপরোক্ষজ্ঞানমাচক্ষতে। অন্যে তু মন্যন্তে—শব্দাৎ আপততঃ পরোক্ষজ্ঞানমেব জায়তে করণস্বাভাব্যাৎ। উত্তরকালং তু শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদি-সহিতাৎ শব্দাৎ এব অপরোক্ষজ্ঞানমুদেতি, সংস্কারসহকৃতেন্দ্রিয়াদিব প্রত্যভিজ্ঞানমিতি।" প্রথম পক্ষ যে ভামতীসম্প্রদায়সম্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষ খণ্ডন করিতে বেদান্তকল্পলতিকাকার "তত্র আদ্য পক্ষস্তাবদযুক্তঃ" (পৃঃ ১২৮) বলিয়া মণ্ডনমিশ্রসম্মত প্রসংখ্যানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যদি মুদ্রণ বা লিপিকরপ্রমাদ না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে আদ্যপক্ষ আবার দ্বিধাবিভক্ত—কেবল নিদিধ্যাসন পক্ষ এবং

ভামতীসম্প্রদায়ের উত্তর এই যে তাঁহাদের পক্ষে লাঘব বিদ্যমান। শব্দপ্রমাণ পরোক্ষপ্রমামাত্রের জনকরূপেই কৢপ্ত। এক্ষণে শাব্দাপরোক্ষবাদে শব্দপ্রমাণের অপরোক্ষপ্রমাজনকত্বও কল্পনা করিতে হইবে। অপরদিকে, অন্তঃকরণ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়প্রকার প্রমার জনকরূপেই প্রসিদ্ধ—লিঙ্গাদিজ্ঞানসহিত মন পরোক্ষজ্ঞানের জনক এবং ইন্দ্রিয়সহিত মন অপরোক্ষজ্ঞানের জনক। সুতরাং মন পরোক্ষাপরোক্ষজ্ঞানসাধারণ হওয়ায় উক্তপক্ষেই কল্পনালাঘব বিদ্যমান।[১১] কিন্তু শাব্দাপরোক্ষবাদে শব্দজন্য চরমসাক্ষাৎকার স্বীকার করিলেও মনের ব্যাপার অবশ্যই অপেক্ষণীয়। এক্ষণে অবশ্য স্বীকার্য্য সেই মনের দ্বারাই যদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উপপন্ন করা যায়, তবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত শাব্দাপরোক্ষবাদে নিদিধ্যাসনের পরিপাকের পরও তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের পুনঃ শ্রবণ কল্পিত হওয়ায় অধিকতর কল্পনাগৌরব অপরিহার্য্য।[১২] বিশেষতঃ, শ্রবণাদির সহায়তা সত্ত্বেও শব্দ অপরোক্ষপ্রমাজনক হইতে পারে না ; কারণ যাহার যে-বিষয়ে সামর্থ্যই নাই, তাহার শতসহকারিবলেও তদ্বিষয়ে সামর্থ্য জন্মিতে দেখা যায় না ; অন্যথা দোষাদিরূপ সহকারি সহযোগে কুটজবীজ হইতে বটাঙ্কুরও উৎপন্ন হইত। কিন্তু তাহা হয় না।

নিদিধ্যাসনসহকৃত অন্তঃকরণপক্ষ যাহা পরে (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৩ পৃঃ ১৩৩) "অস্তু তর্হি মন এবাত্র প্রমাণম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে খণ্ডিত হইয়াছে। সেই স্থলে (পৃঃ ১৩৩-৩৪) "তৎ কিং ভাবনাসহকৃতং কেবলং বা ?" এইরূপ সন্দর্ভের দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। আচার্য্য "অন্যে তু মন্যন্তে" (পৃঃ ১২৮) ইত্যাদি সন্দর্ভে পূর্বে আলোচিত বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মতই উপস্থাপন ও খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে দ্বিতীয় মত বিবরণসম্মত নহে, যদিও চিৎসুখীতে (৩য় পরিঃ পৃঃ ৫৩৪) ও পঞ্চদশীতে (৯।৫৫-৯৯, ৯।৬২-৬৪) উক্ত দ্বিতীয়মতই সমর্থিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য অঃ রঃ রঃ পৃঃ ৪৫ পং ৭-৮।

১১ তত্ত্বশুদ্ধি ("শ্রবণাদিসাধননিরূপণম্"—পূর্বপক্ষস্থাপন) পৃঃ ২৮৩, "অতঃ শ্রবণমননসংস্কারসচিবমন্তঃকরণং এব একাগ্রতালক্ষণনিদিধ্যাসনোপেতং অনুভবপর্য্যন্তং বিজ্ঞানং জনয়তি ইতি যুক্তমাশ্রয়িতুম্ ; মনসঃ পরোক্ষাপরোক্ষজ্ঞানসাধারণত্বাৎ। তথা চ লিঙ্গাদিসহিতং মনঃ পরোক্ষজ্ঞানকারণভাবং প্রতিপদ্যতে ; ইন্দ্রিয়োপেতং পুনরপরোক্ষজ্ঞানকারণং ইতি।" "সচিব" পদের অর্থ সহকারী। "লিঙ্গাদিসহিতম্" অর্থাৎ "ব্যাপ্তিসংস্কারসাপেক্ষপক্ষধর্মতাজ্ঞানসহিতম্" (পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ২০১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫৩)। স্মর্তব্য, পঞ্চপাদিকা-বিবরণসিদ্ধান্তে ব্যাপ্তিসংস্কারসহিত পক্ষধর্মতাজ্ঞানই অনুমিতির কারণ, ব্যাপ্তিজ্ঞান নহে, পরামর্শও নহে। অদ্বৈতরত্নরক্ষণে আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী অতি সংক্ষেপে ভামতীপক্ষ উপস্থাপন করিয়াছেন (অঃ রঃ রঃ পৃঃ ৪৫), "ভামতীকারাস্তু—শব্দাৎ পরোক্ষমেব জ্ঞানং জায়তে, শব্দপ্রমাণস্বাভাব্যাৎ। ন চ, অপরোক্ষে প্রত্যগাত্মনি পরিপূর্ণব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানং ভ্রমঃ স্যাৎ, ইতি বাচ্যম্ ; পরোক্ষত্বেনানুল্লেখাৎ, অপরোক্ষং তু জ্ঞানং শ্রবণমননিদিধ্যাসনাভ্যাসজনাসংস্কারপ্রচয়োপবৃংহিতমনোজন্যমেব। ন চ ভাবনাজন্যসাক্ষাৎকারত্বেন কামিন্যাদিসাক্ষাৎকারবদনাশ্বাসঃ, শ্রুতিমূলত্বেন সমাশ্বাসসম্ভবাৎ। ন চ ['যৎ মনসা ন মনুতে' ইত্যাদি] শ্রুতিবিরোধঃ ; শাস্ত্রাচার্য্যাহিতসংস্কারাসমবহিতমনোগম্যত্বনিষেধপরত্বাৎ নিষেধশ্রুতীনাম্, ['মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্' ইত্যাদি] বিধিশ্রুতীনাং তু তাদৃশসংস্কারসহিতমনোগম্যত্বপ্রতিপাদনপরত্বাৎ—ইত্যাহুঃ।" আচার্য্য "তু" ও "আহুঃ" পদদ্বয়ের দ্বারা ভামতীপক্ষে স্বীয় অপরিতোষ জ্ঞাপন করিতেছেন। এইরূপ পদসমূহের দ্বারা অপরিতোষজ্ঞাপন রচনাশৈলী।

১২ পরিমল ১।১।১ পৃঃ ৫৫ "...চরমসাক্ষাৎকারস্য শব্দজন্যত্বাভ্যুপগমেঽপি তস্য [অন্তঃকরণস্য] ব্যাপারোঽবশ্যমপেক্ষণীয়ঃ। তস্মাদাবশ্যকেনান্তঃকরণেনৈব তদুৎপত্ত্যুপপত্তৌ তদর্থং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য তৎকালেঽপি পুনরনুসন্ধানকল্পন এব গৌরবমিতি ভাবঃ।" তাৎপর্য্য এই, শাব্দাপরোক্ষবাদীকে স্বীকার করিতে হইবে যে গুরুর মুখ হইতে প্রথমে "তত্ত্বমসি" বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না। শ্রবণাদির দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইবার পরই গুরুর মুখ হইতে পুনরায় "তত্ত্বমসি" বাক্য শ্রবণ করিলে ব্রহ্মবিষয়ক অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে পরিমলকারের বক্তব্য এই যে যদি সংস্কৃত চিত্ত স্বীকার করিতেই হয়, তবে উহাই সাক্ষাৎকারের করণ হউক। শব্দকে করণ বলিলে গৌরব হইবে এবং "তত্ত্বমসি" বাক্যের পুনরনুসন্ধানকল্পনায় অধিক গৌরব বিদ্যমান। তত্ত্বশুদ্ধিতে পূর্বপক্ষস্থাপন করিতে অন্যভাবে গৌরব-দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে (তত্ত্বশুদ্ধি ঐ পৃঃ ২৮৩), "ন খলু লোকে শব্দোঽপরোক্ষবিজ্ঞানহেতুঃ কচিৎ দৃষ্টপূর্বঃ। ন চ লোকে শব্দস্য অদৃষ্টমেব সামর্থ্যং বেদে কল্পয়িতুং শক্যম্, অতিপ্রসঙ্গাৎ।" শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি লোকে দৃষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও যদি বৈদিক বাক্যের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব স্বীকৃত হয়, তবে বৈদিকবাক্যত্বসাম্যবশতঃ "যজেত স্বর্গকামঃ" শ্রুতিবাক্য হইতেও অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে—ইহাই অতিপ্রসঙ্গ।

শুধু তাহাই নহে, সোপাধিক আত্মবিষয়ে অহমাকার অপরোক্ষপ্রমার উপপত্তির জন্য অহমাকার বৃত্তির উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্তঃকরণ বা মনই সেই অহংবৃত্তির করণরূপে কৢপ্ত। সুতরাং অহমাকার অপরোক্ষপ্রমার করণরূপে মন যখন পূর্বসিদ্ধ, তখন সেই কৢপ্ত অপরোক্ষপ্রমাকরণত্ববলেই নিদিধ্যাসনসংস্কৃত মন ব্রহ্মবিষয়েও অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন করিতে পারিবে।[১৩] কিন্তু শাব্দাপরোক্ষবাদে কল্পনা করিতে হইবে যে নিদিধ্যাসনরূপ সহকারিসমবধানে শব্দ তাহার স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে। অতএব শ্রবণমননের দ্বারা নিশ্চিত বাক্যার্থের ভাবনাপরিপাকসহিত অন্তঃকরণরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণকেই ব্রহ্মস্বরূপতার অনুভাবকরূপে স্বীকার করা উচিত।[১৪] সুতরাং ভামতীসম্প্রদায় অনুসারে "আত্মা বাঽরে" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতি এইরূপভাবে যোজনীয়।

১৩ কল্পতরু ১।১।১ পৃঃ ৫৫, "অন্তঃকরণং চ সোপাধিকে আত্মনি জনয়তি অহংবৃত্তিমিতি সিদ্ধম্ অস্য [অন্তঃকরণস্য] আত্মনি অপরোক্ষধীহেতুত্বম্। তত্তু শব্দজনিতব্রহ্মাত্মৈক্যধীসন্ততিবাসিতং তৎপদলক্ষ্যব্রহ্মাত্মতাং জীবস্য সাক্ষাৎকারয়তি, অক্ষমিব পূর্বানুভবসংস্কারবাসিতং তত্তেদন্তোপলক্ষিতৈক্যবিষয়প্রত্যভিজ্ঞাহেতুঃ।" কল্পতরুর "অক্ষমিব" ইত্যাদি সন্দর্ভের তাৎপর্য্য এইরূপ।

ক্লীবলিঙ্গ "অক্ষ" পদের ইন্দ্রিয়মাত্র অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও এই স্থলে উহার অর্থ চক্ষুরিন্দ্রিয়। কোন স্থানকালবিশেষে দেবদত্তকে প্রত্যক্ষ করিলে "অয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাকার অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ পুরোবস্থিত দেশ ও বর্ত্তমান কালমাত্রের গ্রাহক হওয়ায় উক্ত প্রত্যক্ষপ্রমা "অয়ম্" আকারে উৎপন্ন হয়। অয়ম্ অর্থাৎ এতদ্দেশকালবিশিষ্ট। অভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ বাহ্যবিষয়ে এতদ্দেশকালবৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করিয়া থাকে। পরে অন্য দেশকালে দেবদত্তকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করিলে পূর্বানুভবজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। তখন সেই সংস্কারসহকৃত সন্নিকর্ষ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। "সঃ" পদে পূর্বদৃষ্ট দেশকালই বুঝায়। যদি সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে কেবল সংস্কারের উদ্বোধ হইত তবে "সঃ দেবদত্তঃ" ইত্যাকার স্মৃতি হইত। কেবল সন্নিকর্ষ অভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ ও কেবল-সংস্কার স্মৃতি উৎপন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু উভয় মিলিত হইয়া দেবদত্তের ঐক্য-প্রতীতিজন্মায়। এক্ষণে এতদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য ও তদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় এতদ্দেশকালবিশিষ্টদেবদত্ত ও তদ্দেশকালবিশিষ্টদেবদত্তের ঐক্য সম্ভব নহে, যেহেতু বিশেষণভেদে বিশিষ্টের ভেদ হইয়া থাকে। অথচ দেবদত্তের ঐক্যবিষয়ক প্রতীতি বাধিত না হওয়ায় উহাকে ভ্রম বলা যায় না। অগত্যা স্বীকার্য্য যে তত্তা (তদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য) ও ইদন্তা (এতদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য) উভয়ই প্রত্যভিজ্ঞায় বিশেষণরূপে ভাসমান হইতে পারে না, ভাসমান হইলে ঐক্যের পরিবর্ত্তে বিরোধই অনুভূত হইত। সুতরাং উভয়ই উপলক্ষণ হইয়া থাকে,—পূর্বে বিশেষণরূপে প্রতীতি না হইলে পরে উপলক্ষণরূপে প্রতীতি হয় না। অতএব তত্তা ও ইদন্তা উভয়ের দ্বারা উপলক্ষিত দেবদত্তের ঐক্যবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। উক্ত প্রত্যভিজ্ঞার জনক চক্ষুরিন্দ্রিয়ই। সুতরাং স্বীকার্য্য যে চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বয়ং এতদ্দেশকালবিশিষ্ট দেবদত্তের অভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষের হেতু হইলেও পূর্বানুভবজন্যসংস্কারসহকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয় তত্তা ও ইদন্তার দ্বারা উপলক্ষিত দেবদত্তের ঐক্যবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞার করণ হইতে পারে। অনুরূপভাবে, কেবল মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে অক্ষম হইলেও শব্দজন্যপরোক্ষজ্ঞানপ্রবাহজন্যসংস্কারসহকৃত মন সর্বজ্ঞত্বাদি ("তৎ" পদে বাচ্য) ও অসর্বজ্ঞত্বাদি ("ত্বং" পদবাচ্য) এই উভয়ের দ্বারা উপলক্ষিত জীব-ব্রহ্মৈক্যরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের অপরোক্ষপ্রমার উৎপত্তিতে করণ হইয়া থাকে। এই স্থলেও সর্বজ্ঞত্বাদি ও অসর্বজ্ঞত্বাদিরূপ বিশেষণ দুইটির বিরোধবশতঃ "তৎ" পদবাচ্য সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ঈশ্বরচৈতন্যের সহিত "ত্বম্" পদবাচ্য অসর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টজীবচৈতন্যের অভেদ হয় না। অথচ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য সামানাধিকরণ্য-প্রয়োগের দ্বারা উঁহাদের ঐক্যই প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া ঐরূপ ঐক্য বাধিত হইতে পারে না।

১৪ ভামতী ১।১।১, পৃঃ ৫৫, ৫৭, "নচৈষ সাক্ষাৎকারো মীমাংসাসহিতস্যাপি শব্দস্য প্রমাণস্য ফলম্, অপি তু প্রত্যক্ষস্য, তস্যৈব তৎফলত্বনিয়মাৎ; অন্যথা কুটজবীজাদপি বটাঙ্কুরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ নির্বিচিকিৎসবাক্যার্থভাবনাপরিপাকসহিতমন্তঃকরণং ত্বংপদার্থস্যাপরোক্ষস্য তত্তদুপাধ্যাকারনিষেধেন তৎপদার্থতামনুভাবয়তীতি যুক্তম্।" তাৎপর্য্য এই, শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজননসামর্থ্যই না থাকায় মীমাংসাসাহিত্যসত্ত্বেও শব্দের ঐরূপ সামর্থ্য সম্ভব হয় না, যেমন কুটজবীজের কুটজাঙ্কুরোৎপত্তির সামর্থ্য থাকিলেও বটাঙ্কুরোৎপত্তির সামর্থ্য না থাকায় দোষযুক্ত হইলেও কুটজবীজের ঐরূপ সামর্থ্য জন্মে না। "তৎফলত্বনিয়মাৎ" অর্থাৎ সাক্ষাৎকারফলত্বনিয়মাৎ। নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি এইরূপ—যত্র সাক্ষাৎকারত্বং তত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্যত্বম্; সুতরাং ব্যাপক প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্যত্বের অভাবে ব্যাপ্য সাক্ষাৎকারত্বের অভাব স্বীকার্য্য। জীবই "ত্বং" পদের বাচ্যার্থ এবং পরমাত্মাই "তৎ" পদের বাচ্যার্থ। উভয়ের ঐক্যই তত্ত্ব হওয়ায় উভয় পদের লক্ষ্যার্থ নির্গুণ ব্রহ্ম। ভাবনাপরিপাক হইলে সাধকের এক একটি উপাধি ক্রমশঃ বিগলিত হইয়া যায়। ভামতী ৪।১।২ পৃঃ ৯৩২-৩৩, "অয়মভিসন্ধিঃ" হইতে "অন্তঃকরণেনেতি" পর্য্যন্ত সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারী আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গসহায়ে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিষয়ে তাৎপর্য্যাবগমরূপ শ্রবণাখ্য পরোক্ষজ্ঞান[১৫] উৎপন্ন করিবেন। শ্রবণের দ্বারা প্রমাণগত অসম্ভাবনা নিরাকৃত হইলে তাহার পর ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ে শ্রুতির অবিরোধী মননাখ্যতর্কের দ্বারা প্রমেয়গত অসম্ভাবনা দূরীভূত করিবেন। অনন্তর ঐরূপ নিশ্চিতপ্রমেয়বিষয়ক "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যশ্রবণজন্যপরোক্ষপ্রমার প্রবাহরূপভাবনা বা নিদিধ্যাসন দীর্ঘকালত্ব, নৈরন্তর্য্য ও সৎকার বা আদর (যত্ন) এই বিশেষণত্রয় যুক্ত করিয়া সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে[১৬] উক্তরূপ ভাবনার পরিপাক বা ফলোন্মুখতা হইয়া থাকে। এই প্রকার নিদিধ্যাসনজন্যসংস্কারপরিপাকবশে মন প্রসন্ন বা প্রসাদগুণযুক্ত হয় (গীতা শাঃ ভাঃ ২।৬৪-৬৫ পৃঃ ১২৩-২৪)। মলাপকর্ষণদ্বারা দর্পণ এবং কম্পন শান্ত হইলে জলরাশি যেমন প্রতিবিম্ব-গ্রহণে সমর্থ হয়, সেইরূপ নিদিধ্যাসনপরিপাকদ্বারা চিত্তের রাজস ও তামসবৃত্তিরূপ চাঞ্চল্য ও মল অভিভূত হইয়া সত্ত্বাধিক্যবশতঃ নির্মলীকৃত ও স্থিরীভূত হইলে অন্তঃকরণ প্রসাদগুণযুক্ত বা প্রসন্ন হইয়া থাকে। তখন শুদ্ধ অন্তঃকরণ সোপাধিক ব্রহ্মাকারে পরিণত হইলে সেই নির্মল অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত স্বরূপতঃ অনুৎপাদ্য ব্রহ্মচৈতন্যই বৃত্তিযোগে উপাধিতঃ উৎপন্ন হইয়া সবাসন অবিদ্যার বিঘাতক হইয়া থাকে। অবিদ্যার নাশে অবিদ্যোপাদান অন্তঃকরণের নাশ হইলে অন্তঃকরণবৃত্তিও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সোপাধিকব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে মনই প্রধান। পরিপক্ব নিদিধ্যাসনের অনন্তরই ঐরূপ বৃত্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া ও নিদিধ্যাসনরূপ একাগ্রতা অন্তঃকরণনিষ্ঠধর্ম হওয়ায় প্রধাননিষ্ঠ নিদিধ্যাসনই শ্রবণ ও মনন অপেক্ষা প্রধান এবং শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকারকরূপে অঙ্গ।

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ভাবনা বা প্রসঙ্খ্যান স্বয়ং করণ নহে। সুতরাং বিপ্রকৃষ্টকামিনী সাক্ষাৎকারস্থলেও ভাবনাসহকৃত অন্তঃকরণই করণ, ভাবনামাত্র নহে। ভাবনাজন্য বলিয়া কামিনীসাক্ষাৎকারের ন্যায় ভাবনাজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারও ভ্রম, প্রমা নহে,—ইহা বলা যাইবে না ; কারণ বিপ্রকৃষ্টকামিনী পরোক্ষ, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপজীবের অপরোক্ষত্ব নিত্যপ্রাপ্ত। অতএব বিমতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ ন প্রমা ভাবনাজন্যত্বাৎ বিপ্রকৃষ্টকামিনীসাক্ষাৎকারবৎ—এই প্রকার অনুমানে পরোক্ষবিষয়ত্ব উপাধি। সুতরাং মনোঽপরোক্ষতাবাদে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই।

"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যশ্রবণজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, ইহা সিদ্ধ করিতে বিবরণসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে "দশমস্ত্বমসি" ইত্যাদি লৌকিক-বাক্য হইতেও অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে কল্পতরুকার বলিয়াছেন যে "দশমস্ত্বমসি" বাক্যশ্রবণস্থলেও উক্তবাক্যশ্রবণজন্যপরোক্ষ-জ্ঞানজনিতসংস্কারসহকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয়ই নিজেতে দশমত্বপ্রত্যক্ষের করণ হইয়া থাকে ; বাক্য প্রযোজক হইলেও করণ নহে। অন্ধাদি ব্যক্তির উক্তবাক্যশ্রবণজন্য পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। অথবা, তাহার স্পর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিজ শরীরে দশমত্বের অপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ কল্পতরুকারের ইহা আপাততঃ সমাধান। যদি কেহ 'অহং দশমঃ" ইত্যাকার প্রতীতিকে শরীরবিষয়ক বলিয়া স্বীকার না করেন তবে চরম সমাধান এই যে "দশমস্ত্বমসি" এইরূপ বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার নিজ সোপাধিক আত্মবিষয়ে দশমত্ববিষয়ক অপরোক্ষপ্রমা অন্তঃকরণের দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাক।[১৭] সর্বস্থলেই

১৫ ভামতীকার শ্রবণে বিধি স্বীকার করেন না বলিয়া উঁহার বিচার অর্থ গ্রহণ না করিয়া তাৎপর্য্যাবগম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অবগম বা জ্ঞানে বিধি অদ্বৈতশাস্ত্রে স্বীকৃত নহে।

১৬ যোঃ সূঃ ১।১৪, "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" "স" পদে পূর্বসূত্রোক্ত অভ্যাস ধর্ত্তব্য। "আসেবিতঃ" অর্থাৎ সম্যক্ অনুষ্ঠীয়মানঃ। "দৃঢ়ভূমিঃ" অর্থাৎ স্থির।

১৭ কল্পতরু ১।১।১ পৃঃ ৫৫-৬, "শব্দস্তু নাপরোক্ষপ্রমাহেতুঃ ক্৯প্তঃ, প্রমেয়াপরোক্ষ্যযোগ্যত্বেন প্রমায়াঃ সাক্ষাৎকারত্বে দেহাত্মভেদবিষয়ানুমিতেরপি তদাপত্তিঃ। 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যত্রাপি তৎসচিবাদক্ষাদেব সাক্ষাৎকারঃ, অন্ধাদেস্তু পরোক্ষধীরেব।" "তৎসচিবাদক্ষঃ" অর্থাৎ, "দশমস্ত্বমসি"-বাক্যশ্রবণজন্যপরোক্ষজ্ঞানাহিতসংস্কারসহিতচক্ষুঃ। "এব"কার দ্বারা শব্দের করণত্ব ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে। পরিমল ঐ পৃঃ ৫৬, "ননু 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদৌ শব্দস্যাপ্যপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বং সিদ্ধমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—*দশম* ইতি।...*অন্ধাদেস্তু* ইতি। অভ্যুপেত্যায়ং পরিহারঃ

প্রত্যক্ষপ্রমাণই প্রত্যক্ষপ্রমার করণ, অপ্রমাণ নিদিধ্যাসনও নহে, শব্দরূপ পরোক্ষপ্রমাণও নহে। "উপনিষদ্" পদে প্রযুক্ত তদ্ধিতপ্রত্যয় পরোক্ষজ্ঞান পক্ষেও ব্যাখ্যেয়, অর্থাৎ উপনিষদ্ শ্রবণজন্য জীব-ব্রহ্মৈক্যবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান উপনিষন্মাত্রবেদ্য বটে। নিদিধ্যাসনের করণত্বপক্ষে উদ্ধৃত "জ্ঞানপ্রসাদেন" ইত্যাদি মুণ্ডক শ্রুতির (৩।১।৮) "জ্ঞান" পদ করণব্যুৎপত্তিতে চিত্তকেই বুঝাইবে—জ্ঞায়তেঽর্থোঽনেন ইতি জ্ঞানং চিত্তম্ ইত্যর্থঃ। সুতরাং উক্ত শ্রুতির দ্বারা বুঝা যায় যে ধ্যায়মান পুরুষই প্রসন্নচিত্তের দ্বারা "তৎ" পদলক্ষ্যব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ধ্যান বা প্রসংখ্যান চিত্তপ্রসন্নতা বা চিত্তৈকাগ্র্যের হেতু, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ নহে। শ্রুতি কণ্ঠতঃই "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা", "এষোঽণুরাত্মা চেতসা" ইত্যাদি বাক্যে তৃতীয়াভিধান দ্বারা চিত্ত বা বুদ্ধিকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিতেছেন। আচার্য্যও তাঁহার গীতাভাষ্যে মনঃকরণত্বপক্ষই কণ্ঠতঃ সমর্থন করিয়াছেন (গীতা ২।২১ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৪), "করণাগোচরত্বাদিতি চেৎ; ন, 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্' ইতি শ্রুতেঃ। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতশমদমাদিসংস্কৃতং মনঃ আত্মদর্শনে করণম্।" সুতরাং ভামতীসম্প্রদায়পক্ষে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই।

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অপরোক্ষভ্রমনিবৃত্তি—

অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে কল্পতরু-সন্দর্ভের ব্যাখ্যা

প্রত্যক্ষ অনুমানাদির অবাধ্য : ন্যায়ামৃতকারের আপত্তি

কল্পতরুকার বলিয়াছেন (কল্পতরু ১।১।১ পৃঃ ৫৫), "ননু রজ্জুসর্পাদিভ্রমাঃ অপরোক্ষাপি আপ্তবচনাদিজনিত-পরোক্ষজ্ঞানৈঃ নিবর্ত্তন্তে; সত্যম্ [নিবর্ত্তন্তে]।" এই সন্দর্ভ পাঠ করিলে অদ্বৈতদর্শনে নিষ্ণাতবুদ্ধিরও বিস্ময়োদ্রেক হইতে পারে। এই সন্দর্ভের পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য অদ্বৈতসিদ্ধির

'দশমোঽহমস্মি' ইতি অপরোক্ষজ্ঞানম্ অন্তঃকরণেন সম্ভবতি, শরীরবিষয়ং চেৎ স্পর্শনেন্দ্রিয়েণ বা জ্ঞানান্তরোপনয়সহিতান্তঃকরণেন বা সম্ভবতি।" মনে হয়, কল্পতরুকার অমলানন্দ তাঁহার পরম গুরু চিৎসুখ মুনির প্রত্যক্-তত্ত্ব-প্রদীপিকা (চিৎসুখী) অবলম্বনে "দশমস্ত্বমসি" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চিৎসুখ মুনি বিবরণ-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার পূর্বে পূর্বপক্ষ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন (চিৎসুখী ৩য় পরিঃ পৃঃ ৫২৮), "ন চ 'দশমস্ত্বমসি' ইতি বাক্যমুদাহরণম্; তত্রাপি কেবলশব্দস্যাপরোক্ষজ্ঞানাজনকত্বাদিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষস্যাপি দশমশরীরগোচরস্য তত্র ভাবাৎ। ন চ সত্যপীন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে তস্য [অপরোক্ষদর্শনস্য] আদৌ [রত্নতত্ত্বশাস্ত্রানুশীলনাৎ প্রাক্] অদর্শনাৎ পশ্চাত্তাবিশব্দজনিতত্বৈব তস্য [অপরোক্ষজ্ঞানস্য] ইতি নিশ্চেতুং শক্যম্; রত্নতত্ত্বাধিগমেঽপি তথাত্ব-[কেবলশব্দস্য অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব-] প্রসঙ্গাৎ [অনিষ্টাপত্তেঃ]। তথাহি—সত্যপীন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে অনধিগতরত্নতত্ত্বপরীক্ষাশাস্ত্রঃ পুষ্পরাগাদিভেদং ন প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে, অধিগতশাস্ত্রার্থস্তু তৎ তত্ত্বং প্রতিপদ্যতে। ন চৈতাবতা শাস্ত্রং তত্র প্রত্যক্ষপ্রমিতিজনকমভ্যুপেয়তে।" রত্নতত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞের দৃষ্টান্ত এইরূপে ব্যাখ্যেয়।

সাধারণ ব্যক্তির চক্ষুর সহিত পুষ্পরাগমণির (পদ্মরাগমণি বা পোখ্‌রাজ) সন্নিকর্ষ হইলেও তাহার উক্ত মণির ভেদ বা বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু রত্নতত্ত্বশাস্ত্র অধিগত করিবার পর সন্নিকর্ষ হইলে ঐরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই, প্রথমে সন্নিকর্ষসত্ত্বেও যখন বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু শাস্ত্রানুশীলনের পরই হয়, তখন শাস্ত্রই বৈশিষ্ট্য-প্রমাপ্রতীতির করণ, ইন্দ্রিয় নহে—এইরূপ কথা কেহ বলেন না। রত্নতত্ত্বশাস্ত্রানুশীলনজনিতজ্ঞানজন্যসংস্কারসহিতচক্ষুরিন্দ্রিয়ই পুষ্পরাগভেদের অপরোক্ষ প্রমিতির করণ, ইহাই সর্বসম্মত। সুতরাং "দশমস্ত্বমসি" স্থলে শাস্ত্রকে করণ বলিলে রত্নপরীক্ষাস্থলেও শাস্ত্রকেই করণ বলা হউক,—এইরূপ প্রতিবন্দিই পূর্বপক্ষীর বক্তব্য। অনধিগতং রত্নতত্ত্বপরীক্ষাশাস্ত্রং যেন পুংসা স অনধিগতরত্নতত্ত্বপরীক্ষাশাস্ত্রঃ। অধিগতং শাস্ত্রার্থং যেন পুংসা স অধিগতশাস্ত্রার্থঃ। "ভেদ" শব্দের অর্থ বিশেষ।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণনিরূপণে মনঃকরণতাবাদস্থাপন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

"প্রত্যক্ষস্য লিঙ্গাদ্যবাধ্যত্বে বাধকপ্রকরণে" (১ম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৩৮৯-) উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই অত্যন্ত কঠিন বিষয়ের অতীব সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ।

ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ আপত্তি করিয়াছেন (ন্যায়ামৃত ১ম পরিঃ "প্রত্যক্ষস্য লিঙ্গাদ্যবাধ্যত্বে বাধকোদ্ধারপ্রকরণম্" পৃঃ ১৬০-) যে প্রত্যক্ষপ্রমাণ অনুমান ও শব্দপ্রমাণের জ্যেষ্ঠ ও উপজীব্য হওয়ায় জগতের সত্যত্বগ্রাহক প্রত্যক্ষের বিরোধে অনুমান বা শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপন করা যাইবে না; প্রত্যক্ষপ্রমাণ অনুমান ও শব্দপ্রমাণের দ্বারা অবাধ্য। ইহারই উত্তরে আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী প্রদর্শন করিতেছেন যে প্রত্যক্ষও অনুমান ও শব্দপ্রমাণের দ্বারা বাধিত হইতে পারে; যেহেতু জ্যেষ্ঠ বা উপজীব্য বলিয়াই প্রত্যক্ষ প্রবল হয় না, কিন্তু প্রবৃত্তিসংবাদাদিরূপ পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষিতমান প্রত্যক্ষই পরীক্ষিতত্বরূপে প্রবল, উপজীব্যত্বাদিরূপে নহে (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "প্রত্যক্ষস্য লিঙ্গাদ্যবাধ্যত্বে বাধকপ্রকরণম্" পৃঃ ৩৮৯), "কিঞ্চ, পরীক্ষিতত্বেনৈব প্রাবল্যম্, নোপজীব্যত্বাদিনা; অনুমানশব্দ-বাধ্যত্বস্য প্রত্যক্ষেঽপি দর্শনাৎ। তথা হি—'ইদং রজতম্' ইতি [ভ্রম-] প্রত্যক্ষস্য অনুমানাপ্ত-বচনাভ্যাং...বাধো দৃশ্যতে।" সুতরাং পূর্বোদ্ধৃত কল্পতরু-সন্দর্ভের অন্তর্গত "আপ্তবচনাদি" পদের "আদি" পদে অনুমান ধর্ত্তব্য।

আপত্তি হইবে, অপরোক্ষবিশেষদর্শনই অপরোক্ষভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে, অনুমানাদিরূপ পরোক্ষপ্রমাণ সামান্যমাত্রগ্রাহী বলিয়া বিশেষগ্রাহী না হওয়ায় অনুমানাদির দ্বারা বিশেষ-দর্শনের অভাবে প্রত্যক্ষ-ভ্রম নিবর্ত্তিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, অপরোক্ষপ্রমার দ্বারাই অপরোক্ষভ্রমনিবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই বিবরণসম্প্রদায় শব্দপ্রমাণের পরোক্ষজ্ঞানজনকত্বরূপস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তমহাবাক্যশ্রবণজন্য অপরোক্ষব্রহ্ম-প্রমার উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। পরোক্ষপ্রমার দ্বারা অপরোক্ষভ্রমনিবৃত্তিস্বীকারপক্ষে শব্দস্বভাব পরিত্যাগ করা ব্যর্থই।[১]

অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উত্তর এইরূপ।

ইদমবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠ রজ্জুত্ব-প্রকারক অবিদ্যা সাদৃশ্যাদির দ্বারা উদ্বোধিত সর্পসংস্কারসহায়ে সর্পাকারে এবং ইদমাকার অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠ রজ্জুত্বপ্রকারক অবিদ্যা সর্পগ্রাহিবৃত্তি-সংস্কারসহায়ে সর্পাকার অবিদ্যাবৃত্তিরূপ সর্প-ভ্রমাকারে পরিণত হইয়া থাকে।[২] সুতরাং রজ্জুত্বপ্রকারক

১ অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৩৮৯, "ননু সাক্ষাৎকারিভ্রমে সাক্ষাৎকারিবিশেষদর্শনমেব বিরোধীত্যভ্যুপেয়ম্, অন্যথা পরোক্ষপ্রমায়াঃ অপরোক্ষভ্রমনিবর্ত্তকত্বোপপত্তৌ [সত্যাং] বেদান্তবাক্যানামপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বব্যুৎপাদনপ্রয়াসো ব্যর্থঃ স্যাৎ ইতি চেৎ।

২ সাধারণতঃ পঠন-পাঠন হইয়া থাকে যে বিষয়চৈতন্যনিষ্ঠ শুক্তিত্বপ্রকারক অবিদ্যাই রজতসংস্কারসহায়ে রজত ও রজতভ্রম উভয় আকারে পরিণত হয় (বেঃ পঃ প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ পৃঃ ১১৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহা যথার্থ সিদ্ধান্ত নহে। বস্তুতঃ একই সামগ্রী হইতে দুইটি ভিন্ন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না; উৎপন্ন হইলে কার্য্য দুইটির মধ্যে ভেদ বা বিশেষ উক্ত সামগ্রীদ্বারা অনুপপন্ন হওয়ায় নিষ্কারণ হইয়া যাইবে। এইজন্য বলা হয়, সামগ্রীভেদাৎ কার্য্যভেদঃ। অতএব মিথ্যারজত ও মিথ্যারজতজ্ঞানাভাসের সামগ্রী ভিন্নই। অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "ভ্রমস্য বৃত্তিদ্বয়োপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৬৫৩-৫৪, "যথা ইদমংশাবচ্ছিন্নচৈতন্যগতাবিদ্যাপরিণামত্বাৎ রূপ্যমিদন্ত্বেন ভাতি, তথা ইদমাকারান্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যগতাবিদ্যাপরিণামত্বেন রূপ্যজ্ঞানমিদংজ্ঞানত্বেন ভাতি।...ন চ, ইদংবৃত্তের্জ্ঞাতৈকসত্ত্বেন তদবচ্ছিন্নচৈতন্যগতাজ্ঞানমেব নাস্তি, ইতি বাচ্যম্; বৃত্তেঃ সাক্ষিবেদ্যত্বেন যদ্যপি তদ্গোচরাজ্ঞানং নাস্তি, তথাপি তদবচ্ছিন্নচৈতন্যে শুক্ত্যবচ্ছিন্ন-[-চৈতন্য-]-গোচরাজ্ঞানসত্ত্বাৎ। তথাচ ইদং বৃত্তিরাশ্রয়াবচ্ছেদিকা, ন তু বিষয়াবচ্ছেদিকা ইতি বস্তুস্থিতিঃ।..." তাৎপর্য্য এই, ইদমাকার অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য অবিদ্যার আশ্রয়-চৈতন্য বা আধারচৈতন্য। আশ্রয়-চৈতন্য প্রকাশিত না হইলে তদাশ্রিত অবিদ্যাই প্রকাশিত হইবে না। কিন্তু অবিদ্যামাত্র জ্ঞাতৈকসৎ; অজ্ঞাত অবিদ্যা স্বীকার করিলে অবিদ্যাবিষয়ক অবিদ্যা স্বীকার করিতে হয়, ফলে অনন্ত অবিদ্যার নিষ্প্রামাণিক কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু অবিদ্যার বিষয় শুক্তিত্বাবচ্ছিন্নশুক্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য, ইদন্ত্বাবচ্ছিন্নশুক্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্য নহে। অবিদ্যা যে-চৈতন্যকে বিষয় করে সেই চৈতন্যকে আবৃতই করিয়া থাকে, যেমন জ্ঞান যাহাকে বিষয় করে তাহাকে প্রকাশিতই করে। এইজন্য আচার্য্য বলিয়াছেন যে ইদমাকার-অন্তঃকরণবৃত্তি অবিদ্যার আশ্রয়-চৈতন্যের অবচ্ছেদক, বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অবচ্ছেদক নহে। শুক্তিত্ববিশিষ্টশুক্তিই শুক্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ অবিদ্যাবিষয়ের অবচ্ছেদক। এই বিষয়ে "শুক্তিং ন জানামি" ইত্যাকার প্রতীতিই প্রমাণ। "ন জানামি" অর্থাৎ অবিদ্যার বিষয় শুক্তি (অর্থাৎ

অবিদ্যা অধ্যস্ত প্রাতিভাসিক সর্প ও সর্পজ্ঞানাভাস উভয়েরই উপাদান। ফলে রজ্জুত্বপ্রকারক-রজ্জুবিশেষ্যক তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেই অবিদ্যারূপ উপাদানের নাশে অবিদ্যোপাদানক সর্প ও সর্পভ্রম উভয়ই যুগপৎ নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে—ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত। "নায়ং সর্পঃ, কিন্তু রজ্জুরিয়ম্", এইরূপ আপ্তবাক্যশ্রবণজন্য পরোক্ষজ্ঞান যে অপরোক্ষ সর্প ও সর্পভ্রমের নিবর্ত্তক নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং কি অর্থে আপ্তবচনশ্রবণজন্য পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষ-ভ্রমের নিবর্ত্তক হয়, তাহা বুঝা প্রয়োজন।

সর্পভ্রমজ্ঞানে প্রমাত্ব না থাকলেও ভ্রমকালে ভ্রমজ্ঞানে প্রমাত্ববুদ্ধিই হইয়া থাকে, অন্যথা ভ্রান্তপুরুষের পলায়নাদিরূপ প্রবৃত্তি হইত না। প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য হইলেও অপ্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য না হওয়ায় ভ্রমজ্ঞানের সাক্ষী ভ্রমনিষ্ঠ অপ্রমাত্ব গ্রহণ করে না। অনুরূপভাবে ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সর্প মিথ্যা হইলেও ভ্রমকালে ভ্রমজ্ঞানবিষয়ে সত্যতাবুদ্ধিই হইয়া থাকে, অন্যথা ভ্রান্তপুরুষের "সর্পোঽয়ং সন্" এইরূপ জ্ঞান হইত না। এক্ষণে "নায়ং সর্পঃ, কিন্তু রজ্জুঃ" ইত্যাকার আপ্তবচনশ্রবণজন্য পরোক্ষজ্ঞান সর্পভ্রমগত অপ্রমাত্বজ্ঞাপনের দ্বারা ভ্রমগতপ্রমাত্ববুদ্ধি এবং মিথ্যাসর্পগত সত্যতাবুদ্ধি নিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ভ্রমে প্রমাত্বভ্রম ও ভ্রমবিষয়ে সত্যতাভ্রম, উভয় ভ্রমই পরোক্ষ; কারণ দুষ্টকরণাজন্যত্বরূপ প্রমাত্ব অথবা অবাধিতবিষয়কত্বরূপ প্রমাত্ব কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অনুরূপভাবে যাহা সত্য তাহা সর্বদেশকালপুরুষের অবাধ্যই হইয়া থাকে বলিয়া সর্বদেশসর্বকালসর্বপুরুষাবাধ্যত্বরূপ সত্যত্বও কদাপি প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং ভ্রমনিষ্ঠ প্রমাত্বভ্রম ও ভ্রমবিষয়নিষ্ঠ সত্যত্বভ্রম পরোক্ষ বলিয়া অপরোক্ষ বাধকে অপেক্ষা করে না, পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারাই নিবর্ত্তিত হইতে পারে।[৩]

প্রশ্ন হইবে, ইহার দ্বারা "নায়ং সর্পঃ" এইরূপ আপ্তবাক্যের বলে "অয়ং সর্পঃ" এইরূপ অপরোক্ষভ্রমের বাধ হয়, ইহা কিরূপে বলা যায়?

উত্তর এই, রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারের পূর্বে সর্পভ্রম স্বরূপতঃ সৎ হইলেও পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা ভ্রমজ্ঞানে প্রমাত্বভ্রম ও ভ্রমজ্ঞানবিষয়ে সত্যত্বভ্রম নিবর্ত্তিত হওয়ায় সর্পভ্রম স্বকার্য্য পলায়নাদিরূপ প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিতে অক্ষম বলিয়া অসৎকল্পই (যেন অসৎই)। এই তাৎপর্যেই স্বোচিতপ্রবৃত্ত্যাদিকার্য্যাক্ষমত্বই ভ্রমজ্ঞানের বাধরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে; কারণ ভ্রম হইতে প্রমাত্ববুদ্ধি ও ভ্রমবিষয় হইতে সত্যত্ববুদ্ধি পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা অপহৃত হইল অপরোক্ষভ্রমসত্ত্বেও প্রবৃত্ত্যাদি স্তব্ধীভূত হইয়া যায়; অপরোক্ষবাধের পর যেমন প্রবৃত্ত্যাদি হয় না, সেইরূপ। সুতরাং স্বকার্য্যাক্ষমত্ব-সাম্যবশতঃই পরোক্ষজ্ঞানস্থলেও "বাধ" পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[৪]

ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিয়াছেন (ন্যায়ামৃত ঐ পৃঃ ১৬১), আলোচ্যস্থলে পরীক্ষিত প্রত্যক্ষের দ্বারাই অপরীক্ষিত প্রত্যক্ষের বাধ হইয়া থাকে, আপ্তবচনাদিশ্রবণজন্য পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা বাধ হয় না।

শুক্তিত্বপ্রকারকশুক্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্য) এবং "ন জানামি" বলিলে অবিদ্যার প্রকাশও সিদ্ধ হয়, নচেৎ "ন জানামি" প্রতীতিই হইবে না।

৩ অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৩৮৯ "ন, 'নায়ং সর্পঃ' ইত্যাদি বাক্যাদিনা সবিলাসাজ্ঞাননিবৃত্ত্যভাবেঽপি ভ্রমগতাপ্রমাণত্বজ্ঞাপনেন ভ্রমপ্রমাণত্ববুদ্ধেঃ তদ্বিষয়সত্যতাবুদ্ধেশ্চ নিবর্ত্তনাৎ, তাবতা চ ভ্রমনিবর্ত্তকত্বব্যপদেশাৎ, ভ্রমে প্রামাণ্যবিভ্রমস্য, তদ্বিষয়ে সত্যতাবিভ্রমস্য চ, পরোক্ষত্বেনাপরোক্ষবাধানপেক্ষত্বাৎ। ন হি দুষ্টকরণাজন্যত্বম্ অবাধিতবিষয়ত্বং বা প্রামাণ্যং কস্যচিৎ প্রত্যক্ষম্, ন বা সর্বদেশসর্বকালসর্বপুরুষাবাধ্যত্বরূপং বিষয়সত্যত্বং [কস্যচিৎ প্রত্যক্ষম্], অতঃ তয়োঃ [ভ্রমগতপ্রমাত্বভ্রম-ভ্রমবিষয়গতসত্যত্বভ্রময়োঃ] পরোক্ষপ্রমাবাধ্যত্বমুচিতমেব।" যদিও স্ত্রীগণের শৃঙ্গারভাবজনিত হাববিশেষই "বিলাস" পদের অর্থ (অমরকোষ নাট্যবর্গ ৪৫০), তথাপি দার্শনিক-গ্রন্থসমূহে কার্য্য বা পরিণাম অর্থে "বিলাস" পদের বহুল প্রয়োগ বিদ্যমান। সুতরাং "সবিলাস" পদের অর্থ কার্য্যসহিত—সর্প ও সর্পজ্ঞানাভাস উভয়ই অজ্ঞানের বিলাস বা কার্য্য—উহারা পুরুষের সর্বানর্থমূলস্বরূপা অবিদ্যা-কুহকিনীর বিলাসই বটে। "অর্থান্যথাত্বহেতুত্থদোষজ্ঞানাদপোদ্যতে" শ্লোকবার্ত্তিকের এই শ্লোকার্ধ (চোদনা-সূত্র শ্লোঃ ৫৩ পৃঃ ৬১) হইতে বুঝা যায়, অর্থান্যথাত্ব বা বাধিতত্ব এবং হেতুত্থদোষজন্যত্ব ভ্রমত্ব হইলে অবাধিতত্ব অথবা দুষ্টকরণাজন্যত্ব প্রমাত্ব হইবে। উদ্ধৃত সন্দর্ভে "অপ্রমাণত্ব" ও "প্রামাণ্য" পদে যথাক্রমে অপ্রমাত্ব ও প্রমাত্ব অর্থ বুঝিতে হইবে—ভাবে ষ্যঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে, করণবাচ্যে নহে।

৪ অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৩৮৯, "...তাবতা চ ভ্রমনিবর্ত্তকত্বব্যপদেশাৎ... ।...তয়োশ্চ [প্রমাত্বভ্রম-সত্যত্বভ্রময়োঃ] বাধিতয়োঃ রজতাদিভ্রমঃ স্বরূপেণ সন্নপি স্বকার্য্যাক্ষমত্বাৎ অসন্নিব ইতি বাধিত ইত্যুচ্যতে ইত্যনবদ্যম্।"

এই কারণেই কোন ব্যক্তির "অয়ং সর্পঃ" এইরূপ ভ্রমজ্ঞান হইবার পর যদি তিনি "নায়ং সর্পঃ" ইত্যাকার বাক্য শ্রবণও করেন তথাপি তিনি বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "আপনি কি নিশ্চিত হইয়া ইহা বলিতেছেন ? পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়াছেন কি ?" সুতরাং শব্দপ্রমাণমাত্র রজ্জুসর্পাদি ভ্রমনিবর্ত্তক নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষই নিবর্ত্তক।[৫]

উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে যদি ঐরূপ বক্তার আপ্তত্বে সন্দেহ থাকে তাহা হইলে ভ্রমপ্রমাদাদিশঙ্কার দ্বারা আক্রান্ত বা কলুষিত "নায়ং সর্পঃ" বাক্য দুর্বল হওয়ায় উহা সর্পভ্রমনিবর্ত্তক হইবে না। কিন্তু যে-স্থলে ঐরূপ আশঙ্কা হয় না, সেই স্থলে শব্দ অবশ্যই ভ্রমনিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এইজন্যই পিতা প্রভৃতি আপ্তপুরুষের উচ্চরিত "নায়ং সর্পঃ" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রাদি পুনরায় কোন প্রশ্ন উত্থাপনই করে না, বরং নিশ্চিত হইয়াই নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অতএব আপ্তবচনও ভ্রমনিবর্ত্তক হইতে পারে।[৬]

অনুরূপভাবে অনুমানও অপরোক্ষ সর্পভ্রমের নিবর্ত্তক হইতে পারে। সম্মুখে সর্প দেখিয়া "এই স্থানে সর্প কিরূপে আসিবে ?" এইরূপ চিন্তা করিয়া একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে যদি পুরোবস্থিত পদার্থ চলমানরূপে দৃষ্ট না হয়, তবে অচলত্ব-হেতুর দ্বারা সম্মুখে সর্পাভাব অনুমান করা যাইতে পারে—অয়ং ন সর্পঃ অচলত্বাৎ সম্মতবৎ। এই প্রকার অনুমান-প্রয়োগজন্য "নায়ং সর্পঃ" ইত্যাকার অনুমিত্যাত্মক পরোক্ষজ্ঞান হইলে ভ্রমগত প্রমাত্ব ও ভ্রমবিষয়গতসত্যত্ব নিবর্ত্তিত হওয়ায় পুরোবস্থিত পদার্থ সর্পরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেও পলায়নাদিরূপ প্রবৃত্ত্যাদি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং আপ্তবচন ও অনুমান প্রমাণের দ্বারাও রজ্জুসর্পাদি অপরোক্ষভ্রমের স্বকার্য্যোপজননাসামর্থ্যরূপ বাধ সম্ভব। এই তাৎপর্য্যেই কল্পতরুকার বলিয়াছেন, "সত্যাম্ [নিবর্ত্তন্তে]।" কিন্তু তিনি নিরুপাধিক ভ্রমস্থলেই এইপ্রকার পরোক্ষবাধ স্বীকার করিয়াছেন, সোপাধিক ভ্রমস্থলে নহে (কল্পতরু ১।১।১ পৃঃ ৫৫), "সত্যম্, তে নিরুপাধিকাঃ, কর্ত্তৃত্বাদিস্তু সোপাধিক এব... ।" তাৎপর্য্য এই যে নিরুপাধিক ভ্রমস্থলে পরোক্ষবাধ সম্ভব হইলেও সোপাধিকভ্রমে পরোক্ষবাধ সম্ভব নহে। অকর্ত্তা অভোক্তা আত্মায় কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অনাত্মস্বরূপ অন্তঃকরণগত ধর্মসমূহের অধ্যাস সোপাধিক এবং অন্তঃকরণই উপাধি। দিঙ্‌মোহ, অলাতচক্র প্রভৃতি অধ্যাসের ন্যায়ই আত্মায় কর্ত্তৃত্বাদির অধ্যাস সোপাধিক হওয়ায় ঐরূপ অধ্যাস বা ভ্রম অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানমাত্রনিবর্ত্ত্য, পরোক্ষজ্ঞানবাধ্য নহে (ভামতী ও কল্পতরু ঐ পৃঃ ৫৫)।

কিন্তু কল্পতরুকারের এইরূপ কথা যুক্তিযুক্ত কি না তাহা চিন্তনীয়। কারণ দিঙ্‌মোহ, অলাতচক্র প্রভৃতি সোপাধিক অধ্যাসস্থলেও ভ্রমগত প্রমাত্ব ও ভ্রমবিষয়গত সত্যত্ব আপ্তবচনাদির দ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যদিও অপরোক্ষাবভাস নিবর্ত্তিত হয় না। বিশেষতঃ সোপাধিক অধ্যাসস্থলে উপাধির অপসারণ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষদর্শনসত্ত্বেও ভ্রম নিবৃত্ত হয় না,—উপাধির সন্নিধান ভ্রমনিবৃত্তির প্রতিবন্ধক, যেমন চন্দ্রকান্তমণিসন্নিধান বহ্নির দহনপ্রতিবন্ধক। শুধু তাহাই নহে। আত্মায় অন্তঃকরণরূপ ধর্মীর নিরুপাধিক অধ্যাস না হইলে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ অন্তঃকরণগত ধর্মের সোপাধিক অধ্যাস সম্ভব নহে। এক্ষণে পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারাই যদি আত্মায় অন্তঃকরণের নিরুপাধিক অধ্যাস নিবর্ত্তিত হয়, তবে আত্মায় কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরূপ অন্তঃকরণধর্মের সোপাধিক অধ্যাস সুতরাং নিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ফলে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির অধ্যাস নিবর্ত্তনের জন্য পৃথক্ প্রযত্নের প্রয়োজন নাই।

৫ ন্যায়ামৃত ১ম পরিঃ প্রত্যক্ষস্য লিঙ্গাদ্যবাধ্যত্বে বাধকোদ্ধারঃ, পৃঃ ১৬১, "অতএব 'নায়ং সর্পঃ' ইত্যুক্তে প্রতিবদন্তি—'কিমেবং বদসি কেবলমপি পুনঃ পরামৃশ্য পশ্যসি' ইতি।" অঃ সিঃ প্রত্যক্ষস্য লিঙ্গাদ্যবাধ্যত্বে বাধকম্, পৃঃ ৩৯০, "ন চ 'নায়ং সর্পঃ' ইত্যুক্তেঽপি 'কিমেবং বদসি পরম্ ? অপি পুনঃ পরামৃশ্য পশ্যসি ?' ইতি প্রতিবচনদর্শনাৎ ন শব্দমাত্রং রজ্জুসর্পাদিভ্রমনিবর্ত্তকম্, কিন্তু প্রত্যক্ষমেব, ইতি বাচ্যম্।" এই স্থলে "পরম্" অব্যয়ের অর্থ নিশ্চয়।

৬ অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৩৯০, "প্রতিবচনস্থলে ভ্রমপ্রমাদাদিশঙ্কাক্রান্তত্বেন 'নায়ং সর্পঃ' ইত্যাদের্দুর্বলতয়া ন ভ্রমনিবর্ত্তকত্বম্। যত্র তু তাদৃক্‌শঙ্কানাক্রান্তত্বং, তত্র ভ্রমনিবর্ত্তকতৈব। অতএব তাদৃক্‌শঙ্কানাক্রান্তপিত্রাদিবচসি নেদৃক্ প্রতিবচনম্, কিন্তু সিদ্ধবৎ প্রবৃত্ত্যাদিকমেব।" "প্রতিবচন" বা "প্রতিবাক্য" পদের অর্থ প্রত্যুত্তর।

বস্তুতঃ অদ্বৈতসিদ্ধিতে সোপাধিক অধ্যাসের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "কর্তৃত্বাধ্যাসোপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৬০৮), সেই লক্ষণ অনুসারে আত্মায় কর্তৃত্বাদির অধ্যাস কি অর্থে সোপাধিক তাহা অতীব কঠিন বিচার এবং এইস্থলে কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় অধ্যাসবিচার-কালে ইহার আলোচনা করা হইবে।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে মনঃকরণতাবাদস্থাপন নামক অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট সমাপ্ত

নবম অধ্যায়

ভামতীসম্প্রদায়সম্মত মনঃকরণতাবাদ খণ্ডন

উপরি উক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে নিদিধ্যাসন অথবা মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইলে নিদিধ্যাসনই অঙ্গী হইবে, শ্রবণ নহে। বস্তুতঃ শাব্দাপরোক্ষবাদস্বীকারব্যতিরেকে শ্রবণের অঙ্গিত্ব স্থাপিত হয় না বলিয়া নিম্নে মনঃকরণতাবাদখণ্ডনমুখে শাব্দাপরোক্ষবাদে বিরুদ্ধ-চিন্তার অসারতা অতীব সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা যাইতেছে। শাব্দাপরোক্ষবাদের বিচার এইরূপ বিশাল যে তাহা এইস্থলে আলোচনীয় নহে। উহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

চিৎসুখী অবলম্বনে ভামতী-সম্প্রদায়ানুসারী "দশমস্ত্বমসি" ব্যাখ্যা খণ্ডন

ভামতীসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রত্যক্ষ প্রমিতির করণ হইতে পারে; শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমার করণ হইলে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্ভূত হইয়া যাইবে। ফলে শব্দের স্বাতন্ত্র্যই বিনষ্ট হইবে।

ইহাতে আপত্তি এই যে অপরোক্ষপ্রমিতিকরণমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে, এই প্রকার নিয়ম করা যায় না। অন্যসম্প্রদায়ের মতে যোগিমন বাহ্যবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমিতির করণ হইয়াও যেমন বাহ্যপ্রত্যক্ষপ্রমাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না, সেইরূপ শব্দও অপরোক্ষপ্রমিতির করণ হইয়াও প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় না।

কেহ বলিতে পারেন, বাহ্য-প্রত্যক্ষপ্রমিতিকরণত্বমাত্র বাহ্যপ্রত্যক্ষের অন্তর্ভাবে প্রযোজক নহে, কিন্তু "যোগিমনব্যতিরেকে" এইরূপ বিশেষণ যোগ করিতে হইবে—"যোগিমনোঽন্যত্বে সতি বাহ্যপ্রত্যক্ষপ্রমিতিকরণত্বং বাহ্যপ্রত্যক্ষপ্রমাণত্বম্।" অর্থাৎ, যোগিমনভিন্ন যাহা বাহ্য-প্রত্যক্ষপ্রমার করণ হইবে তাহাই বাহ্য-প্রত্যক্ষপ্রমাণ।

ইহাতে বিবরণসম্প্রদায়ের প্রতিবন্দি এইরূপ, তাহা হইলে তাঁহারাও বলিবেন, "স্বতোঽপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মবিষয়কশব্দান্যত্বে সতি অপরোক্ষপ্রমিতিকরণত্বং প্রত্যক্ষপ্রমাণত্বম্।" অর্থাৎ, স্বতঃ অপরোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক শব্দপ্রমাণব্যতিরেকে যাহা অপরোক্ষপ্রমিতির করণ হইবে তাহাই প্রত্যক্ষপ্রমাণ।

ভামতীসম্প্রদায় আপত্তি করিবেন, শব্দের অপরোক্ষপ্রমিতিকরণত্ব সিদ্ধ হইলেই তবে তাহার ব্যাবৃত্তির জন্য সত্যন্ত বিশেষণ প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু অদ্যাপি অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণস্থাপনের পূর্বে তাহাই সিদ্ধ হয় নাই।

উত্তর এই, "দশমস্ত্বমসি" ইত্যাদি লৌকিকবাক্যস্থলে শব্দের অপরোক্ষপ্রমাজনকত্ব সিদ্ধই হইয়াছে।

আপত্তি হইবে "দশমস্ত্বমসি" স্থলেও শব্দ "অহং দশমঃ" ইত্যাকার অপরোক্ষপ্রমিতির করণ নহে, শব্দসহকৃত ইন্দ্রিয়ই করণ।

প্রতিবন্দি এই, উক্তস্থলে মনঃ সহিত শব্দই দশমত্ববিষয়ক অপরোক্ষপ্রমার করণ, ইহাও বলা যাইতে পারে।

প্রশ্ন হইবে, ইন্দ্রিয়ই করণ, শব্দ সহকারিমাত্র এবং শব্দই করণ, ইন্দ্রিয় সহকারিমাত্র—এইরূপ উভয়পক্ষেই অন্বয়-ব্যতিরেক থাকায় বিনিগমনা কি ?[1]

১ বস্তুতঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের করণরূপে মন সিদ্ধই না হওয়ায় তাহার সহকারিরূপে শব্দের কল্পনা অনুপপন্নই। চিৎসুখী ৩য় পরিঃ "শব্দস্য অপরোক্ষহেতুত্বে সিদ্ধান্তঃ" পৃঃ ৫৩২, "মনসশ্চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বস্যাদৃষ্টচরতয়া তত্র শব্দস্য সহকারিত্বকল্পনানুপপত্তেঃ। তথাত্বে শ্রবণাদীনামেব বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ।" তাৎপর্য্য এই, শ্রুতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকেই প্রমাণের সহকারী বলিয়াছেন। কিন্তু মনঃকরণতাবাদে শব্দকে মনের সহকারিরূপে স্বীকার করিলে শ্রবণাদির শ্রুতিসিদ্ধ সহকারিত্ব পরিত্যাগ করিতে হয়। ফলে ইহা স্বীকার্য্য যে শ্রুতি শ্রবণাদি বিষয়ক বৃথা উপদেশই দিয়াছেন। আবার, শ্রবণাদিকে সহকারিরূপে অঙ্গীকার করিলে শব্দের সহকারিত্ব অন্তর্গড়ুন্যায়ে নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়।

উত্তরে চিৎসুখমুনি বলিয়াছেন যে অন্ধব্যক্তির, অথবা গাঢ় অন্ধকারে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির, অথবা স্পর্শনব্যাপাররহিত ব্যক্তির "দশমস্ত্বমসি" বাক্য শ্রবণের অনন্তর "অহং দশমঃ" ইত্যাকার অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরগত দশমত্বের সহিত অন্তঃকরণের সম্প্রয়োগ সম্ভবই নহে। আবার, "অহং দশমঃ" প্রতীতি পরোক্ষও নহে,—পরোক্ষ হইলে তাহার অপরোক্ষভ্রমজনিতশোকের নিবৃত্তি হইত না।[২]

পঞ্চদশী অনুসারে "দশমস্ত্বমসি" বাক্যের ব্যাখ্যা

পঞ্চদশীকারের প্রদর্শিত পথে "দশমস্ত্বমসি" বাক্যের ব্যাখ্যা এইরূপ।

"আমাদের মধ্যে দশম ব্যক্তি নাই", এই প্রকার অপরোক্ষভ্রমকালে যদি কোন আপ্ত পুরুষ বলেন "দশম ব্যক্তি মৃত নহে, আছেন" তবে উক্ত বাক্যশ্রবণজন্য "দশম ব্যক্তি আছেন" এই আকারে পরোক্ষপ্রমাই উৎপন্ন হইবে, যেমন "স্বর্গ আছে" এই প্রকার আপ্তবাক্য শ্রবণ করিলে "স্বর্গ আছে" এই আকারে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যদি গণনাপূর্বক কাহারও দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলা হয়, "ত্বং দশমঃ অসি", তাহা হইলে উক্ত বাক্য শ্রবণ করিলে শ্রোতার "অহং দশমঃ" ইত্যাকার অপরোক্ষানুভবই উৎপন্ন হইবে যাহা শ্রোতৃগত দশমত্ববিষয়ক অপরোক্ষভ্রম নিবৃত্ত করিয়া তজ্জন্য শোকাদি নিবৃত্ত করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে, "কূটস্থব্রহ্ম আছেন", "ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান - অনন্তস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিলে শ্রোতার ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। কিন্তু যথোক্তসাধনসম্পন্ন পুরুষ গুরুর মুখ হইতে "তৎ ত্বম্ অসি" এইরূপ জীবব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ করিলে শ্রোতার ব্রহ্মবিষয়ক নির্বিকল্পকসাক্ষাৎকারই উৎপন্ন হইবে। শুধু পার্থক্য এই, প্রত্যগাত্মায় শরীর অভেদে অধ্যস্ত বলিয়া শরীরগত দশমত্বধর্মও অধ্যস্ত ; কিন্তু ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মার অভেদ স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ।[৩] বস্তুতঃ বিবরণসিদ্ধান্তে অপরোক্ষস্বভাব সাক্ষীর সহিত স্বাভাবিকভাবেই হউক্ অথবা আধ্যাসিকভাবেই হউক্, যাহা অভিন্ন হইবে সেই সাক্ষ্যভিন্নপদার্থমাত্রে যে-কোন প্রমাণই অপরোক্ষপ্রতীতি উৎপন্ন করিতে সমর্থ ; কেবল শব্দপ্রমাণই যে সমর্থ, তাহা নহে। এইজন্য বহ্নির অনুমিতিস্থলে সন্নিকৃষ্ট পর্বতাংশে অনুমিতিজ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব অদ্বৈতীর স্বীকৃত সিদ্ধান্ত।[৪] রত্নতত্ত্বসাক্ষাৎকারস্থলেও অদ্বৈতীর সিদ্ধান্ত ভিন্ন

২ চিৎসুখী ও তাহার উপর প্রত্যক্স্বরূপভগবৎপ্রণীত মানসনয়নপ্রসাদিনী বা সংক্ষেপে নয়নপ্রসাদিনী টীকা (৩য় পরিঃ শ্লোঃ ১ এর ব্যাখ্যা পৃঃ ৫৩০ হইতে পৃঃ ৫৩১ "ইতি বদামঃ" পর্য্যন্ত সন্দর্ভ) অবলম্বনে এইরূপ প্রতিবন্দি-প্রধান আলোচনা করা হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

৩ পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপপ্রকরণ শ্লোঃ ২২-২৭ পৃঃ ১৯৬-৯৭, "পরোক্ষমপরোক্ষং চ জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যদঃ। নিত্যাপরোক্ষরূপেঽপি দ্বয়ং স্যাদ্দশমে যথা॥ নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাত্তদা। ন বেত্তি 'দশমোঽস্মী'তি বীক্ষমাণোঽপি তান্নব॥ ন ভাতি নাস্তি দশম ইতি স্বং দশমং তদা। মত্বা বক্তি তদজ্ঞানকৃতমাবরণং বিদুঃ॥ নদ্যাং মমার দশম ইতি শোচন্ প্ররোদিতি। অজ্ঞানকৃতবিক্ষেপং রোদনাদিং বিদুর্বুধাঃ॥ 'ন মৃতো দশমোঽস্তী'তি শ্রুত্বাপ্তবচনং তদা। পরোক্ষত্বেন দশমং বেত্তি স্বর্গাদিলোকবৎ॥ 'ত্বমেব দশমোঽসী'তি গণয়িত্বা প্রদর্শিতঃ। অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃষ্যত্যেব ন রোদিতি॥" ভাবার্থ এইরূপ।

দশম পুরুষবিষয়ে যেমন অজ্ঞান ও জ্ঞান, পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব বিদ্যমান, সেইরূপ নিত্য অপরোক্ষচৈতন্য বিষয়েও উক্ত অজ্ঞানাদি চতুষ্টয় বর্ত্তমান। উভয়স্থলেই সপ্ত অবস্থা দৃষ্ট হয়—দশমের অজ্ঞানাবস্থা, দশম পুরুষীয় অজ্ঞানের আচরণাবস্থা, দশমপুরুষের অজ্ঞানকার্য্য বিক্ষেপাবস্থা, দশম পুরুষের পরোক্ষজ্ঞানাবস্থা, দশমপুরুষের অপরোক্ষজ্ঞানাবস্থা, তাহার শোকনিবৃত্তির অবস্থা এবং তাহার তৃপ্তির অবস্থা। দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শ্লোকে যথাক্রমে প্রথম চারিটি অবস্থা ও শেষ শ্লোকে শেষ তিনটি অবস্থা বলা হইয়াছে। নিত্য অপরোক্ষ ব্রহ্মবিষয়েও ঐরূপ সপ্তাবস্থা বুঝিতে হইবে। রামকৃষ্ণকৃত ও অচ্যুত রায়কৃত টীকাদ্বয় দ্রষ্টব্য। বেদান্ত-পরিভাষার ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা থাকায় এইস্থলে আলোচনা সংক্ষেপ করা হইয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শ্রুতিবাক্যশ্রবণের অনন্তর প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান স্বীকর করিয়া পঞ্চদশীকার বিবরণপ্রদর্শিত দ্বিতীয় মতই (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৯) গ্রহণ করিয়াছেন।

৪ ভাবপ্রকাশিকা ১ম বর্ণক পৃঃ ৪০৬, "নন্বেবমপরোক্ষবিষয়ানুমিতেরপ্যপরোক্ষত্বং স্যাদিতি চেৎ ; সত্যম্, শব্দজ্ঞানবৎ তস্যা অপি অপরোক্ষবিষয়িণ্যা অপরোক্ষত্বাৎ। অতএব পর্বতাংশে অনুমিতিঃ 'সাক্ষাৎ করোমি' ইত্যনুভূয়তে।" বেদান্তপরিভাষাকার তাঁহার পরমগুরু নৃসিংহাশ্রমকে অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছেন (বেঃ পঃ ১ম

নহে।[৫]

মনের জ্ঞানকরণত্বখণ্ডন

প্রকৃতপ্রস্তাবে অদ্বৈতশাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব তথা প্রমাকরণত্ব স্বীকারই করা সম্ভব নহে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে একমাত্র মনোবৃত্তি প্রমাণ-বৃত্তি যাহা অজ্ঞানকে নাশ করিতে সমর্থ। মন বা অন্তঃকরণ বৃত্তির উপাদানকারণ হওয়ায় করণ হইতে পারে না, যেহেতু নিমিত্তকারণবিশেষই করণ হইয়া থাকে এবং উপাদানত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব ব্রহ্ম ও অবিদ্যা ব্যতিরেকে কুত্রাপি একত্র থাকিতে পারে না। ফলে মনের উপাদানত্বই তাহার করণত্বের প্রতিষেধক (তত্ত্বানুসন্ধান ২য় পরিঃ পৃঃ ১৭), "বৃত্তিং প্রতি উপাদানত্বাৎ ন করণং মনঃ।" প্রমারূপ কার্য্য স্বোপাদান অন্তঃকরণে আশ্রিত হওয়ায় অন্তঃকরণ প্রমার নিমিত্তকারণ হইতে পারে না, যেহেতু কার্য্য নিমিত্তকারণে আশ্রিত হয় না, উপাদানেই আশ্রিত হইয়া থাকে।[৬]

শুধু তাহাই নহে। ইন্দ্রিয় কদাপি ইন্দ্রিয়ান্তরের সহকারী হয় না—ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ান্তরনিরপেক্ষেই বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। রূপাদিসাক্ষাৎকারে মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহকারিকারণ হইয়া থাকে, ইহা মনের ইন্দ্রিয়ত্ববাদিমাত্র সম্মত।[৭] সুতরাং মনের অনিন্দ্রিয়ত্বে অনুমান প্রয়োগ সম্ভব—বিমতং মনঃ ন ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়সহকারিত্বাৎ আত্মবৎ, ব্যতিরেকেণ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়বৎ বা।[৮]

আরও কথা এই, বিষয়ান্তরের সম্ভাববশতঃই ইন্দ্রিয়ান্তরের সম্ভাব অনুমিত হইয়া থাকে—যেমন রূপের অতিরিক্ত শব্দরূপ বিষয় রূপগ্রাহী চক্ষুর অবিষয় হওয়ায় চক্ষুর অতিরিক্ত শ্রোত্রেন্দ্রিয় অনুমিত হয়।[৯] কিন্তু অসাধারণবিষয়ের অভাববশতঃ মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার্য্য নহে। সুখদুঃখাদি আন্তর বিষয়সমূহ সাক্ষাৎসাক্ষিবেদ্য হওয়ায় তাহাদের গ্রহণের জন্য মন স্বীকার অনাবশ্যক।[১০] বরং মনকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলে প্রমাতৃত্বের অতিরিক্তরূপে সাক্ষিত্ব স্বীকার করা

পরিঃ পৃঃ ৫৬), "অত এব 'পর্বতো বহ্নিমান্' ইত্যাদি জ্ঞানমপি বহ্ন্যংশে [অনুমিতিজ্ঞানে] পরোক্ষং, পর্বতাংশে [অনুমিতিজ্ঞানে] অপরোক্ষম্...।" চিৎসুখীর নয়নপ্রসাদিনী টীকায় উক্ত মতই সমর্থিত হইয়াছে (৩য় পরিঃ "শব্দস্যাপরোক্ষত্বে পূর্বপক্ষঃ" পৃঃ ৫২৯), "অগ্নিমত্ত্বাংশঃ পরোক্ষঃ, পর্বতাংশোঽপরোক্ষঃ।" পরিমলকার প্রসঙ্গতঃ উক্ত মতের খণ্ডনে প্রয়াস করিয়াছেন (পরিমল ১।১।১ পৃঃ ৫৬), "এবমনুমিতেরপি পর্বতাদ্যংশে নাপরোক্ষ্যম্..." ইত্যাদি।

৫ ভাবপ্রকাশিকা ১ম বর্ণক পৃঃ ৪০১, "এতেন রস্তত্ত্ব[-সাক্ষাৎকারোঽপি] ব্যাখ্যাতঃ।"

৬ বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৪ পৃঃ ১৩৭, "অতএব প্রমাশ্রয়ত্বাদপি ন মনসস্তত্র করণত্বাবকাশঃ।..."

৭ ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ২১৬, "...অস্তি তত্তদিন্দ্রিয়সংযোগি সহকারি নিমিত্তান্তরমব্যাপি..." ইত্যাদি।

৮ বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৩ পৃঃ ১৩৫, "কিঞ্চ, তস্য [অন্তঃকরণস্য] প্রমাণানুগ্রাহকত্বেন তর্কালোকাদিবৎ ন প্রমাণান্তরত্বং সম্ভবতি।" আচার্য্য আলোকাদি নিমিত্তকারণ ও তর্ককে অন্বয়দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন। তর্ক প্রমাণমাত্রের সহকারী, আলোক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহকারী। এইজন্য তর্ক বা আলোক প্রমাণ নহে।

৯ ন্যাঃ ভাঃ ৩।১।১৭ পৃঃ ৭৩৮-৩৯, "রূপাদিভ্যশ্চ বিষয়ান্তরং সুখাদয়স্তদুপলব্ধৌ করণান্তরসম্ভাবঃ। যথা চক্ষুষা গন্ধো ন গৃহ্যতে ইতি করণান্তরং ঘ্রাণম্, এবং চক্ষুর্ঘ্রাণাভ্যাং রসো ন গৃহ্যতে ইতি করণান্তরং রসনং, এবং শেষেষ্বপি ; তথা চক্ষুরাদিভিঃ সুখাদয়ো ন গৃহ্যন্ত ইতি করণান্তরেণ ভবিতব্যম্।" "রূপাদিভ্যশ্চ" হইতে "করণান্তরসম্ভাবঃ" পর্য্যন্ত ভাষ্যাংশকে ন্যায়সম্প্রদায়বিদ্গণ ভাষ্যকারীয় সূত্র বলিয়া থাকেন। ভাষ্যকার প্রথমে সমাসে অর্থাৎ সংক্ষেপে বা সূত্রাকারে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পরবর্তী সন্দর্ভাংশে ব্যাসে অর্থাৎ সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তৃতরূপে নিজ বক্তব্যের উপস্থাপনই পণ্ডিতগণের অভিরুচি, ইহা মহাভারতকার বলিয়াছেন (মহাভাঃ ১।১।৫১ পৃঃ ১১ = পৃঃ ৩৫), "ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্॥"

১০ বেদান্তকল্পলতিকা কণ্ডিকা ৫৩ পৃঃ ১৩৫, "...তস্য [অন্তঃকরণস্য]...ন প্রমাণান্তরত্বং সম্ভবতি, অসাধারণবিষয়াভাবাৎ ; [বিবরণ-] সিদ্ধান্তে সুখদুঃখেচ্ছাদীনাং মনোধর্মাণাং করণব্যবধানাভাবেনৈব সাক্ষিবেদ্যত্বাভ্যুপগমাৎ।" অজ্ঞাতসৎ সুখদুঃখাদি সম্ভব নহে বলিয়া জ্ঞাতৈকসৎ সুখদুঃখাদিবিষয়ে প্রমাণ প্রসরই নহে, যেহেতু অজ্ঞানধ্বংস করাই প্রমাণের একমাত্র কৃত্য। নৃসিংহাশ্রম তাঁহার ভেদধিক্কারে মনের অপ্রমাণত্বস্থাপনে প্রমাণসহকারিত্ব,বিষয়াভাব ও প্রমাশ্রয়ত্ব, এই হেতুত্রয়কে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন (ভেদধিক্কার শ্লোঃ ৭ পৃঃ ১৩), "প্রমাণসহকারিত্বাদ্বিষয়স্যাপ্যভাবতঃ। ন প্রমাণং মনোঽস্মাকং প্রমাদেরাশ্রয়ত্বতঃ॥" অস্মাকং মতে মনঃ ন প্রমাণম্। কস্মাৎ ? ইন্দ্রিয়সহকারিত্বাৎ—এইরূপে বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হেতুবাচক পদে পঞ্চমী বিভক্তি অর্থে তসিল্ প্রত্যয় করা হইয়াছে। আচার্য্যের শিষ্য নারায়ণাশ্রম রচিত ভেদধিক্কারসৎক্রিয়া টীকাসহ ভেদধিক্কার পৃঃ ১২-২০ দ্রষ্টব্য।

যায় না বলিয়া অজ্ঞানই সিদ্ধ হইবে না, যেহেতু অজ্ঞানস্বরূপ অজ্ঞানাবৃত না হওয়ায় প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, উহা সাক্ষিমাত্রভাস্য।[১১] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মনে করণত্বই সিদ্ধ নহে,—প্রমাকরণত্ব, তথা প্রত্যক্ষপ্রমাকরণত্ব বহু দূরবর্ত্তী।[১২] অতএব ভামতীসম্প্রদায় যে বলিয়া থাকেন, মন পরোক্ষাপরোক্ষপ্রমার করণ হওয়ায় তাঁহাদের পক্ষে লাঘবতর্ক বিদ্যমান, তাহা অকিঞ্চিৎকর। মনের করণত্ব বা প্রমাণত্ব ভামতী ও বিবরণ উভয় সম্প্রদায় সম্মত না হওয়ায় উহা কৢপ্ত নহে, সন্দিগ্ধ।

অহমাকারবৃত্তিবিচার

ভামতীসম্প্রদায় আপত্তি করিবেন, মন প্রমাণ না হইলে অহমাকার অন্তঃকরণবৃত্তি প্রমাণ-বৃত্তি না হওয়ায় সোপাধিক চিদাত্মবিষয়ে প্রমাপ্রতীতি উৎপন্ন হইবে না, অথচ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সুষুপ্তি ব্যতিরেকে প্রতীতিমাত্রে জীবের অবাধিত অহমাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে (অঃ সিঃ "অজ্ঞানলক্ষণনিরুক্তিঃ" পৃঃ ৫৪৫)। সুতরাং অন্ততঃ অহমাকার প্রমা-প্রতীতির উপপত্তির নিমিত্ত অন্তঃকরণকে প্রমাণরূপে স্বীকার করা প্রয়োজন।

ইহাতে বিবরণসম্প্রদায়ের উত্তর এই যে অহমাকার অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার করিলে সমগ্র অদ্বৈতশাস্ত্রকেই জলাঞ্জলি দিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ।

প্রতিকর্মব্যবস্থা[১৩] উপপন্ন করিতে বিবরণাচার্য্য (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৩৬৫-৬৬ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩১০-১২ ও পৃঃ ৩১৫-১৭) জীব বিষয়ে তিনটি বিকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যম বিকল্প এই যে জীব সোপাধিক হওয়ায় পরিচ্ছিন্ন এবং পরিচ্ছিন্ন বলিয়া যুগপৎ সমস্ত পদার্থ প্রকাশ করিতে পারে না ; কিন্তু জীবের উপাধিরূপ অন্তঃকরণ যে-বিষয়ের আকারে পরিণত হয় সেই বিষয়ের সহিত তদাকার অন্তঃকরণবৃত্তি সম্বদ্ধ হইলে তদ্বিষয়ক অজ্ঞান দূরীভূত হয়, ফলে সেই বিষয়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইজন্য ঘটাকার অন্তঃকরণবৃত্তি হইলে ঘটই প্রকাশিত হয়, কিন্তু পট প্রকাশিত হয় না (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৩৬৬ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩১৫)। তাহা হইলে জীবের কিরূপে প্রকাশ হইবে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৩৬৬ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩১৬), "জীবাকারাহংবৃত্তিপরিণতান্তঃকরণেন চ জীবোঽভিব্যজ্যতে ; অন্যথা সুষুপ্তেঃ।" এই বিবরণ-বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-খণ্ডনে আগ্রহী মাধ্ববেদান্তসম্প্রদায়ের আচার্য্য ব্যাসরাজ তাঁহার ন্যায়ামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে অন্তঃকরণবৃত্তি অজ্ঞানবিরোধী ইহা স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে যে যখন সুষুপ্তিকালব্যতিরেকে আত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি সর্বদা বিদ্যমান, তখন সংসারকালেই জীবের অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায় সদ্যোমুক্তি হইবে, ফলে সংসারের উপলব্ধি না হউক্।[১৪] বস্তুতঃ

---

১১ অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "অজ্ঞানবাদে তৎপ্রতীত্যুপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৫৭৫-৭৬।

১২ চিৎসুখী ৩য় পরিঃ "শব্দস্য অপরোক্ষহেতুত্বে সিদ্ধান্তঃ" পৃঃ ৫৩২, "সুখাদীনাং সাক্ষিবেদ্যত্বাৎ, আত্মনশ্চ স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ, মনসঃ ক্বচিদপি সাক্ষাৎকারহেতুত্বাসম্প্রতিপত্তেঃ।" সুখাদি আন্তর পদার্থের প্রত্যক্ষ ও আত্মপ্রত্যক্ষের জন্যই ন্যায়াদিসম্প্রদায় মনকে ইন্দ্রিয় বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া থাকেন। বিবরণমতে উভয়ই অন্যথাসিদ্ধ। লঘুঃ ৩য় পরিঃ "মনননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্বনিরূপণপ্রকরণম্" পৃঃ ৮৬৩, "মনসঃ করণত্বস্য কুত্রাপ্যকৢপ্তত্বাৎ সুখাদীনাং সাক্ষিভাস্যত্বাৎ ন তৎকরণম্ ; করণত্বেন কৢপ্তবাক্যাদেব সাক্ষাৎকারসম্ভবাচ্চ।"

১৩ বিষয়ই জ্ঞানের কর্ম। কোন পুরুষের কোন কালে কোন বিষয়বিশেষই জ্ঞানকর্ম হয়, কিন্তু সকল পুরুষের সর্বদা সর্ববিষয় জ্ঞানকর্ম হয় না—এইরূপ প্রতিনিয়তকর্মব্যবস্থাই প্রতিকর্মব্যবস্থা। লঘুঃ ১ম পরিঃ "প্রতিকর্মব্যবস্থোপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৪৭৮। অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতিকর্মব্যবস্থোপপত্তিপ্রকরণে (পৃঃ ৪৭৮-৭৯) বিবরণোক্ত দ্বিতীয় বিকল্প (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৩৬৬ = মাদ্রাজ পৃঃ ৩১৫-১৬) সর্বশেষে উপস্থাপিত হইয়াছে। বেদান্তপরিভাষার ব্যাখ্যায় প্রতিকর্মব্যবস্থাবিষয়ে আলোচনা আছে।

১৪ ন্যায়ামৃত "অবিদ্যাবিষয়ভঙ্গঃ" পত্র ৩৬৭।১-২ = পৃঃ ৬০৩, " 'অস্তু বা বৃত্তিরেবাজ্ঞানবিরোধিনী, তথাপি আত্মবিষয়া সা ইদানীমপি অস্তি ইতি কথং তত্র অজ্ঞানম্ ? বিবরণে 'জীবাকারাহংবৃত্তিপরিণতান্তকরণেন চ জীবোঽভিব্যজ্যতে, অন্যথা সুষুপ্তেঃ' ইত্যুক্তেঃ।" ন্যায়ামৃতপ্রকাশ ঐ পত্র ৩৬৭।২, "*সেদানীমি*তি। সত্যজ্ঞানাদিরূপবেদান্তবাক্যরূপজন্যায়াঃ শ্রবণাদিরূপবৃত্তেরিদানীং সাক্ষাৎকারাৎ পূর্বমপি সত্ত্বেন অজ্ঞান-

ন্যায়ামৃতকারের উক্ত আপত্তি অখণ্ডনীয় হইত যদি বিবরণাচার্য্য জীবাকার অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার করিতেন ; কারণ যদাকার অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাণবৃত্তি উৎপন্ন হইবে, তদ্বিষয়ক অজ্ঞানও নাশপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই প্রতিকর্মব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিকল্পপক্ষে বিবরণোক্ত সিদ্ধান্ত। কিন্তু উক্ত বিবরণবাক্যের ঐরূপ তাৎপর্য্য নহে। প্রকৃত তাৎপর্য্য অদ্বৈতসিদ্ধির অজ্ঞানবিষয়নিরূপণপ্রকরণে (অঃ সিঃ পৃঃ ৫৯১) "তদুক্তং বিবরণে" ইত্যাদি সন্দর্ভে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। উহা এইস্থলে আলোচনীয় নহে। সুতরাং অবশ্য স্বীকার্য্য যে সংসারদশায় জীবের যে অহরহ অহং-প্রতীতি হইতেছে তাহা অহমাকার অবিদ্যাবৃত্তি, অন্তঃকরণবৃত্তি নহে। অবিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞাননাশে অসমর্থ।[১৫] ঈশ্বরীয় অবিদ্যাবৃত্তি যেমন অজ্ঞাননাশক না হইয়াও বিষয়ের প্রকাশক, অন্যথা ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইবে না ; সুখদুঃখাকার অবিদ্যাবৃত্তি যেমন অজ্ঞান নাশ না করিয়াও সুখাদির প্রকাশক, অন্যথা সুখাদিপ্রতীতি ও পরে সুখাদির স্মৃতি উৎপন্ন হইবে না, রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তি যেমন অজ্ঞানধ্বংস না করিয়াও মিথ্যারজতের প্রকাশক, অন্যথা রজতভ্রমই অনুপপন্ন, সেইরূপ জীবাকার অহত্ত্বপ্রকারক অবিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞান নিবৃত্তি না করিয়াও জীবপ্রকাশক। সুতরাং ঘটপ্রকাশ ও জীবপ্রকাশ একরূপ নহে—ঘটপ্রকাশস্থলে ঘটাকার অন্তঃকরণবৃত্তি ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যানাশপূর্বক ঘটকে প্রকাশ করে ; জীবপ্রকাশস্থলে অহমাকার অবিদ্যাবৃত্তি সোপাধিকজীব-চৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যাকে[১৬] নাশ না করিয়াই জীবকে প্রকাশ করে। বেদান্তপরিভাষাকার[১৭] ও বিবরণের যে-সমস্ত টীকাকার আচার্য্যের গূঢ় আশয় বুঝিতে না পারিয়া জীবাকার বা অহমাকার অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে ন্যায়ামৃতকারকেই সমর্থন করিয়া অদ্বৈতশাস্ত্রকেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ঘটাকার অন্তঃকরণবৃত্তিকে যে প্রমাণ-বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় বা প্রমাণ বলিয়া নহে। ইন্দ্রিয়াদিপ্রমাণজন্য বলিয়াই অন্তঃকরণবৃত্তিকে প্রমাণবৃত্তি বলা হইয়াছে এবং এইরূপ বৃত্তিই অজ্ঞানভঙ্গ করিয়া প্রমারূপফল উৎপন্ন করে বলিয়াই অন্তঃকরণবৃত্তিকে অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন বা অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে প্রমাণ বলা হয়। অন্তঃকরণ স্বয়ং ইন্দ্রিয় বা প্রমাণ নহে।

শুধু তাহাই নহে। ভামতীকার অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে অহমর্থ বলিয়াছেন। এক্ষণে চৈতন্যরূপ বিশেষ্য স্বতঃ অপরোক্ষ হইলেও (বৃহঃ উপঃ ৩।৪।১) অন্তঃকরণরূপ বিশেষণ ইন্দ্রিয় বলিয়া নিত্যপরোক্ষ হওয়ায় অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্য নিত্য পরোক্ষ হইয়া যাইবে। বিশিষ্টের প্রত্যক্ষে বিশেষ্য ও

নিবৃত্ত্যাপত্ত্যা মোক্ষাপাতেন সংসারোপলম্ভো ন স্যাৎ ইত্যর্থঃ।...জীববিষয়কাহত্ত্বপ্রকারিকাবৃত্তিঃ তদা আত্মনা পরিণতং যদন্তঃকরণং তেন জীবো ব্যজ্যতে অহমাকারান্তঃকরণপরিণামরূপজ্ঞানরূপয়া বৃত্ত্যা জীববিষয়িণ্যা জীবো অভিব্যজ্যতে জীব ইতি ব্যবহারবিষয়ো ভবতি ইত্যর্থঃ। *অন্যথেতি*। অহমাকারবৃত্ত্যভাবদশায়াং সুষুপ্তেঃ ইত্যর্থঃ। তথাচ জীবস্যৈব আত্মত্বাৎ তদ্বিষয়িনী বৃত্তিঃ প্রত্যহমস্তীত্যর্থঃ।" ন্যায়ামৃত-তরঙ্গিনী ঐ পত্র ২৪৬।২-২৪৭।১ দ্রষ্টব্য।

১৫ অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "অজ্ঞানবিষয়নিরূপণপ্রকরণম্" পৃঃ ৫৯১, "কিঞ্চ, জীববিষয়া বৃত্তিঃ অবিদ্যাবৃত্তিঃ, ন তু প্রমাণবৃত্তিঃ, তস্যা এব অজ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। তদুক্তং বিবরণে..." ইত্যাদি। লঘুচন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য।

১৬ বিবরণসিদ্ধান্তে নিরুপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই হইলেও ভামতীসম্প্রদায়মতে সোপাধিকব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয় ও সোপাধিক জীব অজ্ঞানের আশ্রয়। ভামতীকার বিবরণোক্ত দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করিয়া জীবকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়াছেন এবং অন্তঃকরণই জীবচৈতন্যের পরিচ্ছেদক বা পরিচ্ছিন্ন উপাধি (ভামতী ৪।৪।১৫ পৃঃ ১০১৪)। বেদান্তপরিভাষার প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে এইরূপ ভামতী-সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে। উহা বিবরণ সিদ্ধান্ত নহে। অবশ্য বিষয়-পরিচ্ছেদে জীবেশ্বরনিরূপণাবসরে (পৃঃ ৩৩১) পরিভাষাকার জীবের পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব উভয় পক্ষই আলোচনা করিয়াছেন, যদিও সেই স্থলেও বহু সিদ্ধান্ত-ভ্রান্তি বিদ্যমান।

১৭ বেঃ পঃ প্রত্যক্ষ পরিঃ পৃঃ ৭১, "অতএব অহঙ্কারটীকায়ামাচার্য্যৈরহমাকারান্তঃকরণবৃত্তিরঙ্গীকৃতা।" শিখামণি (পৃঃ ৭২) ও মণিপ্রভায় (পৃঃ ৭২) বেদান্ত-পরিভাষার ভ্রান্তিই অনূদিত হইয়াছে। অধ্যাসভাষ্যের উপর পঞ্চপাদিকাটীকার যে গ্রন্থাংশে অহঙ্কারবিচার বিদ্যমান তাহাকেই পরিভাষাকার স্বসম্প্রদায়প্রসিদ্ধ "অহঙ্কারটীকা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহার উপর বিবরণই অহঙ্কারটীকাবিবরণ। আচার্য্য অর্থাৎ বিবরণাচার্য্য। বেদান্ত-পরিভাষার বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থে বিবরণের "জীবাকারাহংবৃত্তি" ইত্যাদি সন্দর্ভের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশেষণ উভয়ই প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়া আবশ্যক। ফলে অহমাকার প্রতীতিও হইবে না। সুতরাং যে-অহমাকার প্রতীতির উপপত্তির জন্য ভামতীসম্প্রদায় অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় হইলে সেই অহমাকার প্রতীতির অপরোক্ষত্বই অব্যাখ্যেয় হইয়া যাইবে। প্রতি জীব নিজেকে অহংরূপে অপরোক্ষপ্রতীতিই করিয়া থাকে। বিবরণ-সিদ্ধান্তে অহমর্থ নিত্য সাক্ষি-সিদ্ধ হওয়ায় প্রমাণসিদ্ধ নহে। কেবল সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে অন্তঃকরণের লয় হওয়ায় সুষুপ্তিতে অহমর্থের অভাবে তাহার ভান হয় না। উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, মনের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকরণত্ব সিদ্ধ করিতে কল্পতরুকার (কল্পতরু পৃঃ ৫৫ "স্বতোঽপরোক্ষস্যাপি" ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভে) মনের যে সোপাধিক-আত্মসাক্ষাৎকারকরণত্বকে ক্৯প্তরূপে গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন, মনের সেই সোপাধিক-চিদাত্মসাক্ষাৎকারকরণত্বই অসিদ্ধ হওয়ায় উহা অদৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তকে বাদি-প্রতিবাদী উভয়পক্ষে সিদ্ধ হইতে হয় (ন্যাঃ সূঃ ১।১।২৫)।

শব্দের অপরোক্ষপ্রমাকরণত্ববিষয়ে শ্রুতিবিচার

প্রকৃত প্রস্তাবে "যন্মনসা ন মনুতে" শ্রুতি (কেনোপঃ ১।৫) কণ্ঠতঃই ব্রহ্মকে মনের অবিষয় বলিতেছেন। উক্ত শ্রুতি অসংস্কৃতমনোবিষয়ক, এইরূপে "মন" শব্দের সঙ্কুচিত অর্থ গ্রহণ করা যাইবে না, কারণ ঐরূপ সঙ্কোচের কোন উপোদ্বলক নাই। বিশেষতঃ, উক্ত শ্রুতিমধ্যেই মনকে সামান্যরূপে অর্থাৎ সংস্কৃত-অসংস্কৃত উভয়রূপসাধারণ অসঙ্কুচিত অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে (কেনোপঃ ১।৫), "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥" অর্থাৎ,—মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, বরং মনই যাঁহার দ্বারা উদ্ভাসিত (মতম্ বিষয়ীকৃতং প্রকাশিতম্) হয় বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপে জান ; কিন্তু লোকে যাহাকে নিজ হইতে ভিন্ন অনাত্মরূপে (ইদম্) উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে। শ্রুতির দ্বিতীয় "মন" পদ সামান্যরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ "যাঁহার দ্বারা অসংস্কৃতমন উদ্ভাসিত হইয়াছে" এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইবে না। ব্রহ্ম সর্ব প্রকার মনেরই প্রকাশক। সুতরাং একই শ্রুতিমধ্যে প্রথম "মন" পদের অসংস্কৃতমনোরূপ সঙ্কুচিত অর্থ এবং দ্বিতীয় "মন" পদের অসঙ্কুচিত সামান্য অর্থ গ্রহণে কোনরূপ বিনিগমনা নাই।

আপত্তি হইবে, অব্যবহিত পূর্বশ্রুতিতে ব্রহ্মকে বাক্যেরও অগোচর বলা হইয়াছে (কেনোপঃ ১।৪), "যদ্বাচাঽনভ্যুদিতম্" অর্থাৎ যাঁহা বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুচ্চারিত (অপ্রকাশিত)। সুতরাং শাব্দাপরোক্ষবাদই বা কিরূপে শ্রৌত হইবে ?

বিবরণসম্প্রদায়ের উত্তর এই, ব্রহ্ম যদি শব্দেরও বিষয় না হন, তবে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত হওয়ায় "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" শ্রুতিই অনুপপন্ন হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ, (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।২৬) "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং", (বৃহঃ উপঃ ৫।১।২) "বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্", (শাট্যায়নীয়োপঃ ৪ নির্ণয়ঃ পৃঃ ৫৩৭), "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে ব্রহ্মকে শব্দগম্যই বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৪।৫) ব্রহ্মকে বাক্ ও মন উভয়েরই অতীত বলা হইয়াছে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—ইহা বলা যাইবে না ; কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে মুক্তিই অনুপপন্ন হইয়া যাইবে।[১৮] সুতরাং শ্রুতিসমূহের মধ্যে আপাতবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বলিতে হইবে যে শব্দ শক্তির দ্বারা ব্রহ্মকে উপস্থিত করিতে পারে না,—ইহাই "যদ্বাচা", "যতো বাচঃ", "নাপি বাচা" (মুঃ উপঃ ৩।১।৮) ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য। কিন্তু ব্রহ্ম লক্ষণালভ্য, ইহাই "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য। সুতরাং শব্দবিষয়ে পরস্পর বিরোধী শ্রুতিসমূহের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব, কারণ মুখ্য ও অমুখ্য প্রয়োগভেদে শব্দ ব্রহ্মগ্রহণে অসমর্থ অথবা সমর্থ। কিন্তু মন পদার্থ বলিয়া তাহার

১৮ চিৎসুখী ৩য় পরিঃ "শব্দস্যাপরোক্ষহেতুত্বে সিদ্ধান্তঃ" পৃঃ ৫৩৫, "...ব্রহ্মণি চ সকলকরণাগোচরে প্রমাণান্তরেণ প্রত্যক্ষজ্ঞানানুৎপত্তেঃ, বাক্যাচ্চ অপরোক্ষজ্ঞানানুৎপত্তৌ অনির্মোক্ষঃ স্যাদিতি বিপক্ষে বাধকতর্কসম্ভবাচ্চ...।"

মুখ্যামুখ্যপ্রয়োগভেদের প্রসঙ্গই না থাকায় মনোবিষয়ক পরস্পরবিরোধী শ্রুতিসমূহের ঐরূপ গতি সম্ভব নহে।[১৯]

প্রশ্ন হইবে, পূর্বোদ্ধৃত "চেতসা", "বুদ্ধ্যা", "মনসৈব" ইত্যাদি তৃতীয়া শ্রুতির কি গতি হইবে?

উত্তর এই, করণে তৃতীয়া প্রয়োগ হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু করণেই তৃতীয়াভিধান হয়, এইরূপ নিয়ম নাই। হেতুমাত্রেও তৃতীয়াভিধান ব্যাকরণসম্মত। শব্দপ্রমাণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজননে মনের একাগ্রতাকে অপেক্ষা করিয়া থাকে, ইহা বলা হইয়াছে। সুতরাং নিদিধ্যাসনপরিপাকজন্য একাগ্রতাবিশিষ্টচিত্ত শব্দের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজননে সহকারিমাত্র, করণ নহে। যেমন, "মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি" (বৃহঃ ১।৫।৩) ইত্যাদি শ্রুতি তৃতীয়াভিধানদ্বারা দর্শন ও শ্রবণে মনের কারণত্বমাত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন, করণত্ব নহে ; যেহেতু দর্শনে ও শ্রবণে যথাক্রমে চক্ষু ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ই করণ, মন নহে। সেইরূপভাবে "চেতসা" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ বুঝিতে হইবে।[২০]

গীতাভাষ্যবিরোধপরিহার :
শাব্দাপরোক্ষবাদই ভগবৎপাদের অভিমত

আপত্তি হইবে, শাব্দাপরোক্ষবাদগ্রহণে উপরি উদ্ধৃত গীতাভাষ্যের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য। উক্ত ভাষ্যসন্দর্ভে আচার্য্য মুখতঃই মনকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিয়াছেন। সুতরাং শাব্দাপরোক্ষবাদে আচার্য্যবিরোধের কি গতি হইবে?

উত্তর এই, শাব্দাপরোক্ষবাদ আচার্য্যসম্মত নহে, এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে না। মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানই জন্মে, ইহা অন্যত্র আচার্য্য অসংখ্যবার কণ্ঠতঃ ঘোষণা করিয়াছেন। "উপদেশসাহস্রী" গ্রন্থের পদ্যভাগের অন্তর্গত তত্ত্বমসি-প্রকরণে (অষ্টাদশপ্রকরণ পৃঃ ৪৭৬-৬২৬ = পৃঃ ৭৫-১১৩) আচার্য্য স্বয়ং অতি বিস্তৃতভাবে শাব্দাপরোক্ষবাদই স্থাপন করিয়াছেন (উপঃ সাঃ, তত্ত্বমসি নামক অষ্টাদশ প্রকরণ, শ্লোক ২০২ পৃঃ ৬১০ = পৃঃ ১০৯), "সত্যমেব-

১৯ বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৩ পৃঃ ১৩৫-৩৬, "ন চ ব্রহ্মৈবাসাধারণো বিষয়ো মনসঃ ইতি 'যন্মনসা ন মনুতে' ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধাৎ" হইতে "মনসি চ মুখ্যামুখ্যভেদাভাবাৎ" পর্য্যন্ত সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। তত্ত্বশুদ্ধি, "শ্রবণাদিসাধননিরূপণম্" পৃঃ ২৮৫, "শব্দস্তু যদ্যপি বচনবৃত্ত্যা ন ব্রহ্ম গময়তি, তথাপি লক্ষণয়া গময়িতুং শক্নোত্যেব !" অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ শেষভাগ পৃঃ ৮৭৭, "ন চ 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইতি শব্দস্যাপি করণত্বানুপপত্তিঃ, ঔপনিষদত্বশ্রুত্যনুসারেণ তস্যাঃ শক্ত্যা অবোধকত্বপরত্বাৎ। তদুক্তং—'চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি' ইতি।" আচার্য্য গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্তরচিত "মহিম্নস্তোত্রে"র দ্বিতীয় শ্লোকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন (ঐ শ্লোঃ ২ পৃঃ ৪), "অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়োরতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।" "চকিতং" অর্থাৎ শক্তিব্যাতিরেকে।

২০ বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৪ পৃঃ ১৪০-৪১, " 'মনসা হ্যেব পশ্যাত মনসা শৃণোতি' (বৃহঃ উপঃ ১।৫।৩) ইত্যাদৌ করণত্বমপি শ্রুতম্ ইতি চেৎ ; ন, ইন্দ্রিয়াতিরিক্তে মনসি বিপ্রতিপন্নান্ প্রতি তদতিরিক্তমনঃসত্তাবমাত্রে তস্যাঃ শ্রুতেস্তাৎপর্য্যাৎ (টীকাদিসহ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।৩।৩২ পৃঃ ৬১২ দ্রষ্টব্য), ন তু করণত্বেঽপি, 'এব'কারানন্বয়াপত্তেঃ, চক্ষুরাদীনামপি করণস্যান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধত্বেন তদ্ব্যবচ্ছেদেন নিয়মানুপপত্তেঃ, হেতুমাত্রেঽপি তৃতীয়া স্মরণাৎ। মনসঃ করণত্বপ্রসিদ্ধিস্তু নির্ধর্মকস্বপ্রকাশস্য আত্মনোঽসঙ্গস্য স্বতো বিষয়োপলভ্যাযোগ্যস্য স্বতাদাত্ম্যাধ্যাসেন তদাকারবৃত্তিভির্বিষয়োপলম্ভদ্বারত্বাদেব, ন তু চক্ষুরাদিবৎ তটস্থত্বেন ইতি আস্তাং তাবৎ।" বেদান্তপরিভাষার ব্যাখ্যাগ্রন্থে মনের করণত্বখণ্ডনপ্রসঙ্গে এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যা আছে। তত্ত্বশুদ্ধি "শ্রবণাদিসাধননিরূপণম্" পৃঃ ২৮৪, "ন তাবৎ মনসো ব্রহ্মণি ফলপর্য্যন্তবিজ্ঞানকারণত্বং সম্ভবতি ; ইন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষস্য প্রমাকরণত্বাসম্ভবাৎ, ইন্দ্রিয়াদীনাং চ ব্রহ্মণি প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ ["পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" (কঠোপঃ ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ]। ন চাপ্রমাণবিজ্ঞানেন ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননিবৃত্তিঃ সম্ভবতি, প্রমাণৈকনিবর্ত্ত্যত্বাৎ তস্য। 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্' (কঠোপঃ ২।১।১) ইত্যাদিনা শব্দস্যৈবাপরোক্ষানুভবহেতোঃ সহকারি চিত্তৈকাগ্র্যমুচ্যতে। ততশ্চ কেবলমনসো ব্রহ্মণি প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ ন পরোক্ষাপরোক্ষজ্ঞানহেতুতয়া শব্দান্তঃকরণয়োঃ ব্যবস্থা পরিকল্পনীয়া। শব্দঃ পুনঃ 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষম্' (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।২৬), 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ' (মুঃ উপঃ ৩।২।৬) ইত্যাদৌ ব্রহ্মানুভবহেতুতয়া অবগতঃ অপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তি।"

মনাত্মার্থবাক্যাৎ পারোক্ষ্যবোধনম্। প্রত্যগাত্মনি ন ত্বেবং সংখ্যাপ্রাপ্তিবদধ্রুবম্ ॥" তাৎপর্য্য এই, বাক্য হইতে পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা উৎসর্গ বা সামান্যনিয়ম ; কিন্তু প্রত্যগাত্মবিষয়ক বাক্য হইতে দশম সংখ্যার ন্যায় অপরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, ইহা অপবাদ বা বিশেষ। "অপবাদো হি উৎসর্গং বাধতে", এই ন্যায় অনুসারে অপবাদভিন্নস্থলে উৎসর্গ সাবকাশ, ইহাই সর্বসম্প্রদায়সিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন পদার্থবিষয়ে শব্দ পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে, কিন্তু অপরোক্ষব্রহ্মবিষয়ে শব্দ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রথমেই অপরোক্ষ প্রতীতি জন্মায়।[২১]

বস্তুতঃ আচার্য্য তাঁহার উপনিষদ্ভাষ্যে "চেতসা" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহকে শাব্দাপরোক্ষবাদ তাৎপর্য্যেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—(মুঃ উপঃ ৩।১।৯ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪০) 'চেতসা বিশুদ্ধজ্ঞানেন কেবলেন বেদিতব্যঃ" ; (কঠোপঃ ১।৩।১২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭১) "দৃশ্যতে তু সংস্কৃতয়া অগ্র্যা অগ্রমিব অগ্র্যা

২১ উপদেশসাহস্রী, পদ্যভাগ ১৮।২০২, রামতীর্থকৃত পদযোজনিকা টীকা পৃঃ ৬১০, "উৎসর্গতো বাক্যং নার্থাপরোক্ষ্যার্থমিত্যেতদঙ্গীকুর্বন্ প্রকৃতে [প্রস্তাবিতে 'তত্ত্বমসি'- স্থলে] তস্যাপবাদকমাহ সিদ্ধান্তী— *সত্যমিতি*। প্রত্যগাত্মনি তু নৈবমধ্রুবমনিশ্চিতং, কিন্তু সংখ্যাপ্রাপ্তিবৎ দশমসংখ্যাবৎ অপরোক্ষজ্ঞানসাধনত্বং বাক্যস্য ধ্রুবমেবেত্যর্থঃ।" ঐ আনন্দগিরিকৃতটীকা পৃঃ ১০৯, "অনাত্মনি পরোক্ষপ্রতিপত্তাবপি বাক্যাদপরোক্ষ-প্রতিপত্তিরাত্মন্যপরোক্ষত্বাদিত্যুত্তরমাহ—*সত্যমেবানাত্মার্থে*। যথা 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যুক্তে দশমসংখ্যাপূরণস্য দশমস্য 'দশমোহস্মি' ইত্যপরোক্ষত্বেনাবাপ্তির্দৃষ্টা, তথা 'তত্ত্বমসি' ইত্যুক্তে 'ব্রহ্মাস্মি' ইত্যপরোক্ষব্রহ্মা-বাপ্তির্যুক্তেত্যুক্তবানহমিতি পূর্বোক্তং স্মারয়তি—*সংখ্যেতি*।" "তত্ত্বমসি" বাক্যের প্রথম শ্রবণেই যে ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হয়, তাহা এই স্থলের ন্যায় অন্যান্য স্থলেও আচার্য্য বলিয়াছেন। যেমন (উপঃ সাঃ ১৮।১৯২ পৃঃ ৬০৪ = পৃঃ ১০৭), " 'সদেবে'ত্যাদি বাক্যেভ্যঃ প্রমা স্ফুটতরা ভবেৎ। 'দশমস্ত্বমসী'ত্যস্মাদ্ যথৈবং প্রত্যগাত্মনি ॥" অর্থাৎ, "দশমস্ত্বমসি" বাক্যশ্রবণমাত্র যেমন নিজেতে দশমত্ববিষয়ক অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ "সদেব" (ছাঃ উপঃ ৬।২।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যশ্রবণোত্তর প্রত্যগাত্মায় ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্লোকের "স্ফুট" পদের অর্থ স্পষ্টতা। আচার্য্য 'তরপ্" প্রত্যয়দ্বারা প্রমার অপরোক্ষত্বই ব্যক্ত করিয়াছেন, কারণ কেবল অপরোক্ষপ্রতীতি বিশেষগ্রহণের দ্বারা পদার্থকে স্ফুটতররূপেই প্রকাশ করিতে সমর্থ। আচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের "সদেব" শ্রুতির দ্বারা "তত্ত্বমসি" বাক্যই বুঝাইতেছেন ; কারণ উহাই মহাবাক্য, "সদেব" শ্রুতি মহাবাক্য নহে। সুতরাং বিবরণোক্ত প্রথম মতই উপদেশ-সাহস্রীর মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। উপদেশ-সাহস্রী হইতে অন্ততঃ অষ্টাদশ সংখ্যক শ্লোক আচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে উদ্ধৃত হওয়ায় বুঝা যায় যে উহা আচার্য্যকৃত অতি প্রামাণিক গ্রন্থ।

তত্ত্বশুদ্ধি, "শ্রবণাদিসাধননিরূপণম্" পৃঃ ২৮৫, "যত্তূক্তম্, লোকে শব্দস্য পরোক্ষজ্ঞানহেতুত্বদর্শনাৎ ন ব্রহ্মণি অপরোক্ষজ্ঞানহেতুত্বম্ ইতি, তৎ স্বপক্ষোপপাদনাভিনিবেশাদুদ্ভাবিতম্, আত্মানাত্মপ্রমেয়বৈষম্যাৎ। তথাহি —ঘটাদ্যনাত্মবস্তু স্ববিষয়াজ্ঞাননিবৃত্তিব্যতিরেকেণ স্বসংসর্গিপ্রকাশমপি প্রমাণফলত্বেনাপেক্ষতে অস্বয়ংপ্রকাশ-রূপত্বাৎ। ব্রহ্মাত্মবস্তু পুনঃ স্বয়ংপ্রকাশরূপত্বাৎ ন স্বাজ্ঞাননিবৃত্তিব্যতিরেকেণ প্রকাশসংসর্গং প্রমাণফলত্বেনা-পেক্ষতে। ততশ্চ অবধারিতশক্তিতাৎপর্য্যশব্দাৎ উদয়মাসাদয়তা অদ্বিতীয়জ্ঞানেন স্ববিষয়াজ্ঞাননিবৃত্তৌ ব্রহ্ম স্বয়মেব অপরোক্ষী ভবতি ইতি ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবহেতুঃ শব্দঃ ইতি নিশ্চীয়তে। লোকে চ স্বয়ংপ্রকাশতাব্যুৎপাদকং আপ্তবচনং হি অপরোক্ষজ্ঞানমেব সংবেদনে [সংবেদনং] জনয়তি, অন্যথা সংবিদি স্বয়ংপ্রকাশতাব্যুৎপাদনমনর্থকং স্যাৎ। ন চৈতাবতা অনুমানাদেরপি ব্রহ্মণ্যপরোক্ষানুভবহেতুত্বপ্রসঙ্গঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাদেব ব্রহ্মণি তেষামপ্রবৃত্তেঃ (দ্রষ্টব্য ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।৬ পৃঃ ৪৪৪ পং ৬)। শব্দস্তু যদ্যপি বচনবৃত্ত্যা [শক্ত্যা] ন ব্রহ্ম গময়তি, তথাপি লক্ষণয়া গময়িতুং শক্নোত্যেব। অতঃ পরোক্ষজ্ঞানহেতুত্বেন দৃষ্টোঽপি লোকে শব্দঃ বিষয়বিশেষাদেব ব্রহ্মণ্যপরোক্ষজ্ঞানমেব জনয়তি ইতি যুক্তম্।" স্মর্ত্তব্য, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিকার সুরেশ্বরাচার্য্য আচার্য্যপাদের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং তত্ত্বশুদ্ধিকার আচার্য্য জ্ঞানঘন সুরেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য বোধঘনাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য। সুরেশ্বরাচার্য্য, আচার্য্য বোধঘন ও আচার্য্য জ্ঞানঘন শৃঙ্গেরী মঠের যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শঙ্করাচার্য্য ছিলেন। জ্ঞানঘনাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য আচার্য্য জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানোত্তম চিৎসুখ মুনির গুরু ছিলেন এবং চিৎসুখীতে সত্যানন্দনামেও উল্লিখিত হইয়াছেন। আচার্য্য বোধঘনের কোন গ্রন্থ অথবা চিৎসুখীতে উল্লিখিত (পৃঃ ৬০৬) আচার্য্য জ্ঞানোত্তমের ন্যায়সুধা বা নয়নপ্রসাদিনীতে উক্ত (পৃঃ ৬০৬) জ্ঞানসিদ্ধি অদ্যাপি উপলব্ধ হয় নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে শাব্দাপরোক্ষবাদ অতীব গহন ও অবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়মূল।

তয়ৈকাগ্রতয়োপেতয়া ইত্যেতৎ।"[২২] এইরূপ ব্যাখ্যা অনুসারেই "মনসৈবেদমাপ্তব্যম্" (কঠোপঃ ২।১।১১)[২৩] ও "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।১৯)[২৪] ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ বুঝিতে হইবে। সুতরাং গীতাভাষ্যের "সংস্কৃতং মনঃ আত্মদর্শনে করণম্" সন্দর্ভ আচার্য্যের প্রকৃত সিদ্ধান্তের অনুগুণরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং টীকাকার আনন্দগিরি তাহাই করিয়াছেন ; অন্যথা স্ববিরোধ অবশ্যম্ভাবী।[২৫]

শুধু তাহাই নহে, ভাষ্যাদির বহুস্থলেই আচার্য্য পরমত অভ্যুপগম করিয়াও স্বসিদ্ধান্তের পরিপোষণ করিয়াছেন। আচার্য্যের পূর্ববর্ত্তী আশ্মরথ্য, ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতি কোন কোন অদ্বৈতাচার্য্য যেমন নিদিধ্যাসনকরণক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার স্বীকার করিতেন, সেইরূপ অপর কোন অদ্বৈতাচার্য্যও মনঃকরণক সাক্ষাৎকার স্বীকার করিতেন। সুতরাং মতান্তরাভিপ্রায়েও উক্ত গীতাভাষ্যাংশ বুঝা যাইতে পারে।[২৬]

বস্তুতঃ "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", "তস্য তাবদেব চিরম্" (ছাঃ উপঃ ৬।১৪।২), "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" (ছাঃ উপঃ ৬।১৬।৩), "তমসঃ পারং দর্শয়তি" (ছাঃ উপঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন যে আচার্য্যের উপদেশের অনন্তরই অধিকারী পুরুষের মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনারূপ চিত্তবিক্ষেপলক্ষণপ্রতিবন্ধনিরাসসাপেক্ষে আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি হইলে প্রারব্ধ-সত্ত্বে জীবন্মুক্তি ও প্রারব্ধের অপগমে বিদেহমুক্তি হইয়া থাকে।[২৭] "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষম্" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যেও ব্রহ্মকে ঔপনিষদ্-বাক্যমাত্রগম্য বলা হইয়াছে। মহাবাক্যশ্রবণজন্য ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ-জ্ঞানের উৎপত্তিতে শ্রুতির স্বারস্য নাই, কারণ উহা অজ্ঞানধ্বংসে অক্ষম বলিয়া ফলপর্য্যবসায়িজ্ঞান নহে। বরং বিষয়-মহিমায় উক্ত জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব-স্বীকারপক্ষে ব্রহ্ম-পরোক্ষজ্ঞান অবশ্যই ভ্রম। এইজন্য বিবরণ-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আচার্য্য প্রথম শ্রবণেই ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমার উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

২২ কঠোপঃ ১।৩।১২ আঃ টীঃ পৃঃ ৭১, "নিদিধ্যাসনপ্রচয়েনৈকাগ্র্যমাপন্নমন্তঃকরণং যদা সহকারি সম্পাদ্যতে, তদা তৎসহকৃতাৎ মহাবাক্যাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি যা বুদ্ধিবৃত্তিরুৎপদ্যতে তস্যামভিব্যক্তো ব্রহ্মভাব ইতি স্বতোঽপরোক্ষতয়া ব্যবস্থিয়তে ইতি দৃশ্যত্বমুপচর্যতে।"

২৩ কঠোপঃ ২।১।১১ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৯, "প্রাগেকত্ববিজ্ঞানাৎ আচার্য্যাগমসংস্কৃতেন মনসৈব ইদং ব্রহ্মৈকরসমাপ্তব্যম্ 'আত্মৈব নান্যদস্তি' ইতি।" মনসা অর্থাৎ মনোবৃত্ত্যা, যেহেতু বিষয়াকারে পরিণত না হইয়া মন জ্ঞানের কারণ হয় না। লক্ষণীয় যে জ্ঞানের আকার "আত্মৈব নান্যদস্তি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" নহে।

২৪ বৃহঃ উপঃ ৪।৪।১৯ শাঃ ভাঃ ও আঃ টীঃ পৃঃ ১২৬৪। মনকে ব্রহ্মদর্শনের সাধন বলা হইয়াছে, করণ নহে, "তদ্ব্রহ্মদর্শনে সাধনমুচ্যতে [ন করণম্ ইত্যর্থঃ]।"

২৫ গীতা ২।১ আঃ টীঃ পৃঃ ৭৪, "তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থমনোবৃত্ত্যৈব শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুসৃত্য দ্রষ্টব্যং তত্ত্বমিতি শ্রূয়তে, স্বরূপেণ স্বপ্রকাশমপি ব্রহ্মাত্মবস্তু বাক্যোত্থবুদ্ধিবৃত্ত্যভিব্যক্তং সবিকল্পকব্যবহারালম্বনং ভবতি ইতি [হেতোঃ] মনোগোচরত্বোপচারাদসিদ্ধং করণাগোচরত্বমিত্যর্থঃ।"

২৬ সিঃ লেঃ সং ৩।৯ পৃঃ ৪৫৮, "গীতাবিবরণে ভাষ্যকারীয়মনঃকরণত্ববচনস্য মতান্তরাভিপ্রায়েণ প্রবৃত্তেঃ ইত্যাহুঃ [বিবরণ-সম্প্রদায়াঃ]।" কৃষ্ণালঙ্কারটীকায় মতান্তর বলিতে বৃত্তিকারমত বলা হইয়াছে। উপবর্ষ, বোধায়ন অথবা কৃতকোটি কোন্ বৃত্তিকারের কথা বলা হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। উক্ত গীতাভাষ্য-সন্দর্ভের বিবরণসম্প্রদায়ানুগ ব্যাখ্যা যে ভামতীসম্প্রদায়ভুক্ত অপ্পয় দীক্ষিতের অরুচিকর, তাহাই "আহুঃ" পদে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা রচনা-শৈলী। চতুঃসূত্রীভাষ্যের সর্বশেষে "অত্রেদম্" ইত্যাদি পরিমল-গ্রন্থাংশে (পরিমল ১।১।৪ পৃঃ ১৩৫-৫৯) অপ্পয় দীক্ষিত প্রতিবিম্ববাদ অপেক্ষা অবচ্ছেদবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে যত্ন করিয়াছেন।

২৭ উদ্ধৃতশ্রুতিসমূহের ব্যাখ্যার জন্য তত্তৎ উপনিষদ্ভাষ্য এবং চিৎসুখী ৩য় পরিঃ দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা পৃঃ ৫৩১-৩৫ ও অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ "শব্দাদপরোক্ষোপপত্তিঃ" পৃঃ ৮৭৭ দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মসূত্রের ঐহিকাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৫১ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৯২৩-২৫) প্রারব্ধপ্রতিবন্ধকসত্ত্বে বিদ্যাভাব ও অসত্ত্বে বিদ্যালাভ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য সম্বন্ধবার্ত্তিক শ্লোঃ ২৯৪-, পৃঃ ১০৩ = পৃঃ ১০৩ ; সং শারীঃ ৩।৩৫৮ পৃঃ ৩৪৯ = ৩।৩৫৯ পৃঃ ৮০৯-১০। ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ৩।৪।৫১ পৃঃ ৭২৯-৩০ ; রামকৃষ্ণকৃতব্যাখ্যাসহ পঞ্চদশী ৯।৩০-৫৩ পৃঃ ৩১৭-২৪।

মহাবাক্যশ্রবণজন্য ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতির উৎপত্তিবিষয়ে মতত্রয়

বস্তুতঃ এই বিষয়ে বিবরণ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রধানতঃ তিনটি মত পরিগৃহীত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, শব্দ প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন করে, পরে শাস্ত্র-শ্রবণ-মননপূর্বক প্রত্যয়াভ্যাসজন্যসংস্কারপ্রকর্ষবিশিষ্টচিত্তদর্পণসহায়ে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। যেমন, কেবল (অসংস্কৃত) অগ্নিতে হোম করিলে হোমজন্য কোন অপূর্ব উৎপন্ন হয় না, কিন্তু শাস্ত্রীয় আধানাদিজনিতসংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিতে হোম করিলেই তবে অপূর্ব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য স্বতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিতে না পারিলেও শ্রবণাদিসংস্কৃতমনঃসহকৃত মহাবাক্য উহা উৎপন্ন করিতে সমর্থ। বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরীকার এইরূপ মতই শ্লোকাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন (বেঃ সিঃ সূঃ মঃ ৩।২১ পৃঃ ১১২), "মানান্তরস্যাপ্রসরাৎ পরোক্ষেণ ভ্রমাক্ষয়াৎ। সহকারিবিধানাচ্চ শব্দাদপ্যপরোক্ষধীঃ॥" অর্থাৎ, ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবিষয়ে শব্দভিন্ন অন্য প্রমাণ প্রসর নহে, আবার ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। সুতরাং অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গভয়ে অগত্যা স্বীকার্য্য যে বিশিষ্টসহকারিসমবধানে শব্দ হইতেও অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। এইজন্যই এইরূপ মতাবলম্বী আচার্য্যগণ আধানাদিসংস্কৃত অগ্নির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ, বিবরণ-সম্প্রদায়ান্তর্গত অপর আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, মন বাহ্যবিষয়গ্রহণে অসমর্থ হইলেও যেমন ভাবনাপ্রচয়সহিত মন নষ্টবনিতাসাক্ষাৎকারের করণ হয়, সেইরূপ পরিপক্ক-নিদিধ্যাসনসহকৃত শব্দও ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানের করণ হইয়া থাকে (বেঃ সিঃ সূঃ মঃ ৩।২২ পৃঃ ১১৩), "ভাবনাবৃত্তিসচিবাদ্বিধুরস্যেব মানসাৎ। কামিন্যা ইব শব্দাত্তামিতরে সম্প্রচক্ষতে॥" এই দুই মতের মধ্যে পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর—প্রথম মতে ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতিজননে সংস্কৃত চিত্তই শব্দ-প্রমাণের সহকারিকারণ, দ্বিতীয় মতে পরিপক্কনিদিধ্যাসনই শব্দ-প্রমাণের সহকারী। উভয় মতই শাব্দা-পরোক্ষবাদ এবং উভয়মতেই শব্দ-প্রমাণ সাধারণতঃ পরোক্ষজ্ঞানজননে সমর্থ হইলেও বিশিষ্ট-সহকারীর আনুকূল্যে অপরোক্ষ প্রমারও জনক হইতে পারে। এই দুই মতের মধ্যে এতাদৃশ সাদৃশ্য থাকায় এবং সহকারিমাত্রবিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান বলিয়া বিবরণাচার্য্য এই উভয় মতকে অবিশেষে "অন্যৎ মতম্" (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৯) বলিয়া উপস্থাপন করিয়াছেন এবং এই মতের উপপত্তির জন্য সহকারিভেদে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞা ও প্রত্যভিজ্ঞার উৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন (বিবরণ ঐ)। কিন্তু এই পক্ষ বিবরণাচার্য্যের সম্মত নহে।

তৃতীয়তঃ, মহাবাক্যশ্রবণজন্য প্রথমেই ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্ন হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তই বিবরণাচার্য্যের সম্মত এবং ইহা পূর্বেই বিস্তারিতভাবে বিচারিত হইয়াছে। সেইস্থলে তত্ত্বদীপনকার স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন (তত্ত্বদীপন পৃঃ ৫১০), "কঃ পক্ষঃ আস্থেয়ঃ?...পূর্বপক্ষ এব সিদ্ধান্তঃ ইতি রহস্যম্।" পূর্বপক্ষ অর্থাৎ বিবরণোক্ত প্রথম মত (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৬-৭)।

বস্তুতঃ বিবরণাচার্য্যকে অনুসরণ করিয়া চিৎসুখাচার্য্য ও পঞ্চদশীকারভিন্ন প্রায় সমস্ত আচার্য্যই বিবরণোক্ত প্রথম মতই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। চিৎসুখীতে ও পঞ্চদশীতে যে বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মতই গৃহীত হইয়াছে তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু চিৎসুখ মুনি তাঁহার তাৎপর্য্য-দীপিকা নামক বিবরণ-টীকায় কোন্ মতগ্রহণীয়, তাহা বলেন নাই। মনে হয়, আচার্য্যের গ্রন্থ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধাতিশয়ে চিৎসুখাচার্য্য স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া আচার্য্যবিরোধ করেন নাই। বিবরণের অপর টীকা ঋজুবিবরণে সর্বজ্ঞ বিষ্ণু ভট্ট বলিয়াছেন যে বিষয়ব্যাপ্তিপ্রদর্শনের নিমিত্তই বিবরণে মতান্তর উপস্থাপন করা হইয়াছে, কোন পক্ষে অস্বরসে নহে (ঋজুঃ পৃঃ ৫১০), "পরমার্থতস্তু নায়মপরিতোষাৎ পক্ষান্তরপরিগ্রহঃ, কিন্তু বিষয়-ব্যাপ্ত্যর্থ এব। 'সর্বথাপি' ইতি বদতা [বিবরণাচার্য্যেণ] এতদেব দ্যোতিতম্।" তাৎপর্য্য এই, কোন পক্ষে অস্বরসে অথবা বিষয়ের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের নিমিত্তই বিকল্প ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হইয়া থাকে। বিবরণাচার্য্য যে "অন্যৎ মতম্" বলিয়া পক্ষান্তর উপস্থাপন করিয়াছেন তাহা

পূর্ববিকল্প দোষযুক্ত বলিয়া নহে ; কিন্তু উভয় বিকল্পই নির্দুষ্ট এবং উভয় বিকল্পেই ভাষ্যের "প্রতিপত্তি" পদ ব্যাখ্যেয়। কিন্তু কিরূপে বিবরণচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝা যায় যে উভয় পক্ষই তাঁহার সম্মত এবং তিনি বিষয়ব্যাপ্তিপ্রদর্শনের নিমিত্তই মতান্তর উপস্থাপন করিয়াছেন ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরেই ঋজুবিবরণকার বলিলেন যে বিবরণাচার্য্য নিগমনবাক্যে যে "সর্বথাপি" বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাই তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় সূচিত হইয়াছে ("দ্যোতিতম্"), যদিও তিনি কন্ঠতঃ তাহা প্রকাশ করেন নাই।

কিন্তু ঋজুবিবরণকারের এইরূপ ব্যাখ্যা রুচিকর নহে। কারণ বিবরণের "সর্বথাপি" পদ অঙ্গীকারার্থক, অর্থাৎ দুই মতের মধ্যে যে-মতই গৃহীত হউক্, তাহাতে ভাষ্যের "প্রতিপত্তি" পদের ব্যাখ্যায় কোন প্রভেদ হয় না ; যেহেতু উভয়মতেই ("সর্বথাপি") আত্মৈকত্ববিদ্যার প্রতিপত্তি প্রযত্নান্তরলভ্য হওয়ায় শ্রবণাদিত্রয় প্রয়োজন বলিয়া ভাষ্যের "প্রতিপত্তি" পদ ব্যর্থ নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে বিবরণোক্ত প্রথম মত গ্রহণ করিলেই তবে শ্রবণেরই অঙ্গিত্বসিদ্ধান্ত নিরঙ্কুশভাবে স্থাপন করা যায় ; কিন্তু দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিলে নিদিধ্যাসনেরও অঙ্গিত্ব-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শুধু তাহাই নহে, দ্বিতীয় মতগ্রহণে সহকারিসমবধানে শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু ইহাতে শব্দস্বভাবে দ্বৈরূপ্য-প্রসঙ্গ এবং বিষয়মহিমায় জ্ঞানগত অপরোক্ষত্বসিদ্ধান্ত-ত্যাগপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এই সমস্ত কথা কিঞ্চিৎ পরেই ও পরবর্ত্তী অধ্যায়েও সুবিস্তৃতভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থলে আলোচিত হইল না।

মনে হয় ঋজুবিবরণকারকে অনুসরণ করিয়াই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার[২৮] অপক্ষপাতে বিবরণোক্ত উভয় মতই উপস্থাপন করিয়াছেন।[২৯] কিন্তু বিবরণের অপর টীকা বিবরণভাবপ্রকাশিকায় আচার্য্য নৃসিংহাশ্রম স্পষ্টতঃই বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মতকে অনভিমত পক্ষ বলিয়াছেন (বিঃ ভাঃ প্রঃ পৃঃ ৪০৯), "স্বানভিমতং স্বযূথ্যমতমাহ [বিবরণকারঃ]—*অন্যন্নতম্* ইতি।"

বস্তুতঃ বিবরণাচার্য্যেরও পূর্ববর্ত্তী আচার্য্য জ্ঞানঘন তাঁহার তত্ত্বশুদ্ধিতে বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মতের উল্লেখমাত্র না করিয়া প্রথম মতই গ্রহণ করিয়াছেন (তত্ত্বশুদ্ধি, "শ্রবণাদিসাধননিরূপণপ্রকরণম্" পৃঃ ২৮৪), "যজ্ঞাদিনিবর্হিতকল্মষস্য [পুরুষস্য] প্রথমত এব শব্দাদপরোক্ষজ্ঞানং ব্রহ্মণি সমুৎপন্নমপি কঞ্চিৎকালং প্রতিবদ্ধফলং তিষ্ঠতি। যাবৎ অস্য [পুরুষস্য] শমদমাদিসাধনেন অন্তঃকরণ-বহিঃকরণজন্য-বিপরীতচেষ্টা ন শাম্যতি, তাবৎ শ্রবণেন শব্দশক্তিতাৎপর্য্যনিরূপণলক্ষণেন, মননেন চ অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনে নিরস্য চিত্তৈকাগ্রতাপূর্বং অবধারিতশক্তিতাৎপর্য্যশব্দেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃহঃ উপঃ ১।৪।১০) ইতি আত্মানং প্রতিপদ্যতে। নিবৃত্তে তু [ফল-] প্রতিবন্ধে তদেব শাব্দজ্ঞানং অনুভবপর্য্যন্তং সৎ অশেষাজ্ঞানং তৎকার্য্যং চ প্রমাণজন্যত্বাৎ নির্লেপং নিবর্ত্তয়তি ইতি যুক্তম্।"[৩০]

প্রকৃত প্রস্তাবে বিবরণোক্ত প্রথম মত বিবরণাচার্য্যের অথবা আচার্য্য জ্ঞানঘনের কল্পিত নহে। উপদেশ-সাহস্রীর মধ্যে ভগবৎপাদ স্বয়ং যে বিবরণোক্ত প্রথম মতই সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এইজন্য আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার বেদান্তকল্পলতিকায় যেমন প্রসঙ্খ্যানবাদ

২৮ ঋজুবিবরণকার সর্বজ্ঞ বিষ্ণু ভট্টোপাধ্যায় জনার্দনের (যিনি সন্ন্যাসাশ্রমে আচার্য্যপাদের প্রায় সমস্ত গ্রন্থের টীকাকার আনন্দগিরি বা আনন্দজ্ঞান নামে সমধিক প্রসিদ্ধ) পুত্র। প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি সায়নবংশের গুরু ছিলেন। যদি বিদ্যারণ্য মুনি বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের রচয়িতা হন, তবে তিনি যে গুরুমতেরই অনুগমন করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায়। বেদভাষ্যরচয়িতা সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্যের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম বিদ্যারণ্য মুনি।

২৯ বিঃ প্রঃ সং ১ম বর্ণক পৃঃ ১২৮, "ততঃ প্রথমতঃ এব শব্দাদুৎপন্নমপরোক্ষজ্ঞানং প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চাত্নিশ্চলং ভবতি। অথবা, যথা সম্প্রয়োগঃ অভিজ্ঞানমুৎপাদ্য পুনঃ পূর্বানুভবসংস্কারাপেক্ষয়া প্রত্যভিজ্ঞানমুৎপাদয়তি, তথা শব্দঃ এব প্রথমং ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদ্য পুনর্বর্ণিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া দ্বিতীয়মপরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদয়তি।" বিষয়ের ব্যাপ্তিপ্রদর্শনের জন্য অথবা-কল্প উপস্থাপিত হইতে পারে। কিংবা পূর্বকল্পে অপরিতোষবশতঃই দ্বিতীয় কল্প উত্থাপিত হইতে পারে ; কারণ বিদ্যারণ্য মুনি তাঁহার পঞ্চদশীতে বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

৩০ উদ্ধৃতসন্দর্ভের ব্যাখ্যা এইরূপ। যজ্ঞাদিরূপ নিত্য-নৈমিত্তিককর্মদ্বারা যে-পুরুষের পাপ (কল্মষ) উচ্ছিন্ন (নিবর্হিত) হইয়াছে, সেই পুরুষই যজ্ঞাদিনিবর্হিতকল্মষ। মহাবাক্যরূপ শব্দ শ্রবণ করিলে সেই পুরুষের

ও মনঃকরণতাবাদ খণ্ডন করিয়াছেন (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫২-৫৪ পৃঃ ১২৭-৪১), সেইরূপ বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মতও উপস্থাপন করিয়া (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১২৮) পরিশেষে খণ্ডন করিয়াছেন (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৫ পৃঃ ১৪১-৪২)। এই মত যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা তাঁহার উপস্থাপন-শৈলীতে স্পষ্ট (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১২৮), "অন্যে তু মন্যন্তে—শব্দাৎ আপাততঃ পরোক্ষজ্ঞানমেব জায়তে করণস্বাভাব্যাৎ। উত্তরকালং তু শ্রবণমনননিদিধ্যাসনসহিতাৎ শব্দাৎ এব অপরোক্ষজ্ঞানমুদেতি, সংস্কারসহকৃতেন্দ্রিয়াদিব প্রত্যভিজ্ঞানমিতি।" "আপাততস্" অব্যয়ের অর্থ প্রথমতঃ। "অন্যে" ও "তু" পদদ্বয়প্রয়োগদ্বারা আচার্য্যের অপরিতোষই ব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদান্তকল্পলতিকায় এই মত খণ্ডিতই হইয়াছে (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৫ পৃঃ ১৪১-৪২), "অস্তু তর্হি প্রথমং পরোক্ষং জ্ঞানং জনয়তোঽপি শব্দস্যৈব সহকারিবিশেষলাভেন পশ্চাৎ অপরোক্ষ-জ্ঞানজনকত্বমিতি—তৎ ন, অর্ধজরতীয়ন্যায়াপাতাৎ। শব্দস্য পরোক্ষজ্ঞানজননস্বাভাব্যে সহকারি-সহস্রেণাপি তদন্যথাকরণযোগাৎ, আগন্তুকস্য স্বভাবত্বানুপপত্তেঃ।" আচার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য এইরূপ।

যাঁহারা স্বীকার করেন যে পরোক্ষজ্ঞানজননই শব্দ-প্রমাণের স্বভাব, তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না যে সহকারিবিশেষের সাহায্যে শব্দপ্রমাণ অপরোক্ষজ্ঞানেরও উৎপত্তিতে সমর্থ; কারণ স্বভাব যাবদ্দ্রব্যভাবী অর্থাৎ যতকাল পদার্থ, ততকালই পদার্থের স্বভাব বিদ্যমান। সুতরাং সহকারি-কারণসমবধানে শব্দপ্রমাণ যদি পরোক্ষজ্ঞানজননস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করে, তবে পরোক্ষজ্ঞানজননসামর্থ্য শব্দের স্বভাব হইতে পারে না। অপরদিকে, অপরোক্ষজ্ঞানজননও শব্দের স্বভাব হইতে পারে না; কারণ এই মতে সহকারিকারণবিশেষকে অপেক্ষা করিয়াই শব্দ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু হেত্বন্তরনিরপেক্ষ বস্তুধর্মবিশেষই "স্বভাব" পদের অর্থ, আগন্তুক ধর্ম স্বভাবপদবাচ্য নহে; যেমন শীতস্পর্শই জলের স্বভাব, উষ্ণস্পর্শ নহে। সুতরাং সহস্র শিল্পী যেমন নীলকে পীত করিতে পারে না (সাঃ তঃ কৌঃ কাঃ ৯ পৃঃ ৪২), সেইরূপ সহস্র সহকারিবিশেষও শব্দের পরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্বভাবের অন্যথাকরণ তথা অপরোক্ষজ্ঞানজননসামর্থ্যের আনয়ন করিতে সমর্থ নহে (সম্বন্ধ বাঃ ৫৬ পৃঃ ২৫ = পৃঃ ২৫), "ন হি স্বভাবো ভাবানাং ব্যাবর্ত্তেতৌষ্ণ্যবদ্রবেঃ। স্বভাবাদ্বিনিবৃত্তোঽর্থো নিঃস্বভাবঃ খপুষ্পবৎ॥" অর্থাৎ, সূর্য্যের উষ্ণতা যেমন নিবৃত্ত (ব্যাবৃত্ত) হয় না, সেইরূপ পদার্থের স্বভাবও নিবৃত্ত হয় না; যে-পদার্থ স্বভাব হইতে বিযুক্ত (বিনিবৃত্ত), তাহা আকাশকুসুমের ন্যায়ই নিঃস্বভাব অর্থাৎ শূন্য। ফলে সহকারিবলে শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্বীকারে পরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব অথবা অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব কোনটিই শব্দের স্বভাব হইতে পারে না বলিয়া শব্দ নিঃস্বভাব বা নিঃস্বরূপ হইয়া যাইবে। কিন্তু জগতে নিঃস্বভাব পদার্থ

প্রথমেই [প্রথমতঃ এব] ব্রহ্মবিষয়ে [ব্রহ্মণি] অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সেই জ্ঞান প্রতিবদ্ধফল হইয়া কিছুকাল অবস্থান করে। কার্য্যসহ অজ্ঞানের নাশই ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানের ফল। ঐরূপ ফল প্রতিবদ্ধ (ব্যাহত) হইয়াছে যে-জ্ঞানের সেই অপরোক্ষজ্ঞানই প্রতিবদ্ধফল। প্রত্যক্প্রবণতা ভিন্ন অনাত্মবিষয়ক চেষ্টাই বিপরীত চেষ্টা। শম বা মনঃসংযমদ্বারা অন্তঃকরণের বিপরীত চেষ্টা এবং দম বা বহিরিন্দ্রিয়সংযমদ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিপরীত চেষ্টা শান্ত হয়। লক্ষণীয় তত্ত্বশুদ্ধিকার বিবরণসম্প্রদায়ের ন্যায় "শ্রবণ" পদে শব্দের শক্তিবিচার ও তাৎপর্য্যবিচার বুঝিয়াছেন; কিন্তু মননের দ্বারা অসম্ভাবনানিরাসের ন্যায় বিপরীতভাবনার নিরাসও বুঝিয়াছেন। কিন্তু বিবরণ-সিদ্ধান্তে বিপরীতভাবনা মনননিরস্য নহে এবং তর্কাত্মক মননের দ্বারা অনাদিকালসঞ্চিত অনাত্মসংস্কারনিরাসপক্ষে কোনরূপ প্রমাণও নাই। তত্ত্বশুদ্ধিকার প্রকরণের প্রথমেও পূর্বপক্ষস্থাপন করিতে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন (ঐ পৃঃ ২৮২), "...অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনানিরাসিতর্কলক্ষণেন মননেন...।" উভয় স্থলই লিপিকরপ্রমাদ কি না, তাহা চিন্তনীয়। আচার্য্য কণ্ঠতঃ নিদিধ্যাসনের নাম না করিলেও চিত্তের একাগ্রতা যে নিদিধ্যাসনের ফল, তাহা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান শব্দরূপ প্রমাণজন্য বলিয়া নিঃশেষে অজ্ঞান এবং তাহার কার্য্যবর্গ বিনষ্ট করিলে কোনরূপ লেপ বা মালিন্য অবশিষ্ট থাকে না। আচার্য্য "শমদমাদিসাধনেন", "শ্রবণেন", "মননেন" এবং "শব্দেন" বলিয়া অবিশেষে তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগ করিলেও ইহাদের মধ্যে শব্দই প্রমাণ হওয়ায় কেবল "শব্দেন" পদেই করণে তৃতীয়া হইয়াছে।

প্রমাণসিদ্ধ নহে। অথবা, উভয়কেই শব্দের স্বভাবরূপে স্বীকার করিতে হইবে। উভয়েরই শব্দস্বভাবত্বস্বীকারপক্ষেই বেদান্তকল্পলতিকাকার অর্ধজরতীয়ন্যায়াপাতের কথা বলিয়াছেন। "আপাত" পদের অর্থ আগমন; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে ঐরূপ ন্যায়াপাত অনিষ্টাপত্তিবিশেষ। জরা ও যৌবন পরস্পরবিরুদ্ধ বয়োধর্ম বলিয়া যেমন একই স্ত্রীদেহের অর্ধাংশ জরাগ্রস্ত এবং অপর অর্ধাংশ যৌবনাবিষ্ট হইতে পারে না, সেইরূপ পরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্বভাব ও অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্বভাব পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়ায় উহারা একই শব্দপ্রমাণে আশ্রিত হইতে পারে না। ইহাই অর্ধজরতীয়ন্যায়াপাত।[৩১] বেদান্তকল্পলতিকাকার পরিশেষে বিবরণোক্ত দ্বিতীয়মতসমর্থনে প্রদত্ত প্রত্যভিজ্ঞারূপ দৃষ্টান্তও তিনটি বিকল্পে খণ্ডন করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু আকর দেখিবেন (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৫-৫৬ পৃঃ ১৪১-)।

বস্তুতঃ আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈতরত্নরক্ষণে কণ্ঠতঃই বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মতকে তুচ্ছ বা অসার বলিয়াছেন। তাহার কারণ এইরূপ।

সংক্ষেপ-শারীরককার "পুরুষাপরাধমলিনা ধিষণা" ইত্যাদি পূর্বব্যাখ্যাত শ্লোকচতুষ্টয়ে (১।১৪-১৭) প্রদর্শন করিয়াছেন যে রাজার নির্দোষ চক্ষুঃপ্রমাণদ্বারা নির্দুষ্ট ভর্ত্তৃবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পরই ভর্ত্তৃবিষয়ক সংশয় বা বিপর্য্যয় উৎপন্ন হইয়াছিল; তাঁহার প্রথমে পরোক্ষজ্ঞান ও পরে সহকারিসমবধানে অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে তত্ত্বমসিবাক্যশ্রবণস্থলেও স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবাক্যশ্রবণের অনন্তর ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্ন হইবার পরই ব্রহ্মবিষয়ে সংশয়-বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। কারণ দৃষ্টান্তে যাহা বিশেষরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে, দার্ষ্টান্তিকে তাহাই স্বীকার্য্য, অন্যথা দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাবমাত্রের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ হইবে (অঃ রঃ রঃ পৃঃ ৪৫ পং ৭-৮), "যত্তু প্রথমতো জায়ত এব শব্দাদপি পরোক্ষজ্ঞানম্, প্রতিবন্ধকানন্তরমেব তু অপরোক্ষং জায়তে ইতি মতং [বিবরণে প্রদর্শিতং], তৎ তুচ্ছম্। গ্রন্থকারস্য [সংক্ষেপশারীরককারস্য] তথা স্বরসাভাবাৎ। [কেনোপায়েন তজ্জায়তে ?—ভর্ত্তৃ-] দৃষ্টান্তে অপরোক্ষজ্ঞানোত্তরমেব সংশয়স্য উক্তত্বাৎ [গ্রন্থকারেণ], দার্ষ্টান্তিকেঽপি তস্যৈবোচিতত্বাৎ -[দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাবরক্ষণায়]।" সুতরাং বিষয় যদি অপরোক্ষ হয় তবে বিষয়মহিমাবলেই শব্দ অপরোক্ষজ্ঞানজননে সমর্থ বলিয়া অপরোক্ষ-স্বভাবব্রহ্মবিষয়ে স্বতঃপ্রমাণস্বরূপশ্রুতিবাক্য বিষয়মহিমাবলেই ব্রহ্মবিচারের (অর্থাৎ শ্রবণের) পূর্বেই এবং ব্রহ্মবিচারের পরও (অর্থাৎ নিদিধ্যাসনপরিপাকের অনন্তরও) ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতিই উৎপন্ন করিবে, ইহাই যুক্তযুক্ত—(বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৬ পৃঃ ১৪৬), "তস্মাৎ শব্দ এব বিচারাৎ পূর্বম্ ঊর্ধ্বং চ স্বতঃ প্রমাণভূতো বিষয়মহিম্না সাক্ষাৎকারং জনয়তি ইতি যুক্তমাশ্রয়িতুম্।" অদ্বৈতরত্ন-রক্ষণে মুক্তিফলক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উৎপত্তিক্রম অনবদ্যভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে (অঃ রঃ রঃ পৃঃ ৪৪, পং ৩৯-৪২), "তদয়ং ক্রমঃ—শব্দাৎ প্রথমতোঽপরোক্ষজ্ঞানং জায়তে বিচারপ্রয়োজকম্। তদনন্তরমসম্ভাবনোদয়ে সতি বিচারশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে। তচ্চ বেদান্তানাং ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে সমন্বয়-প্রতিপাদনদ্বারা পরপক্ষখণ্ডনদ্বারা চ উপযুজ্যতে প্রমাণগতাসম্ভাবনা শ্রবণনিবর্ত্ত্যা, প্রমেয়গতাসম্ভাবনা তু মনননিবর্ত্ত্যা ইতি অন্যত্র [সিদ্ধান্তবিন্দৌ, অদ্বৈতসিদ্ধৌ, বেদান্তকল্পলতিকায়াং চ] বিস্তরঃ। [..]পি বিপরীতভাবনা তিষ্ঠত্যেব, সা নিদিধ্যাসনেন নিরাক্রিয়তে। তদনন্তরং পুনরপি মহাবাক্যমনুসন্ধীয়মানমবিদ্যোন্মূলনসমর্থমন্তঃকরণ[..] মুক্তিফলকং [ব্রহ্ম-] সাক্ষাৎকারমুৎপাদয়তি।"

৩১ পূর্বাচার্য্যগণ বহু তাৎপর্য্যার্থে অর্ধজরতীয়ন্যায় প্রয়োগ করিয়াছেন। এইস্থলে যে-অর্থ গ্রহণ করিলে বেদান্তকল্পলতিকায় উক্ত ন্যায়প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা যায়, সেই অর্থই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত ন্যায়ের অন্যান্য অর্থে প্রয়োগের জন্য দ্রষ্টব্য—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।১৯ ২য় বর্ণক পৃঃ ১৮৪ ও ১।২।৮ পৃঃ ২৩৬। রত্নপ্রভা ও ন্যায়নির্ণয় ১।২।৮ পৃঃ ১৬৭। মহাভাষ্য ৪।১।৭৮ পৃঃ ৩৪৬।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে যে বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মত কোন কোন অদ্বৈতাচার্য্যের, এমন কি বিবরণসম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যগণেরও, অভিপ্রেত হইলেও বিবরণাচার্য্য স্বয়ং উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। বিবরণসিদ্ধান্তে বিজ্ঞাতার অনাবৃতচৈতন্যের সহিত বিষয়ের অভেদই বিষয়নিষ্ঠ আপরোক্ষ্য এবং বিষয়ের আপরোক্ষ্যই জ্ঞাননিষ্ঠ অপরোক্ষত্বের প্রযোজক, করণবিশেষও প্রযোজক নহে এবং অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বও বিষয়গত অপরোক্ষত্ব নহে।[৩২] এক্ষণে বিজ্ঞাতৃচিদভেদরূপ বিষয়াপরোক্ষ্য বস্তুবিশেষে স্বাভাবিক হইতে পারে, অথবা বৃত্তিদ্বারা হইতে পারে। ঘটপটাদি অনাত্মবস্তুস্থলে বিষয়াপরোক্ষ্য বৃত্তিদ্বারক হইলেও ব্রহ্মে স্বাভাবিক হওয়ায় ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান পরোক্ষ হইতেই পারে না। বস্তুতঃ বিজ্ঞাতৃচিদভিন্ন বিষয়ে প্রমাণমাত্র অপরোক্ষপ্রতীতির জনক হওয়ায় শব্দপ্রমাণও নিষ্প্রত্যূহে অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইতে পারে। এইরূপ মত স্বীকারে শব্দপ্রমাণের স্বভাবহানি অথবা সহকারিসহায়ে স্বভাবের অন্যথাকরণ অথবা নিঃস্বভাবত্বপ্রসঙ্গ অথবা অর্ধজরতীয়ন্যায়াপাত—এই দোষচতুষ্টয়ের কোনটিই প্রসর নহে। এইরূপ নির্দুষ্ট বিবরণসিদ্ধান্ত স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিতেই গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী বলিয়াছেন (বেঃ সিঃ সূঃ মঃ ৩।২৩ পৃঃ ১১৩), "বিজ্ঞাতৃচিদভিন্নস্য বিষয়স্যাহহপরোক্ষ্যতঃ। পারোক্ষ্যাসম্ভবাদন্যে প্রাহুঃ শব্দাপরোক্ষতাম্॥" "অন্যে" অর্থাৎ বিবরণাচার্য্যাদয়ঃ। অতএব বিবরণে উপস্থাপিত দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিলে বিবরণের অন্যান্য মৌলিক সিদ্ধান্ত যে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, তাহা অতীব স্পষ্ট। বিবরণে বহুপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইলেও কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত আচার্য্যানুগ, তাহাই শাস্ত্ররহস্য। সুতরাং বিবরণসম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়াও বহু অদ্বৈতাচার্য্যেরই যখন বিবরণ-গ্রন্থ-গ্রন্থিভেদ হয় নাই, তখন মাদৃশ ব্যক্তির সিদ্ধান্তস্খলন অবশ্যই ক্ষমার্হ।[৩৩]

এক্ষণে ভামতীসম্প্রদায়সমর্থিত মনঃকরণতাবাদের খণ্ডনমুখে শাব্দাপরোক্ষবাদের বিপক্ষে বিরুদ্ধচিন্তাসমূহের সমাধান হইল, ইহা বুঝিতে হইবে।

৩২ বেদান্ত-পরিভাষার ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

৩৩ অনুসন্ধিৎসু কৃষ্ণালঙ্কারটীকাসহ সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ৩।১।৩ হইতে ৩।১০ পৃঃ ৪৫৬-৭০ এবং প্রকাশটীকাসহিত বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী ৩।২১-২৬ পৃঃ ১১২-১৫ অবশ্য দেখিবেন।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে মনঃকরণতাবাদখণ্ডন নামক
নবম অধ্যায় সমাপ্ত

দশম অধ্যায়

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অঙ্গাঙ্গিত্ববিচার

শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিচারে বিকল্পত্রয়

পূর্ব তিন অধ্যায়ে প্রসংখ্যানবাদ ও মনঃকরণতাবাদ আলোচনার পর এক্ষণে বিবরণাচার্য্যের সিদ্ধান্ত বুঝা যাইবে যে কেন তিনি নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব স্বীকার না করিয়া শ্রবণেরই অঙ্গিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিষয়ে তিনটি বিকল্প সম্ভব—

প্রথমতঃ, নিদিধ্যাসনই অঙ্গী, শ্রবণ ও মনন উহার অঙ্গ। ইহা প্রধানতঃ প্রসংখ্যানবাদিগণ ও মনঃকরণতাবাদিগণের অভিমত।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রবণাদি তিনটিই সমপ্রধান বলিয়া কেহ কাহারও অঙ্গ নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন্ আচার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না।[১]

তৃতীয়তঃ, শ্রবণই অঙ্গী, মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ। ইহাই বিবরণসিদ্ধান্ত। মহাবাক্যের প্রথম শ্রবণেই ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্ন হয় এবং শ্রবণই অঙ্গী, মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ—এই দুই সিদ্ধান্ত পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হওয়ায় একের স্বীকার ও অপরটির বর্জন যে সম্ভব নহে, তাহা প্রদর্শিত হইবে।

নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব ঃ প্রথম বিকল্প

প্রথমে মণ্ডনমিশ্রাদির মত উপস্থাপন করিতে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১০), "ননু মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ কথং শ্রবণং প্রতি অঙ্গতাবগমঃ ?" পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য্য এইরূপ।

শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকারক ; কারণ প্রথমে শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টবেদান্তবাক্যবলে পরোক্ষ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পরে মননের দ্বারা অর্থ-সম্ভাবনার হেতুসমূহ ঐরূপ পরোক্ষ আত্মজ্ঞানকে দৃঢ়ীকৃত করে। এইরূপভাবে শব্দ প্রমাণ ও যুক্তিসম্ভাবনার দ্বারা বিষয় পরিনিশ্চিত হইলেই সেই নিশ্চিত বিষয়াকার চিত্তসমাধানরূপ নিদিধ্যাসন উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব নিদিধ্যাসনের স্বরূপের নিষ্পত্তি করিয়া স্বরূপোপকারক হওয়ায় শ্রবণ ও মননই নিদিধ্যাসনের অঙ্গ, বিপরীত নহে।[২]

নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বনিরাকরণপূর্বক শ্রবণের অঙ্গিত্বস্থাপন---
বিবরণাচার্য্যের প্রথম উত্তর

নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব নিরাকরণ করিতে বিবরণাচার্য্য দুইটি উত্তর প্রদান করিয়াছেন। যে-সমস্ত অদ্বৈতাচার্য্য স্বীকার করেন যে শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণ প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন

১ তত্ত্বশুদ্ধি, "শ্রবণাদিসাধননিরূপণপ্রকরণম্" পৃঃ ২৮৬, "ত্রয়াণামপি শ্রবণাদীনাং শব্দঃ প্রমাণম্, প্রতিবন্ধ-নিবৃত্তিহেতুত্বাবিশেষাৎ আগ্নেয়াদিবৎ তুল্যসাধনত্বমিতি কেচিদাচার্য্যাঃ।" "কেচিৎ" পদ-প্রয়োগের দ্বারা তত্ত্বশুদ্ধিকারের অস্বারস্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। বিবরণাচার্য্যও এইরূপ বিকল্প উত্থাপন করিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১১), "ত্রয়াণামপি [শ্রবণাদীনাং] সন্নিপত্যোপকারাবিশেষাৎ দর্শপৌর্ণমাসবৎ সমপ্রধানতা বা কিং ন স্যাৎ ? ইতি।" বিবরণের কোন টীকাকারই এইরূপ পক্ষাবলম্বী কোন সম্প্রদায়ের বা কোন আচার্য্যের নাম করেন নাই।

২ বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১০-১১, "যাবতা ব্রহ্মণ্যেব শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টবেদান্ত-শব্দাবধারণাৎ শ্রবণশব্দাভিধেয়াদাত্মন্যববুদ্ধে পশ্চাৎ মননমর্থসম্ভাবনোপপত্তিপর্য্যালোচনাদ্বারা জনিতা ব্রহ্মণি প্রত্যয়াবৃত্তিরুৎপদ্যতে ; ততশ্চ প্রমাণ-যুক্তিসম্ভাবনাভ্যাং পরিনিশ্চিতেঽপি বিষয়ে তদেকাকারং চিত্তসমাধানং নিদিধ্যাসনমুৎপদ্যতে ; তদেবং নিদিধ্যাসনস্বরূপোপকারিতয়া শ্রবণমননয়োস্তদঙ্গভাবেঽবগতে ন যুজ্যতে শ্রবণাঙ্গতা মনননিদিধ্যাসনয়োঃ ইতি" [পূর্বপক্ষঃ]। সম্ভাবনাহেতবো যা উপপত্তয়ঃ তৎপর্য্যালোচনদ্বারেণ উৎপন্নঃ, এইরূপে বুঝিতে হইবে। পূর্বপক্ষীর মতে শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টবেদান্তশব্দাবধারণই "শ্রবণ" পদবাচ্য, বিচার নহে।

করে, পরে মনননিদিধ্যাসনজনিতসংস্কারবিশিষ্ট অন্তঃকরণকে অপেক্ষা করিয়া অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে, তাঁহাদের পক্ষে উত্তর এইরূপ। ইহা সত্য যে ব্রহ্মবিষয়ে প্রথমোৎপন্ন পরোক্ষজ্ঞান নিদিধ্যাসনের উপকারক হওয়ায় উহা অবশ্যই নিদিধ্যাসনের অঙ্গ। কিন্তু পরে যে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিতে মনন ও নিদিধ্যাসন উপকারক হওয়ায় তাহারা অবশ্যই শ্রবণের অঙ্গ। এইরূপে পরবর্তীকালে উৎপদ্যমান অপরোক্ষজ্ঞানকে বুদ্ধিস্থ করিয়াই শ্রবণকে অঙ্গী ও মনন-নিদিধ্যাসনকে শ্রবণের অঙ্গ বলা হইয়া থাকে।[৩]

শ্রবণাদির সমপ্রাধান্য ঃ দ্বিতীয় বিকল্প

কেহ আপত্তি করিবেন, অপরোক্ষফলোদয় হউক্, তথাপি শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের অঙ্গ হইবে না কেন? বিশেষতঃ, শ্রবণাদি তিনটিই অবিশেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সন্নিপত্যোপকারক হওয়ায় উহারা সমপ্রধানই বা হইবে না কেন? যেমন, আগ্নেয়, উপাংশু ও অগ্নীষোম, এই যাগত্রয়সমষ্টিরূপ পৌর্ণমাসী এবং আগ্নেয়, ঐন্দ্রদধি ও ঐন্দ্রপয়, এই যাগত্রয়সমষ্টিরূপ দর্শ পরস্পরনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কর্ম হওয়ায় কেহ কাহারও অঙ্গ নহে, সেইরূপ।[৪]

শ্রবণাদিত্রয়ের সমপ্রাধান্য খণ্ডনপূর্বক শ্রবণের অঙ্গিত্বস্থাপন ঃ তৃতীয় বিকল্প

উত্তরে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১১-১২), "বিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানেন কারণং (করণং) ভবতি, প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানাৎ। মনন-নিদিধ্যাসনে তু চিত্তস্য প্রত্যগাত্মপ্রবণতাসংস্কারপরিনিষ্পন্ন-তদেকাগ্রবৃত্তিকার্য্যদ্বারেণ ব্রহ্মানুভবহেতুতাং প্রতিপদ্যেতে ইতি [হেতোঃ] ফলং প্রতি অব্যবহিতস্য করণস্য বিশিষ্টশব্দাবধারণস্য ব্যবহিতে মনন-নিদিধ্যাসনে তদঙ্গে অঙ্গীক্রিয়েতে।" অদ্বৈতসিদ্ধি ও

৩ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১১, "অত্রোচ্যতে—যস্মিন্পক্ষে শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রথমং ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদ্য মনননিদিধ্যাসনসংস্কারবিশিষ্টান্তঃকরণাপেক্ষয়া অপরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদয়তি, তত্র [তস্মিন্ পক্ষে] ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানস্য নিদিধ্যাসনোপকারিতয়া তদঙ্গত্বেঽপি তাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণাদ-পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তৌ মনননিদিধ্যাসনে শ্রবণস্য ফলোপকার্য্যঙ্গতামশ্নুবাতে।" বলা বাহুল্য, বিবরণে (মেট্রোঃ পৃঃ ৫১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৯) "অন্যৎ মতম্" বলিয়া নিজের অনভিপ্রেত যে মতের উল্লেখ করা হইয়াছে, এইস্থলে সেই মত অবলম্বনে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বপক্ষ খণ্ডিত হইতেছে। অশ্ ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ, এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে স্বাদিগণীয় আত্মনেপদী অশ্ ধাতুর লটে প্রথম পুরুষে দ্বিবচনের রূপ অশ্নুবাতে।

৪ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১১, "ননু অপরোক্ষফলোদয়েঽপি নিদিধ্যাসনাঙ্গত্বৈব শ্রবণমননয়োঃ কিং ন স্যাৎ? ত্রয়াণমপি সন্নিপত্যোপকারাবিশেষাৎ দর্শপৌর্ণমাসবৎ সমপ্রধানতা বা কিং ন স্যাৎ ইতি।" তাৎপর্য্য এই, শ্রবণ ও মননের অঙ্গত্বে যদি প্রমাণাভাবও থাকে তবে তাহাও স্বীকার্য্য ; কিন্তু ইহার দ্বারা নিদিধ্যাসন অঙ্গ হইয়া যায় না, অথবা শ্রবণও অঙ্গী হয় না। বরং শ্রবণাদিত্রয় সমপ্রধানই হইবে ; কারণ তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক হওয়ায় উহাদের মধ্যে কোনটিরই বিশেষ নাই যাহাতে কেহ অঙ্গী এবং অপর দুইটি তাহার অঙ্গ হইতে পারে। বিবরণাচার্য্য যে সমপ্রাধান্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে "দর্শপৌর্ণমাসবৎ" বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইবে। যে-অঙ্গকর্মসমূহ (যেমন ব্রীহির অবহনন, প্রোক্ষণ ইত্যাদি) সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় প্রধানযাগশরীর নিষ্পন্ন করিয়া উৎপত্ত্যপূর্বের উৎপত্তিতে উপযোগী হয়, সেই অঙ্গকর্মসমূহকে মীমাংসাদর্শনে "সন্নিপত্যোপকারক" এই পারিভাষিক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। আবার, যে-অঙ্গকর্মসমূহ (যেমন প্রযাজ, অনুযাজ ইত্যাদি) আত্মসমবেত অপূর্বের জনক হয়, সেই অঙ্গকর্মসমূহকে "আরাদুপকারক" পদে ব্যপদেশ করা হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে উভয়প্রকার উপকারক অদৃষ্টদ্বারে প্রধান যাগের উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু বিবরণসিদ্ধান্তে শ্রবণাদিত্রয় দৃষ্টদ্বারে আত্মদর্শনের উপকারক। সুতরাং সমপ্রধানতা অংশমাত্রে দর্শপূর্ণমাসযাগ দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে—দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ যেমন প্রধানকর্ম বলিয়া কেহ কাহারও অঙ্গ নহে, সেইরূপ শ্রবণাদিত্রয়ও অন্তঃকরণে সমবেত হইয়া অন্তঃকরণকে সংস্কৃত করিয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাররূপ প্রধানের উপকারক। বস্তুতঃ শ্রবণাদিত্রয়ে সন্নিপত্যোপকারকত্বরূপ অঙ্গধর্ম অথবা আরাদুপ-কারকত্বরূপ অঙ্গধর্ম সম্ভব নহে। তাৎপর্য্যদীপিকা পৃঃ ৪১১ দ্রষ্টব্য। সূক্ষ্মবিচারের জন্য দ্রষ্টব্য লঘুঃ সহ অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ "মনননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্বোপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৮৬০-৬১।

লঘুচন্দ্রিকা অনুসারে উক্ত বিবরণ-সন্দর্ভ অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

বিবরণসিদ্ধান্তে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয়ের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যায় যে যাহা অঙ্গ হইবে তাহা অঙ্গিরূপফলের ইচ্ছার অধীন চিকীর্ষাজন্যকৃতিসাধ্য হইয়া থাকে, যেমন প্রযাজাদি যাগসমূহ অপূর্ববিশিষ্টযাগের ইচ্ছার অধীন চিকীর্ষাজন্যকৃতিসাধ্য হওয়ায় অঙ্গ। আলোচ্যস্থলে জীব-ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারবিশিষ্ট শ্রবণের ইচ্ছার অধীন চিকীর্ষাজন্যকৃতিসাধ্য হওয়ায় মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ। সুতরাং ঐক্যসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত শ্রবণ অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গরূপে মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ শ্রবণেচ্ছাপ্রযুক্ত ইচ্ছাধীন মুমুক্ষুর প্রবৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইবে, শ্রবণের অঙ্গিত্ব বা প্রাধান্য কিরূপে বুঝা যাইবে?

ইহারই উত্তরে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন, "বিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানেন কারণং ভবতি, প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানাৎ।" তাৎপর্য্য এই, শ্রবণাদিত্রয়ের মধ্যে শ্রবণে বিশেষ থাকায় শ্রবণাদিত্রয় সমপ্রধান হইতে পারে না, অথবা শ্রবণ কদাপি মনন ও নিদিধ্যাসনের অঙ্গও হইতে পারে না। কি সেই বিশেষ?—ইহারই উত্তরে বিবরণে "বিশিষ্ট" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রবণাখ্যবিচারের দ্বারা শব্দের[৫] শক্তিতাৎপর্য্যের জ্ঞান হইয়া থাকে, মনন বা নিদিধ্যাসনের দ্বারা শক্তিতাৎপর্য্যগ্রহ হয় না। ইহাই শ্রবণগত বিশেষ।

প্রশ্ন হইবে, শ্রবণদ্বারা শব্দের শক্তিতাৎপর্য্য গৃহীত হয় হউক, কিন্তু ইহাতে শ্রবণ অঙ্গী বা প্রধান হইবে কেন?

ইহারই উত্তর, "বিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানেন কারণং ভবতি।" অর্থাৎ, শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দজ্ঞান হইলে পরক্ষণেই জীব-ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যরূপ প্রমেয় সিদ্ধ হইয়া থাকে, শক্তিতাৎপর্য্যহীন শব্দমাত্রবলে প্রমেয়নিশ্চয় হয় না। বিবরণের মুদ্রিত গ্রন্থসমূহে "কারণং" পাঠ থাকিলেও তত্ত্বদীপনকার (তত্ত্বদীপন পৃঃ ৫১১) "করণং" পাঠই দেখিয়াছিলেন। "করণং" পাঠ গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে যে "ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্", করণের এই প্রকার লক্ষণ গ্রহণ করিয়াই বিবরণাচার্য্য বিশিষ্টশব্দাবধারণকে ঐকাত্ম্যরূপপ্রমেয়নির্ণয়ে করণ বলিয়াছেন এবং উহার ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত করণত্ব প্রদর্শন করিতেই "অব্যবধানেন" পদ ব্যবহার করিয়াছেন—যেহেতু শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণের অব্যবধানে প্রমেয়নিশ্চয় হয়, সেইহেতু উহা করণ, যেমন পরমতে সন্নিকর্ষ ও লিঙ্গপরামর্শ যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির করণ। তত্ত্বদীপনোদ্ধৃত "করণং" পাঠই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ বিবরণাচার্য্য পরবর্ত্তী বাক্যেই বলিয়াছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ পং ১২ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১২ পং ১-২), "ফলং প্রতি অব্যবহিতস্য করণস্য বিশিষ্টশব্দাবধারণস্য।" "কারণং" পাঠেও কোনরূপ অনুপপত্তি নাই, যেহেতু প্রমেয়নিশ্চয়ে বিশিষ্টশব্দাবধারণ কারণ; কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন কারণ নহে, যেহেতু উহারা প্রতিবন্ধকনিরাসমাত্রে উপক্ষীণ।

কিন্তু বিশিষ্টশব্দাবধারণই ঐকাত্ম্যনিশ্চয়ে অব্যবহিত কেন? ইহারই উত্তর, "প্রমাণস্য প্রমেয়াবধারণং প্রতি অব্যবধানাৎ।" তাৎপর্য্য এই, প্রমাণ প্রমার স্বরূপনিষ্পত্তির কারণ বলিয়া প্রমাণমাত্র কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া প্রমেয়নিশ্চয় করিয়া থাকে, অন্যথা প্রমাণের নিরপেক্ষতা বা অনপেক্ষতা বা স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি অনিবার্য্য (মীঃ সূঃ ১।১।৫)। কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন প্রমাণ না হওয়ায় ব্রহ্মানুভবের প্রতি ব্যবহিত।

কাহার দ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যবহিত?—ইহারই উত্তরে বিবরণাচার্য্য "মনন নিদিধ্যাসনে তু" ইত্যাদি সন্দর্ভ বলিয়াছেন। "প্রত্যগাত্মপ্রবণ" পদের অর্থ ব্রহ্মাত্মৈক্যমাত্রবিষয়ক। প্রত্যগাত্মপ্রবণতারূপ যে সংস্কার, সেই সংস্কারদ্বারা নিষ্পন্ন যে চিত্তের ব্রহ্মৈকাগ্র্যরূপবৃত্তি, সেই বৃত্তিরূপ

৫ স্মর্তব্য, ন্যায়মতে পদের শক্তি ঈশ্বরনিষ্ঠ ইচ্ছাবিশেষ এবং তাৎপর্য্য পুরুষনিষ্ঠ ইচ্ছাবিশেষ হইলেও মীমাংসাসিদ্ধান্তের ন্যায় অদ্বৈতসিদ্ধান্তেও শক্তি শব্দনিষ্ঠ এবং তদভিব্যক্তিজননযোগ্যত্বরূপতাৎপর্য্যও শব্দনিষ্ঠ।

কার্য্যের দ্বারাই মনন-নিদিধ্যাসন ব্রহ্মানুভবের হেতু, ইহাই বিবরণসন্দর্ভাংশের অর্থ। বস্তুতঃ এইস্থলে "হেতু" পদ যথাশ্রুতার্থে ব্যবহৃত হয় নাই, প্রযোজক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, যেহেতু অঙ্গ কদাপি প্রধানজন্যফলের হেতু হয় না। প্রযোজক অর্থেও "হেতু" পদের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং বিবরণের "ব্রহ্মানুভবহেতুতাং" পদের অর্থ অবিদ্যানিবৃত্ত্যুপধায়কানুভবপ্রযোজকতাম্—অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপধায়ক যে ব্রহ্মানুভব, তাহার প্রযোজক।[৬] প্রযোজক বলিয়া মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারতঃ ব্রহ্মানুভবের উপকারক, সাক্ষাৎভাবে নহে। সেই দ্বার বা অবান্তর ব্যাপার কি?—ইহা প্রকাশ করিতেই "সংস্কার" ইত্যাদি বিবরণ-সন্দর্ভাংশ। মননের দ্বারা জীব-ব্রহ্মৈক্যমাত্রবিষয়ক সংস্কার উৎপন্ন হয় এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা উক্ত সংস্কারেরই দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। সংস্কার দৃঢ় হইলে চিত্তে অনাত্মবিষয়ক বিপরীত সংস্কার নিবৃত্ত হইয়া একাগ্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন উক্ত দৃঢ়সংস্কারদ্বারা একাগ্রবৃত্তিরূপ উক্ত অনুভবের প্রযোজক, ইহা বলা যাইবে না; কারণ বিপরীতসংস্কারনিবৃত্তির উৎপত্তিকালে জায়মান বৃত্তিতে অপ্রামাণ্যশঙ্কা সম্ভব হওয়ায় অপ্রামাণ্যশঙ্কা-শূন্যবৃত্ত্যন্তরই অবিদ্যানিবৃত্তির উপধায়ক। সুতরাং উক্ত একাগ্রবৃত্তি অপ্রামাণ্যশঙ্কাশূন্যসাক্ষাৎকার-রূপফলের প্রযোজক বা উপকারক (উপকরণ) হওয়ায় সেই একাগ্রবৃত্তির জনকরূপেই মনন ও নিদিধ্যাসনকে বিবরণে "ফলোপকার্যঙ্গে" পদে বলা হইয়াছে। ইহাই বিবরণের "মনন-নিদিধ্যাসনে তু" হইতে "ইতি ফলোপকার্যঙ্গে" পর্য্যন্ত সন্দর্ভের গূঢ় তাৎপর্য্য।

শ্রবণের অঙ্গিত্বখণ্ডনে ন্যায়ামৃতকারের যুক্তি

আপত্তি হইবে, প্রমাণ প্রমেয়াবগমে অব্যবহিত বলিয়া অঙ্গী বা প্রধান হয় হউক্, কিন্তু বিচারাত্মক শ্রবণ শাব্দজ্ঞানে করণ বা প্রমাণ না হওয়ায় অঙ্গী নহে। উভয় মীমাংসাসম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন যে ধর্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মজ্ঞানে শব্দই করণ এবং তর্ক যেমন অনুমানাদিতে ইতিকর্ত্তব্যতামাত্র, কিন্তু করণ নহে, সেইরূপ প্রমীয়মাণ ব্রহ্মবিষয়ে শব্দ বা শব্দজ্ঞানই করণরূপে প্রধান, বিচাররূপশ্রবণ ইতিকর্ত্তব্যতামাত্ররূপে অঙ্গ বা অপ্রধান। সুতরাং শ্রবণ কোনরূপেই অঙ্গী হইতে পারে না। বিবরণসিদ্ধান্তখণ্ডনমানসে ন্যায়ামৃতকার এইরূপ আপত্তিই উত্থাপন করিয়াছেন (ন্যায়ামৃত ৩য় পরিঃ "মনন-নিদিধ্যাসনয়োর্বিবরণোক্তশ্রবণাঙ্গত্বভঙ্গঃ" পৃঃ ১২২১-২২), "যতো বিচারঃ করণং নৈব বোধে শব্দপ্রমাণজে। ন চায়ং সন্নিপাত্যঙ্গং শব্দস্য করণাত্মনঃ॥...তথা হি, ন তাবৎ শ্রবণরূপো বিচারঃ শাব্দজ্ঞানে করণং, বেদেন ধর্ম ইব,[৭] ব্রহ্মণি প্রমীয়মাণে বিচারস্য, অনুমানাদৌ তর্কস্য ইব, শব্দরূপে শব্দজ্ঞানরূপে বা করণে ইতিকর্ত্তব্যতামাত্রত্বাৎ [অতএব শ্রবণং ন অঙ্গি]।"

ন্যায়ামৃতখণ্ডন: অদ্বৈতসিদ্ধিকারের সমাধান

অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উত্তর এইরূপ।

শব্দশক্তিতাৎপর্য্যাবধারণই "বিচার" পদের অর্থ। অপৌরুষেয় বেদে পুরুষের ইচ্ছারূপ শক্তি না থাকায় এইস্থলে প্রমাজননের অনুকূলশক্তিরূপ তাৎপর্য্যই "শক্তিতাৎপর্য্য" পদের অর্থ। "অবধারণ" পদের জ্ঞান অর্থ বুঝিলে জ্ঞানে বিধি না হওয়ায় বিচারে বিধি হইতে পারিবে না; এইজন্য বিচার তর্কাত্মক বলিয়া উহা জ্ঞান হইতে বিজাতীয় অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ এবং ইহাই এইস্থলে "অবধারণ" পদের অর্থ।[৮] এক্ষণে যে-শব্দের শক্তি-তাৎপর্য্য অবধৃত বা নিশ্চিত হইয়াছে, সেই অবধৃততাৎপর্য্যক

৬ অব্যবহিতপূর্ববৃত্তিত্বসম্বন্ধেন ফলবিশিষ্টত্বম্ উপধায়কত্বম্। যেমন, পরমতে পরামর্শ অনুমিত্যাত্মকফলোপধায়ক, অথবা বিশেষণজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞানাত্মকফলোপধায়ক। পরম্পরয়া কার্য্যজনকত্বং প্রযোজকত্বম্। যেমন, কাশীমরণ-হেতু মুক্তি। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, কাশীমরণ তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা ব্যবহিত হইয়া মুক্তির হেতু বা প্রযোজক।

৭ স্মর্ত্তব্য—"ধর্মে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করণাত্মনা। ইতিকর্ত্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি॥"

৮ এই কারণে আচার্য্য সুরেশ্বর "শ্রবণাদিক্রিয়া তাবৎ কর্ত্তব্যেহ প্রযত্নতঃ" বলিয়া শ্রবণাদিতে ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আচার্য্যকৃত শারীরকভাষ্যানুসারে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।৪ পৃঃ ১২৮-২৯) সিদ্ধান্তবিন্দুকার বলিয়াছেন (সিঃ বিঃ ৮।৫২-৫৩ পৃঃ ৬৩০-৩২ = পৃঃ ১২৪) যে বৈদিকবিধিপ্রাপ্ত ("চোদনাজন্য") মানসী ক্রিয়া

শব্দই ব্রহ্মানুভবে করণ; ফলে তাৎপর্য্যাবধারণবিশিষ্টশব্দজ্ঞান করণ হওয়ায় তাৎপর্য্যাবধারণাত্মক বিচাররূপ বিশেষণ করণকোটির মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া বিচাররূপশ্রবণ ইতিকর্ত্তব্যতা হইতে পারে না, বরং উহা ইতিকর্ত্তব্যতার অঙ্গীই। আচার্য্যের অভিপ্রায় এই, শব্দ শব্দত্বরূপে করণ নহে, কিন্তু অবধৃততাৎপর্য্যকশব্দত্বরূপেই করণ, যেমন লিঙ্গবিশিষ্টজ্ঞান লিঙ্গজ্ঞানত্বরূপেই অনুমিতির করণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে।[৯]

তাৎপর্য্যজ্ঞানের শাব্দপ্রমাকরণত্ববিচার

ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিয়াছেন যে বিবরণসম্প্রদায় তাৎপর্য্যজ্ঞানকে করণকোটির মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে পারেন না, কারণ বিবরণমতানুসারেই তাৎপর্য্যজ্ঞানকে শাব্দপ্রমার কারণ বলিলে জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয়তাদোষ হইয়া থাকে—"অনন্যলভ্যঃ হি শব্দার্থঃ" এই ন্যায়ে শাব্দবোধের পূর্বে প্রমাণান্তরের দ্বারা বাক্যার্থনিশ্চয় হয় না বলিয়া শাব্দনিশ্চয় হইলেই বাক্যার্থঘটিততাৎপর্য্যনিশ্চয় হয়, আবার তাৎপর্য্যনিশ্চয় হইলেই শাব্দনিশ্চয় হয়। এইজন্য বিবরণসিদ্ধান্তে তাৎপর্য্যজ্ঞান তাৎপর্য্যসংশয় বা তাৎপর্য্যভ্রমরূপ প্রতিবন্ধকের নিরাসমাত্রে উপক্ষীণ, শাব্দবোধে কারণ নহে। আকাঙ্ক্ষাদিসহিত-শব্দজ্ঞান শাব্দপ্রমার করণরূপে সম্ভব হইলে এবং তাৎপর্য্যজ্ঞান তাৎপর্য্যসংশয়বিপর্য্যয়নিরাসমাত্রে উপক্ষীণ বলিয়া তাৎপর্য্যজ্ঞান শাব্দপ্রমার করণকোটির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব অবধৃততাৎপর্য্যকশব্দ শাব্দপ্রমার করণ নহে। তৎসত্ত্বেও যদি তাৎপর্য্যজ্ঞান শাব্দপ্রমার করণকোটির মধ্যে প্রবেশ করে, তবে প্রতিবন্ধকনিরাসমাত্রে উপক্ষীণরূপে স্বীকৃত মনন ও নিদিধ্যাসনও করণকোটির মধ্যে প্রবিষ্ট হউক। ফলে মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে শ্রবণের বিশেষ না থাকায় শ্রবণকে অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধ্যাসনকে শ্রবণের অঙ্গ বলা যাইবে না।[১০]

উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে যদি তাৎপর্য্যজ্ঞান করণকোটির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তবে আকাঙ্ক্ষাদিও করণকোটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না; কারণ সাকাঙ্ক্ষত্বাদিজ্ঞান নিরাকাঙ্ক্ষত্বাদিভ্রমের নিবৃত্তিতেই উপযোগী, শাব্দবোধে নহে। তাৎপর্য্যজ্ঞান হইলে শাব্দবোধ হইবে এবং শাব্দবোধ হইলে তাৎপর্য্যজ্ঞান হইবে,—এইরূপ জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয়তাদোষেরও প্রসঙ্গ নাই; কারণ সামান্যতঃ অর্থাববোধ হইলে সামান্যতঃ তাৎপর্য্যজ্ঞানসম্ভব। ইহা স্বীকার না করিলে অন্বয়যোগ্য

বস্তুতন্ত্র জ্ঞান না হওয়ায় বিধেয় হইতে পারে। এইজন্যই নামাদিতে ব্রহ্মাধ্যাস, শ্রবণাদিরূপতর্ক প্রভৃতি কামাদির ন্যায় পুরুষেচ্ছাধীন ভ্রমপ্রমাবিলক্ষণ অন্তঃকরণপরিণামবিশেষ। দ্রষ্টব্য কল্পতরু ১।১।৪ পৃঃ ১২৯। অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ "শ্রবণাদের্বিধেয়ত্বোপপত্তিপ্রকরণম্" পৃঃ ৮৬৬। এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী খণ্ডে শ্রবণাদিতে বিধিবিচার করা হইবে।

৯ অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ "মননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্বোপপত্তিঃ" পৃঃ ৮৫৯, "শব্দশক্তিতাৎপর্য্যাবধারণং তাবৎ বিচারঃ। অবধৃততাৎপর্য্যকশ্চ শব্দঃ করণমিতি বিচারস্য করণকোটিপ্রবেশেন ইতিকর্ত্তব্যতাত্বাভাবাৎ অঙ্গিত্ব-নির্ণয়াৎ। তদুক্তং বিদ্যাসাগরে—অনুমিতৌ লিঙ্গজ্ঞানবৎ তাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দজ্ঞানং করণম্, অতঃ তাৎপর্য্যাবধারণরূপবিচারস্যাঙ্গিত্বম্।" "করণকোটিপ্রবেশেন" অর্থাৎ করণতাবচ্ছেদকঘটকত্বেন। "তাৎপর্য্য-বিশিষ্টশব্দজ্ঞানম্" অর্থাৎ তাৎপর্য্যাবধারণবিশিষ্টং শব্দজ্ঞানম্। আনন্দপূর্ণ মুনীন্দ্রই বিদ্যাসাগর নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের বিদ্যাসাগরী টীকা, ব্রহ্মসিদ্ধির উপর ভাবশুদ্ধি টীকা, বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকের উপর ন্যায়কল্পলতিকা টীকা, ন্যায়চন্দ্রিকা নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ ইত্যাদি গ্রন্থরাজির মধ্যে কোথায় ঐ পংক্তি বিদ্যমান, তাহা বলা শক্ত।

১০ ন্যায়ামৃত "মনন-নিদিধ্যাসনয়োর্বিবরণোক্তশ্রবণাঙ্গত্বভঙ্গঃ" পৃঃ ১২২২, "আকাঙ্ক্ষাদিযুক্তশব্দজ্ঞানস্যৈব করণত্বসম্ভবেঽপি বিবরণে অন্যোন্যাশ্রয়াৎ শাব্দপ্রমাকরণতাং নিষিধ্য তাৎপর্য্যভ্রমরূপপ্রতিবন্ধনিরাসোপক্ষীণতয়া উক্তস্য তাৎপর্য্যজ্ঞানস্যাপি করণকোটিত্বে মননাদেরপি তদাপত্তেঃ।" এইস্থলে বিশেষজ্ঞাতব্য এই, ন্যায়মতে আকাঙ্ক্ষা শব্দধর্ম হইলেও মীমাংসা ও বিবরণসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে আকাঙ্ক্ষা পদার্থধর্ম, যদিও শব্দধর্মও হইতে পারে (মীঃ সূঃ ২।১।৪৬; শাবরভাষ্য ১।২।৭ পৃঃ ৪৭ ও ৪৮ = পৃঃ ১৫ ও ১৭ = পৃঃ ৫১; অঃ সিঃ ২য় পরিঃ "সত্যাদিবাক্যাখণ্ডার্থত্বোপপত্তিঃ" পৃঃ ৬৮৯)। অদ্বৈতসিদ্ধিতে (ঐ পৃঃ ৬৮৯) আকাঙ্ক্ষাদির বিবরণসম্মতলক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিবরণের চতুর্থ বর্ণকে (মেট্রোঃ পৃঃ ৮০৪ = মাদ্রাজ পৃঃ ৫৮৯) তাৎপর্য্যজ্ঞানের শাব্দপ্রমিতিকারণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে।

নানা অর্থের উপস্থাপক পদে বিনিগমনা হইবে না। আচার্য্যের অভিপ্রায় এই, "গো" পদের ধেনু, ভূমি, জল প্রভৃতি দশটি পদার্থে শক্তি থাকায় "গাং দেহি" বাক্যশ্রবণে ধেনু, ভূমি ও জলে দানকর্মত্বের অন্বয়যোগ্যতা বর্ত্তমান---"ধেনু প্রদান কর", "ভূমি প্রদান কর", "জল প্রদান কর।" কিন্তু "গাং দেহি" বাক্যের তাৎপর্য্য একটিই, তিনটি নহে। সুতরাং ঐরূপ বাক্যে নানা অন্বয়যোগ্যতা থাকিলেও যোগ্যতা বিনিগমিকা নহে, কিন্তু তাৎপর্য্যই বিনিগমক। সুতরাং তাৎপর্য্যগ্রহ সর্বত্র শাব্দবোধে কারণ নহে। কিন্তু যে-স্থলে তাৎপর্য্যসংশয় বা তাৎপর্য্যবিপর্যয়ের পরবর্ত্তীকালে শাব্দবোধ হয়, সেই স্থলে তাৎপর্য্যসংশয় বা তাৎপর্য্যবিপর্য্যয়ের নিরাসকরূপে তাৎপর্য্যজ্ঞানের উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য্য, যেমন স্থাণুতে "স্থাণুর্বা পুরুষো বা" এইরূপ সংশয় অথবা "পুরুষ এব" এইরূপ বিপর্যয়ের পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন প্রত্যক্ষে বিশেষদর্শন অপেক্ষিত, সেইরূপ। অতএব বিবরণোক্ত শ্রবণের অঙ্গিত্বসিদ্ধান্তে কোনরূপ অনুপপত্তি না থাকায় উহা অনবদ্য।[১১] এইস্থলে শ্রবণের অঙ্গিত্বস্থাপনে বিবরণাচার্য্যের প্রথম উত্তর সমাপ্ত হইল।

শ্রবণের অঙ্গিত্বনিরূপণ---বিবরণাচার্য্যের দ্বিতীয় উত্তর

বিবরণাচার্য্যের দ্বিতীয় উত্তর এইরূপ।

যে-সমস্ত অদ্বৈতাচার্য্য শব্দ হইতে প্রথমেই ব্রহ্মাপরোক্ষানুভবফলরূপ বিজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে শ্রবণ যে সুতরাং প্রধান বা অঙ্গী হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ যখন ভ্রান্তিরূপবিক্ষেপজন্যসংস্কারের দ্বারা কলুষিত অন্তঃকরণের দোষবশতঃ স্বতঃ অপরোক্ষব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞানের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া ফলপর্য্যবসায়ী হয় না, তখন মনন ও নিদিধ্যাসন অন্তঃকরণগতবিক্ষেপাদিদোষরূপ প্রতিবন্ধকের নিরাসপূর্বক অপরোক্ষজ্ঞানরূপফলের প্রতিষ্ঠা বা নৈশ্চল্যের হেতু হইয়া থাকে। এইরূপেই মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রহ্মানুভবরূপফলের উপকারী হইয়া শ্রবণের অঙ্গ হয়।[১২] এই তাৎপর্য্যেই বিবরণাচার্য্যেরও পূর্ববর্ত্তী আচার্য্য জ্ঞানঘন তাঁহার তত্ত্বশুদ্ধিতে

১১ অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৮৫৯-৬০, "ন চ, আকাঙ্ক্ষাদিসহিতশব্দজ্ঞানস্যৈব [শাব্দপ্রমা-]করণত্বসম্ভবে [বিবরণসিদ্ধান্তে] তাৎপর্য্যভ্রমনিরাসোপক্ষীণতয়া উক্ততাৎপর্য্যজ্ঞানস্য করণকোটিপ্রবেশে মননাদেরপি তৎকোটিপ্রবেশঃ স্যাৎ, ইতি যুক্তম্; এবং সাকাঙ্ক্ষাদিধিয়োঽপি নিরাকাঙ্ক্ষত্বাদিভ্রমনিরাসকত্ব-মাত্রেণোপযোগাপত্তৌ আকাঙ্ক্ষাদিকমপি করণকোটিপ্রবিষ্টং ন স্যাৎ। ন চান্যোন্যাশ্রয়ঃ; সামান্যতোঽর্থাবগমনেন তাৎপর্য্যগ্রহসম্ভবাৎ, অন্যথা নানার্থাদৌ বিনিগমনাদিকং চ ন স্যাৎ। তথাচ সর্বত্র তাৎপর্য্যজ্ঞানস্যাজনকত্বেঽপি যত্র তাৎপর্য্যসংশয়বিপর্য্যয়োত্তরং শাব্দধীঃ, তত্র তাৎপর্য্যজ্ঞানস্য হেতুতা গ্রাহ্যা, সংশয়বিপর্য্যয়োত্তরপ্রত্যক্ষে বিশেষদর্শনস্যেব। অতএব ন বিবরণবিরোধোঽপি।" "উপক্ষীণতয়া" পদের অর্থ অন্যথাসিদ্ধ্যা। অতএব অবধৃততাৎপর্য্যকশব্দত্বরূপে শব্দ শাব্দবোধে কারণ নহে। যদি বা কারণও হয়, তাহা হইলে মননাদিও করণকোটিতে প্রবিষ্ট হউক, ইহাই পূর্বপক্ষীর প্রদত্ত প্রতিকূলতর্ক ছিল।

১২ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১২, "যদা তু পুনঃ শব্দাদেব প্রথমমপরোক্ষানুভবফলং বিজ্ঞানমুৎপন্নম্, ভ্রান্তিবিক্ষেপসংস্কারখচিতান্তঃকরণদোষাদর্থোঽপি পরোক্ষানুভবফলতয়া বিভ্রান্ত্যাঽবতিষ্ঠতে, তদা মনন-নিদিধ্যাসনে চিত্তগতবিক্ষেপাদিদোষপ্রতিবন্ধনিরাসেনাপরোক্ষফলপ্রতিষ্ঠাহেতুতয়া প্রমাণস্য ফলোপকার্যঙ্গমিতি ন বিরুধ্যতে।" ভাবপ্রকাশিকা পৃঃ ৪১২, "অত্র শ্রবণস্য করণকোটৌ নিবেশমাত্রেণ করণত্বমুপচর্য্যতে; অপ্রমাণস্য তস্য [শ্রবণস্য] সাক্ষাৎ প্রমাকরণত্বাসম্ভবাৎ, লোকে শক্ত্যাদিজ্ঞানস্যাকরণত্বাচ্চ। ততঃ তস্য [শ্রবণস্য] অঙ্গিত্বমপি তাদৃশমেব [অর্থাৎ, মুখ্যার্থে নাস্তি অঙ্গিত্বম্]। মননাদেস্তু করণকোটৌ অপ্রবেশাৎ প্রমায়াং তৎপ্রত্যাসত্তিবিশেষো নাস্তি ইতি তদপেক্ষয়া [শ্রবণাপেক্ষয়া] অপ্রধানত্বাৎ প্রতিবন্ধাভাবস্যাহেতুত্বেঽপি শ্রবণফলে অপেক্ষা অস্তি ইতি [হেতোঃ] তদঙ্গত্বম্; ন তু প্রযাজাদেরিবাঙ্গত্বং, তৎফলাজনকত্বাৎ।" বস্তুতঃ প্রযাজাদি অঙ্গযাগসমূহ প্রধানযাগজন্যস্বর্গাদিফলের সাক্ষাৎজনক নহে (অঃ সিঃ পৃঃ ৮৬১-৬২)। ন্যায়মতে প্রতিবন্ধকাভাব কারণসামগ্রীর অন্তর্গত হইলেও বিবরণে (মেট্রোঃ পৃঃ ৮৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৬৫) প্রতিবন্ধকের অন্যরূপ লক্ষণ গৃহীত হওয়ায় অদ্বৈতশাস্ত্রে প্রতিবন্ধকাভাবের কারণত্ব খণ্ডিতই হইয়াছে (ভাবপ্রকাশিকা পৃঃ ৬৫-৭; গদ্যবার্ত্তিক পৃঃ ১১-৩, ১৫-৭, ১৯)। অদ্বৈতদর্শনে অভাব জ্ঞাপকহেতু হইলেও কারকহেতু হয় না।

বলিয়াছেন যে শব্দ হইতে প্রথমেই ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও তাহা চিত্তদোষবশতঃ কিছুকাল প্রতিবদ্ধফলরূপে অবস্থান করে অর্থাৎ মোক্ষরূপ নিজ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না।[১৩] এইরূপ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সং ১ম বর্ণক পৃঃ ১২৭), "যদ্যপি ব্রহ্ম স্বপ্রকাশম্, শব্দশ্চ তত্রাপরোক্ষজ্ঞানজননে সমর্থঃ, তথাপি দুরিতৈশ্চিত্তকৃতবিপরীতপ্রবৃত্তেঃ বিষয়াসম্ভাবনয়া, দেহেন্দ্রিয়াদিবিপরীতভাবনয়া চ প্রতিবন্ধঃ সম্ভবতি। ততো নিশ্চলোঽপরোক্ষানুভবো ন জায়তে।" ফলোপজননসামর্থ্যই অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বা নৈশ্চল্য। এইরূপ প্রতিষ্ঠা বা নিশ্চলত্বের নিমিত্ত সাধনক্রমানুসারে প্রথমে স্ব স্ব আশ্রমকর্মানুষ্ঠানদ্বারা পাপক্ষয় করিতে হইবে। তাহার পর শমদমাদি ষট্ সম্পত্তির দ্বারা আত্মতত্ত্বের বিপরীত অনাত্মবিষয়ে প্রবৃত্তি রোধ করিতে হইবে। তদনন্তর মননাত্মক তর্কদ্বারা জীবব্রহ্মৈক্যরূপ বিষয়ে অসম্ভাবনা নিরাস করিতে হইবে এবং পরিশেষে জন্মান্তরার্জিত বিপরীতসংস্কারসমূহ নিদিধ্যাসনের দ্বারা দূরীভূত করিয়া (মলাপকর্ষণ) সূক্ষ্মবিষয়ের নির্দ্ধারণে সমর্থ চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা (গুণাধান) সম্পন্ন করিতে হইবে। অতঃপর শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান নিশ্চলরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে[১৪] এবং প্রারব্ধসত্ত্বে জীবন্মুক্তি ও প্রারব্ধক্ষয়ে বিদেহমুক্তি প্রদান করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শব্দশক্তিতাৎপর্য্যাবধারণরূপশ্রবণ করণভূতশব্দপ্রমাণে অতিশয়জনক হওয়ায় তাহাকে করণরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অঙ্গিত্ব বা প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। মনন ও নিদিধ্যাসন প্রবলপ্রতিবন্ধকনিবারকরূপে সহকারিভূত অন্তঃকরণে অতিশয় উৎপন্ন করিয়া ফলোপকার্য্যঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলের উপকারী অঙ্গ হওয়ায় শ্রবণ অপেক্ষা দূরবর্ত্তী।[১৫] প্রতিবন্ধক দ্বিবিধ বলিয়া মনন বিষয়গত অসম্ভাবনা দূরীভূত করিয়া চিত্তে সংশয় অপনয়নরূপ মলাপকর্ষণ করে এবং নিদিধ্যাসন জন্মান্তরার্জিত বিপরীতসংস্কারসমূহসম্মার্জনপূর্ব্বক চিত্তে একাগ্রতারূপ গুণাধান করিয়া থাকে। শমাদি ও যজ্ঞাদি আরাদুপকারক হওয়ায় ইতিকর্ত্তব্যতারূপ। তন্মধ্যে শমাদি অন্তরঙ্গসাধন, কারণ উহা মুমুক্ষুর শ্রবণে অধিকারের প্রতিবন্ধক অন্তঃকরণগতবিপরীতপ্রবৃত্তিরূপ দৃষ্টদোষের নিবারক। কিন্তু যজ্ঞাদিকর্ম অদৃষ্টদ্বারা ফলোৎপাদক,

---

১৩ তত্ত্বশুদ্ধি "শ্রবণাদিসাধননিরূপণম্", পৃঃ ২৮৪, "যজ্ঞাদিনিবর্হিতকল্মষস্য প্রথমত এব শব্দাদপরোক্ষজ্ঞানং ব্রহ্মণি সমুৎপন্নমপি কঞ্চিৎকালং প্রতিবদ্ধফলং তিষ্ঠতি।" পদ্যবার্ত্তিক পৃঃ ৭, ১১, "প্রকৃতে চ যদ্যপি তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং বাক্যার্থবোধজননে স্বয়মেব সমর্থম্, তথাপি শক্তিতাৎপর্য্যসন্দেহবিপর্য্যয়প্রতিবন্ধাৎ জাতমপি তস্মাৎ তজ্জ্ঞানমজাতমিব ভবতি, স্বকার্য্যাক্ষমত্বাৎ।"

১৪ বিঃ প্রঃ সং ১ম বর্ণক পৃঃ ১২৭, "তত্রাশ্রমধর্মানুষ্ঠানাদ্ দুরিতাপগমঃ। শমাদিসেবনাৎ চিত্তস্য বিপরীতপ্রবৃত্তয়ো নিরুধ্যন্তে। মননাত্মকেন তর্কেণ জীব-ব্রহ্মৈক্যলক্ষণস্য বিষয়স্যাসম্ভাবনা নিরস্যতে। নিদিধ্যাসনেন বিপরীতভাবনাং তিরস্কুর্বতী সূক্ষ্মার্থনির্দ্ধারণসমর্থা চিত্তবৃত্তেরেকাগ্রতা সম্পদ্যতে। ততঃ শব্দজনিতমপরোক্ষং জ্ঞানং নিশ্চলং প্রতিতিষ্ঠতি।" বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের এই গ্রন্থাংশ পূর্ব্বোদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত বিবরণের আলঙ্কারিক সন্দর্ভের (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৭-৮) দুর্বল প্রতিধ্বনিমাত্র হইলেও বিবরণোক্ত সাধনক্রম অনুসরণ করিয়াই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার শমাদিসেবনের পরই মননের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়নকালেই "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের শ্রবণ হইয়াছিল এবং তৎকালেই অপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতিও উৎপন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে ঐরূপ ব্রহ্মানুভবের আপরোক্ষ্যপ্রতিষ্ঠার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির জন্যই আশ্রমকর্মানুষ্ঠান, শমাদিসেবন ইত্যাদি বিহিত হইতেছে। "ততঃ শব্দজনিতম্" বাক্যাংশে দ্বিতীয় শ্রবণ বা মহাবাক্যের পুনরনুসন্ধানই বক্তব্য। বলা বাহুল্য, ভামতীমধ্যে (১৷১৷১ পৃঃ ৬২-৩ ও ৩৷৪৷২৭ পৃঃ ৮৯১) সাধনক্রম ভিন্নই হইবে। সাধনক্রমের জন্য দ্রষ্টব্য নৈঃ সিঃ চন্দ্রিকাসহ, ১৷৫২ পৃঃ ৩৪ ; পৃঃ দীঃ উপক্রমণিকা শ্লোক ১১ হইতে আরম্ভ।

১৫ অদ্বৈতসিদ্ধিতে তত্ত্বশুদ্ধি উদ্ধৃত হইয়াছে (অঃ সিঃ পৃঃ ৮৬১), "তদুক্তং তত্ত্বশুদ্ধৌ—'করণীভূত-শব্দধর্মশক্তিতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ শ্রবণস্য করণান্তর্ভাবেনাঙ্গিত্বম্' ইতি।" কিন্তু তত্ত্বশুদ্ধিতে এইরূপ সন্দর্ভ দৃষ্ট হয় নাই, যদিও অনুরূপ সন্দর্ভ বিদ্যমান (তত্ত্বশুদ্ধি পৃঃ ২৮৫-৮৬), "অতশ্চ শক্তিতাৎপর্য্যয়োঃ শব্দধর্মত্বাৎ তদ্বিষয়ত্বাচ্চ শ্রবণস্য শব্দবিশেষণত্বেন প্রমাণান্তর্ভাবাৎ ত্রয়াণামপি শ্রবণমেব প্রধানম্ ; তস্যৈব ফলপ্রতিবন্ধবিগমেন মনননিদিধ্যাসনে উপকুর্বাতে ইতি [হেতোঃ] তদঙ্গে সমাশ্রীয়েতে।" অঃ সিঃ পৃঃ ৮৬১, "অত এবোক্তং চিৎসুখাচার্য্যৈঃ, 'করণীভূতশব্দগতাতিশয়হেতুত্বাৎ শ্রবণস্য করণত্বেন অঙ্গিত্বম্, মনননিদিধ্যাসনয়োস্তু সহকারি-ভূতচিত্তগতাতিশয়হেতুত্বাৎ ফলোপকার্য্যঙ্গতা' ইতি।" চিৎসুখ মুনির কোন্ গ্রন্থে এইরূপ সন্দর্ভ বিদ্যমান, তাহা বলা দুরূহ।

কারণ জন্মান্তরকৃতযজ্ঞাদিও শুভ অদৃষ্ট উৎপন্ন করিয়া অদৃষ্টদ্বারাই বিবিদিষার বা প্রত্যক্‌প্রবণতার হেতু হয়; ফলে দূরস্থ বলিয়া যজ্ঞাদিকর্ম তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির বহিরঙ্গসাধন।[১৬] অতএব যজ্ঞাদি ও শমাদিরূপ ইতিকর্ত্তব্যতার দ্বারা এবং মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ফলোপকার্যঙ্গদ্বয়ের দ্বারা উপকৃত অঙ্গিভূত শ্রবণই নিশ্চল ব্রহ্মাপরোক্ষানুভবজনক।[১৭]

মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের পরই বিহিত হওয়ায় উহারা শ্রবণের অঙ্গ হইতে পারে না, অঙ্গ হইলে অদৃষ্টদ্বার কল্পনা করিতে হইবে,—এইরূপ পূর্বোক্ত আপত্তি যথাযথ নহে। কারণ পরে বিহিত হইলেও কেহ অঙ্গ হইতে পারে, ইহা দৃষ্ট হয়। যেমন স্বিষ্টকৃৎ যাগ, অনুযাজ প্রভৃতি কর্মসমূহ প্রধানকর্মের উত্তরকালে বিহিত হইলেও প্রধানকর্মের ফলোপকারী অঙ্গ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের প্রতিবন্ধক যে চিত্তগতবিক্ষেপ, তাহা দৃষ্ট বলিয়া মনন ও নিদিধ্যাসন ফলপ্রতিবন্ধকনিবৃত্তিরূপ দৃষ্টদ্বারেই শ্রবণাঙ্গ হওয়ায় অদৃষ্টদ্বারকল্পনার প্রসঙ্গই নাই।[১৮] সুতরাং শ্রবণসহকৃত শব্দপ্রমাণ হইতে

১৬ অন্তরঙ্গসাধন ও বহিরঙ্গসাধনের দুইটি করিয়া লক্ষণ বিদ্যমান। প্রথম লক্ষণ এইরূপ—যাহা বিবিদিষার উৎপত্তির হেতু, তাহা বহিরঙ্গসাধন এবং যাহা পরমাত্মসাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যেই বিহিত, তাহা অন্তরঙ্গসাধন। সংক্ষেপশারীরকের ৩।৩২৯ শ্লোকে ও তাহার সারসংগ্রহটীকায় (পৃঃ ৩৩৩) এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় লক্ষণ এই—যাহা অদৃষ্টদ্বারেই ফলোৎপাদক কারক, তাহা বহিরঙ্গসাধন। যাহা দৃষ্টদ্বারে তত্ত্বজ্ঞানহেতুর অভিব্যঞ্জক, তাহা অন্তরঙ্গসাধন। শমাদি ও শ্রবণাদি দৃষ্টপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানহেতুর ব্যঞ্জক বা জ্ঞাপক বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানের নিকটবর্ত্তী। সংক্ষেপশারীরকের উপর অগ্নিচিৎ পুরুষোত্তম মিশ্রকৃত সুবোধিনী ও রামতীর্থকৃত অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা টীকা (৩।৩৩০-৩৩১ পৃঃ ৭১৪-১৫) দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে (পৃঃ ১২৯) যে সংক্ষেপশারীরকোক্ত দ্বিতীয় লক্ষণই গৃহীত হইয়াছে, তাহা "দৃষ্টদোষস্য নিবারকত্বাৎ" ও "অদৃষ্টদোষস্য নিবারকতয়া" সন্দর্ভাংশের দ্বারা বুঝা যায়। সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়ে যজ্ঞাদিকর্ম যে বিবিদিষার উৎপাদক তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ভগবান মনু বলিয়াছেন যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন, বেদার্থাববোধ, সাবিত্র্যাদিব্রত, অগ্নিমধ্যে সমিদাধানরূপ হোম এবং দেবতা ও ঋষিগণের তর্পণদ্বারা, এবং গৃহস্থাশ্রমে পুত্রোৎপাদন, পঞ্চমহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি শ্রৌতযাগদ্বারা শরীরস্থ আত্মাকে ব্রাহ্মীয় অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করা হয় (মনু সং ২।২৮), "স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ। মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥" দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত ও ব্রহ্মযজ্ঞই পঞ্চমহাযজ্ঞ। শ্রৌতযাগসমূহ "যজ্ঞ" পদের অর্থ। উক্ত শ্লোকের বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য মেধাতিথিভাষ্য (পৃঃ ৮৩-৪ = পৃঃ ২০৯-১১) দ্রষ্টব্য।

১৭ বিঃ প্রঃ সং ১ম বর্ণক পৃঃ ১২৮-২৯, "শ্রবণং তু শব্দশক্তিতাৎপর্য্যাবধারণরূপং সৎ করণভূতশব্দাতিশয়হেতুত্বাৎ করণমিতি কৃত্বা শ্রবণস্যোবাঙ্গিত্বমুচিতম্। প্রবলপ্রতিবন্ধনিবারকয়োঃ মনননিদিধ্যাসনয়োঃ সহকারিভূতচিত্তাতিশয়হেতুত্বাৎ ফলোপকার্যঙ্গত্বম্। মননং হি বিষয়গতাসম্ভাবনাং নিরাকৃত্য চিত্তে সংশয়মপনয়তি। নিদিধ্যাসনং চ বিপরীতভাবনাং নিরাকৃত্য চিত্তবৃত্তেরৈকাগ্র্যং জনয়তি। শমাদীনাং যজ্ঞাদীনাং চ আরাদুপকারত্বাৎ ইতিকর্ত্তব্যতারূপত্বম্; তত্রাপ্যন্তরঙ্গাঃ শমাদয়ঃ শ্রবণাধিকারপ্রতিবন্ধকস্য চিত্তেন্দ্রিয়গতবিপরীতপ্রবৃত্ত্যাখ্যস্য দৃষ্টদোষস্য নিবারকত্বাৎ। যজ্ঞাদয়শ্চাদৃষ্টদোষস্য নিবারকতয়া বহিরঙ্গাঃ। অত ইতিকর্ত্তব্যতয়া ফলোপকার্যঙ্গাভ্যাং [মনন-নিদিধ্যাসনাভ্যাং] চ উপকৃতম্ অঙ্গিভূতং শ্রবণমেব নিশ্চলাপরোক্ষানুভবজনকম্।" পূর্বে বিবরণ-ব্যাখ্যাকালে (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৯ = মাদ্রাজ ৪০৭) "চিত্তেন্দ্রিয়" পদের তাৎপর্য্য আলোচিত হইয়াছে। মীমাংসাসম্প্রদায়প্রসিদ্ধ পারিভাষিক অর্থে "আরাদুপকারক" পদ ব্যবহৃত হয় নাই। "আরাৎ" পদের দূর ও সমীপ উভয় অর্থ হইলেও (অমরকোষ নানার্থবর্গ ৭৫০, "আরাদ্দূরসমীপয়োঃ") এই স্থলে উহার অর্থ দূরবর্ত্তী। "প্রবলপ্রতিবন্ধক" পাঠের পরিবর্ত্তে "ফলপ্রতিবন্ধক" পাঠান্তরই অধিকতর সমীচীন।

১৮ তত্ত্বশুদ্ধি "শ্রবণাদিসাধননিরূপণম্" পৃঃ ২৮৬, "শ্রবণস্য চ ফলপ্রতিবন্ধবিগমমন্তরেণ অনুভবপর্য্যন্তজ্ঞান-হেতুত্বানুপপত্তেঃ মনননিদিধ্যাসনে ফলপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিলক্ষণদৃষ্টদ্বারেণ তদঙ্গতামশ্নুবাতে ইতি নাদৃষ্টদ্বারকল্পনা-প্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ শব্দান্তর্ভাবাৎ শ্রবণমেব প্রধানম্; মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ তদঙ্গত্বমেব ইতি সিদ্ধম্।" স্বাদিগণীয় আত্মনেপদী অশূ ব্যাপ্তৌ (সংঘাতে চ) এইরূপ ধাতুপাঠানুসারে অশ্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্ত হওয়া; উহার লটের প্রথমপুরুষে দ্বিবচনের রূপ অশ্নুবাতে। নয়নপ্রসাদিনী ৩য় পরিঃ "শব্দস্যাপরোক্ষহেতুত্বে সিদ্ধান্তঃ" পৃঃ ৫৩২, "যদ্যপি চিত্তগতমললক্ষণপ্রতিবন্ধো যজ্ঞাদিভিঃ শুদ্ধ্যাধায়কৈঃ নিবারিতঃ, তথাপি দৃষ্টস্য বিক্ষেপলক্ষণপ্রতিবন্ধস্য তাভ্যাং নিরাসঃ, অনুযাজাদিবচ্চ ফলোপকার্যঙ্গতয়োত্তরকালত্বমপি ন বিরুধ্যতে ইতি ভাবঃ।" অনুযাজ ও স্বিষ্টকৃৎ যাগের সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ।

শ্রুতিমধ্যে জ্যোতিষ্টোমযাগপ্রকরণে শ্রুত হইয়াছে, "আগ্নিমারুতাদূর্ধ্বমনুযাজৈশ্চরন্তি" অর্থাৎ আগ্নিমারুত

ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উহা প্রতিবদ্ধফল হইয়া থাকে অর্থাৎ অজ্ঞান নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না ; প্রতিবন্ধকসত্ত্বে কার্য্যের অনুৎপাদকত্বদ্বারা কারণ স্বীয় কারণত্ব পরিত্যাগ করে না— (নয়নপ্রসাদিনী ঐ পৃঃ ৫৩২) "ন হি প্রতিবন্ধে সতি কার্য্যানুৎপাদকত্বং কারণতাং বিহন্তি", যেমন মণিসন্নিধানে বহ্নির দাহজনকত্ব ব্যাহত বা প্রতিবদ্ধ হইলেও তাহার দ্বারা বহ্নির দাহজনকত্ব পরিত্যক্ত হয় না। এই তাৎপর্য্যেই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সং ১ম বর্ণক পৃঃ ১২৮), "ন হি অপরোক্ষে ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানং সম্ভবতি [স্বয়ংপ্রকাশে ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানস্য ভ্রমত্বপ্রসঙ্গাৎ]। ততঃ প্রথমত এব শব্দাদুৎপন্নমপরোক্ষজ্ঞানং প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চান্নিশ্চলং ভবতি।" অথবা, যে-সমস্ত অদ্বৈতাচার্য্য চিৎসুখমুনি ও পঞ্চদশীকারের ন্যায় শব্দ হইতে ব্রহ্মবিষয়ে প্রথমে পরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তপ্রকাশ করিতে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (ঐ), "অথবা,...শব্দ এব প্রথমং ব্রহ্মণি পরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদ্য পুনর্বর্ণিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া (দ্রষ্টব্য বিঃ প্রঃ সং পৃঃ ১২৭) দ্বিতীয়মপরোক্ষজ্ঞানমুৎপাদয়তি।" উভয় মতেই মনন ও নিদিধ্যাসন ফলোপকার্য্যঙ্গ, কারণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অনন্তরই ফলরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে (বিঃ প্রঃ সং পৃঃ ১২৮), "এবং সতি শব্দাৎ প্রথমমপরোক্ষং পরোক্ষং বা ব্রহ্মজ্ঞানং জাতমপি তাবতৈব নিশ্চলাপরোক্ষানুভবরূপেণ প্রতিষ্ঠায়া অভাবাৎ অপ্রাপ্তমিব[১৯] ভবতি। মননিদিধ্যাসনয়োঃ কৃতয়োঃ ফলরূপেণ প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ 'ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তা' ইতি ব্যপদিশ্যতে।" সুতরাং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যশ্রবণজন্য ব্রহ্মজ্ঞানের আপরোক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাই মনন ও নিদিধ্যাসনের কৃত্য, ইহা উভয়মতেই স্বীকার্য্য।

আপত্তি হইবে, শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টবেদান্তশব্দাবধারণজন্য প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকারপক্ষে শ্রবণের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যাইবে না ; কারণ প্রথমে শ্রবণজন্য[২০] ব্রহ্মপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পরে মনন সম্ভাবনার হেতুরূপ উপপত্তিসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে সেই পর্য্যালোচনার দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষনিশ্চয় উৎপন্ন হয়। তদনন্তর সেই পরোক্ষনিশ্চয়াত্মক প্রত্যয়ের আবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টবেদান্তশব্দাধারণরূপ প্রমাণের দ্বারা এবং মননরূপ যুক্তিসম্ভাবনার দ্বারা বিষয় পরিনিশ্চিত হইলেই তদাকার চিত্তসমাধানরূপ

নামক শস্ত্ররূপস্তোত্রবিশেষ পাঠের পর অনুযাজ করিবে। পশুযাগে হৌত্রকাণ্ডে পঠিত একাদশ সংখ্যক মন্ত্রদ্বারা যে একাদশ হোম করা হয়, তাহার নাম অনুযাজ (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৪৷৩৷১৫শ অধিঃ পৃঃ ২৮৩)। দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রকরণে শ্রুত হইয়াছে, "শেষাৎ স্বিষ্টকৃতে সমবদ্যতি" অর্থাৎ অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত পুরোডাশ হইতে অগ্নিকে আহুতি প্রদানের পর যে অবশেষ থাকে, তাহা হইতে স্বিষ্টকৃৎ যাগজন্য অবদান বা ছেদন (অর্থাৎ তৎ-তৎভাগের পৃথক্‌রূপে গ্রহণ) করিতে হইবে। স্বিষ্টকৃৎ যাগ কর্মের বৈগুণ্যসমাধানদ্বারা প্রধান যাগের উপকার সাধন করিয়া থাকে। উভয় যাগই প্রধানযাগোত্তরকালে অনুষ্ঠিত হয়। তত্ত্বশুদ্ধি ও নয়নপ্রসাদিনী উভয়ই এইস্থলে সমভাবে উদ্ধৃত হইলেও উহাদের মধ্যে প্রভেদ স্মর্তব্য। তত্ত্বশুদ্ধিকার মতে শব্দ হইতে ব্রহ্মবিষয়ে প্রথমেই অপরোক্ষজ্ঞান হয়, পরে উহার প্রতিষ্ঠা বা নৈশ্চল্যের জন্য মননাদি আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু চিৎসুখ মুনি অনুসারে নয়নপ্রসাদিনীকারের সিদ্ধান্তে শব্দ প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন করে, পরে উহার অপরোক্ষত্বের নিমিত্ত মননাদির প্রয়োজন হয়।

১৯ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে উভয়মতের নিগমনবাক্যে "অপ্রাপ্তমিব" পদ ব্যবহার করা সমীচীন হয় নাই। কারণ প্রথমোৎপন্ন পরোক্ষজ্ঞানকে "অপ্রাপ্তমিব" বা অপ্রাপ্তের ন্যায়ই, ইহা বলা যায় না। প্রথমে অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার পক্ষেই ঐরূপ অপরোক্ষজ্ঞানকে "অপ্রাপ্তমিব" বলা যায়, কারণ ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমা বস্তুতঃ প্রাপ্ত হইলেও ফলতঃ অপ্রাপ্ত। অর্থাৎ উহা সফল না হওয়ায় উহা যেন প্রাপ্তই নহে। অপরোক্ষপ্রমা অপ্রাপ্ত হইলে যেমন অজ্ঞাননিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষপ্রমাও অজ্ঞাননিবর্তক না হওয়ায় অজ্ঞাননিবর্তকত্বসাম্যবশতঃই "ইব" কার প্রযুক্ত হইয়াছে। বসুমতী সংস্করণে "পরোক্ষং বা" পাঠ না থাকায় এইরূপ ত্রুটি নাই ; তাহা হইলে "এবং সতি" সন্দর্ভ উভয়মতের নিগমনস্বরূপ হইবে না। কিন্তু গ্রন্থকারের তাহা অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় না।

২০ স্মর্তব্য শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টবেদান্তশব্দাবধারণই "শ্রবণ" পদের অর্থ।

নিদিধ্যাসন উৎপন্ন হইতে পারে। ফলে শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকারক হওয়ায় উহারাই নিদিধ্যাসনের অঙ্গ, মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ নহে।[২১]

উত্তরে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণরূপশ্রবণ প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করিলে সেই ব্রহ্মপরোক্ষজ্ঞান যে নিদিধ্যাসনের উপকারক তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সেই পরোক্ষজ্ঞানের প্রমেয় মননের দ্বারা নিশ্চিত হইলে তবে তাহার আবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু নিদিধ্যাসন প্রথম শ্রবণকে অপেক্ষা করিয়া অঙ্গী বা উপকার্য্য হইলেও অপ্রমাণ বলিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক হয় না, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে এবং বিবরণাচার্য্য স্বয়ং "ন চ শব্দকরণমন্তরেণ নিদিধ্যাসনাদেব অপরোক্ষানুভবফলজন্ম সম্ভবতি, তস্য প্রামাণ্যাসিদ্ধেঃ" ইত্যাদি অব্যবহিত পরবর্ত্তী সন্দর্ভেই (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১-১২ = মাদ্রাজ ৪১২-১৩) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিদিধ্যাসনকরণকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টবেদান্তশব্দাবধারণরূপশ্রবণ যখন মনননিদিধ্যাসন-সংস্কারবিশিষ্টান্তঃকরণরূপ (বা চিত্তদর্পণরূপ) সহকারীকে অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করে তখন এই দ্বিতীয় শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনের অঙ্গ নহে, বরং মনন ও নিদিধ্যাসনই দ্বিতীয় শ্রবণের অঙ্গ। সুতরাং এই পক্ষে বলিতে হইবে যে অনর্থহেতুর নিবর্ত্তক ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানজনক দ্বিতীয় শ্রবণই অঙ্গী, প্রথম শ্রবণ নহে। সুতরাং শ্রবণের অঙ্গিত্বসিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণই থাকে (বিবরণ মেট্রোঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১১ "অত্রোচ্যতে" ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

প্রথম শ্রবণ হইতে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং প্রথম শ্রবণ হইতে অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়—এই উভয়পক্ষের মিলিতরূপে নিগমন করিতে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সং পৃঃ ১২৯), "যত্তু [প্রথম-] শ্রবণমাপাতিকমঙ্গানুষ্ঠানাৎ প্রাক্ পরোক্ষজ্ঞানম্, অপ্রতিষ্ঠিতাপরোক্ষজ্ঞানং বা জনয়তি, তস্য [প্রথমশ্রবণস্য] নিদিধ্যাসনাঙ্গত্বেঽপি ন নঃ [অস্মাকং] কিঞ্চিৎ হীয়তে, সংসারনিবর্ত্তকব্রহ্মতত্ত্বাপরোক্ষজ্ঞানজনক-[দ্বিতীয়]-শ্রবণস্যৈব অঙ্গিত্বাঙ্গীকারাৎ।" অর্থাৎ—মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ অঙ্গদ্বয়ের অনুষ্ঠানের (প্রবৃত্তির) পূর্বে আপাতিক[২২] বা প্রথম শ্রবণ ব্রহ্মপরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন করুক, অথবা অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন করুক, উভয় পক্ষেই সেই আপাতিক শ্রবণ নিদিধ্যাসনের অঙ্গ হইলেও আমাদের (বিবরণ-সম্প্রদায়ের) কিছুমাত্র হানি হয় না; কারণ উভয়পক্ষেই বিবরণসিদ্ধান্ত এই যে সংসারের নিবর্ত্তক ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষজ্ঞানের জনক যে শ্রবণ, সেই শ্রবণই অঙ্গী, প্রাথমিক শ্রবণ নহে। কিন্তু বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকারের এইরূপ উভয়পক্ষ মিলিত নিগমন যথাযথ হয় নাই। প্রথম শ্রবণে পরোক্ষ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়—এই পক্ষে প্রথম শ্রবণকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব সম্ভাবিত বলিয়া "তস্য নিদিধ্যাসনাঙ্গত্বেঽপি ন নঃ কিঞ্চিৎ হীয়তে" এইরূপ বাক্য বলা যায়। কিন্তু প্রথম শ্রবণেই অপ্রতিষ্ঠিত হইলেও অপরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়—এই পক্ষে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে বলিয়া ঐরূপ বাক্য বলা যায় না; কারণ এই পক্ষে মনন ও নিদিধ্যাসন চিত্তগতবিক্ষেপাদিদোষরূপপ্রতিবন্ধক নিরাসপূর্বক অপরোক্ষফলের প্রতিষ্ঠার হেতু হওয়ায় মনন ও নিদিধ্যাসন যে প্রমাণের ফলোপকার্যঙ্গ তাহা স্পষ্টই। প্রথম বিকল্পে প্রথম শ্রবণ নিদিধ্যাসনের অঙ্গরূপে প্রাপ্ত হইলেও দ্বিতীয় বিকল্পে নিদিধ্যাসনের অঙ্গরূপে শ্রবণ প্রাপ্তই নহে; কারণ অপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান নিদিধ্যাসনের কোনরূপ উপকার করে না, বরং মনন ও নিদিধ্যাসনই চিত্তগতদোষপ্রতিবন্ধ অপসারণ ও চিত্তৈকাগ্রতার উৎপত্তিদ্বারা অপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত

২১ বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১০, "ননু মনননিদিধ্যাসনয়োঃ কথং শ্রবণং প্রত্যঙ্গতা-বগমঃ ? যাবতা ব্রহ্মণ্যেব শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টবেদান্তশব্দাবধারণাৎ শ্রবণশব্দাভিধেয়াৎ আত্মনি অববুদ্ধে পশ্চাৎ মননমর্থসম্ভাবনোপপত্তিপর্য্যালোচনাদ্বারা জনিতা ব্রহ্মণি প্রত্যয়াবৃত্তিরুৎপদ্যতে; ততশ্চ প্রমাণ-যুক্তিসম্ভাবনাভ্যাং পরিনিশ্চিতেঽপি বিষয়ে তদেকাকারং চিত্তসমাধানং নিদিধ্যাসনমুৎপদ্যতে। তদেবং নিদিধ্যাসনস্বরূপোপ-কারিতয়া শ্রবণমননয়োস্তদঙ্গতাবেঽবগতে নযুজ্যতে শ্রবণাঙ্গতা মনননিদিধ্যাসনয়োঃ ইতি[পূর্বপক্ষঃ]।"
২২ "আপাততস্" অব্যয়ের অর্থ প্রথমতঃ। "আপাতিক" পদেরও উহাই অর্থ।

করিয়া উপকার করে,—যেমন চন্দ্রকান্তমণিসন্নিহিত বহ্নি প্রতিবদ্ধফল (অর্থাৎ দাহের অজনক) হইলে সূর্য্যকান্তমণিসন্নিধান অথবা হস্তাদির দ্বারা চন্দ্রকান্তমণির অপসারণ বহ্নিকে উপকার করিয়া থাকে, কিন্তু এই কারণে বহ্নি সূর্য্যকান্তমণির অথবা হস্তাদির অঙ্গ বা উপকারক হইয়া যায় না, বরং সূর্য্যকান্তমণি অথবা হস্তই বহ্নির ফলোৎপত্তিতে উপকার করিয়া থাকে। এইজন্যই বিবরণোক্ত দ্বিতীয় বিকল্প ব্যাখ্যা করিতে তত্ত্বদীপনকার বলিয়াছেন (তত্ত্বদীপন পৃঃ ৫১১), "কল্পান্তরে তু মননাদেরঙ্গত্বমেব।" তত্ত্বদীপনকার অবধারণ অর্থে "এব"কার[২৩] প্রয়োগদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন যে প্রথমশ্রবণজন্য অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিপক্ষে মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গই, অঙ্গভিন্ন অঙ্গী হইবার সম্ভাবনাই তাহাদের নাই। এইজন্যই ভেদার্থক "তু" অব্যয় পদ[২৪] ব্যবহার করিয়া তত্ত্বদীপনে দ্বিতীয় বিকল্পকে প্রথম বিকল্প হইতে ব্যবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। যদি উভয়বিকল্পসম্মিলিত নিগমন সম্ভব হইত, তবে অতীব গম্ভীর বিবরণে তাহাই থাকিত। কিন্তু বিবরণাচার্য্য স্বয়ং "যস্মিন্ পক্ষে" ও "যদা তু পুনঃ" বলিয়া দুইটি বিকল্প ব্যাখ্যার দুইটি পৃথক্ নিগমন করিয়াছেন। অবশ্য উভয় বিকল্পস্থলেই মনন ও নিদিধ্যাসন যে প্রমাণফলের উপকারী অঙ্গ, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। "যস্মিন্ পক্ষে" ও "যদা তু পুনঃ" এই দুই বিবরণসন্দর্ভ (মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১১, ৪১২) পূর্বেই উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হওয়ায় এই স্থলে উহাদের পুনরুদ্ধার করা হইল না।

২৩ এতদ্ব্যতীত নিয়ম, পারসংখ্যা, ব্যবচ্ছেদ, সাদৃশ্য ও বাক্যপূরণেও "এব" কার প্রযুক্ত হয়।
২৪ অমরকোষ, নানার্থবর্গ ৭৪৮, "তু স্যাদ্ভেদেঽবধারণে।" "তু" কার পাদপূরণেও ব্যবহৃত হয়—অমরকোষ, অব্যয়বর্গ ১৩।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিচার নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত

একাদশ অধ্যায়

শ্রবণাঙ্গিত্ববিচারোপসংহার

নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ববিষয়ে বিভিন্ন একদেশিমতখণ্ডন

এক্ষণে শ্রবণের অঙ্গিত্ববিচারের উপসংহার করা যাইতেছে।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে যাহা অজ্ঞাননিবর্তক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইবে তাহাই মুখ্যার্থে অঙ্গী এবং যাহা প্রমাণকোটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহাকেও করণকোটি-নিবেশনিমিত্ত অঙ্গী বলা হইয়া থাকে। প্রসংখ্যানবাদে নিদিধ্যাসন স্বয়ং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হওয়ায় উহা মুখ্যার্থে অঙ্গী এবং শ্রবণ ও মনন উহার অঙ্গ। ভামতীসম্প্রদায়ের মতে মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হওয়ায় উহাই মুখ্যার্থে অঙ্গী এবং নিদিধ্যাসনের পরিপাক হইলেই মন সংস্কৃত হয় বলিয়া মনোরূপ করণকোটির মধ্যে প্রবিষ্ট নিদিধ্যাসনকেও শ্রবণ ও মননকে অপেক্ষা করিয়া অঙ্গিরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। প্রসংখ্যানবাদে ও মনঃকরণতাবাদে নিদিধ্যাসনকে অবিশেষে অঙ্গী এবং শ্রবণ ও মননকে নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকারী অঙ্গ বলা হইলেও এইরূপ পার্থক্য বুদ্ধিস্থ রাখিতে হইবে।[১] যে-সমস্ত অদ্বৈতাচার্য্য "অতিসূক্ষ্মতরব্রহ্মাত্মবিষয়নিদিধ্যাসনপ্রচয়পরিনির্মিততদেকাগ্রবৃত্তিগুণং চিত্তেন্দ্রিয়ং" ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত বিবরণসন্দর্ভ (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৭) অনুসরণ করিয়া স্বীকার করেন যে শব্দ শাস্ত্রশ্রবণমননপূর্বকপ্রত্যয়াভ্যাসজনিতসংস্কারপ্রচয়লব্ধ ব্রহ্মৈকাগ্র্যরূপচিত্তদর্পণ দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে,[২] তাঁহারাও প্রকারান্তরে নিদিধ্যাসনকে শব্দরূপপ্রমাণকোটির অন্তর্ভূত করিয়া নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বই স্বীকার করিবেন।[৩]

কোন কোন অদ্বৈতাচার্য্য যেমন চিত্তের একাগ্রতাসহকৃত শব্দকে ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানের করণ বলিয়াছেন, সেইরূপ অপর কোন কোন অদ্বৈতাচার্য্য নিদিধ্যাসনসহকৃতশব্দকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করেন; যেমন ভামতীসম্প্রদায় পরিপক্কনিদিধ্যাসনসংস্কৃতমনকে করণ বলিয়া থাকেন, সেইরূপ। বলা বাহুল্য, এই প্রকার শাব্দাপরোক্ষবাদেও করণকোটির মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় নিদিধ্যাসনই অঙ্গী, শ্রবণ ও মনন অঙ্গ।[৪]

১ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রবণাদির বিধিত্ববিচারপ্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে যে প্রসংখ্যানবাদে শ্রবণে বিধি স্বীকৃত না হইলেও নিদিধ্যাসনে বিধি স্বীকৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ভামতীকার আত্মদর্শনের ন্যায় আত্মশ্রবণ, আত্মমনন ও আত্মনিদিধ্যাসন, এই প্রতিপত্তি-চতুষ্টয়ের কোনটিতেই বিধি স্বীকার করেন নাই (ভামতী ১।১।৪ পৃঃ ১২৯-৩০; ৩।৪।৩৩ পৃঃ ৯০৫)। এই বিষয়ে ভামতীমধ্যে সূত্রবিরোধ, ভাষ্যবিরোধ ও স্ববিরোধ আছে কিনা, তাহা এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।

২ সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে (৩।১০ পৃঃ ৪৫৮-৫৯) এইরূপ পক্ষ ধৃত হইয়াছে। এইরূপ পক্ষও শাব্দাপরোক্ষবাদের প্রকারভেদমাত্র। কৃষ্ণালঙ্কারটীকায় "চিত্তদর্পণ" পদ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে (ঐ পৃঃ ৪৫৮-৫৯), "যথা চক্ষুঃ স্বতঃ প্রতিবিম্বানুভবজননাসমর্থমপি দর্পণানুগৃহীতং সৎ তদনুভবং জনয়তি, তদ্বদিতি সূচয়তি ["চিত্তদর্পণ"-পদেন]।"

৩ ঐ সমস্ত অদ্বৈতাচার্য্য বিবরণের উক্তরূপ সন্দর্ভ উপজীব্য করিলেও বিবরণাচার্য্য নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বস্থাপন-তাৎপর্য্যে যে উক্ত সন্দর্ভ রচনা করেন নাই, তাহা "পারোক্ষ্যবিভ্রমনিমিত্তপ্রতিবন্ধনিরাসেন" (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৭) বাক্যাংশের দ্বারাই বুঝা যায়—চিত্তের ঐকাগ্র্যরূপবিশেষ অথবা চিত্তদর্পণ সর্বপ্রতিবন্ধনিরাসিতর্করূপে প্রতিবন্ধনিরাসমাত্রে উপক্ষীণ হইয়া শ্রবণের অঙ্গই। বিশেষতঃ, শব্দের প্রথমেই অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বপক্ষ গ্রহণ করিয়াই বিবরণাচার্য্য ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, ইহা পূর্বাপরসন্দর্ভ আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে। শব্দ প্রথমে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে, এই পক্ষ ("অন্যৎ মতম্") গ্রহণ করিয়া বিবরণাচার্য্য উক্তরূপ চিত্তদর্পণকে শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিতে সহকারিকারণ বলিয়া প্রথম শ্রবণের অঙ্গত্বই প্রকারান্তরে অঙ্গীকার করিয়াছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১০ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৯)।

৪ এইরূপ পক্ষও সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে ধৃত হইয়াছে (সিঃ লেঃ সং ৩।১০।১ পৃঃ ৪৬০)। অব্যবহিত পূর্ব মত হইতে এইরূপ মতান্তরের প্রভেদ এই যে ঐকাগ্র্যসহকারিত্বপক্ষ শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ, কিন্তু আলোচ্য নিদিধ্যাসন-সহকারিত্বপক্ষ শাস্ত্রপ্রমাণকে উপজীব্য না করিয়া নষ্টবনিতাসাক্ষাৎকাররূপ দৃষ্টান্তানুরোধেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথম

বিবরণসিদ্ধান্তে নিদিধ্যাসন বা মন প্রমাণ না হওয়ায় উপনিষন্মাত্রবেদ্য ব্রহ্মবিষয়ে শব্দই প্রমাণ বলিয়া যাহা শব্দরূপ করণকোটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে তাহাই অঙ্গী হইবে। এক্ষণে শব্দ প্রথমে ব্রহ্মপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে, এই পক্ষে প্রথম শ্রবণকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে এই পক্ষ বিবরণের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে। শব্দ প্রথমেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করে, এই পক্ষে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব কোনরূপেই সম্ভাবিত না হওয়ায় শ্রবণেরই অঙ্গিত্ব প্রকৃত বিবরণসিদ্ধান্ত।[৫] বিশেষতঃ শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণ পরোক্ষজ্ঞানের কারণ, কিন্তু মননাদিসংস্কৃতচিত্তদর্পণসহায়ে শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণ অপরোক্ষজ্ঞানের করণ—এই পক্ষস্বীকারে শব্দপ্রমাণের স্বভাবে দ্বৈরূপ্যপ্রসঙ্গ (পূর্বোক্ত অর্ধজরতীয়ন্যায়াবতরণপ্রসক্তি) এবং বিষয়মহিমায় প্রমাণমাত্রের অপরোক্ষপ্রমাজনকত্বস্বভাবত্যাগপ্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ায় উক্ত পক্ষ অবশ্যই হেয়। কিন্তু শক্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টশব্দাবধারণ বিষয়মহিমায় প্রথমেই ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতির হেতু এবং মননাদিসংস্কৃতচিত্তদর্পণ প্রতিবন্ধকনাশমাত্রদ্বারা উক্ত প্রমিতির প্রতিষ্ঠা বা আপরোক্ষ্যনিশ্চয়ের হেতু—এইরূপ পক্ষস্বীকারে কোনরূপভাবেই বিবরণসিদ্ধান্তের হানি না হওয়ায় এই পক্ষই নিরবদ্য। এইজন্য লঘুচন্দ্রিকায় এইরূপ মতকে মুখ্যমত বলা হইয়াছে (লঘুঃ ৩য় পরিঃ "জিজ্ঞাসাসূত্রস্য শ্রবণবিধিমাত্রমূলকত্বম্" পৃঃ ৮৬৮), "শব্দজন্যাত্মজ্ঞানং সর্বমপরোক্ষমিতি মুখ্যমতে তু...।" কোন্ প্রসঙ্গে লঘুচন্দ্রিকাকার এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিচার্য্য।

পক্ষের ব্যাখ্যা এইরূপ।

"তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছাঃ উপঃ ৭।১।৩) এই শ্রুতিবলে জানা যায় যে চিদাত্মায় অধ্যস্ত শোকোপলক্ষিত কর্ত্তৃত্বাদির অধ্যাস আত্মবেদনের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে আত্মজ্ঞানের অপরোক্ষকর্ত্তৃত্বাদ্যধ্যাস-নিবর্ত্তকত্বশ্রবণ অন্যথা অনুপপন্ন হয় বলিয়া আত্মজ্ঞানজনকবেদান্তবাক্যসমূহের অপরোক্ষজ্ঞানকরণত্ব (দিঙ্-মোহাদি দৃষ্টান্তানুসারে) কল্পনীয়, যেমন হোমাধিকরণ অগ্নির আধানাদিসংস্কৃতত্বশ্রবণ অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় শাস্ত্রীয় আধানসংস্কারসহকৃত অগ্ন্যধিকরণক হোমের অপূর্বজনকত্ব কল্পনীয়। সুতরাং "তরতি"-শ্রুতিপ্রমাণ থাকায়, অপরোক্ষ অধিষ্ঠানজ্ঞানব্যতিরেকে অপরোক্ষকর্ত্তৃত্বাদ্যধ্যাসনিবৃত্ত না হওয়ায়, উপনিষন্মাত্রবেদ্য ব্রহ্মে প্রমাণান্তর প্রসর নহে বলিয়া, সহকারিসমবধানে কারণের দ্বারা কার্য্যান্তরোৎপত্তি দৃষ্ট হওয়ায় এবং অতিসূক্ষ্মবস্তুনির্ধারণে চিত্তৈকাগ্র্যবিশেষের অপেক্ষা লোকসিদ্ধ বলিয়া চিত্তৈকাগ্র্যসহকৃত শব্দের ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমাকরণত্ব অবশ্য কল্পনীয়—বেঃ সিঃ সূঃ মঃ ৩।২১ পৃঃ ১১২, "মানান্তরস্যাপ্রসরাৎ পরোক্ষেণ ভ্রমাক্ষয়াৎ। সহকারিবিধানাচ্চ শব্দাদপ্যপরোক্ষধীঃ॥" কৃষ্ণালঙ্কার টীকাসহ সিঃ লেঃ সং ৩।১০ পৃঃ ৪৫৮-৬০ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পক্ষাবলম্বিগণের কথা এই যে বাহ্যবস্তুগ্রহণে অসমর্থ মন যদি ভাবনাপ্রচয়সাহিত্যে নষ্টবনিতা-সাক্ষাৎকারের জনক হয়, তবে এইরূপ দৃষ্টানুরোধে স্বীকার্য্য যে অপরোক্ষপ্রমাজননে অসমর্থ শব্দ ভাবনাবৃত্তিসহকারিসহায়ে ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমার জনক—বেঃ সিঃ সূঃ মঃ ৩।২২ পৃঃ ১১৩, "ভাবনাহহবৃত্তিসচিবাদ্বিধুরস্যেব মানসাৎ। কামিন্যা ইব শব্দাত্তামিতরে সম্প্রচক্ষতে॥"

৫ বেঃ সিঃ সূঃ মঃ ৩।২৩ পৃঃ ১১৩, "বিজ্ঞাতৃচিদভিন্নস্য বিষয়স্যাপরোক্ষতঃ। পারোক্ষ্যাসম্ভবাদন্যে প্রাহুঃ শব্দাপরোক্ষতাম্॥" তাৎপর্য্য এইরূপ।

যদি বিবরণসম্প্রদায় জ্ঞানগত সাক্ষাত্ত্ব বা অপরোক্ষত্বকে জাতিরূপে স্বীকার করিতেন অথবা ইন্দ্রিয়-জন্যত্বাদিকে অপরোক্ষত্বের নিয়ামক বা প্রয়োজকরূপে অঙ্গীকার করিতেন, তবে শব্দজন্য অপরোক্ষপ্রমার উৎপত্তিপক্ষে অতিপ্রসঙ্গ অথবা অর্ধজরতীয়ন্যায়াবতরণের প্রসঙ্গ হইত। কিন্তু বিবরণসিদ্ধান্তে বিজ্ঞাতার অনাবৃতচৈতন্যের সহিত অভিন্ন পদার্থমাত্রে যে-কোনও প্রমাণ অপরোক্ষ প্রমা উৎপন্ন করিতে সমর্থ হওয়ায় বিজ্ঞাতার সহিত স্বতঃ অভেদপ্রাপ্ত অপরোক্ষস্বভাবব্রহ্মবিষয়ে শব্দ সর্বত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই উৎপন্ন করিবে, ইহাতে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই। বিষয়গত-অজ্ঞান-নিবর্ত্তকত্বই অপরোক্ষত্বে প্রয়োজক। সুতরাং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য যদি বিজ্ঞাতার অনাবৃতচৈতন্যাভিন্নব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নাশ করে, তবে উক্ত শব্দ অবশ্যই অপরোক্ষপ্রমাজনক হইবে। অতএব বিষয়সংসৃষ্ট অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বধর্ম শব্দেও থাকায় শব্দ পরোক্ষপ্রমারই জনক, অপরোক্ষপ্রমার জনক নহে, এইরূপ শপথনির্ণয় করা যায় না। ন্যায়ামৃত (পৃঃ ১২২৬) ও লঘুঃ সহ অঃ সিঃ (পৃঃ ৮৬১) দ্রষ্টব্য। উদ্ধৃত শ্লোকের "অন্যে" পদে বিবরণসম্প্রদায় ধর্ত্তব্য। ভামতীসম্প্রদায়ানুগ অপ্পয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরীতে গ্রন্থকার গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী "প্রাহুঃ" পদ প্রয়োগ করিয়া বিবরণসিদ্ধান্তে স্বীয় অরুচি প্রকাশ করিয়াছেন।

শাব্দাপরোক্ষবাদে গৌরবদোষখণ্ডন

ভামতীসম্প্রদায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করিলে মনন ও নিদিধ্যাসনের অনন্তর মহাবাক্যের পুনরনুসন্ধান করিতে হয় বলিয়া গৌরবদোষ বিদ্যমান (পরিমল, অধ্যাসভাষ্য পৃঃ ৫৫), "বিশিষ্য চাহংবৃত্তিরূপে স্বাত্মজ্ঞানেঽপি তস্য [অন্তঃকরণস্য] করণত্বং কৢপ্তম্ ; চরম-সাক্ষাৎকারস্য শব্দজন্যত্বাভ্যুপগমেঽপি তস্য [অন্তঃকরণস্য] ব্যাপারোঽবশ্যমপেক্ষণীয়ঃ। তস্মাৎ আবশ্যকেনান্তঃকরণেনৈব তদুৎপত্ত্যুপপত্তৌ তদর্থং 'তত্ত্বমস্যা'দিবাক্যস্য তৎকালেঽপি পুনরনুসন্ধান-কল্পন এব গৌরবমিতি ভাবঃ।" পরিমলকারের অভিপ্রায় এইরূপ।

অহং-প্রতীতির উপপত্তির জন্য মনের অপরোক্ষপ্রমাকরণত্ব পূর্বসিদ্ধই, কিন্তু শব্দের অপরোক্ষ-প্রমাকরণত্ব উভয়পক্ষ সিদ্ধ নহে। তৎসত্ত্বেও যদি শব্দকে ব্রহ্মবিষয়ক চরম সাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করা হয়, তথাপি মনের ব্যাপার অবশ্য স্বীকার্য্য ; কারণ মনোব্যাপারব্যতিরেকে কেবল শব্দ চরমসাক্ষাৎকারের করণ হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন যেমন অনাবশ্যক হইয়া যায়, সেইরূপ মনোবৃত্তির অভাবে চরমসাক্ষাৎকারই উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং শাব্দাপরোক্ষবাদেও যখন মনোব্যাপার আবশ্যক তখন উভয়পক্ষকৢপ্ত মনই চরমসাক্ষাৎকারের করণ হউক্। শুধু তাহাই নহে। শব্দকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করিলে উঁহাকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ববৃত্তি হইতে হইবে। কিন্তু শ্রবণের পর অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হউক্, অথবা পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হউক্, মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অনন্তর অনুষ্ঠেয় হওয়ায় শব্দশক্তিতাৎপর্য্যাবধারণরূপশ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্যবহিত বলিয়া তাহার কারণত্বই উপপন্ন নহে, করণত্ব বহু দূরবর্ত্তী। অগত্যা শব্দের কারণত্ব তথা করণত্বরক্ষার জন্য শাব্দাপরোক্ষবাদীকে স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবাক্যের প্রথম শ্রবণের অনন্তর মনন-নিদিধ্যাসনের পরবর্ত্তীকালে মহাবাক্যের পুনরনুসন্ধান অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রবণ অথবা স্মরণ আবশ্যক। ফলে শব্দের অপরোক্ষপ্রমাকরণত্বস্বীকারের অতিরিক্ত মহাবাক্যের পুনরনুসন্ধানকল্পনারূপ অধিক দোষও বিদ্যমান। কিন্তু মনঃকরণতাবাদে কোনরূপ অপ্রামাণিক কল্পনার অবকাশ নাই।

বিবরণসম্প্রদায়ের প্রতিবন্দি এইরূপ। বিবরণসিদ্ধান্তে মনের করণত্বই স্বীকৃত নহে, অপরোক্ষ-প্রমাকরণত্ব বহু দূরবর্ত্তী। তৎসত্ত্বেও যদি মনকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করা হয় তবে প্রশ্ন এই, নিদিধ্যাসনরূপ জ্ঞান কি শাব্দ অথবা স্মৃতি ? যদি শাব্দ হয়, তবে শব্দের পুনরনুসন্ধান আবশ্যক এবং যদি স্মৃতি হয় তবে বাক্যসংস্কারাদির জন্য বাক্যানুসন্ধানের পূর্ববৃত্তিত্ব প্রয়োজন। সুতরাং মনঃকরণতাবাদেও নিদিধ্যাসনের উপপত্তির জন্য শ্রুতিবাক্যের পুনরনুসন্ধান অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় "যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচারণে॥" এই ন্যায়ে মনঃকরণতাবাদী শাব্দাপরোক্ষবাদীর বিরুদ্ধে দোষোত্থাপন করিতে পারেন না।[৬]

প্রকৃত উত্তর এই, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উৎপত্তির নিমিত্ত "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের পুনরনু-সন্ধানের কোনরূপ নিয়ম নাই। গুরুর মুখ হইতে কতবার মহাবাক্য শ্রবণ করিলে অথবা স্বয়ং স্মরণ করিলে সর্বসংশয়োচ্ছেদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইবে, তাহা অধিকারীর প্রতিবন্ধকবাহুল্যের উপর নির্ভরশীল। বিশিষ্ট অধিকারীর যদি পূর্বজন্মেই অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা দূরীভূত হইয়া থাকে, তবে ইহজন্মে গুরুর মুখ হইতে একবারমাত্র মহাবাক্যশ্রবণেই যে অজ্ঞানবিধ্বংসি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আচার্য্যপাদ ব্রহ্মসূত্রের আবৃত্ত্যধিকরণভাষ্যে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৪।১।২ শাঃ

৬ লঘুঃ "মনননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্বোপপত্তিঃ" পৃঃ ৮৬৩, "ন চ, সাক্ষাৎকারাব্যবহিতপূর্বং বাক্যানুসন্ধানকল্পনে গৌরবম্, ইতি বাচ্যম্ ; নিদিধ্যাসনস্য শাব্দত্বে তদনুসন্ধানস্য আবশ্যকত্বাৎ, স্মৃতিত্বে তত্রৈব বাক্যবিষয়কত্বসম্ভবাৎ বাক্যসংস্কারাদেঃ পূর্বং সত্ত্বাদিতি ভাবঃ।" ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের ন্যায় বস্তুতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র নহে ; কিন্তু শ্রবণ (বিচার) ও মননের ন্যায় নিদিধ্যাসনাত্মক জ্ঞান (উপাসনা) পুরুষতন্ত্র। এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে শ্রবণাদিতে বিধিবিচারপ্রসঙ্গে এই বিষয়ে কল্পতরু অবলম্বনে সূক্ষ্ম বিচার করা হইবে। -

ভাঃ পৃঃ ৯৩২-৩৩), "ভবেদাবৃত্তানর্থকাং তং প্রতি যঃ 'তত্ত্বমসি' ইতি সকৃদুক্তমেব ব্রহ্মাত্মত্বমনুভবিতুং শক্নুয়াৎ। যস্তু ন শক্নোতি, তং প্রতি উপযুজ্যত এব আবৃত্তিঃ।" অর্থাৎ—যাঁহার জন্মান্তরীয় শ্রবণাদির অভ্যাসনিমিত্ত অসম্ভাবনা ও বিপরীত-ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য একবারমাত্র কথিত বা উপদিষ্ট হইলে তিনি ব্রহ্মাত্মভাব অনুভব করিতে সমর্থ বলিয়া তাহার নিকট শ্রবণাদির আবৃত্তি অনর্থকই হউক। কিন্তু যিনি প্রতিবন্ধকবশতঃ ব্রহ্মানুভবে সমর্থ নহেন, তাঁহার নিকট শ্রবণাদির আবৃত্তি সার্থক। পিতা আরুণির নিকট হইতে একবারমাত্র "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতুর মুক্তিফলক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় নাই। সংশয়রূপবুদ্ধিদোষক্ষালনের নিমিত্ত শ্বেতকেতু পিতাকে অষ্টসংখ্যকবার বলিয়াছিলেন (ছাঃ উপঃ ৬।৮-১৫), "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" অর্থাৎ, পূজনীয় আপনি ("ভগবান্") আমাকে বিশেষরূপে (দৃষ্টান্তদ্বারা) বুঝাইয়া দিন।[৭] শ্বেতকেতুর অষ্টবিধ সংশয়ের উচ্ছেদনিমিত্ত পিতা আরুণিকে অষ্টপ্রকার দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে হইয়াছে এবং পিতার মুখ হইতে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য নবমবার শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতুর যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সর্ব শেষে বর্ণিত হইয়াছে (ছাঃ উপঃ ৬।১৬।৩), "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" অর্থাৎ শ্বেতকেতু পিতার উপদেশবাক্য বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তণ্ডুলনিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেমন অবহনন করিতে হয়, সেইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত শ্রবণাদির আবৃত্তি ও মহাবাক্যের পুনরনুসন্ধান কর্ত্তব্য।[৮] এইরূপ কর্ত্তব্যতার উপদেশ শ্রুতিসিদ্ধ; সুতরাং প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ে লাঘব-গৌরবতর্ক অনবসরগ্রস্ত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে অবঘাতাদির ন্যায় শ্রবণাদিও দৃষ্টফলক; ফলে অবঘাত যেমন তণ্ডুলনিষ্পত্তিপর্য্যবসান, সেইরূপ শ্রবণাদিও ব্রহ্মদর্শনপর্য্যবসান (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৪।১।১ পৃঃ ৯২৯), "দর্শনপর্য্যবসানানি হি শ্রবণাদীনি আবর্ত্ত্যমানানি দৃষ্টার্থানি ভবন্তি। যথা অবঘাতাদীনি তণ্ডুলাদিনিষ্পত্তিপর্য্যবসানানি হি, তদ্বৎ।" মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ "ব্রীহিনবহন্তি" এইরূপ বিধিবাক্যের প্রসঙ্গ অবতারণ করিয়া আচার্য্যপাদ ইহাও প্রতিপন্ন করিতেছেন যে বৈধশ্রবণজন্য নিয়মাদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা যাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রবণাদির বিধিত্ববিচারপ্রসঙ্গে করা হইবে।

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে অত্যুত্তম অধিকারীর পক্ষে শ্রবণাদির আবৃত্তি অথবা মহাবাক্যের পুনরনুসন্ধানেরও কোনও প্রয়োজন নাই। বামদেব ঋষির মাতৃগর্ভেই ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপত্তিজন্য সর্বাত্মতার অনুভব হইয়াছিল (বৃহঃ উপঃ ১।৪।১০ ও ব্রঃ সূঃ ১।১।৩০)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে-স্থলে প্রতিবন্ধসত্ত্বে মহাবাক্যশ্রবণরূপকারণসামগ্রী হইতে আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তিরূপ-কার্য্য উৎপন্ন হয় না, সেইস্থলে কার্য্যের অসত্ত্বহেতু তাহার কারণসামগ্রী বিসামগ্রী হইয়া যায় না। বস্তুতঃ কার্য্যের উৎপত্তিতে সামগ্রী-চিন্তাই নিয়ত—যেস্থলে কার্য্যোৎপত্তিচিন্তা, সেইস্থলে সামগ্রী-সমবধানচিন্তা।

৭ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৪।১।২ পৃঃ ৯৩৩, "তথা হি ছান্দোগ্যে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইত্যুপদিশ্য 'ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু' ইতি পুনঃ পুনঃ পরিচোদ্যমানস্তত্তদাশঙ্কাকারণং নিরাকৃত্য 'তত্ত্বমসী'ত্যেবাসকৃদুপদিশতি।" শ্বেতকেতুর অষ্টবিধ আশঙ্কা ও তাহাদের উত্তর জানিতে হইলে ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম হইতে ষোড়শ খণ্ড পর্য্যন্ত শ্রুতির উপর সটীকভাষ্য দেখিতে হইবে। বিদ্যারণ্য মুনিকৃত অনুভূতিপ্রকাশ ৩।১১২ পৃঃ ২৫, "ভিন্নোঽভূদ্ধৃদয়গ্রন্থিঃ শ্বেতকেতোর্বিবেকতঃ। ধীদোষং সংশয়ং মাষ্টুং 'ভূয়োব্রূহী'ত্যবোচত ॥" অর্থাৎ, পিতার প্রদত্ত বিচার অনুধাবন করিয়া শ্বেতকেতুর হৃদয়গ্রন্থি (মুঃ উপঃ ২।২।৮ দ্রষ্টব্য) শিথিল হইল, কিন্তু সংশয়রূপবুদ্ধিদোষবিনাশনিমিত্ত তিনি বলিলেন, "ভগবান্, আরও বলুন, (কারণ আমার সংশয় রহিয়াছে)।" অনুভূতিপ্রকাশের "শ্বেতকেতুবিদ্যাপ্রকাশ" নামক তৃতীয় অধ্যায়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

৮ অনুভূতিপ্রকাশ ৩।১১৬-১১৭ পৃঃ ২৬, "চিত্তৈকাগ্র্যায় তচ্ছঙ্কা পরিহার্য্যা তু বস্তুষু। পূর্বোক্তমেব তদ্বোদ্ধুং তদেবাহ পুনর্গুরুঃ॥ প্রাজ্ঞম্মন্যতয়া তত্ত্বমবিশ্বস্য স্বশঙ্কয়া। পুনঃ পুনরপৃচ্ছত্তং প্রত্যাহাসৌ পুনঃ পুনঃ॥" অর্থাৎ—চিত্তের একাগ্রতালাভের নিমিত্ত পূর্বোক্ত "তত্ত্বমসি" বাক্যোদিত ব্রহ্মবিষয়ে সংশয় বর্জনীয়; শ্বেতকেতু যাহাতে পূর্বোক্ত সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন, সেইজন্য গুরু আরুণি পুনরায় সেই কথাই বলিলেন, অর্থাৎ নূতন কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই। কিন্তু শ্বেতকেতু নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে করিয়া গুরুর কথিত তত্ত্বে বিশ্বাস না করিয়া বারংবার নিজের উদ্ভাবিত সংশয় উত্থাপন করিলেন এবং গুরুও বারংবার তাঁহার সংশয় নিরসন করিলেন।

কিন্তু কার্য্যোৎপত্তিতে প্রতিবন্ধক-দূরীকরণচিন্তা অনিয়ত—যেস্থলে কার্য্যোৎপত্তিচিন্তা, সেইস্থলে প্রতিবন্ধক অপসারণ-চিন্তা, ইহা বলা যায় না ; যেহেতু প্রতিবন্ধকসমূহ কাদাচিৎক বলিয়া যখন শ্রবণোত্তরকালে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপত্তি হয় না, তখনই প্রতিবন্ধক অপসারণের চিন্তা উদিত হইয়া থাকে। প্রতিবন্ধকসত্ত্ব ফলবলকল্প্য—সামগ্রীসত্ত্ব ও কার্য্যের অসত্ত্ব উভয়ই যুগপৎ উপস্থিত হইলে তবেই প্রতিবন্ধকের কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণরূপ শ্রবণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কাদাচিৎকপ্রতিবন্ধকনিরাসমাত্রে উপক্ষীণ বলিয়া সামগ্রীর অন্তর্গত নহে। শ্রবণের ন্যায় মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণসামগ্রীর অন্তর্গত হইলে সর্বস্থলেই (অর্থাৎ বামদেবাদির ন্যায় অত্যুত্তম অধিকারীর পক্ষেও) শ্রবণোত্তরকালে উহাদের আবশ্যক হইত ; কিন্তু তাহা যে হয় না, ইহা শ্রুত্যাদিসিদ্ধ।

প্রশ্ন হইবে, যদি মনন-নিদিধ্যাসনব্যতিরেকেও কদাচিৎ শ্রবণমাত্রদ্বারা অজ্ঞানবিধ্বংসি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, তবে বিবরণ-সম্প্রদায় কিরূপে মনন-নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গতা উপপন্ন করিবেন ? অনুপস্থিত মননাদি কিরূপে শ্রবণের ইতিকর্ত্তব্যতা হইবে ?

উত্তর এইরূপ। ইতিকর্ত্তব্যতা দ্বিবিধ—স্বরূপোপকারক ইতিকর্ত্তব্যতা এবং ফলোপকারক ইতিকর্ত্তব্যতা।[৯] যাহা স্বরূপোপকারক ইতিকর্ত্তব্যতা তাহার অনুপস্থিতিতে উপকার্য্যের স্বরূপই নিষ্পন্ন না হওয়ায় উপকার্য্যের স্বরূপনিষ্পত্তির পূর্ব হইতে স্বরূপনিষ্পত্তিকালপর্য্যন্ত স্বরূপোপকারক ইতিকর্ত্তব্যতার স্থিতি আবশ্যক। বলা বাহুল্য, মনন বা নিদিধ্যাসন শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণরূপ শ্রবণের পরবর্ত্তী কালে প্রবৃত্ত হওয়ায় উহারা শ্রবণের স্বরূপোপকারক ইতিকর্ত্তব্যতা হইতে পারে না। সুতরাং মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মৈকত্ববিদ্যার আপরোক্ষ্যনিশ্চয়রূপ ফলের উপকারক হওয়ায় উহারা শ্রবণের ফলোপকারক ইতিকর্ত্তব্যতাই হইতে পারে। কিন্তু যে-পুরুষের আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির প্রতিবন্ধকসমূহ জন্মান্তরীয় মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহার ইহজন্মে মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন না হওয়ায় বর্ত্তমানকালীন মননাদি অনুষ্ঠিত হইলেও ফলোপকার্যঙ্গ নহে। কিন্তু ইহার দ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসনবিষয়ক বেদবিধি (অর্থাৎ "মন্তব্যঃ" ও "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" শ্রুতিদ্বয়) অপ্রমাণ হইয়া যায় না। যেমন পাপভ্রমে কৃত প্রায়শ্চিত্ত নিষ্ফল হইলেও প্রায়শ্চিত্তবোধকশাস্ত্রের অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ হয় না ; অথবা, যেমন পরমতে স্বতঃসিদ্ধবিঘ্নবিরহবান পুরুষের কৃত মঙ্গল নিষ্ফল হইলেও মঙ্গল-বোধকশাস্ত্রের অপ্রমাণ্যপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না (মুক্তাবলী ও দিনকরী, মঙ্গলবাদ পৃঃ ১৪), সেইরূপ। অথবা, অবহননে স্বতঃ প্রবৃত্ত পুরুষের প্রতি অবহননিয়মবিধি যেমন উদাসীন, সেইরূপ। পুরুষের বিচিত্রকর্মবশতঃ কোন্ পুরুষের কোন্ সময়ে প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইবে, তাহার নিয়ম নাই। ব্রহ্মসূত্রের ঐহিকাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৫১) ভাষ্যাদিতে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার আছে।[১০]

৯ পদ্যবার্ত্তিক অধ্যাসভাষ্য পৃঃ ১৯, "ইতিকর্ত্তব্যতা খলু দ্বেধা—স্বরূপোপকারিণী, যথা অবঘাতাদিঃ ; ফলোপকারিণী চ, যথা প্রযাজাদিঃ।" দৃষ্টান্ত যথাযথ কি না, তাহা চিন্তনীয়। অবঘাতাদি পরম্পরায় ফলোপকারক এবং প্রযাজাদি অঙ্গযাগসমূহ অবশ্যই প্রধানযাগের স্বরূপোপকারক। মনে হয় উক্ত বিভাগ এইরূপে বুঝিতে হইবে—যাহা উপকার্য্যের স্বরূপোপকারক, তাহা সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় অবশ্যই উপকার্য্যের ফলেরও উপকারক হইবে। কিন্তু যাহা উপকার্য্যের ফলোপকারক হইবে তাহা উপকার্য্যের স্বরূপোপকারক নাও হইতে পারে, যেমন কর্মবৈগুণ্য দূরীকরণের নিমিত্ত কৃত প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম মূলকর্মের স্বরূপোপকারক না হইলেও ফলোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অপসারণদ্বারা অবশ্যই উপকার্য্যের ফলোপকারক। সুধী ব্যক্তি ভাবিয়া দেখিবেন।

১০ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৩।৪।৫১ পৃঃ ৯২৪, "শ্রবণাদিদ্বারেণাপি বিদ্যোৎপদ্যমানা প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়ৈবোৎপদ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ দুর্বোধত্বমাত্মনো দর্শয়তি (কঠোপঃ ১।২।৭), 'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ' ইতি। গর্ভস্থ এব চ বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবম্' (বৃহঃ উপঃ ১।৪।১০ ; তুলনীয় ঐতঃ উপঃ ২।৫) ইতি বদন্তী [শ্রুতিঃ] জন্মান্তরসঞ্চিতাৎ সাধনাৎ জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি। ন হি গর্ভস্থস্যৈব ঐহিকং কিঞ্চিৎ সাধনং সম্ভাব্যতে।" এই বিশেষ-স্থলে বুঝিতে হইবে যে বামদেবের পূর্বজন্মে এবং ইহজন্মে (গর্ভবাসকারক) প্রারব্ধকর্মমাত্র প্রতিবন্ধক থাকায় ইহজন্মে যে কেবল মনন ও নিদিধ্যাসনেরই প্রয়োজন হয় নাই, তাহা নহে ; তাঁহার গুরুমুখ হইতে মহাবাক্য শ্রবণেরও প্রয়োজন হয় নাই। ভরতকে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য তিন জন্ম অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৭ম-১৪শ অধ্যায়

অদ্বৈতসিদ্ধিকারও প্রকারান্তরে মনন-নিদিধ্যাসনগত উপকারকত্ব হইতে শ্রবণগত উপকারকত্বের বিশেষ প্রদর্শন করিয়া মনন-নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গতা উপপন্ন করিয়াছেন। ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিয়াছিলেন যে শব্দ হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান, অথবা অপ্রতিবদ্ধ অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিতে শব্দ যেমন মনন ও নিদিধ্যাসনকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ শব্দ হইতে পরোক্ষজ্ঞান অথবা অপ্রতিবদ্ধ পরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিতে শব্দ শ্রবণকেও (বিচারকেও) অপেক্ষা করে বলিয়া শ্রবণাদিত্রয় সমভাবেই শব্দকে অপেক্ষা করিয়া ফলোপকার্যঙ্গ, অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে উৎপন্ন (অপরোক্ষাত্মক অথবা পরোক্ষাত্মক) জ্ঞানরূপ ফলের অঙ্গ বা উপকারক। সুতরাং অঙ্গসমূহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব না থাকায় শ্রবণাদিত্রয়ের মধ্যে কিরূপে অঙ্গাঙ্গিভাব উপপন্ন হইবে ?[১১]

উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে শ্রবণাদিত্রয় শব্দপ্রমাণের উপকারক হইলেও মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে শ্রবণের বিশেষ এই, শব্দপ্রমাণ হইতে জ্ঞানরূপফলের উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মনন ও নিদিধ্যাসন শব্দরূপকরণের সহকারীর সম্পাদক ; কিন্তু শ্রবণ শব্দরূপকরণনিষ্ঠজনকতার সম্পাদক। এইজন্যই শব্দশ্রবণমাত্র (অন্ততঃ) পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু শব্দশ্রবণব্যতিরেকে কেবল মনন-নিদিধ্যাসনদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।[১২]

সকৃৎশ্রবণজন্য আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি শ্রুতি, স্মৃতি ও ভাষ্য-সম্মত

প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত তেজোবিন্দু উপনিষদ্ কণ্ঠতঃই ঘোষণা করিতেছেন যে যথোপযুক্ত অধিকারী পুরুষের একবার মাত্র শ্রবণেই মুক্তি হইয়া থাকে (তেজোবিন্দু উপঃ ২।৪৩ নির্ণয়ঃ পৃঃ ২২৭, ৬।১১১ পৃঃ ২৪২), "সকৃজ্‌জ্ঞানেন মুক্তিঃ স্যাৎ সম্যগ্‌জ্ঞানে স্বয়ং গুরুঃ ॥" "সকৃদভ্যাসমাত্রেণ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্ ॥" অভিমন্যুবধ-নিমিত্তশোকনিবারণের জন্য শ্রীভগবান্ অর্জুনকে শ্রুতিসিদ্ধ অনুরূপ উপদেশই দিতেছেন (শান্তিগীতা ৩।২৩-২৪, পৃঃ ৩০৮), "এষাং [দেহেন্দ্রিয়াদীনাং] দ্রষ্টা চ সাক্ষী ত্বং সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। প্রতিবন্ধকশূন্যস্য জ্ঞানং স্যাৎ শ্রুতিমাত্রতঃ ॥ ন চেন্মননযোগেন নিদিধ্যাসনতঃ পুনঃ। প্রতিবন্ধক্ষয়ে জ্ঞানং স্বয়মেবোপজায়তে ॥" তাৎপর্য্য এই, মধ্যম ও অধম অধিকারীর মনন ও নিদিধ্যাসনের অপেক্ষা থাকিলেও উত্তমাধিকারীর জন্মান্তরে সমস্ত প্রতিবন্ধকের বিনাশ হওয়ায় বর্ত্তমানজন্মে গুরুর মুখ হইতে একবারমাত্র মহাবাক্যশ্রবণ করিলে (অথবা স্বয়ং স্মরণ করিলেই) অবিদ্যাঘাতক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় এবং এই সাক্ষাৎকার মহাবাক্য শ্রবণ (অথবা স্মরণ) ভিন্ন অন্য কোন সহকারীকে অপেক্ষা করে না বলিয়া "স্বয়মেবোপজায়তে" বলা হইয়াছে।

পৃঃ ২৪০-৫৫)বর্ণিত হইয়াছে। অন্যের নিকট ইহা "অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ" (গীতা ৬।৪৫)। কর্মবৈচিত্র্যবশতঃই প্রতিবন্ধকবৈচিত্র্য। ঐহিকাধিকরণের উপর পরিমল (পৃঃ ৯২৪-২৫) এবং বিশেষতঃ ভাষ্যোদ্ধৃত কঠশ্রুতির ব্যাখ্যার জন্য ব্রহ্মবিদ্যাভরণ (পৃঃ ৭২৯-৩০) দেখিলে প্রতিবন্ধকবৈচিত্র্য জানা যাইবে।

১১ ন্যায়ামৃত, "মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্বভঙ্গঃ" পৃঃ ১২২৫, "কিঞ্চ, শব্দেন অপরোক্ষজ্ঞপ্তৌ, অপ্রতিবদ্ধাপরোক্ষজ্ঞপ্তৌ বা, উৎপাদ্যায়াং মনন-নিদিধ্যাসনয়োরিব পরোক্ষজ্ঞপ্তৌ, অপ্রতিবদ্ধপরোক্ষজ্ঞপ্তৌ বা, উৎপাদ্যায়াং শ্রবণস্যাপ্যপেক্ষিতত্বাৎ ত্রয়াণামপি শব্দং প্রতি ফলোপকার্যঙ্গত্বে কথং পরস্পরমঙ্গাঙ্গিভাবঃ ?" অত্যন্ত বাহুল্যভয়ে ন্যায়ামৃতের "অন্যথা 'যো বৃষ্টিকামঃ'... " ইত্যাদি সন্দর্ভে উপস্থাপিত পূর্বমীমাংসা অবলম্বনে অনিষ্টপ্রসঙ্গাত্মক তর্কের বিচার পরিত্যক্ত হইল। মুদ্রিত ন্যায়ামৃতগ্রন্থে "পরোক্ষজ্ঞপ্তৌ" স্থলে দুইবারই ভ্রমবশতঃ "অপরোক্ষজ্ঞপ্তৌ" মুদ্রিত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধিতে ন্যায়ামৃত-বচন যথাযথ উদ্ধৃত (পৃঃ ৮৬১) হইয়াছে।

১২ অঃ সিঃ "মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্বোপপত্তিঃ" পৃঃ ৮৬১, "মনন-নিদিধ্যাসনে ফলে জনয়িতব্যে শব্দস্য সহকারিত্বং সম্পাদয়তঃ, শ্রবণং তু তস্য [শব্দস্য] জনকতামেবেতি বিশেষাৎ।" যে-স্থলে এইরূপ বিশেষ বর্ত্তমান, সেই স্থলে অঙ্গাঙ্গিভাব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে-স্থলে, যেমন "যো বৃষ্টিকামঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্থলে (তাণ্ড্য ব্রাঃ ৮।৮।১৮-২০), ঐরূপ বিশেষ না থাকায় ("হীষ্", "ঊর্গ্" ও "ঊ" এই শব্দত্রয়োচ্চারণসমূহের মধ্যে) অঙ্গাঙ্গিভাব হইবে না।

এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতিবলেই আচার্য্যপাদ তাঁহার শারীরকভাষ্যে বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৪।১।২ পৃঃ ৯৩৫), "যেষাং পুনঃ নিপুণমতীনাং নাজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যয়লক্ষণঃ [তত্ত্বম্-] পদার্থবিষয়ঃ প্রতিবন্ধঃ অস্তি, তে শক্লুবন্তি সকৃদুক্তমেব 'তত্ত্বমসি'-বাক্যার্থমনুভবিতুমিতি [হেতোঃ] তান্ প্রতি আবৃত্ত্যানর্থক্যমিষ্টমেব। সকৃদুৎপন্নৈব হ্যাত্মপ্রতিপত্তিঃ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি ইতি নাত্র কশ্চিদপি ক্রমোঽভ্যুপগম্যতে।" অর্থাৎ—যে-সমস্ত পুরুষ নিপুণবুদ্ধিবিশিষ্ট তাঁহাদের তত্ত্বম্-পদার্থবিষয়ক অজ্ঞান, সংশয় ও ভ্রমজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক নাই, তাঁহারা একবার মাত্র উচ্চরিত "তত্ত্বমসি" বাক্যার্থের অনুভবে সমর্থ। এইজন্য তাঁহাদের পক্ষে শ্রবণাদির আবৃত্তি যে অনর্থকই, তাহা অদ্বৈতীর ইষ্টই। যেহেতু একবারমাত্র উৎপন্ন আত্মবিজ্ঞান অবিদ্যাকে নিবর্ত্তিত করে, সেইহেতু এইরূপ জ্ঞানস্থলে শ্রবণাদির কোনরূপ ক্রমই স্বীকার করা যায় না। আচার্য্য তাঁহার বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ভাষ্যেও উত্তম অধিকারীর পক্ষে অনুরূপ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন (বৃহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ ১।৪।৭ পৃঃ ২৩০), "আত্মবস্তুস্বরূপসমর্পকৈরেব বাক্যৈঃ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিভিঃ শ্রবণকাল এব তদ্দর্শনস্য কৃতত্বাৎ দ্রষ্টব্য-বিধের্নানুমানান্তরং কর্ত্তব্যম্।" অর্থাৎ—"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি আত্মস্বরূপজ্ঞাপকবাক্যসমূহের শ্রবণের অনন্তরই আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া যায়। সুতরাং তাহার পর আর কোন কৃত্যই থাকে না, ইহাই তাৎপর্য্য (দ্রষ্টব্য বৃহঃ উপঃ ১।৪।১০ শাঃ ভাঃ পৃঃ ২৯০)। সাধারণতঃ মধ্যম ও অধম অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি প্রথমে "দ্রষ্টব্য" পদে আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া পরে "শ্রোতব্যঃ" পদে আত্মদর্শনের সাধনসমূহের মধ্যে প্রধান শ্রবণরূপ অঙ্গীর বিধান করিয়া তাহার পর "মন্তব্যঃ" ও "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" পদ দুইটির দ্বারা শ্রবণের উপকারকরূপে মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ অঙ্গদ্বয়ের বিধান করিয়াছেন। যেমন জাবালশ্রুতি সামান্যতঃ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসরূপ আশ্রমচতুষ্টয়ের এইরূপ ক্রম বিধান করিলেও তীব্র বৈরাগ্যবান ব্রাহ্মণকে কোনরূপ ক্রমের উপদেশ করেন নাই, সেইরূপ—(জাবালোপঃ ৪ পৃঃ ১৩০), "ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্বা, বনাদ্বা।...যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিবরণাদি মূল-গ্রন্থসমূহকে অবলম্বন করিয়া বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের "তত্র কশ্চিৎ পুণ্যপুঞ্জপরিপাকবশাৎ" সন্দর্ভ (পৃঃ ১) হইতে "শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে" পর্য্যন্ত সন্দর্ভের (পৃঃ ২) তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যা করা হইল, ইহা বুঝিতে হইবে।

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে শ্রবণাঙ্গিত্ববিচারোপসংহার নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বাদশ অধ্যায়

গ্রন্থকারোদ্ধৃত পুরাণবচনবিচার

"পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতি-জ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ"

মানব উপপুরাণের শ্লোকবিচার

বিবরণসম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহে গভীর বিচারপূর্বক শ্রবণের অঙ্গিত্ব এবং মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গত্ব স্থাপিত হইলেও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার শ্রুতির গূঢ় তাৎপর্য্যবোধে অক্ষম মন্দমতিগণের চিত্তে উক্ত বিবরণসিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত স্থূণানিখননন্যায়ে পঞ্চদশসংখ্যক পুরাণশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যিনি বিবরণোক্ত প্রমেয়সমূহে যথাসুখ বিচরণের নিমিত্ত গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পুরাণবচন উদ্ধৃত করা সুসঙ্গতই হইয়াছে। গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য এইরূপ।

আপত্তি হইতে পারে, সদ্যোপনীত মাণবকের বেদাধ্যয়নের পূর্বে বেদার্থবিচারের কর্ত্তব্যতা বুদ্ধিস্থ না হওয়ায় তাঁহার বেদার্থবিচারে প্রবৃত্তি হইবে না। বিশেষতঃ, ভামতীসম্প্রদায়ের মতে অধ্যয়নবিধি বেদার্থাববোধপর্য্যন্ত বলিয়া অন্বয়-ব্যতিরেকপ্রাপ্তশ্রবণে বিধি স্বীকৃত না হইলেও বিবরণসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাসূত্র শ্রবণবিধিমাত্রমূলক হওয়ায় বেদার্থবিচারও শ্রবণবিধিমূলক[১]; ফলে বেদের প্রকৃততাৎপর্য্যার্থজ্ঞানব্যতিরেকে সদ্যোপনীতের বেদার্থবিচারপ্রবৃত্তি অনুপপন্নই। সুতরাং বেদের তাৎপর্য্যজ্ঞানাভাবে বেদবিচারে অপ্রবৃত্তি এবং বেদবিচারে প্রবৃত্তির অভাবে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞানাভাব অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ একটি পূর্বপক্ষ হৃদয়ে নিহিত করিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পৃঃ ২), "ননু ষড়ঙ্গোপেতবেদাধ্যায়িনঃ সত্যপি বেদার্থাবগমে বিচারমন্তরেণ তাৎপর্য্যানবগমাৎ ন তেনাবগতোঽর্থঃ শ্রুত্যভিপ্রেতো ভবিতুমর্হতি ইতি চেৎ।" অর্থাৎ—যে-মাণবক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গের সহিত সমগ্র অথবা স্বশাখীয় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার আপাততঃ বেদার্থজ্ঞান হইলেও বেদার্থবিচারব্যতিরেকে বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যাববোধ না হওয়ায় তাঁহার বিদিত অর্থ শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না।

উত্তরে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সঃ পৃঃ ২), "মৈবম্, এতচ্ছ্রুতি-তাৎপর্য্যস্যৈব পুরাণেষু প্রতিপাদিতত্বাৎ [বিচারাৎ প্রাক্ শ্রুতিতাৎপর্য্যার্থাবগতিঃ সম্ভবতি]।" অর্থাৎ—এইরূপ পূর্বপক্ষ যথার্থ নহে; কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যই পুরাণাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিবাক্যসমূহ বিচারের পূর্বেই পুরাণাদি পাঠদ্বারা শ্রুতিতাৎপর্য্যাবগম হইতে পারে।

কি সেই পুরাণবচন?—এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিকল্পে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার "তথাহি" বলিয়া প্রথমে মানব উপপুরাণের চতুর্থ অধ্যায় হইতে পাঁচটি শ্লোক, তাহার পর পরাশর উপপুরাণের চতুর্দশ অধ্যায় হইতে চারিটি শ্লোক এবং সর্বশেষে পুনরায় মানব উপপুরাণের চতুর্থ অধ্যায় হইতে ছয়টি শ্লোক—সর্বসমেত পঞ্চদশ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২] পূর্বে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে পরবর্তী গ্রন্থাংশে তাহারই নিদর্শন, বিবরণ অথবা সমর্থনের জন্য যাহা বলা হইবে, তাহার পূর্বে "তথাহি" অব্যয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা রচনাশৈলী।

১ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাসূত্র কোন্ বিধিমূলক, শ্রবণাদি বিধেয় অথবা অবিধেয়, শ্রবণাদি বিধেয় হইলে উহা কিরূপ বিধি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে বিস্তৃতরূপে বিচারিত হইবে।

২ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বসুমতী সংস্করণে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এইরূপভাবেই পুরাণ-বচনসমূহের আকর নির্দেশ করিয়াছেন। তদনুসরণে অন্ধ্রবিশ্বকলাপরিষৎ হইতে মুদ্রিত সংস্করণে সম্পাদকদ্বয় ঐরূপ ভাবেই আকর নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কেহই শ্লোকসংখ্যাদি নির্দেশ করেন নাই। আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত উপপুরাণ দুইটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
জ্ঞাত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥ ১ ॥
তত্র তাবন্মুনিশ্রেষ্ঠাঃ! শ্রবণং নাম কেবলম্।
উপক্রমাদিভির্লিঙ্গৈঃ শক্তিতাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ ॥ ২ ॥
সর্ববেদান্তবাক্যানামাচার্য্যমুখতঃ প্রিয়াৎ।
বাক্যানুগ্রাহকন্যায়শীলনং মননং ভবেৎ ॥ ৩ ॥
নিদিধ্যাসনমৈকাগ্র্যং শ্রবণে মননেঽপি চ।
নিদিধ্যাসনসংজ্ঞং চ মননং চ দ্বয়ং বুধাঃ ॥ ৪ ॥
ফলোপকারকাঙ্গং স্যাত্তেনাসম্ভাবনা তথা।
বিপরীতা চ নির্ম্মূলং প্রবিনশ্যতি সত্তমাঃ ॥" ৫ ॥

শ্লোকপঞ্চকের ব্যাখ্যা এইরূপ।

শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে আত্মশ্রবণ কর্ত্তব্য, তাহার পর যুক্তিসমূহের দ্বারা আত্মমনন কর্ত্তব্য এবং মনন করিবার পর আত্মার ধ্যান বা উপাসনা কর্ত্তব্য। এইরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মদর্শনের হেতু। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! উপক্রম-উপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি,—এই ছয় তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গের সাহায্যে বেদান্তবাক্যের শক্তি ও তাৎপর্য্যের অবধারণই "শ্রবণ" পদের অর্থ। বলা বাহুল্য, এইস্থলে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অর্থে "অবধারণ" পদ ব্যবহৃত হয় নাই; উহা তর্কস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হইতে বিজাতীয় অন্তঃকরণবৃত্ত্যন্তরবিশেষ (অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ "শ্রবণাদের্বিধেয়ত্বোপপত্তিঃ" পৃঃ ৮৬৬)। কোন পদের একাধিক অর্থে শক্তি হইতে পারে; কিন্তু পদের, বাক্যের অথবা বাক্যসমষ্টিরূপ সন্দর্ভের একটিই তাৎপর্য্য সম্ভব বলিয়া পুরাণবচনে "শক্তি"-পদব্যতিরেকে "তাৎপর্য্য"-পদও প্রয়োগ করা হইয়াছে। ত্রিলিঙ্গ "কেবলম্" পদের এক এবং সমগ্র, এই দুই অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও ক্লীবলিঙ্গ "কেবলম্" পদের অর্থ নির্ণীত বা অবধারিত।[৩] পুরাণবচনের তাৎপর্য্য এই, "শ্রবণ" পদের এইরূপ অর্থই অবধারিত। "নাম" অব্যয় প্রসিদ্ধি অর্থে অথবা শ্লোকের পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রিয় অর্থাৎ সুন্দর আচার্য্যমুখ হইতে পরব্রহ্মবিষয়ে বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্যজ্ঞানানুকূল ন্যায় বা যুক্তি শ্রবণ করিয়া সেই যুক্তিসমূহের সম্যক্ অনুশীলন বা পুনঃ পুনঃ আলোচনই মনন। অথবা, "সর্ববেদান্তবাক্যানাম্" ইত্যাদি শ্লোকার্ধ (চরণদ্বয়) অব্যবহিতপূর্ব শ্লোকের সহিত অন্বিত করিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—শ্রবণাদিত্রয়ের মধ্যে আচার্য্যের সুন্দর-মুখনিঃসৃতশব্দদ্বারা উপক্রমাদি ছয় তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গবলে বেদান্তবাক্যসমূহের শক্তিতাৎপর্য্যাবধারণের নামই শ্রবণ এবং বেদান্তবাক্যার্থের অনুগ্রাহক ন্যায়সমূহের পরিশীলনই মনন। এইস্থলে দ্বিতীয় শ্লোকের অন্তর্গত "শক্তিতাৎপর্য্যনির্ণয়" পদের অর্থ শক্তিতাৎপর্য্যনির্ণয়ফলক বিচার, অন্যথা শ্রবণে বিধি উপপন্ন হইবে না। শরীরমাত্র উৎপাদন করিয়া পিতা জগতে পূজ্যতম হইয়া থাকেন; সুতরাং যিনি মুখনিঃসৃত উপদেশবলে শিষ্যের ব্রহ্মশরীরের জনক হইয়া আত্যন্তিক অভয়দাতা,[৪] সেই গুরুর মুখারবিন্দ যে প্রিয় বা সুন্দর হইবে, ইহাতে আর অধিক বক্তব্য কি হইতে পারে। "বাক্যানুগ্রাহকন্যায়" পদে ন্যায়াদি সম্প্রদায়প্রসিদ্ধ পঞ্চাবয়বী পরমন্যায় তথা শ্রুতির অবিরোধী ন্যায় বা অনুমানাদি সকলপ্রকার যুক্তি প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রবণ ও মননের অনন্তর অর্থাৎ শব্দশক্তিতাৎপর্য্যনির্ণয়ফলক বিচার এবং তদনুকূল ন্যায়সমূহের অনুশীলনের অনন্তর তদ্বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাই নিদিধ্যাসন। পুরাণবক্তা উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে পণ্ডিতবাচক "বুধ" শব্দ[৫] এবং শ্রেষ্ঠত্ববাচক

৩ অমরকোষ নানার্থবর্গ ৬২৪, "নির্ণীতে কেবলমিতি ত্রিলিঙ্গং ত্বেককৃৎস্নয়োঃ।"
৪ প্রশ্নোপনিষদ্ ৬।৮ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৫, "ত্বং হি নোঽস্মাকং পিতা ব্রহ্মশরীরস্য বিদ্যয়া জনয়িতৃত্বাৎ...। ইতরোঽপি হি পিতা শরীরমাত্রং জনয়তি তথাপি স প্রপূজ্যতমো লোকে, কিমু বক্তব্যমাত্যন্তিকাভয়দাতুঃ [আচার্য্যস্য]।"
৫ অমরকোষ, নানার্থবর্গ ৩১৪-৩১৫, "বুধবৃদ্ধৌ পণ্ডিতেঽপি।" ঐ ব্রহ্মবর্গ ১০।

"সত্তম"[৬] পদের দ্বারা সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, মনন ও নিদিধ্যাসন এই দুই সাধন শ্রবণের ফলোপকারক অঙ্গ। ইহাদের মধ্যে মননের দ্বারা অসম্ভাবনা এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত ভাবনা সমূল বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে উদ্ধৃত মানব উপপুরাণের প্রথম শ্লোকে আত্মদর্শনের হেতুরূপে শ্রবণাদিত্রয়ের বিধান, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে যথাক্রমে শ্রবণাদির স্বরূপজ্ঞাপন এবং পঞ্চম শ্লোকে শ্রবণাদির কৃত্য ও অঙ্গাঙ্গিভাব বর্ণন করা হইয়াছে।

পরাশর উপপুরাণের শ্লোকবিচার

অতঃপর বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার পরাশর উপপুরাণ হইতে চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন।

"প্রাধান্যং মননাদস্মিন্নিদিধ্যাসনতোঽপি চ।
উৎপত্তাবন্তরঙ্গং হি জ্ঞানস্য শ্রবণং বুধাঃ ॥১॥
তটস্থমন্যব্যাবৃত্ত্যা মননং চিন্তনং তথা।
ইতিকর্ত্তব্যকোটিস্থাঃ শান্তিদান্ত্যাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ২ ॥
ততঃ সর্বাঙ্গনিষ্ঠস্য প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যগোচরা।
যা বৃত্তির্মানসী শুদ্ধা জায়তে বেদবাক্যতঃ ॥৩॥
তস্যাং যা চিদভিব্যক্তিঃ স্বতঃসিদ্ধা চ শাঙ্করী।
তদেব ব্রহ্মবিজ্ঞানং তদেবাজ্ঞাননাশনম্ ॥" ৪ ॥

শ্লোকচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা এইরূপ।

হে পণ্ডিতগণ! মনন হইতে এবং নিদিধ্যাসন হইতেও শ্রবণে ("অস্মিন্") প্রাধান্য বিদ্যমান, যেহেতু ("হি") ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তিতে শ্রবণ অন্তরঙ্গসাধন, অর্থাৎ শ্রবণের অনন্তরই (অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষ অথবা পরোক্ষ) ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তিতে শ্রবণ কাহাকেও অপেক্ষা করে না। কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন অনাত্মপদার্থ হইতে অন্তঃকরণকে নিবৃত্ত করে বলিয়া ("অন্যব্যাবৃত্ত্যা") অর্থাৎ অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নিবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন হইয়া থাকে। "তটস্থ" পদের উদাসীন অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও এইস্থলে উক্ত পদের ব্যবহার এইরূপে বুঝিতে হইবে। নদীগর্ভস্থ ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়া নদীর তটে দণ্ডায়মান ব্যক্তি দূরবর্ত্তী, কারণ তটস্থ ব্যক্তি তটদ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় তাঁহার সহিত নদীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ নাই—তিনি তটস্থ, নদীগর্ভস্থ নহেন। অনুরূপভাবে শ্রবণ প্রমাণকোটির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রমাণ-গর্ভস্থ; কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন সাক্ষাৎভাবে প্রমাণসংস্পর্শী নহে, প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিদ্বারা ব্যবহিত হইয়া প্রমাণ-তটস্থ। "তটে, ন তু গর্ভে" এই তাৎপর্য্যেই পুরাণবচনে মনন ও নিদিধ্যাসনকে "তটস্থম্" পদে বুঝানো হইয়াছে এবং মনন ও নিদিধ্যাসনের তাটস্থ্যের হেতুরূপে "অন্যব্যাবৃত্ত্যা" পদপ্রয়োগ করা হইয়াছে—যেহেতু মনন ও নিদিধ্যাসন অন্যব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারকমাত্র, সেইহেতু উহারা তটস্থ। শ্লোকের "তথা" অব্যয়পদ সাদৃশ্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে[৭]—মনন ও নিদিধ্যাসন যেমন ইতিকর্ত্তব্যতাকোটির অন্তর্গত, সেইরূপ শান্তি, দান্তি প্রভৃতি ষট্‌সম্পত্তিও ইতিকর্ত্তব্যতাকোটির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহারাও জ্ঞানের বহিরঙ্গসাধন। ছন্দোরক্ষার অনুরোধে শ্লোকে পুংলিঙ্গ "শম" ও "দম" শব্দদ্বয়ের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গ "শান্তি" ও "দান্তি" পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে।[৮] বলা বাহুল্য, "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্তো উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিমধ্যে (৪।৪।২৩) উপদিষ্ট শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধান—বিবিদিষু সন্ন্যাসীর এইরূপ সম্পত্তিই উদ্ধৃত

৬ অমরকোষ, বিশেষ্যনিঘ্নবর্গ ১৩, "শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্কলঃ স্যাৎ সত্তমশ্চাতিশোভনে।"
৭ অমরকোষ, অব্যয়বর্গ ২৫, "বদ্বা যথা তথৈবৈবং সাম্যে।"
৮ অমরকোষ সঙ্কীর্ণবর্গ ৭-৮, "শমথস্তু শমঃ শান্তির্দান্তিস্তু দমথো দমঃ।"

পুরাণবচনে "শান্তিদান্ত্যাদয়ঃ" পদে অনূদিত হইয়াছে। যদিও উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ষষ্ঠ সম্পত্তির উল্লেখ নাই, তথাপি মুণ্ডক উপনিষদের (১।২।১১) "তপঃ শ্রদ্ধে" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে শ্রদ্ধারূপ ষষ্ঠ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।[৯] ব্রহ্মসূত্রের সর্বাপেক্ষাধিকরণের "শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৭) এই সূত্রের ভাষ্যাদিতে নিত্য-নৈমিত্তিক যজ্ঞাদিকর্মসমূহকে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে বহিরঙ্গসাধন এবং শমদমাদিকে অন্তরঙ্গসাধন বলা হইয়াছে; সুতরাং শমদমাদিকে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে ইতিকর্ত্তব্যতা বা বহিরঙ্গসাধন বলায় পুরাণবচনে ব্রহ্মসূত্রবিরোধই হইয়াছে—এইরূপ আপত্তি করা যাইবে না। কারণ উক্ত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য্যপাদ যজ্ঞাদিকে অপেক্ষা করিয়া শমদমাদিকে প্রত্যাসন্ন বিদ্যাসাধন বলিয়া যজ্ঞাদিকে বাহ্যতর বিদ্যাসাধন বলিয়াছেন।[১০] সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে যজ্ঞাদি যত দূরবর্ত্তী, শমদমাদি তত দূরবর্ত্তী নহে। আবার, মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের যত নিকটবর্ত্তী, শমদমাদি তত নিকটবর্ত্তী নহে। পুনরায়, শ্রবণ শব্দপ্রমাণের যত প্রত্যাসন্ন, মনন ও নিদিধ্যাসন তত প্রত্যাসন্ন নহে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিয়া শব্দপ্রমাণই বুদ্ধিতে সর্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু কারকসমূহের মধ্যে যাহা পূজিততম, তাহাই করণ এবং যাহা প্রধানের যত নিকটবর্ত্তী অন্যকে অপেক্ষা করিয়া তাহাকে প্রত্যাসন্ন বা অন্তরঙ্গ এবং যাহা প্রধানের যত দূরবর্ত্তী অন্যকে অপেক্ষা করিয়া তাহাকে ইতিকর্ত্তব্যতা বা বহিরঙ্গ বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই শমদমাদি যথাশ্রুতার্থে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উৎপত্তিতে ইতিকর্ত্তব্যতা বা অবান্তর ব্যাপার নহে। আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি বা প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিতে মননাদিদ্বারা প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিই ইতিকর্ত্তব্যতা বা দ্বার। এইরূপভাবেই "প্রত্যাসত্তি", "নৈকট্য" বা "অন্তরঙ্গতা" এবং "দূরবর্ত্তিত্ব" বা "বহিরঙ্গতা" প্রভৃতি পদসমূহের যে আপেক্ষিক অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গসাধনের পূর্বোক্ত লক্ষণদ্বয় অনুসরণ করিয়া আলোচ্য পুরাণবচনের "তটস্থ" ও "ইতিকর্ত্তব্যতা" পদদ্বয় ব্যাখ্যা করা যাইবে না; কারণ প্রথম লক্ষণানুসারে যাহা পরাবগতির সাধন এবং দ্বিতীয় লক্ষণানুসারে যাহা দৃষ্টদ্বারে ফলোৎপাদক, তাহাকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গসাধন বলা হইয়াছে এবং এইরূপ লক্ষণদ্বয় গ্রহণ করিলে শমাদি ও শ্রবণাদি উভয়ই অন্তরঙ্গসাধন; কারণ শমদমাদি পরাবগতির উৎপত্তি পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয় বলিয়া এবং ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপত্তির প্রতিবন্ধক চিত্তমল অপসারণরূপ দৃষ্টদ্বারে ফলোৎপাদক হওয়ায় অবশ্যই জ্ঞানোৎপত্তিতে অন্তরঙ্গসাধন।[১১] কিন্তু পৌরাণিকবচনে

৯ শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি সাধনচতুষ্টয়ের অন্তর্গত তৃতীয় সাধন। তন্মধ্যে বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহই শম বা শান্তি। অন্তরিন্দ্রিয়দমনই দম্ বা দান্তি। "উপরতি" পদের অর্থ সন্ন্যাস। শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের সহনই (দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা) তিতিক্ষা। পরব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা নিষ্পাদনই সমাধান। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির মাধ্যন্দিন শাখীয় পাঠে "সমাহিতঃ" পদের স্থলে "শ্রদ্ধাবিত্তঃ" পদ বিদ্যমান। শ্রদ্ধা বিত্ত বা সম্পত্তি যাঁহার, তিনি শ্রদ্ধাবিত্ত।

১০ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৩।৪।২৭ পৃঃ ৯০০, "তস্মাৎ যজ্ঞাদীনি শমদমাদীনি চ যথাশ্রমং সর্বাণ্যেবাশ্রমকর্মাণি বিদ্যোৎপত্তৌ অপেক্ষিতব্যানি। তত্রাপি 'এবংবিৎ' (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২৩) ইতি বিদ্যাসংযোগাৎ প্রত্যাসন্নানি বিদ্যাসাধনানি শমাদীনি, বিবিদিষাসংযোগাৎ তু বাহ্যতরাণি যজ্ঞাদীনীতি বিবেক্তব্যম্।" ভাষ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে যজ্ঞাদি আশ্রমকর্মসমূহ বিবিদিষা উৎপত্তির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে উপযোগী; সুতরাং বিবিদিষা (প্রত্যক্‌প্রবণতা) উৎপন্ন হইলে বিবিদিষু সন্ন্যাসী কর্মত্যাগ করিবেন (নৈঃ সিঃ ১।৪৯)। কিন্তু শমদমাদি প্রত্যাসন্ন বিদ্যাসাধন হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয়। অবশ্য ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষরূপ ফলোৎপত্তিতে যজ্ঞাদি বা শমাদির উপযোগিতা নাই; উহারা ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতেই উপযোগী। এই সমস্ত বিষয়ে ভামতী ও বিবরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ এই স্থলে আলোচনীয় নহে।

১১ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৪।১।১৮ পৃঃ ৯৬৩, "তস্মাৎ বিদ্যাসংযুক্তং নিত্যমগ্নিহোত্রাদি বিদ্যাবিহীনং চ উভয়মপি মুমুক্ষুণা মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন ইহ জন্মনি জন্মান্তরে চ প্রাগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতং যৎ, তদ্ যথাসামর্থ্যং ব্রহ্মাধিগমপ্রতিবন্ধকারণোপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বদ্বারেণ ব্রহ্মাধিগমকারণত্বং প্রতিপদ্যমানং শ্রবণমননশ্রদ্ধা-তাৎপর্য্যাদ্যন্তরঙ্গকারণাপেক্ষং ব্রহ্মবিদ্যয়া সহৈককার্য্যং ভবতীতি স্থিতম্।" ভাষ্যের "শ্রদ্ধা" পদ শমদমাদি পঞ্চসম্পত্তির উপলক্ষণ। তৎপরের ভাবই তাৎপর্য্য। "তৎ" সর্বনাম পদে বুদ্ধিস্থ পরামৃষ্ট হইলেও অনির্দ্দিষ্টবাচী "তৎ" পদ পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করে (গীতাভাষ্য ১৭।২৩ আঃ টীঃ পৃঃ ৬৬৭), " 'তত্ত্বমসি' ইতি শ্রুতেঃ 'তৎ' ইত্যাপি ব্রহ্মণো নামনির্দ্দেশঃ।" ভগবদ্গীতায় পরব্রহ্ম অর্থে বহুবার "তৎ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে (গীতা ৫।১৭;

জ্ঞানের উৎপত্তিতে কেবল শ্রবণকেই অন্তরঙ্গ বলা হইয়াছে। মনন ও নিদিধ্যাসনকেই যখন অন্তরঙ্গ বলা হয় নাই, তখন শমদমাদির অন্তরঙ্গত্ব-প্রসঙ্গই নাই। অতএব পুরাণবচনে "অন্তরঙ্গ" পদের পারিভাষিক অর্থ যে গৃহীত হয় নাই, তাহা নিশ্চিত।

"ততঃ সর্বাঙ্গনিষ্ঠস্য" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোক দুইটির সংক্ষেপ বক্তব্য এইরূপ—অতঃপর সর্বাঙ্গনিষ্ঠ পুরুষের "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যশ্রবণ হইতে ("বেদবাক্যতঃ") প্রত্যগ্-ব্রহ্মৈক্যবিষয়ক যে শুদ্ধ অন্তঃকরণবৃত্তি উদিত হয়, সেই স্বতঃসিদ্ধ ও শাঙ্করী বৃত্তিতে যে চিদভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহাই ব্রহ্মবিজ্ঞান এবং তাহাই অজ্ঞাননাশক। শ্লোকদ্বয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ।

"ততস্" অব্যয়ের অর্থ তদনন্তর। কাহার অনন্তর?—শমদমাদির দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ দূরীভূত হইবার অনন্তর। মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ বলিয়া "সর্বাঙ্গ" পদে উহারাই ধর্তব্য। সেই মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তিদ্বারা যে-মুমুক্ষু পুরুষ মননে ও নিদিধ্যাসনে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনিই সর্বাঙ্গনিষ্ঠ। এইরূপ সর্বাঙ্গনিষ্ঠ পুরুষ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাঁহার জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির উদয় হয় এবং যেহেতু পূর্বেই তাঁহার শমাদিদ্বারা চিত্তগত রজঃ ও তমোরূপ মল অভিভূত হইয়াছে, সেইহেতু ঐরূপ মনোবৃত্তি শুদ্ধ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান বা স্বচ্ছ। কিন্তু স্বচ্ছ হইলেও বৃত্তি জড় হওয়ায় উহা স্ববিষয় প্রকাশে অক্ষম। এইজন্য ঐরূপ স্বচ্ছ বৃত্তিতে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে সেই বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। যদিও ঘটাদ্যাকার অন্তঃকরণবৃত্তিও স্বচ্ছ তথাপি ব্রহ্মপ্রকাশনিমিত্ত বৃত্তির অতিস্বচ্ছতা বা তমোরজো-লেশসত্ত্বপ্রধানতাই এইস্থলে বিবক্ষিত হওয়ায় মানসী বৃত্তির বিশেষণরূপে "শুদ্ধা" পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অজ্ঞানাবৃতচৈতন্যই বিষয় হইতে পারে এবং অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত বা বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্যই অজ্ঞাননাশক হইয়া থাকে। যেহেতু শুদ্ধ ব্রহ্মই মূলাজ্ঞানের বিষয়, সেইহেতু শুদ্ধ ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যই মূলাজ্ঞানের নাশ করিলে ভগ্নাবরক ব্রহ্মচৈতন্য উক্ত শুদ্ধ অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভগ্নাবরক প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যই ব্রহ্মপ্রমা বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। যেহেতু বিবরণসিদ্ধান্তে অজ্ঞানোপহিত বিম্বচৈতন্যই ঈশ্বর ও অন্তঃকরণ-তৎসংস্কারাবচ্ছিন্ন অজ্ঞানপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যই জীব এবং প্রতিবিম্ব বিম্বাতিরিক্ত নহে, সেইহেতু বিম্ব-প্রতিবিম্ব অনুগত বিশুদ্ধ চৈতন্যই সাক্ষী। ফলে ভগ্নাবরক প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যরূপ ব্রহ্মপ্রমা সাক্ষি-চৈতন্যের সহিত স্বতঃসম্বদ্ধ বলিয়া উক্তরূপ চিদভিব্যক্তি বা ব্রহ্মপ্রমা স্বতঃসিদ্ধ বা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ উহার প্রকাশের নিমিত্ত অন্য কাহারও অপেক্ষা নাই—সাক্ষিচৈতন্য ব্রহ্মপ্রমাকে গ্রহণ করিয়া তদ্গত প্রমাত্বও গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য পুরাণবচনে চিদভিব্যক্তিকে "স্বতঃসিদ্ধা" বলা হইয়াছে। এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ চিদভিব্যক্তির আপরোক্ষ্য বুঝাইতেই পুরাণবচনে "বিজ্ঞান" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে—বি উপসর্গের দ্বারা জ্ঞানের অপরোক্ষত্বই বিবক্ষিত। অপরোক্ষ অনুভবের বাচক পদরূপে "বিজ্ঞান" পদ ভগবদ্গীতায় (৭।২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৪২ ; ৯।১ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪১০ ; ১৮।৪২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭২৪) বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। চিদভিব্যক্তির অপর বিশেষণ শাঙ্করী এবং এইস্থলে "শাঙ্করী" পদের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা বলা শক্ত। একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এইরূপ।

১৮।৬২)। সুতরাং "তৎপরতা" বা "তাৎপর্য" পদে পরব্রহ্মের ধ্যান বা নিদিধ্যাসনই বক্তব্য। এইরূপ ভাষ্যানুসারেই সংক্ষেপশারীরকে এবং তাহার সারসংগ্রহ টীকায় "অন্তরঙ্গ" পদের দুইটি অর্থেই শমাদি ও শ্রবণাদিকে ব্রহ্মবিদ্যার অন্তরঙ্গসাধন বলা হইয়াছে (৩।৩২৯ পৃঃ ৩৩৩ ও ৩।৩৬০ পৃঃ ৩৩৪), "যত্তু পরমাত্মসাক্ষাৎকারোদ্দেশেনৈব বিহিতং তদন্তরঙ্গসাধনম্, তচ্চ 'তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ' (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২৩ "শ্রদ্ধাবিত্তঃ" ও "পশ্যেৎ" মাধ্যন্দিন শাখীয় পাঠ) ইতি দর্শনোদ্দেশেন বিহিতং শমাদি, 'শ্রোতব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবিহিতং শ্রবণাদি চ, তস্য বিবিদিষানন্তরমেব জ্ঞানোদয়পর্যন্তমনুষ্ঠেয়ত্বেন প্রত্যাসন্নত্বাৎ অন্তরঙ্গত্বম্।...অদৃষ্টদ্বারেণৈব ফলোৎপাদকং কারকম্, জন্মান্তরীয়মপি যজ্ঞাদি তদ্দ্বারা বিবিদিষামুৎপাদয়ৎ ধীহেতুঃ ইতি দূরস্থত্বাৎ তদ্বহিরঙ্গম্। দৃষ্টদ্বারেণ তু তত্ত্বধীহেতুঃ অভিব্যঞ্জকম্, শমাদিকং শ্রবণাদিকং চ দৃষ্টপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিদ্বারা তদ্ধেতুঃ ইতি তৎপরাত্মনো ব্যঞ্জকং তৎক্রিয়ো নিকটভাবিত্বাৎ অন্তরঙ্গমিত্যর্থঃ।"

"শম্" অব্যয়ের অর্থ কল্যাণ বা মঙ্গল এবং আনন্দ।[১২] সুতরাং যাহা পরম কল্যাণকর, মঙ্গলকর বা আনন্দকর, তাহাই শঙ্কর। শঙ্করস্য ইয়ং ইতি শাঙ্করী অর্থাৎ শঙ্করসম্বন্ধীই "শাঙ্করী" পদের অর্থ। ব্রহ্মবিদ্যা অশেষ অনর্থরূপ অমঙ্গলের মূলীভূত অজ্ঞানের নাশক এবং পরমানন্দস্বরূপব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা স্বভাবতঃই শাঙ্করী অর্থাৎ পরম মঙ্গলকর ও আনন্দকর।[১৩] ইহা বুঝাইতেই চতুর্থ শ্লোকের শেষ চরণে "তদেবাজ্ঞাননাশনম্" বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তীব্র বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষুর নিকটই ব্রহ্মজ্ঞান আনন্দকর; অত্যন্ত রাগী পুরুষ অননুভূতপূর্ব ব্রহ্মানন্দলাভের নিমিত্ত অনুভূতভোগ্য-সুখ ত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন না বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার নিকট অত্যন্ত উদ্বেগজনক।[১৪]

অথবা, ভগবান শঙ্কর অদ্বৈতিগণের ইষ্ট-দেবতা হওয়ায় তদ্বিষয়ক বিদ্যাই শাঙ্করী বিদ্যা।

অথবা, ঈশ্বরপ্রসাদব্যতিরেকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যাকে শাঙ্করী বলা হইয়াছে।

অথবা, সম্প্রদায়প্রসিদ্ধ অন্য কোন পারিভাষিক অর্থে ব্রহ্মবিদ্যাকে শাঙ্করী বিদ্যা বলা হইয়াছে কিনা, তাহা সুধী ব্যক্তিগণ অনুসন্ধান করিবেন।

মানব উপপুরাণের শ্লোকবিচার

অতঃপর বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার পুনরায় মানব উপপুরাণের চতুর্থ অধ্যায় হইতে ছয়টি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

"প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যরূপা যা বৃত্তিঃ পূর্ণাভিজায়তে।
শব্দলক্ষণসামগ্র্যা মানসী সুদৃঢ়া ভৃশম্॥ ১॥
তস্যাশ্চ দ্রষ্টৃভূতশ্চ প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপ্রভঃ।
স্বস্য স্বভাবভূতেন ব্রহ্মভূতেন কেবলম্॥ ২॥
স্বয়ং তস্যামভিব্যক্তস্তদ্রূপেণ মুনীশ্বরাঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাসমাখ্যস্তদজ্ঞানং চিৎপ্রকাশিতম্॥ ৩॥
প্রতীত্যা কেবলং সিদ্ধং দিবাভীতান্ধকারবৎ।
অদ্ভুতং বস্তুগত্যৈব স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম্॥ ৪॥
স্বাত্মনাঽজ্ঞানতৎকার্য্যং গ্রসন্নাত্মা স্বয়ং বুধাঃ।
স্বপূর্ণব্রহ্মরূপেণ স্বয়মেবাবশিষ্যতে॥ ৫॥
এবংরূপাবশেষস্তু স্বানুভূত্যেকগোচরঃ।
যেন সিধ্যতি বিপ্রেন্দ্রাস্তদ্ধি বিজ্ঞানমৈশ্বরম্॥" ৬॥

শ্লোক ছয়টির সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এইরূপ।

শব্দপ্রমাণরূপসামগ্রী হইতে উৎপন্ন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যাকার পূর্ণা অন্তঃকরণবৃত্তি অভ্যাসদ্বারা অতিশয় ("ভৃশম্") দৃঢ়ীভূত হয়। স্বয়ংপ্রকাশ ("স্বয়ংপ্রভঃ") প্রত্যগাত্মাই ঐরূপ বৃত্তির

১২ অমরকোষ, অব্যয়বর্গ ২৯ "দিষ্ট্যা শমুপজোষংঞ্চেত্যানন্দে।"

১৩ পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট অধ্যয়নকালে "শাঙ্করী" পদের এইরূপ অর্থই পড়িয়াছিলাম। এইজন্য ইহা প্রথমেই প্রদত্ত হইল।

১৪ পঞ্চপাদিকা ৩য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৫-৬ = মাদ্রাজ পৃঃ ২২০-২১. "...ব্রহ্মজ্ঞানে অর্থত্বানুপপত্তেঃ, ব্রহ্মজ্ঞানাৎ হি মনসোঽপি বিয়োগাৎ [লয়াৎ] নিখিলবিষয়ানুষঙ্গনিবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। সা চ সার্বভৌমোপক্রমং ব্রহ্মলোকাবসানমুৎকৃষ্টোৎকৃষ্টসুখং শ্রূয়মাণং সোপায়ং নিবর্তয়তি। অতো ব্রহ্মজ্ঞানাৎ উদ্বিজতে লোকঃ। কুতস্তত্র প্রবৃত্তিঃ?...ন হি ব্রহ্মানন্দোঽননুভূতপূর্বোঽনুভূতভোগ্যসুখাভিলাষং মন্দীকর্তুমুৎসহতে, যেন তদুজ্ঝিত্বা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবর্তেত" ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৪।৩।৩৩) "স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারেই পঞ্চপাদিকাকার "সা চ [নিবৃত্তিঃ] সার্বভৌমোপক্রমং ব্রহ্মলোকাবসানমুৎকৃষ্টোৎকৃষ্টসুখম্" বলিয়াছেন। উদঝ (উজ্ঝ) উৎসর্গে, এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে তুদাদিগণীয় উদঝ ধাতুর অর্থ উৎসর্গ বা ত্যাগ। সুতরাং "উজ্ঝিত্বা" পদের অর্থ ত্যক্ত্বা।

("তস্যাশ্চ") দ্রষ্টা ("দ্রষ্টৃভূতশ্চ"), কারণ উক্ত বৃত্তিতে নিজস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রত্যগাত্মাই ভাসমান হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! সেই বৃত্তিতে ("তস্যাম্") ব্রহ্মরূপে ("তদ্রূপেণ") স্বয়ং অভিব্যক্ত প্রত্যগাত্মা "ব্রহ্মবিদ্যা" নামে খ্যাত। দিবালোকে পেচক ("দিবাভীতঃ") কর্তৃক কল্পিত অন্ধকার যেমন বস্তুগত্যা সৎ নহে, প্রতীতিমাত্রসিদ্ধ, সেইরূপ চিৎপ্রকাশিত ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানও বাস্তব নহে, প্রতীতিমাত্রসিদ্ধ। হে পণ্ডিতগণ ! ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে অর্থাৎ আত্মকর্তৃক আত্মপ্রকাশ হইলে আত্মা স্ববিষয়ক অজ্ঞান ও অজ্ঞানের সমুদায় কার্য্যকে গ্রাস বা বিনষ্ট করিয়া থাকে। অথবা, আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞান নিজেকে নিজে এবং নিজকার্য্য অধ্যাসাদিকে স্বয়ংই নিবৃত্ত করিয়া থাকে। তখন স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মরূপে বিশুদ্ধ আত্মা ("প্রসন্নাত্মা") স্বরূপাবশেষরূপে অবস্থান করে ("স্বয়মেবাবশিষ্যতে")। অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকার্য্যপ্রপঞ্চের এইরূপ স্বপূর্ণব্রহ্মরূপাবশেষতা ("এবংরূপাবশেষঃ") নিজ অনুভূতিমাত্রের বিষয় হইয়া থাকে এবং হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! যাহার দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়, তাহাকে ঐশ্বরবিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে।

এক্ষণে পৌরাণিক বচনসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি চতুর্বেদোক্ত চারিটি মহাবাক্যের[১৫] প্রতি বাক্যকে এইস্থলে শব্দলক্ষণসামগ্রী অর্থাৎ শব্দপ্রমাণরূপকারণসামগ্রী বলা হইয়াছে। "প্রত্যক্" পদে প্রত্যগাত্মাই বক্তব্য। প্রতীপং বিপরীতম্ অঞ্চতি প্রাপ্নোতি ইতি প্রত্যক্—যাহা নিজ স্বরূপের বিপরীতরূপে অবভাসিত হয়, তাহাই প্রত্যক্; প্রত্যক্ চ তদাত্মা চ ইতি প্রত্যগাত্মা। অশনায়পিপাসার অতীত পরব্রহ্ম (বৃহঃ উপঃ ৩।৫) নিজ স্বরূপের বিপরীতরূপে ক্ষুৎ-পিপাসাদিদ্বারা পীড়িত জীবাত্মরূপে অবভাসিত হওয়ায় "প্রত্যগাত্মা" পদের অর্থ জীবাত্মা। কিন্তু ব্রহ্মই জীবভাবে অবস্থান করেন বলিয়া (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২২) বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মের এই জীবভাব অবিদ্যাকল্পিত। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ক অবিদ্যাই ব্রহ্মের জীবভাবের প্রত্যুপস্থাপক বলিয়া এবং সমানাশ্রয়বিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যেই বিরোধ থাকায় ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ক জ্ঞানই ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানধ্বংসে সমর্থ। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া উহা অজ্ঞানভাসক, অজ্ঞাননাশক নহে। এইজন্য ব্রহ্মস্বরূপাকার অন্তঃকরণবৃত্তির প্রয়োজন। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য অর্থাৎ নির্গুণ অখণ্ড ব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ বলিয়া মহাবাক্যশ্রবণজন্য যে অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইবে, তাহা অবশ্যই জীব-ব্রহ্মৈক্যকে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপকে বিষয় করিবে এবং ব্রহ্মস্বরূপ অখণ্ড (অর্থাৎ অংশ বা অবয়বহীন) বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপমাত্রাবগাহী অর্থাৎ সংসর্গের অবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তিকে অখণ্ডাকারবৃত্তি বলে। এইরূপ মানসী বৃত্তিই শব্দলক্ষণসামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরাণবচনে এইরূপ অখণ্ডাকার বৃত্তিকেই "পূর্ণা বৃত্তিঃ" বলা হইয়াছে—"অখণ্ড" ও "পূর্ণ" পর্য্যায়শব্দ।[১৬] অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদূরীকরণদ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসনের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিবলে এইরূপ অখণ্ডাকারবৃত্তি যে দৃঢ়ীকৃত হইয়া থাকে, তাহা পূর্বোদ্ধৃত মানবোপপুরাণবচনে বলা হইয়াছে এবং ইহাই "সুদৃঢ়া ভৃশম্" শ্লোকাংশে অনূদিত হইয়াছে। সেই অন্তঃকরণবৃত্তি যখন জড় বলিয়া দৃশ্য, তখন তাহার দ্রষ্টা কে ? বৃত্ত্যাকার বৃত্তিস্বীকারে মূলক্ষতিকরী অনবস্থা হয় বলিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সমস্ত বস্তুই জ্ঞাতরূপে অথবা অজ্ঞাতরূপে সর্বাবভাসক সাক্ষিচৈতন্যেরই বিষয় হইয়া থাকে।[১৭] ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ বিষয় এবং ঘটাকার অন্তঃকরণবৃত্তি উভয়ই সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা

---

১৫ সামবেদ হইতে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ উপঃ ৬।৮।৭), ঋগ্বেদ হইতে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতঃ উপঃ ৩।৩), অথর্ববেদ হইতে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাণ্ডুক্যোপঃ ২) এবং যজুর্বেদ হইতে "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহঃ উপঃ ১।৪।১০)—এই চারিটি মহাবাক্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শারদামঠে, গোবর্দ্ধন মঠে, জ্যোতির্মঠে এবং শৃঙ্গেরীমঠে যথাক্রমে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর অনুশীলনীয়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিঃ উপঃ ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণবাক্য, কারণ ছয়টি তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গের মধ্যে সব কয়টি ঐ সমস্ত বাক্যে নাই, কিন্তু মহাবাক্যচতুষ্টয়ে সব কয়টি লিঙ্গই বর্তমান। ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গবত্ত্বই বাক্যের মহত্ত্ব।

১৬ অমরকোষ, বিশেষ্যনিঘ্নবর্গ ২৩ "অথ সমং সর্বম্। বিশ্বমশেষং কৃৎস্নং সমস্তনিখিলাখিলানি নিঃশেষম্॥ সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং স্যাদনূনকে।"

১৭ বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৯৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৮৩-৪, "সর্বং বস্তু জ্ঞাততয়া বা অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয় এব।"

যুগপৎ প্রকাশিত হওয়ায় অনুব্যবসায় অথবা অনন্ত বৃত্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে ঘটপ্রকাশ হইতে ব্রহ্মপ্রকাশের পার্থক্য বিদ্যমান। ঘটপ্রকাশস্থলে প্রকাশক সাক্ষী ও প্রকাশ্য ঘট ভিন্নই হইয়া থাকে। যদিও সাক্ষীর সহিত অভেদব্যতিরেকে সাক্ষ্যের প্রকাশ হয় না, তথাপি ঘটাদিস্থলে উক্ত অভেদ আধ্যাসিক, যেহেতু অদ্বৈতসিদ্ধান্তে দৃগ্‌দৃশ্যের সম্বন্ধমাত্র আধ্যাসিক (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "দৃগ্‌দৃশ্যসম্বন্ধভঙ্গঃ" পৃঃ ৪৫৩-)। কিন্তু ব্রহ্মপ্রকাশস্থলে অখণ্ডাকারবৃত্তি নির্গুণ ব্রহ্মাশ্রিত ও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিলে ভগ্নাবরক নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্য অখণ্ডাকারবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হয়। এক্ষণে অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত জীব বা প্রত্যগাত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভিন্ন হওয়ায় সাক্ষ্য-নির্গুণব্রহ্মচৈতন্য সাক্ষী-প্রত্যগাত্মচৈতন্য[১৮] হইতে ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যের ন্যায় ভিন্ন নহে এবং উহাদের অভেদ স্বাভাবিক, আধ্যাসিক নহে।[১৯] এইজন্য পৌরাণিকবচনে প্রত্যগাত্মাকে স্বয়ংপ্রভঃ বা স্বয়ংপ্রকাশ বলা হইয়াছে; কিন্তু নিজেকে নিজে বিষয় বা প্রকাশ করিয়া থাকে, এইরূপ অর্থে স্বয়ংপ্রভ বা স্বপ্রকাশ নহে, কারণ তাহাতে কর্তৃকর্মবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ঘটাদির ন্যায় চৈতন্যের ব্যবহারও চৈতন্যাধীন, চৈতন্যভিন্ন অন্যের অধীন নহে; ফলে ব্যবহারবিষয়তামাত্রে চিৎ-তাদাত্ম্যই প্রয়োজক। অতএব ঘট ও চৈতন্য উভয়ই অবিশেষে অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় হইলেও ঘটাদি অনাত্মপদার্থমাত্র স্বভিন্ন চৈতন্যবেদ্য, কিন্তু চৈতন্য স্বভিন্ন কাহারও দ্বারা বেদ্য না হওয়ায় এবং নিজের দ্বারাও নিজে বেদ্য না হওয়ায় অবেদ্য এবং অবেদ্যত্বসমানাধিকরণ অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বই স্বপ্রকাশত্ব।[২০] এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্যেই উদ্ধৃত পুরাণবচনে বলা হইয়াছে "স্বস্য স্বভাবভূতেন ব্রহ্মভূতেন কেবলম্ [অবভাসতে]।" "স্বভাবভূতেন" অর্থাৎ স্বরূপেণ এবং "ব্রহ্মভূতেন" অর্থাৎ ব্রহ্মরূপেণ। ত্রিলিঙ্গ "কেবল" পদের এক ও সমগ্র এই দুই অর্থ কোষপ্রসিদ্ধ এবং ভগবদ্‌গীতায় অভিমানবর্জিত, মমত্ববর্জিত ও শুদ্ধ এই তিন অর্থে (গীতা ৪।২১; ৫।১১; ১৮।১৬) উক্ত পদ ব্যবহৃত হইলেও আলোচ্য শ্লোকে ক্লীবলিঙ্গ "কেবলম্" পদের অর্থ নির্ণীত বা অবধারিত।[২১] শ্লোক দুইটির অন্বয় এইরূপ হইবে—শব্দলক্ষণসামগ্র্যা যা প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যরূপা ভৃশং সুদৃঢ়া মানসী পূর্ণা বৃত্তিঃ অভিজায়তে, তস্যাশ্চ [বৃত্তেঃ] স্বয়ংপ্রভঃ দ্রষ্টৃভূতশ্চ প্রত্যগাত্মা স্বস্য স্বভাবভূতেন ব্রহ্মভূতেন কেবলং [অবভাসতে]।

"স্বয়ং তস্যামভিব্যক্তঃ" ইত্যাদি পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান, অজ্ঞানস্বরূপ ও অজ্ঞাননিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান কি? এইরূপ প্রশ্নেরই উত্তর—[হে] মুনীশ্বরাঃ! তস্যাম্ [অখণ্ডাকারবৃত্তৌ] তৎ [ব্রহ্ম-]-রূপেণ স্বয়ং [অনন্যাধীনঃ] অভিব্যক্তঃ ব্রহ্মবিদ্যাসমাখ্যঃ।

১৮ এই শ্লোকে প্রত্যগাত্মাকেই সাক্ষী বলা হইয়াছে। অদ্বৈতশাস্ত্রে সাক্ষী বিষয়ে বহু মতভেদ রহিয়াছে। জীব ও ঈশ্বরের লক্ষণ যেরূপ হইবে সাক্ষীর লক্ষণও তদনুরূপ হইবে। যেমন, প্রকটার্থবিবরণকারমতে অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য জীব হওয়ায় বিম্বচৈতন্যরূপ শুদ্ধচিৎই সাক্ষী। মাধ্বমত সহজে খণ্ডন করিবার নিমিত্ত অদ্বৈতসিদ্ধিতে অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে এবং অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষী বলা হইয়াছে (অঃ সিঃ ২য় পরিঃ "ব্রহ্মণো জ্ঞানত্বানন্দত্বাদ্বিতীয়ত্বনিত্যত্বসাক্ষিত্বোপপত্তিঃ" পৃঃ ৭৫৪ পং ১)। এতদ্ব্যতীত, জীবসাক্ষী-ঈশ্বরসাক্ষী, সাক্ষীর একত্ব-বহুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বহু মত মতান্তর বিদ্যমান। বিবরণোক্ত সাক্ষী পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সাক্ষী বিষয়ে বিশেষবিচার বেদান্ত-পরিভাষার ব্যাখ্যাগ্রন্থে করা হইবে।

১৯ বিবরণসিদ্ধান্তে অনাবৃত সাক্ষিচৈতন্যের সহিত অভেদই বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক। আলোচ্যস্থলে অপরোক্ষত্বের ঘটক অভেদ এইরূপে লাভ করা যাইবে। ভগ্নাবরক নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্য অখণ্ডাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইলে উহা অবশ্যই বৃত্তির উপাদান অন্তঃকরণে এবং অন্তঃকরণের উপাদান অবিদ্যাতেও প্রতিবিম্বিত হইবে, যেহেতু উপাদানব্যতিরেকে উপাদেয় কুত্রাপি অবস্থিত হইতে পারে না। এক্ষণে অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ প্রত্যগাত্মাই পৌরাণিক শ্লোকে সাক্ষিরূপে স্বীকৃত হওয়ায় এবং নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্যও অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত বলিয়া সাক্ষ্য-নির্গুণচৈতন্যের সহিত প্রত্যগাত্মরূপসাক্ষীর অভেদ প্রাপ্তই। কিন্তু ঘটাদিস্থলের ন্যায় এইস্থলে সাক্ষ্যের সাক্ষ্যভেদ আধ্যাসিক নহে, কিন্তু স্বাভাবিক; কারণ সাক্ষী-প্রত্যগাত্মা সাক্ষ্য-নির্গুণব্রহ্মচৈতন্য হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, কিন্তু ঐক্যপ্রাপ্ত।

২০ চিৎসুখী ১ম পরিঃ "স্বপ্রকাশত্বনিরূপণে পূর্বপক্ষঃ" পৃঃ ৫। অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "দ্বিতীয়মিথ্যাত্ববিচারঃ" পৃঃ ১৫৬, "পরপ্রকাশ্যত্বাভাবো হি স্বপ্রকাশত্বম্।" লঘুচন্দ্রিকা পৃঃ ১৫৬ দ্রষ্টব্য।

২১ অমরকোষ, নানার্থবর্গ ৬২৪, "নির্ণীতে কেবলমিতি ত্রিলিঙ্গং ত্বেককৃৎস্নয়োঃ।"

অর্থাৎ, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শব্দলক্ষণসামগ্রী হইতে উৎপন্ন অখণ্ডাকার মানসী বৃত্তিতে ভগ্নাবরক ব্রহ্ম-চৈতন্য নিজরূপে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মরূপে অভিব্যক্ত বা প্রতিবিম্বিত হইলে সেই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকেই ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশ কিছুমাত্র ব্যাহত না হইলেও অজ্ঞানাবৃত থাকায় উহা স্বস্বরূপে প্রকাশিত হন না বলিয়া "তদ্রূপেণ" পদ ব্যবহার করা হইয়াছে—অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্ম অব্রহ্মরূপে বা জীবরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। অজ্ঞানের নিবৃত্তিই ব্রহ্মের অভিব্যক্তি, যেমন হস্তদ্বারা আবৃত প্রদীপের হস্তাপসারিত হইলে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ। এইজন্য "অভিব্যক্তি" পদ সার্থক।

সেই অজ্ঞানের স্বরূপ কি, যাহার নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যার আবশ্যক? এইরূপ প্রশ্নেরই উত্তর—চিৎ-প্রকাশিতম্ অজ্ঞানং দিবাভীতান্ধকারবৎ কেবলং প্রতীত্যা সিদ্ধম্। অজ্ঞান অজ্ঞাত অবস্থায় এক ক্ষণও থাকিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে অজ্ঞানবিষয়ক দ্বিতীয় অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয় এবং এই দ্বিতীয় অজ্ঞান অজ্ঞাত হইলে তৃতীয় অজ্ঞান স্বীকার ইত্যাদিক্রমে অনন্ত অজ্ঞান স্বীকৃত হওয়ায় নিষ্প্রামাণিক মূলক্ষতিকরী অনবস্থা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিলে অজ্ঞান সাক্ষিমাত্রবেদ্য না হইয়া প্রমাণগম্য হইয়া যাইবে। এইজন্য পুরাণবচনে "চিৎপ্রকাশিতম্ অজ্ঞানম্" বলা হইয়াছে। অজ্ঞান সর্বদাই অনাবৃত সাক্ষি-চৈতন্যভাস্য (বৃহঃ উপঃ ভাঃ বাঃ ৪।৩।৭৪ পৃঃ ১৩৮৯), "যৎপ্রসাদাদবিদ্যাদি সিধ্যতীব দিবানিশম্। তমপ্যপহ্নুতেঽবিদ্যা নাজ্ঞানস্যাস্তি দুষ্করম্॥" অর্থাৎ, যাহার দ্বারা নিত্য প্রকাশিত হইয়া অজ্ঞান সিদ্ধ হয়, সেই চৈতন্যকেই অজ্ঞান আবৃত করিয়া থাকে; সুতরাং অজ্ঞানের দুষ্কার্য্য কিছু নাই। বস্তুতঃ অজ্ঞান স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে আবৃত করিতে যাইয়া স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, যেমন মেঘ সূর্য্যমণ্ডলকে আবৃত করিয়া স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া যায় (অদ্বৈতানুভূতি শ্লোঃ ৬০, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩১), "মেঘাবভাসকো ভানুর্মেঘাচ্ছন্নোঽপি ভাসতে। মোহাবভাসকস্তদ্বন্মোহাচ্ছন্নোঽপি ভাত্যয়ম্॥" অর্থাৎ—সূর্য্য মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াও যেমন মেঘকে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চৈতন্য মোহ বা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াও অজ্ঞানকে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া থাকে। অন্যথা "মেঘ সূর্য্যমণ্ডলকে আবৃত করিয়াছে", এইরূপ ব্যবহারও সম্ভব হইত না।

ব্রহ্মের আবরক এইরূপ অজ্ঞান সত্য অথবা মিথ্যা?—ইহারই উত্তর, "প্রতীত্যা কেবলং সিদ্ধম্।" চিদ্ভাস্য পদার্থমাত্র মিথ্যা বলিয়া অজ্ঞানও মিথ্যা—যতকাল অজ্ঞানের প্রতীতি, ততকালই অজ্ঞান বিদ্যমান বলিয়া অজ্ঞান প্রতীতিমাত্রশরীর। বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহের বঙ্গভাষায় অনুবাদে "প্রতীত্যা কেবলং সিদ্ধম্" এই পুরাণ শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা করিতে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ব্রহ্মাবরক অজ্ঞানকে প্রাতিভাসিক বলিয়াছেন (ঐ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬), "চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত সেই ব্রহ্মের আবরক যে অজ্ঞান, তাহার স্বরূপতঃ নিজের কোন সত্তাই নাই। শুক্তিতে রজতের সত্তার ন্যায় তাহার সত্তা প্রাতিভাসিক।...এই প্রাতীতিক অজ্ঞান বস্তুগত্যা মিথ্যাভূত।" এইরূপ অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রমাদগ্রস্ত এবং শিক্ষার্থীর নিকট বিভ্রান্তিকর। অজ্ঞানকে প্রাতিভাসিক বা প্রাতীতিকরূপে স্বীকার করিলে সমগ্র অদ্বৈতশাস্ত্রকেই জলাঞ্জলি দিতে হইবে; কারণ প্রাতিভাসিক অজ্ঞান ব্যাবহারিক জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না। পরিণামী উপাদান ও উপাদেয় সমসত্তাকই হইবে এবং উপাদান কদাপি উপাদেয় অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক হয় না। এতদ্ব্যতীত বহুবিধ দোষ বিদ্যমান যাহা এই স্থলে আলোচনীয় নহে।

শুধু তাহাই নহে। "অজ্ঞানের স্বরূপতঃ নিজের কোন সত্তাই নাই" এবং "অজ্ঞানের সত্তা প্রাতিভাসিক", এইরূপ বাক্যদ্বয় পরস্পরবিরুদ্ধ। "স্বরূপতঃ নিজের কোন সত্তাই নাই" বলিলে সত্ত্বৈকত্বপক্ষ বুদ্ধিস্থ হয়, অর্থাৎ চৈতন্যের পারমার্থিক সত্তাই একমাত্র সত্তা এবং অন্যান্য পদার্থে পারমার্থিক সৎ চৈতন্যের আধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকায় তাহাদেরও সৎরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সত্ত্বৈকত্ববাদে অনাত্ম পদার্থমাত্র সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, কিন্তু অনির্বচনীয়। কিন্তু প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার করিলে সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ গ্রহণ করিতে হইবে—চৈতন্যের পারমার্থিক সত্ত্ব, জগতের ব্যাবহারিক সত্ত্ব এবং ভ্রমস্থলে প্রাতিভাসিক সত্ত্ব। উভয়মতই অদ্বৈতশাস্ত্রে গৃহীত হইলেও

উভয় সিদ্ধান্ত যুগপৎ গ্রহণ করা যায় না। অদ্বৈতগ্রন্থরাজিতে যখন অজ্ঞানের সত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, তখন সত্তাদ্বৈবিধ্যবাদ বা সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ[২২] আশ্রয় করিয়াই অজ্ঞানকে সৎ বলা হয়, সত্ত্বৈকত্ববাদগ্রহণ করিয়া নহে। এইজন্য যে সমস্ত অদ্বৈতাচার্য্য একাধিক অজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও অজ্ঞানমাত্রকে ব্যাবহারিকই বলিয়াছেন।[২৩] প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রতীতিকালমাত্রস্থায়িত্ব প্রাতিভাসিকত্বের ব্যাপ্য নহে—সুখদুঃখাদি প্রতীতিকালমাত্রস্থায়ী, কিন্তু ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক নহে। সুতরাং "প্রতীত্যা কেবলং সিদ্ধম্" শ্লোকাংশের দ্বারা অজ্ঞানের মিথ্যাত্বমাত্র বক্তব্য, প্রাতিভাসিকত্বও নহে। "কেবলম্" অব্যয় পদের অর্থ মাত্র,[২৪] উহার অর্থ অবধারণ—অজ্ঞান সাক্ষি-প্রতীতিমাত্রসিদ্ধ, অন্য কাহারও দ্বারা সিদ্ধ নহে এবং যতকাল প্রতীত, ততকালই সিদ্ধ, প্রতীতিকালভিন্নকালসিদ্ধ নহে।

কিন্তু প্রতীতিকালমাত্রস্থায়িত্বের দ্বারা অজ্ঞানের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, যেমন উক্ত হেতুর দ্বারা সুখদুঃখাদির মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহারই উত্তরে পেচকের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। দিবাকালে দেখিতে পায় না বলিয়া পেচকের অপর নাম দিবাভীত। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডমধ্যে অবস্থান করিয়াও পেচক প্রখর আলোকে অন্ধকার দেখিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ অন্ধকার সত্য না হইলেও পেচকের নিকট ঐরূপ অন্ধকার সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। ঐরূপ অন্ধকার সৎ নহে, প্রতীত হয় বলিয়া শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ নহে, পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া সদসৎ নহে; কিন্তু উহা ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী, সদসদ্‌বিলক্ষণ অনির্বচনীয় পদার্থমাত্র। অনুরূপভাবে অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও অজ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মে বিপরীতদর্শী হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে যাহা অন্যের নিকট দিবাকাল তাহাই যেমন নিশাচর পেচকের নিকট তমঃস্বভাবত্বনিবন্ধন রাত্রিরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ নিশাচরস্থানীয় অনাত্মজ্ঞের নিকট স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব নিশা অর্থাৎ নিশার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এইজন্য অজ্ঞান সৎ না হইয়াও তাঁহাদের নিকট সৎপদার্থের ন্যায় কেবল প্রতীতিসিদ্ধ। কিন্তু কাক যেমন দিবাকালে দিবালোকই দেখিয়া থাকে, অন্ধকার দেখে না, সেইরূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বপ্রকাশ ব্রহ্মই দেখিয়া থাকেন, অজ্ঞান (ও অজ্ঞানকার্য্যসমূহ) দেখেন না। এইরূপ আত্মজ্ঞের দৃষ্টি অবলম্বনেই বলা হইয়াছে "অভূতং বস্তুগত্যৈব"—অর্থাৎ বস্তুগতি বা বস্তুর স্বভাব অনুসারে অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টিতে অজ্ঞান কদাপি নাই বা ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী।[২৫] অথবা, অত্যুত্তম অধিকারীকে উপদিষ্ট

---

২২ "সদেব" (ছাঃ উপঃ ৬।২।১) ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে ব্রহ্মকেই সৎ বলা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বৈকত্ববাদের ন্যায় সত্তাত্রৈবিধ্যবাদেও ব্যাখ্যা করা যায়—পারমার্থিক সত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি ব্রহ্মকেই সৎ বলিয়াছেন (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "সত্তাত্রৈবিধ্যোপপত্তিঃ" পৃঃ ৬৫৭), "ন চ ত্রিবিধসত্ত্বাঙ্গীকারে ব্রহ্মৈব সৎ ইতি স্বমতবিরোধঃ, তস্য পরমার্থসদ্‌ব্রহ্মৈব ইত্যেতৎপরত্বাৎ।" ব্যাবহারিক অজ্ঞান প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদির উপাদান হইলে উপাদান ও উপাদেয় সমসত্তাক না হওয়ায় অজ্ঞান কিরূপে প্রাতিভাসিক পদার্থের পরিণামী উপাদান হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতী সত্তাদ্বৈবিধ্যবাদ আশ্রয় করিয়া থাকেন—দ্রষ্টব্য অঃ সিঃ ২য় পরিঃ "ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বোপপত্তিঃ" পৃঃ ৭৫৮। অদ্বৈতাচার্য্যগণ উত্তমবুদ্ধির জন্য সত্ত্বৈকত্ববাদ, মধ্যমবুদ্ধির জন্য সত্ত্বদ্বৈবিধ্যবাদ ও অধমবুদ্ধির জন্য সত্ত্বত্রৈবিধ্যবাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

২৩ মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্য জয়তীর্থ মুনির ন্যায়সুধা গ্রন্থ অবলম্বনে আচার্য্য ব্যাসরাজ তাঁহার ন্যায়ামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদে "সামান্যেনাজ্ঞানপ্রমাণভঙ্গঃ" প্রকরণে ও "অবিদ্যাপ্রতীতিভঙ্গঃ" প্রকরণে আপত্তি করিয়াছিলেন যে অবিদ্যা হয় পারমার্থিক হইবে, অথবা প্রাতিভাসিক হইবে (১।৪৯-৫০ পত্র ৩৩৪।২-৩৩৬।১ = পৃঃ ৫৬১-৬২)। বস্তুতঃ তিনি "প্রাতীতিক" পদ ব্যবহার করিয়া অবিদ্যাকে যে প্রাতিভাসিক পদার্থের প্রাতিভাসিক উপাদানরূপে স্বীকার করিতে হইবে, তাহা ন্যায়ামৃতের বহুস্থলে বলিয়াছেন। প্রাতিভাসিক অজ্ঞান স্বীকারে কি কি দোষ হইবে, তাহা অস্থানগীত হইবার আশঙ্কায় আলোচিত হইল না। অনুসন্ধিৎসু আচার্য্য নৃসিংহাশ্রমের অদ্বৈতদীপিকা (২য় পরিঃ "অজ্ঞানস্য ব্যাবহারিকত্বম্" পৃঃ ১৮২-৯২) দেখিবেন। ন্যায়ামৃতকারের পূর্ববর্ত্তী অদ্বৈতাচার্য্য নৃসিংহাশ্রম ন্যায়সুধা গ্রন্থই খণ্ডন করিয়াছিলেন।

২৪ "পরার্থঃ কেবলং যত্নঃ" ইত্যাদি ব্যবহারের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

২৫ সম্বন্ধবার্ত্তিক শ্লোঃ ১৬৬ পৃঃ ৬০ = পৃঃ ৫৬-৭, "কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে। শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতিস্তথা॥" তাৎপর্য্য এই, অজ্ঞাননিবন্ধন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিব্যবহারকালে শুদ্ধ বস্তু বা ব্রহ্ম দৃষ্ট হন না। আবার, শুদ্ধ বস্তু দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে কর্ত্তৃত্বাদি ব্যবহার হয় না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে আত্মজ্ঞ ও অনাত্মজ্ঞের দৃষ্টিভেদবশতঃ ব্যবহারভেদ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মজ্ঞ স্বদৃষ্টিতে সর্বব্যবহারের

মাণ্ডুক্যকারিকাপ্রসিদ্ধ অজাতিবাদ বা অজাতদ্বৈতবাদ (মাঃ কাঃ ৩।২৩, আঃ টীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১৩০-৩১) অবলম্বন করিয়াও "অভূতম্" পদ ব্যবহৃত হইতে পারে—জগতের সৃষ্টিই যখন হয় নাই, তখন জগদুপাদান অজ্ঞানও নাই (মাঃ কাঃ ৩।২৮ পৃঃ ১৩৮-৩৯), "অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে। বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে।।" অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ পদার্থের পারমার্থিক উৎপত্তিও নাই, মায়িক উৎপত্তিও নাই। সুতরাং মায়াও নাই।[২৬]

প্রশ্ন হইবে, কিন্তু যে-অজ্ঞান অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্যেরও আচ্ছাদক এবং ব্রহ্মস্বরূপচৈতন্য যাহার ভাসক বা সাধক বলিয়া নাশক নহে, সেই মিথ্যা অনির্বচনীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হইবে ? এবং অজ্ঞাননিবৃত্তি না হইলে মুক্তিই বা কিরূপে সম্ভব ?

এইরূপ প্রশ্নেরই উত্তর, "স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম্ ।। স্বাত্মনাঽজ্ঞানতৎকার্য্যং প্রসন্নাত্মা স্বয়ং বুধাঃ।" এই শ্লোকাংশের দুই প্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব।

"স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ং" শ্লোকাংশের প্রথম প্রকার ব্যাখ্যা

প্রথম প্রকার ব্যাখ্যা এই যে আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া নিজ উপাদান অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যসমূহ গ্রাস বা বিনষ্ট করে। গূঢ় আশয় এই, যদি অখণ্ডাকার বৃত্তি বা চরমবৃত্তিকে[২৭] আত্মসাক্ষাৎকার বলা হয়, তবে ঐরূপ বৃত্তির উপাদান যে অন্তঃকরণ, সেই অন্তঃকরণ অবিদ্যার পরিণাম হওয়ায় অবিদ্যাই চরমবৃত্তির উপাদান।[২৮] সুতরাং চরমবৃত্তিরূপ আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া নিজ উপাদান অজ্ঞানকে গ্রাস বা কবলীকৃত[২৯] করিলে মূল উপাদানের নাশে অবিদ্যাপ্রযুক্ত

অতীত। এই বিষয়ে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত কাক ও উলূক (পেচক)—বৃহঃ উপঃ বার্ত্তিক ১।৪।৩১৩ পৃঃ ৪৯২-৯৩ = পৃঃ ২৯৩, "কাকোলূকনিশেবায়ং সংসারোঽজ্ঞাত্মবেদিনোঃ। 'যা নিশা সর্বভূতানামি'ত্যবোচৎ স্বয়ং হরিঃ ।।" তাৎপর্য্য এই, কাকাদির নিকট যাহা নিশার ন্যায় প্রসিদ্ধ, সেই নিশাকালেই উলূক বা পেচক জাগ্রত থাকে এবং উলূকের নিকট যাহা নিশা, তৎকালে কাক জাগ্রত থাকে। বলা বাহুল্য, "যা নিশা" ইত্যাদি শ্লোক ভগবদ্‌গীতা (২।৬৯) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ; এইজন্য বার্ত্তিককার বলিলেন "ইত্যবোচৎ স্বয়ং হরিঃ" অর্থাৎ ইহা স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীমধ্যে অনুরূপ দৃষ্টান্ত থাকিলেও উহার তাৎপর্য্য ভিন্ন—দ্রঃ গুপ্তবতী টীকা ১।৩৫ শ্লোঃ, পৃঃ ৫৭। বিশেষ জ্ঞাতব্য, অজ্ঞানের বহুবিধ নামের মধ্যে অন্ধকার বা তমঃ, নিশা, মহানিশা, নিদ্রা, মহাসুপ্তিঃ (পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক পৃঃ ৩২৮ = মাদ্রাজ পৃঃ ৯৮) ইত্যাদি নাম প্রসিদ্ধ।

২৬ এই অজাতবাদ গ্রহণ করিয়াই সংক্ষেপশারীরককার বিবর্ত্তদৃষ্টি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণদৃষ্টি স্বীকার করিয়াছেন—সং শারীঃ ২।৮৪ পৃঃ ৫৪-৫ = পৃঃ ৪৯৫। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অজাতদ্বৈতবাদ বিস্তৃতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনা বেদান্তপরিভাষার ব্যাখ্যাগ্রন্থে করা হইয়াছে।

২৭ যে-অখণ্ডাকারবৃত্তির উদয়ে অজ্ঞান নাশপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে চরমবৃত্তি বলে ; কারণ উহার পর আর কোন বৃত্তির উদয় হয় না।

২৮ আরম্ভবাদীর দৃষ্টিতে এইরূপ কথা বলা যায় না, কারণ আরম্ভবাদে যাহা যাহার সমবায়িকারণের সমবায়িকারণ, তাহা তাহার সমবায়িকারণ নহে। যেমন, ন্যায়াদিমতে ত্র্যণুকের সমবায়িকারণ দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুকের সমবায়িকারণ পরমাণু ; কিন্তু ত্র্যণুকের সমবায়িকারণ পরমাণু নহে। অপরদিকে, পরিণামদৃষ্টিতে প্রধান যেমন মহতের উপাদান, সেইরূপ মহতের কার্য্য অহঙ্কারের, অহঙ্কারের কার্য্য একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের ইত্যাদি ক্রমে স্থূল ঘটাদিরও উপাদান। সূক্ষ্মরূপে এইভাবে বলিতে হইবে—মহদাকারে পরিণত প্রধানই অহঙ্কারের উপাদান এবং এইরূপ ক্রমে মৃত্তিকা আকারে পরিণত প্রধানই ঘটাদির উপাদান। অন্যথা প্রধানই সর্ব কার্য্যের উপাদান, এইরূপ সাংখ্যযোগসিদ্ধান্ত স্থাপন করা যাইবে না। অনুরূপভাবে অদ্বৈতীর কথাও বুঝিতে হইবে—অন্তঃকরণাকারে পরিণত অবিদ্যাই চরমবৃত্তির উপাদান ; অন্যথা অবিদ্যা কার্য্যমাত্রের পরিণামী উপাদান, এইরূপ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত উপপন্ন করা যাইবে না এবং কার্য্যমাত্র অবিদ্যার পরিণাম না হইলে তাহারা আবিদ্যক বা মিথ্যাও হইবে না। "যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে", শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই শ্লোকে (৫।১৩) বলা হইয়াছে যে দেবী অর্থাৎ মহামায়া বা অবিদ্যা (ঐ ৫।১২ চতুর্ধরী ইত্যাদি টীকা পৃঃ ১৪৫-৪৬ দ্রঃ) চেতনা অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে অবস্থিত বা পরিণত (শান্তনবী টীকা পৃঃ ১৪৬), "যদ্যপি বৈশেষিকাদৌ দর্শনে চেতনা বুদ্ধিরেব, তথাপি সাংখ্যে বুদ্ধিধর্মশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষবিজৃম্ভিতশক্তিশ্চেতনা ইত্যাশ্রয়ণাৎ [পরবর্ত্তী শ্লোকে] অপৌনরুক্ত্যম্।" চতুর্ধরী দ্রষ্টব্য।

২৯ অমরকোষ, বৈশ্যবর্গ ১৫৬, "গ্রাসস্তু কবলার্থকঃ।"

পদার্থমাত্র বিলীন হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, চরমবৃত্তিরূপ আত্মসাক্ষাৎকারও বিশ্বের অন্তর্গত হওয়ায় বিশ্বোচ্ছেদে স্বয়ংও উচ্ছিন্ন হইয়া যায় (বেঃ সিঃ সুঃ মঃ ৩।৩৬ পৃঃ ১২১), "উপাদানক্ষয়াদন্যো বিশ্বোচ্ছেদং প্রচক্ষতে।" এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিলে বলিতে হইবে যে হয় অখণ্ডাকারবৃত্তি নাশপ্রাপ্ত হয় না, অথবা বৃত্ত্যন্তরের দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়। প্রথম বিকল্পে দ্বৈতাপত্তি ও মোক্ষের অনুপপত্তি এবং দ্বিতীয় বিকল্পে বৃত্তির অনবস্থা ও মোক্ষের অনুপপত্তি স্বীকার্য্য।

আপত্তি হইবে, কার্য্য নিজ উপাদানকে নাশ করে, ইহা কুত্রাপি দৃষ্টচর নহে, যেহেতু কার্য্যমাত্র স্বোপাদানকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হয়। ফলে স্বোপাদাননাশ তাহার পক্ষে আত্মহননই। প্রবলতর বিরুদ্ধ পদার্থই নিজ হইতে ভিন্ন দুর্বল পদার্থকে বিনষ্ট করে, ইহাই সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং চরমবৃত্তিরূপ আত্মসাক্ষাৎকার কিরূপে স্বোপাদান অজ্ঞানকে তথা অজ্ঞানকার্য্যসমুদায়কে নাশ করিবে?[৩০]

উত্তর এই, প্রমাণই বস্তুসিদ্ধি করিয়া থাকে, দৃষ্টান্ত নহে, এবং প্রমেয়স্থাপনে প্রমাণমাত্র নিরপেক্ষ হওয়ায় দৃষ্টান্তাভাব অকিঞ্চিৎকর। চরমবৃত্তির অবিদ্যোপাদানকত্ব ও অবিদ্যানিবর্তকত্ব উভয়ই শ্রুতিপ্রমাণবলে সিদ্ধ।[৩১] সাক্ষাৎ পটজন্য হইয়াও অগ্নিসংযোগ পটকেই নাশ করিয়া থাকে, ইহা দেখা যায়। স্ববিনাশের নিমিত্তই যেমন অশ্বতরী গর্ভধারণ করে,[৩২] সেইরূপ স্বনাশের নিমিত্তই অজ্ঞান চরমবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে। কার্য্যের স্বোপাদাননাশ আত্মহননই, এই যে আপত্তি পূর্বে করা হইয়াছে উহা অদ্বৈতীর নিকট ইষ্টই। ভগবদ্গীতার "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্" (গীতা ২।২৯) শ্লোকাংশের "আশ্চর্য্যবৎ" পদকে "পশ্যতি" ক্রিয়ার বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গূঢ়ার্থদীপিকায় বলিয়াছেন যে আত্মদর্শন ("পশ্যতি") আশ্চর্য্যতুল্যই; কারণ

৩০ ন্যায়ামৃত ৪র্থ পরিঃ, "অবিদ্যানিবর্তকভঙ্গঃ" পৃঃ ১২৮৮, "কার্য্যস্য চোপাদানেনাবিরোধাৎ ন বৃত্তিঃ স্বোপাদানাজ্ঞাননিবর্ত্তিকা।"

৩১ তাৎপর্য্য এই, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" (শ্বেতঃ উপঃ ৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতিতে কার্য্যমাত্রের মায়োপাদানকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ চরমবৃত্তিও কার্য্য বলিয়া মায়োপাদানক। পুনরায় "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছাঃ উপঃ ৭।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে আত্মবিদের শোকোপলক্ষিত সংসারের তরণ বা অতিক্রম (পারগমন) উপদিষ্ট হওয়ায় আত্মজ্ঞানই যে সংসারের উপাদান অজ্ঞানের নাশক তাহা শ্রুতিপ্রমাণবলে (অর্থাৎ শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণবলে) নিশ্চিত হয় (অঃ সিঃ ৪র্থ পরিঃ "অবিদ্যানিবর্তকনিরূপণম্" পৃঃ ৮৮৬), "...অন্যত্র অদৃষ্টস্যাপি প্রমাণবলাদত্রৈব কল্পনাৎ। তথাহি—'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' ইত্যবগতমায়োপাদানকত্বস্যাপ্যাত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারস্য, 'তরতি শোকমাত্মবিৎ', 'সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য' (মুঃ উপঃ ২।১।১০) ইত্যাদিনা তন্নিবর্তকত্বস্য চ প্রমিতত্বাৎ।" "কল্পনাৎ" পদে শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণই বক্তব্য। "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ উপাদানকারণ। মুণ্ডকশ্রুতির অর্থ এইরূপ—যে-ব্যক্তি সর্বপ্রাণীর হৃদয়-গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মকে এইরূপে জানেন, তিনি অবিদ্যাগ্রন্থিকে বিনাশ করেন। "বিকিরতি" পদের অর্থ বিক্ষিপতি অর্থাৎ বিনাশয়তি।

৩২ মহাভারতের একাধিকস্থলে অশ্বতরীগর্ভন্যায় এবং তজ্জাতীয় ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। মহাভাঃ ১।১৪০।৮৩ পৃঃ ২৪৮ = ১।১৩৫।৮৭ পৃঃ ১৫০১, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কণিকের উপদেশ, "দণ্ডেনোপনতং শত্রুমনুগৃহ্ণাতি যো নরঃ। স মৃত্যুমুপগৃহ্ণীয়াদ্ গর্ভমশ্বতরী যথা॥" অর্থাৎ—যে-ব্যক্তি নিজ দমননীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত শত্রুকে পুনরায় (ধনমানাদির দ্বারা) অনুগ্রহ করে সেই ব্যক্তি অশ্বতরী যেমন নিজ মৃত্যুস্বরূপ গর্ভধারণ করে, সেইরূপ মৃত্যুকেই (যেন) আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করে। এবং ঐ ১২।১৪০।৩০ পৃঃ ২৪০ দ্রষ্টব্য। হিতোপদেশে ("সুহৃদ্ভেদঃ" শ্লোঃ ১৫১ পৃঃ ২১৪) ও পঞ্চতন্ত্রেও ("মিত্রসম্প্রাপ্তিঃ" শ্লোঃ ৩৫ পৃঃ ২২২) অনুরূপ শ্লোক বিদ্যমান। মহাভারতের বনপর্বে বংশ, কদলীবৃক্ষ, নল (তৃণবিশেষ) ও কর্কটকীকেও (স্ত্রী-কাঁকড়া) স্বনাশক বলা হইয়াছে— মহাভাঃ ৩।২৬৮।৯ পৃঃ ৪২২ = ৩।২২২।৯ পৃঃ ২১৯৯, দ্রৌপদী-হরণে উদ্যত জয়দ্রথের প্রতি দ্রৌপদী, "যথা চ বেণুঃ কদলী নলো বা ফলত্যভাবায় ন ভূতয়েঽত্মনঃ। তথৈব মাং তৈঃ পরিরক্ষ্যমাণামাদাস্যসে কর্কটকীব গর্ভম্॥" যথা বেণুঃ বংশ, কদলী রম্ভাতরুঃ, নলো বা, আত্মনঃ অভাবায় মরণায়ৈব, ফলতি ফলং ধত্তে, ন ভূতয়ে সমৃদ্ধয়ে, ইব যথা বা, কর্কটকী আত্মনঃ অভাবায়ৈব গর্ভমাধত্তে, তথৈব ত্বম্, তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, পরিরক্ষ্যমাণাং মাং আত্মনঃ অভাবায়ৈব, আদাস্যসে গ্রহীষ্যসি,—এইভাবে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ—বংশ, কদলীবৃক্ষ ও নল (তৃণবিশেষ) যেমন নিজ মৃত্যুর নিমিত্তই ফলধারণ করিয়া থাকে, স্বসমৃদ্ধির জন্য নহে, এবং কর্কটকী যেমন নিজ মৃত্যুর নিমিত্তই গর্ভধারণ করে, তুমিও সেইরূপ পাণ্ডবরক্ষিত আমাকে গ্রহণ করিবে। "ভূতয়েঽহত্মনঃ" স্থলে "আত্মন্" শব্দের আকার লোপ করিয়া "ভূতয়েত্মনঃ" প্রয়োগ ছন্দোরক্ষার নিমিত্ত আর্ষ প্রয়োগ।

অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ আত্মদর্শন স্বরূপতঃ মিথ্যাভূত হইয়াও আত্মচৈতন্যরূপ সত্যবস্তুর ব্যঞ্জক বা প্রকাশক, আবিদ্যক বা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াও অবিদ্যার বিঘাতক এবং স্বোপাদান অবিদ্যাকে নাশ করিয়া অবিদ্যাকার্য্যরূপে স্বয়ংও বিনষ্ট হইয়া যায়। অঘটন-ঘটনপটীয়সী অবিদ্যার এইরূপ ব্যবহার অদ্ভুতই বটে।[৩৩]

"স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম্" শ্লোকাংশের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা

উপরি উদ্ধৃত "স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম্" ইত্যাদি শ্লোকাংশের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা এইরূপ।

যদি কেহ আপত্তি করেন যে জড় বলিয়া চরমবৃত্তি অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে না এবং উপাদেয়কর্ত্তৃক স্বোপাদাননাশও স্বীকার করা যায় না, তবে তাঁহাকে উত্তর এই যে অখণ্ডাকারবৃত্তি-প্রতিবিম্বিতচৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হউক্। চৈতন্যকে অজ্ঞাননাশক বলিলে উপরি উক্ত দোষদ্বয়ের আশঙ্কা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবে না; কারণ চৈতন্যরূপ জ্ঞান অজ্ঞানের প্রবলতর বিরোধী বলিয়া অজ্ঞাননাশে সমর্থ—জ্ঞানাজ্ঞানের বিরোধ সর্বসম্প্রদায়সিদ্ধ। অখণ্ডাকারবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য অজ্ঞানোপাদানক নহে বলিয়া দ্বিতীয় আশঙ্কাও নাই।[৩৪]

আপত্তি হইবে, অজ্ঞানের ভাসক চৈতন্য কিরূপে অজ্ঞানের নাশক হইবে? ভাসকমাত্র পদার্থকে সিদ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু নাশক পদার্থের বিলোপ সাধন করে। এক চৈতন্য অজ্ঞানের সিদ্ধি করে এবং অপর চৈতন্য অজ্ঞানের নাশ করে, ইহা অদ্বৈতী বলিতে পারেন না; কারণ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে চৈতন্য স্বরূপতঃ একই।

উত্তর এই, চরমবৃত্তি শুদ্ধ জড় বলিয়া অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে, শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানের ভাসক বলিয়া অজ্ঞানের নাশক নহে। অগত্যা স্বীকার্য্য, উভয়ের বিশিষ্টরূপই অজ্ঞাননিবর্ত্তক—অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যই সেই বিশিষ্ট পদার্থ; অন্যথা অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় মুক্তিই হইবে না।[৩৫] চরমবৃত্তি উৎপত্তিমাত্র অজ্ঞাননিবৃত্তি হইয়া থাকে, উহা চৈতন্য-প্রতিবিম্বনের জন্য অপেক্ষা করে না; সুতরাং বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য অজ্ঞাননিবর্ত্তক নহে[৩৬]—এইরূপ আপত্তি করা যাইবে না। কারণ অতিস্বচ্ছ অখণ্ডাকারবৃত্তি চিৎ-প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াই উদিত হয়; প্রথমে বৃত্তির উৎপত্তি, পরে তাহার প্রতিবিম্ব-গ্রহণ, এইরূপ নহে। যেমন, ঘট উৎপত্তিকালেই আকাশপূর্ণ হইয়াই উৎপন্ন হয়; প্রথমে ঘটের উৎপত্তি, পরে তাহার মধ্যে আকাশের প্রবেশ, এইরূপ নহে।[৩৭]

---

৩৩ পৃঃ দীঃ ২।২৯ পৃঃ ৮৫, "আত্মদর্শনমপ্যাশ্চর্য্যবদেব যৎ স্বরূপতো মিথ্যাভূতমপি সত্যস্য ব্যঞ্জকং, আবিদ্যকমপ্যবিদ্যায়া বিঘাতকম্, অবিদ্যানুপপন্নং তৎকার্য্যতয়া স্বাত্মানমপ্যপহন্তি ইতি।" "আশ্চর্য্য", "বিস্ময়", "অদ্ভুত" ও "চিত্র" পর্য্যায় শব্দ (অমরকোষ নাট্যবর্গ ৪১৬)।

৩৪ অঃ সিঃ ৪র্থ পরিঃ "অবিদ্যানিবর্ত্তকনিরূপণম্" পৃঃ ৮৮৬, "বৃত্তি-প্রতিবিম্বিতচিতো নিবর্ত্তকত্বে তু নোক্তবচসঃ শঙ্কাপি।" অদ্বৈতসিদ্ধিতে উভয়পক্ষই ধৃত হইয়াছে (অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৮৮৬), "বৃত্ত্যুপারূঢ়চিতো বা চিৎ-প্রতিবিম্বধারিণ্যা বৃত্তের্বা নিবর্ত্তকত্বাৎ।" এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে চরমবৃত্তিকে যখন অজ্ঞাননিবর্ত্তক বলা হয় তখনও জড়বৃত্তিমাত্রকে বলা হয় না; কারণ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে চিদসংসৃষ্ট বৃত্তিই নাই এবং ঐরূপ বৃত্তিবিরোধিত্ব "ন জানামি" প্রতীতিতে অনুভূতও হয় না, তপ্তিরূপচিদ্বিরোধই অনুভূত হইয়া থাকে। এইজন্য বৃত্তিনিবর্ত্তকত্বপক্ষে "চিৎ-প্রতিবিম্বধারিণ্যা" বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।৫ পৃঃ ১৬৯, "অপিচ নাসাক্ষিকা সত্ত্ববৃত্তিঃ জানাতিনা অভিধীয়তে।" ভামতী ১।১।১ পৃঃ ৫৭, "...অন্যথা চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিং বিনা অন্তঃকরণবৃত্তেঃ স্বয়মচেতনায়া স্বপ্রকাশত্বানুপপত্তৌ সাক্ষাৎকারত্বাযোগাৎ।"

৩৫ অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৮৮৬, "শুদ্ধজড়স্য শুদ্ধচিতশ্চ জড়তয়া তদ্ভাসকতয়া চ অজ্ঞানানিবর্ত্তকতয়া বিশিষ্টে নিবর্ত্তকতায়া আবশ্যকত্বাৎ।" শুদ্ধজড়স্য জড়তয়া শুদ্ধচিতশ্চ তদ্ভাসকতয়া চ—এইরূপভাবে যথাযোগ অন্বয় করিতে হইবে।

৩৬ ন্যায়ামৃত ৪র্থ পরিঃ "অবিদ্যানিবর্ত্তকভঙ্গঃ" পৃঃ ১২৮৯, "অপরোক্ষবৃত্তৌ সত্যাং চিদপ্রতিবিম্বনেনা-নিবৃত্তেরদর্শনাচ্চ।"

৩৭ পৃঃ দীঃ ৬।২৫ পৃঃ ৩১১-১২, "যথা ঘট উৎপদ্যমানঃ স্বতো বিয়ৎপূর্ণ এব উৎপদ্যতে, জলতণ্ডুলাদিপূরণং তু উৎপন্নে ঘটে পশ্চাৎ পুরুষপ্রযত্নেন ভবতি; তত্র জলাদৌ নিঃসারিতেঽপি বিয়ন্নিঃসারয়িতুং ন শক্যতে, মুখ-পিধানেঽপ্যন্তর্বিয়দবতিষ্ঠত এব, তথা চিত্তমুৎপদ্যমানং চৈতন্যপূর্ণমেব উৎপদ্যতে...।" অর্থাৎ, ঘট উৎপন্ন হইবার সমসময়েই যেমন আকাশদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াই উৎপন্ন হয়, পরে পুরুষপ্রযত্নদ্বারা তাহাকে জল অথবা চাউল প্রভৃতির

একই চৈতন্য কিরূপে ভাসক ও নাশক উভয়ই হইবে ?—এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে অবচ্ছেদক বা বিশেষণভেদে একই পদার্থ যে পরস্পরবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সমর্থ, তাহা লৌকিকভাবেও দৃষ্ট হয়। সূর্য্যকিরণ স্বতঃ অর্থাৎ অনবচ্ছিন্নরূপে তৃণ, তূল প্রভৃতি পদার্থের ভাসকই হয়, নাশক নহে ; কিন্তু সূর্য্যকান্তমণ্যবচ্ছেদে (অর্থাৎ কাচবিশেষের মধ্য দিয়া পতিত হইলে) তৃণতূলাদির ভাসক সূর্য্যকিরণই তৃণতূলাদির দাহক অর্থাৎ নাশকই হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে শুদ্ধ চৈতন্য অজ্ঞানের ভাসক হইলেও অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছেদে উক্ত চৈতন্যই অজ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে। অবচ্ছেদকের ভেদে অবচ্ছেদ্যের ভেদ হয় না এবং "বিশিষ্টঃ শুদ্ধাৎ নাতিরিচ্যতে", এই ন্যায়ে অবচ্ছিন্নচৈতন্য অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অতিরিক্তও নহে। সুতরাং চৈতন্যের দ্বৈতাপত্তি নাই।[৩৮] এই পক্ষে বুঝিতে হইবে যে অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্ত্যারূঢ় চৈতন্যই অখণ্ডাকার চরমবৃত্তির ঘাতক (বেঃ সিঃ সূঃ মঃ ৩।৩৫ পৃঃ ১২০), "আহরন্যো তু বৃত্তীদ্ধ আত্মৈবাজ্ঞানতৎকৃতম্। প্রদহেৎ সূর্য্যকান্তেদ্ধা সূর্য্যকান্তিস্তৃণং যথা ॥"[৩৯] "ইন্ধী দীপ্তিদেবনয়োঃ" এইরূপ রুধাদিগণীয় ইন্ধ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন "ইদ্ধ" শব্দের অর্থ দীপ্ত বা জ্বলিত। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া অজ্ঞান, অজ্ঞানকার্য্য এবং নিজেকে যুগপৎ নাশ করিয়া থাকে, ইহাই মানবোপপুরাণের "স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম্" শ্লোকাংশের গূঢ় তাৎপর্য্য।

"স্বয়মেবাবশেষ" পদের তাৎপর্য্য

আত্মসাক্ষাৎকারনিমিত্ত বিশ্বোচ্ছেদ হইলে কি শূন্যই অবশিষ্ট থাকে ? এইরূপ আশঙ্কারই উত্তর, "প্রসন্নাত্মা স্বয়ং বুধাঃ। স্বপূর্ণব্রহ্মরূপেণ স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥" অর্থাৎ—হে পণ্ডিতগণ! আত্ম-

---

দ্বারা পূর্ণ করা হয়, জলাদিকে নিঃসারিত করিলেও আকাশকে নিঃসারিত করা যায় না, ঘটের মুখাচ্ছাদন করিলেও তাহাতে আকাশ থাকিয়াই যায় ; সেইরূপ চিত্তবৃত্তি চৈতন্যের দ্বারা পূর্ণ হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবশ্য এই স্থলে প্রসঙ্গ ভিন্ন। "বিয়ৎ" শব্দের অর্থ আকাশ। "পিধান" ও "অপিধান" শব্দের অর্থ আচ্ছাদন।

৩৮ শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না, কারণ একবিষয়ক জ্ঞানাজ্ঞান তমঃপ্রকাশের ন্যায় বিরুদ্ধ স্বভাব—এইরূপভাবে বিবরণ ও সংক্ষেপশারীরকের সিদ্ধান্তখণ্ডনে ন্যায়ামৃতকার (ন্যায়ামৃত ১ম পরিচ্ছেদ "অজ্ঞানস্য বিবরণোক্তচিন্মাত্রাশ্রিতত্বভঙ্গঃ" পৃঃ ৫৬৪) প্রয়াস করিলে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উত্তর এই (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "অবিদ্যায়াঃ চিন্মাত্রাশ্রয়ত্বোপপত্তিঃ" পৃঃ ৫৭৭), "অজ্ঞানবিরোধি জ্ঞানং হি ন চৈতন্যমাত্রম্, কিন্তু [অন্তঃকরণ-] বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতম্ [চৈতন্যম্], তচ্চ নাবিদ্যাশ্রয়ঃ। যচ্চাবিদ্যাশ্রয়ঃ, তচ্চ [চৈতন্যং] নাজ্ঞানবিরোধি। ন চ তর্হি শুদ্ধচিতোঽজ্ঞানবিরোধিত্বাভাবে ঘটাদিবদপ্রকাশত্বাপত্তিঃ ; [অন্তঃকরণ-] বৃত্ত্যবচ্ছেদেন তস্যা এবাজ্ঞানবিরোধিত্বাৎ ; স্বতস্তৃণতূলাদিভাসকস্য সৌরালোকস্য সূর্য্যকান্তাবচ্ছেদেন স্বভাস্যতৃণতূলাদিদাহকত্ববৎ স্বতোঽবিদ্যাতৎকার্য্যভাসকস্য চৈতন্যস্য [অন্তঃকরণ-] বৃত্ত্যবচ্ছেদেন তদ্দাহকত্বাৎ।" এই স্থলে বিবরণ ও অদ্বৈতসিদ্ধির প্রক্রিয়াভেদ এইরূপ—বিবরণসিদ্ধান্তে অনবচ্ছিন্ন বা শুদ্ধচৈতন্যই সাক্ষী হওয়ায় উহাই অজ্ঞানের ভাসক ; কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধিতে সহজে মাধ্বমত খণ্ডনের নিমিত্ত অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত বা অবিদ্যাবৃত্তি-প্রতিবিম্বিতচৈতন্য সাক্ষিরূপে স্বীকৃত হওয়ায় উভয়বিধ উপাধিভেদে একই চৈতন্য অজ্ঞানের প্রকাশক ও নাশক। উক্ত সূর্য্যকান্তমণি দৃষ্টান্ত অদ্বৈতসিদ্ধিতে পরে (অঃ সিঃ ৪র্থ পরিঃ "অবিদ্যানিবর্ত্তকনিরূপণম্" পৃঃ ৮৮৬) শ্লোকাকারে উদ্ধৃত হইয়াছে, "তদুক্তং—'তৃণাদের্ভাসিকাপ্যেষা সূর্য্যদীপ্তিস্তৃণং দহেৎ। সূর্য্যকান্তমুপারুহ্য তন্ন্যায়ং বিনিযোজয়েৎ ॥' " শ্লোকটি সম্ভবতঃ বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকের ; কিন্তু মুদ্রিত বৃহদ্বার্ত্তিকে উহা অনুসন্ধান করিয়াও দৃষ্ট হয় নাই।

৩৯ চরমবৃত্তি কাহার দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে অদ্বৈতশাস্ত্রে প্রধানতঃ তিনটি মত বিদ্যমান। তন্মধ্যে অজ্ঞাননাশ চরমবৃত্তির নাশক এবং চরমবৃত্ত্যারূঢ়চৈতন্য চরমবৃত্তির নাশক, এই মতদ্বয় আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় মত এই যে বিষ বা কতকরেণুর ন্যায় চরমবৃত্তি স্বপরঘাতক। তাৎপর্য্য এই, শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে বিষান্তর প্রবেশ করাইয়া প্রথম বিষ নষ্ট করা হয়। ফলে দ্বিতীয় বিষ প্রথম বিষকে এবং নিজেকেও নাশ করে, অন্যথা দ্বিতীয় বিষের দ্বারাই রোগীর মৃত্যু হইত। অনুরূপভাবে মলিন জলে কতকরেণু (নির্মলী ফলরূপে প্রসিদ্ধ) প্রয়োগ করিলে উহা জলের মালিন্যসহিত নিজেকেও বিলীন করে। অনুরূপভাবে চরমবৃত্তি অজ্ঞানকে এবং নিজেকেও নাশ করিয়া থাকে। ভামতীধৃত মহাভাষ্যপঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য (ভামতী ১।১।১ পৃঃ ৫৮), "যথা পয়ঃ পয়োঽন্তরং জরয়তি, স্বয়ং চ জীর্য্যতি। যথা বিষং বিষান্তরং শময়তি, স্বয়ং চ শাম্যতি। যথা বা কতকরজো রজোঽন্তরাবিলে পাথসি প্রক্ষিপ্তং রজোঽন্তরাণি ভিন্দৎ স্বয়মপি ভিদ্যমানমনাবিলং পাথঃ করোতি।" "আবিল" শব্দের অর্থ কলুষিত। ক্লীবলিঙ্গ "পাথস্" শব্দের অর্থ জল।

সাক্ষাৎকার হইলে আনন্দস্বরূপ আত্মা ("প্রসন্নাত্মা") নিজ পূর্ণব্রহ্মরূপে স্বয়ংই অবস্থান করিয়া থাকেন। শ্লোকের শেষ চরণত্রয়ের পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য এইরূপ।

আত্মসাক্ষাৎকার হইলে সপ্রপঞ্চ অজ্ঞান বিগলিত হইয়া যায় এবং চরমবৃত্তিও নাশপ্রাপ্ত হওয়ায় চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই অজ্ঞাননিবৃত্তিস্বরূপ, যেহেতু কল্পিতবস্তুর নাশ অধিষ্ঠানাবশেষ;[৪০] যেমন শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে শুক্তিত্বাবচ্ছিন্নশুক্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞানের নাশে অজ্ঞানকার্য্য কল্পিত রজতের নাশ শুক্তিস্বরূপাবশেষ। যে-স্থলে নাশের প্রতিযোগী ও নাশের ধর্মী সমসত্তাক, সেই স্থলে নাশ ধর্মীর অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত হইলেও যে-স্থলে নাশ-প্রতিযোগী ধর্মী অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক, সেই স্থলে নাশ ধর্মিস্বরূপের অতিরিক্ত নহে।[৪১] ব্রহ্মভিন্নরূপে প্রতীয়মান পদার্থমাত্র ব্রহ্মে কল্পিত হওয়ায় তাহাদের নাশ ব্রহ্মস্বরূপাবশেষ, ইহাই শ্রৌতসিদ্ধান্ত (ছাঃ উপঃ ৬।৮।৪), "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।" অর্থাৎ—হে সোম্য শ্বেতকেতু! এই সমস্ত জন্যপদার্থ সন্মূলক অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সদায়তন অর্থাৎ স্থিতিকালে উহাদের আয়তন বা আশ্রয় ব্রহ্মই এবং উহারা সৎপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ প্রলয়ে সৎব্রহ্মেই প্রলীন হয়।[৪২] প্রাকৃত প্রলয়েই যদি ব্রহ্ম (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর) সমগ্র জগৎকে গ্রাস বা ভক্ষণ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, তবে মুক্তিরূপ আত্যন্তিক প্রলয়ে[৪৩] ব্রহ্ম যে সর্বকার্য্যসহ অজ্ঞানকে গ্রাস করিয়া স্বয়মেবাবশেষরূপে অবস্থান করিবেন, ইহাতে আর কথা কি! এইরূপ তাৎপর্য্যেও "স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম্॥ স্বাত্মনাঽজ্ঞানতৎকার্য্যম্" এই শ্লোকাংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, তাহা সুধী ব্যক্তি ভাবিয়া দেখিবেন।

---

৪০ অঃ সিঃ ৪র্থ পরিঃ "অবিদ্যানিবৃত্তিনিরূপণম্" পৃঃ ৮৮৪, "চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিতস্যাত্মনোঽজ্ঞানহানিরূপত্বাৎ।" চরমবৃত্তিরূপ উপলক্ষণ সাধ্য বলিয়া মুক্তিকেও সাধ্য বলা হয়, তত্ত্বতঃ ব্রহ্মস্বরূপমুক্তি অসাধ্য। চরমবৃত্তির বর্ত্তমানকালে উহা বিশেষণ, নাশোত্তরকালে উহা উপলক্ষণ। সূতসংহিতা, যজ্ঞবৈভবখণ্ড ২।৮ পৃঃ ৩৩৩, "অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিতবস্তুনঃ।" মাধবাচার্য্যপ্রণীত তাৎপর্য্যদীপিকা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্লোকার্ধ সম্ভবতঃ বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

৪১ অঃ সিঃ ১ম পরিঃ "প্রথমমিথ্যাত্বনিরূপণম্" পৃঃ ৮৫, ৯০, "ন চ, নির্ধর্মকত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সত্ত্বাসত্ত্বরূপধর্মদ্বয়শূন্যত্বেন তত্রাতিব্যাপ্তিঃ; সদ্রূপত্বেন ব্রহ্মণঃ তদত্যন্তাভাবানধিকরণত্বাৎ নির্ধর্মকত্বেনৈবাভাবরূপধর্মানধিকরণত্বাৎ।" আচার্য্যের তাৎপর্য্য এইরূপ।

অদ্বৈতশাস্ত্রে ব্রহ্মের যে সদ্রূপত্ব স্বীকৃত হইয়াছে তাহা কোন ভাবভূত ধর্ম নহে, যাহাতে উহা ব্রহ্মে থাকিয়া ব্রহ্মকে সধর্মক বা সগুণ করিবে। উক্ত সদ্রূপত্ব অভাবমাত্র—বাধ্যত্বাভাবই সত্ত্ব। এক্ষণে মাধ্বসম্প্রদায়ের আপত্তি এই যে ভাবভূত ধর্মের ন্যায় অভাবভূত ধর্মও যখন স্বীকৃত, তখন ব্রহ্মে সত্ত্ব অর্থাৎ বাধ্যত্বাভাবরূপ অভাবভূত ধর্ম থাকায় ব্রহ্ম পুনরায় সধর্মকই হইয়া পড়িবে। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উত্তর এই, ব্রহ্ম বাধ্যত্বাভাবরূপ অভাবেরও অনধিকরণ। কারণ ব্রহ্ম যেমন ভাবভূত ধর্মের অধিকরণ বা আশ্রয় নহে, সেইরূপ অভাবভূতধর্মেরও অধিকরণ নহে; অন্যথা "নির্গুণশ্চ" (শ্বেতঃ উপঃ ৬।১১) শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের নির্ধর্মকত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রপঞ্চে কল্পিত ব্যাবহারিক বাধ্যত্বাদির অভাব অধিষ্ঠানব্রহ্মস্বরূপমাত্র। বিট্ঠলেশীসহ লঘুচন্দ্রিকা পৃঃ ১০-১ দ্রষ্টব্য।

৪২ ছাঃ উপঃ ৬।৮।৪ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৬৯৪, "অন্তে চ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, সৎ এব প্রতিষ্ঠা লয়ঃ সমাপ্তিঃ অবসানং পরিশেষঃ যাসাং, তাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।" আচার্য্য "প্রতিষ্ঠা" পদের চারিটি পর্য্যায়শব্দমাত্র প্রয়োগ করেন নাই। উহাদের তাৎপর্য্য এইরূপ। উক্ত শ্রুতিতে "আয়তন" শব্দের আশ্রয় অর্থ এবং "প্রতিষ্ঠা" পদের লয় অর্থ হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ নাই। সুষুপ্তি ইত্যাদি অবস্থাতেও লয় হয় বলিয়া উহা নিবারণ করিতে "সমাপ্তি" পদ বলা হইয়াছে। সম্যক্ আপ্তিঃ সমাপ্তিঃ, এইরূপে "সমাপ্তি" পদের প্রাপ্তি অর্থ যাহাতে বুদ্ধিস্থ না হয় সেইজন্য "অবসান" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু অবসান অভাবাত্মক তুচ্ছরূপ নহে, ইহা বুঝাইতেই "পরিশেষ" পদের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ সৎপদার্থেই যাহাদের পরিশেষ, তাহারা "সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।"

৪৩ শাস্ত্রে চতুর্বিধ প্রলয়ের কথা আছে (কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ ৪৩।৫ পৃঃ ৪১৮), "নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব প্রাকৃতাত্যন্তিকৌ তথা। চতুর্ধায়ং পুরাণেঽস্মিন্ প্রোচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ॥" ইহাদের মধ্যে জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই আত্যন্তিক প্রলয় বা মুক্তি হয় (বিঃ পুঃ ৬।৭।৪০ পৃঃ ৩৮)। প্রকৃতি অর্থাৎ অবিদ্যারূপ পরিণামী উপাদানকারণে কার্য্যমাত্রের নাশই প্রাকৃত প্রলয়। সুতরাং প্রাকৃতপ্রলয়ে অজ্ঞান নাশ হয় না বলিয়া অবিদ্যাসম্বন্ধ থাকায় ব্রহ্ম সগুণ বা ঈশ্বররূপে অবস্থিত থাকেন। প্রাকৃত প্রলয়ে ঈশ্বর সমস্তই ভক্ষণ বা গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহাকে "গ্রসিষ্ণু" বলা হয় (বিঃ পুঃ ১২।৬১ পৃঃ ১২) "তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দনঃ। মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ॥" এবং (ঐ ১২।৭ পৃঃ ৭), "বিষ্ণুং গ্রসিষ্ণুম্...।" "প্রতিসঞ্চর" শব্দের অর্থ প্রলয় এবং "প্রকৃতি"

"স্বপূর্ণব্রহ্মরূপ" পদের তাৎপর্য্য

আত্মসাক্ষাৎকারের পর স্বয়মেবাবশেষ বিদ্যমান। এক্ষণে প্রশ্ন এই, সেই স্বয়মেবাবশেষরূপটি কি? ইহারই উত্তরে পুরাণবচনে "স্বপূর্ণব্রহ্মরূপেণ" বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এইরূপ। মহর্ষি আশ্মরথ্য, মহর্ষি ঔড়ুলোমি প্রভৃতি ভেদাভেদবাদী ও ভেদবাদী পূর্বাচার্য্যগণের মতে মুক্তির পূর্বে জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন এবং দেহপাতের অনন্তর পরা মুক্তিতেই জীব ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া অভেদ প্রাপ্ত হয় (দ্রষ্টব্য ভামতী ১।৪।২০-১ পৃঃ ৪১৫-১৬)। পরমার্থতঃ অদ্বৈতবাদী হইলেও আচার্য্য ভর্তৃপ্রপঞ্চের সিদ্ধান্তে জীব ব্রহ্মের বিকারমাত্র এবং মুক্তিতে ব্রহ্মের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মদত্তের মতেও জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সংসারকালে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, যদিও তৎকালেও ব্রহ্মের সহিত অভেদপ্রাপ্ত এবং মুক্তিতে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। "স্বপূর্ণব্রহ্মরূপেণ" পদের "স্ব" পদের দ্বারা এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ভ্রান্তত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মই স্বয়ং জীবভাবে অবস্থান করেন (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২২, "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ") এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপজীব আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্বেও ব্রহ্মস্বরূপই। মিথ্যা অজ্ঞান এবং তাহার কার্য্যবর্গ ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে অণুমাত্র লিপ্ত করিতে পারে না, যেমন মরুমরীচিকায় কল্পিত মিথ্যা জল কখনই মরুভূমিকে পঙ্কিল করিতে পারে না।[৪৪] সুতরাং কার্য্যবর্গসহ অজ্ঞানের নাশের পর জীবের স্বাভাবিক ব্রহ্মরূপই অবিদ্যামুক্ত হয়। "স্ব" পদে জীবের সেই নিত্য ব্রহ্মস্বরূপতাই ব্যক্ত হইয়াছে, অন্যথা "পূর্ণব্রহ্মরূপেণ" পদমাত্র প্রয়োগ করিলেই হইত। উপরি উল্লিখিত আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তেও জীব পরামুক্তিতে পূর্ণব্রহ্মরূপেই অবস্থান করেন, কিন্তু জীব সর্বকালে সর্বাবস্থায় ("স্ব" সর্বনাম পদের অর্থরূপ) স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ নহেন।

জীবের পূর্ণানন্দরূপতারূপমুখ্যপুরুষার্থের বেদ্যত্ব-অবেদ্যত্ববিচার

পূর্ণব্রহ্মরূপ মুক্তিস্বরূপ হয় হউক, কিন্তু উহা জীবের পরম কাম্য হইবে কেন? এবং কাম্য না হইলে উহা পুরুষার্থ হইবে না। ইহারই উত্তরে পৌরাণিক বচনে "প্রসন্নাত্মা" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও "প্রসন্নতা" বা "প্রসাদ" পদের বুদ্ধিস্থৈর্য্য (গীতাভাষ্য ২।৬৫ পৃঃ ১২৪) অথবা ঈশ্বরানুগ্রহ অর্থই (গীতাভাষ্য ১১।৪৭ পৃঃ ৪৯৩) প্রসিদ্ধ, তথাপি আলোচ্য শ্লোকে "প্রসন্নতা" পদের অর্থ সর্বানর্থনিবৃত্তিপূর্বক পরমানন্দাবির্ভাব ; কারণ এইরূপ অর্থই প্রকরণপ্রাপ্ত। জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণন করিতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন (গীতা ১৮।৫৪), "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।"[৪৫] ব্রহ্মভূত অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত বা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির প্রমাতৃত্বপ্রমুখ নববিধ অনর্থ নিঃশেষে নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মরূপে অনুভব করিয়া থাকেন এবং

পদের অর্থ উপাদান কারণ। "তমোদ্রেকী" আর্ষসন্ধি। প্রলয়কালে ঈশ্বর জগৎ ভক্ষণ করেন, ইহা শ্রীশ্রীচণ্ডীমধ্যেও (১।৬৪ শ্লোঃ নাগোজীভট্টকৃতটীকা দ্রষ্টব্য পৃঃ ৭৪) বিদ্যমান, "যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাত্যত্তি যো জগৎ।" অদ ভক্ষণে—অদ্ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ। অদ ধাতুর লটের প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ অত্তি। ব্রহ্মসূত্রের অত্রধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।২।৯-১০ পৃঃ ২৩৭-) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে পরমাত্মাই প্রলয়ে চরাচরসংহারপূর্বক ভক্ষণ অর্থাৎ আত্মসাৎ বা আত্মস্থ করেন (ঐ পৃঃ ২৩৭), "পরমাত্মা তু বিকারজাতং সংহরন্ সর্বমত্তি ইত্যুপপদ্যতে।"

৪৪ গীতাভাষ্য ১৩।২ পৃঃ ৫৩৪, "ন চ মিথ্যাজ্ঞানং পরমার্থবস্তু দূষয়িতুং সমর্থম্। ন হি ঊষরদেশং স্নেহেন পঙ্কীকর্ত্তুং শক্নোতি মরীচ্যুদকং, তথা অবিদ্যা ক্ষেত্রজ্ঞস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোতি। অতশ্চেদমুক্তং (গীতা ১৩।২) 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি', (গীতা ৫।১৫) "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্' ইতি চ।" "ক্ষেত্রজ্ঞ" পদের অর্থ জীব (গীতা ১৩।১)।

৪৫ গীতাভাষ্য ১৮।৫৪ পৃঃ ৭৪০-৪১, "ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ প্রসন্নাত্মা লব্ধাধ্যাত্মপ্রসাদো ন শোচতি...।" ঐ আঃ টীঃ পৃঃ ৭৪১, "ব্রহ্মপ্রাপ্তো জীবন্নেব নিবৃত্তাশেষানর্থো নিরতিশয়ানন্দং ব্রহ্মাত্মত্বেনানুভবন্নিত্যর্থঃ। অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মা তস্মিন্ প্রসাদঃ সর্বানর্থনিবৃত্ত্যা পরমানন্দাবির্ভাবঃ, স লব্ধো যেন জীবন্মুক্তেন স তথা।" "প্রসন্নতা" পদের স্বাস্থ্য অর্থও প্রসিদ্ধ এবং ভগবদ্গীতায় জীবন্মুক্তকে "স্বস্থঃ" বলা হইয়াছে (গীতাভাষ্য ১৪।২৪ পৃঃ ৬০৪), "স্বস্থঃ স্বাত্মনি স্থিতঃ প্রসন্নঃ।"

সর্বাত্মক ব্রহ্মের প্রাপ্তিতে তাঁহার কোন বস্তুরই অপ্রাপ্তি না থাকায় তাঁহার শোকও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই। অদ্বৈতশাস্ত্রে আনন্দই পরমপুরুষার্থ যাহা জীবের চরম কাম্য ; দুঃখাভাব পুরুষার্থ নহে, কারণ অননুভূত দুঃখাভাব কোন জীবেরই কাম্য নহে।[৪৬]

প্রশ্ন হইবে, অননুভূত আনন্দই বা কিরূপে পুরুষার্থ হইবে ?

"এবংরূপাবশেষন্তু" ইত্যাদি সর্বশেষ পুরাণ শ্লোক এইরূপ প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতেছে। শ্লোকের সংক্ষিপ্ত অর্থ এইরূপ,—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! ব্রহ্মের এই রূপাবশেষ কিন্তু নিজ অনুভূতিমাত্রের বিষয় এবং যাহার দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়, তাহাই ঐশ্বর-বিজ্ঞান। শ্লোকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য এইরূপ।

আনন্দরূপ পরম পুরুষার্থ কি বেদ্য? অথবা বেদ্য নহে? যদি বেদ্য হয়, তবে কর্ত্তৃকর্মভেদবশতঃ অদ্বৈতহানি অবশ্যম্ভাবী। শুধু তাহাই নহে, কর্ত্তৃকর্মভাবও ক্রিয়া ও করণ ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। সুতরাং "আনন্দো ব্রহ্ম" (তৈত্তিঃ উপঃ ৩।৬) এইরূপ শ্রৌত সামানাধিকরণ্যপ্রয়োগ অনুপপন্ন হইয়া যাইবে। আনন্দবিশিষ্ট ব্রহ্ম, এইরূপভাবে উক্ত শ্রুতি ব্যাখ্যা করিলে অদ্বৈতহানি অনিবার্য্য হওয়ায় উক্ত সামানাধিকরণ্যশ্রুতি "শুক্লঃ পটঃ" ইত্যাদি সামানাধিকরণ্যব্যবহারের ন্যায় ব্যাখ্যা করা যাইবে না, কারণ এই স্থলে ধর্ম-ধর্মিভেদ বর্ত্তমান। অপরদিকে, যদি আনন্দ বেদ্য না হয়, তবে অজ্ঞাতসত্ত্বে প্রমাণাভাববশতঃ উহা সপ্তমরসের ন্যায় অসৎ হইয়া যাইবে। যদি আনন্দের অজ্ঞাতসত্ত্ব স্বীকৃতও হয়, তবে উহা পুরুষার্থ না হওয়ায় অসৎকল্পই। সুখসত্ত্বমাত্র পুরুষার্থ নহে ; কারণ পরসুখের যেমন সাক্ষাৎকার হয় না, সেইরূপ স্বসুখেরও যদি সাক্ষাৎকার না হয়, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে বিশেষ বা পার্থক্য না থাকায় পরসুখ যেমন পুরুষার্থ হয় না, সেইরূপ স্বসুখও পুরুষার্থ হইবে না। এইজন্য স্বসুখ ও পরসুখের মধ্যে অবিশেষ পরিহারের নিমিত্তই স্বসমবেতসুখের সাক্ষাৎকারই পুরুষার্থরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে।[৪৭]

---

৪৬ বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৭ পৃঃ ২৪, "অজ্ঞায়মানস্য দুঃখাভাবস্যাপুমর্থত্বাচ্চান্ধকারপ্রনৃত্তবদসম্লক্ষণত্বব্যাপ্তিঃ। অজ্ঞায়মানস্যাপি স্বরূপেণ পুমর্থত্বমিত্যপি ন, মানাভাবেন তৎস্বরূপস্যৈবাসিদ্ধেঃ...।" "প্রনৃত্ত" শব্দের অর্থ নর্ত্তনকারী। তাৎপর্য্য এই, ন্যায়াদি সম্প্রদায়ের মতে সুখ যেমন একটি স্বতন্ত্র মুখ্য পুরুষার্থ, সেইরূপ দুঃখাভাবও একটি স্বতন্ত্র মুখ্য পুরুষার্থ ; কারণ লোকে উভয়ের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে (ন্যাঃ বাঃ ১।১।১ পৃঃ ৩৭ = পৃঃ ১৪), "যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে, তৎ প্রয়োজনমিতি লৌকিকোঽয়মর্থঃ। কেন প্রযুজ্যতে ? ধর্মার্থকামমোক্ষৈরিতি কেচিৎ। বয়ন্তু পশ্যামঃ সুখদুঃখাপ্তিহানিভ্যাং প্রযুজ্যতে।" "সুখাপ্তি" "দুঃখহানি", এইরূপ অন্বয়। অতএব চন্দনপ্রলেপের ন্যায় কণ্টকবেধ হইতে উদ্ধারও পুরুষের কাম্য। অনুরূপভাবে জ্বরগ্রস্ত রোগীর জ্বরবিরাম ও ভারবাহীর ভারমুক্তি দুঃখাভাবরূপেই পুরুষার্থ। সুতরাং এইরূপ দৃষ্টানুরোধে মুক্তিতে দুঃখাভাবমাত্র স্বতন্ত্র পুরুষার্থ হইতে পারে (ন্যাঃ বাঃ ও তাঃ টীঃ সহ ন্যাঃ ভাঃ ১।১।২২ পৃঃ ২৩০-৩১)। ইহাতে অদ্বৈতাচার্য্যগণের উত্তর এই, দুঃখাভাবমাত্র পুরুষার্থ হইতে পারে না এবং উক্ত দৃষ্টান্তত্রয় বিষম দৃষ্টান্ত। উক্ত দৃষ্টান্তত্রয়ে দুঃখাভাবমাত্র পুরুষের কাম্য হয় নাই, কিন্তু অনুভূত দুঃখাভাবই পুরুষের ঈপ্সিত। অজ্ঞাত সুখ বা অজ্ঞাত দুঃখ যেমন "ভোগ" পদ বাচ্য নহে, সেইরূপ অজ্ঞাত সুখ বা অজ্ঞাত দুঃখাভাবও পুরুষের প্রবর্ত্তক না হওয়ায় "পুরুষার্থ" পদবাচ্য নহে। অজ্ঞাত দুঃখাভাবও পুরুষার্থ হয়, এই বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। কিন্তু ন্যায়াদি সিদ্ধান্তে মুক্তিতে আত্মার জ্ঞানাদি নয়টি বিশেষগুণের উচ্ছেদ হওয়ায় মুক্তিতে দুঃখাভাবের অনুভবের সম্ভাবনামাত্র নাই। ঐরূপ অজ্ঞায়মান দুঃখাভাব অন্ধকারে নর্ত্তকের নৃত্যের ন্যায়ই নিষ্প্রয়োজন—অপুরুষার্থ। যাহা কদাপি অনুভবের বিষয় হইতে পারে না, তাহা শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অসৎই। বস্তুতঃ ভারপীড়িতের ভারাপগমে দুঃখের অনুৎপত্তিতে যে "আমার সুখ উৎপন্ন হইয়াছে" এইরূপ অনুভব হয়, তাহা স্বরূপসুখানুভবই (ভাবপ্রকাশিকা ১ম বর্ণক পৃঃ ২৬২)। দুঃখাভাব সুখানুভবের দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া সুখপ্রাপ্তিতে দুঃখাভাব স্বতঃ সিদ্ধ হওয়ায় উহা স্বতন্ত্র পুরুষার্থ নহে। ব্রহ্ম সিদ্ধির প্রথমে (ব্রঃ সিঃ ব্রহ্মকাণ্ড পৃঃ ১-৩) ও উহার শঙ্খপাণিকৃত টীকায় (পৃঃ ৪-১২) এবং আনন্দপূর্ণমুনির ভাবশুদ্ধি টীকায় (পৃঃ ৯-২৮) ন্যায়বৈশেষিকাদিসম্মত অভাবমোক্ষবাদ বিস্তৃতরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অংশের উপর চিৎসুখ মুনির অভিপ্রায়প্রকাশিকা উপলব্ধ হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ন্যায়ৈকদেশী সম্প্রদায়ভুক্ত ভাসর্বজ্ঞ তাঁহার ন্যায়সারের উপর স্বকৃত ভূষণ টীকায় অবেদ্য দুঃখাভাবকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেন নাই (ন্যাঃ সাঃ ভূঃ পরিঃ ৩ পৃঃ ৫৯৬), "দুঃখাভাবোঽপি নাবেদ্যঃ পুরুষার্থতয়েষ্যতে। ন হি মূর্চ্ছাদ্যবস্থার্থং প্রবৃত্তো দৃশ্যতে সুধীঃ।" তিনি অদ্বৈতীর ন্যায় মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তিকালেও সংবেদন স্বীকার করিয়াছেন (ঐ পৃঃ ৫৯৬)।

৪৭ ব্রহ্মসিদ্ধি, ব্রহ্মকাণ্ড পৃঃ ৩-৪, "স্যাদেতৎ। আনন্দশ্চেদ্ব্রহ্মণি সংবেদ্যঃ, কর্ত্তুরন্যৎ কর্মেতি দ্বৈতপ্রসঙ্গঃ,

এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে ব্রহ্মসিদ্ধিকার বলিয়াছেন (ব্রহ্মসিদ্ধি, ব্রহ্মকাণ্ড পৃঃ ৪), "ফলবৎ কর্ত্তৃবচ্চেদং দ্রষ্টব্যম্।" আচার্য্যের তাৎপর্য্য এইরূপ।

প্রমাণের যাহা ফল[৪৮] তাহা কখনও অসংবেদ্য হইতে পারে না, কারণ তাহার দ্বারাই পদার্থের সংবেদ্যত্ব সম্ভব হওয়ায় প্রমাণফলের অসংবেদ্যত্বে সমস্ত পদার্থেরই অসংবেদ্যত্বপ্রসঙ্গ অর্থাৎ জগদান্ধ্য-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। কিন্তু অপরদিকে, প্রমাণ-ফল সংবেদ্যও হইতে পারে না, কারণ প্রমাণফলের ফলান্তর স্বীকৃত নহে, ফলান্তর স্বীকারে অপ্রামাণিক অনবস্থাপ্রসঙ্গ হইবে।

সংবেদনের কর্ত্তাসম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। জ্ঞানমাত্রে আত্মা অসংবেদ্য হইলে "ময়েদং বিদিতম্" এই প্রকার অনুভব হইবে না; সুতরাং প্রমাণ-ফল বা বিষয়ের অনুসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞানও সম্ভব হইবে না। অননুসন্ধানপক্ষে স্বসংবেদ্য ও পরসংবেদ্যের মধ্যে কোনরূপ বিশেষই উপপন্ন করা যাইবে না। অপরদিকে, সংবেদনের কর্ত্তা সংবেদ্যও হইতে পারে না; কারণ আত্মা জ্ঞানের কর্ম বা বিষয় হইলে কর্ত্রন্তর স্বীকার করিতে হয় এবং জ্ঞানকর্মত্বই অনাত্মত্ব হওয়ায় উহা অনাত্মা হইয়া যাইবে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে প্রমাণের ফল ও প্রমাণের কর্ত্তা যেমন অসংবেদ্যও নহে, সংবেদ্যও নহে, তথাপি প্রকাশমান; সেইরূপ আনন্দও ব্রহ্মস্বরূপের ন্যায় ফলাব্যাপ্য হওয়ায় অসংবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম নহে, কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশমান বলিয়া সংবেদ্য বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উহা জ্ঞানকর্ম না হওয়ায় অদ্বৈতহানি হয় নাই। "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি সর্বকর্মপ্রত্যস্তময় সর্বকারকব্যাপারশূন্য মুক্তিতে ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানকর্মত্ব নিষেধই করিতেছেন।[৪৯] আবার, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের আনন্দরূপতা ও বিজ্ঞানস্বরূপতা উভয়ই উপদেশ করিতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ভাষ্যে ব্রহ্মানন্দের বেদ্যত্ব-অবেদ্যত্ব বিষয়ে বহু মত মতান্তর উপস্থাপনপূর্বক উহাদের খণ্ডন করিয়া সর্বশেষে ভাষ্যকার চরম সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে বলিয়াছেন (বৃহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ ৩।৯।৩৪ পৃঃ ৯৬৫), "তস্মাৎ 'বিজ্ঞানমানন্দম্' ইতি স্বরূপান্বাখ্যানপরৈব শ্রুতিঃ, ন আত্মানন্দসংবেদ্যত্বার্থা" অর্থাৎ ব্রহ্মের কৈবল্য বা স্বরূপমাত্রের প্রতিপাদনই "বিজ্ঞানমানন্দম্" শ্রুতির তাৎপর্য্য, আত্মানন্দের সংবেদ্যত্ব বা অনুভাব্যত্ব বা জ্ঞানবিষয়ত্ব প্রতিপাদনে উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই। সুতরাং শ্রুত্যাদির যে যে স্থলে ব্রহ্মানন্দের সংবেদ্যত্ব বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে যে উক্ত পদ জ্ঞানকর্মত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, স্বয়ং প্রকাশমানতা অর্থেই উক্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

কর্ত্তৃকর্মভাবশ্চ ন ক্রিয়াং করণং চান্তরেণ যতঃ, ততঃ 'আনন্দং ব্রহ্ম' (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।৩৪) ইতি চ [সামানাধিকরণ্যব্যপদেশঃ] ন স্যাৎ। তদ্বত্তয়া [আনন্দগুণকত্বেন] ব্যপদেশে অদ্বিতীয়ম্ [অদ্বৈতম্] ইতি ন যুজ্যতে। অসংবেদনে সন্নপ্যসৎকল্প ইতি ব্যর্থং তৎসঙ্কীর্ত্তনম্। পুরুষার্থত্বায় হি তৎসঙ্কীর্ত্তনম্, অসংবেদ্যশ্চ কথং পুরুষার্থঃ?" শঙ্খপাণিকৃত ব্যাখ্যা (পৃঃ ১২-), আনন্দপূর্ণমুনিকৃত ভাবশুদ্ধি ব্যাখ্যা (পৃঃ ২৮-) এবং চিৎসুখমুনিকৃত অভিপ্রায়প্রকাশিকা ব্যাখ্যা (পৃঃ ৩০-) অবলম্বনে অতীব সংক্ষেপে পূর্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের শাকল্যব্রাহ্মণের "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।৩৪) শ্রুতির ভাষ্যে "অত্রেদং বিচার্য্যতে" ইত্যাদি সন্দর্ভে (ঐ পৃঃ ৯৬২) ব্রহ্মানন্দের বেদ্যত্ব-অবেদ্যত্ব বিষয়ে আচার্য্যপাদ বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। ঐ স্থলেও বিচারাঙ্গ সংশয় একরূপই (ঐ পৃঃ ৯৬২-৬৩), "আনন্দশব্দো লোকে সুখবাচী প্রসিদ্ধঃ। অত্র চ ব্রহ্মণো বিশেষণত্বেন আনন্দশব্দঃ শ্রূয়তে—'আনন্দং ব্রহ্ম' ইতি।...'এষোঽস্য পরম আনন্দঃ' (বৃহঃ উপঃ ৪।৩।৩২) ইত্যেবমাদ্যাঃ। সংবেদ্যে চ সুখে আনন্দশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ, ব্রহ্মানন্দশ্চ যদি সংবেদ্যঃ স্যাৎ, যুক্তাঃ এতে ব্রহ্মণ্যানন্দশব্দাঃ।...সত্যম্, আনন্দশব্দো ব্রহ্মণি শ্রূয়তে, বিজ্ঞানপ্রতিষেধশ্চৈকত্বে—(বৃহঃ উপঃ ৪।৫।১৫) 'যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ'...।" সুতরাং ব্রহ্মানন্দের বিজ্ঞান বা অনুভব একত্বশ্রুতিবিরুদ্ধ।

৪৮ প্রমাণের ফল কি, এই বিষয়ে বহু মত থাকায় উহার মধ্যে প্রবেশ করা হইল না। যদি "প্রমাণ" শব্দের করণব্যুৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়াদিই প্রমাণ হয়, তবে অর্থসংবেদনই উহার ফল। আবার, যদি "প্রমাণ" শব্দের ভাবব্যুৎপত্তিতে অর্থসংবেদনই প্রমাণ হয়, তবে অর্থপ্রাকট্য ফল অথবা হান, উপাদান ও উপেক্ষাবুদ্ধিসমূহই ফল। ব্রহ্মসিদ্ধির টীকাত্রয়ে এই বিষয়ে বৌদ্ধাদিমত বিচারিত হইয়াছে।

৪৯ ব্রহ্মসিদ্ধি ঐ পৃঃ ৪, "...তথা ব্রহ্মণঃ স্বাত্মপ্রকাশস্য আনন্দস্বভাবো ন সংবেদ্যঃ, কর্মত্বাভাবাৎ। ন চাসংবেদ্যঃ, স্বপ্রকাশত্বাৎ। 'তৎ কেন কং পশ্যেৎ?' ইত্যপি নিষেধঃ কর্মবিষয়ঃ, তথা হি সর্বকর্মপ্রত্যস্তময়হেতুক এব স উচ্যতে 'যদাস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ' ইতি।" বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাণ্বশাখীয় পাঠ "যদা ত্বস্য।"

উপরি উক্ত আলোচনা অন্তরে রাখিয়া পূর্বোদ্ধৃত পুরাণবচনের "এবংরূপাবশেষস্তু স্বানুভূত্যেক-গোচরঃ" এই চরণদ্বয় বুঝিতে হইবে। "এবংরূপাবশেষঃ" পদসন্নিধানে পঠিত "স্বানুভূতি" পদ জীবন্মুক্ত পুরুষের স্বরূপানুভূতিকেই বুঝাইবে; কারণ অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যসমুদায়নিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত প্রসন্নাত্মস্বরূপতা ও স্বপূর্ণব্রহ্মরূপাবশেষস্বরূপতা একমাত্র জীবন্মুক্তের অনুভব হইয়া থাকে, অন্যের নহে। যদিও গাবঃ ইন্দ্রিয়াণি চরন্তি অত্র, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে "গোচর" পদের অর্থ রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানের বিষয়ই না হওয়ায় অলোচ্য শ্লোকে "গোচর" পদের বিষয় অর্থ গ্রহণ করা যাইবে না। পূর্বে যে-অর্থে ব্রহ্মানন্দকে "সংবেদ্য" পদপ্রয়োগের দ্বারা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকেও "গোচর" পদপ্রয়োগের তাহাই তাৎপর্য্য। এই স্থলে জীবন্মুক্তের স্বানুভূতি অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ নহে, কিন্তু উহা ব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশমাত্র; অতএব বৃত্তির ন্যায় অনিত্য অনুভব নহে, উহা নিত্য স্বরূপানুভূতি। বদ্ধ জীবের নিকট উহা "সংবেদ্য", "বিষয়", "গোচর" ইত্যাদি পদসমুদায়ের প্রয়োগ ভিন্ন উপস্থাপন করা যায় না; কারণ বদ্ধ জীবের অন্তঃকরণবৃত্তিতে অখণ্ড অনুভূতি অখণ্ডরূপে প্রকাশমান হয় না; উহা সখণ্ডরূপে, ধর্মধর্মিভেদবিশিষ্টরূপে, বিষয়রূপে ইত্যাদি নানাবিধরূপে বদ্ধপুরুষের মলিনচিত্তে উদিত হইয়া থাকে (পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬৭ = মাদ্রাজ পৃঃ ২৩), "আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বমিতি সন্তি ধর্মাঃ, অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ [অন্তঃকরণবৃত্ত্যুপাধৌ] পৃথগিব [নানা ইব] অবভাসন্তে।" অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণবৃত্তির মধ্যে ধর্মধর্মিভাবই বৃত্তিমদন্তঃকরণ নির্ধর্মক ব্রহ্মে আরোপিত করিয়া উপাধিপদবাচ্য হইয়াছে। শ্রুতিও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অপরোক্ষানুভূতি সকর্মক বিদ্ ধাতু প্রয়োগ করিয়াই উপস্থাপন করিয়াছেন (শ্বেতঃ উপঃ ৩।৮), "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ",[৫০] অর্থাৎ আমি অজ্ঞানের অতীত আদিত্যের বর্ণের ন্যায় স্বপ্রকাশ সর্বাত্মক পুরুষকে (ব্রহ্মকে) জানি। বস্তুতঃ সর্বক্রিয়াকারকরহিত ব্রহ্ম বেদনক্রিয়ার বিষয়ই হইতে পারেন না।

উক্তরূপ নিত্যস্বরূপানুভূতি কিরূপে সিদ্ধ বা লভ্য হইয়া থাকে?—ইহারই উত্তর "যেন সিধ্যতি বিপ্রেন্দ্রাস্তদ্ধি বিজ্ঞানমৈশ্বরম্" অর্থাৎ ঐশ্বর বিজ্ঞানের দ্বারাই উক্ত স্বরূপানুভূতি লাভ করা যায়। বস্তুতঃ নিত্য বলিয়া ঐরূপ স্বরূপানুভূতি নিত্যসিদ্ধ বা নিত্যলব্ধ হইলেও অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই উহা সিদ্ধ বা লভ্য বলিয়া বোধ হয়। অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি কৃতিসাধ্য হইলেও প্রাপ্তের প্রাপ্তি অজ্ঞাননিবৃত্তিমাত্র। অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারাই অজ্ঞাননিবৃত্তি হয় বলিয়া "যেন সিধ্যতি" শ্লোকাংশে ঐরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই ধর্তব্য। ইহাকেই এই স্থলে পুরাণবচনে ঐশ্বরবিজ্ঞান এবং ইহাকেই পূর্বোদ্ধৃত পরাশর উপপুরাণে শাঙ্করী বিদ্যা বলা হইয়াছে। সুতরাং যে-ব্রহ্মবিজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি হওয়ায় স্বপূর্ণব্রহ্মরূপানুভূতি সম্ভব, সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানের উৎপত্তির নিমিত্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুশীলন কর্তব্য[৫১]—ইহাই উদ্ধৃত পুরাণবচনসমূহের নির্গলিতার্থ। এই তাৎপর্য্যেই মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গত্বনিরূপণাবসরে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার পঞ্চদশসংখ্যক পুরাণবচন উদ্ধার করিয়াছেন।

বেদার্থের প্রতিফলক ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়নের সার্থকতা

প্রশ্ন হইবে, মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গত্ববিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণের অভাবেই কি বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার পুরাণবচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন?

উত্তর এই, কোন বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণসত্ত্বেও ইতিহাস ও পুরাণবচনের প্রমাণরূপে উপস্থাপন ন্যূনতার পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদার্থের পরিপোষণ মহাভারতাদিতে উপদিষ্ট হইয়াছে (মহাভাঃ ১।১।২৬৭-৬৮ পৃঃ ২৩ = ১।১।২২৯ পৃঃ ৯৪), "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো 'মাময়ং প্রহরিষ্যতি'॥" অর্থাৎ—ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা

৫০ বিদ জ্ঞানে—অদাদিগণীয় বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞানক্রিয়া। এই শ্রুতিমধ্যে বিদ্ ধাতুর লটের উত্তমপুরুষের একবচনে "বেদ্মি"র বৈকল্পিক রূপ" "বেদ" প্রযুক্ত হইয়াছে।

৫১ গীতা ১৮।৫৪, আঃ টীঃ পৃঃ ৭৪১, "শ্রবণমনননিদিধ্যাসনবতঃ [পুরুষস্য] শমাদিযুক্তস্য অভ্যস্তৈঃ শ্রবণাদিভিঃ ব্রহ্মাত্মন্যপরোক্ষং মোক্ষফলং জ্ঞানং সিধ্যতি।" এইরূপেই জীবন্মুক্ত পুরুষের জ্ঞাননিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহুব্রীহিসমাসসিদ্ধ মোক্ষফল জ্ঞানের বিশেষণ।

বেদকে পুষ্ট অর্থাৎ বেদার্থের সম্যক্ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে, কারণ অল্পজ্ঞ ব্যক্তি হইতে বেদ ভীত হইয়া থাকেন, "এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে।" বেদের স্বকপোলকল্পিত অর্থগ্রহণই বেদের প্রহার। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের উপদেশ বেদ এবং ইতিহাস ও পুরাণ উভয়ত্র[৫২] বর্ত্তমান হওয়ায় উহারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। সুতরাং বৈদিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহকারকর্ত্তৃক পুরাণবচনসমূহের উদ্ধৃতি যথাযথ হইয়াছে।

শ্রবণের অঙ্গিত্বে শ্রুত্যাদিপ্রমাণাভাব এবং
নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বে লিঙ্গাদিপ্রমাণসদ্ভাব : ন্যায়ামৃতোক্ত পূর্বপক্ষ

আপত্তি হইবে, শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিষয়ে পুরাণবচনোদ্ধার অকিঞ্চিৎকর, কারণ উক্ত বিষয়ে কোনরূপ শ্রৌত প্রমাণ নাই। তাৎপর্য্য এই, বিবরণসম্প্রদায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে শ্রৌতবিধি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিত্ববিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণরূপে উপস্থাপনীয়, পুরাণ নহে। মীমাংসা উপক্রমণিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে কর্মসমূহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ নিরূপণ করিতে ভাট্টসম্প্রদায় শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, এইরূপ ষড়্বিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এক্ষণে ন্যায়ামৃতকারের আপত্তি এই, শ্রবণকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসনকে শ্রবণের অঙ্গরূপে স্থাপন করিতে বিবরণসম্প্রদায় আগ্রহী হইলেও তদ্বিষয়ে কোনরূপ শ্রুতিপ্রমাণ বা বাক্যপ্রমাণ নাই। বরং নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বেই লিঙ্গপ্রমাণ বিদ্যমান, অঙ্গত্বে নহে। যে-কর্মের ফলশ্রুতি আছে, সেই কর্মই প্রধান এবং প্রধান কর্মেরই ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, যেমন দর্শপূর্ণমাসরূপ সফল যাগ। কিন্তু শ্রবণের কোনরূপ ফল শ্রুত না হওয়ায় তাহার প্রাধান্য সিদ্ধ হয় না; ফলে শ্রবণের ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা না থাকায় শ্রবণের নিদিধ্যাসনাঙ্গিত্বে প্রকরণ প্রমাণও নাই। এইস্থলে স্থানপ্রমাণ ও সমাখ্যাপ্রমাণ অসম্ভাবিত।[৫৩] অপরদিকে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বে শ্রুতিপ্রমাণ না থাকিলেও লিঙ্গ, বাক্য ও প্রকরণ প্রমাণ বিদ্যমান। ন্যায়ামৃতকার নিম্নরূপ প্রক্রিয়ায় উক্ত বিনিয়োজক প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করিয়াছেন।

"সামর্থ্যং সর্বভাবানাং লিঙ্গমিত্যভিধীয়তে", এইরূপ অতিপ্রসিদ্ধ বচন অনুসারে শব্দের মুখ্যার্থ-প্রকাশনসামর্থ্যই লিঙ্গপ্রমাণ। এই প্রকার শব্দসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা নিদিধ্যাসন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে অঙ্গিরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে, কারণ "নিদিধ্যাসন" পদের ধ্যান বা উপাসনাই মুখ্যার্থ। শুধু তাহাই নহে। "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" এইরূপ মুণ্ডকশ্রুতি (৩।১।৮) নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের অঙ্গিত্বে বাক্যপ্রমাণ; কারণ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিই সেই (পূর্ব কথিত) নিরংশ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, এইরূপ অর্থপ্রকাশপূর্বক উক্ত শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মদর্শনকে ধ্যানেরই ফলরূপে ঘোষণা করায় সফল ধ্যানই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে প্রধানকর্ম। সফল বলিয়া ধ্যানের ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা থাকায় প্রকরণ-প্রমাণবলে সন্নিধিপঠিত শ্রবণ ও মননই নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকারক অঙ্গরূপে প্রাপ্ত, কারণ শ্রুত ও তর্কিত পদার্থই নিদিধ্যাসনের যোগ্য হইতে পারে। বলা বাহুল্য, শাব্দাপরোক্ষবাদীর সম্মত বিপ্রকৃষ্ট ফলোপকার অপেক্ষা ধ্যাননিয়োগবাদীর স্বীকৃত সন্নিকৃষ্ট স্বরূপোপকার অধিক যুক্তিযুক্ত। তাৎপর্য্য এই, শ্রবণের অঙ্গিত্ব স্বীকার করিলে মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের ফলোপকারক অঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু নিদিধ্যাসনকে অঙ্গী বলিলে শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকারক অঙ্গ হইবে। এক্ষণে স্বরূপোপকারক অঙ্গ ফলোপকারক অঙ্গের পূর্বভাবী; কারণ স্বরূপনিষ্পত্তি না হইলে ফলনিষ্পত্তি সম্ভব নহে। "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" শ্রুতিবাক্যে আত্মদর্শনের সহিত শ্রবণেরই অন্বয় হইবে, কারণ অব্যবহিতপাঠরূপ সন্নিধান বর্ত্তমান,—ইহা বলা যাইবে না; যেহেতু বলাবলাধিকরণন্যায়ে (মীঃ সূঃ

৫২ মহাভাঃ স্বর্গারোহণপর্ব ৫।৫০ পৃঃ ৮; আদিপর্ব ২।৩৮৩ পৃঃ ৩৯ = ২।৩৯৩ পৃঃ ১৮৭। বিঃ পুঃ ১।১৮।২১ পৃঃ ১০৭।

৫৩ ন্যায়ামৃত ৩য় পরিঃ মনননিদিধ্যাসনয়োর্বিবরণোক্তশ্রবণাঙ্গত্বভঙ্গঃ পৃঃ ১২২৬-২৭, "ন চ অকরণমপি শ্রবণং প্রতি নিদিধ্যাসনস্যাঙ্গত্বে শ্রুতিবাক্যে স্তঃ। লিঙ্গং তু বিপরীতম্ (দ্রষ্টব্য ঐ পৃঃ ১২২৮ শেষ পংক্তি)। নাপি প্রকরণম্, শ্রবণস্য ফলাসম্বন্ধেন প্রাধান্যাসিদ্ধৌ ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষাযোগাৎ। স্থানসমাখ্যে তু অসম্ভাবিতে।"

৩।৩।১৪ "শ্রুত্যাদীনাং পূর্বপূর্ববলীয়স্ত্বাধিকরণম্") স্থানপ্রমাণ লিঙ্গ, বাক্য ও প্রকরণ প্রমাণ বিরোধে লিঙ্গাদি প্রমাণ অপেক্ষা দুর্বল। এইজন্য ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থের পূর্বসূরী মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্য জয়তীর্থ তাঁহার "ন্যায়সুধা" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে নিদিধ্যাসনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধন (করণ) এবং নিদিধ্যাসনের সিদ্ধির নিমিত্তই শ্রবণ ও মননেরও অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।[৫৪]

নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বে প্রমাণাভাব এবং শ্রবণের অঙ্গিত্বে প্রকরণ ও স্থান প্রমাণ : ন্যায়ামৃতখণ্ডন

ন্যায়ামৃতকারের প্রদত্ত যুক্তিসমূহ অদ্বৈতসিদ্ধিতে অক্ষরশঃ খণ্ডিত হইয়াছে। খণ্ডনপ্রকার সংক্ষেপে এইরূপ।

ন্যায়ামৃতকার প্রথমে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বস্থাপনে লিঙ্গপ্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে লিঙ্গপ্রমাণ কিরূপে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিনিয়োজক হয়, তাহা কোন প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বুঝিতে হইবে। লিঙ্গ কর্মসমূহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবের বিনিয়োজক দ্বিতীয় প্রমাণ এবং শ্রুতি-প্রমাণ বিরোধে দুর্বল হইলেও বাক্যাদিপ্রমাণবিরোধে প্রবলতর প্রমাণ। যে-প্রমাণ অন্য প্রমাণ অপেক্ষা বিলম্বে স্বীয় অর্থ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রমাণ তদপেক্ষা দুর্বল। এইজন্য মীমাংসাসূত্রকার আচার্য্য জৈমিনি অর্থবিপ্রকর্ষকেই পূর্ব পূর্ব প্রমাণ অপেক্ষা পর পর প্রমাণকে পূর্ব পূর্ব প্রমাণের বিরোধসাপেক্ষে দুর্বল বলিয়াছেন (মীঃ সূঃ ৩।৩।১৪), "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ।" "সমবায়ে" অর্থাৎ সমানবিষয়ে একাধিকপ্রমাণ যুগপৎ প্রবৃত্ত হইলে (তন্ত্রবাঃ ৩।৩।১৪ পৃঃ ২২০)। ইহাদের মধ্যে শব্দের অর্থাভিধান অর্থাৎ মুখ্যার্থ বা রূঢ়ার্থপ্রকাশনের সামর্থ্যই লিঙ্গ-প্রমাণ। যদিও পদের সামর্থ্যের ন্যায় পদার্থের সামর্থ্যও লিঙ্গপ্রমাণ,[৫৫] তথাপি প্রকৃতস্থলে ন্যায়ামৃতকার "শ্রবণসামর্থ্যরূপলিঙ্গেন" এবং ন্যায়ামৃতখণ্ডনে অদ্বৈতসিদ্ধিকারও "শব্দসামর্থ্যরূপেণ লিঙ্গেন" বলিয়াছেন বলিয়া আলোচ্যস্থলে শব্দের মুখ্যার্থপ্রকাশনসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণই ধর্ত্তব্য। মীমাংসা-দর্শনের "লবনপ্রকাশকমন্ত্রাণাং মুখ্যে বিনিয়োগাধিকরণে" (মীঃ সূঃ ৩।২।১-২) লিঙ্গের দৃষ্টান্তরূপে মৈত্রায়ণী সংহিতার (১।১।৪) "বর্হির্দেবসদনং দামি" এইরূপ মন্ত্রই বিচারিত হওয়ায় প্রকরণ-গ্রন্থাদিতে এই দৃষ্টান্তই অতীব প্রসিদ্ধ। দর্ভমুষ্টি বা একত্র সন্ধীভূত মুষ্টিপরিমিত দর্ভসমষ্টিকে "বর্হি"

৫৪ ন্যায়ামৃত ঐ পৃঃ ১২২৮-২৯. "তস্মাৎ শ্রবণসামর্থ্যরূপলিঙ্গেন, 'ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' ইত্যাদি বাক্যেন নিদিধ্যাসনস্য ফলসম্বন্ধাৎ, প্রকরণেন চ শ্রবণাদিকং নিদিধ্যাসনে সন্নিপাত্যঙ্গম্। যুক্তশ্চ বিপ্রকৃষ্টাৎ ফলোপকারাৎ সন্নিকৃষ্টঃ স্বরূপোপকারঃ।...ন চ 'দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ' ইতি দর্শনাব্যবহিতপাঠরূপসন্নিধানাৎ শ্রবণস্য দর্শনান্বয়ঃ, সন্নিধানস্য [সন্নিধিপাঠরূপস্থানপ্রমাণস্য] লিঙ্গাদিতো দুর্বলত্বাৎ [অর্থবিপ্রকর্ষরূপসৌগ্রহেতু-বলাৎ]।...শ্রবণস্য [ব্রহ্মবিষয়কঃ] অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারা, মননস্য তু [ব্রহ্মবিষয়কঃ] সংশয়বিপর্য্যয়-নিবৃত্তিদ্বারা, পরোক্ষতত্ত্বনিশ্চয়সাধ্যে সাক্ষাৎকারফলকে নিদিধ্যাসনে অঙ্গতা অসিদ্ধা। তদুক্তম্— অপরোক্ষদৃশিশ্চৈব শ্রবণান্মননাদনু। সম্যঙ্নিশ্চিততত্ত্বস্য নিদিধ্যাসনয়া ভবেৎ॥ ইতি। উক্তং চ সুধায়াং 'নিদিধ্যাসনং ব্রহ্মদর্শনসাধনং, তৎসিদ্ধয়ে শ্রবণমননে অপি কর্ত্তব্যে' ইতি।" জ্ঞানমাত্রের দ্বারা অজ্ঞানই নিবৃত্ত হয় বলিয়া বুঝা যাইতেছে যে ন্যায়ামৃতকারমতে উপনিষদ্ অধ্যয়নজন্য ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানই "শ্রবণ" পদের অর্থ। এইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানাভাবই বিদূরিত করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক নিশ্চিত অপরোক্ষজ্ঞান কেবল নিদিধ্যাসনদ্বারাই লাভ হইবে।

৫৫ অর্থসংগ্রহে (পৃঃ ৪৭) "শব্দসামর্থ্যং লিঙ্গম্" এইরূপ লিঙ্গলক্ষণ থাকিলেও মীমাংসান্যায়প্রকাশে (পৃঃ ৬০) "সামর্থ্যং লিঙ্গম্" এইরূপ লিঙ্গলক্ষণ বর্ত্তমান। যাহা স্বকার্য্যকরণে শক্তিযুক্ত তাহাই সমর্থ। সমর্থের ভাব বা ধর্মই সামর্থ্য। এইস্থলে শব্দের সামর্থ্যমাত্র বক্তব্য নহে, কিন্তু দ্রব্যগুণাদি যাবতীয় পদার্থও যথাসম্ভব লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা কোন অঙ্গিকর্মে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া পদের সামর্থ্যের ন্যায় পদার্থের সামর্থ্যও লিঙ্গ। শব্দসামর্থ্যমাত্র বুঝিলে অর্থবাদবাক্যবোধিত প্রাশস্ত্যজ্ঞানের দ্বারা জায়মান প্রীতিরূপ মনোবৃত্তিবিশেষ যে প্ররোচনা, তাহা প্রেরণার পোষকরূপে অঙ্গ হইবে না। অনুরূপভাবে অর্থজ্ঞান কর্মানুষ্ঠানের এবং স্রুব নামক সবিল (গর্ত্তযুক্ত) পাত্রও অবদানের (আজ্য, সান্নায্য প্রভৃতি দ্রব দ্রব্যের ধারণের) অঙ্গ হইবে না। অথচ প্ররোচনা, অর্থজ্ঞান ও স্রুব শব্দ না হইলেও যথাক্রমে প্রেরণার, কর্মানুষ্ঠানের ও অবদানের অঙ্গ হইয়া থাকে। এইজন্য অর্থসংগ্রহে উদ্ধৃত শ্লোকের (পৃঃ ৪৭) "সামর্থ্যং সর্বশব্দানাম্" এইরূপ পাঠ অপেক্ষা মীমাংসান্যায়প্রকাশে উদ্ধৃত শ্লোকের (পৃঃ ৬০) "সামর্থ্যং

বলে। "বর্হি" পদের মুখ্যার্থ কুশ, কাশ, যব, দুর্বা প্রভৃতি দশবিধ তৃণবিশেষ। বর্হিসদৃশ উলপ (উলুপ বা উলুখড়) প্রভৃতি তৃণবিশেষ "বর্হি" পদের গৌণার্থ। মন্ত্রের "দেবসদনং" পদের দেবতাদের সদন (দেবানাং সদনং) বুঝিতে হইবে। সীদতি অস্মিন্ এইরূপ অধিকরণব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন "সদন" পদের অর্থ উপবেশন স্থান। বর্হি দেবতাদের উপবেশন স্থান। "দাপ্ লবনে" এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে অদাদিগণীয় দাপ ধাতুর অর্থ লবন অর্থাৎ ছেদন বা কর্ত্তন। সুতরাং উদ্ধৃত মন্ত্রার্থ এইরূপ—"দেবতাগণের উপবেশনের অধিকরণীভূত বর্হি আমি ছেদন করিতেছি।" এক্ষণে দেখা যায় যে দর্শপৌর্ণমাসযাগপ্রকরণে এইরূপ মন্ত্রমাত্র শ্রুত হইয়াছে, কিন্তু এই মন্ত্রের দ্বারা কি কর্ত্তব্য অর্থাৎ এই মন্ত্রের কোথায় (কোন্ কর্মে) বিনিয়োগ হইবে তাহা শ্রুত হয় নাই। সুতরাং এই স্থলে সাক্ষাৎ বিনিযোজিকা শ্রুতি না থাকায় লিঙ্গই বিনিযোজক। উহা এইরূপে প্রবৃত্ত হয়। শব্দ শ্রবণমাত্র শক্তিদ্বারা মুখ্যার্থই প্রতিপাদন করে এবং গৌণীবৃত্তির দ্বারা গৌণার্থ প্রতিপাদনে সমর্থ হইলেও মুখ্যার্থই বুদ্ধিতে প্রথমে উপস্থিত হয়, যেহেতু মুখ্যার্থ উপস্থিত হইবার পরই সাদৃশ্যাদি গুণযোগবশতঃ গৌণার্থ বুদ্ধিতে ভাসমান হয় (তন্ত্রবাঃ ৩।২।১ পৃঃ ১২৩) "শব্দার্থস্যৈব মুখ্যত্বং মুখবৎ প্রথমোদ্গতেঃ। অর্থগম্যস্য গৌণত্বং গুণাগমনহেতুকম্ ॥" এইজন্য মন্ত্রস্থ "বর্হি" পদ শ্রবণমাত্র কুশসদৃশ উলপাদি তৃণবিশেষরূপ গৌণার্থকে না বুঝাইয়া মুনিগণপরিভাষিত দর্ভরূপ অর্থই প্রকাশ করে। ইহাই "বর্হি" পদের মুখ্যার্থ-প্রকাশনসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ, গৌণার্থ বা লাক্ষণিকার্থ নহে। অনুরূপভাবে মন্ত্রের "দামি" পদের দ্বারা অনাদিপরম্পরাগত লবন বা ছেদনরূপ অর্থই প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত পদেব "ছিনদ্মি" অর্থ বুঝিতে হইবে। মীমাংসাদর্শনের এই লিঙ্গাধিকরণকেই (মীঃ সূঃ ৩।২।১-২) বর্হির্ন্যায় বলে এবং মন্ত্রসমূহের মুখ্যার্থপ্রকাশনসামর্থ্যই এই অধিকরণের প্রতিপাদ্য। লিঙ্গপ্রমাণ নিম্নরূপ উপায়ে বিনিযোজক হইয়া থাকে। "বর্হির্দেবসদনং দামি" অর্থাৎ "দেবতাগণের উপবেশনস্থানের নিমিত্ত আমি কুশ ছেদন করিতেছি"—মন্ত্রের এইরূপ অর্থাভিধানসামর্থ্যজ্ঞানের পর "অনেন মন্ত্রেণ কুশং ছিন্দ্যাৎ" এইপ্রকার বিধি কল্পনা করিয়া (অর্থাপত্তিপ্রমাণদ্বারা গ্রহণ করিয়া) সেই কল্পিত বিধিবলে বুঝিতে হইবে যে কুশচ্ছেদনেই এই মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে হইবে। ফলে উক্ত মন্ত্র স্বীয় অর্থপ্রকাশনপূর্বক নিজেকে কুশলবনের অঙ্গরূপে প্রকাশ করিয়া মন্ত্র ও কুশলবনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধবোধক লিঙ্গপ্রমাণ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মন্ত্রব্যতিরেকেই অন্য উপায়ও স্মরণ করিয়া লবন বা ছেদনের প্রাপ্তি সম্ভব হওয়ায় উক্ত মন্ত্র লবনের স্বরূপার্থ প্রবৃত্ত হয় নাই; কিন্তু উক্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক কুশলবন করিলে অপূর্ব উৎপন্ন হইবে বলিয়া উক্ত মন্ত্র অপূর্বসাধনীভূতলবনার্থপ্রত্যয়নের নিমিত্তই প্রবৃত্ত। এক্ষণে এইরূপ বর্হির্ন্যায় অবলম্বন

সবভাবানাম্" পাঠই অধিকতর সমীচীন। "ভাব' পদ পদ ও পদার্থ উভয়েরই বাচক। এই কারণেই নব্য মীমাংসক খণ্ডদেব তাঁহার ভাট্টদীপিকায় (৩।২।১ম অধিঃ পৃঃ ২৪৭) পদ ও পদার্থ উভয়নিষ্ঠ যোগ্যতারূপ লিঙ্গেব ভিন্নপ্রকার লক্ষণ দিয়াছেন (ঐ), "লিঙ্গং নাম অঙ্গত্বঘটকীভূতপবোদ্দেশ্যতাকৃতিকারকত্ববাচকপদকল্পনানুকূলা ক্৯প্তপদপদার্থনিষ্ঠা যোগ্যতা। যথা 'স্রুবেণাবদ্যতি' (মৈত্রাঃ সং ৩।১০।৪) ইত্যত্র স্রুবনিষ্ঠা 'দ্রব'পদকল্পনানুকূলা।..." শেষোক্ত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই, "স্রুবেণ" পদে তৃতীয়া বিভক্তিরূপা বিনিযোক্ত্রীশ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা স্রুবের অবদানাঙ্গত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও ঐরূপ সামান্যজ্ঞানমাত্রদ্বারা কর্মনিষ্পন্ন না হওয়ায় বিশেষের আকাঙ্ক্ষা থাকে। এইরূপ সামান্যজ্ঞান অঙ্গভূত স্রুবের অঙ্গিরূপে যে-কোন হবিঃ দ্রব্যের অবদানাঙ্গত্ব উপস্থাপন করিলে সবিলপাত্রবিশেষস্রুবের (খদিরকাষ্ঠনির্মিত চতুর্দিক গোলাকার দবী বা কথ্যভাষায় হাতাবিশেষের) যোগ্যতা দর্শন করিয়া লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা তাহার যে দ্রবদ্রব্যরূপহবিঃ বিশেষেরই অবদানের সহিত সম্বন্ধ বুঝায়, তাহাই বিশেষ সম্বন্ধ। অর্থাৎ কঠিন মাংসাদিদ্রব্যের অবদানের নিমিত্ত নহে, কিন্তু আজ্য (ঘৃত), সান্নায্য (দধি ও দুগ্ধের মিশ্রণ) প্রভৃতি দ্রবদ্রব্যের অবদানের (হবিঃসংস্কারের) নিমিত্তই স্রুব যোগ্য, কঠিন মাংসাদির অবদানের জন্য স্বধিতি নামক শস্ত্রবিশেষই যোগ্য শাবরভাষ্য ১।৪।৩০/২৫ পৃঃ ১১৬ = পৃঃ ৩৩১, জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ১।৪।২০শ অধিঃ পৃঃ ৭০-১ = পৃঃ ৬৯)। অর্থাৎ—"দো অবখণ্ডনে" এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে দিবাদিগণীয় উক্ত ধাতুর অর্থ কর্ত্তন করা। স্রুব পদার্থই এইরূপ যে তাহার দ্বারা কঠিনপদার্থরূপ হবিঃ (হবনীয় দ্রব্য) কর্ত্তন করা যায় না, দুগ্ধ, দধি বা ঘৃতরূপ তরল বা দ্রবদ্রব্যপদার্থকর্ত্তনেই স্রুব পদার্থের যোগ্যতা বিদ্যমান, যেমন স্বধিতি নামক তীক্ষ্ণ শস্ত্র মাংসাদিরূপকঠিনহবিঃ পদার্থের কর্ত্তনেই যোগ্য। সুতরাং স্রুব পদার্থেই "দ্রব"পদ-কল্পনার অনুকূলযোগ্যতা বিদ্যমান যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে স্রুব দ্রবদ্রব্যের অবদানের অঙ্গ হইবে। এইরূপ পদার্থনিষ্ঠ যোগ্যতাও অঙ্গাঙ্গিভাবে লিঙ্গপ্রমাণ।

করিয়াই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিতেছেন (অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ "মননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্বোপপত্তিঃ" পৃঃ ৮৬২), " 'নিদিধ্যাসন'পদস্য 'বর্হির্দেবসদনম্' ইত্যাদৌ ইব সাক্ষাৎকাররূপফলসম্বন্ধে ন শক্তিঃ ইতি শব্দসামর্থ্যাভাবাৎ।" এই সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভের গভীর তাৎপর্য্য এইরূপে বুঝিতে হইবে। "বর্হিঃ" মন্ত্র যে কেবল স্বীয় অর্থ প্রকাশ করে, তাহাই নহে; উক্ত মন্ত্র যে বর্হির্লবনে (কুশচ্ছেদনে) সংস্কারের সাধকরূপে উপকারক, তাহাও প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বীয় অর্থপ্রত্যায়নের ন্যায় উক্ত মন্ত্রের কুশলবনে স্বীয়সাধনতাবোধকসামর্থ্যও বিদ্যমান। অর্থাৎ, উক্ত কুশচ্ছেদনে স্বীয় উপকারকত্বঘোষণাদ্বারা বিধিকল্পনামুখে অর্থাভিধানসামর্থ্যরূপলিঙ্গপ্রমাণবলে মন্ত্র ও কুশচ্ছেদনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ প্রকাশ করিতে সমর্থ। কিন্তু "নিদিধ্যাসন" পদের নিদিধ্যাসন বা ধ্যানরূপ অর্থপ্রকাশনভিন্ন অন্য কোনরূপ অর্থপ্রত্যায়নের সামর্থ্যই নাই। যদি "নিদিধ্যাসন" পদের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলের সহিত নিদিধ্যাসনের উপকার্য্যোপকারকভাবরূপ সম্বন্ধও প্রকাশিত হইত, তবে "নিদিধ্যাসন" পদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসাধনতাবোধকত্বরূপসামর্থ্যও স্বীকৃত হইত। কিন্তু কেহই "নিদিধ্যাসন" পদের ঐরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলসম্বন্ধে শক্তি স্বীকার করেন না। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধির "ইত্যাদৌ ইব" এই সংক্ষেপোক্তির অর্থ—"বর্হির্দেবসদনম্" ইত্যাদি মন্ত্রের কুশচ্ছেদনে স্বীয়সাধনতাবোধকত্বরূপসামর্থ্যের ন্যায়। বলা বাহুল্য, ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত বুঝাইতেই "ইব"কার প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং স্বীয়সাধনতাবোধকত্বরূপসামর্থ্য যেমন "বর্হিঃ" মন্ত্রনিষ্ঠ, সেইরূপভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলসাধনতাবোধকত্বরূপসামর্থ্য "নিদিধ্যাসন" পদনিষ্ঠ নহে। নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলের সাধন হইলে উক্ত ফলসাধনত্বধর্ম নিদিধ্যাসননিষ্ঠ হইত এবং "নিদিধ্যাসন" পদেরও ঐরূপ বিশিষ্টার্থপ্রকাশনসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণও থাকিত। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধির "ফলসম্বন্ধে" পদের অর্থ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলের নিদিধ্যাসননিষ্ঠসাধনত্বে। যদিও আচার্য্য "ন শক্তিঃ" বলিয়া "শক্তি"পদ ব্যবহার করিয়াছেন তথাপি উক্ত পদের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া বোধকত্বরূপসামর্থ্য অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ "নিদিধ্যাসন" পদ বলিয়া তাহাতে শক্তি থাকিলেও "বর্হিঃ" মন্ত্র বাক্য হওয়ায় তাহাতে শক্তি থাকিতে পারে না। বাক্যের শক্তি নাই; শক্তি পদমাত্রনিষ্ঠ। পদ ও বাক্য উভয়নিষ্ঠ সামান্যধর্ম হইল বোধকত্বরূপসামর্থ্য অর্থাৎ শ্রবণমাত্র যথাশ্রুতার্থাভিধানরূপ সামর্থ্য। "নিদিধ্যাসন" পদের ঐরূপ ফলসাধনতাবোধকত্বরূপসামর্থ্য নাই; কিন্তু "বর্হিঃ" মন্ত্রে উক্তরূপ ফলসাধনতাবোধকত্বরূপসামর্থ্য বিদ্যমান। অর্থাৎ মন্ত্রাদিসাধননিষ্ঠ অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যই শব্দসামর্থ্যরূপে শ্রুতিকল্পনদ্বারা সাধনতার বোধক, কিন্তু সাধনবোধকশব্দনিষ্ঠ সামর্থ্য নহে। সুতরাং বর্হির্ন্যায়বৈষম্যবশতঃ "নিদিধ্যাসন" পদের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলসাধনতারূপ অর্থ প্রকাশিত না হওয়ায় শ্রবণাদিকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব (প্রাধান্য বা করণত্ব) সিদ্ধ হয় না। অতএব শ্রবণ-মনন এবং নিদিধ্যাসনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধস্থাপনে লিঙ্গপ্রমাণ নাই।

ন্যায়ামৃতে উদ্ধৃত খণ্ডিত মুণ্ডকশ্রুতিও নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বে বাক্যপ্রমাণ নহে, কারণ ঐরূপ শ্রুতিবাক্যকে শ্রবণের অঙ্গিত্বসাধনের অনুকূলরূপে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে (অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৮৬২), "['ততস্তু'-শ্রুতি-]বাক্যেঽপি যোগ্যতাবলাৎ শ্রবণমেবাধ্যাহ্রিয়তে। তথাচ তচ্ছ্রবণাৎ ধ্যায়মানো নিষ্কলং ব্রহ্ম পশ্যতি ইতি অনুকূলার্থস্যৈব পর্য্যবসানাৎ।" পর্য্যবসানপ্রকার প্রদর্শিত হইতেছে।

পরিপূর্ণ মুণ্ডক শ্রুতি এইরূপ—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥" শ্লোকের প্রথম দুই চরণের অর্থ এইরূপ—ব্রহ্ম চক্ষুর দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, অপরাপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ("অন্যৈঃ দেবৈঃ"), তপস্যার দ্বারা অথবা কর্মের দ্বারা গৃহীত (জ্ঞাপিত) হন না। তাহা হইলে কোন্ অসাধারণ সাধনের দ্বারা ব্রহ্মের (শ্রৌত "পশ্যতে" পদোদিত) অপরোক্ষানুভব হয়?—ইহারই উত্তরে "জ্ঞানপ্রসাদেন" ইত্যাদি শ্রুতি প্রবর্ত্তমান। শ্রৌতশ্লোকের শেষ দুই চরণের অন্বয় এইরূপভাবে করিতে হইবে—জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ধ্যায়মানঃ ততঃ তু তং নিষ্কলং পশ্যতে (পশ্যতি)। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রসিদ্ধ সাধনসমূহের মধ্যে নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানাধীন অন্তঃকরণশুদ্ধি শ্রুতির "বিশুদ্ধসত্ত্ব" পদের দ্বারা, মননাধীন বুদ্ধৈকাগ্র্য (বুদ্ধির একাগ্রতা) শ্রৌত "জ্ঞানপ্রসাদ" পদের দ্বারা এবং নিদিধ্যাসন শ্রুত

"ধ্যায়মান" পদের দ্বারা উক্ত হওয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অবশিষ্টসাধনরূপ শ্রবণই শ্রৌত "তৎ" পদের দ্বারা পরামৃষ্ট হইবে ; কারণ বাধক না থাকিলে সর্বনাম পদ অব্যবহিতপূর্বপদোক্ত পদার্থকেই পরামর্শ করিয়া থাকে এবং শ্রুতির "কর্মণা" পদলভ্য কর্মই উক্ত অব্যবহিতপূর্বোক্ত পদার্থ। যদিও "কর্মণা" পদে সামান্যতঃ কর্মই উক্ত হইয়াছে বলিয়া "তৎ" সর্বনামপদে কর্মত্বরূপেই কর্মের পরামর্শ হইয়া থাকে, তথাপি যাগাদিরূপকর্মসমূহের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উৎপত্তিতে যোগ্যতা না থাকায় যোগ্যতাবলে শ্রবণরূপবিচারাত্মক কর্মই শ্রৌত "ততঃ" পদে পরামৃষ্ট—ততঃ অর্থাৎ শ্রবণতঃ। এইস্থলে অদ্বৈত-সিদ্ধিতে যে "শ্রবণমেবাধ্যাহ্রিয়তে" সন্দর্ভাংশ আছে, উহার অর্থ করিতে হইবে—"ততঃ" ইতি শ্রৌতসর্বনামপদেন শ্রবণমেব পরামৃশ্যতে।" অশ্রুতপদের অনুসন্ধানই শব্দাধ্যাহার এবং শ্রুতপদের অনুসন্ধানই পরামর্শ। ফলে পরামর্শ অপেক্ষা অধ্যাহার গুরু। বস্তুতঃ শ্রুতির "তৎ" পদে অব্যবহিতপূর্ব "কর্ম" পদ পরামৃষ্ট হইলে উক্ত "কর্ম" পদই যোগ্যতাবলে শ্রবণরূপকর্মবিশেষকে বুঝায় বলিয়া অভিনবপদকল্পনা গৌরবগ্রস্ত হওয়ায় পরিত্যাজ্য। অতএব শ্রুতির অর্থ হইবে—জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বঃ ধ্যায়মানঃ পুরুষঃ শ্রবণাৎ তং নিষ্কলং ব্রহ্ম পশ্যতি। "পশ্যতে" পদ বৈদিক প্রয়োগ। সুতরাং "ন কর্মণা [গৃহ্যতে]" এইরূপ শ্রৌতনিষেধ শ্রবণরূপকর্মভিন্নকর্মপর অর্থাৎ যাগাদি ও উপাসনাদিকর্ম-পররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন কর্মকাণ্ডে শ্রুত "স্বর্গকামঃ" পদ সামান্যতঃ স্বর্গকামনাবিশিষ্ট-পুরুষমাত্রকে বুদ্ধিতে উপস্থিত করিলেও যোগ্যতাবশে বিদ্যা, অগ্নি ও দ্বিবিধসামর্থ্যবিশিষ্টত্রৈবর্ণিকই "স্বর্গকামঃ" পদে পরামৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ মুণ্ডকশ্রুতির "তৎ" সর্বনামপদে বিচারাত্মক-শ্রবণরূপকর্মবিশেষই পরামৃষ্ট হইবে, কর্মসামান্য নহে। শুধু তাহাই নহে। "পঞ্চম্যাস্তসিল্" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে (পাঃ সূঃ ৫।৩।৭) কিম্, বহু, দ্বি প্রভৃতি ভিন্ন সর্বনাম শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তিস্থলে (সমস্ত বচনে ও সমস্ত লিঙ্গে) বিকল্পে তসিল্ প্রত্যয় হয়। সুতরাং শ্রুতির "ততঃ" পদে পঞ্চমী বিভক্তি অর্থে প্রযুক্ত তসিল্ প্রত্যয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে হেতুতার বোধক ; কারণ হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ সুপ্রসিদ্ধ। যদিও "জ্ঞানপ্রসাদেন" পদে তৃতীয়া বিভক্তিপ্রয়োগের দ্বারা মননগত হেতুতা লাভ হইয়া থাকে, তথাপি কেহই "জ্ঞানপ্রসাদ"-পদলভ্য মননাধীন বুদ্ধৈকাগ্র্যকে[৫৬] ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতুরূপে স্বীকার করেন না বলিয়া যুক্ত্যনুসন্ধানরূপমননগত হেতুতা অযুক্তত্বশঙ্কানিবর্তকতায় উপক্ষীণ অর্থাৎ বিষয়গত অযুক্তত্বশঙ্কার নিবর্তকহেতুরূপে অন্যথাসিদ্ধ। অপরদিকে, নিদিধ্যাসনের ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারহেতুতা সম্ভাবিতই নহে ; কারণ "ধ্যায়মানঃ" পদে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে এবং ধ্যানপরায়ণপুরুষ অর্থে প্রযুক্ত শ্রৌতপদের দ্বারা ধ্যান পুরুষের বিশেষণরূপে শ্রুত হওয়ায় অপ্রধানই। বরং "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" বাক্যে কর্তৃকারকগতরূপে শ্রুত ধ্যান জঞ্জভামানাধিকরণ-ন্যায়ে (মীঃ সূঃ ৩।৪।১৪-৬ শাবরভাষ্যানুসারে ৫ম অধিঃ) কর্তার (ধ্যানপরায়ণ পুরুষের) সংস্কাররূপে শ্রবণেরই অঙ্গ হইবে।[৫৭] অতএব "জ্ঞানপ্রসাদেন" ইত্যাদি মুণ্ডক শ্রুতি নিদিধ্যাসনের

৫৬ অদ্বৈতাচার্যগণ বলিয়া থাকেন (তত্ত্বশুদ্ধি পৃঃ ২৮৪ পং ১২), মনন চিত্তগত একাগ্রতাসম্পাদনদ্বারা বিষয়গত অসম্ভাবনানিবৃত্তিপূর্বক্ আত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী হইয়া থাকে এবং নিদিধ্যাসন বিপরীতসংস্কারনিবৃত্তিপূর্বক্ আত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী হয়। ইহাতে ন্যায়ামৃতকারের আপত্তি এই যে অদ্বৈতসম্প্রদায় বলিতে পারেন না যে মনন চিত্তৈকাগ্রতার হেতু। কারণ যদিও চিত্তগত একাগ্রতা সূক্ষ্মবস্তুনির্ধারণে হেতুরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি যুক্তির অনুসন্ধানরূপ মননের দ্বারা বিষয়গত অযুক্তত্বশঙ্কাই নিবৃত্ত হইতে দৃষ্ট হয় ; মননদ্বারা চিত্তৈকাগ্রতার উৎপত্তি স্বীকার করিলে অদৃষ্টকল্পনাই করিতে হইবে (ন্যায়ামৃত ঐ পৃঃ ১২২৭-২৮), "যত্তোক্তং মননস্য চিত্তৈকাগ্র্যাযোগ্যত্বরূপাসম্ভাবনানিরসনং দ্বারং, নিদিধ্যাসনস্য তু বিপরীতসংস্কাররূপবিপরীতভাবনানিরসনং দ্বারমিতি, তন্ন ; সূক্ষ্মবস্তুজ্ঞানে চিত্তৈকাগ্র্যস্য হেতুত্বে দৃষ্টেঽপি যুক্ত্যনুসন্ধানরূপমননস্যাযুক্তত্বশঙ্কানিবর্তকতয়া এব দৃষ্টত্বেন তদ্রহিতে উক্তাযোগ্যত্বশঙ্কানিবর্তকতয়া অদৃষ্টত্বেন চ দৃষ্টহানাদ্যাপাতাৎ।" "দৃষ্টহানাদি"র "আদি"পদে অদৃষ্টকল্পনা ধর্তব্য। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উত্তর এই যে বিষয়ের অযুক্তত্বশঙ্কা থাকিলে চিত্ত বিভিন্ন কোটিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ বিষয়বিষয়ক নানাবিধ সম্ভাবনাবুদ্ধি থাকায় চিত্ত স্বভাবতঃই চঞ্চল হইয়া থাকে। মননদ্বারা উক্ত শঙ্কা নিবৃত্ত হইলে একটিমাত্র বিষয়কোটিতে যুক্তত্বনিশ্চয় হওয়ায় চিত্তের স্থৈর্য্য বা একাগ্রতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলে অদৃষ্টকল্পনাপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না। সুতরাং মনন ও নিদিধ্যাসন উভয়ই স্ব স্ব প্রক্রিয়ায় ঐকাগ্র্যের হেতুরূপে চিত্তশুদ্ধি করিয়া থাকে।

৫৭ শাবরভাষ্যানুসারে মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থপাদের পঞ্চম ও জৈমিনীয় ন্যায়মালাকার প্রভৃতি মতে

অঙ্গত্বেই প্রমাণ, অঙ্গিত্বে নহে।[৫৮] বলা বাহুল্য, লিঙ্গ অথবা বাক্যপ্রমাণের দ্বারা নিদিধ্যাসনের ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলসম্বন্ধই সিদ্ধ না হওয়ায় শ্রবণাদিকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় না; ফলে প্রধানের ইতিকর্তব্যতাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণপ্রমাণের প্রসঙ্গই উপস্থিত হয় না বলিয়া ন্যায়ামৃতোক্ত প্রকরণপ্রমাণবিষয়ে মিতবাক্ অদ্বৈতসিদ্ধির নীরবতা সুসঙ্গতই।

নবম অধিকরণকে জঞ্জভ্যমানাধিকরণ বলে। ইহার অতীব সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ।

দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রকরণে শ্রুত হইয়াছে (তৈত্তিঃ সং ২।৫।২।৪), "প্রাণো বৈ দক্ষঃ, অপানঃ ক্রতুঃ, তস্মাৎ জঞ্জভ্যমানো (অনু) ব্রূয়াৎ 'ময়ি দক্ষক্রতূ' ইতি।" জৃভি গাত্রবিনামে, এইরূপ ধাতুপাঠানুসারে ভ্বাদিগণীয় জৃভ্ ধাতুর অর্থ গাত্রভঙ্গ করা। সুতরাং আলস্যভরে গাত্রভঙ্গপূর্বক বিদারিতমুখ পুরুষই "জঞ্জভ্যমান" পদের অর্থ। শ্রুতি বলিতেছেন, গাত্রভঙ্গ করিতে করিতে যাগকর্তা "ময়ি দক্ষক্রতূ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এইরূপ মন্ত্রানুবচন কি শুদ্ধপুরুষধর্ম? অথবা শুদ্ধক্রতুধর্ম. অথবা ক্রতুযুক্তপুরুষধর্ম? ভাট্টসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই, "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" শ্রুতিস্থলে ব্রীহিদ্রব্যের প্রোক্ষণরূপসংস্কারবিষয়ে যেমন বাক্যপ্রমাণ ও প্রকরণপ্রমাণের মধ্যে বিরোধ নাই, সেইরূপ বাক্য ও প্রকরণরূপ প্রমাণদ্বয়ের অবিরোধবশতঃ প্রকরণপ্রমাণবলে জঞ্জভ্যমান পুরুষের উক্ত মন্ত্রানুবচন ক্রতুযুক্তযজমানের সংস্কাররূপে পুরুষেরই ধর্ম হইবে, শুদ্ধপুরুষের বা শুদ্ধক্রতুর ধর্ম হইবে না। এই প্রকার জঞ্জভ্যমানাধিকরণন্যায়েই ধ্যায়মান পুরুষের ধ্যান কর্তৃগতসংস্কাররূপে শ্রবণেরই অঙ্গ হইবে। মীমাংসা-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থপাদের নিবীতাধিকরণের (মীঃ সূঃ ৩।৪।১-৯) পর ছয় সূত্রের উপর শাবরভাষ্য দৃষ্ট না হওয়ায় (দ্রষ্টব্য তন্ত্রবাঃ পৃঃ ৩১৪-১৫) সূত্রসংখ্যা ও অধিকরণসংখ্যাবিষয়ে শাবরভাষ্যের সহিত অন্যান্য মীমাংসাগ্রন্থের ভেদ বিদ্যমান। এই কারণে শাবরভাষ্যানুসারে জঞ্জভ্যমানাধিকরণের সূত্রসংখ্যা ৩।৪।১৪-১৬ ও উহা পঞ্চম অধিকরণ (পৃঃ ৩৫৩-৫৬ = পৃঃ ৩৭৯-৮৫)। ন্যায়সুধা (৩।৪।২০-২২ পৃঃ ১৪৬৩-৭১ মুকুন্দশাস্ত্রীর সম্পাদিত সং), শাস্ত্রদীপিকা (৩।৪।২০-২২ অধিঃ ৯ম পৃঃ ৩১৫), জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর (৩।৪।৯ম অধিঃ পৃঃ ১৮৭ = পৃঃ ১৭৫) ও প্রভাবলী সহ ভাট্টদীপিকা (৩।৪।২০-২২ অধিঃ ৯ম পৃঃ ৫৪-৬১) দ্রষ্টব্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের উপর তৌতাতিতমততিলক অদ্যাপি উপলব্ধ হয় নাই।

৫৮ পঞ্চপাদিকাকার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে নিদিধ্যাসনে শ্রৌতবিধি খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন (পঞ্চঃ ২য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫৫৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ১৯৬), "নাপি [জ্ঞানাভ্যাসাৎ সাক্ষাৎকারঃ] ব্রূয়তে, যেন তদুদ্দেশেন জ্ঞানসন্তানো বিধীয়েত।" এই গ্রন্থাংশে ব্যাখ্যা করিতেই বিবরণাচার্য্য "ততস্ত"শ্রুতি বিচার করিয়াছেন। উক্ত বিচার এইরূপ (বিবরণ ২য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫৫৮-৫৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৫২-৫৩)।

শ্রুতির "ততঃ" পদের অর্থ তদনন্তর অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধির অনন্তর। জ্ঞায়তে অনেন এইরূপ করণ-ব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন "জ্ঞান" পদের অর্থ চিত্ত। তাহার প্রসাদ বা প্রসন্নতা বলিতে ঐকাগ্র্যই বক্তব্য, কারণ চিত্তের সমবধানতারূপ ধ্যান চিত্তের ঐকাগ্র্যনিষ্পত্তির নিমিত্তই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (মুঃ উপঃ ৩।১।৮ শাঃ ভাঃ ও আঃ টীঃ পৃঃ ৩৯-৪০)। একাগ্রতাবিশিষ্টচিত্তরূপ সহকারিবলে এবং "ঔপনিষদম্" (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।২৬) এইরূপ শ্রৌত-তদ্ধিতপ্রত্যয়সামর্থ্যবশতঃ শব্দই ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্ন করে। আলোচ্য শ্রুতিস্থলে "ধ্যায়মানঃ পশ্যতে" এই প্রকার শ্রৌত অন্বয়বলে ধ্যানই ব্রহ্মদর্শনের হেতু হউক, ইহা বলা যাইবে না; কারণ ধ্যান কুত্রাপি অপরোক্ষ-প্রমিতির হেতুরূপে দৃষ্ট হয় না এবং ধ্যানকে প্রমাণরূপে উপপন্নও করা যায় না বলিয়া শ্রুত অন্বয় অক্ষুণ্ণ রাখিলে অদৃষ্ট এবং অনুপপন্নের কল্পনা করিতে হইবে। বরং শ্রৌত অন্বয় ব্যত্যয় করিয়া "ধ্যায়মানো জ্ঞানপ্রসাদেন পশ্যতে" এই প্রকার অন্বয়গ্রহণপক্ষে কল্পনালাঘব বিদ্যমান। বিশেষতঃ সূক্ষ্ম বা দুর্জ্ঞেয়বস্তুদর্শনে চিত্তৈকাগ্র্যের সহায়তা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ বলিয়া শাব্দাপরোক্ষবাদে নিদিধ্যাসন দৃষ্টফলক। সুতরাং "দৃষ্টে সতি অদৃষ্টকল্পনা ন ন্যায্যা" এই ন্যায়ে স্বীকার্য্য যে ধ্যান দৃষ্ট চিত্তৈকাগ্র্যরূপ জ্ঞানপ্রসাদের কারণ এবং একাগ্রচিত্তসহায়ে শব্দ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ; ফলে ধ্যান সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে কারণ নহে, কিন্তু পরম্পরায় সাধনমাত্র। বিশেষতঃ নিদিধ্যাসনের সাধনত্ব অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ হওয়ায় আপরোক্ষ্যকামপুরুষ বিধিব্যতিরেকে স্বতঃই প্রবৃত্ত হয় বলিয়া নিদিধ্যাসনে শ্রৌতবিধি স্বীকারই করা যায় না,—কামতঃ প্রাপ্ত বিধেয় হইতে পারে না এবং অন্যতঃ প্রাপ্ত বিষয়ে শ্রৌতবিধি স্বীকার্য্য নহে।

আপত্তি হইবে, প্রথম বর্ণকে "মনন-নিদিধ্যাসনাভ্যাং সহ শ্রবণং নামাপি বিধীয়তে" এই সন্দর্ভে নিদিধ্যাসনে বিধি স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় বর্ণকে উহার নিরাসনে বিবরণে স্ববিরোধই বর্তমান।

এইরূপ আপাতবিরোধের সমাধান করিতে বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন (বিবরণ ২য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫৫৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৫৩), "[অ]দৃষ্টার্থত্বাচ্চ নিদিধ্যাসনবিধানস্য ইত্যুক্তম্।" "দৃষ্টার্থত্বাৎ" পাঠে বিবরণপংক্তি এইভাবে যোজনীয়—আপরোক্ষ্যকামপুরুষ কিরূপে নিদিধ্যাসনে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইবে? ইহারই উত্তর, যেহেতু নিদিধ্যাসন দৃষ্টার্থ, সেইহেতু। "অদৃষ্টার্থত্বাৎ" পাঠে উক্ত পংক্তি এইভাবে ব্যাখ্যেয়—প্রথম বর্ণকে নিদিধ্যাসন বিধেয় হওয়ায় দ্বিতীয় বর্ণকে উহার বিধেয়ত্বনিরাস কিরূপে সম্ভব? উত্তর এই, অদৃষ্টার্থত্বাৎ। অর্থাৎ, নিদিধ্যাসন ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতির সাক্ষাৎ হেতু, এইরূপ মতই দ্বিতীয় বর্ণকে নিরসনীয়। কিন্তু প্রথম বর্ণকে নিদিধ্যাসনে বিধি

প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে শ্রবণের অঙ্গিত্বে প্রকরণপ্রমাণ বিদ্যমান (অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৮৬২), "ইত্থং চ প্রকরণবলাদপি সিদ্ধম্ অস্য [শ্রবণস্য] অঙ্গিত্বম্, শ্রবণস্য ফলসম্বন্ধেন প্রাধান্যসিদ্ধৌ ইতিকর্তব্যতাকাঙ্ক্ষায়াঃ সম্ভবাৎ।" আচার্য্যের গূঢ় আশয় এইরূপ।

কর্মকাণ্ডে যেমন "স্বর্গকামো যজেত" বিধিবাক্য শ্রুত হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" বিধিবাক্যও শ্রুত হইয়াছে। এক্ষণে "আত্মা বাঽরে" শ্রুতি অধ্যয়ন করিলে আপাততঃ বোধ হয় যে এই শ্রুতিবাক্য আত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান করিতেছেন, যেমন স্বর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রুতি যাগ বিধান করিয়াছেন। কিন্তু সুখবিশেষরূপ স্বর্গ উৎপাদ্য বলিয়া ভাব্য হইতে পারিলেও নিরতিশয়ানন্দরূপ পরমপ্রেমাস্পদ আত্মস্বরূপ উৎপত্তি, আপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কৃতিবিহীন হওয়ায় ভাব্য হইতে পারে না। আত্মার প্রাপ্তি নিত্যপ্রাপ্তের প্রাপ্তি বলিয়া আত্মবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তি অবশ্য ভাব্য হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞান অজ্ঞাননিবর্ত্তক এবং অপরোক্ষজ্ঞান বা দর্শন অপরোক্ষ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, ইহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ হওয়ায় আত্মবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া আত্মদর্শন শাস্ত্রীয় বিধির বিষয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ বস্তুতন্ত্র জ্ঞানে বিধিই সম্ভব নহে, ইহা সমন্বয়াধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।৪ পৃঃ ১০৮ ইত্যাদি) এবং তদনুসারে পঞ্চপাদিকা, বিবরণ, ভামতী প্রভৃতি গ্রন্থে ইহা বহুধা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ন্যায়ামৃতে (৩য় পরিঃ জ্ঞানবিধিসমর্থনে প্রকরণদ্বয়ে পৃঃ ১২৫৯-৬৯) জ্ঞানবিধিসমর্থনে যে-সমস্ত যুক্তি উপস্থাপিত হইয়াছে, অদ্বৈতসিদ্ধির (৩য় পরিঃ "জ্ঞানস্য পুরুষতন্ত্রতাভঙ্গঃ" ও "জ্ঞানবিধিভঙ্গঃ" পৃঃ ৮৭১-৭৫) মধ্যে তাহাদের খণ্ডন বর্ত্তমান। জ্ঞানবিধি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনীয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে "দ্রষ্টব্যঃ" পদে তব্যপ্রত্যয়ের অর্থ অর্হত্ব বা যোগ্যত্ব, বিধি নহে (বৃহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ ২।৪।৫ পৃঃ ৬১৯)। অতএব "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ" শ্রুতির অর্থ আত্মা দর্শনের বিষয় হইবার যোগ্য। বিশেষতঃ আত্মদর্শন আত্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তির হেতু বলিয়া অজ্ঞানকার্য্যসংসার-রূপ অনর্থের নিবর্ত্তকরূপে মুমুক্ষুর পরমকাম্য হওয়ায় মোক্ষকামপুরুষরূপ কর্ত্তার ঈপ্সিততমরূপে আত্মদর্শনই ভাব্য। এইরূপে ভাব্যাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইলে করণাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়—কেন ভাবয়েৎ? এক্ষণে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অবিশেষে তব্যপ্রত্যয়লভ্য বিধি শ্রুত হইলেও আত্মদর্শনের অব্যবহিত পরেই শ্রবণই বিহিত হওয়ায় এবং মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের দ্বারা ব্যবহিত বলিয়া শ্রবণই করণ বা

স্বীকার করিয়া যে চিত্তৈকাগ্র্যলক্ষণ দৃষ্টফলসমবায়ী অদৃষ্টফল স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা নিরাস করা হয় নাই। নিদিধ্যাসনে নিয়মবিধি স্বীকৃত হওয়ায় ব্রীহির অবহননের ন্যায় নিদিধ্যাসন কেবল দৃষ্টার্থ অথবা কেবল অদৃষ্টার্থ নহে। তাৎপর্য্যদীপিকাকার (তাঃ দীঃ ঐ পৃঃ ৪৫৩) "অদৃষ্টার্থত্বাৎ" পাঠমাত্র গ্রহণ করিলেও তত্ত্বদীপনে (ঐ পৃঃ ৫৫৯) উভয়পাঠই অপক্ষপাতে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথাপি "চিত্তৈকাগ্র্যস্য সূক্ষ্মবস্তুদর্শননিমিত্তত্বাৎ দৃষ্টেনৈবোপকারসিদ্ধৌ অদৃষ্টকল্পনাযোগাৎ, আপরোক্ষ্যকামস্য উপাসনায়াং স্বয়ংপ্রবৃত্তেঃ" এইরূপ বিবরণসন্দর্ভাংশের (২য় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫৫৯ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪৫২-৫৩) অন্তর্গত "দর্শন", "দৃষ্টেনৈব", "অদৃষ্টকল্পনাযোগাৎ" ও "আপরোক্ষ্যকাম" পদসমুদায় দেখিয়া মনে হয় যে "দৃষ্টে সতি" ন্যায়ের প্রয়োগই বিবরণাচার্য্যের অভিলষিত; সুতরাং নিদিধ্যাসনবিধানপক্ষে তু অর্থে প্রযুক্ত "চ"কার সমন্বিত "অদৃষ্টার্থত্বাৎ" পাঠই সমীচীন। সমুচ্চয়ার্থে "চ"কারসহিত "দৃষ্টার্থত্বাৎ" পাঠে এইরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয় না। যাহা হউক, শাব্দজ্ঞানসন্তানরূপ নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎ সাধন বা করণ, এই বিষয়ে "ততস্তু" শ্রুতি প্রমাণ নহে।

"ততস্তু" শ্রুতির ভাষ্যানুগ (আনন্দগিরির টীকা পৃঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য) বিবরণসম্মত ব্যাখ্যা হইতে লঘুচন্দ্রিকার ব্যাখ্যা (লঘুঃ পৃঃ ৮৬২) স্পষ্টতঃই ভিন্ন। বিবরণতাৎপর্য্যরহস্য উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত অদ্বৈতসিদ্ধি ও লঘুচন্দ্রিকার মধ্যে কুত্রাপি বিবরণবিরোধ দৃষ্ট হয় না বলিয়া বুঝিতে হইবে যে ন্যায়ামৃতখণ্ডনে প্রবৃত্ত লঘুচন্দ্রিকাকার ন্যায়ামৃতের দ্বৈতভক্তিপ্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই "যাদৃশো যক্ষঃ তাদৃশো বলিঃ" (কথ্য ভাষায় "যেমন দেবতা, তেমনই নৈবেদ্য") এই ন্যায়ে "ততস্তু" শ্রুতির বৈকল্পিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনামাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন নাই। স্মর্ত্তব্য, তুল্যরূপ উপহারবিবক্ষায় এই লৌকিকন্যায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শ্রৌত "ততঃ" পদের প্রকরণতঃ অর্থকল্পনা অতীব ক্লিষ্ট। বরং লঘুচন্দ্রিকাকারের ব্যাখ্যানুসারে অদ্বৈতসিদ্ধির (পৃঃ ৮৬২) "অধ্যাহ্রিয়তে" পদের পরামৃশ্যতে অর্থ গ্রহণ না করিয়া যথাশ্রুতার্থগ্রহণপূর্বক অভিনব "শ্রবণ" পদ যোগ্যতাবলে অধ্যাহার করিয়া শ্রুতিব্যাখ্যা শ্রেয়ঃ। সুধীবৃন্দ ভাবিয়া দেখিবেন।

অসাধারণসাধনরূপে আত্মদর্শনের সহিত অন্বিত হইবে। কেন আত্মদর্শনং ভাব্যম্? ইহারই উত্তর "শ্রোতব্যঃ" অর্থাৎ শ্রবণেন ভাব্যম্। সুতরাং কর্মকাণ্ডে যেমন স্বর্গরূপ ফলকে উদ্দেশ্য করিয়া দর্শপূর্ণমাসযাগ বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে আত্মদর্শনরূপফলকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আত্মদর্শনরূপফলের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায় শ্রবণই প্রধান বা সফল কর্ম। এইরূপ তাৎপর্য্যে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিলেন (পৃঃ ৮৬২) "শ্রবণস্য ফলসম্বন্ধেন প্রাধান্যসিদ্ধৌ।" "ফলসম্বন্ধ" পদের অর্থ "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" এইরূপ শ্রুত্যুক্ত ফলসম্বন্ধ। "শ্রবণ" পদের বিচার অর্থ কেন গৃহীত হইবে, শ্রবণের দ্বারা অর্থ নির্ণয় অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ কি না, শ্রবণে কিরূপ বিধি স্বীকার্য্য, উক্ত বিধি কোন্ শ্রুতিমূল ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে বিচারিত হইবে বলিয়া এই খণ্ডে আলোচনীয় নহে। যাহা হউক, করণাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইলে কথন্তাবাকাঙ্ক্ষা বা ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়—কথং শ্রবণেন ভাব্যম্? ইহারই উত্তর "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" তাৎপর্য্য এই, শ্রবণের ফলাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইলেও কথন্তাবাকাঙ্ক্ষা বা ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় নাই বলিয়া শ্রবণ সাকাঙ্ক্ষ। অপরদিকে শ্রুতি মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান করিলেও উহাদের ফল কি, তাহা শ্রুত না হওয়ায় উহাদের ফলাকাঙ্ক্ষাই নিবৃত্ত হয় নাই বলিয়া উহারাও সাকাঙ্ক্ষ—মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া কি হইবে? সুতরাং "উভয়াকাঙ্ক্ষা প্রকরণম্" এইরূপ প্রকরণলক্ষণানুসারে বুঝা যায় যে আলোচ্যস্থলে অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রকরণই প্রমাণ। কারণ ফলসম্বন্ধবশতঃ শ্রবণের প্রাধান্য সিদ্ধ হইলে প্রকরণবলে অর্থাৎ প্রধানকর্মের ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষাবলে প্রধানকর্মসন্নিধিতে পঠিত অফল মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ কর্ম অবশ্যই প্রধানকর্মের অঙ্গ হইবে। যেহেতু নিষ্ফলকর্মে কেহই প্রবৃত্ত হয় না এবং মনন ও নিদিধ্যাসনের স্বতন্ত্র ফল শ্রুত নহে, সেইহেতু "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" এইরূপ মীমাংসান্যায়ানুসারে শ্রবণরূপপ্রধানকর্মের ফলই অফল মনন-নিদিধ্যাসনের ফল। সুতরাং দর্শপূর্ণমাসযাগস্থলে যেমন "প্রযাজাদ্যঙ্গযাগেন ভাব্যম্" এইরূপে দর্শপূর্ণমাসরূপপ্রধানযাগের, অথবা লৌকিক ছেদনস্থলে যেমন "উদ্যমননিপাতনেন ভাব্যম্" এইরূপে কুঠাররূপকরণের ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়, সেইরূপভাবেই "মনননিদিধ্যাসনরূপাবান্তরব্যাপারসহায়েন শ্রবণরূপকরণেন আত্মদর্শনং ভাব্যম্" এইরূপে শ্রবণের ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই তাৎপর্য্যে অদ্বৈতসিদ্ধিকার (পৃঃ ৮৬২) বলিয়াছেন "ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষায়াঃ সত্ত্বাৎ।" "ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা" অর্থাৎ স্বনিষ্ঠফলজননযোগ্যতার জনকাকাঙ্ক্ষা। ফলিতার্থ এই, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে (পাঃ টীঃ ৫৬ দ্রষ্টব্য) সহস্র শ্রবণ (বেদান্তবাক্যবিচার) করিলেও আত্মদর্শন উৎপন্ন হয় না (তত্ত্বশুদ্ধি পৃঃ ২৮৬ পং ১-২)। অপরদিকে, শ্রবণব্যতিরেকে মনন ও নিদিধ্যাসনও আত্মলাভ করিতে অক্ষম। অতএব কুঠার ও উদ্যমন-নিপাতনরূপ দৃষ্টান্তবলে স্বীকার্য্য যে মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ অবান্তরব্যাপারসহায়ে শ্রবণ আত্মদর্শনে করণ। বিবরণের "মনননিদিধ্যাসনাভ্যাং সহ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে" সন্দর্ভাংশে সহার্থে তৃতীয়াপ্রয়োগপূর্বক মনন ও নিদিধ্যাসনের একত্র সমাবেশ ও শ্রবণের পৃথক্ উল্লেখের দ্বারা বিবরণাচার্য্য উহাদের অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধে প্রকরণপ্রমাণেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বে শ্রুতি, লিঙ্গ বা বাক্যপ্রমাণ না থাকায় শ্রবণেরই অঙ্গিত্বস্থাপনে প্রবৃত্ত প্রকরণপ্রমাণ বলবত্তর প্রমাণসমূহের দ্বারা অবাধিত।

শুধু তাহাই নহে। অদ্বৈতসিদ্ধিতে ও তদনুসারে লঘুচন্দ্রিকায় শ্রবণের অঙ্গিত্বে এবং মনননিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গত্বে স্থানপ্রমাণরূপ পঞ্চম বিনিয়োজকও প্রদর্শিত হইয়াছে। "ক্রমশ্চ দেশসামান্যাৎ" এইরূপ জৈমিনীয়সূত্রে (মীঃ সূঃ ৩।৩।১২) দেশ বা স্থানের সামান্য বা ঐক্যকেই ক্রম বা স্থানপ্রমাণ বলা হইয়াছে। সমানদেশত্ব বা সাদেশ্যই "দেশসামান্য" পদের অর্থ। অর্থাৎ সমানদেশে পঠিত এবং অঙ্গাঙ্গিভাবের যোগ্য দুই পদার্থের সমানদেশপঠনহেতুই পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গিভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সাদেশ্য বা স্থান দ্বিবিধ—পাঠসাদেশ্য ও অনুষ্ঠানসাদেশ্য। পুনরায় পাঠসাদেশ্য দ্বিবিধ—যথাসংখ্যপাঠ ও সন্নিধিপাঠ। আবার, যথাসংখ্যপাঠ, সন্নিধিপাঠ ও অনুষ্ঠানসাদেশ্য, এই ত্রিবিধ ক্রমের প্রতিটি উভয়াকাঙ্ক্ষা (অর্থাৎ প্রধানাকাঙ্ক্ষা ও ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা) এবং অন্যতরাকাঙ্ক্ষাভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় ক্রমপ্রমাণ ষড়্বিধ (ভাট্টদীপিকা ৩।৩।৫ম অধিঃ পৃঃ ২৮৩-৮৫)। আচার্য্য মধুসূদন

সরস্বতী মনন-নিদিধ্যাসন ও শ্রবণের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবস্থাপনে সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন এবং লঘুচন্দ্রিকাকার মীমাংসাদর্শনের "হিরণ্যধারণাধিকরণ" (মীঃ সূঃ ৩।৪।শাবর-ভাষ্যানুসারে ৮ম ও শাস্ত্রদীপিকাদি অনুসারে ১২শ অধিঃ) হইতে সন্নিধিপাঠরূপস্থানপ্রমাণের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন বলিয়া কেবল উহাই এইস্থলে আলোচিত হইবে।

শ্রবণের অঙ্গিত্বে স্থান বা ক্রমপ্রমাণ প্রদর্শন করিতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন (অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৮৬২), "তস্মাৎ 'দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ' ইতি দর্শনেন অব্যবহিতপাঠরূপসন্নিধানাৎ শ্রবণস্য দর্শনেন [সহ] সাক্ষাৎ অন্বয়াৎ অঙ্গিত্বম্।" আচার্য্যোক্ত "অব্যবহিতপাঠ" পদ ব্যাখ্যা করিতেই লঘুচন্দ্রিকাকার মীমাংসাদর্শনের হিরণ্যধারণাধিকরণন্যায় (মীঃ সূঃ ৩।৪।২০-২৪ অথবা ৩।৪।২৬-৩০) গ্রহণ করিয়াছেন (লঘুঃ ঐ পৃঃ ৮৬২), *"অব্যবহিতপাঠ* ইতি। 'সুবর্ণং ভার্য্যং দুর্বর্ণোঽস্য ভ্রাতৃব্যঃ' ইত্যাদৌ ইব অব্যবহিতপঠিতেষ্টবিশেষসাধনত্বং শ্রবণে বিধিনা বোধ্যতে।" আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর গূঢ় আশয় প্রকাশ করা যাইতেছে।

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (২।২।৪) অনারভ্য অর্থাৎ ক্রতুপ্রকরণে অপাঠিত শ্রুতি বিদ্যমান, "তস্মাৎ সুবর্ণং হিরণ্যং ভার্য্যম্। সুবর্ণ এব ভবতি। দুর্বর্ণোঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি।"[৫৯] অর্থাৎ, অতএব শোভনবর্ণযুক্ত হিরণ্য ধারণীয়। যিনি ধারণ করেন, তিনি শোভনবর্ণযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার শত্রু দুর্বর্ণ বা বিবর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে অনারভ্যাধীত এই শ্রুতিবিষয়ে সংশয় এইরূপ—এই অনারভ্য পঠিত বিধির বিধেয় কি ক্রত্বর্থ?[৬০] অথবা পুরুষার্থ? অথবা উভয়ার্থ? ইহাতে ভাট্টসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে হিরণ্যধারণ পুরুষার্থ বা পুরুষেরই ধর্ম, ক্রত্বর্থও নহে, উভয়ার্থও নহে। কিন্তু হিরণ্য-ধারণের ফল কি? ইহাতে ভাট্টসম্প্রদায় দুই প্রকার উত্তর দিয়া থাকেন। প্রথম উত্তর এই, নিষ্ফলকর্মে কাহারও প্রবৃত্তি না হওয়ায় এইস্থলে বিশ্বজিন্ন্যায়ে হিরণ্যধারণের স্বর্গফলই কল্পনা করিতে হইবে। অথবা, দ্বিতীয় উত্তর এই, রাত্রিসত্রন্যায়ে আর্থবাদিক ফলই হিরণ্যধারণের ফলরূপে স্বীকার্য্য। অর্থাৎ, রাত্রিসত্রে যেমন বাক্যশেষ অর্থবাদে শ্রুত প্রতিষ্ঠাই ফলরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আলোচ্যস্থলেও "সুবর্ণ এব ভবতি। দুর্বর্ণোঽস্য ভ্রাতৃব্যঃ" এইরূপ অর্থবাদগতফলই হইবে। অর্থাৎ, নিজের শোভন-রূপতা এবং শত্রুর দুর্বর্ণত্বই হিরণ্যধারণের আর্থবাদিক ফল (শাঃ দীঃ ৩।৪।১২শ অধিঃ পৃঃ ৩১৯), "তত্র অর্থবাদাভাবে 'স স্বর্গঃস্যাৎ' (মীঃ সূঃ ৪।৩।১৫ সূত্রাংশ) ইতি, [অর্থবাদ-]সদ্ভাবে তু তদ্গতমেব ফলম্। যথা ইহ [হিরণ্যধারণস্থলে] ভ্রাতৃব্যস্য দুর্বর্ণত্বম্, আত্মনশ্চ শোভনরূপতা। তস্মাৎ পুরুষার্থত্বম্।"[৬১] জৈমিনীয়ন্যায়মালাকারও হিরণ্যধারণের ফলপ্রসঙ্গে বিশ্বজিন্ন্যায় ও

---

৫৯ ইহাই জৈমিনীয়ন্যায়মালাধৃত শ্রুতিপাঠ। শাবরভাষ্যে বা তন্ত্রবার্ত্তিকে "সুবর্ণ এব ভবতি" শ্রুত্যংশ উদ্ধৃত হয় নাই (শাবরভাষ্য ও তন্ত্রবাঃ ৩।৪।২০ পৃঃ ৩৯০)। ভাট্টদীপিকায় (৩।৪।১২শ অধিঃ পৃঃ ৬৭) উক্ত পাঠই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের পাঠ ভিন্ন (২।২।৪ পৃঃ ৪১০-১১), "সুবর্ণ আত্মনা ভবতি। দুর্বর্ণোঽস্য ভ্রাতৃব্যঃ। তস্মাৎ সুবর্ণং হিরণ্যং ভার্য্যম্। সুবর্ণ এব ভবতি।" "ভার্য্যম্" পদের অর্থ ধার্য্যম্ অর্থাৎ ধারণীয়। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ এইরূপ ধাতুপাঠানুসারে জুহোত্যাদিগণীয় ভৃ ধাতুর উত্তর বিধি বুঝাইতে ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া "ভার্য্যম্" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

৬০ এই অনারভ্যাধীত বিধি ক্রত্বর্থ, এই বিকল্পে তিনটি পক্ষ বিদ্যমান। প্রথম পক্ষ—শোভনবর্ণবিশিষ্টহিরণ্যের ধারণ বৈদিক কর্মরূপে ক্রতুর স্মারক হওয়ায় ধারণ ক্রতুর অঙ্গরূপেই বিহিত। দ্বিতীয় পক্ষ—হিরণ্যের ধারণই হিরণ্যের সংস্কার এবং ধারণদ্বারাসংস্কৃতহিরণ্য উপযোক্ষ্যমাণ (অর্থাৎ, ভবিষ্যতে যাহার উপযোগ বা ব্যবহার বিদ্যমান) বলিয়া ঐরূপ সংস্কৃত হিরণ্য যজ্ঞের অঙ্গরূপেই বিহিত। তৃতীয় পক্ষ—শোভনবর্ণবিশিষ্টহিরণ্য-ধারণবিধান গৌরবগ্রস্ত বলিয়া ধারণসহিতহিরণ্য অনুবাদপূর্বক শোভনবর্ণমাত্রবিহিত হইয়াছে। ক্রত্বর্থপক্ষ এইরূপে ত্রিবিধ।

৬১ এইপ্রকার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে ভাট্টসম্প্রদায়ের যুক্তি এইরূপ। হিরণ্যধারণবিধি যদি কোন ক্রতুপ্রকরণে পঠিত হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্যই নিয়মতঃ ক্রতুর স্মারক হইত। কিন্তু ইহা অনারভ্যাধীত। স্ফ্যের (পলাশকাষ্ঠনির্মিত গর্তযুক্ত দণ্ডবিশিষ্ট হবনী) ন্যায় হিরণ্যধারণ ক্রতুতে অব্যভিচরিত নহে বলিয়া ক্রতুস্মৃতির নিয়ামকও নহে। ধারণদ্বারা হিরণ্যের সংস্কারার্থত্ব অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় উহা ক্রতুমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, কারণ ঐরূপে সংস্কৃত হিরণ্যের কোনরূপ লৌকিক উপযোগ নাই, ইহা বলা যাইবে না, কারণ ক্রতুতেও উহার কোনরূপ উপযোগ শ্রুত হয় নাই। ক্রতুমধ্যে হিরণ্যের উপযোগ অর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ, ইহা বলিলে অন্যোন্যাশ্রয়তাদোষ

রাত্রিসত্রন্যায় উভয়ই অবিশেষে প্রয়োগ করিয়া ফলবিষয়ে বৈকল্পিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ ৩।৪।১২শ অধিঃ পৃঃ ১৮৯ = পৃঃ ১৭৭), "অনারভ্য শ্রুতত্বেন নিয়তা ন ক্রতুস্মৃতিঃ। অতঃ পুমর্থতা স্বর্গঃ কল্প্যোঽন্যস্ত্বাঽস্তু রাত্রিবৎ ॥" কিন্তু নব্যমীমাংসক খণ্ডদেব তাঁহার ভাট্টদীপিকায় আর্থবাদিকফল-পক্ষই গ্রহণ করিয়াছেন (ভাঃ দীঃ ৩।৪।১২শ অধিঃ পৃঃ ৭২), "তত্ত্বং তু সুবর্ণস্য কর্মত্বমেব তস্যৈব ত্বার্থবাদিকং ফলম্।" বলা বাহুল্য, লঘুচন্দ্রিকাকার এইরূপ আর্থবাদিকফলপক্ষই গ্রহণ করিয়া শ্রবণা-ঙ্গিত্বসিদ্ধির নিমিত্ত হিরণ্যধারণাধিকরণন্যায় প্রয়োগ করিয়াছেন। আচার্য্যের তাৎপর্য্য এইরূপ।

হিরণ্যধারণাধিকরণে "সুবর্ণং হিরণ্যং ভার্য্যম্" এইরূপ বিধিবাক্যশ্রবণের অনন্তরই "সুবর্ণ এব ভবতি। দুর্বর্ণোঽস্য ভ্রাতৃব্যঃ" এইপ্রকার অর্থবাদ শ্রুত হইয়াছে; ফলে হিরণ্যধারণবিধির অব্যবহিতপঠিত আত্মশোভনত্ব ও শত্রুদুর্বর্ণত্বরূপ ইষ্টবিশেষের সাধনত্ব যে হিরণ্যধারণে বর্ত্তমান, তাহা "ভার্য্যম্" এইরূপে ধারণে বিধিপ্রয়োগের দ্বারাই বুঝা যায়। অর্থাৎ হিরণ্যধারণ যে সন্নিধিপঠিত ইষ্টবিশেষেরই সাধন তাহা বিধ্যর্থে প্রযুক্ত কৃৎ প্রত্যয়ের (ণ্যৎ) দ্বারাই জ্ঞাপিত হইয়াছে। অনুরূপ-যুক্তিবলে বুঝিতে হইবে, "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" এই শ্রুতিমধ্যে দর্শনের সহিত অব্যবহিতপাঠরূপ-সন্নিধিবশতঃ শ্রবণেরই সাক্ষাৎ (বা অব্যবধানে) অন্বয় হওয়ায় এবং শ্রবণে বিধ্যর্থে প্রযুক্ত কৃৎপ্রত্যয়ের (তব্য) দ্বারা আত্মদর্শনরূপ ইষ্টবিশেষের সাধনরূপে আত্মশ্রবণের প্রাধান্যই সিদ্ধ হয়। এইস্থলে বুঝিতে হইবে যে বিধিবাক্যের অব্যবহিতপঠিত ফলবিশেষের সাধনত্বসিদ্ধিমাত্রে হিরণ্য-ধারণাধিকরণন্যায় "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" শ্রুতিবিচারে প্রযুক্ত হইয়াছে; উক্ত ফলবিশেষের আর্থবাদিকত্বও বক্তব্য নহে। কারণ আত্মদর্শন অর্থবাদশ্রুতফল নহে, উহা মুমুক্ষুর চরম কাম্য মুক্তির অসাধারণ সাধন। এইস্থলে আরও বুঝিতে হইবে যে বিধিবাক্যশ্রবণের উত্তরকালেই যে বিধেয়ের ফলবিশেষ শ্রুত হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। বস্তুতঃ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।২।৪ পৃঃ ৪১০) "সুবর্ণ আত্মনা ভবতি। দুর্বর্ণোঽস্য ভ্রাতৃব্যঃ" এইরূপে আর্থবাদিকফলশ্রবণের উত্তরকালেই "তস্মাৎ সুবর্ণং হিরণ্যং ভার্য্যম্" এইরূপ বিধিবাক্য শ্রুত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় "অব্যবহিত" ও "অনন্তর" পদদ্বয় উত্তরকালিক পদার্থের ন্যায় পূর্বকালিকপদার্থ বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং যোগ্যত্ব অর্থে প্রযুক্ত তব্য-প্রত্যয়ান্বিত "দ্রষ্টব্যঃ" পদের দ্বারা উপস্থাপিত আত্মদর্শনরূপফলকে প্রথমে উদ্দেশ্য করিয়া পরে "শ্রোতব্যঃ" পদে বিধ্যর্থে প্রযুক্ত তব্যপ্রত্যয়ের দ্বারা আত্মদর্শনের অসাধারণসাধনরূপে শ্রবণের বিধানে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই। অতএব ফলসম্বন্ধপ্রযুক্ত শ্রবণের প্রাধান্যে বা অঙ্গিত্বে স্থানপ্রমাণ বলবত্তরপ্রমাণাভাবে সুষ্ঠুই।

প্রশ্ন হইবে, "দ্রষ্টব্যঃ" শ্রুতির পর "মন্তব্যঃ" ও "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" পদদ্বয়ও শ্রুত হওয়ায় দর্শনের সহিত শ্রবণমাত্রের অন্বয় হইবে কেন? অব্যবধানে পঠিত পদের সহিতই অন্বয় কর্ত্তব্য, এইরূপ নিয়ম নাই। অন্বয়যোগ্য পদের সহিতই অন্বয় হইবে এবং অন্বয়যোগ্য পদ যদি দূরস্থও হয়, তথাপি তাহারই সহিত অন্বয় স্বীকার্য্য, অন্বয়ের অযোগ্যের সহিত নহে (ন্যায়সুধা ২।১।১ পৃঃ ৩১৫), "যস্য যেনার্থসম্বন্ধো দূরস্থস্যাপি তেন সঃ। অর্থতো হ্যসমর্থানামানন্তর্য্যমকারণম্ ॥" ইহা ব্যাকরণেরও অনু-শাসন। শুধু তাহাই নহে, "মন্তব্যঃ" ও "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" পদদ্বয় যদি অনন্বিতই থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে শ্রুতি মনন ও নিদিধ্যাসনের বৃথা উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু মনননিদিধ্যাসনে শ্রৌতবিধিবাদী বিবরণসম্প্রদায়ের নিকট ইহা অনিষ্টপ্রসঙ্গই। এই প্রকার আপত্তির উত্তর প্রদান করিতেই লঘুচন্দ্রিকাকার বলিলেন (ঐ পৃঃ ৮৬২), "মনননিদিধ্যাসনয়োস্তু 'শ্রোতব্যঃ' ইত্যনেন [পদেন]

অনিবার্য্য—হিরণ্য ক্রতুর উপযোগী হইলে-তবে সংস্কার্য্য হইবে, আবার, উহা সংস্কার্য্য হইলে তবে ক্রতুর উপযোগী হইবে। "ভার্য্য" পদে ভৃঞ্ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ণ্যৎ প্রত্যয়বলে হিরণ্যের সংস্কার্য্যত্বই স্বীকার্য্য, ইহা বলা যাইবে না, কারণ পরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বমাত্র কর্মের লক্ষণ। অতএব ক্রতুর অঙ্গরূপে হিরণ্যধারণ বিহিত নহে, উহা পুরুষার্থ বা পুরুষেরই ধর্ম। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দ্বিতীয় অষ্টকের চতুর্থ অনুবাকের ভাষ্যশেষে সায়ণাচার্য্য (পৃঃ ৪১২) "অত্র মীমাংসা। তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে-বিচার করিয়াছেন তাহা মাধবাচার্য্যপ্রণীত জৈমিনীয়ন্যায়মালায় (৩।৪।১২শ অধিঃ পৃঃ ১৮৮-৯০ = পৃঃ ১৭৭-৭৮) অক্ষরশঃ বিদ্যমান।

ব্যবধানাৎ দর্শনরূপেষ্টসাধনত্ববোধনাসম্ভবাৎ প্রকরণেন শ্রবণাঙ্গতানিশ্চয়েন শ্রবণরূপেষ্টসাধনত্বমেব বোধ্যতে।" আচার্য্যের অভিপ্রায় এইরূপ।

ইহা যথার্থই যে বাক্যে অব্যবহিতপঠিত পদের সহিতই অন্বয় হইবে, এইপ্রকার নিয়ম নাই; যাহার সহিত অন্বয় হইবে তাহার অন্বয়যোগ্যতা আবশ্যক। এক্ষণে দেখা যায় যে বিচারাত্মক শ্রবণও শ্রুতিমধ্যে বিহিত এবং আত্মদর্শনের সাধনরূপে শ্রুতিস্মৃতিমধ্যে প্রসিদ্ধ হওয়ায় আত্মদর্শনের সহিত শ্রবণের অন্বয়যোগ্যতা বিদ্যমান। কিন্তু "শ্রোতব্যঃ" পদের দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মদর্শনরূপ ইষ্টের সাধনরূপে বোধিত হইতে পারে না; কারণ একবারমাত্র শ্রুত "দ্রষ্টব্যঃ" পদ অব্যবহিতপঠিত "শ্রোতব্যঃ" পদের সহিত অন্বিত হইয়া বিরতব্যাপার হইলে পুনরায় "মন্তব্যঃ" ও "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" পদদ্বয়ের সহিত অন্বিত হইতে পারে না। অন্বয় করিতে হইলে পৌরুষেয় পদাবৃত্তি করিয়া শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে শ্রবণ আত্মদর্শনের সহিত অন্বয়ের যোগ্য এবং আত্মদর্শনের অব্যবধানে শ্রুত হওয়ায় আত্মদর্শনের সহিত সাক্ষাৎভাবে অন্বিত; কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন "শ্রোতব্যঃ" পদদ্বারা ব্যবহিত বলিয়া আত্মদর্শনের সহিত অনন্বিত। ফলে উক্ত শ্রুতি মনন ও নিদিধ্যাসনের আত্মদর্শনসাধনত্বের বোধক নহে। "শ্রোতব্যঃ"-পদব্যবধানই মননাদির দর্শনসাধনত্ববোধনের অসম্ভাব্যতার হেতু এবং ফলসাধনত্ববোধনাভাবই মননাদির অঙ্গিত্বাভাবের সাধক—লঘুচন্দ্রিকায় "ব্যবধানাৎ" ও "বোধনাসম্ভবাৎ" হেতুদ্বয়প্রয়োগের ইহাই তাৎপর্য্য।

আপত্তি হইবে, শ্রবণের ন্যায় মনন ও নিদিধ্যাসনও অন্বয়যোগ্য এবং আত্মদর্শনসাধনরূপে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হওয়ায় দর্শনের সহিত মনন বা নিদিধ্যাসনেরই অন্বয় হউক।

ইহারই উত্তরে লঘুচন্দ্রিকাকার বলিলেন, "প্রকরণেন শ্রবণাঙ্গতানিশ্চয়েন।" অর্থাৎ স্থানপ্রমাণ-প্রয়োগের পূর্বেই প্রকরণপ্রমাণের দ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গতা সিদ্ধ হওয়ায় মনন বা নিদিধ্যাসনের সহিত আত্মদর্শনের অঙ্গাঙ্গিভাব সিদ্ধ হইতে পারিবে না।[৬২] মনননিদিধ্যাসনের পূর্বসিদ্ধ শ্রবণাঙ্গত্বই মননাদির অঙ্গিত্বসাধনে বাধক। সুতরাং মনননিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বে সাধকপ্রমাণাভাব ও বাধকসদ্ভাব থাকায় মনন বা নিদিধ্যাসন আত্মদর্শনে অঙ্গী নহে।

তাহা হইলে অনন্বিত মনন ও নিদিধ্যাসনের কি গতি হইবে? ইহারই উত্তরে লঘুচন্দ্রিকাকার বলিলেন, "মনননিদিধ্যাসনয়োস্তু...শ্রবণরূপেষ্টসাধনত্বমেব বোধ্যতে।" "তু"কারের দ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে আত্মদর্শনরূপেষ্টসাধনত্ব ব্যবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে; অর্থাৎ, শ্রবণ আত্মদর্শনরূপ ইষ্টের সাধন, কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মদর্শনের সাধন নহে। কিন্তু আত্মদর্শনরূপ ইষ্টের সাধন নহে বলিয়া যে মনন ও নিদিধ্যাসন কোনরূপ ইষ্টেরই সাধন নহে, তাহা নহে; উহারা শ্রবণরূপ ইষ্টেরই সাধন। অবধারণ অর্থে প্রযুক্ত "এব"কারের দ্বারা আত্মদর্শনেষ্টসাধনত্বই ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে—আত্মদর্শনরূপ ইষ্টের সাধন নহে, কিন্তু শ্রবণরূপ ইষ্টেরই সাধন। ইষ্টের তারতম্যক্রম এইরূপভাবে বুঝিতে হইবে। অবিদ্যানিবৃত্তিরূপমোক্ষফলই মুমুক্ষুর ঈপ্সিততম। তাহার অসাধারণসাধনরূপে আত্মদর্শনও

৬২ সাধারণতঃ স্থানপ্রমাণের সাক্ষাৎ বিনিয়োজকতা দৃষ্ট হয় না। কর্মমন্ত্রাদির মধ্যে পরস্পর আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা প্রভৃতি থাকিলে স্থানপ্রমাণ পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণ, প্রকরণবলে বাক্য, বাক্যের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গবলে শ্রুতি-প্রমাণ কল্পনা করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবের সাধক হইয়া থাকে। এইজন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার শ্রবণাঙ্গিত্বস্থাপন করিতে প্রথমেই "ইত্থং চ" ইত্যাদি বাক্যে প্রকরণপ্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন এবং পরে মাধ্বপক্ষে লিঙ্গ ও বাক্যপ্রমাণ খণ্ডনের অনন্তরই সর্বশেষে পূর্বোক্ত প্রকরণপ্রমাণসহায়ে নির্বাধে স্থানপ্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। লঘুচন্দ্রিকার "প্রকরণেন" ইত্যাদি বাক্যাংশের দ্বারাও বুঝা যায় যে এইস্থলে স্থানপ্রমাণ প্রকরণপ্রমাণকে অপেক্ষা করিয়াই বিনিয়োজক। নব্য মীমাংসক খণ্ডদেব তাঁহার ভাট্টকৌস্তুভে ষড়্বিধ ক্রমপ্রমাণের অসঙ্কীর্ণ (প্রকরণাদির দ্বারা অমিশ্র) উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন এবং ভাট্টদীপিকার প্রভাবলী টীকায় (৩।৩।৫ম অধিঃ পৃঃ ২৮৫) উহাদের সংক্ষেপ আলোচনা আছে। ক্রমপ্রমাণসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রাবল্যদৌর্বল্য-বিচারও ঐস্থলে বর্তমান। যেমন, পাঠসাদেশ্য অপেক্ষা অনুষ্ঠানসাদেশ্য দুর্বল এবং সন্নিধিপাঠ হইতে যথাসংখ্যপাঠ দুর্বল।

ষ্টাংসত। আত্মদর্শনের অসাধারণ সাধন বা করণরূপে আত্মশ্রবণও ইষ্ট। পরিশেষে শ্রবণের অসাধারণ উপকারকরূপে আত্মমনন ও আত্মনিদিধ্যাসনও ইষ্ট। বলা বাহুল্য, প্রধানের সান্নিধ্য ও দূরত্বভেদেই ইষ্ট-পদার্থসমূহের এই প্রকার তারতম্যক্রম, যেমন রাজার সান্নিধ্যের তারতম্যেই রাজপুরুষদের প্রাধান্যের তারতম্য হইয়া থাকে। ফলে মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণরূপ ইষ্টের উপকারকরূপে সাক্ষাৎভাবে শ্রবণেরই সহিত অন্বিত এবং শ্রবণের সহকারিরূপে আত্মদর্শনের সহিত পরম্পরায় অন্বিত। ফলে আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে "মন্তব্যঃ" ও "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" পদদ্বয় অনন্বিতও নহে এবং মনন ও নিদিধ্যাসনে শ্রৌতবিধি ক্লৃপ্তও হয় নাই। পূর্বে "ব্যবধানাৎ" ও "বোধনাসম্ভবাৎ" পদ দুইটিকে দুইটি পৃথক্ হেতুর উপস্থাপকপদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যবধানই বোধনের অসম্ভাব্যতার হেতু হওয়ায় হেতুর হেতু বলিয়া উহাদের দুইটি স্বতন্ত্রহেতুরূপে গণনা না করিয়া একত্র গ্রহণপূর্বক্ একটি হেতুরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে লঘুচন্দ্রিকার " 'শ্রোতব্যঃ' ইত্যনেন ব্যবধানাদ্দর্শনরূপেষ্টসাধনত্ববোধনাসম্ভবাৎ" বাক্যাংশে একটি হেতু এবং "প্রকরণেন শ্রবণাঙ্গত্বনিশ্চয়েন" বাক্যাংশে অপর একটি হেতু উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম হেতু মননাদির অঙ্গিত্বে সন্নিধিপাঠরূপস্থানপ্রমাণাভাবখ্যাপনমুখে শ্রবণেরই অঙ্গিত্বে ঐরূপ স্থানপ্রমাণসম্ভাবের ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে এবং দ্বিতীয় হেতু প্রকরণবলে মননাদির শ্রবণাঙ্গত্বস্থাপনচ্ছলে মননাদির অঙ্গিত্বে প্রকরণপ্রমাণাভাব জ্ঞাপন করিতেছে। সরলার্থ এই, শ্রবণের অঙ্গিত্বে প্রকরণ ও স্থানপ্রমাণ বিদ্যমান, কিন্তু মননাদির অঙ্গিত্বে উহারা প্রমাণ নহে। শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যপ্রমাণের অভাব পূর্বেই বিচারিত হইয়াছে।

অথবা, লঘুচন্দ্রিকার "দর্শনরূপেষ্টসাধনত্ববোধনাসম্ভবাৎ" পদকে স্বতন্ত্রভাবে তৃতীয় হেতুর উপস্থাপকরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উক্ত ব্যাখ্যা এইরূপ।

যাঁহারা নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব এবং শ্রবণ ও মননের অঙ্গত্বস্বীকারে আগ্রহী, তাঁহারা সাধারণতঃ ত্রিবিধ উপায়ে উহা স্থাপন করিয়া থাকেন। ন্যায়ামৃতকার বৈতণ্ডিক রীতি অবলম্বন করিয়া উক্ত ত্রিবিধপক্ষই উপস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু স্বপক্ষনির্দেশ করেন নাই। প্রথম বিকল্প এইরূপ—নিদিধ্যাসন আত্মদর্শনের অসাধারণ সাধন বা করণ হওয়ায় উহাই অঙ্গী এবং অপর দুইটি নিদিধ্যাসনের অঙ্গ। ইহাতে অদ্বৈতসম্প্রদায়, বিশেষতঃ বিবরণসম্প্রদায়, আপত্তি করিয়া থাকেন যে ভাবনাপ্রকর্ষজন্য অপরোক্ষপ্রতীতিমাত্র কামুকব্যক্তির কামিনীসাক্ষাৎকারের ন্যায় অপ্রমাণই। বিবরণপ্রসিদ্ধ এইরূপ আপত্তিই পূর্বপক্ষরূপে ন্যায়ামৃতে উদ্ধৃত এবং অদ্বৈতসিদ্ধিতে অনূদিত হইয়াছে।[৬৩] উত্তরে ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন (ন্যায়ামৃত ৩য় পরিঃ ঐ পৃঃ ১২৩০), "ত্বয়াপি [অদ্বৈতিনাপি] 'বেদান্তবাক্যজজ্ঞানভাবনাজাপরোক্ষধীঃ। মূলপ্রমাণদার্ঢ্যেন প্রামাণ্যং প্রতিপদ্যতে ॥' ইত্যুক্তেঃ।" বলা বাহুল্য, ইহা কল্পতরুকারের উক্তি।[৬৪] অদ্বৈতসিদ্ধিতে ইহার খণ্ডন বিদ্যমান (ঐ পৃঃ ৮৬৩), "ন চ [শ্রুতিরূপ-]মূলপ্রমাণদার্ঢ্যাৎ [সাক্ষাৎকারস্য] প্রমাত্বং, তর্হি তদেব সাক্ষাৎকরণমস্তু? কিং তদুপজীবিন্যায়েন?" আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতেছে।

পূর্বে নিদিধ্যাসনের দর্শনজননযোগ্যতা অভ্যুপগম করিয়াও প্রদর্শিত হইয়াছে যে সন্নিধান-সহিতযোগ্যতাবলে আত্মদর্শনের সহিত শ্রবণেরই অন্বয় যুক্তিযুক্ত। এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে যে নিদিধ্যাসনের ঐরূপ যোগ্যতাই নাই এবং অদ্বৈতসিদ্ধির "ন চ" ইত্যাদি বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। নিদিধ্যাসনের প্রযোজক বেদান্তবাক্যের নির্দোষত্বই মূলপ্রমাণের দৃঢ়তা। সুতরাং মূলবেদান্তবাক্যই নিদিধ্যাসনের প্রামাণ্যের উপজীব্য বা আশ্রয় হওয়ায় বেদান্তবাক্যই সাক্ষাৎকারের করণ হওয়া উচিত। অতএব উপজীব্য বেদান্তবাক্যের দর্শনকরণত্ব সম্ভব হইলে নিদিধ্যাসনের করণত্বস্বীকার অন্তর্গডুন্যায়ে

---

৬৩ ন্যায়ামৃত, ৩য় পরিঃ ঐ পৃঃ ১২২৯-৩০, "...ভাবনাপ্রকর্ষজন্যত্বেন সাক্ষাৎকারস্য কামুকস্য কামিনীসাক্ষাৎকারবৎ অপ্রমা(ণ)ত্বাপাতঃ।" অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ ঐ পৃঃ ৮৬২-৬৩, "কিঞ্চ, নিদিধ্যাসনরূপভাবনাপ্রকর্ষজন্যস্য সাক্ষাৎকারস্য কামিনীসাক্ষাৎকারবৎ অপ্রমাত্বাপাতঃ...।"

৬৪ মুদ্রিত কল্পতরুমধ্যে (১।১।১ পৃঃ ৫৬) এবং সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে (পৃঃ ৪৫৪) শ্লোকের চতুর্থ চরণের পাঠ ভিন্ন, "ন ভ্রমত্বং প্রপদ্যতে ॥" কোন পাঠেই বক্তব্যের হানি না হওয়ায় উভয় পাঠই সমীচীন।

ব্যর্থই; কারণ আশ্রয় আশ্রিত অপেক্ষা প্রবল বলিয়া উপজীব্যন্যায় পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে উপজীবিন্যায়কল্পনা অন্যায্য। পূর্বে বিবরণ অবলম্বনে এইরূপ পক্ষে স্বতঃপ্রামাণ্যভঙ্গপ্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্বক বিস্তৃতরূপে নিদিধ্যাসনকরণত্ব খণ্ডিত হওয়ায় এইস্থলে উক্ত খণ্ডনের পুনরাবৃত্তি করা হইল না। শুধু বক্তব্য এই, বিবরণসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভামতীসম্প্রদায়ভুক্ত কল্পতরুকারের উক্তির উদ্ধৃতি যে যথাযথ হয় নাই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ন্যায়ামৃতকার পরবর্তী বাক্যেই বিবরণোক্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বনপূর্বক বিবরণবিরোধ করিয়াছেন (ন্যায়ামৃত ঐ পৃঃ ১২৩০), "ন নিদিধ্যাসনস্য প্রমাকরণত্বমসিদ্ধমিতি বাচ্যম্, ত্বয়া [বিবরণসম্প্রদায়েন] প্রতিবন্ধনিরাসকত্বেনোক্তস্য শ্রবণস্যাপি তদসিদ্ধেঃ।" অর্থাৎ, বিবরণসিদ্ধান্তেই যখন প্রতিবন্ধকনিরাসক তর্কাত্মক শ্রবণ প্রমার করণ হইতে পারে তখন নিদিধ্যাসনেরও প্রমার করণ হইতে বাধা কি? অদ্বৈতসিদ্ধির তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণের প্রারম্ভেই এইরূপ আপত্তি খণ্ডিত হওয়ায় আচার্য্য উক্ত প্রকরণের সর্বশেষে ঐরূপ খণ্ডনের পুনরাবৃত্তি করেন নাই।

নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বসমর্থনে ন্যায়ামৃতকার দ্বিতীয় বিকল্প উত্থাপন করিয়াছেন (ঐ পৃঃ ১২৩০), "নিদিধ্যাসনানন্তরং পুনরনুস্মৃতঃ শব্দ এব করণং, নিদিধ্যাসনং তু তৎসহকারি, শ্রবণাদি তু নিদিধ্যাসনাঙ্গমিতি সম্ভবাচ্চ।" তাৎপর্য্য এই, শব্দই আত্মসাক্ষাৎকারের করণ, কিন্তু শব্দশ্রবণমাত্র আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না, আত্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু নিদিধ্যাসনের পরিপাকের অনন্তর পুনরায় শ্রুত বা অনুস্মৃত শব্দই পরিপক্কনিদিধ্যাসনসহায়ে ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্ন করিয়া থাকে বলিয়া শব্দপ্রমাণের ঘনিষ্ঠ সহকারিরূপে নিদিধ্যাসনই প্রধান বা অঙ্গী, শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনেরই স্বরূপোপকারক অঙ্গ। ন্যায়ামৃতকার বলিতেছেন যে এইরূপ একটি পক্ষ সম্ভব। বস্তুতঃ শাব্দাপরোক্ষবাদীর মধ্যে একদেশী সম্প্রদায় যে এইরূপ পক্ষ স্বীকার করিতেন তাহা পূর্বেই সটীক বিবরণ, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ও বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী অবলম্বনে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও খণ্ডিত হইয়াছে। বিবরণাচার্য্য এইরূপ মত ("অন্যৎ মতম্") গ্রহণ না করিলেও প্রদর্শন করিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ = মাদ্রাজ পৃঃ ৪১০-১১) যে এইরূপ মতেও প্রথম শ্রবণকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসন অঙ্গী হইলেও দ্বিতীয় শ্রবণকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গই। এইজন্য অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচ্য প্রকরণে (৩য় পরিঃ ১ম প্রকঃ) ন্যায়ামৃতোক্ত এইরূপ দ্বিতীয় বিকল্পের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। বিশেষতঃ, বেদান্তকল্পলতিকায় (কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১২৮ ও কণ্ডিকা ৫৫-৫৬ পৃঃ ১৪১-৪৬) উক্ত মত সূক্ষ্মভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। যাহা হউক্, দেখা যাইতেছে যে মাধ্বসম্প্রদায়ের নিকট শাব্দাপরোক্ষবাদ অত্যন্ত অস্পৃশ্য হইলেও ন্যায়ামৃতকার সেই শাব্দাপরোক্ষবাদই অঙ্গীকার করিয়া বিবরণবিরোধিতা করিলেও নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই— "ভক্ষিতেঽপি লশুনে ন ব্যাধিশান্তিঃ।" এইরূপ লৌকিক-ন্যায়ের তাৎপর্য্য এই, মনুসংহিতায় (৫।৫,১৯) লশুন অভক্ষ্যরূপে নিষিদ্ধ হইলেও বাতব্যাধির উপশমের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া লশুন ভক্ষণ করিলেও তাহার বাতব্যাধির উপশম হইল না। অনিষ্ট কর্মানুষ্ঠান করিলেও যদি অভীষ্টপ্রাপ্তি না হয়, তবে এইরূপ লৌকিকন্যায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে বিবরণ-বিদ্বেষব্যাধিপ্রশমননিমিত্ত অত্যন্ত অরুচিকর শাব্দাপরোক্ষবাদ গ্রহণ করিয়াও ন্যায়ামৃতকার নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।

ন্যায়ামৃতকার সর্বশেষে ভামতী সমর্থিত মনঃকরণতাবাদ তৃতীয় বৈকল্পিক ব্যাখ্যারূপে উপস্থাপন করিয়াছেন (ন্যায়ামৃত ঐ পৃঃ ১২৩০), "অথবা, শ্রবণাদ্যঙ্গকনিদিধ্যাসনমপরোক্ষজ্ঞানকরণমনঃ সহকারি।" এই পক্ষেও নিদিধ্যাসনই ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতির করণস্বরূপমনের সন্নিকৃষ্টসহকারিরূপে শ্রবণ ও মননকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান বা অঙ্গী এবং শ্রবণ ও মনন তাহার অঙ্গ বা উপকারক।

অদ্বৈতসিদ্ধিকার এইরূপ বিকল্প অতিদেশন্যায়ে খণ্ডন করিতে বলিলেন (অঃ সিঃ ঐ পৃঃ ৮৬৩), "এতেন নিদিধ্যাসনসহকৃতমনঃকরণত্বমপি নিরস্তম্।" তাৎপর্য্য এই, যে-যুক্তিবলে নিদিধ্যাসনের অপরোক্ষপ্রমিতিকরণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, সেই যুক্তিদ্বারাই মনেরও অপরোক্ষ-প্রমিতিকরণত্ব খণ্ডনীয়। কি সেই যুক্তি? ইহারই উত্তরে লঘুচন্দ্রিকাকার বলিলেন (লঘুঃ ঐ পৃঃ

৮৬৩), "এতেন উপজীব্যবেদান্তবাক্যস্যৈব করণত্বসম্ভবেন।" তাৎপর্য্য এই, মনের নিদিধ্যাসনরূপ সহকারীর মূল যে বেদান্তবাক্য, সেই বেদান্তবাক্যই যখন বক্তব্য (গ্রহণীয়), তখন তাহাই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের করণ হউক (লঘুঃ ঐ), "নিদিধ্যাসনরূপসহকারিমূলং বেদান্তবাক্যমেব বাচ্যম্, তথাচ তদেব করণমস্তু ইতি ভাবঃ।" বস্তুতঃ "এতেন" পদের এইরূপ ব্যাখ্যা দুর্বল বলিয়া বোধ হয়; কারণ পূর্ববিকল্পে নিদিধ্যাসনের প্রামাণ্যই খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় অতিদেশন্যায়ে মনের প্রামাণ্য খণ্ডিত হয় না। ন্যায়ামৃতোক্ত প্রথম বিকল্পে নিদিধ্যাসনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াই তাহার প্রামাণ্যখণ্ডনে তাহার প্রাধান্য বা অঙ্গিত্বও খণ্ডিত হইয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য তৃতীয় বিকল্পে নিদিধ্যাসনকে মনের সহকারিমাত্ররূপে স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া নিদিধ্যাসনের প্রামাণ্যখণ্ডনপ্রয়াস ব্যর্থই—প্রমাণের সহকারী প্রমাণ নহে। শুধু তাহাই নহে, উপজীব্য-প্রাবল্যন্যায়ে নিদিধ্যাসনের প্রামাণ্য খণ্ডিত হইলেও ঐরূপ খণ্ডনের দ্বারা মনের সন্নিকৃষ্টসহকারিরূপে নিদিধ্যাসনের প্রাধান্য বা অঙ্গিত্ব বিসর্জিত হয় না; যেহেতু এই বিকল্পে নিদিধ্যাসন করণরূপে প্রধান বা অঙ্গী না হইলেও মনোরূপ করণের অন্তরঙ্গসহকারিরূপে অন্ততঃ শ্রবণ ও মননকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান বা অঙ্গী হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, "অন্যত্র অন্যধর্মারোপণম্ অতিদেশঃ", ইহাই অতিদেশের লক্ষণ। সুতরাং গো-নিষ্ঠ ধর্মের গোসদৃশগবয়ে অতিদেশ (আরোপ বা জ্ঞান) করিতে হইলে গো-গবয়রূপ পদার্থ দুইটিকে যেমন সদৃশ হইতে হইবে, সেইরূপ ভিন্নও হইতে হইবে—গোনিষ্ঠ ধর্মের গোধাতেও অতিদেশ হয় না, আবার অন্য গোব্যক্তিতেও অতিদেশ হয় না। কিন্তু "এতেন" পদের লঘুচন্দ্রিকাকারের ব্যাখ্যানুসারে নিদিধ্যাসননিষ্ঠ ধর্মের নিদিধ্যাসনসদৃশ কিন্তু নিদিধ্যাসনভিন্ন মনে অতিদেশ উপপন্ন করা যায় না; কারণ নিদিধ্যাসনকরণত্ববাদী নিদিধ্যাসনের প্রামাণ্যরক্ষার্থ যেমন মূল বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্যের শরণাপন্ন হইয়াছেন, সেইরূপভাবে মনঃকরণতাবাদী মনের প্রামাণ্যরক্ষার্থ কোন বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্যের শরণাপন্ন হন নাই। সুতরাং "এতেন" পদের ব্যাখ্যায় বলিতে হইবে যে নিদিধ্যাসন যেমন প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের করণ হইতে পারে না, সেইরূপ মনও প্রমাণ বা জ্ঞানকরণ হইতে পারে না। জ্ঞানকরণত্বনিরাকরণই উভয়ত্র সমান—"এতেন" অর্থাৎ নিদিধ্যাসননিষ্ঠজ্ঞানকরণত্বনিরাকরণন্যায়েন মনঃকরণতাবাদোঽপি প্রত্যুক্তঃ বেদিতব্যঃ। ব্রহ্মসূত্রকারও "এতেন" পদের দ্বারা যে যে অতিদেশসূত্র (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৮; ২।১।৩; ২।১।১২ ও ২।৩।৮) রচনা করিয়াছেন, সে সমস্ত স্থলেই পূর্বাধিকরণোক্ত ন্যায়ই অধিক আশঙ্কাসমন্বিত পরবর্তী অধিকরণে প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে নিদিধ্যাসন প্রমাণকোটির মধ্যে পরিগণিত না হওয়ায় তাহার জ্ঞানকরণত্ব অসম্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় প্রকার জ্ঞানের করণরূপে প্রসিদ্ধ মনের প্রামাণ্য অবশ্যস্বীকার্য্য হওয়ায় মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে—এইরূপে মনঃকরণতাবাদের পক্ষে অধিক আশঙ্কা বিদ্যমান বলিয়াই অতিদেশন্যায়ে মনের প্রামাণ্যখণ্ডন আবশ্যক। অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচ্য প্রকরণে মনের জ্ঞানকরণত্বখণ্ডনপ্রকার প্রদর্শিত না হইলেও বেদান্তকল্পলতিকায় (কণ্ডিকা ৫৩-৫৪ পৃঃ ১৩৩-৪১) উহা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। লঘুচন্দ্রিকাকার স্বয়ং "মনসঃ করণত্বস্য" ইত্যাদি পরবর্ত্তীবাক্যেই (লঘুঃ পৃঃ ৮৬৩) মনের জ্ঞানকরণত্ব অতীব সংক্ষেপে খণ্ডন করিয়াছেন। সুধীগণ সর্বতোভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

যে-কোন উপায়ে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বস্থাপনে অত্যাগ্রহী ন্যায়ামৃতকার পূর্বোক্ত প্রকরণ নিগমন করিতে বলিয়াছেন (ন্যায়ামৃত ঐ পৃঃ ১২৩০), "তস্মাৎ—ধ্যানে শ্রুত্যাদিভিঃ সাক্ষাৎকাররূপ-ফলান্বিতে। মননশ্রবণে অঙ্গে নিরস্যাজ্ঞানসংশয়ৌ॥ ন তু বিবরণমত ইব শ্রবণমঙ্গি, নিদিধ্যাসনাদিকং তু তদঙ্গমিতি।" কিন্তু ন্যায়ামৃতকারের এইরূপ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। উপরি উল্লিখিত ত্রিবিধ বিকল্পের আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ন্যায়ামৃতকার আত্মদর্শনরূপ ইষ্টবিশেষের করণরূপে অথবা করণের অন্তরঙ্গসহকারিরূপে শ্রবণাদিকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসনের প্রাধান্য বা অঙ্গিত্ব স্থাপনে যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হয় নাই; লঘুচন্দ্রিকাকার অতীব সংক্ষেপে তাহাই তৃতীয় স্বতন্ত্রহেতুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন (লঘুঃ ঐ পৃঃ ৮৬২), "দর্শনরূপেষ্টসাধনত্ববোধনা-সম্ভবাৎ।" সাধনত্বধর্ম করণ ও সহকারী উভয়ানুগত। নিদিধ্যাসন স্বয়ং প্রমাণ হইবার সম্পূর্ণ

অযোগ্য ; এমন কি মনের বা শব্দরূপপ্রমাণেরও অন্তরঙ্গসহকারী হইবার যোগ্য নহে। ইহার দ্বারা অধিক স্পষ্ট হইল যে কেন বিবরণাচার্য্য শ্রবণমাত্রের অঙ্গিত্বই নিজ সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্তেই শাব্দাপরোক্ষবাদ সুস্থির থাকিতে পারে। বিবরণে প্রদত্ত দ্বিতীয় মত ("অন্যৎ মতম্") গ্রহণ করিলে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব কথঞ্চিৎ সম্ভাবিত হওয়ায় শাব্দাপরোক্ষবাদ পঙ্কিল হইতে পারে, যদিও দ্বিতীয় শ্রবণের অঙ্গিত্ব সুরক্ষিতই থাকে—"প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্।" প্রক্ষালনের দ্বারা কর্দম দূরীভূত হইবে বটে, কিন্তু কর্দম হইতে দূরে অবস্থানই শ্রেয়ঃ। কারণান্তরের দ্বারা অনিষ্টসাধনের নিবারণ অপেক্ষা অনিষ্টসাধনই কর্ত্তব্য নহে, ইহাই পঙ্কপ্রক্ষালনন্যায়ের তাৎপর্য্য।

ন্যায়ামৃতোক্ত পক্ষত্রয় পূর্বেই বহুধা বিচারিত হওয়ায় এইস্থলে আলোচনার জন্য উক্ত ত্রিবিধ বৈকল্পিক ব্যাখ্যা উত্থাপিত হয় নাই। ন্যায়ামৃতে "ত্বয়াপি", "ত্বয়া", "সম্ভবাচ্চ" ইত্যাদি পদপ্রয়োগ অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ন্যায়ামৃতকার স্বমত (প্রসংখ্যানবাদ) সমর্থনে ভামতী-সম্প্রদায়ভুক্ত কল্পতরুকারের শরণাগত হইতে, ভামতীসমর্থিত মনঃকরণতাবাদ অঙ্গীকার করিতে, এমন কি একদেশিসম্প্রদায়স্বীকৃত শাব্দাপরোক্ষবাদ গ্রহণ করিয়াও নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই বিবরণসিদ্ধান্তকণামাত্র স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ইহা নিতান্তই বিবরণপ্রস্থানপ্রদ্বেষপ্রসূত।

এক্ষণে শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিষয়ে সমস্ত বিবরণবিরুদ্ধচিন্তা সমাহিত হইল বুঝিতে হইবে। পরিশেষে বিবরণমতনিষ্কর্ষরূপে অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার (৩য় পরিঃ শ্লোঃ ১-১০ পৃঃ ২০১-৪) হইতে দশটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইতেছে।

"শ্রবণাদিপরা নিত্যং যং চিদানন্দমদ্বয়ম্।
সাক্ষাৎকৃত্য কৃতার্থাঃ স্যুস্তং সদা নৌমি কেশবম্॥॥ ১ ॥
এবং ব্যবস্থিতে ব্রহ্মতত্ত্বৈকাত্ম্যে প্রমাণতঃ।
তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থং শ্রবণাদি বিবিচ্যতে॥ ২ ॥
শ্রবণং মননং ধ্যানমনুষ্ঠেয়তয়া শ্রুতম্।
ত্রিতয়ং শ্রবণং তত্র প্রাধান্যাদঙ্গিতাং ব্রজেৎ॥ ৩ ॥
তদঙ্গিত্বং প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং প্রতি।
সিদ্ধত্যাব্যবধানেন তদঙ্গত্বং তয়োর্দ্বয়োঃ॥ ৪ ॥
চিত্তস্যৈকাগ্রতাদ্বারা সংশয়াদিনিরাসতঃ।
প্রত্যক্প্রাবণ্যহেতুত্বং ভজেতাং ধ্যানচিন্তনে॥ ৫ ॥
বিচারঃ শব্দশক্ত্যৈকতাৎপর্য্যস্যাবধারণম্।
নির্ণীতশক্তিতাৎপর্য্যবাংশ্চ্ছব্দঃ করণং মতঃ॥ ৬ ॥
বিচারস্যাপি করণে প্রবেশেনাঙ্গিতা মতা।
নাকাঙ্ক্ষাদিপ্রবিষ্টং স্যাদন্যথা করণে ধ্রুবম্॥ ৭ ॥
তস্মাদ্'দ্রষ্টব্য' ইত্যত্র দর্শনে সন্নিধানতঃ।
'শ্রোতব্য' ইতি সাক্ষাৎ স্যাদঙ্গিত্বং শ্রবণেঽন্বয়াৎ॥ ৮ ॥
শব্দাতিশয়হেতুত্বাচ্ছ্রবণস্যাঙ্গিতেষ্যতে।
চিত্তাতিশয়হেতুত্বাত্তয়োরঙ্গত্বমীরিতম্॥ ৯ ॥
ফলাদ্যুক্তানুসন্ধানং চিত্তস্যৈকাগ্র্যকারণম্।
বিপরীতনিবৃত্ত্যা স্যাদ্ধ্যানমৈকাগ্র্যকারণম্॥" ১০ ॥

"ধীধনাঃ! বাধনায়াস্যাস্তদা প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছথ।
ক্ষেপ্তুং চিন্তামণিং পাণিলব্ধমব্ধৌ যদীচ্ছথ॥"

ধীরেব ধনং যেষাং তে ধীধনাঃ, অর্থাৎ যাঁহারা নিজ বুদ্ধিকে সম্পদ্‌রূপে গর্ব করিয়া থাকেন সেই পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া কবিতার্কিকচক্রবর্ত্তী শ্রীহর্ষ বলিতেছেন (খণ্ডন ১।৮ শ্লোঃ ২৩ পৃঃ ১১৮), এই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য অদ্বৈতবুদ্ধির ("অস্যাঃ") খণ্ডনের নিমিত্ত ("বাধনায়") স্ববুদ্ধি ("প্রজ্ঞাং") তখনই ("তদা") নিয়োজিত কর ("প্রযচ্ছথ") যদি হস্তস্থিত চিন্তামণি ("যদি পাণিলব্ধং চিন্তামণিং") সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা কর ("অব্ধৌ ক্ষেপ্তুম্ ইচ্ছথ")। অর্থাৎ তোমার যদি এতাদৃশই দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে, তবে তাহাই কর।

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে গ্রন্থকারোদ্ধৃত পুরাণবচন-বিচার নামক
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

হরি ওঁ তৎ সৎ

গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী

গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত মীমাংসাদর্শনের অধিকরণ ও ন্যায়সমূহের সূচী

[মীমাংসাদর্শনের অধ্যায়, পাদ ও সূত্র, এই ক্রমানুসারে বোদ্ধব্য]

অধিকরণ বা ন্যায়	পৃষ্ঠা
যাগাদিসু স্ত্রীপুংসোরুভয়য়োরধিকারাধিকরণম্ (৬।১।৬-১৬)	১১৬
যাগে অঙ্গহীনস্যাপ্যধিকারাধিকরণম্ (৬।১।৪১)	১১৫
যাগে দম্পত্যোঃ সহাধিকারাধিকরণম্ (৬।১।১৭-২১)	১১৭
যাগে নির্ধনস্যাধিকারাধিকরণম্ (৬।১।৩৯-৪০)	১১৭
যাগে শূদ্রস্যানধিকারাধিকরণম্ বা অপশূদ্রাধিকরণম্ (৬।১।২৫-৩৮)	১১৪, ১৮৪
যাবজ্জীবিকাগ্নিহোত্রাধিকরণম্ (২।৪।১-৭)	৫৯, ১০৮
রাত্রিসত্রস্যার্থবাদিকফলকত্বাধিকরণম্ বা রাত্রিসত্রন্যায়ঃ (৪।৩।১৭-১৯)	১১০, ১৩২
লবনপ্রকাশকমন্ত্রাণাং মুখ্যে বিনিয়োগাধিকরণম্ বা বর্হির্ন্যায়ঃ (৩।২।১-২)	৩৬৬
বষট্‌করণস্য ভক্ষনিমিত্ততাধিকরণম্ (৩।৫।৩১)	১০০
বষট্‌কর্ত্রাদীনাং চমসে সোমভক্ষাধিকরণম্ বা একপাত্রে ভক্ষণসমুচ্চয়াধিকরণম্ (৩।৫।৩৩-৩৫)	১০০
বাক্যাধিকরণম্ বা বেদস্য অর্থপ্রত্যায়কতাধিকরণম্ (১।১।২৪-২৬)	১৪১
বায়ব্যপশাবুপদিষ্টশ্বেতগুণেন প্রাকৃতাজদ্রব্যস্যাবাধাধিকরণম্ বা বায়ব্যং শ্বেতমালভেতেত্যানেন অজস্যৈবালম্ভনাধিকরণম্ (১০।২।৬৮/৬৯)	৭৮, ১২৭
বিশ্বজিদাদীনামেকফলতাধিকরণম্ (৪।৩।১৩-১৪)	৫৯, ১০৫
বিশ্বজিদাদীনাং সফলত্বাধিকরণম্ (৪।৩।১০-১২)	৫৯
বিশ্বজিদাদীনাং স্বর্গফলতাধিকরণম্ (৪।৩।১৫-১৬)	৫১, ৫৯, ১০৫
বিশ্বজিন্ন্যায়ঃ (উক্ত অধিকরণত্রয় ৪।৩।১০-১৫)	১২, ২১৯
বেদস্যাপৌরুষেয়তাধিকরণম্ (১।১।২৭-৩২)	১২৫, ১৪৩
শব্দনিত্যতাধিকরণম্ (১।১।৬-২৩)	১৪১
শেষত্বনির্বচনাধিকরণম্ বা শেষলক্ষণাধিকরণম্, প্রতিজ্ঞাধিকরণসহ (৩।১।১-২)	৯১, ৯২
শেষলক্ষ্যাধিকরণম্ বা বাদর্য্যাধিকরণম্ (৩।১।৩-৬)	৯২
শ্রুতদ্রব্যাপবাদে তৎসদৃশস্যৈব প্রতিনিধিত্বাধিকরণম্ (৬।৩।২৭)	৭৭
শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণ-ন্যায়ঃ (১।৩।৩)	১১৪, ১৯১, ১৯৫
শ্রুতেষ্বপি প্রতিনিধিষু মুখ্যধর্মানুষ্ঠানাধিকরণম্ (৩।৬।৪০)	১১১
শ্রুত্যাদীনাং পূর্বপূর্ববলীয়স্ত্বাধিকরণম্ (৩।৩।১৪)	৫২
সক্তুন্যায়ঃ (শাবরঃ ২।১।১২)	১৭৭
সত্রে কস্যচিৎ স্বামিনোঽপচারে প্রতিনিধ্যাদানাধিকরণম্ বা সত্রন্যায়ঃ (৬।৩।২২)	১১১
সত্রে প্রতিনিহিতস্যাস্বামিত্বাধিকরণম্ (৬।৩।২৩-২৫)	১১১
সত্রে প্রতিনিহিতস্য যজমানধর্মগ্রাহিত্বাধিকরণম্ (৬।৩।২৬)	১১১
সত্রে প্রত্যেকস্য সত্রিণঃ কৃৎস্নফলসম্বন্ধাধিকরণম্ (৬।২।১-২)	১১১
সর্বশাখাপ্রত্যয়ৈককর্মতাধিকরণম্ (২।৪।৮-৩৩)	৫৯, ১০৮
সর্বেষাং গ্রহাদীনাং সম্মার্গাদ্যধিকরণম্ বা গ্রহৈকত্বন্যায়ঃ (৩।১।১৩-১৫)	১২০
সোমাদীনাং দর্শপূর্ণমাসোত্তরকালতাধিকরণম্ (৪।৩।৩৭)	১৩৫
সৌত্রামণ্যাদীনাং চয়নাঙ্গতাধিকরণম্ (৪।৩।২৯-৩১)	১১৯
স্তোত্রাদিপ্রাধান্যাধিকরণম্ (২।১।১৩-২৯)	৮৩
স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণম্ (১।৩।১-২)	১৭৮, ১৯৪
স্বামিনঃ প্রতিনিধ্যভাবাধিকরণম্ (৬।৩।২১)	১১১
হিরণ্যধারণাদীনাং পুরুষধর্মতাধিকরণম্ বা হিরণ্যধারণাধিকরণ-ন্যায়ঃ (৩।৪।২০-২৪)	৩৭৩
হোতুঃ প্রথমভক্ষাধিকরণম্ (৩।৫।৩৬-৩৯)	১০০
হোমস্বরূপনিরূপণাধিকরণম্ (৪।২।২৮)	১০২

গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত বেদান্তদর্শনের অধিকরণসমূহের সূচী

[ব্রহ্মসূত্রের অধ্যায়, পাদ ও সূত্র, এই ক্রমানুসারে বোদ্ধব্য]

অধিকরণ	
অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্ (৪।১।১৬-১৭)	১০৮
অধিকারাধিকরণম্ (৩।৪।৪১-৪২)	২৫২
অপশূদ্রাধিকরণম্ (১।৩।৩৪-৩৮)	১১৪

গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত লৌকিকন্যায়সমূহের সূচী